দ্বীপময় ভারত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

বুক-কোম্পানি লিমিটেড

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৪৩বি, কলেজ স্কোয়ার ঈস্ট, কলিকাতা

আশ্বিন ১৩৪৭—সেপ্টেম্বর ১৯৪০

প্রকাশক
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র
৪-৩ বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

[মূল্য চারি টাকা মাত্র।]

মুদ্রাপক
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট্, কলিকাতা

॥ ওঁ নমঃ শিবায় নম উমায়ৈ ॥
॥ ওঁ নমো বিষ্ণবে নমঃ শ্রিয়ৈ ॥

ভারতেব জীবনের ও ভারতের দেব-কল্পনার অন্তর্নিহিত
সত্য শিব ও স্নন্দরের অভিনব শিল্পময় প্রকাশ
রূপে রেখায় বর্ণে যিনি করিয়াছেন,
নিজ গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে
স্বীয় এবং শিষ্যগণের কৃতির দ্বাবা
ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পধারার পুনরুজ্জীবন করিয়া
বিশ্বমানব-সভায় ভাবতের সংস্কৃতির আসন
যিনি পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিযাছেন,
সাহিত্যে 'বাক্-পতি' কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ
শিল্পে যাঁহার স্থান,
মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম প্রধান শিল্পনেতা
সেই বিশ্বন্ধর ও যুগন্ধর সিদ্ধ শিল্পী
'রূপ-পতি' শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
মহাশয়ের করকমলে
এই গ্রন্থ
স্বীয় শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ
গ্রন্থকার কর্তৃক সাদরে সমর্পিত হইল।
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
'সুধর্মা', বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ভাদ্র সংক্রান্তি পূর্ণিমা ১৩৪৭ ॥

প্রকাশকের নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ সালে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত মলয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশ (থাই-ভূমি) ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সুনীতিবাবুর রচিত এই ভ্রমণের বিবরণ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (ভাদ্র ১৩৩৪—চৈত্র ১৩৩৫, পৌষ ১৩৩৬—আশ্বিন ১৩৩৭; বৈশাখ ১৩৩৮—আশ্বিন ১৩৩৮)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত বৃহত্তর ভারতের বর্ণনাময় এই ভ্রমণ-কথা, একাধারে ভারতের প্রাচীন গৌরবের অবদান এবং লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উভয়ের সরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্মিলনে, বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, এবং সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে এই ভ্রমণ-কাহিনী আধুনিক সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-বিষয়ক নিবন্ধ রূপে গৃহীত হইয়াছে। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশের সময়ে স্বয়ং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক সুনীতিবাবুর দ্বীপময় ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি সুনীতি-বাবুর "দ্বীপময় ভারত"-এর জয়মাল্য রূপে গ্রন্থশীর্ষে উদ্ধৃত হইল। পুস্তকাকারে এই ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিবার জন্য নানা স্থান হইতে বহু অনুরোধ আসায়, আমাদের বিশেষ আগ্রহ ও নির্বন্ধে এতদিনে শ্রীযুক্ত সুনীতি-বাবু সেটী প্রকাশ করিলেন। এই নূতন প্রকাশনে কতকগুলি শব্দের পরিবর্তন এবং দুই-চারিটী ছোট-খাট ভুল-ত্রুটী সংশোধন ভিন্ন আর কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই। 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশের সময়ে বহু চিত্র দ্বারা এই ভ্রমণ-কথা অলঙ্কৃত হইয়াছিল; 'প্রবাসী'র সত্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে সেই-সকল চিত্রের অনেকগুলি এই সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত করিতে পারা গেল। তজ্জন্য আমরা গ্রন্থকারের ও আমাদের উভয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এক্ষণে আশা করি "দ্বীপময় ভারত" প্রথম প্রকাশের সময়ে যেরূপ, সাধারণ্যে এখনও সেইরূপ সমাদর লাভ করিবে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অন্যতম প্রধান ভ্রমণ-কাহিনী রূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে। ইতি ৩১শে ভাদ্র ১৩৪৭।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র
বুক-কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয়ের অভিমত

[১] শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র হইতে—

সুনীতি,

৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] "যাত্রী", ১৩৩৬, হইতে—'জাভাযাত্রীর পত্র', পৃঃ ১৯১-১৯২—

মানুষ তো কোনো একটা জায়গায় খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই। এই জন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তা'র যথার্থ চিত্র হ'তেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপন লোক, নিয়ত তা'রা সেই পরিচয়টা পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার উপরে প্রকাশিত আত্মীয়-লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ কর্‌বার জন্যই।

কিন্তু সকল প্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন স্থনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত ব'লেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব ব'ল্‌তে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল-ভঙ্গ না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধ'র্‌তে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে—বিশ্ব ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।

তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ ব'লে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণতঃ এ কথা বলা চলে যে, শব্দ-তত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে' গেচে, শব্দ-চিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি—এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে প'ড়তে পাবে—দেখ্‌বে, এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্; বর্ণনা-সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তা'র থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপি-বাচস্পতি কিংবা লিপি-সার্বভৌম, কিংবা লিপি-চক্রবর্তী।

[৩] "যাত্রী"—'জাভাযাত্রীর পত্র', পৃঃ ২১৪—

সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো এক সময়ে লিখ্‌বেন। কেননা সুনীতির যেমন দর্শন-শক্তি তেমনি ধারণা-শক্তি। যতো বড়ো তাঁর আগ্রহ, ততো বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে, সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট যে হয় না—সে দু দিক্ থেকেই—রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। বুঝ্‌তে পার্‌চি, তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

[৪] মঙ-পু—কালিম্পঙ্ হইতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র হইতে—

অমিয় বলছিলেন আমার সঙ্গে সয়ামে ভ্রমণকালে তোমার খাতায় যে সকল তন্ন তন্ন বিবরণ জমিয়েছ তা প্রচুর এবং প্রকাশযোগ্য। এগুলি হাতের অক্ষরের অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত না থাকাই শ্রেয় মনে করি।

ইতি ৪।৫।৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

(পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি পরিচ্ছেদের সংখ্যা ভুল করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, সূচীপত্র অনুসারে সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।)

যবদ্বীপের পথে ১—১৩৫

১। রেলে মাদ্রাজ ১
২। জাহাজে—মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর ১২
৩। মালয় দেশ—সিঙ্গাপুর ৩২
৪। মালয় দেশ—সিঙ্গাপুরের চীনা পাড়া ও চীনা মন্দির ৫২
৫। মালয় দেশ—সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে ৬০
৬। মালয় দেশ—সিঙ্গাপুরে চীনা বৌদ্ধ বিহার ৭২
৭। সিঙ্গাপুরে শেষ দু দিন—চীনা থিয়েটার—জাহাজে মালাক্কা যাত্রা ৮১
৮। মালাই দেশ—মালাক্কা ৮৯
৯। কুআলা-লুম্পুর যাত্রা—চীনা ক্লাব—'রোঙ্গেঙ্' নাচ ৯৯
১০। কুআলা-লুম্পুর ১০৮
১১। ইপোঃ ১২২
১২। তাই-পিঙ্ ১৩০
১৩। পিনাঙ ১৩৩

দ্বীপময় ভারত ১৩৬—৩৬৯

১। সুমাত্রা ১৩৬
২। যবদ্বীপ—বাতাবিয়া—প্রথম পর্ব ১৪৯
৩। বলিদ্বীপের পথে ১৬২
৪। দ্বীপময় ভারত—আধুনিক অবস্থা ১৬৯
৫। দ্বীপময় ভারত—পূর্ব কথা ১৭১
৬। বলিদ্বীপ : বুলেলেঙ্—কিন্তামানি—বাঙ্লির পথে ১৮৫
৭। বলিদ্বীপ—বাঙ্লি ১৯৬
৮। বলিদ্বীপ—বাঙ্লি ২০৯
৯। বলিদ্বীপ—কারাঙ-আসেম ২১৪
১০। বলিদ্বীপ—বেসাকিক্-এর মন্দির দর্শন ২৩১
১১। বলিদ্বীপ—বেসাকিক-এর মন্দির দর্শন ২৩৪
১২। বলিদ্বীপ—ক্লুঙ্-কুঙ্ ২৪১
১৩। বলিদ্বীপ—তাম্পাক-সেরিঙ্ ও গিয়াঞ্জার ২৪৫
১৪। বলিদ্বীপ— বাডুঙ্ ও উবুদ ২৫৫
১৫। বলিদ্বীপ—বাডুং ও উবুদ ২৬৭
১৬। বলিদ্বীপ—বাডুঙ্ ও উবুদ ২৭৫
১৭। বলিদ্বীপ—মুঙ্গুক্ ২৮৬
১৮। বুলেলেঙ্—বলিদ্বীপ থেকে বিদায় ২৯১
১৯। বলিদ্বীপ-ভ্রমণের পরিশিষ্ট—বলিদ্বীপে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান ২৯৫
২০। যবদ্বীপ—সুরাবায়া ৩০৩
২১। যবদ্বীপ—শুরকর্ত ৩১৫
২২। যবদ্বীপের রাজবাটীতে নৃত্যদর্শন ৩২৪
২৩। শুরকর্ততে ছায়ানাটক দর্শন ৩৩১
২৪। প্রাম্বানান্ ৩৪১
২৫। যোগ্যকর্ত ৩৪৮
২৬। বর-বুদুর স্তূপ ৩৫৪
২৭। বান্দুঙ্ ৩৬৪
২৮। বাতাবিয়া—যবদ্বীপ হইতে বিদায় ৩৬৬

যবদ্বীপের পথে

১। রেলে মাদ্রাজ

১২—১৪ জুলাই ১৯২৭।

Amboise আবোআজ জাহাজ,

শনিবার ১৬ই জুলাই।

উপরে পরিষ্কার আকাশ—ফিকে নীল, ধারে-ধারে দিকচক্রবালের উপরেই সাদা সাদা মেঘ, সকালের বাল-সূর্যের মিষ্টি রোদ্দুর সমস্ত উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে, নীচে সমুদ্রের কালাপানি এখন আর ঘন নীল নয়—সকালের সূর্যের কোমল স্পর্শে তার গাঢ় রঙটাও একটু হাল্‌কা হ'য়ে চমৎকার দেখাচ্ছে—এ যেন একেবারে ভূমধ্য সাগরের সমুদ্র। কাছে-কাছে, দূরে, সব জায়গায় টগ্‌ব'গে ফেনায় ছোটো-ছোটো ঢেউ ভেঙে প'ড়ছে—এর-ই মধ্যে জল কেটে-কেটে আমাদের জাহাজ চ'লেছে। এই জল কেটে যাওয়ায় একটা এক-টানা আওয়াজ বরাবর আমাদের জাহাজের জীবনের background বা চিত্রভিত্তির মতন হ'য়ে র'য়েছে—জলোচ্ছ্বাসের শব্দ, মাঝে-মাঝে যেন একটা সজোর ফোস-ফোসানি—সমস্ত আওয়াজটা মিশে মনে যে ভাব আনে, সেটা হ'চ্ছে, কবির কথায়, "অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।"

আকাশ সাগরের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে স্নিগ্ধভাবে চেয়ে আছে। আমাদের বাঙালী কবি রবিদত্তের একটী ছোটো ইংরেজী কবিতার একটী ছত্র এখন মনে আস্‌ছে,—Jove on Neptune smiles—দ্যৌঃপিতা বরুণ-দেবের উপর স্মিতহাস্যে নেত্রপাত ক'র্‌ছেন। কালকের দিনটা বিকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সারা বিকাল আর সন্ধ্যা আমরা উপরের ডেকে রেলিঙের ধারে ব'সে-ব'সে বৃষ্টির কুহেলী দেখে আর জলের উপর বৃষ্টি-বিন্দু-পাতের শব্দ শুনে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার সময়ও মেঘ কাটেনি, যদিও সূর্য অস্ত যাবার কালে এক চমৎকার ফিরোজা রঙের খেলা আকাশে আর সমুদ্রের উপরে দেখেছিলুম, সন্ধ্যার crepuscle বা আলো-আঁধারিতে কে যেন হালকা নীলের তুলি দিয়ে আকাশ আর সাগরের উপরে এক পোঁছ রঙ বুলিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। আজকের দিনটাও ঐ রকম জলের ঝাপটায় কাট্‌বে ব'লে মনে হ'য়েছিল, কিন্তু ভোরে উঠে প্রসন্ন আকাশ দেখে মনটা খুশী হ'য়ে গেল।

জাহাজে আমরা চ'ড়েছি পরশু, বেস্পতিবার, ১৪ই তারিখে। বেলা সাড়ে পাঁচটায় আমাদের জাহাজ ছেড়েছিল—বারবেলা কাটিয়ে, আশা করি। মাদ্রাজ শহরে সকাল আটটায় আমাদের প্রবেশ, সেখান থেকে পাঁচটায় আমাদের প্রয়াণ। ক'লকাতা থেকে তার দুদিন আগে, মঙ্গলবার ১২ই তারিখে আমরা যাত্রা করি। এই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, তিন দিন ধ'রে একটানা রেলযাত্রা ক'রে, আর মাদ্রাজে ঘোরাঘুরি ক'রে, জাহাজে যখন চড়'লুম তখন শরীর মন দুইই অবসন্ন। জাহাজ ছাড়্‌তে সকলে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেললুম—অন্ততঃ চার পাঁচ দিন শুয়ে-ব'সে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারা যাবে, এই মনে ক'রে। বিদেশে যাচ্ছি, তিন মাস ধ'রে আমাদের ভারতভূমি বা বঙ্গভূমির মনঃকোকনদ যে আমাদের-ক'জন-বিহীন হ'য়ে থাক্‌তে পারে সে-কথা আদৌ মনে হয়নি। ১৯১৯ সালে যখন ছাত্র হ'য়ে দীর্ঘ মেয়াদ নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করি, তখন বোম্বাইয়ের আপোল্লো-বন্দরের ঘাট ছাড়্‌বার সময়

মনটা একটু ভার-ভার হ'য়েছিল, চোখের কোলও বোধ হয় একটু ভিজে গিয়েছিল। এবার কিন্তু সে-রকম কিছু হ'তে পাবেনি; কারণ, যে বিদেশে আমরা এখন চ'লেছি তার বৈদেশিকত্ব আমাদের কাছে ততটা নেই—এ বিদেশ আমাদেরই দেশের একটুকু অংশ এই রকম একটা ধারণা (যেটা historical sense বা ঐতিহাসিক অনুভূতির ফল) আমরা নিয়ে চ'লেছি। কাজে-কাজেই দূর বিদেশ-প্রবাসের একটা চাপা আতঙ্ক মনের মধ্যে নেই।

ক'ল্‌কাতা থেকে মাদ্রাজ—চল্লিশ ঘণ্টার এই রেল-যাত্রা আমরা তিনজনে মোটের উপর বেশ আনন্দেই ক'রেছি। কবি আমাদের পাশের গাড়ীতে, একখানা কামরায় তিনি একা ছিলেন। খড়্গপুরে আমাদের কামরায় ঢুক্‌ল দুজন ফিরিঙ্গি রেলের লোক, তাদের মাল-পত্র নিয়ে। এরা যাবে মাদ্রাজ অবধি। এদের ঢুক্‌তে দিতে হ'ল। ওদিকে কবির গাড়ীতে একদল কলেজের আর ইস্কুলের ছেলে ঢুকে প'ড়্‌ল। এরা মেদিনীপুর থেকে আস্‌ছে। কবি আস্‌ছেন মনে ক'রে কালকেও এসেছিল, আজ এর দেখা পেয়েছে। Autograph hunting বা বড়ো লোকের হস্তাক্ষর সংগ্রহের বাতিক দেখ্‌লুম ভীষণ সংক্রামক হ'য়ে প'ড়েছে। ছেলেরা চায় কবির হস্তাক্ষর,—তার সাম্‌নে ছোটো বড়ো বাঁধানো খাতা, চার-পয়সানে' এক্‌সারসাইজ-বুক, ঘরে সেলাই-করা খাতা, চার পাঁচ খানা খুলে ধরা হ'য়ে র'য়েছে দেখ্‌লুম। একটী সাহিত্য-রসিক ছেলে চায়, কবি তখনি দু'ছত্র রচনা ক'রে তার খাতায় লিখে দেন। ছেলেদের বিমুখ ক'র্‌তে তিনি চান না, অথচ দেশ-কাল আর শরীর-মন ঠিক কবিতা-রচনার উপযুক্ত নয়। তিনি একটু কাতর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। মনে প'ড়্‌ল, কে একজন নবীন নাট্যকারযশঃ-প্রার্থী, তার নাটকের গানগুলিতে সুর দেবার জন্য কবির কাছে এসেছিল। বেশী নয়, গোটা বাইশেক গান; প্রত্যেকটীতে সুর দিতে, এমন আর কি, বড়ো জোর আধ-ঘণ্টা ক'রে সময় লাগ্‌বে—এটা কি তাঁর স্নেহাস্পদ অনুগামীকে বাধিত কর্‌বার জন্য তিনি ক'র্‌তে পারেন না? সুখের বিষয়, ছেলে কয়টী উক্ত উদীয়মান নাট্যকারের মতন নাছোড়বান্দা ছিল না; তাদের বাইরে ডেকে নিয়ে এসে মিষ্টি কথায় ব'ল্‌তে, তারা সন্তুষ্ট মনে কবিকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। খড়্‌গপুর থেকে গাড়ী ছেড়ে দিলে, সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, রাত্রিটা কবি নির্বিঘ্নে কাটালেন।

আমাদের গাড়ীতে যে দুটী ফিরিঙ্গি উঠ্‌ল তারা দুয়ে মিলে দু-জন মানুষ বটে, কিন্তু একজন হ'চ্ছে দেড়, আর একজন আধ। রেলের ড্রাইভার কিংবা গার্ড হ'বে। গরীব, ভালো-মানুষ। বাঙ্গালোরের দিকে বাড়ী। মোটা লোকটা খুব লম্বা-চওড়া,—দোহারা গড়ন, আর খোঁচা-খোঁচা গোঁফ; আর তার সহযাত্রী রোগা লোকটী আকারে খর্বকায়, বিরল-গোঁফদাড়ী। তারা একসঙ্গে যাচ্ছে, হয় আত্মীয় নয় সহকর্মী। এই জুড়িটীকে দেখে মনে হ'ল, the long and short of it। বড়োটী (চেহারায় ভারিক্কে ব'লে বোধ হয়) ছোটোটীর boss বা কর্তা হ'য়ে, ওইটীকে দিয়ে নিজের বিছানা পাতানো প্রভৃতি কাজ করিয়ে নিতে লাগ্‌ল। আমাদের খাবার থেকে কিছু-কিছু ভাগ দিতে ধন্যবাদের সঙ্গে নিয়ে দুজনে তার সদ্ব্যবহার ক'রলে। পথে, বিশেষ ক'রে অন্ধ্রদেশ থেকে আরম্ভ ক'রে, প্রায় প্রতি বড়ো স্টেশনে কবিকে দেখ্‌তে-আসা লোকের ভীড় দেখে, তাঁর সম্বন্ধে এদের সম্ভ্রমপূর্ণ কৌতূহল হ'ল।—তাঁর নামটীর সঙ্গে এদের আবছা-আবছা পরিচয় ছিল। বড়োটী ব'ল্‌লে, "আমার এক uncle (খুড়ো কি মামা যা হোক একটা কিছু) ছিলেন, তিনি বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যে। তিনি থাকলে কবির কদর বুঝ্‌তেন, তাঁর নাম ছিল মিস্টার শেপার্ড।—আপনারা কি তাঁকে চেনেন?—আমরা মুক্‌খু-সুক্‌খু মানুষ, আমরা যে কিছুই জানি না।" মাদ্রাজের কাছে একটা স্টেশনে বৃহস্পতিবার ভোরে যখন গাড়ী থাম্‌ল, দেখি, প্লাটফর্মে হিন্দু রিফ্রেশ্‌মেণ্ট-রুমের সাম্‌নে এক টেবিলের উপরে গরম-গরম ডালের বড়া, চালের গুঁড়োর পিঠে আর একটা তরকারীর পসার দিয়ে, মস্ত এক হাঁড়ীতে চিনি দেওয়া গরম কফি আর তার পাশে বড়ো এক আলুমিনিয়মের খোলা পাত্রে দুধ রেখে, ঝুঁটী-বাঁধা তামিল ব্রাহ্মণ হোটেলওয়ালা স্টল খাড়া ক'রে ব'সেছে। যত তামিল তেলুগু যাত্রী আলুমিনিয়ম আর পিতলের ঘটী বাটী নিয়ে কফি আর বড়া পিঠে কিন্‌তে ভীড় ক'রেছে। ফিরিঙ্গি দুটী আমাদের ব'ল্‌লে—"এরা চমৎকার

কফি করে, আর এদের ডালের বড়াও চমৎকার। কিন্তু আমরা সাহেব ব'লে কাছে গেলে আমাদের পাতে কফি দেবে না, হয় তো খাবারও বেচ্‌বে না—আপনারা দয়া ক'রে আমাদের কিছু খাবার আর কফি এনে দেবেন ?"

বুধবার দিন ১৩ই তারিখে সকালটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু দুপুরে এখন অসহ্য গরম হ'ল। অন্ধ্রদেশে কবির অনুরাগী আর ভক্তের সংখ্যা দেখ্‌লুম অনেক। দেখে মন যে খুশী হ'ল না এ কথা ব'ল্‌তে পারি না, যদিও এইসব কবি-দর্শনকামী লোকেদের ভীড় অনেক সময়ে তাঁর পক্ষে মোটেই আরামদায়ক হ'চ্ছিল না। The penalties of greatness—এটা তাঁকে মেনে নিতেই হয়, উপায় নেই। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে লোকে তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে উদ্দেশে প্রণাম ক'র্‌ছে। আর যেখানে-যেখানে গাড়ী বেশীক্ষণ থেমেছে, সেখানে তাঁর কামরার দরজা খুলে দিতে হ'য়েছে,—লোকে ঢুকে তাঁকে প্রণাম ক'রেছে, প্রশংসাবাণী শুনিয়েছে, তাঁর লেখা প'ড়ে তাদের মনে আনন্দ আর উৎসাহ লাভের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। শ্রদ্ধা আর ভক্তির আতিশয্যে তাঁর গাড়ীর সামনে আগত লোকেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি হ'য়েছে ; জায়গায়-জায়গায় আশঙ্কা হ'চ্ছিল যে, লোকে হুড়মুড় ক'রে তাঁর গাড়ীতে ঢুকে না পড়ে। তাই সুরেন-বাবু আর আমি পালা ক'রে-ক'রে তাঁর গাড়ীতে গিয়ে দরজা আটকে দাঁড়াতে লাগ্‌লুম। তেলুগুদের মধ্যে দুচার জন পরিচিত লোকও এলেন। এক স্টেশনে কাকনাডা-কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক একটী ভদ্রলোক এলেন, ক'লকাতায় ইনি কিছুকাল ছিলেন,—ক'লকাতায় থাক্‌বার সময়ে বাংলা শিখেছিলেন। একটী তেলুগু-মহিলা এসে বাঙলায় কবির সঙ্গে কথা কইলেন। এইরকম সব লোক এলেন। অন্য অপরিচিত লোকেদের মধ্যে সকলেই বেশ বিনয়ী, শ্রদ্ধাপূর্ণ। একটী স্টেশনে এক ভদ্রলোক গাড়ীর ভিতরে লা-পরওয়া ভাবে ঢুকলেন—আর একজন পিছু-পিছু এসে তাঁর পরিচয় দিলেন যে, ইনি স্থানীয় এক ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। কবির খবর যে ঠিক-মতন ইনি রাখেন তা মনে হ'ল না, কিন্তু উঠেই পরিচিতের মতন জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আপনি না কাকনাডার কংগ্রেসে এসেছিলেন ?" প্লাটফর্মের ইতরজনের প্রতি সগর্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। আর একটী স্টেশনে একজন বৃদ্ধ তেলুগু ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে হাত জোড় ক'রে কবির সামনে দাঁড়িয়ে তেলুগু ভাষায় কি ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। শুন্‌লুম ইনি একজন স্থানীয় উকিল, নামটী রামান্না পন্তুলু না কি, তেলুগু ভাষার একজন কবি, ইনি ভারতের কবিগুরুকে নিজের ভাষায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রতে এসেছেন। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা অন্তর সব জায়গায় এইরকম লোকেদের সঙ্গে শিষ্টাচার ক'রতে-ক'রতে যাওয়া, আর তার উপর একেবারে ভাদ্দরে' গুমট—এটা যে কি অস্বস্তিকর তা আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পেলুম। রাজমহেন্দ্রীতে দুশো আন্দাজ কলেজের ছাত্র এসে হাজির। এরা সকলেই কাগজে কবির যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে ভুল খবর প'ড়ে, আগের দিনেও স্টেশনে এসেছিল। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে একটী সাধাসিধে ধরণের লোক জানালা দিয়ে কবিকে একটী লেবু, একটী কাঠের উপর রঙ-করা একাধারে ফুলদানী আর ধূপদানী—তাতে কিছু ফুল, আর কিছু দক্ষিণী ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া আছে,—আর একটী রঙীন কাঠের নলে ক'রে ধূপ দিয়ে, নীরব ভাষায় কবির প্রতি প্রীতি জানিয়ে নমস্কার ক'রে ভীড়ের মধ্যে মিশে চ'লে গেল। কবির এই অজ্ঞাত ভক্তের এইরকম নির্বাক্ অনাড়ম্বর বাক্য-উচ্ছ্বাসবিহীন শ্রদ্ধা-নিবেদনটী আমাদের বড় ভাল লাগ্‌ল। রাজমহেন্দ্রী গোদাবরীর উপর। গোদাবরী হ'চ্ছে দক্ষিণের গঙ্গা—মাহাত্ম্যে গঙ্গার চেয়েও বেশী তো কম নয় ; এখানে স্নান ক'রলে বিশেষ পুণ্য-সঞ্চয় হয় ; রাজমহেন্দ্রীতে নেমে, একদিন থেকে, স্নান কর্‌বার জন্য বিশুদ্ধ-সংস্কৃত-বহুল তেলুগু ভাষায় (যার আশয় বুঝ্‌তে আমাদের বিশেষ কষ্ট হ'ল না) অনুরোধ এল' এক পাণ্ডার কাছ থেকে। লোকটী সরেও না, আর তার সঙ্গের কলেজের ছাত্রেরাও তার কথায় সায় দিয়ে মাদ্রাজী কায়দায় মাথা নাড়ে, আর ইংরেজীতে বলে—"আপনি দয়া ক'রে নামুন, এখানে থাকুন একদিন। আমাদের কিছু বলুন—এ স্থানটী কাশীর চেয়েও বড় পুণ্যক্ষেত্র—এখানে তো আপনি কখনও আসেননি।" রাজমহেন্দ্রীতে নামা অসম্ভব তা বুঝিয়ে বলা গেল। তখন তারা বলে, "তাহ'লে কবি আমাদের কিছু উপদেশ দিন—কোনও

message বা বাণী বলুন।" তাঁর বক্তব্য যা বল্‌বার তা তো তিনি অন্যত্র ব'লে আসছেন, হঠাৎ স্টেশনে দাঁড়িয়ে পলিটিকাল সর্দারের মতন দু-মিনিটের দাঁড়া-বক্তৃতা দেওয়া তাঁর ধাতে সয় না, এ-কথা বলা গেল। পাণ্ডাটী কিন্তু নাছোড়-বান্দা—জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে, তার তেলুগু গোদাবরী-মাহাত্ম্য শোনাতে লাগ্‌ল। আমি এগিয়ে গিয়ে আমার 'বৈয়ী' (অর্থাৎ বি-এ ক্লাস পর্যন্ত পড়া) সংস্কৃত নিয়ে তার উপর চড়াও হ'লুম—"যা ব'লতে চাচ্ছ, বাপু হে, সংস্কৃতে বল, আমরা তোমার ভাষা বুঝি না; সংস্কৃত জানো না দেখ্‌ছি—তীর্থগুরু হ'তে এসেছো, সংস্কৃত জানো না?" পাণ্ডা সংস্কৃত জানে না, খালি তেলুগু জানে, এই কথা ব'লে রবীন্দ্রনাথের মতন অত বড় যজমান পাক্‌ড়াবার আশা নেই দেখে, আর পিছনের ছেলেদের ধাক্কাধুক্কিতে, স'রে গেল। ছেলেরা এসেছিল নিজেরাই, এদের বড়োরা তেমন কিছু সংবর্ধনার ব্যবস্থা ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। গাড়ী ছাড়বার সময়ে "রবীন্দ্রনাথ কী জয়" আর "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠ্‌ল।

রাজমহেন্দ্রীর পরেই গোদাবরী নদীর প্রশস্ত হৃদয়—আর লম্বা রেলের সাঁকো। তখন সন্ধ্যা হ'ল প্রায়। মেঘের আড়ালে সূর্য অস্তে যাচ্ছেন। ঘোলা জল, হ'ল্‌দে বালির রঙ গোদাবরী, দূরে পাহাড়—দৃশ্যটী চমৎকার লাগ্‌ল। গাড়ীর খোলা জান্‌লা আর দরজা দিয়ে বেশ মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌তে লাগ্‌ল। কবির ক্লান্ত শরীরের পক্ষে এই হাওয়া বিশেষ শ্রান্তিহর হ'ল। আমি তখন তাঁরই গাড়ীতে ছিলুম—কবি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লেন—"আঃ, এই হাওয়াটুকুন এসে বাঁচালে। এমনি অবসন্ন ক'রে ফেলেছিল এই গরম আর এই গাড়ীর ঝাঁকানি আর লোকের ভীড়—এখন আর কোনও কষ্ট নেই—আমার সব শ্রান্তি যেন এখন দূর হ'য়ে গেল।" দূরে অস্তগামী সূর্যকরোদ্ভাসিত পাহাড়ের আর গাছপালার দৃশ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব'ল্‌লেন—"দ্যাখো হে, যাই বল, এই দেশের প্রতি স্বাভাবিক নাড়ীর টান ছাড়া, এর সৌন্দর্যের জন্য আরও একটা টান আছে—এ দেশ ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, মনে হয়, আবার ঘুরে এসে যেন এই দেশেই জন্ম নিই।"

কবির কাছে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পরিচয় বহুবার পেয়েছি—কিন্তু দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার পথে তাঁর মুখে এই কথাগুলি আন্তরিক দৃঢ়-আস্থাপূর্ণভাবে শুনে, আমার মন খুবই অভিভূত হ'ল। আমিও তাঁকে ব'ললুম—"আমাদের দেশ এখন ভিতরে আর বাইরে এই রকম হীন আর উপেক্ষিত হ'য়ে আছে। ভিতরে আমাদের এত দৈন্য, এত আত্মবিশ্বাসের অভাব, এত নীচতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা, আত্ম-কলহ, আর পরাভব। কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে আমার জা'তের পূর্বকথা স্মরণ ক'রে, আর আমার জা'ত বেঁচে-ব'র্তে থাকলে পিতৃপুরুষদের পুণ্য স্মৃতি অনুসরণ ক'রে আরও কত বড় কাজ ক'রে জগতের কাছে নিজের অস্তিত্বকে সার্থক ক'রতে পারত, একথা মনে ক'রে যখন এবিষয়ে চিন্তা করি, তখন স্বত-ই মনে হয়, যে যদি পুনর্জন্ম সত্য হয় তা হ'লে যত হীন অবস্থাতেই দেশ পড়ুক না কেন, এই ভারতবর্ষেই ফিরে এসে যেন এই দেশকে সেবা করবার সহজ অধিকার পাই।" কবির সান্নিধ্য-লাভের যে সুযোগ আমার জীবনে ঘ'টেছে, তার মধ্যে মাঝে-মাঝে অনেক সময়ে অন্তরঙ্গ আলাপে তাঁর সঙ্গে এই-রকম বহু বিষয়ে আমার ভাব-সাম্য এই সুযোগকে আমার কাছে আরও কাম্য, আরও মহনীয় ক'রে তোলে।

রাত্রি নটার দিকে আমরা বেজওয়াডায় এলুম। সেখানেও খুব লোক-সমাগম। তাঁর কামরা অন্ধকার ক'রে দেওয়া ছিল, তা সত্ত্বেও লোকে তাঁকে খুঁজে বার ক'রলে। আলো জ্বালিয়ে তাঁকে দর্শন দেওয়াতে হ'ল। প্রৌঢ় বয়সের একটি তেলুগু ভদ্রলোক ইংরেজীতে বক্তৃতা শুরু ক'রে দিলেন—"আমরা শেক্‌স্পিয়র প'ড়েছি, কিন্তু আপনাকে পেয়ে আর আমাদের ক্ষোভ নেই, আমরা ঢের বড়ো কবি পেয়েছি।" এঁদের সকলের প্রশস্তির আন্তরিকতা বুঝতে দেরী লাগে না। বেজওয়াডার পরে, কবিকে আর জাগাবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত

কর্‌বার জন্য তাঁর কামরার দরজা বন্ধ ক'রে ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দেওয়া হ'ল, আমারও আমাদের গাড়ীতে এসে শোবার ব্যবস্থা কর্লুম। সমস্ত পথ জিজ্ঞাসু লোকদের সঙ্গে কিছু-কিছু ব'কতে হ'য়েছিল—যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে যাচ্ছেন কেন, 'বৃহত্তর ভারত'-এর সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ, বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য কি, কেমন চ'লছে বিশ্বভারতীর কাজ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৪ই তারিখের ভোরে খবর নিলুম—দু'রাতের গাড়ীর ভীষণ ঝাঁকানিতে, গরমে, পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, কবির শরীর বড়োই খারাপ—অত্যন্ত অসুস্থ আর দুর্বল অনুভব ক'রছেন। তাঁর এই সাতষট্টি বছর বয়সেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমের শক্তি রাখেন, সহজে কাতর হন না; কিন্তু আমাদের একটু আশঙ্কা হ'ল। মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে এসে পৌঁছুলুম। প্লাটফর্মে বিস্তর লোকের ভীড়—ছাত্র, আর খবরের-কাগজের লোক, আর অন্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক কত জন। মাদ্রাজ শহরে সাধারণতঃ কবি যাঁর আতিথ্য স্বীকার ক'রে থাকেন, সেই শ্রীযুক্ত টী, ভী, রামস্বামী মহাশয় তাঁর মোটর নিয়ে এসেছিলেন, কবিকে ট্রেন থেকে কোনও মতে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাতে চড়ানো গেল। এর-ই মধ্যে তাঁকে মাল্য-বিভূষিত ক'রলে, আর সিনেমায় ছবি তুল্‌লে। আমরা মাল-পত্রের ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য স্টেশনে র'য়ে গেলুম। আমাদের সাহায্য ক'রতে লাগলেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুন্‌হন্‌-রাজা, ইনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল গবেষক-ছাত্র আর শিক্ষক হিসাবে বাস ক'রেছিলেন, এখন আডিয়ার থিওসফিকাল সোসাইটির পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ,—আর শ্রীযুক্ত অয্যস্বামী, ইনি শান্তিনিকেতন গ্রন্থালয়ের পুঁথিশালার কাযে ছিলেন। প্রেসের রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা কইতে হ'ল। আর যে ফরাসী কোম্পানির জাহাজে আমরা যাবো, সেই মেসাজারি-মারিতীম (Messageries Martimes) কোম্পানির তরফ থেকে তাঁদের মাদ্রাজের আপিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এ, রাজরত্নম্‌ পিল্লৈ ব'লে একটি তামিল ভদ্রলোক এলেন। কবিকে তাঁর আপিসের তরফ থেকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য তিনি এসেছেন; কিন্তু কর্তব্যের সঙ্গে কবির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায়, আপিসের কাজ যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সেবার আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, তার কতকগুলি অন্তরঙ্গ পরিচয় পরে পেলুম। এঁর হাতে বড়ো-বড়ো বাক্‌স-পেঁটরাগুলি তুলে দিয়ে, আমরা তিন জনে—সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি,—শ্রীযুক্ত কুন্‌হন্‌-রাজা আর অয্যস্বামীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর আর-একখানি মোটরে ক'রে তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম।

মাদ্রাজে আমার এই প্রথম আগমন। মৈলাপুরে শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়ী,—এটা যেন মাদ্রাজের বালীগঞ্জ। ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছ-পালায় ঘেরা বাগান বা খোলা হাতার মধ্যে সব অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী। মাদ্রাজকে বেশ একটী পরিষ্কার শহর ব'লে মনে হ'ল—অন্ততঃ এ অঞ্চলটা। মাত্র ঘণ্টা কয়েকের অবস্থান, তাই বেশী কিছু অবশ্য দেখা হয়নি। পাহারাওয়ালারা সব খাকী পোষাক পরা। তামিল পাহারাওয়ালা, মাথায় সোলার বড়ো টুপী, কারু কানে মাদ্রাজী হীরার কান-ফুল, কেউ বা তিলক-ধারণ ক'রেছে—সোলা-হ্যাটের নীচে এগুলি অদ্ভুত দেখালেও, মোটের উপর এদের বেশ চট্‌পটে আর হুঁশিয়ার ব'লে বোধ হ'ল।

শ্রীযুক্ত রামস্বামী মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন প্রথিতনামা উকিল। ভদ্রলোকের স্বল্প পরিচয় থেকেও বড়ো প্রীত হ'লুম আমরা। অতি মৃদুভাষী লোক, মোটেই নিজেকে কবির সামনে জাহির ক'রতে চান না, অথচ সর্বদাই তাঁর অতিথিদের সেবার জন্য হাজির। কবির সঙ্গে নানান্‌ রকমের লোক সদা-সর্বদা দেখা ক'রতে আস্‌ছে—ইনি বিশেষ সঙ্কুচিত—এদিকে যাতে কবিকে বিরক্ত না করা হয়, আবার ওদিকে দর্শনার্থী লোকেরা যাতে মনে না করে যে কবি তাঁর অতিথি ব'লে তিনি কবির সঙ্গে একত্র অবস্থিতির সুযোগ পেয়ে তাঁকে একান্ত অধিকার ক'রে আছেন। আমরা ভালো দিনেই শ্রীযুক্ত রামস্বামীর গৃহে অতিথি হ'য়েছিলুম। তাঁর বাড়ীতে এক বিবাহ-উৎসব ছিল, তাঁর এক পিস্‌তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে তিন দিন পূর্বে,

বৃহস্পতিবার যেদিন সকালে আমরা পৌঁছুলুম সেটী হ'চ্ছে বিবাহ উৎসবের চতুর্থ এবং শেষ দিন ;—চার দিন ধ'রে আমোদ-অনুষ্ঠান, কুটুম্ব-ভোজন ইত্যাদি চলে।

একটু বিশ্রাম ক'রে, আমাদের কার্য ঠিক ক'রে নিলুম। কবিকে সুস্থভাবে বিশ্রাম ক'রতে দেখে, আমরা ঠিক ক'রলুম যে কাছেই কপালেশ্বর-মহাদেবের মন্দির আছে, প্রায় ৩।৪ শ' বছরের পুরাতন মন্দির, সেইটাই দেখে আসা যাবে। নীচে নেমে, তামিল ব্রাহ্মণদের বিয়ের একটী অনুষ্ঠান দেখার অপ্রত্যাশিত সুযোগ আমাদের ঘ'ট্‌ল। বিয়ে-বাড়ী, সদরের ফটকে নহবৎখানা তৈরী হ'য়েছে ; ফটকের দু'পাশে, কলার কাঁদিওয়ালা দুটি কলাগাছ, আর আমপাতা দিয়ে তোরণ রচনা হ'য়েছে। প্রশস্ত হাতার মধ্যে শামিয়ানা টাঙিয়ে, কালো বাঁকা-কাঠের চেয়ার দিয়ে অতিথিদের বস্‌বার জন্য সভামণ্ডপ তৈরী হ'য়েছে। এই সভামণ্ডপের মধ্যে, বাড়ীর বারান্দার সাম্‌নে, শাল-কাঠের দুই থামের উপরে আড়কাঠ থেকে, মোটা লোহার শিকলে ক'রে, রঙীন পদ্ম-আঁকা কাঠের পিঁড়ির এক দোলনা টাঙানো হ'চ্ছে। শুন্‌লুম যে বর-ক'নেকে এই দোলনায় বসিয়ে দোলানো হবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটী অতি সুন্দর স্ত্রী-আচার হবে—ক'নের সখী-সম্পর্কীয়ারা গান গাইবে। তেলুগু কানাড়ী তামিল মালয়ালীদের মধ্যে মেয়েদের অবরোধ-প্রথা নেই। দক্ষিণ ভারতে এটী সব-চেয়ে বেশী ক'রে আমাদের চোখে লাগে—মেয়েরা উন্নত মস্তকে দিব্যি স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। তাদের দেখে মনে হয় যে, তারা জানে যে তাদের উপযুক্ত সম্মান স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় পুরুষদের কাছ থেকে তারা পাবেই। এটা দেখে—যে দেশ বহুস্থলে বর্বর ধর্মান্ধতার দ্বারা অনুমোদিত নারী-নিগ্রহের আধিক্য-হেতু সভ্য নামের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার অবস্থায় এসেছে, বিশেষ ক'রে সেই বাঙ্‌লা দেশ থেকে এসে, মনে বিশেষ বিস্ময়-পুলকের সঞ্চার হয়। বাইরে বর-ক'নের দোল্‌বার দোলার আশে-পাশে চেয়ারে কবি-দর্শনেচ্ছু অনেক অনিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এসে ব'সে আছেন। যখন দেখলুম যে তাদের থাকা সত্ত্বেও এই দোলার অনুষ্ঠানটী হবে, তখন আমরা বাড়ীর একটী ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম যে, আমরাও অনুষ্ঠানটী দেখ্‌তে পাবি কি না। ছেলেটীর চমৎকার বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত মুখ—তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে এরকম উজ্জ্বল-সুন্দর মূর্তি খুবই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে ব'ল্‌লে—"নিশ্চয়ই—এদেশে তো 'গোশা' অর্থাৎ পরদা নেই।" ইতিমধ্যে বরটীকে দেখলুম। আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে, সুন্দর মুখশ্রী, ধনীর ঘরের ছেলে, বি-এ প'ড়ছে। একখানা জরীপাড় সাদা মাদ্রাজী ধুতি লুঙ্গীর মতন ক'রে পরা, গায়ে একটা টুইল শার্ট, দু'হাতে নিরেট সোনার মোটা পাত কেটে তৈরী বালা, গলায় সোনার হার, মাথাটী উড়ে-কামানো—খোঁপার আকারে ঝুঁটি ক'রে চুল বাঁধা, তাতে একছড়া বেলফুলের মালা জড়ানো আছে। একপাল ছোটো-ছোটো মেয়ে আর ছেলে, এরা তার শালী আর শালা হবে, তাকে নিয়ে টানাটানি ক'র্‌ছে,—আর সলজ্জ হাস্যের সঙ্গে বর তাদের চিরন্তন অধিকার এই উৎপাত-উপদ্রব সহ্য ক'র্‌ছে। ঠিক বাঙলা দেশেরই মতন। আমরা সকলে চেয়ারে ব'স্‌লুম, এমন সময়ে ক'টী ছেলে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সমস্ত লোকের সাম্‌নে একটা থালায় ক'রে কয়েক গোছা আস্ত পান, কাটা সুপুরি, জাফরান-দেওয়া চিকি সুপুরির কুঁচি, আর চূন নিয়ে এল—অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য। সকলে এক এক গোছা পান তুলে নিলেন, চূন দিয়ে সুপুরি দিয়ে পানের বিড়া নিজেরাই তৈরী ক'রে খেতে লাগ্‌লেন ; এই-ই হ'চ্ছে রীতি। আর একজন একটা থালায় ক'রে কতকগুলি ছোবড়া-বাদ আস্ত ঝুনো না'রকল নিয়ে এল', সকলে এক একটী ক'রে নিলে। আর একজন একটা বড়ো রূপোর বাটীতে ক'রে খানিকটা জাফরান-মিশানো গোলা চন্দন নিয়ে এল'—অভ্যাগতেরা হাতে ক'রে একটু-একটু তুলে নিয়ে, কপালে আর খালি গা যাদের তারা গায়েও মাখ্‌লে। ইতিমধ্যে মেয়েরা বারান্দায় ব'সে গান আরম্ভ ক'র্‌লেন, আর বরের শালীরা ক'নেকে এনে বরের পাশে দোলার পিঁড়িতে বসিয়ে দিলে। তাদের নির্দেশ-মতন বর একটী মালা নিজে প'র্‌লে, একটী মালা ক'নের গলায় পরিয়ে' দিলে। দক্ষিণের মেয়েরা কেউ মাথায় ঘোমটা দেয় না—তাই ক'নেটীকে ভালো ক'রে দেখ্‌তে পেলুম। দশ-

এগারো বছরের পাতলা গড়নের মেয়েটী, বেশ সুন্দরী, পরণে লাল আর হ'ল্‌দে রেশমের চওড়া জরী-আঁচলা এক সাড়ী, গায়ে প্রচুর গয়না, পিঠে বেণী ঝুল্‌ছে, মাথায় প্রাচীন ঢঙের অতি সুন্দর একটি গয়না—ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে-ব'সে মেয়েটী লাজুক হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ীর মেয়েরা, যত আত্মীয়া আর নিমন্ত্রিতা, আমাদের সাম্‌নে অসঙ্কোচে গান ক'রতে লাগ্‌লেন,—যেন আত্মীয়দের সাম্‌নেই। মেয়েদের চলা-ফেরার প্রতি ভঙ্গিতে মনে হ'ল যে, এরা সকলের কাছ থেকেই সসম্ভ্রম ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত। শুন্‌লুম, গান হ'চ্ছিল রামলীলা আর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। সুরেন-বাবুর ক্যামেরা ছিল সঙ্গে, বর-ক'নের ছবি তুল্‌তে চাওয়ায় তখনি বাড়ীর লোকেরা রাজী হ'লেন, আর একটী মেয়েকে ব'লতেই সে ছুটে গিয়ে ক'নের গয়না আরও খানকয়েক—বিশেষ ক'রে সাবেক ধরণের নাকের গয়না একখানি—নিয়ে এসে পরিয়ে দিলে। সুরেন-বাবু দু'তিনখানা ছবি তুল্‌লেন।

এদিকে মেয়েরা দু'চার জনে মিলে প্রচলিত বিয়ের গান ক'রছেন—এই গান ঠিক গান নয়, এ যেন সুর ক'রে ক'রে ছড়া বা কবিতা পড়ার মতন বোধ হ'ল—এমন সময়ে একটী নব-যুবক—বাড়ীর এক জামাই হ'তে পারে —আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলে, "আপনারা অন্য গান শুনবেন? কর্ণাটী অর্থাৎ দক্ষিণী ধরণের গান শুন্‌বেন, না হিন্দুস্থানী বা উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতির?" কর্ণাটীই শুন্‌লে খুশী হবো ব'ল্‌তে, এই ছোকরা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে ক'লকাতার অতিথিদের জন্য গান ক'র্‌তে কাকে অনুরোধ ক'র্‌লে। তখন তরুণীদের মধ্যে একজন হারমোনিয়ম নিয়ে বেশ শিক্ষিত আর মিষ্টি গলায় আলাপ ক'রে গান ক'রলেন। কে গাইলেন তা একটা থামের আড়াল থেকে আমরা ঠিক দেখ্‌তে পেলুম না, আর বলা বাহুল্য আমরা দেখবার জন্য চেষ্টা করাটা উচিত মনে ক'র্‌লুম না। তারপর দুটী পাঁচ-ছয় বছর বয়সের ছোটো-ছোটো মেয়ে, পরণে তাহাদের উত্তর ভারতের লহঙ্গার মতন ঘাগ্‌রা, তার উপরে পাঞ্জাবী মেয়েদের ধরণের কোর্ত্তা, আর কোমরে সোনার পাতে তৈরী ভারী কোমরবন্দ, তার মাঝে দুই পাশে দুই হাতীতে কুম্ভে ক'রে মাথায় জল ঢাল্‌ছে এই রকম লক্ষ্মীমূর্ত্তি খোদাই করা,—তারা একটা ছোটো গান আমাদের শোনালে। এইরূপে কবির সঙ্গীদের বিশেষভাবে সৌজন্য দেখানো হ'ল। সমস্ত জিনিসটী এমনি সহজভাবে হ'ল যে কি আর ব'ল্‌বো। ভারি হৃদ্য আর মনোজ্ঞ লাগ্‌ল এদের এই আতিথ্য।

তামিল শানাই-বাদক
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

তামিল রোশন-চৌকীর দলে একটি ছোক্‌রা শানাই বাজাচ্ছিল, খালি গায়ে সোনার হার আর বালা পরা। তার গায়ের মিশ-কালো রঙের উপরে এই সোনার রেখা, আর তার সুশ্রী মুখ—এই নিয়ে ছোকরাকে ভারি নয়নাভিরাম দেখাচ্ছিল;—এই বাজনার দলের ছবিও নেওয়া হ'ল। এইরূপে মাদ্রাজে পৌঁছে প্রথম দিনেই এই চমৎকার কবিসম্বর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানটী দেখে পরম পরিতোষ লাভ করা গেল। যে-সব জিনিসকে আমরা এখন প্রাচীন-ভারতের কল্পলোকে

ফেলে কাব্যরসাস্বাদনের কোঠায় রেখে দিয়েছি, আমাদের বাঙালী হিন্দুর ব্যবহারিক জীবনে যে-সমস্ত সুন্দর শোভন রীতি লোপ পেয়েছে, রক্ষণশীল তামিলদের মধ্যে সেগুলি কত সহজ, কত সাবলীলভাবে এখনও বিদ্যমান। Tradition বা চিরাচরিত রীতি ধ'রে চ'লে আস্‌ছে এইসব মনোহর কবিত্ব-মাখা অনুষ্ঠান; তাই উৎসবের সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে এর মধ্যকার সরলতাটুকু ঠিক র'য়ে গিয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে এই সূত্র ছিঁড়ে ফেলার পরে যদি আমরা এখন এই জিনিসটীর পুনরানয়ন কর্‌বার চেষ্টা করি,—যেমন বর-ক'নেকে দোলায় বসিয়ে' দোল খাওয়ানো হবে, আর

দোলায় বর-ক'নে
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

তার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদের কণ্ঠে বিবাহের মাঙ্গলিক গীতি গাওয়া চ'ল্‌বে—তা হ'লে বহু স্থলে এটা কত-না 'আধুনিক' আর বিসদৃশ ঠেক্‌বে—এর সারল্যের বদলে, একটা সচেতন কৃত্রিমতা আর নাটুকে' ভাব এসে, জিনিসটাকে একেবারে অন্য রকমের ক'রে তুল্‌বে। বাঙালী হিন্দুর ঘরে প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে মাঙ্গলিক গীতি গিয়েছে, নাচ গিয়েছে—সখী-পরিবৃত হ'য়ে দোলায় চড়ার পাটও মেয়েদের মধ্যে নেই। শুন্‌লুম মাদ্রাজে সমস্ত ভদ্রঘরে এই দোলন-পিঁড়ির ব্যবস্থা আছে—মেয়েরা দেখা-সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এলে, আবশ্যক মতন এই দোলা টাঙানো হয়, ধীরে-ধীরে দুল্‌তে-দুল্‌তে তাঁরা কথাবার্তা রহস্যালাপ কাজকর্ম ক'রে থাকেন। এইরূপ দোলার ব্যবহার উত্তর-ভারতে কোথাও কোথাও এখনও আছে, গুজরাটে আছে, মহারাষ্ট্রেও আছে। বাঙলা দেশের মেয়েরা এই আনন্দ-রস থেকে এখন একেবারে বঞ্চিত। আমাদের ভাগ্যে তামিল জীবনের সঙ্গে প্রথম শুভ-পরিচয় এইরূপে ঘ'ট্‌ল, বর-ক'নের দোলায় চড়া দেখে'।

তারপর আমরা কপালেশ্বরের মন্দির দেখে এলুম। প্রকাণ্ড এক 'টেপ্পকুলম্' বা মন্দিরের সাম্‌নেকার পুষ্করিণী—চারদিকে লম্বা অনেকগুলি ক'রে ধাপ, এত লম্বা সোজা-সোজা রেখার সমাবেশ চোখকে যেন পীড়া দেয়।

গোপুরম্-যুক্ত সাধারণ দ্রাবিড়-রীতির মন্দির যেমন হয়, মন্দিরটা তেমনি। পাথরের কাজগুলি মন্দ নয়—চলনসই রকমের। প্রাচীন-কালের পাথরের বা বালি-চনের মূর্তির উপর, হালে চুন-কাম ক'রে আর রং দিয়ে সেগুলিকে সুন্দর থেকে কিম্ভূত, এমন কি বর্বর ক'রে ফেলা হ'য়েছে। শিবের মন্দির; ভিতরে লিঙ্গ-মূর্তি, তার সামনে শিবের বৃষ নন্দীর মূর্তি। নন্দীর পিছনে, দু'হাত আন্দাজ উঁচু, দুই হাতে মস্ত এক প্রদীপ ধ'রে ব'সেছে এক চমৎকার পুরুষ-মূর্তি, পিতলের। মন্দির প্রদক্ষিণ করবার সময়ে দেখলুম, পাশের কতকগুলি ছোটো-খাটো মন্দিরের মধ্যে বড়ো-বড়ো সব পিতলের মূর্তি, —ময়ূরে-চড়া কার্তিকেয়, দক্ষিণ-মূর্তি শিব, পার্বতী, আর ১০৮ শৈব ভক্তদের সুন্দর-সুন্দর মূর্তি,—দু' সেট্—একটী পিতলের, আর একটী পাথরের। দক্ষিণ-দেশে দেবতার প্রতি ভক্তি এখনও পুরোপুরি বিদ্যমান—মন্দিরে আগত পূজার্থীদের মুখ দেখলেই সে কথা বোঝা যায়। বড়ো মন্দিরের আঙিনার মধ্যেই, একটী ছোটো আলাদা মন্দিরে দেবীর মূর্তি, দূর থেকে দেখা গেল, চমৎকার কালো-পাথরে-কাটা মানুষের আকারের একটী প্রমাণ মূর্তি। মুখখানি আর হাত দু'টী ছাড়া, সর্বাঙ্গ কাপড়-পরানো ব'লে ঢাকা। দেবীর বাহন সিংহ সামনে আছে, আর সিংহের পিছনে, শিবের মন্দিরের দীপধারী পুরুষের অনুরূপ দীপধারিণী নারীর অপর এক পিত্তল-মূর্তি। দ্রাবিড়দেশে এইরকম দীপধারিণী 'দীপ-লক্ষ্মী'-র মূর্তি খুবই সাধারণ—কিন্তু এই বড়ো মূর্তিটী দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

মৈলাপুরের নাম এসেছে একটি ময়ূরের নাম থেকে—তামিলে ময়ূরকে 'মযিল্' বলে। বহু পূর্বে নাকি এখানে একটী গাছের তলায় এক ময়ূর একটী শিবলিঙ্গের সেবা ক'র্‌ত, তাই থেকে এই জায়গার এই নাম। বিশ্বাস করাবার জন্য, মন্দিরের ভিতরে আঙিনায় এখনও ক্ষীরফল-জাতীয় একটী গাছ আছে,—এই গাছের তলায় শিব-লিঙ্গটী ছিল। এখন একটী শিব-লিঙ্গ আর পাথরের একটী ময়ূর-মূর্তিকে, পাশে একটী ছোটো মন্দির তুলে তার ভিতরে রাখা হ'য়েছে। শ্রীযুত রামস্বামীর বাড়ীর যে দুটী ছেলে মন্দির দেখাবার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছিল, এই 'ময়ূর-পুরাণ' কথা তারা আমাদের বুঝিয়ে দিলে।

মন্দির দেখে, শ্রীযুক্ত রামস্বামীর বাড়ীতে ফিরে এলুম। স্নান সেরে আহারে বসা গেল। আমাদের গৃহস্বামী নিষ্ঠাবান্ তামিল ব্রাহ্মণ-ঘরের কর্তা, তাহ'লেও, তিনিও তাঁর অতিথিদের সঙ্গেই ব'সে গেলেন। ভোজনটাতে ইঙ্গ-ভারতীয় অথবা ইঙ্গ-দ্রাবিড়ী রান্নার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল। শ্রীযুক্ত রামস্বামীর খানসামা মাছের আর মাংসের দু' তিনটী জিনিস তৈরী ক'রেছিল। বলা বাহুল্য, গৃহস্বামী এ জিনিসগুলি স্পর্শও করেন নি। তারপর তাঁর আত্মীয় একটী ছোক্‌রা আমাদের ভাত আর মাদ্রাজী তরকারী পরিবেষণ ক'রলে—টক-ঝাল দেওয়া দালের যূষ, যাকে 'রসম্' বা 'মুড্‌গু-তন্নীর্' বলে—আর টক আর নানারকম মশলা দেওয়া একটা বেশ মুখরোচক দাল, এটীকে 'সাম্বর্' বলে, তিন চার রকমের ভাজী-জাতীয় তরকারী, পাঁপর, কলাইয়ের দালের বড়া, দই, ঘোল, একরকম মিষ্টি দালপুরী যেটা নাকি বিয়ের ভোজের এক অবশ্য-কর্তব্য পদ, আর বেসনের বুঁদিয়ার লাড়ু বা মেঠাই—এই সব দিলে। কবির শরীর অসুস্থ ছিল, তিনি খালি একটু দই দিয়ে দুটী ভাত খেলেন।

নীচে বিস্তর লোক এসেছে কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে। তাঁর দুদিন অনিদ্রার পর একটু বিশ্রাম দরকার। বোলপুরের ভূতপূর্ব একটী ছাত্রের ভাই এসে দেখা ক'রলে। মালয়ালী জাতীয়, বাঙলাদেশে "কখ্‌নও না আসিয়াও, বেশ ভাল্ বাঙ্গালা বল্‌তে শিখিয়াছি", খুব বুদ্ধিমান ছেলে, এই ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই এখন বি-এ প'ড়ছে। মাদ্রাজে কখনও না এসে, ঘরে ব'সে তামিলের চর্চা ক'র্‌ছে, এমন ছেলে কি বাঙ্‌লা দেশে আছে? একটী মুসলমান যুবক এসে কবির হস্তাক্ষর নিয়ে গেল, দূর থেকে তাঁকে দেখে অভিবাদন ক'রে গেল। বিকালে জাহাজে উঠ্‌তে হবে, সেখানে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে, এই কথা শুনে বাকী সকলে চ'লে গেল। ইতিমধ্যে জাহাজ কোম্পানির শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্ পিল্লৈ মহাশয় এলেন। তিনি বল্‌লেন যে, তাঁদের কোম্পানির বড় কর্তা মসিও কোদিয়্যার্ (M. Caudière) কলম্বোর হেড-আপিস থেকে এসেছেন; তিনি, আর মাদ্রাজের আপিসের কর্তা

মসিও ঝোবার্ (M. Jobard), আর জাহাজের কাপ্তেন, এরা সাড়ে-চারটের সময়ে কবিকে জাহাজে সংবর্ধনা ক'রে স্বাগত ক'র্‌বেন। আমাদের প্রথম শ্রেণীর টিকিট, কিন্তু জাহাজ-কোম্পানি বিশেষ ক'রে প্রথম শ্রেণীর উপরে যে cabine de luxe (কাবীন্-দ্য-ল্যুক্‌স্) আছে, তাতে কবির থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রেছেন। তারা সকলেই কবির আগমনে আনন্দিত,—ব্যক্তিগত ভাবে, আর কোম্পানির তরফ থেকে, তাঁরা কবির অভ্যর্থনা ক'র্‌তে চান। জাহাজে উঠে, প্রথম শ্রেণীর পাঠাগারে কবি তাঁর প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য আগত শহরের সম্রান্ত লোকেদের সঙ্গে যাতে ব'সে আলাপ ক'রতে পারেন, তার ব্যবস্থাও হ'য়েছে। কোম্পানি এই অভ্যাগতদের স্বাগতের জন্য জাহাজ থেকে শরবৎ আর বরফের ব্যবস্থা ক'রেছেন।

চারটের সময় কবির রওনা হবার কথা স্থির ক'রে, মাদ্রাজ শহরটায় একটু ঘোরবার জন্য আমরা বেরিয়ে প'ড়লুম। মোটর-চালক আস্‌তে দেরী ক'রছে দেখে, আমাদের গৃহস্বামী স্বয়ং তাঁর মোটরে আমাদের নিয়ে বেরুলেন—অশেষ তাঁর সৌজন্য। কিন্তু পথে তাঁর এক আত্মীয়ের গাড়ী পাওয়ায়, তাতে আমাদের তুলে দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে তিনি কবির কাছে ফিরে যেতে পার্‌লেন। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তিনি বর-ক'নেকে কবির কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে প্রণাম করালেন, কবি এদের আশীর্বাদ ক'রলেন। বাড়ীর লোকেরা মেয়ে-পুরুষে সকলে তাঁকে প্রণাম ক'রলে। তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রলেন।

মাদ্রাজের দক্ষিণ-ভারতের শিল্প ও কারুকার্যের নিদর্শনের সরকারী সংগ্রহ-ভাণ্ডারটী দেখলুম। সেখানে বিক্রীর জন্য রাখা দু'-চারটী পিতলের নোতুন আর পুরোনো জিনিস কেনা গেল। সুরেন-বাবু শান্তিনিকেতন কলাভবনের জন্যও কিছু নিলেন। তারপর মিউজিয়ম দেখে আসা গেল। মিউজিয়মে বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে, অমরাবতীর স্তূপের ধ্বংসাবশেষের কতকগুলি পাথরে-কাটা খোদাই চিত্র, আর প্রাচীন পল্লব-যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এখনকার কাল পর্যন্ত কতকগুলি প্রস্তর-মূর্তি। এর মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয়, দূর থেকে এক পাথরের তোরণের ফ্রেমে যেন বাঁধা একটী মানুষের আকারের চেয়ে কিছু বড়ো গ্রানাইট পাথরের পুরাতন বিষ্ণুমূর্তি, এটী পল্লব-আমলের কাজ—অপূর্ব বিরাট্-দর্শন। বিষ্ণুর এই মহনীয় পরিকল্পনা দেখে, প্রসন্ন ভাবে মন যেন ভ'রে গেল। আর দেখবার জিনিস হ'চ্ছে, এখানকার ব্রঞ্জ আর পিতলের মূর্তির সংগ্রহ। কতকগুলি অতি সুন্দর নটরাজমূর্তি, যেগুলির সঙ্গে ছবির মারফৎ আমাদের পূর্ব-পরিচয় ছিল, সেগুলি দেখলুম; আর সেইরকম অন্য অন্য ছোটো-বড়ো অনেক মূর্তি, আর তা ছাড়া বিস্তর অন্যান্য পিতলের জিনিস।

ছবির সংগ্রহ সামান্য কিছু এই মিউজিয়মে আছে, মালাবারের শিল্পী রবিবর্মার ভাই রাজবর্মার আঁকা দু-একটী মালয়ালী ঘরোয়া ব্যাপারের ছবি—সাধারণ ইউরোপীয় ঢঙে আঁকা genre বা ঘর-গৃহস্থালীর ছবি হিসাবে মন্দ নয়। কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার লাগ্‌ল একখানি পুরাতন দ্রাবিড়ী পট। ছবিটীর মধ্যে তেলুগু অক্ষরে কিছু-কিছু লেখা আছে, ছবিখানি তেলেঙ্গা-কলমের কাজ। ঠিক যেন একখানি রাজপুত-কলমের primitive অর্থাৎ আদি-কালের ছবি। একই পটে কতকগুলি বৃন্দাবন-লীলা আঁকা—শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলা প্রভৃতি। লাল জমীর উপর কী স্থির হাতে, পাকা ওস্তাদের শক্তির সঙ্গে, মানুষের আর গাছ-পালার আদ্‌রার সলীল সতেজ রেখাপাত—কী চমৎকার গাছপালা আর ফুলপাতা আঁকার ভঙ্গী! সমস্ত জড়িয়ে, ছবিটীর মধ্যে, কি যে একটী ভাবশুদ্ধ আন্তরিকতায় পূর্ণ সরল সবল মাধুর্য ছিল, তা আর কি ব'ল্‌বো। এই ছবির একখানা আলোক-চিত্র পেলে কত আনন্দ হ'ত!

মিউজিয়ম থেকে সরকারী শিল্প ও কারু বিদ্যালয়ে গেলুম, সেখানেও কতকগুলি সুন্দর জিনিসের সমাবেশ দেখা গেল, দক্ষিণী হাতের কাজ নিয়ে আর একটী বেশ খাসা ছোটো মিউজিয়ম তৈরী হ'য়েছে। কতকগুলি ছোটো-ছোটো পিতলের দীপধারিণী নারীমূর্তি বড়ো সুন্দর ব'লে বোধ হ'ল।

এই স্কুলের সংগ্রহশালা দেখে, এর সহকারী প্রধান-কর্মচারী রাও সাহেব শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ মুদালিয়র মহাশয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে, আমরা জাহাজ-মুখো হ'লুম। জাহাজে যখন পৌছুলুম, তখন চারটে। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে মাদ্রাজে মিউজিয়ম প্রভৃতি, যা নিয়ে আমাদের কৌতূহল, তা মোটামুটি দেখে নেওয়া গেল। এটা অবশ্য শ্রীযুক্ত রামস্বামী মহাশয়ের অনুগ্রহেই সম্ভব হ'য়েছিল।

জাহাজে পৌঁছে দেখি, আমাদের মাল-পত্র সব এসে গিয়েছে। কবির অনুগত ভৃত্য বনমালী তার আগমনের প্রতীক্ষায় নীচে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্ পিল্লৈ মহাশয় আমাদের অপেক্ষায় আছেন। তিনি কবির জন্য নির্দিষ্ট ক্যাবিনে আমাদের নিয়ে গেলেন। দেখলুম, তাঁর বসবার ঘরে একরাশ পদ্মফুল দেওয়া হ'য়েছে। এটা শ্রীযুক্ত রাজরত্নম পিল্লৈ মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে, কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এই সুন্দর উপায়টী দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিলুম।

শ্রীযুক্ত রাজরত্নম্, মসিও রোবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন, আর জাহাজের কমান্দার বা কাপ্তেন M. Gabrillargues (মসিও গাব্রিয়ার্গ্)-এর সঙ্গে। শ্রীযুক্ত রোবারের সঙ্গে আর কাপ্তেনের সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ ক'রলুম। এরা যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ ক'রলেন। এদিকে, নীচে ডেকের উপরে কবির বিদায় দেখ্‌তে অনেকগুলি লোক এসে জড়ো হ'য়েছে। ঠিক সাড়ে-চারটেতে কবিকে মোটরে ক'রে নিয়ে শ্রীযুক্ত রামস্বামী এলেন। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে আর একটু পরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন জজ, সম্ভব, আর বোধ হয় মাদ্রাজের অ্যাড্‌ভোকেট জেনেরাল, আর আরও কতকগুলি বিশিষ্ট লোক এলেন, আর এলেন কতকগুলি তামিল মহিলা। জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তেই মসিও রোবার আর মসিও কোদিয়্যার কবিকে স্বাগত ক'রলেন, কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন, আর কবিকে আর তাঁর সঙ্গের অভ্যাগতদের জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বসবার ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে বাইরে গেলেন, যাতে কবি এঁদের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ ক'রতে পারেন। এই জাহাজের সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে ভালো ঘরটী কবির খাস ব্যবহারের জন্য দেওয়া হ'ল, আর জাহাজ থেকে বরফ-শরবৎ বিতরণ করা হ'ল অভ্যাগতদের মধ্যে। ফরাসী জাহাজওয়ালা কোম্পানি এই ভাবে জগদ্বরেণ্য বিশ্বকবির সমাদর ক'রলেন। ইতালীয়, জাপানী আর অন্য জাতির জাহাজে সর্বত্রই কবিকে এই রকম ক'রে সম্মান দেখিয়ে, কবির হ'য়ে তাঁর বন্ধুদেরও আতিথ্য-সৎকারের ভার নিয়ে, তারা নিজেদের কৃতার্থ মনে ক'রেছে। এইরূপ শ্রদ্ধা একটা বড়ো জা'তেরই লক্ষণ ব'লে মনে হয়।

জাহাজ ছাড়তে পাঁচ মিনিট বাকি। সকলকে বাইরের ডেকে বসিয়ে, একটা গ্রুপ ফোটো তোলা হ'ল —কবিকে মাঝখানে রেখে' জাহাজ-কোম্পানির সাহেবেরা, আর কবির প্রত্যুদ্গমনকারীরা দাঁড়ালেন। তারপরে অভ্যাগতেরা একে একে নেমে গেলেন, আমাদের বনমালী নীচে থেকে কবিকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। সিঁড়ি তোলে তোলে, এমন সময়ে আর একজন ভদ্রলোক, মাথায় নীল রেশমের বাঁধা পাগড়ি, সৌম্যমূর্তি, সাদা-সিধে পোষাক, উপরে ডেকে এসে কবির দু'হাত ধ'রে আলাপ ক'রলেন, ইংরেজীতে—"আপনি ভারতের আত্মার প্রতীক, আমাদের গর্ব স্থল, দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তা আপনি বাইরের জগৎকে দান ক'রেছেন"—ইত্যাদি প্রশস্তি ব'ল্‌তে লাগলেন। ইনি মাদ্রাজের ছোটো একটী দেশীয় রাজ্য পানাগল-এর রাজা। ইনিও নেমে গেলেন, আর জাহাজের সিঁড়ি তুল্‌তে আরম্ভ ক'রলে।

নঙ্গর তুল্‌তে, আর জাহাজ-ঘাটা থেকে জাহাজ ছাড়্‌তে আরও আধ-ঘণ্টা লাগল। বন্ধুরা সকলেই প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে জাহাজ চ'ল্‌ল। মাদ্রাজের হাইকোর্ট আর অন্য-অন্য বাড়ীর চূড়া ক্রমে দূর থেকে বেশ ভালো ক'রে দেখা যেতে লাগ্‌ল। আমরা মাদ্রাজ বন্দরের পাথরে-গাঁথা পোস্তার বাইরে এসে প'ড়লুম। সিঙ্গাপুর-মুখো হ'য়ে, গতিবেগ বাড়িয়ে জাহাজ চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'রলে। আমরা সত্যি-সত্যিই Island India বা দ্বীপময় ভারত আর Indo-China বা ভারত-চীনের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলুম॥

——০——

২। জাহাজে মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর

১৪-২০শে জুলাই ১৯২৭।

Amboise অঁবোয়াজ্ জাহাজ, ১৮ই জুলাই ১৯২৭।

জাহাজখানা বেশ বড়ো, পনেরো হাজার টনের জাহাজ। এতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী সবে মিলে প্রায় পাঁচ শ' যাত্রী যেতে পারে, এ ছাড়া দুটী খোলা ডেক্ আছে। সেই ডেক্ দুটী, জল আর রোদ্দুর আট্‌কাবার জন্যে ক্যান্বিসের শামিয়ানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, তাতে আরও শতখানেক যাত্রী যায়, এই খোলা ডেক্ হ'ল চতুর্থ শ্রেণী। কম বেশী শ' তিন চার আনামী আর ফরাসী সেপাই এই জাহাজে যাচ্ছে, জাহাজটা একেবারে ভর্তি। হরেক রকম জা'তের হরেক রকম মানুষের সমাবেশ। ফরাসী তো আছেই; তা ছাড়া ভারতবাসী—পণ্ডিচেরীর তামিল, আর অন্য তামিল হিন্দু, তামিল খ্রীষ্টান, তামিল মুসলমান; মালাবার থেকে মালয়ালী-ভাষী মোপ্‌লা মুসলমান; দু-চার জন তেলুগু; আমরা ক'জন বাঙালী হিন্দু; আনামী—এদের আবার দুই ভাগ—এক, উত্তুরে', টঙ্‌কিঙ্-এর লোক, এরা সব দাঁত কালো রঙে রঙিয়ে থাকে; আর দুই, দক্ষিণে', কোচিন-চীনের লোক, এরা দাঁত স্বাভাবিক সাদা-ই রাখে, জন যাট-সত্তর আরব, কেউ আল্-জজাইর বা Algeria আল্‌জিরিয়ার লোক, কেউ বা Aden আদন অঞ্চলের লোক—এই আরবেরা জাহাজের কল-ঘরে কাজ করে; ফরাসী ফিরিঙ্গী তরো-বেতরো, ফরসা রঙ্, কালো রঙ্, যাদের Creole 'ক্রেওল' বলে,—মাদাগাস্কার থেকে, মরীচ-দ্বীপ থেকে, অন্য-অন্য ফরাসী উপনিবেশ থেকে; জনাকতক কাফ্‌রী, এরা বয়্‌ইয়ে' আর পরিবেষক; আর দু-পাঁচ জন চীনাম্যান। খাঁটি ইউরোপীয়দের মধ্যে বোধ হয় ফরাসী ছাড়া আর অন্য জা'ত নেই।

Marseilles মার্সেয় থেকে এই জাহাজ ছেড়েছে জুন মাসের বাইশে তারিখে; এবং এর গন্তব্য স্থান হ'চ্ছে টঙ্‌কিঙের Hai-phong হাই-ফঙ্ বন্দর, সেখানে পৌঁছুবে সেই জুলাইয়ের ঊনত্রিশে-ত্রিশে' নাগাদ, মস্ত লম্বা পাড়ি। এতগুলি জা'তের লোক, তাদের নিজ-নিজ ভাষা, নিজ-নিজ মনোভাব, নিজ-নিজ চিন্তা; কিন্তু বেশ মিলে-মিশে সবাই চ'লেছে। ভদ্র-ভাবে থাক্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লে, অপরের সঙ্গে বনিয়ে চল্‌বার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিজের জা'তের prestige নামক গর্ব অথবা ধর্মান্ধতা যদি এসে খর্ব ক'রে না দেয়, তা হ'লে, ভাষার অভাবেও মানুষের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য আট্‌কায় না। এই জাহাজে তাই দেখ্‌ছি। ভারতীয় যাত্রীদের রাঁধ্‌বার জন্য চার জন রাঁধুনী আছে, তাদের দু'জন হ'চ্ছে মোপ্‌লা মুসলমান, একজন তামিল মুসলমান, একজন তেলুগু হিন্দু, এরা সব Mahé মাহে আর Karikal কারিকাল-এর লোক। এইসব টুকি-টাকি খবর পেলুম তেলুগু হিন্দু বাবুর্চিটীর কাছ থেকে; সে হিন্দী ব'ল্‌তে পারে, তার নাম লচ্‌মীনারায়ণ নায়ুডু। এখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নেই; তামিল মুসলমানের সঙ্গে এক-ই চেটাইয়ের উপরে শুয়ে তামিল হিন্দু যাচ্ছে, সুর ক'রে-ক'রে তার প্রাচীন তামিল শৈব সাধকদের পদ আর তাঁদের জীবন-চরিত প'ড়্‌ছে।

মুসলমান যাত্রীদের জন্যে একটি ভেড়া জবাই ক'রে তার ছাল ছাড়াচ্ছে এক মোপ্‌লা বাবুর্চী, খোলা ডেকের এক কোণে; এক পাল ফরাসী আর আনামী সেপাই আশে-পাশে দাঁড়িয়ে লোলুপ-দৃষ্টিতে এই চর্মোৎপাটন ব্যাপার দেখ্‌ছে। আমাদের লচ্‌মীনারায়ণ মস্ত বড়ো মাদ্রাজী শিল-নোড়া দিয়ে লঙ্কা, হলুদ, আদা, জিরে, মরিচ বেটে, তাল ক'রে-ক'রে রাখ্‌ছে, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে দোস্তি ক'রে হিন্দুস্থানীতে বেশ আলাপ জমাচ্ছি। ফরাসীদেরও সঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা ক'চ্ছি। তামিল মুসলমান বাবুর্চী একজন, একরাশ আলু নিয়ে ছুরী দিয়ে কুট্‌ছে, আর-একজন বাবুর্চী পাশে ব'সে পেঁয়াজ-রশুনের কাঁড়ি নিয়ে বাছ্‌ছে। ইঙ্গিতের ভাষায় দুজন আনামী আর একজন

ফরাসী সেপাই তার কাছ থেকে একটা ক'রে রশুন চেয়ে নিয়ে, হাতে ক'রে খোসা ছাড়িয়ে, কাচা খেতে শুরু ক'রে দিলে। এই-সমস্ত নানা জাতের লোক দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সদ্ভাব রেখে যে চ'লেছে, এটা দেখে আমাদের দেশের স্বার্থান্ধ লোকেদের প্ররোচনায় সুসভ্য ভারতবর্ষের মুসলমানে হিন্দুতে যে প্রায় নরখাদক জাতের মতনই নরক সৃষ্টি ক'রছে, সে-কথা স্মরণ ক'রে, নিজেদের উপরে আর মনোভাব-বিশেষের উপরে বিশেষ ক'রে ধিক্কার দিতে হ'ল।

এতগুলি মানুষের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে, কতকগুলি প্রতিষ্ঠাপন্ন ভাষাকে লোকে সহজেই মধ্যস্থ ব'লে মেনে নিয়েছে। ফরাসীদের জাহাজ,—ফরাসী ভাষা তো আছেই। ভাগ্যিস প্যারিসে আট-নয় মাস ছাত্রাবস্থায় কাটিয়ে আস্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল আমার, তাই ফরাসীতে কাজ-চালানো-গোছ কথাবার্তা ক'য়ে বাঁচা যাচ্ছে। আনামী হাবিলদার শ্রেণীর ওহ্‌দেদাররাও কিছু-কিছু ফরাসী বলে; আর পণ্ডিচেরীর তামিল দু চার জনের সঙ্গে বেশীর ভাগ ফরাসীতেই কথা হ'য়েছে। ইংরেজী-জানিয়ে খুব কমই আছে, কিন্তু তবুও দেখ্‌ছি, ইংরেজীর মধ্যস্থতা ফরাসীকেও স্বীকার ক'রতে হ'য়েছে—ফরাসী সেপাইদের মধ্যে দু-চার জন ইংরেজী-শেখার বই নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'রছে দেখ্‌লুম। জাহাজের খানসামা-খিদ্‌মৎগারেরা দু-চার বচন ইংরেজী জানে, ভালো-ইংরেজী-জানা একটি ফরাসী সেনানীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভিন্ন-ভিন্ন জাতের মধ্যে মিল ঘটিয়ে দেবার জন্য এখন ইংরেজীই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মধ্যস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা মুখে স্বীকার ক'রতে ফরাসীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলেও, কার্যতঃ ইংরেজী শেখবার চেষ্টার দ্বারা এই অবস্থাকে এরা স্বীকার ক'রেই নিচ্ছে। বহুপূর্বে একখানা ফরাসী বইয়ে একটী কথা বেশ গর্বের সঙ্গে উদ্ধৃত দেখেছিলুম—লেখক ফরাসী, তিনি ব'লছেন, কে একজন বিখ্যাত অ-ফরাসী বৈদেশিক ফ্রান্সদেশের প্রশংসা ক'রে ব'লেছেন, tout homme a deux patries—la sienne, et puis la France—'সব মানুষের দুটী ক'রে স্বদেশ আছে, তার নিজের মাতৃভূমি, আর তারপরে ফ্রান্স'। এ কথা এখন কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু এমন দিন আসছে মনে হয়, আর আন্তর্জাতিক মেলা-মেশার সুবিধার পক্ষে সে দিনকে আমি সানন্দে অভিনন্দন ক'রবো, যখন পৃথিবীর তাবৎ সভ্য আর শিক্ষিত মানুষের সম্বন্ধে একথা বলা চ'লবে, যে সকলের দুটো ক'রে ভাষা, এক, তার নিজের মাতৃভাষা, আর দুই, ইংরেজী। অবশ্য এর মানে আমি এই বুঝিনা যে, এই দ্বিতীয় ভাষাটী আর সমস্ত প্রাচীন আর অর্বাচীন সভ্যতার বাহন বড়ো-বড়ো ভাষাগুলিকে মেরে ফেল্‌বে, তাদের চর্চাকে বন্ধ ক'রে দেবে। হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর ব্যবহার ভারতবাসীদের মধ্যেই নিবদ্ধ; তাও আবার, তামিল আর অন্য দক্ষিণী সবাই এ ভাষা জানে না—এদের ভিতর দু'-চারজন মাত্র 'তোড়া-তোড়া হিন্দুস্থানি জানতা', এই ভাষা উত্তর-ভারতের লোকেদের মধ্যে চলে, দক্ষিণ-ভারতে প্রায় চলে না, আর ভারতের বাইরে অন্য জাতের মধ্যে একেবারেই অচল।

জাহাজে ফিরে আসা যাক্। সাধারণতঃ প্রথমেই জাহাজে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তারা হ'চ্ছে যাদের কাছ থেকে সেবা পাওয়া যায়। জাহাজ ছাড়্‌বার খানিক পরে, জিনিস-পত্র গুছিয়ে নেবার জন্য ভিতরে ক্যাবিনে নামা গেল। বাক্স-টাক্স নাড়া-নাড়ি ক'রছি, এমন সময়ে একটী বহুরূপী ফরাসী ফিরিঙ্গি Creole 'ক্রেওল'-জাতীয় ছেলে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে, এক-গাল হেসে স্বাগত ক'রে ফরাসীতে ব'ল্‌লে—"নমস্কার, আপনারা তো তিনজন এই দুই ক্যাবিনে থাক্‌বেন? আমি হ'চ্ছি আপনাদের ক্যাবিনের চাকর আর খানসামা। যখনি কিছু দরকার হবে, ক্যাবিন-ঘরের কোণের বিজলীর ঘণ্টার বোতাম টিপ্‌বেন, আওয়াজ পেলেই আমি হাজির হবো।" আমি ব'ল্‌লুম, "বেশ, বেশ; তোমার নাম কি? আর তোমার বাড়ীই বা কোথায়?" তার বাড়ীর খোঁজ বোধ হয় ইতিপূর্বে কেউ নেয়নি; এই জিজ্ঞাসাতে তার প্রতি দরদের আভাস পেয়ে, সে বেশ খুশীই হ'ল। ব'ল্‌লে, তার নাম Marcel মার্সেল, বাড়ী মাদাগাস্কারে। আলাদীনের প্রদীপ ঘ'স্‌লেই দৈত্য-ভৃত্যের আবির্ভাব হ'ত—অন্যথা নয়; আমাদের মার্সেলেরও সেই অবস্থা; ঘণ্টা টিপে না ডাক্‌লে সে আসে না, এবং সময়ে-সময়ে সে না এসে অন্য কেউ আসে। কিন্তু তা ব'লে কাজ আটকায় না।

মার্সেলের বদলে অন্য যে slave of the bell (ঘণ্টার দাসটী, কবি ব'ল্‌ছেন 'ঘণ্টাকর্ণ'—যে ঘণ্টাকে আকর্ণ করে) ক'বার দর্শন দিয়েছে, সেটী দাস নয়, দাসী। প্রথম দিনেই মার্সেলকে স্মরণ ক'রে ঘণ্টার বোতাম টেপা গেল—তার পরেই ক্যাবিনের দরজায় টোকা-মারা শব্দ শুন্‌লুম, entrez "আঁত্রে" অর্থাৎ "ভিতরে এসো" ব'ল্‌তেই, বাইরে দেহ রেখে ঘরের ভিতরে একেবারে আমাদের একটী আহ্লাদী-পুঁতুলের মুখ ঢুক্‌ল। মুখখানার সঙ্গে আহ্লাদী-পুঁতুলের মুখের যে অবিকল নিকটতম সাদৃশ্য আছে, সেটা ধ'রে ফেলেছিল সুরেন-বাবুর মতন সুপটু পটুয়ার রসজ্ঞ চোখ। একটী প্রৌঢ়, খুব মোটাসোটা ঠান্‌দিদি-গোছ চেহারার স্ত্রীলোক, সাদা পোষাক পরা, চোখে উজ্জ্বল স্নেহ-মাখা দৃষ্টি, মুখখানা ভালো-মানুসীতে ভরা, ফরাসীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে আমাদের কি চাই—আর নিজের পরিচয় দিলে যে, সে জাহাজের ঝী, ডাক্‌লে পরে মার্সেল অন্য কাজে থাক্‌লে সে-ই আসবে, তার নাম হ'চ্ছে Louise লুইজ়্। এই ঝীটী একটী খাঁটি ফরাসী মানুষ—পারিসে এর জা'তের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল,—পরের বাছাকে আদর করবার জন্যেই যেন এদের সৃষ্টি। আমাদের পারিসের বাড়ীর কর্ত্রীটী, চেহারায় ভাবে-ভঙ্গীতে বোধ হয় এরই বোন্ ছিল সে আমাদের কী যত্নই না ক'র্‌ত। এখানে জাহাজে অবশ্য তার যত্ন-আদর করবার সুযোগ নেই, কিন্তু একে দেখ্‌লে বোধ হয় যে, এ হ'চ্ছে, ছোটো-ছোটো নাতি-পুতিদের আদর দিয়ে, তাদের মাথা বিগ্‌ড়ে দেওয়া একটী আসল দিদিমা। ইনি আবার হাল-ফ্যাশানে ইউরোপীয় মেয়েদের মতন ক'রে চুল ছেঁটেছেন, তাতে মুখখানা এর কৌতুকময় হাসির সঙ্গে মিলে অদ্ভুত দেখায়। বড্ড মোটা ব'লে, যখন হাসে তখন গুরখা বা চীনার মত চোখ দুটীর জায়গায় খালি দুটী সরল রেখা মাত্র দেখা যায়। জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে দু-তিনটী ছোটো-ছোটো ছেলে যাচ্ছে। লুইজ়্‌কে দেখি, বেশীর ভাগ সময় তাদের নিয়েই ব্যস্ত—তাদের খাওয়ানোর ভার এর উপর। যখন দেখা যায়, দুরন্ত ছেলেদের তাদের মায়েদের কাছ থেকে হাত ধ'রে এ পরম স্নেহের সঙ্গে খাওয়ার ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন লুইজ়্ যে একজন পয়লা নম্বরের দিদিমা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কবিকে দেখে এর ভারি ভক্তি হ'য়েছে—বলে, "কি চমৎকার চেহারা, ঠিক যেন হিব্রু ঋষি মুসা। কি মহদ্ভাব-ব্যঞ্জক কপাল, চোখ, মুখ!" আহ্লাদীর সঙ্গে দিনে ৪।৫ বার ক'রে দেখা হয়। প্রথম দেখা হ'লেই এক-গাল হেসে, bon jour, monsieur "বঁ ঝু্‌র, মসিও" বলা তো আছেই। জবাবে আমিও বলি, "বঁ ঝু্‌র, লুইজ়্"—তারপর চোখাচোখি হ'লেই ঘাড় নেড়ে হাসা আছে।

"আহ্লাদী"
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কর কর্ত্তৃক অঙ্কিত)

জাহাজের অন্য খানসামারা সকলেই কবির একটুখানি কাজ ক'র্‌তে পেলে যেন কৃতার্থ হয় ব'লে মনে হয়।

সবাই যে তাঁর ভক্ত পাঠক তা নয়, তবে কবিকে দেখেই এদের মনে যে একটু বিশেষ শ্রদ্ধা হ'য়েছে, তা নিশ্চয়। কবির খাস খিদমৎগারটীকে দেখেছি, ঘণ্টা টিপ্‌তেই সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে দৌড়ে এসেছে। এই খিদমৎগারটীর সঙ্গে আমি দু'দণ্ড আলাপ ক'রে নিয়েছিলুম। এটী একজন বেশ লম্বা-চওড়া সুশ্রী যুবক, কবির ঘরের কাজের জন্যে বিশেষ-ভাবে নিয়োজিত, এই কথা সে আমাদের জানালে, আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে যে কবি জর্মান জানেন কি না; ফরাসী তিনি কইতে পারেন না সে কথা শুনেছিল। ফরাসী ছাড়া জর্মান ভাষাও এ নিজে ব'ল্‌তে পারে, বার দুই একথা ব'ল্‌তে বোঝা গেল যে, এ জাত্‌-ফরাসী নয়, আর জর্মান ব'লতে পার্‌লে যেন খুশী হয় মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেই আমার অনুমান যে ঠিক তা প্রমাণ হ'ল—এর বাড়ী Alsace আল্‌সাস প্রদেশে, নব-বিজিত জর্মান-ভাষী অংশে—মুল্‌হাউজ়েন্ (Muelhausen)-এ। আমার ভাঙা-ভাঙা জর্মানে মাঝে-মাঝে ফরাসীর জোড়া-তাড়া দিয়ে, খানিক এর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লুম। তার জর্মান জাতীয়ত্ব সম্বন্ধে তাকে বেশ সচেতন আর সাভিমান ব'লে মনে হ'ল, আর ফরাসীরা যে এই জর্মান ভাষার—তার মাতৃভাষার—ইস্কুলে পঠন-পাঠন বন্ধ ক'রে দিয়েছে, সে-বিষয়ে এর যে প্রচ্ছন্ন একটু দরদ, একটু প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ আছে, সে কথা স্পষ্ট ক'রে না ব'ললেও ধরা গেল। এই যুবক যে লেখাপড়া ভালো জানে তা নয়, তবে কবির নাম শুনেছে—জর্মান ভাষার কবির বইও দু-চার খানা প'ড়েছে। জর্মান যার মাতৃভাষা, তাকে জোর ক'রে তা ভুলিয়ে দিয়ে ফরাসী বানাতে হবে, ফরাসী সরকারের এই যে রাষ্ট্র-নীতি আল্‌সাসে অনুসৃত হ'চ্ছে, এর অন্তরালে জর্মান-ভাষী লোকদের যে চাপা একটা আপত্তি এবং বিরাগ আছে, সেটা ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে উঠে আবার যুদ্ধের দাবাগ্নিরূপে হয় তো কোনও দিন দেখা দেবে। এইরকম বর্বরতা—একটা জা'তের ভাষা আর সভ্যতাকে আর-একটা ভাষার আর সভ্যতার চাপে নিষ্পেষিত ক'রে তাকে অবলুপ্ত ক'রে দেবার চেষ্টা—এটা অনেকবার অনেক জা'তের মধ্যে ঘ'টেছে, ইংরেজ নির্মম-ভাবে এ চেষ্টা ক'রেছে আয়র্‌লাণ্ডে, বর্বর-ভাবে রুস ক'রেছে পোলাণ্ডে, জাপান এখন নিষ্ঠুর ভাবে ক'রছে কোরিয়াতে। ভারতের বাইরে প্রায় সব জা'ত ক'রেছে—ক'র্‌ছে।

জাহাজের অন্য চাকর-বাকরদের মধ্যে আনামী বাবুর্চী আছে, তাদের উপরে ফরাসী হেড-বাবুর্চী বা chef শেফ্‌। জাহাজে আনামী লোক সংখ্যায় খুব। এরা সব চুপে-সাড়ে নিজ-নিজ কাজ ক'রে যাচ্ছে, এদের কারো মুখ যেন কোনও রকম ভাবদ্যোতক নয়,—মোঙ্গোল ধাঁজের মুখ, যার থেকে মনের ভিতরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না বলে। কিন্তু মোটের উপর, এদের, যাকে বলে good-humoured, অর্থাৎ খোলাখুলি দিল খুশ প্রাণ—দেখে তাই ব'লেই মনে হয়।

আমাদের জাহাজ ছাড়্‌ল বৃহস্পতিবার বিকালে। জাহাজের কতকগুলি অফিসারের মধ্যে প্রিয়দর্শন একটী ভদ্রলোক এসে আমায় ব'ল্‌লেন, "মসিও তাগোর-এর যাতে কোনও কষ্ট না হয় আপনারা দেখবেন।" আমি ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর এই কুশল-দেখানোর প্রত্যুত্তর ক'র্‌লুম। তারপর তিনি ব'ল্‌লেন যে, এই জাহাজে তার একজন বন্ধু যাচ্ছেন, ফরাসী সেনাদলের অফিসার, নাম Jean Jacques Nouville ঝাঁ-ঝাক্ নোভিল্। ইনি একজন চিন্তাশীল লেখক, ইংরেজী জানেন, কবির সঙ্গে এঁর আলাপ হ'তে পারে কি? এই ব'লে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকটী বেশ মানুষ। অল্প-বয়সী যুবক, মোরোক্কোতে কিছুকাল ছিলেন, মোরোক্কোর জীবন আর ওখানকার মুসলমান জগতের ভাব-পরম্পরাকে অবলম্বন ক'রে একখানা উপন্যাস লিখেছেন। এর সঙ্গে এ কয় দিন মাঝে-মাঝে বেশ খানিক-ক্ষণ ধ'রে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল—কতক ফরাসীতে, কতক ইংরেজীতে। ইনি ব'ল্‌লেন যে, ফরাসীদের মধ্যে আর ফরাসী প'ড়ে বুঝ্‌তে পারেন এমন অন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে কবির সম্বন্ধে, তাঁর জীবন, তাঁর লেখা ইত্যাদি বিষয়ে জান্‌বার জন্য খুব একটা কৌতূহল আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন ভালো বই একখানাও এ পর্যন্ত লেখা হ'ল না—যাতে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কবি বড়ো হ'য়ে উঠেছেন তার একটা স্পষ্ট ছবি থাকে, আর

গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর তাবৎ লেখার, তাঁর সব বইয়ের একটা ধারাবাহিক পরিচয় থাকে, আর আরও ভালো ক'রে খুঁটিয়ে আলোচনা ক'রতে সাহায্য করবার জন্য যথোপযুক্ত প্রমাণ-পঞ্জী থাকে। তিনি ইংরেজ লেখক Thomson টমসন-এর ছোটো বই, যেখানি ভারতবর্ষের এক খ্রীষ্টীয় মিশনারি সম্প্রদায়ের প্রকাশিত একটি গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে বেরিয়েছে, সেখানি প'ড়ে দেখেছেন, কিন্তু সে বইখানি তাঁর আদৌ ভালো লাগেনি—টম্‌সন্‌-এর সহানুভূতির অভাব আছে ব'লে তাঁর মনে হয়, আর, ভাবে বোধ হয়, লেখক কবির ভাষাও ভালো বোঝেন না। আমি ব'ল্লুম যে, তিনি অনুমান ক'রেছেন ঠিক, আর টম্‌সন্‌ হালে আর-একখানা বই বা'র ক'রেছেন, সেটা আরও বড়ো, কিন্তু সেটাও ভালো হয় নি—বইখানাতে খবর যা আছে তা বেশীর ভাগ পরের কাছ থেকে নেওয়া; আর লেখক ভালো ক'রে কিছু না বুঝে, কেবল নথ নেড়ে গিন্নীপনা ক'রেছেন, যেন তিনি মস্ত একজন সমঝদার। রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের এত কাছে আছেন যে, আমরা এখন তাঁকে জর্মান্ পণ্ডিতদের অনুমোদিত গবেষণার পথ ধ'রে তাঁর জীবনী-কথা আর তাঁর কাব্য-কথার বিশ্লেষণ ক'রতে পারি না। তবে আমাদের লেখকদের মধ্যে দু-চার জন তাঁর সম্বন্ধে ছোটো-খাটো প্রবন্ধ লিখে তাঁর কবি-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন ক'রতে চেষ্টা করেন—যদিও ব্যাপক-ভাবে এখনও কেউ কিছু করেন নি। আর আমাদের মধ্যে দু-চার জন আমাদের বয়সের রসজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষার সাহিত্য বেশ ভালো জানেন, তার ঐতিহাসিক চর্চাও ক'রেছেন, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে রীতিমত ভাষাজ্ঞান নিয়ে সংস্কৃত আর এক বা একাধিক ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা ও ক'রেছেন—খামখেয়ালী ভাবে নয়, discipline হিসাবে অর্থাৎ উদ্দেশ্যবান্ শ্রমশীল শিক্ষিতৃকাম হ'য়ে আলোচনা ক'রেছেন,—আমাদের আশা আছে যে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভাকে শিক্ষিত অভিরুপোচিত রস-বিশ্লেষণের দ্বারা, বিশ্বের রসিক-জনের সামনে অনেকটা এই প্রতিভারই উপযুক্ত প্রয়োগ-বিজ্ঞানের দ্বারা উপস্থিত ক'রতে পারবেন। স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসী যাঁদের কাছ থেকে এই কাজ আশা ক'রতে পারে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে সুহৃদ্বর, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, আর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এঁদের কথাই তখন মনে হ'চ্ছিল।

বিদ্যাপতি-সম্পাদক বঙ্গসাহিত্যিকাগ্রগণ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক লিখিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে উপাদেয় প্রবন্ধটী গত জুলাই মাসের 'মডার্‌ন্‌-রিভিউ'তে প্রকাশিত হ'য়েছে, যাতে অন্য বিষয়ের মধ্যে কবির 'উর্বশী' কবিতার একটী চমৎকার ইংরেজী অনুবাদ আছে, আর বাঙলা তথা বিশ্বসাহিত্যের ঐ শ্রেষ্ঠ রস-সৃষ্টির একটী সম্পূর্ণ সৌন্দর্য-বিচার আছে, সেটি 'মডার্‌ন্‌-রিভিউ' থেকে ছিঁড়ে নিয়ে সঙ্গে রেখেছিলুম, দরকার হ'লে যোগ্য পাত্রের কাছে তার আলোচনা ক'রবো ব'লে। সেটি আমার হাতের কাছেই ছিল, আর ছিল সঙ্গে-সঙ্গে পরলোক-গত রবিদত্তের কৃত ঐ 'উর্বশী' কবিতারই আর একটী অনুবাদ—এই দু'টী শ্রীযুক্ত ন্যোভিল-কে প'ড়তে দিই। দিন দু'-তিন এই প্রবন্ধ আর অনুবাদ তিনি রাখেন, পরে ব'ল্লেন যে কবিতার অনুবাদ আর প্রবন্ধ তাঁর চমৎকার লেগেছে,—এগুলি যদি আমি তাঁকে উপহার-স্বরূপ দিতে পারি, তা-হ'লে অতি আনন্দের সঙ্গে তিনি গ্রহণ ক'রে নিজের কাছে রাখেন। বলা বাহুল্য, আমি তাঁকে এগুলি তখন-ই দিয়ে দিলুম।

কবির সঙ্গে ন্যোভিল্‌-এর আলাপ করিয়ে দিলুম। দু-এক দিন অনেকক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে এঁর কথাবার্তা হয়—বিশেষ ক'রে ইউরোপের আজ-কালকার লড়াইয়ের পরের অবস্থা নিয়ে—কোন্ দিকে ইউরোপের মনের গতি এখন চ'ল্‌ছে, শ্রেয়ঃ কি, কি ক'রে তার সাধনা চ'ল্‌তে পারে—এই-সব বিষয় নিয়ে।

একটী বিষয়ে ইনি কবিকে একটী প্রশ্ন ক'র্‌লেন—Yellow Peril পীতাতঙ্ক বা পীত-ভয়, অর্থাৎ চীনা জাপানী প্রভৃতি জা'ত থেকে কোনও সত্যিকারের আশঙ্কা, ইউরোপের আছে কি না। কবি ব'ল্‌লেন, peril ব'ল্‌লে যে কথা বুঝায়, যে একটী শক্তিশালী জা'ত তার মানোয়ারী জাহাজ, তার সেপাই-বন্দুক-কামান, তার মিশনারি-ঔপনিবেশিক-বেনে, আর যত রাজ্যের লোক-লস্কর নিয়ে আর একটী জা'ত, যে জা'ত মোটেই এদের চায় না, তার

ঘাড়ের উপর একটা উৎপাতের মতন প'ড়্‌ল, আর তার মধ্যে একটা কায়েমী স্থান ক'রে নিয়ে, আরব্য রজনীর সিন্দ্‌বাদের উপাখ্যানের Old Man of the Sea বা সাগর-পারের দ্বীপের বুড়োর মতন তার ঘাড়ে চেপে, দু হাতে তার গলা টিপে ধ'রে, গট হ'য়ে ব'সে রইল, এই যে predatory instinct অর্থাৎ শ্যেন-বৃত্তি, এটা হ'চ্ছে ইউরোপীয় জা'তেদেরই কীর্তি। ইউরোপ এই ক'রে সারা দুনিয়ার উপরে চেপে ব'সে আছে, জগতে সত্যকার একটা মস্ত White Peril র'য়েছে। এশিয়ার কোনও জা'ত কখনও এমন ক'রতে চেষ্টা করেনি—হালে যদি কেউ ক'রে থাকে তো কোরিয়াতে জাপান ক'রছে, তাও ইউরোপের অনুকরণে। চীনারা শান্ত-শিষ্ট জা'ত—এরাই একমাত্র সভ্য জা'ত যাদের মধ্যে, কাটাকাটি যাদের ব্যাবসায় এমন সৈনিক-সেনানীর স্থান সমাজে কস্মিন কালেও উচ্চে ছিল না—সেপাইকে এরা ভাড়াটে' গুণ্ডা আর গলা-কাটার শামিল ক'রে দেখেছে। এই চীন চায় যে, সে তার নিজের বিরাট্ দেশের মধ্যে তার প্রাচীন রীতি-নীতি নিয়ে নিজের ইচ্ছে-মতন চলে, তার যা-যা দরকার এই দেশের মধ্যেই সে পায়। বাইরের জিনিসের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নেই, তার বিরাট্ সাম্রাজ্যের মধ্যে খালি জায়গাও কিছু-কিছু আছে; যদিও বাইরে প্রসারের ক্ষেত্র তার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু খামখা যদি ইউরোপের লোকেরা তাদের উপর চড়াও হ'য়ে, তাদের ঘরের ভিতরে ঢুকে তাদের উপর অত্যাচার করে, যেমন আজকাল ইংরেজ, আর জাপান, আর অন্য জা'তে মিলে ক'রছে, তা হ'লে চীনের আপত্তি করাটাতে, ন্যায়-বিচার নিয়ে দেখ্‌লে, কারো রাগ করা চলে না। তবে রুষের মত কোনও চঞ্চল দুর্দান্ত ইউরোপীয় জা'তের পরিচালনায় জাপানে-চীনে মিলে গিয়ে বন্যার মতন ইউরোপীয় ধরণের সত্যকার একটা পীত-ভয় সৃষ্টি করা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সে রকম যে হঠাৎ হবে, কবি তা মনে করেন না (—এখানে কিন্তু অবান্তর ভাবে ব'লে রাখি, কবি যেভাবে এই চীন-সমস্যাটীকে দেখেছেন, আমি নিজে কিন্তু ব্যাপারটী ঠিক সেভাবে দেখি না—এ সম্বন্ধে যে তথ্য আমার চোখে প'ড়েছে, তাকে আমি আমার ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক ব'লেই মনে করি।—যাক, সিঙ্গাপুরে নেমে মালয় দেশে এ সম্বন্ধে আরও কিছু চোখে দেখে আর কানে শুনে, কি মনে হয় পরে লেখা যাবে—কবির সঙ্গে এ বিষয়ে খাস কালের মধ্যে আলোচনাও কিছু ক'রেছি—তিনি কতকগুলি বিষয়ে, আমার তথ্যগুলি যদি সত্য হয় না হ'লে আমার আশঙ্কাগুলি অমূলক নয় একথা স্বীকার করেছেন)।

ন্যোভিল্ নিজের লেখা একখানি ফরাসী উপন্যাস কবিকে উপহার দিলেন। মোট কথা, এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে মিশে, একটী বেশ সুশিক্ষিত, হৃদয়বান্, বিচারশক্তিশালী ফরাসী যুবকের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ হ'ল। এঁর সঙ্গে এঁর রেজিমেন্টের আর একটী অফিসার ছিলেন, ইনি ইংরেজী জানেন না। হিন্দু ধর্মের মূল কথাটা কি, সংক্ষেপে জান্‌তে চাইলেন। আমার ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে তখন তাকে নির্গুণ ব্রহ্ম, আত্মা, কর্মবাদ, সগুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, নিত্যধর্ম, লোকধর্ম, প্রতিমা-পূজা, হিন্দু-সমাজ, জাতি-তত্ত্ব, জ্ঞান, ভক্তি—প্রভৃতি মূল কথাগুলি যথাসম্ভব গুছিয়ে বল্‌বার চেষ্টা ক'রলুম। ইনি কিছুই জানেন না, মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। আমি ব'ল্‌লুম যে, হিন্দুধর্ম ব'ল্‌লে একটা system of culture, একটা বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি বা সভ্যতাকে বোঝায়, যেটা গত তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতবর্ষে নানা জাতের ভাব-সম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে বিকশিত হ'য়ে আসছে, এতে কোনও dogma বা creed, কোনও ধরা-বাঁধা অবশ্য স্বীকর্তব্য মতের বালাই নেই। তবে এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ লোক যে কতকগুলি ভাবকে সবচেয়ে যুক্তি-তর্কানুমোদিত ব'লে মেনে থাকে, সেগুলি ব্রহ্ম, আত্মা, দেবতাবাদ ইত্যাদি নিয়ে। সেগুলির সংক্ষেপে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা দিলুম। আর, সমস্ত মতবাদের মূলে, সব ধর্মসাধনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা হিসাবে, যে নিত্যধর্ম—দম, ত্যাগ, মৈত্রী প্রভৃতি আছে—ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধি আর সদনুষ্ঠানকে যে মুখ্য স্থান দেওয়া হ'য়েছে, কোনও বাদ—জ্ঞান বা ভক্তি প্রভৃতি—এগুলি যে গৌণ "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং"—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—এই কথাটা বুঝোতে চেষ্টা ক'রলুম।

হিন্দু ধর্ম যে এতটা উদার, এর মধ্যে যে খ্রীষ্টোপাসক ভক্তেরও স্থান আছে—এ কথা ভদ্রলোক বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রীদের মধ্যে আছেন আনাম-যাত্রী কতকগুলি ফৌজী অফিসার, আর ফরাসী সরকারের কর্ম্মচারী, ডাক্তার আর ব্যবসায়ী। এদের চার পাঁচজনের সঙ্গে এদের স্ত্রীরাও আছেন। সকলেই ফরাসী, অন্য ইউরোপীয় যাত্রী কেউ বোধ হয় নেই। এরা এমন কিছু বিশেষত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নয়। তবে এদের মধ্যে, আভিজাত্যের, শিক্ষার আর ভব্যতার দিক থেকে, বেশ একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। একটী যুগল স্বামী-স্ত্রী আছেন—চাল-চলনে সবচেয়ে aristocratic বা অভিজাত ব'লে মনে হয়। দুজনেই আধা-বয়সী মানুষ। বিশেষ ক'রে, স্ত্রীটীর মুখ দেখে একেবারে বাঙালীর মেয়ে ব'লে মনে হয়। স্ত্রীটী আবার বাঙালী ধরণের একখানা সরু কালো কল্কাপাড় সাদা সাড়ীকে পিন্-টিন দিয়ে ঘাঘরার মতন ক'রে প'রে, সকালে ডেকের উপরে স্বামীর সঙ্গে ঘোরেন; পিছন থেকে বাঙালীর মেয়ে ব'লে আমার ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। এই মহিলাটী ডেকের উপরে চলাফেরার সময়ে কেমন যে একটী সম্ভ্রমপূর্ণ চোখে ডেক-চেয়ারে ব'সে আমাদের সঙ্গে কথা কইছেন কবির প্রতি নেত্রপাত ক'রে, বিনীত-নম্র ভাবে শান্ত ভাবে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে যান—সেটী ভারী সুন্দর লাগে। বাঙালী ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের গিন্নীর মতন স্নেহময় প্রশান্ত দৃষ্টি ব'লে, সুরেন-বাবু এঁর নামকরণ ক'রেছেন 'বেনে-বউ'। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া পরে দেখ্ছি, ডেকের উপর এক কর্কশ-ধ্বনি গ্রামোফোনে যত সব মার্কিন Jazz জাজ্ ঠাটের বিকট গান আর উৎকট বাদ্য একটা শব্দের তাণ্ডব সৃষ্টি করে—যেন নোতুন খোয়া-বিছানো মেরামতী বড়ো রাস্তার উপর দিয়ে রোলার-ইঞ্জিন তার সব রকম আর্ত্তনাদ নিয়ে চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে; আর আমাদের প্রথম শ্রেণীর চার-পাঁচটী বিবাহিতা, কুমারী, আর অবীরা, প্রৌঢ়া, তরুণী আর অজ্ঞেয়-বয়স্কা, পীনা, তন্বঙ্গী আর স্থূলোর্দ্ধ-মধ্যাঙ্গী ও ক্ষীণনিম্নাঙ্গী ততগুলি অতি-সাধারণ-ফরাসীর মত মোটা-সোটা, থপ্-থপে unromantic শ্রীছাঁদ-বিহীন পুরুষের সঙ্গে (এদের কারো-কারো বত্রিশ পাটী দাঁতের মধ্যে ষোলো পাটীই সোনা-বাঁধানো—কবি ব'ল্‌ছেন, বহুমূল্য এদের হাসি, সোনার হাসি কি না!) ধপাধপ ক'রে যত আজ-কালকার ইতরভাব-দ্যোতক মার্কিন নাচ নাচ্‌তে শুরু-করে—তখন দেখি, এই দম্পতী তাতে যোগ দেন না।
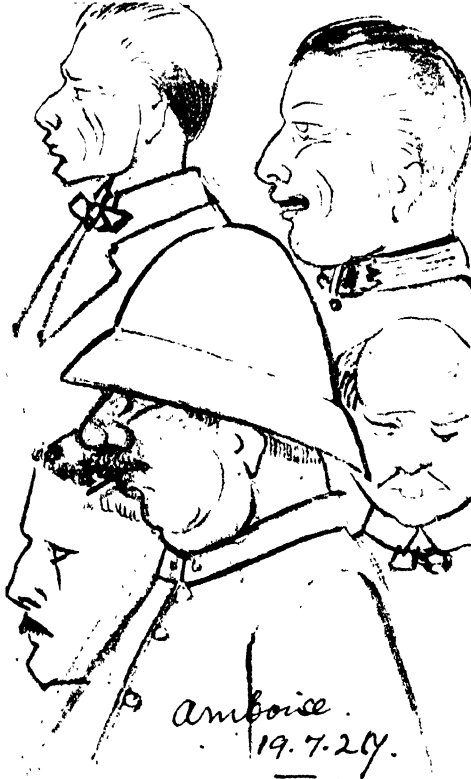
জাহাজের ফরাসী যাত্রী
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক অঙ্কিত)

এই রকম আর একটী দম্পতী আছে, স্বামী ইন্দোচীনের একটী বড়ো সেনানী হ'বেন, জবরদস্ত গোঁপওয়ালা ভারিক্কে চেহারা, যেন নেপোলিয়নের বিখ্যাত অশ্বারোহীর দল—Chasseurs 'শাস্যর'-দলের—একজন সওয়ার। স্ত্রীটী একটী ক্ষীণাঙ্গী মধ্যবয়সের মহিলা, এঁরাও একটু আলগোছা থাকেন। একটী ভারী

সুন্দর শ্রীমান্ ছেলে এই দম্পতীর আছে, তার সঙ্গে ভাব ক'রেছি—তার নাম Louis লুই, বয়স ন'বছর, Indo-Chine আঁ্যাদো-শীন্-এ ছেলেবেলায় কবে ছিল মনে নেই—খালি ফরাসী-দেশের ইতিহাস আর ফরাসী দেশের ভূগোল প'ড়েছে—তার একটী দাদামশায় আছে, তার মায়ের বাপ, তিনি তাকে বড় ভালোবাসেন—এতদিন ধ'রে জাহাজে ক'রে জলে-জলে আস্‌ছে কিন্তু তবুও তার খারাপ লাগে না, কারণ এ-ই বেশ, আর তার দুটী ছোটো-ছোটো বন্ধুও জুটেছে তাদের সঙ্গে সারাদিন যখন ইচ্ছে খেল্‌তে পারে—এইসব খবর তার কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রেছি, আর ছেলেটীর সঙ্গে ভাবের ফলে, তার বাপের সঙ্গেও আলাপ হ'য়েছে। বাপটী ব'ল্‌লেন—"বেশ, vous êtes déjà des camarades—এরি মধ্যে দুজনে দোস্ত হ'য়ে পড়েছেন।" এই থেকে, সকালে এর সঙ্গে দেখা হ'লে পরস্পর অভিবাদন করি, আর কবির সামনে দিয়ে যাবার সময়ে এঁর বিরাট সোলার টোপা বা টোপোর—সেটীকে টুপী ব'ল্‌লে তাতে ক্ষুদ্রতা আরোপ ক'রে তার অপমান করা হয়—সেটীকে ডান হাতে তুলে ইনি কবিকে অভিবাদন ক'রে যান। সাড়ীওয়ালা মহিলাটীর স্বামী একদিন আমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লেন—ইনি জান্‌তে চাইলেন, কবির পৈতৃক বাসভূমি কোথায়—আর তার মাতৃভাষা কি। যখন শুন্‌লেন যে, ক'লকাতায় এর বাড়ী, তখন ব'ল্‌লেন যে তাহ'লে তো ইনি 'ব্যাগালী' অর্থাৎ বাঙালী। আমি ব'ল্‌লুম, "আপনি ফরাসী, কিন্তু ভারতবর্ষে যে বাঙালী আর অন্য ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতীয় লোক আছে, এ খবর আপনি রাখেন তা-হ'লে দেখ্‌ছি।" ইনি উত্তরে ব'ল্‌লেন—"আমি পণ্ডিচেরীতে কিছুকাল ছিলুম (এঁর স্ত্রীর সাড়ী-প্রীতির কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল)—সেখানে যে বিখ্যাত বাঙালী political refugee (বাঙলায় কি ব'ল্‌বো—'রাজনৈতিক কাশীবাসী'?) গশ্ (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ) আছেন। শহরটা অতি বাজে—একটুও vie intellectuelle অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির সাড়া পাওয়া যায় এমন জীবন নেই—একজন ইংরেজ ব'লেছে যে, এই শহর হ'চ্ছে a city of ghosts অর্থাৎ প্রেতাত্মার পুরী, সেটা ঠিক কথা—দেখ্‌তুম যে অরবিন্দের দলটীতেই কিছু সচ্চিন্তা আছে।" শ্রীযুক্ত অরবিন্দের সঙ্গে Paul Richard পোল্ রিশার্ ব'লে একজন ফরাসী আর তাঁর স্ত্রী থাক্‌তেন, এরা তিনজনে মিলে Arya 'আর্য' ব'লে একখানি দার্শনিক মাসিক-পত্র ইংরেজীতে বা'র ক'র্‌তেন—এদের নাম শুনেছেন, তবে আলাপ হয়নি এদের সঙ্গে।

প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রীদের মধ্যে, পুরুষদের দুই একজনের সঙ্গে কচিৎ কখনও একটা-আধটা বাক্যালাপ হ'য়েছে মাত্র—"বঁ ঝুর" বা পরস্পরের জন্য শুভদিন কামনা—কপালে হাত ঠেকিয়ে আধা ফৌজী কায়দায় নমস্কার করা—এইটুকু যা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা এদিকে আসে না—তাদের জন্য জাহাজের পিছন দিক্‌কার খোলা ডেক্‌টার ব্যবস্থা, যেখানে জাহাজের সুকানী বা হাল-ধর চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাম্‌নের কম্পাসের নির্দিষ্ট দিশা দেখে জাহাজকে তার গন্তব্যের অভিমুখী ক'রে রাখ্‌ছে। তৃতীয় শ্রেণীও একেবারে আলাদা, এই শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বিশেষ কোনও খোলা ডেক্ নেই—এরা সাম্‌নের আর পিছনের সাধারণ খোলা ডেকগুলিতে খালাসী, আগুন ঘরের মিস্ত্রী, বাবুরচী, ফরাসী, আরব, মোপলা, আনামী, যত হরেক রকমের লোকের মধ্যে আর খোলা ডেকের চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীদের পাতা শতরঞ্চী কম্বল আর চ্যাটাইয়ের ফাঁকে, একটু আধটু যা দাড়াবার জায়গা পায়, তাতে দাড়িয়ে আবশ্যক মনে করলে বাইরের খোলা হাওয়া একটু ক'রে সেবন ক'রে যায়।

১৮ই জুলাই

আমাদের জাহাজের জীবনের দৈনন্দিন কাজের একটা হিসেব দেওয়া যাক। কবির ক্যাবিন দালান হ'চ্ছে উপরে, তার নীচের তলায় আমাদের ক্যাবিন। আমাদের তিনজনের জন্য দুটো ক্যাবিন পাওয়া গিয়েছে—সম্পূর্ণ নিজেদের এলাকায়। প্রথম শ্রেণীতে বেশী যাত্রী নেই। প্রায় সব-ই খালি যাচ্ছে। প্রতি ক্যাবিনে দুটো ক'রে berth বা বিছানা। ধীরেন-বাবু আর আমি একটা ক্যাবিন দখল ক'রে আছি, সুরেন-বাবু অন্যটা। সকাল ছ'টার দিকে আমাদের ঘুম ভাঙে। একজনে আগে উঠ্‌লে অন্য দু'জন যদি ঘুমোয় তো তাদের জাগিয়ে দিই। ছ'টায়

উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে যে-দিন কামাবার হয় সেদিন কামিয়ে নিই। দেখছি যে, ফরাসী ফার্স্ট-ক্লাসের যাত্রীরা ইংরেজদের মত কেতা-দুরস্ত নয়—এক মুখ খোঁচা-খোচা আ-কামানো দাড়ী নিয়ে বেলা দশটা পর্য্যন্ত শোবার ঢিলে পায়জামা আর জামা প'রে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা বেড়াচ্ছে। কেউ-কেউ আমাদের মতন দিব্যি চটী জুতো প'রেই র'য়েছে—মেয়েরাও অনেকে তাই করে। স্নানের ঘরে গিয়ে, সমুদ্রের জলের ঝাঝরা-কলের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান ক'রে, তার পরে মিঠে জল দিয়ে গা থেকে লোনা-জল ধুয়ে ফেলে, নাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়ে,—তার পর ক্যাবিনে ফিরে এসে অঙ্গে সারাদিনের মতন পোষাক চড়িয়ে, উপরের ডেকে আসা। এতেই প্রায় পৌনে সাতটা, সাতটা বেজে যায়। উঠে দেখা যায় যে, জাহাজের ডান দিক্‌কার ডেক, যেখানটায় আমরা সাধারণতঃ বসি (জাহাজ চ'লেছে পূব-মুখো আর অগ্নি-কোণা হ'য়ে), সেখানে কবি তার কেদারায় ব'সে আছেন। তাকে এই বিদেশে ভ্রমণের সময় তার ঢিলে জোব্বা প'রেই থাক্‌তে হয়, আর এই পোষাকেই এখন দেখ্‌ছি তাঁকে ঠিক মানায়। কবির সঙ্গে খানিক গল্প হয়, তারপর সওয়া সাতটার মধ্যেই আমরা নীচে খাবার হল-ঘরে যাই।

আমরা চারজনের বস্‌বার মতন একটী টেবিল আমাদের জন্য ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি—এক ধারে সেটী। কবি আর আমি পাশাপাশি বসি, আর ওদিকে স্বরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবু। প্রাতরাশ মিনিট কুড়ির মধ্যেই সেরে নেওয়া যায়। প্রাতরাশের সময়ে খাবার ঘরে তেমন ভীড় হয় না—যত যাত্রী, রাত্রে নাচা আর দাপাদাপি ক'রে, বেশীর ভাগ যে যার ক্যাবিনে শুয়ে থাকে—চাকরে ঘরে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে যায়। দেখি যে, কেবল আমাদের পণ্ডিচেরীর ফরাসী ভদ্রলোক আর তাঁর সাড়ীতে-তৈরী পোষাক পরা স্ত্রী, এঁরা দু'জনেই যা সকলের আগে টেবিলে বসেন। খাবার সঙ্গে-সঙ্গে, কবির স্বচ্ছ পরিহাস-মিশ্র হাস্য-আলাপ আমাদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে। প্রাতরাশ সেরে নিয়ে উপরে আসা যায়—খানিকটা বা কবির সঙ্গে গল্প করি। নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি, আর নিজের অভিমতগুলি তাঁর অনন্যকরণীয় সরল এবং ভাবদ্যোতক ভাষায় তিনি ব'লে যান। সময়ে-সময়ে ইচ্ছে হয় যে প্রত্যেক কথাটী লিখে রাখি।

সকালবেলা প্রাতরাশের পরে, আর বিকালের দিকে, যখনি মন হয়, জাহাজের খোলের ভিতরে তৃতীয় শ্রেণীতে, আর যেখানে চতুর্থ শ্রেণীতে সব নানা জা'তের লোকে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ময়লা অপরিষ্কারের মধ্যে র'য়েছে—জাহাজের কল-কব্জার পাশে যেখানে যেখানে একটু ফাক সেখানে চট-চেটাই বিছিয়ে লোকের আস্তানা—জলের পাম্প, মুরগীর খোড়া, রান্নার ডেকচী, কাঠের হরেক রকম ফ্রেম, জাহাজের খালাসীদের যন্ত্র-পাতি—সেখানে গিয়ে আনামী সেপাই ফরাসী সেপাই, তামিল যাত্রী, আরব খালাসী, এদের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই; কোথাও বসি, কোথাও দাঁড়াই—কারো সঙ্গে ফরাসীতে, কারো সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে, কোথাও বা ইংরেজীতে, ক্বচিৎ বা ধীরে-ধীরে বানিয়ে নিয়ে মনে-মনে দু-একবার আউড়ে নিয়ে দু-একটি আরবী আর তামিল বাক্যের দ্বারা, এদের সঙ্গে কথা কই। এই যে এত লোক একসঙ্গে র'য়েছে জাহাজে, এটা একটা ক্ষুদ্র আন্তর্জাতিক রাজ্য ব'ল্‌লেই হয়। নরদেবতা কত বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন রূপে প্রকট হ'য়ে, যেন আমারই কৌতূহলকে চরিতার্থ কর্‌বার জন্য এসে দাঁড়িয়েছেন—এদের সঙ্গে কথাবার্তা না ক'র্‌লে আলাপ না জমালে, এদের যেন প্রত্যাখ্যান করা হবে, তার দ্বারা আমি-ই বঞ্চিত থাক্‌বো। তাই এদের মধ্যে এসে, গল্প-গুজব ক'রে, ভাষায় কুলোলে কোথাও একটা রসিকতা ক'রে, কার কি উদ্দেশ্যে গমন, কার বাড়ীতে কে আছে এইসব কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে আর উত্তর দিতে-দিতে সময় কাটাতে আমার বেড়ে লাগে। ধীরেন-বাবু আর স্বরেন-বাবুও সঙ্গে থাকেন, তাঁরাও বেশ কৌতুক অনুভব করেন। এই পর্ব সেরে এসে, কখনও বা একটু চিঠি লিখি, কখনও বা ক্যাবিনে গিয়ে একটু শুয়ে-ব'সে কাটাই, আর সঙ্গে যা-কিছু বই নিয়ে যাচ্ছি সেই বই একটু-আধটু পড়ি অথবা ধীরেন-বাবুর মিঠে হাতের এস্রাজ বাজানো একটু শুনি। এদিকে কবি হয় তো ডেকে ব'সে প'ড়্‌ছেন বা লিখ্‌ছেন, কি তার ঘরে গিয়ে লিখ্‌ছেন, কিংবা ডেকে চেয়ারে আধ-শোয়া হ'য়ে সমুদ্রের দিকে আকাশের

দিকে তাকিয়ে আছেন—কখনও তার লেখা শুনি, কখনও বা গল্প করি। এগারোটা বাজ্‌লে তাঁর স্নানের ঘরে মিঠে জল দিয়ে যায়, কবি স্নান ক'র্‌তে নামেন।

এই রকমে দুপুর বাজে—মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় এসে যায়। আবার চারজনে একত্র গিয়ে ভোজনের পালা। এখন খাবার-ঘর একেবারে ভর্‌তি হ'য়ে যায়। কবির সহজ সলীল-গতি বহুশ্রু-বার্তার মধ্যে আমাদের মধ্যাহ্নভোজন-রীতি সুসম্পন্ন হয়। তারপর, সকালের মতনই হয় উপরে এসে কবির সঙ্গে আলাপ,—নয় এ ডেক্ ও ডেক্ ভ্রমণ, কিংবা মাঝে-মাঝে ক্যাবিনে এসে মিনিট কতকের জন্য সামান্য একটু বিশ্রাম। বিকালে চারটের সময় চা পান ক'র্‌তে আস্‌তে হয়—এ সময়ে কবিকে, দেখ্‌লুম, পাঁচ দিনের মধ্যে তিন দিন নীচে নাম্‌লেনই না চা খেতে।

বিকেল, সন্ধ্যে—ঐ রকমেই কাটে, ফরাসী যাত্রী মেয়ে-পুরুষদের চাল-চলন দেখি, ঘুরি ফিরি, গল্প করি—আপনারা তিনজনে, বা কবির সঙ্গে। সন্ধ্যে হয়, মুখ হাত ধুয়ে সাতটায় সান্ধ্য-ভোজনের জন্য যেতে হয়। এই ভোজনটা বিশেষ ঘটার ব্যাপার, এতে ঘণ্টাখানেক কি পৌনে এক ঘণ্টা লাগে। তারপর আবার ডেকের উপরে এসে ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েক কবির চেয়ারের পাশে বসা। এর-ই মধ্যে কখনও-কখনও ফরাসী দু একজনের সঙ্গে আলাপ হ'য়। তার পরেই দেখি, গ্রামোফোন আসে—নাচের যোগাড় হয়, আমরা হয় তো খানিক এই নাচের নামে কসরৎ বা ড্রিল্ দেখি, হয় তো একটু পরেই চ'লে আসি। ঘরে কাপড়-টাপড় ছেড়ে, রাত্রিবাস-পোষাক প'রে, বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খানিক পড়া যায়, তার পরে যখন ঘুমোবার জন্য শুয়ে-শুয়েই সুইচ্ টিপে বিজলীর বাতীটা নিবিয়ে দিই, তখন প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা হ'য়ে যায়।

জাহাজের কাপ্তেন মসিও গাব্রিয়াগ-এর নামটা অত গুরু-গম্ভীর ভীতি-প্রদ হ'লেও মানুষটী অতি খাসা, একেবারে মাটির মানুষ। দু'দিন সকালে এসে টুপী খুলে কবিকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অভিবাদন ক'রেছেন, সুখ-স্বপ্তিকা-প্রশ্ন ক'রেছেন, কিছু আবশ্যক কিনা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। ওর কোনও অসুবিধা হ'লে, তার ব্যবস্থার জন্য তাঁকে ব'ল্‌তে বার-বার অনুরোধ ক'রেছেন। জাহাজের একটী ফরাসী ভদ্রলোক কবির খোঁজ নেন, অন্যান্য অফিসারেরা সাম্‌নে দিয়ে যেতে হ'লে, সকলেই টুপী খুলে, দেখুন না দেখুন কবিকে সম্মান দেখিয়ে যান, ফরাসী খালাসীরাও তাই করে। চোখাচোখি হ'লেই কবিও স্মিত-হাস্যে প্রত্যভিবাদন করেন, দুই হাত দিয়ে নমস্কারও করেন।

কবির সঙ্গে ব'সে-ব'সে গল্প করায় আনন্দ, সৌভাগ্য-বলে কদিন ধ'রে বিশেষ ক'রে লাভ করা যাচ্ছে। এঁর সঙ্গে কথা কওয়া সব সময়ে যে খালি হাল্‌কা ভাবে হয় তা নয়, সময়ে-সময়ে বিচার-শক্তির উপরও বেশ দখল পড়ে। কবি সহজ-ভাবে অবলীলাক্রমে তাঁর নিজস্ব অপূর্ব ভাষায় যে চিন্তা ও বিচার-পরম্পরা আমাদের সামনে উপস্থিত করেন, তা অনুসরণ ক'রে উত্তর দিতে-দিতে আলাপ জমিয়ে যাওয়াতে, বেশ একটা মানসিক-ব্যায়াম-জাত স্ফূর্তি অনুভব করা যায়। কত বিষয়ে কত রকমের চিন্তোত্তেজক কথা শোনা যায়। বাঙলা ভাষার বাক্যরীতি, বাঙলা শব্দের অর্থগত বিশিষ্টতা আর তাদের ইতিহাস, এ সমস্ত বিষয় 'শব্দতত্ত্ব'-লেখকের উচিত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের সঙ্গে তিনি কখন-কখনও অবতারণা করেন। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতির সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে, আজকালকার বাঙলা সাহিত্যে পূতিবিশ্লেষাত্মক যে একটি ধারা প্রকট হ'য়েছে, যাতে সর্বদাই একটা শুষ্ক-বাক্ অতৃপ্ত দেহের ক্ষুধা বিদ্যমান, তার সম্বন্ধে, নাট্যকলা সম্বন্ধে, কাব্য, ও কাব্য-সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপের রসিকগণের মনোভাব নিয়ে, জীবনে রসের দিক্ অলঙ্কারের দিক্ সম্বন্ধে, পোষাকে প্রসাধনে আধুনিক ইউরোপীয় আর বাঙালী আর অন্য ভারতীয় রুচি সম্বন্ধে, বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের অবস্থা সম্বন্ধে, বাঙলার জমিদার ও কৃষকদের সম্বন্ধ নিয়ে তাঁর নিজের জমিদারীর অভিজ্ঞতা, সেকালের লাঠিয়ালের প্রভু-ভক্তি, তাঁর মুসলমান প্রজা আর লাঠিয়াল রূপচাঁদের কথা—এখনকার নব্য বাঙালী মুসলমানের মনোভাব সম্বন্ধে,—এইরূপ নানা বিষয়ে তাঁর

সঙ্গে আলাপ ক'রেই এই আধুনিক ভারতের সচ্চিন্তার প্রধানতম উৎসের অজস্র সুবিচার ও সুক্তি-বারি-জাত সরোবরে যখন ইচ্ছা তখন অবগাহন ক'রে স্নিগ্ধ হবার সুযোগ পাচ্ছি। দেখ্‌বার আর শোন্‌বার জন্য মানুষের দুটো চোখ, দুটো কান,—কিন্তু বলবার জন্য মাত্র একটী মুখ, আর লেখবার জন্য একখানা হাত—এসমস্ত করবার শক্তি এবং সময় দুইয়েরই অভাবটা বড্ড অনুভব ক'র্‌ছি।

আবার যখন তিনি খাবার সময়ে বা অন্য সময়ে, হালকা মেজাজে একথা-ওকথা-সেকথা ব'লে যান, তখনও চমৎকার লাগে। খাবার-টেবিলে ফলের মধ্যে কলা দেখে, দুর্গাপ্রতিমার গণেশের পাশের কলা-বউয়ের কথা মনে প'ড়ে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার বাল্যকালের বাড়ীর গান-শিক্ষক বিষ্ণুর গানের পদ মনে এল'—যে-রকম সব পদ গেয়ে, বিষ্ণু, কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর মতন তার ছোটো-ছোটো শিষ্যা আর শিষ্যদের চিত্ত-বিনোদনের সঙ্গে-সঙ্গে গান শেখাবার চেষ্টা ক'র্‌তেন—

গণেশের মা, কলা-বউকে জ্বালা দিয়ো না,—
তার একটা মোচা ফ'ল্‌লে পরে, কত হবে ছানাপোনা॥

অন্য গান মনে প'ড়ে গেল। বাঙলা দেশে পৌরাণিক দেবতারা এই রকম সবাই তাঁদের দেবত্ব ছেড়ে, বাঙালী সংসারের মানুষ হ'য়ে গিয়েছেন—জগৎজননী উমা, হিমালয়-দুহিতা পার্বতী, শম্ভুগৃহিণী গৌরী এখন 'গণেশের মা', বউ-কাঁট্‌কী শ্বাশুড়ী হ'য়ে দাড়িয়েছেন, তিনি বাঙলাদেশের আর পাঁচজন শ্বাশুড়ীর মতন পুত্র-বধূকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেন, যাতে তাঁর এই 'বধূ-কণ্টকী' ভাব নিবারণ হয়, তাই তাঁকে এই পদের কবি অনেকগুলি নাতিপুতির লোভ দেখাচ্ছেন, যাদের কোলে-কাঁখে ক'রে তিনি পূরো আদর-দেওয়া ঠাকুরমা হ'য়ে ব'সবেন। Kindergarden অর্থাৎ 'কুমার-কানন' অনুমোদিত পদ্ধতিতে গান শেখানোর তারিফ ক'রে, গুন্‌-গুন্‌ স্বরে কবি ছেলেবেলায় শোনা বিষ্ণুর আর একটি পদ ধ'রলেন—

বেদের মেয়ে এলো পাড়াতে—
সাধের উল্‌কি পরাতে।
আবার উল্‌কি পরা যেমন-তেমন, লাগিয়ে দিলে ভেল্‌কি,
ঠাকুর-ঝী, উল্‌কির জ্বালাতে বড়ো কেঁদেছি॥

ব'ললেন যে, এই গানটীতে বেদেকে দিয়ে উল্‌কি-পরানোর সঙ্গে-সঙ্গে তার যাদু দেখ্‌বার যে ছবিটা জাগে, সেটা ছেলেবেলায় বিশেষ একটা রহস্যের সঙ্গে তাঁর চিত্তকে পূর্ণ ক'রে দিত। এ খালি গান শেখা নয়, ছোটো ছেলের মনে এই রকম ভাঙা পদ একটী অদ্ভুত রসের অবতারণা ক'রে দিত—সেটা একটা ছোটো লাভ নয়।

জাহাজ ছাড়্‌বার পরের দিন শুক্রবার ভোরে কবির সঙ্গে যাই দেখা, তাই তিনি ব'ল্‌লেন—"ওহে, তোমাদের Ph. D.-র পরে, অর্থাৎ উপরে তো Ph. E. উপাধি? আমি সেই Ph. E. পি-এইচ-ঈ।" ব্যাপরটা বুঝ্‌লুম না। তখন ব'ল্‌লেন, "পেয়েছি হে, পেয়েছি!" তখন মনে প'ড়ে গেল, মাদ্রাজে কবির একটী ওষুধের শিশি পাওয়া যাচ্ছিল না—শারীরিক অবসাদ এলে, এই ওষুধ (বাইওকেমিক মতে তৈরী পোটাসিয়ম্‌ আর ফস্‌ফরস্‌ মিশ্র একটী গুঁড়ো) তিনি দুই-এক টিপ ক'রে খেয়ে উপকার পান। জাহাজে উঠে, গত রাত্রে সুরেনবাবু প্রায় দু ঘণ্টা তন্ন-তন্ন ক'রে প্রত্যেক বাক্স আর ব্যাগ খুঁজে হয়রান হ'য়ে যান, কিন্তু ওষুধের কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি—আর কবি আজ সকালে একটি বাক্স খুলে-ই, প্রথম হাত দিয়ে-ই দেখেন যে, সেই হারানো ওষুধ একটী জামার পকেটের মধ্যে র'য়েছে।

জাহাজের খোলা ডেক্‌ দুটীতে, আর সাম্‌নের উঁচু ডেক্‌ বা ব্রিজ্‌-এতে (ফরাসীতে বলে pont 'পঁ', তাতে) ঘুর্‌তে আমার বেশ ভালো লাগে। এখানকার যত অপরিষ্কার জিনিস আবর্জনা আর মানুষের গায়ে পোষাকে যত

ময়লা, এসবের-ই, মস্ত প্রতিষেধক হিসাবে সাগরের উন্মুক্ত বাতাসকে পাওয়া যায় ব'লে, এগুলো ততটা পীড়াদায়ক হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর ভিতরে গিয়ে বেশ ক'রে ঘুরে-ঘুরে একদিন দেখে এসেছি। জাহাজের মধ্যখানে সব উপরের তলায় কাপ্তেনের ঘর, তার নীচের তলায়, প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন কতকগুলি, আর কবির জন্য দেওয়া সবচেয়ে ভাল ক্যাবিনটী, আর প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের চ'লে ফিরে বেড়াবার জন্য ডেক্। তার দুটী দিকে দুটো বড়ো হল-ঘর, একটী লাইব্রেরী আর বাদ্যশালা, আর একটী তাস পাশা প্রভৃতি খেলা করবার আর চুরুট খাবার ঘর। এর নীচে হ'চ্ছে, প্রথম শ্রেণীর ঘর ও কয়েকটী ক্যাবিন, তার একটীতে আমরা আছি, আর প্রথম শ্রেণীর খাবার-ঘর, নাইবার-ঘর। তার নীচের তলায় জাহাজের অফিসার আর ফরাসী খালাসীদের ঘর, দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর খাবার-ঘর, রান্না-ঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা পিছনের ব্রিজ্-এ হাওয়া খেতে যায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচে, অর্থাৎ পাঁচতলা জাহাজের সব নীচের তলায় হ'চ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন। হাওয়া এখানে খুব কম আসে, ক্যাবিনগুলি খিঞ্জি, ছোটো এক-একটাতে নীচে উপরে তিনটে বা ছটা ক'রে বিছানা। এগুলো দেখে মনে হয় অপরিষ্কার। এর মধ্যে অনেকগুলি ফরাসী, আনামী, তামিল যাত্রী ঠাসাঠাসি ক'রে আছে। একটা ভাপ্সা, জাহাজের খোলের গা-ঘুলিয়ে-দেওয়া দুর্গন্ধ, হাওয়া যেন ভারী-ভারী, উপরের খোলা সমুদ্রের নির্মল ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়ে ভিতরে ঢুকলে, প্রথমটা যেন শ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার যোগাড় হ'য়ে, গা বমি বমি ক'রতে থাকে,—পরে এটা স'য়ে যায়। এই শ্রেণীতে একটা ফরাসী ভোজনালয় র'য়েছে—তার ময়লা টেবিল চেয়ারের লাল কাপড়ের ঢাকনিগুলো খাবারের দাগে, মদের দাগে বিশ্রী দেখাচ্ছে, যেন প্যারিসের একটা শস্তা রেস্তোরার খাবার ঘর, সেখানে ব'সে ব'সে দু-চার জন অতি মোটা চেহারার সাধারণ ফরাসী মেয়ে আর পুরুষ খাওয়া-দাওয়া ক'রছে। কোনও ঘরে তামিল যাত্রী, কোনও ঘরে আনামী ও চীনেদারেরা তাদের স্ত্রী আর ছেলে-পিলে নিয়ে চ'লেছে।

ক্যাবিনগুলির মাঝে-মাঝে সরু-সরু পথ। এক কোণে একটী ফরাসী স্ত্রীলোক ক্যাম্বিসের লম্বা চেয়ারে আধ শোয়া হ'য়ে নভেল প'ড়্ছে, আর এক কোণে দেখি, একটী তামিল চেট্টী পরিবার, একটু জায়গা ক'রে নিয়ে, মাদুর আর কম্বল পেতে নিজেদের কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে শুয়ে ব'সে আছে—পরিবারের কর্তাটীর কানে হীরের কানফুল কপালে ত্রিপুণ্ড্র, গায়ে একটা ফতুয়ার মতন, আধা-বয়সী, গোঁপ চুল সব পাকায় কাঁচায় মেশানো, এক বিছানায়, ব'সে-ব'সে একটী তামিল মুসলমানের সঙ্গে আলাপ ক'র্ছে, আর পাশে ঢালা বিছানায় তার স্ত্রী—নাকে লাল পাথরের নাক-ছাবি, হাওয়ার অভাবে অসুস্থ শীর্ণ মুখ, ক'টি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছে। এই চেট্টীটীর সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে আলাপ ক'রলুম। মুসলমানটীর সুন্দর ভদ্র চেহারা, এ হিন্দুস্থানী জানে না, ফরাসী জানে, ফরাসীতেই এর সঙ্গে কথা হ'ল। এই হিন্দু পরিবার আর মুসলমান সহযাত্রী—এদের পরস্পরের মধ্যে এই বিদেশী জাহাজে কি চমৎকার সৌহার্দ্যই না দেখ্লুম। মুসলমানের ব্যবহারে, হিন্দুর মাথার ঝুঁটি আর কপালের ফোঁটা, আর তার ধর্ম্ম-বিশ্বাস, তার শৈব-পুরাণ তার তামিল ভাষায় ধর্ম-সঙ্গীত, এ-সবের সম্বন্ধে একটা কেমন সহজ ভদ্রজনোচিত সৌজন্যের ছাপ পাওয়া গেল,—আর হিন্দুর ব্যবহারেও তার জা'তের গোঁড়ামির কোন লক্ষণই পেলুম না। খালি এই তৃতীয় শ্রেণীতে নয়, উপরের ডেকের চতুর্থ শ্রেণীতেও তাই। আমি এই তৃতীয় শ্রেণীর চেট্টীটীকে ব'ল্লুম যে, তার স্ত্রীকে দেখে মনে হয় সে বড়ো কাতর, উপরের খোলা হাওয়ায় নিয়ে যাওনা কেন? সে ব'ল্লে যে, উপরে মাঝে-মাঝে যায়, কিন্তু সিঁড়ি ব'য়ে বার-বার ওঠা-নামা ক'রতে তার স্ত্রী নারাজ- আর উপরে সুস্থ-ভাবে বস্বার স্থানও যে নেই—।

ভারতীয় যাত্রীরা প্রায় সকলেই তামিল-ভাষী। এই তামিলদের মধ্যে যারা হিন্দু, তারা বেশীর ভাগ চেট্টী অর্থাৎ বেনে; এরা সমস্ত ইন্দো-চীনময় তেজারতি কারবার করে। এদের সঙ্গে দু-চারজন চাকর আর কেরানী

আছে। চাকরেরা জা'তে হ'চ্ছে প্রায়ই বেল্লালা—দ্রাবিড় দেশের এক শ্রেণীর সৎ-চাষী জা'ত; তাদের তামিল জা'তের স্তম্ভ-স্বরূপ বলা হয়। বাস্তবিক, যে দু-চার জন বেল্লালার সঙ্গে আমাব আলাপ হ'ল—ফরাসী, হিন্দুস্থানী আর ইবেজীর সাহায্যে—তাদের বেশ খাসা লোক ব'লে মনে হ'ল। এরা পড়াশুনো করে—প্রায় সকলেই নিজেদেব প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে একটু-আধটু পরিচিত, প্রাচীন তামিল ভাষা প'ড়ে একটু-আধটু বুঝ্‌তে পারে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ভাষাকে 'শেন্-তামিল' বলে, অর্থাৎ 'পুরাতন তামিল'—এই ভাষা আধুনিক তামিল যাকে 'কোডুন্-তামিল' বলে, তার থেকে অনেকটা অন্য রকমের—যত্ন ক'রে প'ড়ে তবে এই প্রাচীন ভাষা শিখ্‌তে হয়। এরা বেশ রস-বোধের সঙ্গে প্রাচীন তামিল বই প'ড়্‌ছে দেখ্‌লুম। চেট্টীরা জিনিস বাঁধা রেখে, অথবা অম্‌নি টাকা ধার দেয়—আনামী, চীনে, ফরাসী, কম্বোজী, সব জা'ত এদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়; কিন্তু ফরাসী সরকার এদের উদ্দাম কুসীদ-জীবী ভাব থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য নাকি একটা সুদের হার বেঁধে দিয়েছে, যে বার্ষিক শতকরা ২৭-এর বেশী সুদ নিতে পার্‌বে না।

এই সব কুসীদ-জীবী চেট্টী মানুষ হিসাবে হয় তো মন্দ নয়, কিন্তু এদেব ব্যবসা কিছুতেই এদের একটা মর্যাদা দিতে পাবে না। বোধ হয় এদের মধ্যে শাইলক-বৃত্ত লোকেরও অভাব নেই। টাকাকড়ি জমায় যে বেশ, তা এদেব মেয়েদেব গায়ে জহরতের পরিমাণ দেখ্‌লেই বোঝা যায়—কিন্তু স্টীমার-যাত্রা-কালে এরা কেন যে এত হেয় হ'য়ে তৃতীয় শ্রেণীতে যায়, তা বুঝ্‌তে পারা যায় না। কবি ব'ল্‌লেন যে, এদেব ইউরোপীয় জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচয় নেই ব'লে, আর প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন প্রভৃতির অনেক জিনিসের ব্যবহার এরা জানে না ব'লে, প্রথম শ্রেণীর আদব-কায়দার সম্বন্ধে এদের একটা ভয় আছে; সেই জন্যই এরা কষ্ট স্বীকার ক'রেও তৃতীয়-শ্রেণীতে যায়, যেখানে ইউরোপীয় সভ্যতার কসরতের দাবী নেই। কথাটা নিশ্চয়ই খুব ঠিক। কিন্তু বোধ হয়, এরা পয়সা জমিয়ে' যাওয়াই শিখেছে, তার এ যুগের মতন ব্যবহার এখনও শেখে নি।

একটী চেট্টীর সঙ্গে জাহাজে প্রথম দিন থেকেই একটু বেশী পরিচয় হ'য়েছিল। তা থেকে চেট্টী-জা'তের কেউ-কেউ যে "একাং লজ্জাং বিহায় ত্রিভুবনবিজয়ী ভব" নীতির অনুসরণ ক'রে, যে-কোনও রকমে সুবিধে ক'রে নিয়ে তবে ছাড়ে, তা বুঝ্‌তে পারা গেল। বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যের মুখে তো আমাদের জাহাজ মাদ্রাজ থেকে ছাড়্‌ল। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেলে পরে, কবি উপরে এলেন, তাঁর জন্য ডেক্-চেয়ারের ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে, আমরা তাঁর পাশে একখানা পিঠ-ওয়ালা বেঞ্চিতে বস্‌লুম। বেঞ্চের এক পাশে দেখি দুটী বালিশ র'য়েছে—নোতুন সাদা মলমলের ওয়াড় দিয়ে মোড়া। খানিক পরে বালিশের মালিক এলেন—একটী তামিল চেট্টী, কালো রঙ্, মাথাটা কামানো, ঝুঁটি নেই কারণ মাথা-যোড়া টাক, গোঁফ-দাড়ী সাফ ক'রে কামানো, গায়ে একটা কালো ডোরা-কাটা ছিটের কামিজ, পরণে এক জরীপাড় ধুতি, পায়ে মাদ্রাজী চপ্পল্, একখানা চাদর কখনও মাথায় কখনও বগলে, মুখে এক মাদ্রাজী চুরুট, আর দুই হাতে নিরেট সোনার দুই বালা, কানে জল্-জলে হীরার কান-ফুল, গলায় একটা ভারী সোনার হাঁসুলীর মত, তাতে, কণ্ঠদেশ আর বুকের সংযোগস্থলে তার মাঝখানে একটা মস্ত বড়ো রুদ্রাক্ষের দানা আর তার দু'পাশে দুটো চৌকা সোনার পদক লাগানো আছে। মাদ্রাজী চেট্টী, মালয়-উপদ্বীপের দিকে যাচ্ছে, পাশে এসে ব'স্‌ল—দেখে আলাপ কর্‌বার জন্য এগোলুম। দেখি, সে হিন্দুস্থানী, ইংরেজী, ফরাসী কিছুই বোঝে না, আর তামিলও আমার দু'একটী শব্দ ছাড়া বড়ো একটা আসে না। সিঙ্গাপুর যাচ্ছে বুঝ্‌লুম; তখন দু-একটী মালয় শব্দ যা জানা আছে তা দিয়ে দিয়ে বাক্য বানিয়ে তাই প্রয়োগ ক'রলুম্। আলাপ বড়ো বেশী দূর এগোলো না।

ঐ রাত্রে বোধ হয় তার দুই বালিশ মাথায় দিয়ে সে উপরে ডেকে বেঞ্চির উপরে-ই শুয়েছিল; তার পরের দিন দেখি, সে সেখানেই আছে। লা-পরওয়া ভাবে বেড়াচ্ছে। তার কড়া মাদ্রাজী চুরুটের উৎকট

ধোঁয়ায় কাছে ব'স্‌তে পারা যায় না। আবার বড় বেশী আমাদের প্রতি 'নওটো' বা স্নেহবৃত্ত হ'য়ে প'ড়্‌ল। দু' দিন এম্‌নি ক'রে কাটালে। তৃতীয় দিন আমায় দেখে ইঙ্গিত ক'রে, জাহাজের একটা খানসামাকে ডেকে এনে, দু-একটী তামিল আর মালয় শব্দের সাহায্যে, আর খুব হাত নেড়ে ইশারার ভাষায় বুঝিয়ে দিলে যে, সে প্রথম শ্রেণীর স্নানের ঘরে মিঠে জল দিয়ে স্নান ক'র্‌তে চায়, যথোপযুক্ত দক্ষিণা সে খানসামাকে দেবে। খানসামা ব'ল্‌লে, যে সে গিয়ে প্রধান খানসামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তার অনুমতি নিয়ে আসছে। খানিক পরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে যে, লোকটীর কোন্ শ্রেণীর টিকিট? জবাবে জানলুম, তার 'কেলাস তিগা' বা 'তৃতীয় শ্রেণী'—কিন্তু সে ভালো বখশীশ দেবে। খানসামা আমায় শুনিয়ে ব'ল্‌লে যে তৃতীয় শ্রেণীর লোককে প্রথম শ্রেণীতে আসতেই দেওয়া হয় না, তবে কবি ঠাকুরের দলের লোক ব'লে প্রধান খানসামার হুকুম দিয়ে দেওয়া আছে যে, লোকটাকে যেন কিছু বলা না হয়, প্রথম শ্রেণীর ডেকেই যেন থাক্‌তে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ঘরে তাকে নাইতে দেওয়া—সেটা বড্ডোই আইন বিরুদ্ধ কাজ হয়। বুঝ্‌লুম যে, আমাদের সঙ্গে গা-ঘেঁষা হ'য়ে থাকায়, জাহাজের লোকেরা ভেবেছে যে চেট্টীটী আমাদেরই সঙ্গেকার। আমি চেট্টীকে ব'ল্‌লুম যে, তার নাওয়া উপরে হ'তে পারে না, আর সে তৃতীয় শ্রেণীর লোক, এখানে থাকবার তার অধিকার নেই। খানসামাকে ব'ল্‌তে হ'ল যে, চেট্টী আমাদের লোক নয়। তবুও সে পয়সা দেখায়। তখন চেট্টীকে সংক্ষেপে আমার ভাঙা-ভাঙা মালয় ভাষায় ব'ল্‌লুম "তুআন-পুণ্য টিকেট কেলাস তিগা, ইনি কেলাস সাতু, ওরাঙ্ কাপাল-আপি কাতা, তুআন্ পের্‌গি তিগা—অর্থাৎ, মশায়ের টিকিট ক্লাস তিন, এটা ক্লাস এক, মানুষ আগুন-নৌকার (অর্থাৎ স্টীমারের লোক) কথা-ব'ল্‌ছে, মশায় যান্ তিনে।"

এটা বিশুদ্ধ মালয় ভাষা হ'ল না নিশ্চয়ই, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে আর খানসামার ধরণ-ধারণে এই অপরূপ মালয় বাক্যের সমস্ত দোষ দূর হ'য়ে গেল; এর অর্থ গ্রহণে কোনও কষ্ট হ'ল না—কিন্তু তবুও লোকটা নাছোড়বান্দা; কবি ব'সেছিলেন কাছে ডেক্-চেয়ারে, শেষে তামিলে মালয়ে জড়িয়ে তাঁর সহায়তা যাচনা ক'রতে লাগ্‌ল যে, তিনি সুপারিশ ক'রে, তার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট্ সত্ত্বেও তার প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেন। কিন্তু শেষটা নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, আমাদের প্রতি, "এইটুকু উপকার ক'র্‌তে পার্‌লে না তোমরা, নিজেরা বেড়ে ফাষ্টো-কেলাসে চ'লেছ—ভারী ভদ্রলোক তো"-গোছ একটা বিরক্তির দৃষ্টি হেনে, তার বালিশ নিয়ে চ'লে গেল। ভাব্‌লুম, বুঝি এর সঙ্গে এই ছাড়াছাড়ি। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ঘুরে এসে দেখি, সেই বেঞ্চিতে আবার তার বালিশ এনে রেখেছে—এবার দুটো নয়, তিন-তিনটে। সুরেন-বাবু ব'ল্‌লেন, লোকটা ঘুরে ফিরে এসে, তাঁকে ইঙ্গিত ক'রে ডেকে নিয়ে গেল জাহাজের ক্যাশ-ঘরে, আঙুল দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে তিনের ক্লাস থেকে দুইয়ের ক্লাসে টিকিট বদল ক'র্‌তে চায়; সুরেনবাবু জাহাজের কর্মচারীদের ব'লে যথাশক্তি এ বিষয়ে তাকে সাহায্য ক'রেছিলেন। সে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, কাজেই নিজ অধিকারে প্রথম শ্রেণীতে থাকতে পার্‌বে—তাই এবার তিনটে বালিশ এনে হাজির ক'রেছে। কিন্তু তাকে এবারও চ'লে যেতে হ'ল। এর দুদিন পরে তার সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকে আমার হঠাৎ দেখা—সেই বেশ, সেই চুরুট মুখে, আমি দেখা হইতেই ব'ল্‌লুম—"নাল্লা? অর্থাৎ, ভালো?"—সে খালি "আমা, নাল্লাদু——হাঁ, ভালো" ব'লেই স'রে গেল—। এর ব্যবসায় বাড়-বাড়ন্ত অবস্থায় নিশ্চয়ই, এরকম নাছোড়বান্দা না হ'লে তেজারতীতে উন্নতি ক'রতে পারা যায় না।

তামিল হিন্দুরা যায়—তেজারতী ক'র্‌তে, আর সরকারী চাক্‌রী ক'র্‌তে—আর দু-চার জন যায় ব্যবসা ক'র্‌তে। একটী বেল্লালা-জাতীয় তামিল হিন্দু হিন্দুস্থানীতে আমায় ব'ল্‌লে, "দেখুন না, জোয়ান্ ছোক্‌রা—ঘরে ব'সে কিছুই করে না—পাঁচ-ছ টাকাও মাসে রোজগার ক'রতে পারে না—ওকে ইন্দোচীনে নিয়ে যাচ্ছে—যা হয় কিছু একটা ধরিয়ে দিলে, বছরে পাঁচ-ছ শত টাকা থোক জমিয়ে নিয়ে, ঘরে ফির্‌তে পার্‌বে।" মাদ্রাজী (তামিল) মুসলমানেরা বেশীর ভাগ

ছোটো-খাটো দোকান করে—Hanoi হানোই, Hue হুয়ে, Saigon সাইগন্, Phnom-Penh ফ্নোম-পেঞ্ প্রভৃতি শহরে কাপড়-চোপড়ের খুচরা বিক্রীর ব্যবসাটা এইসব ব্যাপারীদের একচেটে'। এরা বেশ লোক। অনেকের সঙ্গে পরিবার আছে। এরা প্রায় সকলেই লুঙ্গী পরে—তামিল হিন্দুরাও অনেকে লুঙ্গীর মতন ক'রে-ই ধুতি পরে। তুর্কী টুপীর রেওয়াজ নেই। এদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে ফরাসীতেই কথা হ'ল—প্রথম যখন তাকে দেখ্লুম, তখন সে খুব চোস্ত আনামীতে বন্ধু-ভাবে এক প্রৌঢ় আনামী ওহ্‌দেদারের সঙ্গে তার পাশে ব'সে, গায়ে পিঠে হাত দিয়ে কথা কইছে। আর একজনের সঙ্গে আলাপ হ'ল হিন্দুস্থানীতে; সাইগনে এর কাপড়ের দোকান আছে—নাম আবদুল সাহেব—'সাহেব' শব্দটা আমাদের বাঙালী মুসলমানদের 'মিয়া' বা 'শেখ'-এর মত তামিল মুসলমানদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়; এই লোকটী ব'ল্লে যে, যখন বন্ধুবর কালিদাস নাগ ইন্দোচীনে সাইগনে যান, তখন এ তাঁকে দেখেছিল, তাঁর বক্তৃতায় গিয়েছিল। আনামীতে কথা-কওয়া লোকটী বল্লে, ত্রিশ বৎসর ধ'রে সাইগনে সে কারবার ক'র্‌ছে—রবীন্দ্রনাথ যে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন, সেখান থেকে তিনি যে বাতাবিয়া যাবেন, তা সে তাদের তামিল সংবাদ-পত্রে প'ড়েছে। হিন্দু চেট্টীদের সঙ্গে বেশ দোস্তী ক'রে চ'লেছে এরা। দক্ষিণের হিন্দুদের যে স্পর্শদোষের ভয়ের কথা শোনা যায়, আর দেশে দেখা-ও যায়, সেটা সম্বন্ধে, জাহাজ-ই the great leveller অর্থাৎ 'জবর সমীকারক' হ'য়েছে, তা বোঝা গেল। বাবুরচীদের 'ভাণ্ডারী' বলে। গোটা কতক ভেড়া আর মুরগী নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে ক'রে, দরকার হ'লে জবাই ক'রে খায়।

আনামী সেপাইরা চ'লেছে—চীনেমানের মত চেহারা, বেঁটে-গড়ন, দেখ্তে ছেলে-মানুষ ছেলে-মানুষ—হঠাৎ খাকীর উর্দীতে, পাতলা-'দুব্‌লা'-গোছের গুর্খা ব'লে ভ্রম হয়। কিন্তু গুর্খার শরীরের দার্ঢ্য, তার দীর্ঘ পদক্ষেপ, আর লা-পরওয়া চাল—এসব কিছুই নেই। ফরাসী সেপাইগুলি সংখ্যায় কম—কিন্তু এই ফরাসীরা আর তাদের বিজিত আনামীরা বেশ সহজ-ভাবে মিলে-মিশে, বিশেষ camaraderie অর্থাৎ ফৌজী-দোস্তীর সঙ্গে চ'লেছে। ফরাসী সেপাইয়েরা বেশীর ভাগই ছোক্‌রা, অনেককে ১৬।১৭।১৮ বছর বয়সের ছেলে ব'লে মনে হয়, চোদ্দ আনা লোকের গোঁফ ওঠেনি।—আনামীদের মাথায় গান্ধী-টুপীর মত ছোটো ছোটো উর্দীর কাপড়েই তৈরী খাকী টুপী, দুই একজন ওহ্‌দেদারের মাথায় আমাদের ক'ল্‌কাতার ট্রামগাড়ীর টিকিট-পরিদর্শকদের টুপীর মতন চাচ-তোলা টুপী। ফরাসী সেপাইয়েরা মাথায় বড়ো-বড়ো সোলার 'টোপা' প'রে আছে। দুই জা'তের লোক একই রকম অপরিষ্কার—সকলের পোষাক—গায়ের কোট, পেন্ট্‌লেন, পট্টি, টুপী, তা খাকীর মোটা সূতির কাপড়েরই হোক আর গরম কাপড়েরই হোক—ভীষণ ময়লা। সব পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চলা-ফেরা ক'র্‌ছে, পাশাপাশি ব'সে গল্প ক'র্‌ছে, পাশাপাশি শুয়ে আছে, কাপড় কাচ্‌ছে,—এক-ই স্নানাগারের শৌচাগারের দ্বারে ভীড় ক'রে র'য়েছে—আর তামিলদের ছাগল-ভেড়ার ছাল তাড়ানো বা তাদের রান্না, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে' একই ভাবের লোভী ছেলের চোখে, আপসের মধ্যে নানা রকম মন্তব্য ক'র্‌তে-ক'র্‌তে (বোধ হয় এই মাংস রান্না হ'লে কেমন লাগ্‌বে তার আলোচনা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে) দেখ্‌ছে। ফরাসী জা'ত, অত্যন্ত ঢিলে-ঢালা ব'লে, আর ইংরেজের মত prestige অর্থাৎ জাতীয় শ্রেষ্ঠতার বাতিক-গ্রস্ত নয় ব'লে, বেশ মানিয়ে' চ'লেছে। ইংরেজ গোরা, অথবা ভারতীয় রাজপুত-ব্রাহ্মণ-শিখ-পাঠান-গুর্খা সেপাইয়ের মতন, এই সব ফরাসী বা আনামী সেপাইয়ের একটুখানিও smartness বা চেকনাই নাই। সব যেন অপরিষ্কার, বখা ছোকরার দল, মুখে ধুলো-কাদা, কারো বা মুখময় ব্রণ, কেউ বা বড়ো-বড়ো নোংরা নখওয়ালা হাত নেড়ে-নেড়ে কথা কইছে, কেউ বা একটা সিগারেটের টুক্‌রো, তার আগুন নিবে গিয়েছে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেটা চিবোচ্ছে। শুন্‌লুম, আনামীরা আস্‌ছে সিরিয়া থেকে—সেখানে এরা ফ্রান্সের নবলব্ধ রাজ্য দখল ক'রে ছিল। প্রখ্যাত শূরকীর্তি শক্তিশালী জবরদস্ত আরবের দেশে, এরা কি সেপাইত্ব ফলিয়েছিল, তা আমি ঠাউরে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। একদল আনামী ডেকের পাটাতনের উপর গোল হ'য়ে ব'সে তাস খেল্‌ছে, বা কতকটা তাসের

মতন স্বদেশের কি এক অজ্ঞাত খেলা সেটা খেল্‌ছে—যে খেলায় আমাদের সাধারণ তাসকে লম্বালম্বি দুই টুক্‌রা ক'র্‌লে যেমন হয় তেম্‌নি আকারের সরু সরু তাস—তাতে চীনে অক্ষরে সব কি লেখা আছে—তাই ব্যবহার করে। কোথাও বা এরা ডেকের উপরে খড়ির দাগ কেটে বাঘবন্দী খেলা খেল্‌ছে—আর ফরাসী সেপাইরা ঝুঁকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখ্‌ছে।

এদের সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ করি। ফরাসী ছোকরারা, আর আনামীদের মধ্যে যারা একটু আধটু ফরাসী ব'ল্‌তে পারে তারা, তাতে ভারী খুশী হ'য়ে আলাপ করে।

আনামীরা চীনা চিত্রলিপির সাহায্যে নিজেদের ভাষা লেখে—চীনা সাহিত্য এরা আগে প'ড়্‌ত নিজেদের সাহিত্য ব'লে। এখন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা ক'রে রোমান অক্ষর চালাচ্ছে। চীনা অক্ষর দু-পাচটা যা আমি লিখ্‌তে পারি, তাই এদের দু-চার জনের কাছে লিখে দেখানোতে, ভারী আনন্দিত হ'য়ে এরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়েছে। বুদ্ধদেবের নামের পরিচায়ক চীনা অক্ষরটী লিখ্‌তেই, তারা আনামী উচ্চারণে প'ড়্‌লে, 'ফাৎ', ফরাসীতে ব্যাখ্যা কর'লুম, বুদ্ধদেব আমাদের দেশের লোক, আনামীরা যেমন তাঁকে পূজা করে আমরাও তেমনি তাঁকে পূজা করি, এই ব'লে দুই হাত জোড় ক'রে বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে নমস্কার ক'রলুম —অমনি যে কয়জন আনামী গোল হ'য়ে আমায় ঘিরে আমার কথা শুনছিল আর প্রীত বিস্মিত হ'য়ে আমার হাতের লেখা গোটাকতক চীনে হরফ দেখ্‌ছিল, তারা, কথার স্বরে চীনে-ভাষার অনুকারী নিজেদের আনামী ভাষায়, আমায় সাধুবাদ দিতে আরম্ভ ক'র্‌লে—সমধর্ম্মাবলম্বী ব'লে, ডান হাত, বাঁ হাত, যার যা সুবিধা হ'ল তাই বাড়িয়ে দিয়ে, আমার সঙ্গে কর-মর্দন শুরু ক'রে দিলে—আমাকেও ফরাসী কায়দায় উভয় হাত প্রয়োগ ক'রে এদের উচ্ছ্বসিত আত্মীয়তার প্রতিদান ক'র্‌তে হ'ল।

কালকে দেখি, পিছনের খোলা ডেকে তামিল মুসলমানদের ভাণ্ডারী তরকারী রাঁধবার জন্য একগাদা আলু আর কাঁচকলা নিয়ে ছুরী দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে কুট্‌তে ব'সে গিয়াছে, আর আশে পাশে উবু হ'য়ে ব'সে, ফরাসী আর আনামী সেপাইও জনকতক এক-একখানা ছুরী নিয়ে, তাকে সাহায্য ক'র্‌ছে। ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ব'ল্‌লে যে, তামিলদের খাইয়ে হাড়ীতে ভাত-তরকারী যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা তার আনামী আর ফরাসী দোস্তরা চাঁচ-পুঁছ ক'রে শেষ ক'রে দেয়। সেপাইদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, দিনে তিন বার ক'রে খেতে দেয়—সকালে সাতটায় দেয় ফরাসীদের একবাটী ক'রে কফী আর তার সঙ্গে দু'টুকরো ক'রে রুটী, আনামীদের দেয় একবাটী ক'রে সবুজ চা, তাতে দুধ চিনি নেই, আর দুটো ক'রে ছোটো কলা, এগারোটায় দেয় ফরাসীদের খানিকটা সুপ, কিছু মাংস, কিছু মটর বা বরবটি কড়াই সিদ্ধ, রুটী, আধ বোতল ক'রে লাল মদ, আর আনামীদের দেয় ভাত, কিছু মাংস, একটু আলু-টালু আর সবুজ চা: আবার সেই বিকাল পাঁচটায় ঐ রকম—ব্যস। একজন ফরাসী ছোকরা বললে—"মসিও, এতে বড়ো জুৎ হয় না—কি আর করা যায়, খিদেয় যখন পেট চুঁই-চুঁই করে, তখন il faut serrer ceinture—কোমরবন্দটা আর একটু ক'সে বাঁধ্‌তে হয়।" এদের শোবার ব্যবস্থা জাহাজের খোলে ভিতরে; চটান সিঁড়ি দিয়ে খোলা ডেক থেকে ভিতরে নেমে যায়—সেখানে থাক থাক রেকর্ড আপিসের র‍্যাকের মত সব berth বা বিছানার স্থান—যেন বইয়ের শেল্‌ফের উপরে শেল্‌ফ—তাতে সবাই ঘুমোয়।

একজন ছোক্‌রা তামিল সেপাই যাচ্ছে, বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে, এও আনামীদের মতন এক ফরাসী কলোনিয়াল রেজিমেণ্টের সেপাই; পণ্ডিচেরীর তামিল হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সব আছে এতে—তাদের নিয়ে দিব্যি রেজিমেণ্ট। ছোক্‌রা রোগা লিক্‌লিকে, চেহারাটা কোনও অতি-সাধারণ বাঙালী ছেলের চেয়ে একটুও বেশী সবল বা বুদ্ধিশ্রীযুক্ত নয়। অতি ময়লা খাকীর উর্দী প'রে, খুব অশুদ্ধ আর খুব তড়-বড়ে' ফরাসীতে (মাদ্রাজী স্কুলে লোকের 'বাজারু' ইংরেজীর মতন) আমার সঙ্গে কথা কইলে। কথা কইতে-কইতে এক আনামী সেপাই তাকে একটা পাতি লেবু দিলে, সে সেটা নিজের ছুরী বা'র ক'রে কেটে' তার আধখানা নিজে নিয়ে বাকীটা তামিল-

ফিরিয়ে দিলে। এটা হাতে ক'রে নিয়ে একটু-একটু তার রস চেখে-চেখে খেতে-খেতে এ আমার সঙ্গে আলাপ চালাতে লাগ্‌ল—এতে আর আনামীতে এমন কি আমার বস্‌বার জন্য জায়গা ক'রে দিতে চাইলে, আর আমি লেবু খাবো কি না জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। খাবো ব'ললেই তার ময়লা পেন্টুলেনের পকেট থেকে আর একটা শুক্‌নো লেবু বা'র ক'রে দেয় আর কি!—ছোক্‌রা একটু বেশ চট্‌-পটে' 'স্মার্টম্মন্য' (অর্থাৎ নিজেকে যে অত্যধিক smart স্মার্ট বা চালাক ব'লে মনে ক'রে—পণ্ডিতেরা আমার এই শব্দ-সৃষ্টি ক্ষমা ক'রবেন!)—আমায় জানিয়ে দিলে সে খ্রীষ্টান—কাথলিক। প্রমাণ স্বরূপ সে তার কোট-জামার বোতাম খুলে, কালো কার-সুতোয় ঝোলানো একটী রূপোর (কি দস্তারও হ'তে পারে) গোল পদক, তাতে মা মেরী আর শিশু যীশুর মূর্তি ঢালাই করা আছে, সেটা দেখিয়ে দিলে। তার রেজিমেণ্ট আছে সাইগনে, ছুটীর পরে সে যাচ্ছে তার পল্টনে—সে ফরাসী প'ড়েছে—তামিলও জানে। আমাকে খ্রীষ্টান ঠাউরে ছিল। এ রোমান কাথলিক, অতএব লাটিন ভাষায় খ্রীষ্টানী মন্ত্র প'ড়ে থাকে। আমার এই রকম দু-চারটে লাটিন মন্ত্র মুখস্থ আছে—Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum—আর Pater noster, qui es in caelis—তাকে শুনিয়ে দিয়ে ব'ললুম যে আমি খ্রীষ্টান নই, আমি Brahmaniste 'ব্রামানিস্ত্' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী, অর্থাৎ কিনা হিন্দু। তখন তাতে সে দ'মে না গিয়ে ব'ল্‌লে—"c'est la même chose—ও একই কথা!" ধর্ম-সম্বন্ধে তার এই আকস্মিক উদারতাটা কতকটা যে আমারই প্রতি ভদ্রতা-প্রণোদিত, একথা মনে ক'রে একেবারে পুলকিত হ'য়ে যাওয়া গেল! তারপর এ তার দুঃখু জানালে; একেবারে ফরাসী হ'য়ে গেছে কি না—যদিও তার রঙ ছিল মিশ্‌-কালো, আর তার ফরাসীতে বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র দ্রাবিড়ী টান ছিল—তাই সে একটু ক'রে vin 'ভ্যাঁ' অর্থাৎ কি না 'কারণ' ক'র্‌তে অভ্যস্ত হ'য়েছে। তাকে ভারতীয় খাদ্য দেওয়া হয়—দুটী ভাত আর একটু ক'রে কারী। 'ভ্যাঁ' তাকে দেয় না; বেতন-হিসাবে দৈনন্দিন কাঁচা পয়সা যা তার হাতে আসে, তা তার ফরাসী-ধর্ম বজায় রাখ্‌বার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অবশ্য স্পষ্ট ক'রে মুখ ফুটে' ব'ল্‌লে না যে, আমি তার প্রতি কার্যতঃ সহানুভূতি দেখাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আমাদের প্রথম শ্রেণীতে ভ্যাঁ-ট্যাঁ হ'চ্ছে কেমন। ব'ললুম যে টেবিলে দেয় বটে, তবে আমরা খাই না। শুনে তার চোখ দুটো একটু উজ্জ্বল হ'ল, তখন ব'ল্‌লে—"তা বেশ, আপনারা যদি না খান, আমায় বোতলটা এনে দিতে পারেন, তারপর এ সম্বন্ধে আপনার চিন্তা কর্‌বার আর কিছু থাক্‌বে না।" আমি ব'ললুম, "তা হ'লে তো বড়োই সুখী হ'তুম, কিন্তু ওরা আইন ক'রে রেখেছে যে, খাবার-ঘরের মদ বাইরে নিয়ে আসাটা বারণ।" তাতে ও দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লে—"ঐ তো যত সব অন্যায়! আরে বাপু, আমি টেবিলে ব'সেই খাই, আর ঘরের ভিতরে এনে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সরিয়ে-তারিয়ে-ই খাই, তাতে তোদের কি!" ছোক্‌রা তিন-পুরুষে খ্রীষ্টান, তার নামটি জাঁতোয়ান-দ্যু-প্রে—নিকোরা ফরাসী নাম—এই নাম কাগজে দেখ্‌লে, নামের মালিকের যে কালো-পাথরে-কোঁদা চেহারা, আর সে যে চমৎকার তামিল ব'ল্‌তে পারে, সে কথা অনুমান করে কার সাধ্য!

এই এক শ্রেণীর দ্রাবিড়-দেশে ফরাসী-শাসনের সৃষ্টি দেখা গেল। অন্য ধরণেরও দেখা গেল। জাহাজে কতকগুলি কালো সাহেব যাচ্ছেন। এঁরাও পণ্ডিচেরীর তামিল খ্রীষ্টান। কর্তা, গিন্নি, বড়ো মেয়ে, জামাই, ছোটো মেয়ে। কর্তা হ'চ্ছেন Hanoi হা নোই-তে ফরাসী সরকারের একজন বড়ো চাকুরে'। আলাপের সৌভাগ্য হয় নি—দূর থেকে দেখেছি—একেবারে কালো সাহেব—ঠিক যেন খাস ক'লকাতায় সেকেলে বড়ো লোকের বাড়ীতে বিয়ের দিনে সন্ধ্যেবেলা বাজনা-বাজাতে-আসা ফিরিঙ্গী ব্যাণ্ডের কোনও খোষ-পোষাকী বাজিয়ে'। গৃহিণীটী সম্ভবশতঃ প'রেছিলেন ভারতীয় মেয়েদের জাতীয় পোষাক,—চমৎকার সবুজ রঙের একখানি মাদ্রাজী সাড়ী, আর গয়না, মায় নাকের নাক-ছাবিটী পর্যন্ত। কন্যাটী কিন্তু ফিরিঙ্গী পোষাকে, কিন্তু গায়ে প্রচুর গয়না; গায়ের কালো রঙে, হাল ফ্যাশানের পারিসের পোষাকে, পাওডারে, চাল-চলনে, হাতের চার-পাঁচগাছা ক'রে

সোনার চুড়িতে, ইউরোপীয় মেয়েদের অনুকরণে চুলের কেয়ারী করাতে, গলায় আর কানে (খালি নাকে বাদ) একরাশ হীরে-মোতির জড়োয়া গয়নাতে, এই মোটা-সোটা তরুণীটীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এমন একটা কিম্ভূত সমাবেশ দেখাচ্ছিল যে, তা দেখে হাসবো কি কাঁদ্‌বো তা ঠিক ক'র্‌তে পারলুম না। অথচ এর পাশে এর মাকে কি সৌষ্ঠবশালিনী আর আত্ম-মর্যাদায় পূর্ণ দেখাচ্ছিল!—বিলেতে থাক্‌তে-থাক্‌তে একটী ইংরেজ ছেলে (এর বেশ রসজ্ঞ চোখ ছিল) একবার আমায় ব'লেছিল—"দেখ হে চ্যাটার্জী, তোমাদের দেশের মহিলাদের সুরুচিকে প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না—ইউরোপে এসেও তাঁরা যে নিজেদের জাতীয় পোষাকটী বর্জন করেন না, তাতে তাঁদের এত সুন্দর দেখায় যে, তাতে আমাদের চোখ তো জুড়িয়ে যায়-ই, উপরন্তু তোমাদের জা'তের প্রতিও একটা শ্রদ্ধা হয়।" এই তরুণীটীকে যখন প্রথম দেখি, তখন এঁর বাপ-মার সঙ্গে পিছনের চতুর্থ শ্রেণীর খোলা ডেক্ দিয়ে ইনি যাচ্ছিলেন জাহাজের পিছনের ব্রিজের দিকে। পথে তখন ফরাসী সেপাই আর আনামী সেপাই ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তামিল মুসলমানদের মেষ-মাংসের শূনার দিকে তাকিয়ে'। একটি ছোক্‌রা ফরাসী সেপাই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে' ছিল, বোধ হয় জাহাজের গতিবেগেই হবে, মেয়েটী চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে তার গায়ের উপর ধাক্কা দিয়ে প'ড়্‌ল—সেপাইটা ফিরেই দেখে এই অপরূপ মূর্ত্তি!—কি ভাবে ব্যাপারটাকে সে নেবে তা ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লে না—একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে প'ড়্‌ল—"Pardon পার্দঁ, অর্থাৎ মাফ করুন" এই কথা অস্ফুট-ভাবে ব'লে উঠ্‌ল, কিন্তু "হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি।" ফরাসীরা চিরকাল gallant জাতি—chivalrous জাতি—ময়লা-জামা-পরা, ছেঁড়া-জুতো-পরা, নখে মুখে ময়লা, মুখে মদের গন্ধ, যত সব ফরাসী সেপাই, যারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আড় চোখে তাকাচ্ছিল, তারা হাসি শুনেই হাস্‌তে-হাস্‌তে ঘুরে শ্যেন-দৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—আর মেয়েটী যখন চ'লে যাচ্ছিল তখন দু'একজন অস্ফুট স্বরে ফরাসীতে ব'লে উঠ্‌ল, "এল্ নে পা মাল্—এটী মন্দ নয় হে!"—মেয়েটী নিশ্চয়ই শুন্‌তে পেলে, আর হাসতে-হাসতে চ'লে গেল; কিন্তু আমার মনটা এই ব্যাপারে, ভারতীয় মেয়ের এইরূপ conquest-এ, যে বড়ো আনন্দে গদগদ হ'ল তা ব'ল্‌তে পারি না; বিশেষতঃ যখন ফরাসী ছোকরারা উৎসুক হ'য়ে আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "মসিয়, এরা কারা—কি লোক এরা, এরা কি ক্রেওল্-জাতির?" জামাইটীর সঙ্গে পরে আলাপ ক'রলুম, ইন্দোচীনের এক গোবেচারী চাকুরে'; আমি পারিসে ছিলুম শুনে আমার সঙ্গে তখনি একেবারে হৃদ্যতা হ'য়ে গেল আর কি। বেঁটে, মোটা কালো চেহারা, সুশ্রী নয় ব'ল্‌লে সুখ্যাতিই করা হয়। ইংরেজীতে ব'ল্‌লেন, সাইগনে যখন ডক্টর নাগ এসেছিলেন তখন তিনি তাঁর 'কন্‌ফেরান্স'-এ 'আসিস্ট্' ক'রেছিলেন, অর্থাৎ কিনা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। এরই কাছে এই পরিবারটীর পরিচয় পেলুম।

মেয়েটীর পোষাকের কথা ব'ল্‌তে গিয়ে, আজকালকার ইউরোপীয় মেয়েদের পোষাকের কথা না ব'লে থাক্‌তে পারা যায় না। আমার নিজের দেশের মেয়েদের কাপড়ের সম্বন্ধে আমার একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে, খালি যে স্বজাত্যভিমান-প্রসূত, তা স্বীকার ক'র্‌বো না। যদি কোনও পরিচ্ছদ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থের অন্যতম ব'লে, জ্ঞানতঃ পুরুষের চিত্তের বিশুদ্ধিতে কোনও রকম বিকার না এনে, যথোপযুক্ত সম্মান বজায় রেখে নারীদেহের সৌষ্ঠবকে দেখাতে পেরে থাকে, তা আমাদের ভারতীয় সাড়ী—বিশেষতঃ উত্তর-ভারতীয় আর গুজরাটী ছাঁদে পরা সাড়ী। এ একটা এতটা প্রতীয়মান সত্য, যে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা বা তর্ক এখন ক'র্‌বো না। তবে একটা বড়ো কথা ব'লে রাখি—নারীদেহের তৌলপাতের স্বাভাবিক অসামঞ্জস্যকে যে পরিচ্ছদ পূরণ ক'রে দিতে পারে, সেই পরিচ্ছদেরই সার্থকতা। পুরুষের শরীর যখন পুরুষোচিত হয়, তখন তা দৃঢ়, তার শরীরের ঊর্দ্ধভাগ ঋজু, লঘু এবং সাধারণতঃ মেদবর্জিত; তার দুই জঙ্ঘা ও চরণ এই তার ঋজু ও লঘুভার দেহকে যে অবলীলাক্রমেই বহন করে, দুই জঙ্ঘার বা চরণের প্রকাশ দ্বারা অসামঞ্জস্য অনুভূত হয় না। তেমনি ঊর্দ্ধভাগ মেদযুক্ত আর গুরুভার যার, এমন পুরুষের পক্ষে, তার দুই জঙ্ঘার যদি প্রকাশ ঘটে, তা হ'লে স্থূলোর্দ্ধ স্থূল-

আর সূক্ষ্ম-নিম্ন হওয়ায়, চোখে কুশ্রী আর কুৎসিত ঠেকে। সেইরূপ, প্রকৃতি স্বয়ং স্ত্রীলোককে দেহের ঊর্ধ্বাংশ গুরুভার ক'রে সৃজন ক'রেছেন। সাড়ী বা ঘাঘরার অবরেষ্ট, জঙ্ঘা আর চরণযুগলকে ঢেকে, তাদের আবশ্যক পূর্তি দিয়ে, সমস্ত দেহের মধ্যে ঊর্ধ্ব এবং অধোভাগে একটা সামঞ্জস্য এনে দেয়। এইজন্য পায়ের পাতা পর্য্যন্ত নীচু সাড়ী, বা প্রাচীন গ্রীক্ মেয়েদের পোষাক, বা আধুনিক লহঙ্গা বা ঘাঘরা, এমন মনোহর ভঙ্গীতে স্ত্রী-শরীরের মধ্যে অবিদ্যমান ঊর্ধ্বাধঃ-সুষমতাটীকে আনে। বিগত লড়াইয়ের পরে কয় বছর ধ'রে ইউরোপে মেয়েদের পোষাকে ঘাঘরাটা বেশ উপযুক্ত-ভাবে নীচু ছিল—তাতে ততটা এই সুষমার ভঙ্গ হ'ত না। কিন্তু এখন যে পোষাক ইউরোপের মেয়েরা প'রছে, তাতে হাঁটু পর্যন্ত, অনেক সময় হাঁটুর কিছু উপর পর্যন্ত, পা খালি থাকে, পা-দুটীকে কাপড়ের ঘেরের থেকে একেবারে অনাবৃত রাখা হ'চ্ছে (অবশ্য রেশমের মোজা ব্যবহৃত হয়)। এতে যাকে ইংরেজীতে বলে top-heavy অর্থাৎ উপর-ভারী দোষও এসে গিয়েছে,—দুই ক্ষীণাকার চরণের উপর গুরুভার স্ত্রীদেহ—বিশেষ সাম্যের অভাব এতে দেখা যায়। সারাদিন ধ'রে জাহাজে ব'সে ব'সে ফরাসী মেয়েদের এই খাটো, হাঁটু-ঝুল ঘাঘরা প'রে খট্-খট্ ক'রে চ'লে বেড়ানো দেখ্‌তে হ'চ্ছে—এই পোষাক যতই দেখি, ততই মনে হয় যে, নারীদেহের কুশ্রীতম প্রকাশ যেন এর দ্বারা হ'চ্ছে,—ভোরে যখন কোনও স্থূলকায়া মহিলা, এই ছোটো ঘাঘরা প'রে, হাঁটু পর্য্যন্ত নগ্ন পাদদ্বয়কে প্রদর্শন ক'রে, সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করেন, তখন পিছন থেকে পাদদ্বয়ের মেদ-বাহুল্য, কখনও বা পেশী-বাহুল্য, গুরখা সেপাইয়ের স্ফীত দৃঢ়পেশী পা-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইউরোপ হঠাৎ কেন এই বিষয়ে এতটা কুরুচির পরিচয় দিতে শুরু ক'র্‌লে তা বোঝা কঠিন। এটা কি নোতুন একটা সুরুচির যুগের সন্ধিক্ষণ?

আর-একটী কথা লিখে আমাদের এই জাহাজ-পর্বটা শেষ ক'র্‌বো। মেয়েদের পোষাকের সমালোচনা থেকে একেবারে আলাদা কথা এটা। পরশু একটী আনামী যুবক এসে কবির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাইলে। এই জাহাজেই যাচ্ছে, পারিস-ফেরৎ। কবির বই দুই-একখানি অনুবাদ ক'রেছে ফরাসী থেকে তার মাতৃভাষা আনামীতে। কবির ঘরে নিয়ে গেলুম। এ ইংরেজী জানে না, ফরাসীতে কথা কইলে . আমায় দো-ভাষীর কাজ ক'র্‌তে হ'ল। অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে অভিবাদন ক'রে, দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত গদী-আঁটা কৌচের এক কোণটীতে ব'স্‌ল। ব'ল্‌লে যে, আমরা সকলে, বিশেষতঃ নবীন সম্প্রদায়ের আনামীরা, কবিকে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহাপুরুষ ব'লে জানি —ইনি আমাদেরও গুরু (maître), কবি কি দয়া ক'রে আমাদের দেশে একবার পদার্পণ ক'র্‌বেন না? সেখানে চার দেখবার উপযোগী কম্বোজের প্রাচীন মন্দির তো র'য়েছে; আমরা কৃতার্থ হবো, তাঁর কথা শুন্‌লে আমাদের দেশের লোক প্রবুদ্ধ হবে, ইত্যাদি। এই যুবকের মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, যেন কি এক অব্যক্ত বিষাদে মাখা। বাসীদের ইন্দোচীন শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে পারিসে নানা রকম বই প'ড়েছি—এই শাসন ব্রিটিশদের ভারত-শাসনের ন কেবল যে শাসিত-বর্গেরই কল্যাণের জন্য নয়, সে-বিষয়ে আমার কোনও ভুল ধারণা নেই। একে জিজ্ঞাসা ক'রে একটী কথায় যা আভাস পাওয়া গেল, তা থেকে তুলনায় সমালোচনা ক'রে দেখে, ইংরেজকে তার prestige বালাই সত্ত্বেও, অনেকগুণে ভদ্র ব'লে মনে হ'ল। একদল আনামী যুবক এখন প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌ছে, যাতে তা ভাষা, সাহিত্য আর জাতীয়তা নষ্ট না হয়—যাতে তাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তারা যোগ না হারায়। ক রাসীতে একে আমি ব'ল্‌লুম যে, কম্বোজের আঙ্কর-এর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাবার বিশেষ ইচ্ছে আমা আছে, খুব সম্ভব শ্যাম হ'য়ে সেখানে আমরা যাবো—তখন নিশ্চয়ই তিনি কোচিন-চীনের রাজধানী স ন বার চেষ্টা ক'র্‌বেন। এ ব'ল্‌লে, এই খবর যখন তার দেশবাসী শুনবে, যে কবি আসছেন, তা খন শেষ আনন্দিত হবে, আর উপযুক্ত-ভাবে তাঁরে তারা অভ্যর্থনা কর্‌বার চেষ্টা তারা ক'র্‌বে। যোক্, নাম-যাত্রা আর আনাম-ভ্রমণ কি রকমটা হয়। কবির সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ-ভাবে আনন্দিত হ'য়ে একটী লে গেল।

আজ ১৯শে, আজ রাত্রে কোনও সময়ে কিংবা কাল ভোরের দিকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছুবো। আজকে দুপুর বারোটায় মধ্যাহ্ন ভোজনে ব'সেছি। অন্য দিনের মতন হাস্যালাপ ক'র্‌তে-ক'র্‌তে খাওয়া চ'ল্‌ছে। টেবিলে খাবার সময়ে ব্যবহারের জন্য একখানা ক'রে ধব্‌-ধবে' সাদা তোয়ালে প্রত্যেক'কে দেয়, আবার খাওয়া হ'য়ে গেলে, তুলে রাখবার জন্য প্রত্যেক তোয়ালের জন্য একটা ক'রে নীল আর সাদা কাপড়ের থ'লে দেয়। প্রত্যেক থ'লের উপর গোল, ছোটো একটা ক'রে টিকিট লট্‌কানো থাকে, তাতে যার তোয়ালে তার নাম বা নামের আদ্য অক্ষর লেখা থাকে, যাতে ক'রে তোয়ালে গোলমাল না হ'য়ে যায়। খেতে-খেতে কবি বল্‌লেন—"হাঁ হে, ইংরিজি বিশেষণের তারতম্যের তম-বাচক -est প্রত্যয়টা, আর সংস্কৃতের '-ইষ্ঠ' প্রত্যয়, এ-দুটো এক-ই—না? যেমন, স্বাদু—স্বাদিষ্ঠ, sweet—sweetest, না?" আমি ব'ললুম, "আজ্ঞে হাঁ, এর আগে, এই আধুনিক ইংরিজির -est প্রত্যয়টা প্রাচীনতম ইংরিজিতে -ista- রূপে ছিল।" কবি ব'ল্‌লেন, "ও—তা হ'লে এই যে দুজন artist আর্টিস্ট্‌ বা চিত্রকর সামনে র'য়েছেন, (সুরেনবাবু আর ধীরেনবাবু)—আর আমি হ'চ্ছি R. T., এই দেখ তোয়ালের টিকিট চাক্‌তিতেই লেখা আছে—এই দুজন R-T-ist তা'হলে কি আমার superlative হ'লেন, - তোমার ব্যাকরণে তা হ'লে এই বলে?"

খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। প্রধান খানসামাটী, ফরাসী, রোজ খাবার সময়ে একবার ক'রে ঘুরে যায়, আর বিশেষ ক'রে বহুবার আমাদের টেবিলের কাছে আসে, সে এসে কবিকে সেলাম ক'রে একখানা বেতার টেলিগ্রাম তাঁকে দিলে, কবি খুলে প'ড়ে বল্‌লেন—"এই দেখ হে, কি মুস্কিলে ফেল্‌লে—ব্রিটিশ মালয়ের গভর্ণর তার বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে থাক্‌তে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ছেন, তার খবর এলো এই।"

আমরা কালকে জাহাজ ছেড়ে যাবো। ঘনিষ্ঠতা বা এমন কি বেশী আলাপ খুব ই কম যাত্রীর সঙ্গে হ'য়েছে, তবুও এদের মুখগুলো পরিচিত হ'য়ে প'ড়েছে। এরা যে কবির প্রতি ভক্তিমান্‌, তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। আজ বিকালে আর সন্ধ্যায় এদের জনকতকের সঙ্গে নোতুন ক'রে আলাপ হ'ল। একটি ফরাসী পরিবার যাচ্ছে আনামে—স্বামীটী এঞ্জিনিয়ার, সঙ্গে স্ত্রী আছেন, আর একটী কন্যা—জাহাজের মধ্যে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী এই তন্বী তরুণীটী। সন্ধ্যের দিকে লাইব্রেরী-ঘরে ব'সে এই চিঠি লিখ্‌ছি, এই মেয়েটী ঐ ঘরেই পিয়ানো বাজাচ্ছে, এর মাও ঘরে র'য়েছেন; এর মা আমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লেন, আমি পারিসে ছাত্র ছিলুম শুনে চট্‌ ক'রে আত্মীয়তা ক'রে ফেল্‌লেন। কবির খবর জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।—শেষে আমি ধীরেন-বাবুকে ডেকে এনে, তাঁকে আর তার কন্যাকে তার এস্রাজ শুনিয়ে দিলুম—এঁরা দুজনে অনেকক্ষণ ধ'রে এসরাজটা পরখ ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে মার কথা শুনে মেয়েটী—ইউরোপীয় মেয়ের অবশ্যম্ভাবী খেয়াল—তার সইয়ের খাতা নিয়ে এল—আমাদের এই সামান্য আলাপের স্মৃতি-স্বরূপ এই খাতায় আমার নাম সই ক'রে দিতে ব'ল্‌লে। তার মা ব'ললেন, তাঁর একথা ব'লতে সাহস হয় না, কিন্তু কবি কি দয়া ক'রে তাঁর মেয়ের খাতায় দু-ছত্র লিখে দেবেন, আর তাঁর নাম সই ক'রে দেবেন, বাঙলায় আর ইংরেজীতে? আমি ব'ললুম যে আমি কবিকে ব'ল্‌চি—এ এমন কিছু মুস্কিলের কাজ কিছু নয়। কবির কাছে ব'ল্‌তে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার ক'র্‌লেন। পরে তিনি ছোট একটী বাঙলা কবিতা, আর তার ইংরেজী অনুবাদ, আর নিজের নামের দস্তখত ক'রে দিলেন, আর মেয়েটীর মায়ের নির্দেশ-মতন আমি আমার নাম বাঙলায় আর ইংরেজীতে, আর একটা স্মরণযোগ্য বচন-হিসাবে, ফরাসী অনুবাদ সমেত "নাহং বেদ" কথাটী সংস্কৃতে লিখে দিলুম। কবিকে ধন্যবাদ দেবার জন্য মা দেখা ক'র্‌তে এলেন—মেয়েটী তখন হঠাৎ বড়ো লাজুক হ'য়ে গেল—কিন্তু মা ব'ল্‌তে পরে এল'—আমাকে এঁদের শিষ্টাচারের মধ্যস্থতা ক'র্‌তে হ'ল দোভাষী হ'য়ে। ফরাসী লেখক দ্যোভিল্‌ এসে কবির কাছে অনেক প্রশ্ন ক'রে, খাতা বা'র ক'রে তার জবাব লিখে নিলেন—'কবি' কাকে ব'ল্‌বো, 'কবিতা' কি, কবির সঙ্গে তাঁর যুগের সম্বন্ধ কি, কবির মহত্ত্ব কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ে। কবি ধীরে-ধীরে সমস্ত কথার উত্তর দিলেন, ভদ্রলোক তা তাড়াতাড়ি লিখে নিতে লাগলেন। আমি সেখানে তখন ছিলুম না, তখন পণ্ডিচেরীর ফরাসী ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কথা কইছিলুম,

এঁর স্ত্রী, যে মহিলাটী খুব ধীর প্রকৃতির বাঙালী গৃহিণীর মত, যাঁর সাড়ীর প্রতি অনুরাগের কথা আগে ব'লেছি, ইনি এসে প'ড়লেন, তখন এর সঙ্গেও আলাপ হ'ল। স্বামী এখন সাইগনের কাছে জজের কাজ করেন, পণ্ডিচেরীতেও জজ ছিলেন—হিন্দু আইন, দায়ভাগ মিতাক্ষরা, জানেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বাঙালীদের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা আছে। স্ত্রীটীর জন্ম হ'য়েছিল পণ্ডিচেরীতে। স্ত্রী তামিল জানেন, তামিলে কথা কইতে পারেন। দু'জনেই ভারতীয় কারু-শিল্পের অনুরাগী। স্ত্রীটী সাড়ীর প্রশংসা করলেন। তাঁর হাতে ভারতীয় স্বর্ণকারের তৈরী সোনার কাঁকন র'য়েছে তা দেখালেন; এবং প্রত্যেক ফরাসী স্ত্রীলোক যা জিজ্ঞাসা ক'রেছে, তা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কবির ছেলেপুলে কি। তার পর আমার নিজের ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করলেন—বিবাহিত কি না—স্ত্রী কোথায়—ছেলেপুলে কটী—আমার তিন বছর বয়সের মেয়ের কথা ব'ল্‌তেই মহিলাটী একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন ব'লে মনে হ'ল, তিনি নিজেও ছেলেমেয়ের মা। তার পর বাড়ীর আরও খবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—ভাই-বোন্ ক'জন, বাবা মা আছেন কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এত প্রশ্ন কখনও কোনও ইংরেজ মহিলা হ'লে প্রথম আলাপেই, তিন মিনিটের মধ্যেই ক'র্‌ত না। এই যে শান্ত-স্বভাবা মহিলাটীর সম্বন্ধে আমরা যা ধারণা ক'রেছিলুম, এবং কতকটা স্নেহের সঙ্গে যে 'বেনে-বউ' নাম নিয়েছিলুম,—দে'খছি, বাস্তবিকই ইনি তেমনিই কোমল-হৃদয়া। আরো আগে এঁদের সঙ্গে সাহযাত্রিক সৌহার্দ্য ক'র্‌তে পার্‌তুম, তো বেশ হ'ত। যাই হোক্, আঁবোয়াজ্. জাহাজের এই দম্পতীর স্মৃতি সহজে যাবে না। এঁরা কবিকে অভিবাদন ক'র্‌তে চাইতে, কবির কাছে আমি এঁদের নিয়ে গেলুম; কবিও এঁদের দুজনের শিষ্টতা আর শালীনতা লক্ষ্য ক'রেছিলেন—স্বামীর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী আর স্ত্রীর ফরাসী দ্বারা এরা কবিকে সাইগন অঞ্চলে আস্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লেন।

রাত্রি দশটা। কবি তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফে নাম সই ক'রে দিলেন, বিদায়ের কালে কালকে জাহাজের কাপ্তেনকে স্মারক-হিসাবে উপহার দিতে হ'বে। সকলে একে-একে শুতে গিয়েছে। নাচ আজ একটুখানি হ'য়েই থেমে গিয়েছে—বোধ হয় সকলে কাল সকাল সকাল উঠে সিঙ্গাপুরে নেমে ঘুরে আস্‌তে চায়। আমরা নিজেদের ক্যাবিনে নেমে এসে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলুম—আর জাহাজের চাকরদের বখশীশের একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌লুম।

রাত্রি সাড়ে এগারোটা; বিছানায় শুয়ে-শুয়ে, আমাদের জাহাজের পর্বটা ইতি ক'রে, এইবার কলমকে বিশ্রাম দিচ্ছি।

৩। মালয় দেশ—সিঙ্গাপুর

ইপোঃ, পেরাক্ রাজ্য
মালয় উপদ্বীপ
সোমবার, ৮ই আগস্ট ১০২৭

আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলো সকাল আটটার দিকে। জাহাজের যাত্রীরা সকলে সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে' তৈরী হ'ল। মোট-ঘাট বেঁধে সবাই ঠিক হয়ে রইল, জাহাজ ডাঙায় ভিড়্‌লেই হয়। জাহাজে গত দু-তিন দিন ধ'রে যে-সব ফরাসী সহযাত্রীদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা জ'মছিল, তাদের সঙ্গে কার্ডের অদল-বদল

করা গেল। আমাদের কাম্বোজ আর কোচিন-চীনদেশে যাবার কথা হচ্ছিল, সেটা ফরাসীদের অধিকৃত দেশ। কোচিন-চীনের রাজধানী সাইগন বন্দরের আশে-পাশে এঁদের দু-একজনের বাড়ী বা কর্মস্থল, তারা নানা [illegible] দিয়ে ব'লে দিলেন যে, কোচিন-চীন আর কাম্বোজের দিকে এলে পরে, যেন আমরা নিশ্চয়ই তাদের খবর দিই।

জাহাজ ধীরে-ধীরে জাহাজ-ঘাটার দিকে এগোচ্ছে। আমরা দেখ্ছি, দূরে সিঙ্গাপুর শহর, [illegible] বাঁকের সঙ্গে-সঙ্গে শহরের জেটী ইত্যাদি ভালো ক'রে নজরে আস্ছে। জেটীর ধারে, যেখানে আমাদের জাহাজ বাঁধ্বে, সেখানে কত না ভীড়! দূর থেকে হরেক রকম পোষাক-পরা মানুষ, চীনে কুলীর কালো আর নীল পোষাক, খাকী রঙের জামা-কাপড়-পরা প্রচুর লোক, সাদা ড্রিলের গলা-আঁটা কোট-প্যান্টের প্রাচুর্য, সাদা চওড়া-জরী-পাড় কাঁচি ধুতী আর গায়ে টুইল শার্ট-পরা, ঝুঁটী-মাথা বা নেড়া মাথা, সোনার হাঁসুলী গলায় তামিল চেটীর দল, হাল্কা রঙের কাপড়ের লাউঞ্জ-সুট-পরা ভারতীয় ভদ্রলোক,—আর গাঢ় উজ্জ্বল সবুজ, বেগুনে আর লাল রঙের, জরীর বুটীদার শাড়ী প'রে ভারতীয় মেয়ে, তামিল, সাদা জীনের আর বাদামী রেশমের সুট পরা দু দশ জন ইংরেজ, নরম ফেল্ট্ হ্যাট মাথায়, লাল লুঙ্গী পরা, গেঞ্জি গায়ে তামিল কুলী, খাকী পোষাক চাপা, লম্বা-চওড়া শিখ পাহারাওয়ালা; গুর্খার মতন আকৃতির মালাই পাহারাওয়ালা। জাহাজঘাটার পাথরের পোস্তার খোলা জমী-টুকুনের উপরে, মালগাড়ীর লোহার লাইন-পাতা রাস্তায়, দু ধারে, পিছনে, আশে-পাশে স্তূপাকার ক'রে সাজানো মালের বস্তা, কাঠের পিপে, দেবদারু কাঠের বাক্স, জাহাজের কাছি, মোটা লোহার শিকল, জাহাজ আর ডাঙার মধ্যে চলাচলের জন্য রেলিঙ্-ওয়ালা কাঠের সাঁকো। এইসবের মধ্যে, এই হরেক রকমের পোষাক-পরা, সাদা কালো আধ-কালো গৌরবর্ণ শ্যামবর্ণ নানা রঙের লোক নিয়ে, পিছনে করোগেটের ছাতওয়ালা মাল-গুদামের সারিকে back-ground বা পৃষ্ঠ-ভূমিকা ক'রে, সকাল সাড়ে আটটার চড়চড়ে রোদ্দুরে, দ্রুত সিনেমার ছবির মতন এক চিত্র ক্রমে চোখের সাম্নে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'তে লাগল। দূরে শান্তিনিকেতনের অন্যতম অধ্যাপক ও কর্মী বন্ধুবর আরিয়মের সুদীর্ঘ বপু লক্ষ্যগোচর হ'ল, আমরা জাহাজের রেলিঙ্ ধ'রে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রলুম, তিনিও অনুমানে আমাদের চিনতে পেরে, হাত তুলে আমাদের স্বাগত ক'রলেন।

একদিকে ঘাটের কাছে জাহাজের ধীর-মন্থর গতি, আর অন্যদিকে জাহাজের ভিতরকার মানুষগুলির মধ্যে মনের চাঞ্চল্য আর ঔৎসুক্য, আর প্রত্যেক চলাফেরার দ্বারা দেহের মধ্যে দিয়ে তার অভিব্যক্তি—এই দুটোর মধ্যে একটা বেশ অসামঞ্জস্য দেখা গেল। নীচেকার থার্ড-ক্লাসের খোলা ডেক্ থেকে তখন যাত্রীদের সরানো হ'য়েছে, কারণ জাহাজের খোল থেকে মাল তুলে' নামানো হবে। আমাদের পূর্ব-পরিচিত পণ্ডিচেরীর ভারতীয় সেপাই ছোক্রাটী দেখি, ধোপ-দস্ত জামা-কাপড় বা'র ক'রে প'রেছে, আর একটা ফেল্ট টুপি একটু কায়দা ক'রে বেঁকিয়ে মাথায় চ'ড়িয়েছে; জাহাজের কাছি বাঁধবার মোটা লোহার খোঁটা একটীর উপর ব'সে-ব'সে সে চুরুট ফুঁক্ছে; পাছে তার ধব্ধবে ফরসা পেন্টুলেনের পিছনে জাহাজের ধুলো আর কয়লার গুঁড়ো লাগে, তাই ওর-ই উপরে একটা ময়লা রুমাল পেতে ব'সেছে। আমায় দেখে, দোস্তী ক'রে নীচে থেকে ফরাসীতে হাঁকলে—"কেমন মশায়! এইবার তো গন্তব্য স্থানে পৌঁছুলেন! আমিও শহর দেখ্তে নাম্ছি।" শহর দেখার নামে, ক'দিন জাহাজে আট্‌কে থাক্‌বার পর ডাঙায় নেমে একটু ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছেটা হওয়া স্বাভাবিক। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অনেকেরই শহর দেখ্তে বেরুবে ব'লে, প্রাতরাশ সমাপন ক'রে, তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মাথায় বড়ো-বড়ো শোলার টুপী চ'ড়িয়ে ছেলেরা গম্ভীর হ'য়ে রেলিঙ্ ধ'রে দাঁড়িয়ে', তারা মার সঙ্গে বাবার সঙ্গে শহর দেখতে নাম্বে।

জাহাজের যে দিক্‌টায় লোকের ভীড়, সেই ডাঙার সাম্নে, ডান দিকটা থেকে স'রে এসে, কবি এতক্ষণ খোলা দিকে ব'সেছেন। তাঁর সাম্নে মানুষের ভীড়, জেটী, এসব নেই—খোলা উদ্ভাসিত নীল সাগর, দূরে-দূরে ছোটো

ছোটো দ্বীপ ; কোয়াসা কেটে গিয়ে সব ঝক্-ঝক্ ক'র্ছে, রোদ্দুরে সব যেন হাস্ছে—খালি দুই-একটা ছোটো স্টীম-লঞ্চের ফোঁস্ফোঁসানি, আর দূরে সিঙ্গাপুরের ছোটো খাড়ীর মধ্যে দু-একখানা জাহাজ নঙ্গর ক'রে র'য়েছে। জাহাজ ঘাটে লাগাবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে ও দিকে, আর এ দিকে ছোটো-ছোটো তিন-চার খানা ডিঙি ক'রে মালাই আর চীনে ছোকরা জনকতক এসে হাজির ;—নীচে থেকে ইংরেজীতে শোর-গোল আরম্ভ ক'রলে—জাহাজের উপর থেকে জলে পয়সা ফেল্লে, ডিঙি থেকে জলে ঝাঁপিয়ে, পয়সাটা ডুব্‌তে-ডুব্‌তেই সেটাকে ধ'রে ফেলে তুল্‌বে। দু-চার জন ইউরোপীয়, পয়সা আনী দুয়ানী ফেলে-ফেলে এই মজা দেখ্‌তে লাগ্‌ল—আর ছোকরাদেরও তারিফ ক'রতে হয়, ঠিক ডুব মেরে-মেরে পয়সাগুলি ধ'রে উপরে তুলে দেখাতে লাগ্‌ল।

যাত্রীদের মধ্যে যারা কবির সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছিলেন, তাঁরা বিনীত শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। কাপ্তেনের তরফ থেকে প্রধান অফিসার এলেন, ব'ল্লেন যে, কাপ্তেনকে কাজের দরুন উপরে থাক্‌তে হ'চ্ছে, তিনি আস্‌তে পার্‌লেন না, তবে তাঁর বিনীত অভিবাদন তিনি জানাচ্ছেন। কবির ফোটো নেবার ধূম প'ড়ে গেল। যার-যার ক্যামেরা ছিল, সে এসে তাঁর ছবি নিতে লাগ্‌ল। খানিক পরে কাপ্তেন স্বয়ং এসে ধন্যবাদ দিলেন। কবির হস্তাক্ষরযুক্ত ছবি একখানি তাঁর কাছে কবির স্মরণ-চিহ্ন হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তার জন্য ধন্যবাদ দিতে এলেন। ডেকের এই ধারেও কাজেই খানিকক্ষণের জন্য মানুষের ভীড় হ'ল। এর মধ্যে, নীচের ডেক থেকে তেতালায় উপরের ফার্স্ট-ক্লাস ডেকেতে, বিস্তর থার্ড-ক্লাসের যাত্রী এসে উঠ্‌ল, এখান দিয়েই তারা নীচে নাম্‌বে,—চেটীর দল, মাদ্রাজী মুসলমানের দল, রঙীন কাপড-পরা, পাতলা সুন্দর দীর্ঘ চেহারার, তীক্ষ্ননাসা, আয়ত-লোচন, কানে হীরার ফুল, কতকগুলি অল্পবয়সী তামিল মেয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিচেরীর সেই সেপাই ছোকরা। একটু বেশী রকম সপ্রতিভ ছোকরা, ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে লা-পরওয়া ভাবে, কড়া বিড়ীর মতন গন্ধওয়ালা এক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে সে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল—উপরের ডেকে সহজ-ভাবে চলা-ফেরা ক'র্‌তে সে যে অভ্যস্ত, এটা ভালো ক'রে যেন সে বুঝোতে চায়। জাহাজের বাঁ দিকে যেখানে কবি ব'সেছিলেন, সেখানে সে এল'। আমি সেখানে ছিলুম, সে চেঁচিয়ে দুই-একটা কথা ক'য়ে, কবি যে-বেঞ্চির উপরে ব'সে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় আছে যেন এই রকম ভাবটা ক'রে সেই বেঞ্চে, কবির পাশেই ও ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড্‌ল। আর কিছুর জন্য না হোক্, বয়সের জন্য, আর কবির শ্রদ্ধা-উৎপাদক চেহারার জন্য, যে একটু সমীহ করা উচিত, সেটা তার খেয়ালেই এল' না—সে ব'সে দুই চরণ প্রসারিত ক'রে দিয়ে, তার সেই বিড়ী-গন্ধী সিগারেটের ধোঁয়া নিরুদ্বেগ হ'য়ে ছাড়্‌তে শুরু করে দিলে। আমি তখন "ওহে ছোকরা, শোনো—" ব'লে তাকে বাঁ হাতে ক'রে তার বাঁ কাঁধ ধ'রে, একটু সবল সুদৃঢ় ধীরতার সঙ্গে বেঞ্চি থেকে টেনে তুলে, ডানদিকের ডেকে নিয়ে গিয়ে, মানুষের ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলুম। জাহাজে আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একজন আনামী সেপাই মারা গিয়েছিল—মার্সেয়ি থেকেই বেচারী বুকের অসুখে ভুগ্‌ছিল। তার শবাধার শহরে নামানো হবে, সেই বিষয়ে কতকগুলো ফরাসী খালাসীর সঙ্গে ফরাসী যাত্রীদের কথা হ'চ্ছিল,—ডাঙায় ভিড়্‌বার চব্বিশ ঘণ্টার আগে মৃত্যু হ'লে, শ'-এর সৎকার জলে ফেলেই ক'রতে হয়, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হ'লে ডাঙায় নামিয়ে দিতে হয়, এই রকম জাহাজী আইন আছে তার কথা হ'চ্ছিল। পণ্ডিচেরীর ছোকরা আলোচ্য বিষয় শুনেই সেখানে জ'মে গেল—দু-একজন ফরাসী মেয়ে যারা এই দলে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল, আর মৃত সেপাই বেচারীর জন্য স্ত্রী-সুলভ দুঃখ প্রকাশ ক'রছিল, সেই মেয়েদের কাছে তার ফরাসীতে সে গল্প ফাঁদ্‌তে লেগে গেল—ব'ল্‌লে যে, সেও এক জন 'সল্‌দা ফ্রান্সে' অর্থাৎ ফরাসী সেপাই—যে আনামী সেপাইটী মারা গিয়েছে সেই 'ব্রাভ্ অম্' বা ভালো মানুষটার সঙ্গে সে পরশু দিন পর্যন্ত কথা ক'য়েছে, ইত্যাদি। তাকে এই রকম ক'রে ঝেড়ে ফেলে কবির কাছে ফিরে ফিরে এলুম—তিনি ব'লেন—"বাঁচালে হে ! আমি মনে ক'র্‌ছিলুম চুরুটের ধোঁয়ায় এইবার আমায় তাড়ালে !"

জাহাজের সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হ'ল, সিঁড়ি ডাঙায় লাগ্‌ল, ঠিক ক'রে সেটাকে আট্‌কে দেওয়া হ'ল—তিন লাফে বন্ধুবর আরিয়ম্ উপরে এসে প'ড়লেন। যাত্রীদের মধ্যে নামবার যারা, তারা নামতে আরম্ভ ক'রলে। আরিয়ম ব'ল্‌লেন যে, মালয় দেশের লাটসাহেব Sir Hugh Clifford স্যর হিউ ক্লিফর্ড লাট-বাড়ীর মোটর-গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন, কবিকে সেখানে গিয়ে উঠ্‌তে হবে, তিন রাত্রির তাঁর অতিথি হ'য়ে থাক্‌তে হবে, পরে তিনি অন্য জায়গার অতিথি হবেন। লাট-বাড়ীর আতিথ্যের মর্যাদার মধ্যে থাক্‌বেন,—কবিকে কিন্তু এতে মোটেই খুশী খুশী ভাব দেখা'ল না। যা হোক, একটু পরেই নীচে থেকে সিঙ্গাপুর মিউনিসিপালিটীর সভাপতি Mr. Farrar শ্রীযুক্ত ফারার্, আর সরকার তরফের Mr. Campbell শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল, এরা উপরে এলেন। আরিয়ম এঁদের দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁরা ব'ল্‌লেন, নীচে কবির স্বাগতের জন্য অল্প একটু ব্যবস্থা হ'য়েছে, তিনি কি এইবার নীচে নাম্‌বেন? বন্ধুরা কেউ-কেউ উপরে ব'সে গেলেন, উপরে যাত্রী আর জাহাজের লোকেরা রেলিং ধ'রে সার দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আরিয়ম্ আর আমি কবির সঙ্গে নীচে নাম্‌লুম। শিখ পাহারওয়ালারা ভীড় ঠেকাতে লাগ্‌ল। নীচে একটু খোলা জায়গাতে কবিকে এক চেয়ারে বসিয়ে একটী তামিল ভদ্রলোক ইংরেজীতে ছোটো খাটো একটী বক্তৃতা দিয়ে স্বাগত ক'রলেন—মালা দেওয়া হ'ল, উপস্থিত ভদ্রবর্গের মধ্যে গোলাপ ফুলের বাটন-হোল্ বিতরণ হ'ল, গোলাপ জল ছিটানো হ'ল, গোলা চন্দন দেওয়া হ'ল। সকলের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। কবি সংক্ষেপে দু'কথায় উত্তর দিলেন। কতকগুলি তামিল মহিলা চেয়ারে ব'সে ছিলেন, তাঁদের একজনের হাতে ছিল একটী দক্ষিণী বীণা, তিনি সেই ভীড়, রোদ্দুর, আর দূর থেকে আশ পাশ থেকে জেটী স্টেশন হট্টস্থানের রকমারি গোলমাল, আওয়াজ, পাশের রাস্তায় চলন্ত মোটরগাড়ীর ভেঁপু, এই সবের মধ্যে, বীণা বাজিয়ে কোমলকণ্ঠে গান ধ'রলেন—গোলেমালে তার কিছুই শোনা গেল না। খালি ক্বচিৎ বীণার ঝঙ্কারের একটা আধটা রেশ আর গলার আওয়াজের একটা-আধটা গিট্‌কিরি কানে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। কবির স্বাগতের এই প্রথম পালা চুকতেই তাঁকে লাট-বাড়ীর গাড়ীতে ক'রে নিয়ে গেলেন বন্ধুবর আরিয়ম, আর শহরের কতকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ইপো, ১০ই আগস্ট

অতিথি-রূপে আমাদের গ্রহণ ক'রেছিলেন শ্রীযুক্ত মোহম্মদ আলী নামাজী। লাট-ভবনের পর্ব শেষ ক'রে কবি এখানেই এসে উঠ্‌বেন ঠিক ছিল। সিঙ্গাপুরে আমরা সাতদিন কাটাই—আর এই সাত দিনের সব-চেয়ে আনন্দময় স্মৃতি যা আমাদের মনে থাক্‌বে, তা হ'চ্ছে শ্রীযুক্ত নামাজী আর তাঁর পরিবারস্থ সকলের সৌজন্য, আর এদের এক অতিসুন্দর, স্বাভাবিক আভিজাত্যপূর্ণ ভদ্রতা। এদের অতিথিসৎকার কেবল বাইরের দিকের সৌজন্যে বা অতিথিদের অতন্দ্র সেবায় নয়, এদের সঙ্গে সাহচর্য আর সদালাপও, এঁদের মানসিক উৎকর্ষের গুণে, আমাদের প্রীতি আতিথ্য-প্রকাশের পক্ষে সহায়ক ও আনন্দ-দায়ক হ'য়েছিল। সিঙ্গাপুর শহরের পূবে আট মাইল দূরে Siglap সিগ্‌লাপ্ ব'লে একটী স্থান, সেখানে সমুদ্রের ধারে ঘন না'রকল বনে ঘেরা, সাদা বালির উপরে তৈরী কতকগুলি বাগান বাড়ী আছে। তার মধ্যে চমৎকার একটি বাড়ী শ্রীযুক্ত নামাজী মহাশয়ের, সেখানে আমাদের মোটর-গাড়ী ক'রে নিয়ে গেল। বাড়ীর পিছনে, দক্ষিণে, বেশ তাজা-ঘাসে-ভরা একটী ছোটো ময়দান-মতন, আর তার পরেই সমুদ্র। দূরে ওপারে ছোটো-ছোটো দ্বীপপুঞ্জ, আকাশের গায়ে তাদের পাহাড়ের নীল রেখা। জোয়ারের সময়ে আশ পাশের না'রকোল গাছের পাতাকে মর্মর শব্দে মুখরিত ক'রে, দক্ষিণের বাতাস বইত, বারান্দায় ব'সে, বা সমুদ্রের ধারে গিয়ে চেয়ারের উপরে গা ছড়িয়ে দিয়ে, এই দুর্লভ বাতাসটুকু সর্বাঙ্গ দিয়ে পান ক'রেও যেন তৃপ্তি হ'ত না। বড়ো বাড়ীটা ছাড়া, একটি ক'রে ঘর আর তারি লাগাও বারান্দা আর গোসল-খানা-ওয়ালা আর দুটী চমৎকার থাকবার জায়গা, বড়ো

বাড়ীটীর সাম্‌নে ময়দানের দুধারে ছিল, তার একটীতে কবির থাকবার ব্যবস্থা হয়। সিগ্‌লাপের এই বাড়ীতে আমরা পরম আনন্দে সাতটী দিন কাটাই।

আমাদের গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত নামাজী আর তাঁর পরিবারের সম্বন্ধে দু-চারটী কথা ব'লে, তার পরে অন্য বিষয়ের খবর দেবো। নামাজী মহাশয়েরা হ'চ্ছেন ইরানী—পারস্য দেশে এঁদের বাড়ী। ঘরে এঁরা ফারসী বলেন, ধর্মে বাহ্যতঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে, এঁরা শিয়া-মুসলমান। বাল্যে নামাজী মহাশয় দেশত্যাগী হ'য়ে ভারতে আসেন, মাদ্রাজে এঁর কারবার ছিল। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে এসে ব্যবসা ফালাও ক'রে জমী-জেরাৎ বিষয়-সম্পত্তি রবার-এস্টেট ইত্যাদি ক'রে, একরকম স্থায়ী হ'য়ে ব'সেছেন। এখন শহরের গণ্যমান্য লোকেদের মধ্যে অন্যতম তিনি। হঙ্‌কঙ্‌-এ এঁর দূর সম্পর্কের ভাইয়েরা কারবার করেন, গত বার কবি যখন চীন-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে হঙ্‌কঙ্‌-এ যান-তখন এঁদের মধ্যে একজন কবিকে আদর আপ্যায়ন ক'রেছিলেন; হঙ্‌কঙ্‌-প্রবাসী নামাজী গোষ্ঠীর একজন, শ্রীযুক্ত আলী মোহম্মদ নামাজী, আমরা সিঙ্গাপুরে যে সময়টা এঁদের অতিথি হ'য়ে ছিলুম, তখন সিঙ্গাপুরেই ছিলেন, এঁর সঙ্গেও আলাপ হ'ল—চমৎকার লোক ইনি। এদের সমাজে নামাজী-পরিবারটী বিরাট্ একটী পরিবার। শ্রীযুক্ত নামাজীর বয়স ষাট আন্দাজ হবে—এঁর আট মেয়ে, চার ছেলে। এদের সমাজে খুড়্‌তো জেঠ্‌তো ভাই-বোনে বিয়ে হয়—মেয়েদের মধ্যে কারো-কারো এই রকম ঘরাঘরি বিয়ে হ'য়েছে। এঁর বড় জামাইয়েরও পদবী নামাজী, মক্কায় গিয়ে হজ ক'রে এসেছেন ব'লে, একে মিস্টার হাজী নামাজী ব'লে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়—ইনিও বেশ লোক। নামাজী মহাশয়ের অন্য একজন জামাই, শ্রীযুক্ত শিরাজী নামে—অতি প্রিয়দর্শন, সৌজন্যের অবতার একটী যুবক, আমাদের স্বচ্ছন্দতা আর আরামের জন্য যত্ন ক'রতেন—এঁরা শহরেই মস্ত বাড়ীতে থাকেন, সিগ্‌লাপের সাগর-তীরের বাড়ীতে শনিবার রবিবার এই দুটো ছুটীর দিন কাটাতে আসেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত শিরাজী সাতদিন ধ'রে আমাদের কাছে-কাছে থেকে, আমাদের আতিথ্যের সুবিধার জন্যই সিগ্‌লাপের বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীযুক্ত শিরাজী ইংরেজের মতন খাসা ইংরেজী বলেন, আর নিজের ভাষা ফারসীও জানেন, হিন্দুস্থানী আর মালাইও ব'লতে পারেন, একটু তামিলও জানেন। কবির সঙ্গের লোক ব'লে আমরা যে যত্ন পেয়েছি, তা কথায় বল্‌বার নয়। বৃদ্ধ নামাজী থেকে আরম্ভ ক'রে সকলের আতিথ্য-কর্তব্যের মধ্যে একটী জিনিস লক্ষ্য ক'রে প্রীত হ'য়েছিলুম—এঁরা কেমন সহজ ও সুন্দর ভাবে, এঁদের নিয়ত-সচেতন উপস্থিতি আর সেবা-পরায়ণতাকে অতিথিদের চোখের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে রাখতেন। প্রথম তিন দিন কবি সিগলাপে রাত্রিবাস করেন নি, চতুর্থ দিন তিনি এখানে বাস ক'রতে এলেন। তখন থেকে বৃদ্ধ নামাজী মহাশয় প্রায় সর্বক্ষণই কবির সেবার তদ্‌বীরের জন্য উপস্থিত থাক্‌তেন। হঙ্‌কঙ্‌-এর নামাজী মহাশয় অতি শিক্ষিতচেতা লোক। ইংরেজী তড়বড় ক'রে ব'লতে পারেন না, কিন্তু ধীরে ধীরে র'য়ে-ব'সে, মাঝে-মাঝে তাঁর মাতৃভাষা ফারসীর সাহায্য নিয়ে, তিনি নানা বিষয়ে আলাপ জমাতেন। আর সব কথায় এমন একটী উচ্চশ্রেণীর মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিতেন যা আমাদের কলেজে-পড়া পাস-করা ছেলেদের মধ্যেও দুর্লভ। সকালে আর সন্ধ্যায়, বিশেষতঃ সন্ধ্যায়, আমাদের খাবারের-টেবিলের চারি ধারে ব'সে এইসব আলাপ চ'ল্‌ত, আর সান্ধ্য-ভোজনের পর, সাগর-মুখো হ'য়ে বারান্দায় ব'সে, অনেক রাত পর্যন্ত এই পারস্য দেশীয় অভিজাতমনা লোকগুলির সঙ্গে বাক্যালাপের আনন্দ লাভ করা যেত। হঙ্‌কঙ্‌-এর নামাজী মহাশয় একেবারে স্বদেশের মায়া কাটান নি; বৃদ্ধ নামাজী মহাশয় কিন্তু ভারতবর্ষে বহুকাল থাকার কারণ, দরখাস্ত দিয়ে ভারত-সরকারের কাছে হিন্দুস্থানের অধিবাসিত্ব কবুল ক'রে, নিজের ভারতীয়ত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন; কিন্তু আর সকলে তা করেন নি। হঙ্‌কঙ্‌-এর নামাজী মহাশয় ব্যবসায় উপলক্ষ্যে সমগ্র ইউরোপে আর এশিয়ায় ঘুরেছেন। ইউরোপের মধ্যে রুষ দেশে, আর এশিয়ার মধ্যে সাইবিরিয়ায় তিনি অনেক কাল কাটিয়েছেন। ভ্লাডিভস্টক থেকে লেনিন্‌গ্রাড, কিয়েভ, ওডেসা আর বাটুম, সব জানেন। দুনিয়ার গতির সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিব-হাল, মাতৃভূমি পারস্যেরও খবর রাখেন, ও দিকে আবার যবদ্বীপ পর্যন্তও

গিয়েছেন—আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন, ঘরে ব'সে-ব'সে পড়া-শুনো ক'রে, মানব সমাজের ইতিহাস, বিশেষ ক'রে পারস্যের ইতিহাস আর তার সভ্যতা সম্বন্ধেও বেশ জ্ঞান অর্জন ক'রেছেন। এহেন মানুষটীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে মনটা যে বিশেষ খুশী হ'য়েছিল, তা বলা বাহুল্য। ইনি ইংরেজী খুব ভালো জানেন না ব'লে কবির লেখা বেশী পড়েন নি, কিন্তু কবির কাব্য-মাধুর্য সমস্তটা উপভোগ করার শক্তি না থাক্, তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তির দ্বারা কবির কথাগুলির গুরুত্ব বেশ উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলেন। মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শলোক সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, ইস্‌লাম সম্বন্ধে, জ্ঞান এবং ধর্মবিশ্বাসের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন, এবং ঐ সমস্ত বিষয়ে আধুনিক সভ্য জগতের শিক্ষিত লোকের উপযুক্ত মনোভাবের পরিচয় পেয়ে আমরা চমৎকৃত ও পুলকিত হ'তুম। ঈশ্বরের জ্ঞানগম্যতা বিষয়ে ইনি কতকটা অজ্ঞেয়বাদীদের দলে, কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, তার প্রতি এর সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমও আছে। বৃদ্ধ নামাজী মহাশয়ের বড় জামাই শ্রীযুক্ত হাজী নামাজী একটু ধার্মিক, আস্তিক প্রকৃতির লোক, অজ্ঞেয়বাদিতার দিকে অগ্রসর হ'তে তার সাহস হ'ত না। তবে তাঁর মধ্যে একটুকুও গোঁড়ামি ছিল না। সত্য কথা ব'লতে, হাজার শিক্ষিত হ'লেও, সাধারণতঃ ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে ধর্ম-বিষয়ে তর্ক ক'রতে সাহস হয় না, কারণ কোথায় কার মনের কোন্ গোপন কোণে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস পোষিত হ'য়ে আছে, আমাদের সোজাসুজি প্রশ্নে কোথায় কার স্পর্শকাতরতায় আঘাত লাগ্‌বে, এত সব এড়িয়ে খোলাখুলি বিচার সম্ভবে না। আমি নিজে যেখানে যেখানে চেষ্টা ক'রেছি, শিক্ষিত—এমন কি বিলেত-ফেরত—হিন্দুস্থানী আর বাঙালী মুসলমানের ধর্ম-জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু আর অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে প্রশ্ন ক'রেছি—দুই-এক জায়গা ছাড়া সেখানে সাধারণতঃ কোনও সাড়া পাইনি। যা পেয়েছি, তা হ'চ্ছে, হয় উৎকট অন্ধ-বিশ্বাস, যার ভাব-জগতের জন্য মানুষের কাছে খোঁজ কর্‌বার দরকার নেই, কোনো-কোনো বই থেকেই যা পাওয়া যায়; আর নয় তো, ভয়—সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের মূল dogma বা মতগুলি নিয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে কোনো কথা কওয়াটাই যেন অন্যায়, তাতে যেন 'গোনা' হয়—ওসব দিকে জিজ্ঞাসুর মন নিয়ে আলোচনা ক'রে কোনো লাভ নেই—কথাটা শাস্ত্র মতে পাপ,—এই রকম একটা মনোভাবেরই পরিচয় পেয়েছি। ভারতীয় মুসলমানের ঘরে, ধর্ম-মত বিষয়ে একেবারে উদার, মুক্ত—এরকম সুজনের সাক্ষাৎ যে একেবারে পাইনি, তা অবশ্য ব'ল্‌তে পারি না; কিন্তু খুব কম। কিন্তু এই ইরানীদের সঙ্গে আলাপ—সে যেন এক নোতুন, বিচার-বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত, অপ্রত্যাশিত জগৎ, সেখানে ভারতের নব্য ইস্‌লামী গোঁড়ামির অন্ধকারের লেশমাত্রও নেই—যে অন্ধকার, ইউরোপীয় বা আধুনিক শিক্ষার আলোয় হ'ঠে-হ'ঠে, মগরেব, মিসর, শাম, ইরাক, ইস্তাম্বুল-আঙ্গোরা, ইরান, এমনকি তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান ত্যাগ ক'রে, যেন ভারতেই এসে শেষ আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বার জন্য জমাট বাঁধ্‌ছে, কোথায় যে সুপ্ত বা গুপ্ত অন্ধবিশ্বাসের ঘাড়ে আচমকা হুমড়ি খেয়ে প'ড়্‌বো, এই চিন্তায় সাম্‌লে-সাম্‌লে, বিচারের গতিকে সংযত ক'রে-ক'রে, এখানে এই ইরানীদের সঙ্গে চ'লতে হয় নি। এইরূপ সভ্যজন-সুলভ সহজ চিন্তাপ্রণালীর পরিচয় এই ইরানী মুসলমানদের মধ্যে পেয়ে, আমি খুবই আনন্দিত হ'য়ে, এদের সঙ্গে ভারতের হিন্দু আমি, আমার মানসিক সালোক্যের কথা ব'লেছিলুম; তাতে এরা ব'লে উঠ্‌লেন—"দোক্তোর চাতর্জী, আপনি কি ভুলে গেলেন যে, আমরা ফারসী—আর ইস্‌লামের মধ্যে সভ্যতা ব'লে যা আছে তার কতটা অংশ আমাদের জা'তের দান।"

ইরানীয়ত্বের গৌরব—আর্য-বংশধর ব'লে ভারতের ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের আর অন্য জাতির সঙ্গে সাজাত্যের গৌরব—সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দু ভারতের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা, দেখে আমি বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিলুম। পারস্য থেকে ভারতবর্ষের আর্যেরা, না ভারতবর্ষ থেকে পারস্যের আর্যেরা—এই তর্কের সমাধান একদিন আমায় ক'র্‌তে হয়—হাজী নামাজী এবং বৃদ্ধ নামাজী এঁরা ছিলেন, ভারতেই আর্যজাতির উৎস এই বিশ্বাসের পক্ষে; কিন্তু হুসেইন্-এর নামাজী ছিলেন এই মতের পক্ষে যে ভারত আর পারস্য এই উভয় দেশের মধ্যে পারস্যেই আর্যজাতির প্রথম অধিষ্ঠান হ'য়েছিল,

সেখান থেকে আর্যেরা ভারতে এসেছিল। হঙ্‌কঙ্‌-নামাজী মহাশয়ের মতের দিকেই আমাকে রায় দিতে দেখে এঁরা এঁদের পোষিত একটী প্রিয় বিশ্বাসে ঘা লাগ্‌ল, এইরকম ভাবে আমার প্রতি সানুযোগ নেত্রপাত ক'রেছিলেন।

কেমব্রিজের স্বর্গত অধ্যাপক ব্রাউনের বিরাট পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসের কল্যাণে, ইংরেজী পাঠকের কাছে ফারসী সাহিত্য আর পারস্যের মধ্য-যুগের আর আধুনিক যুগের মানসিক সংস্কৃতির নাড়ী-নক্ষত্র জান্‌তে আর কোনও কষ্ট নেই; এই অতি উপাদেয় পুস্তক অধ্যয়নের প্রসাদে, আর তা ছাড়া প্রাচীন যুগের পারস্য ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি জানা থাকায়, এইসব বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে, এঁদের কাছে এঁদের মাতৃভূমির সংস্কৃতির একজন পুরো সমঝদার পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি লাভ ক'র্‌তে আমার বেশী দেরী লাগে নি। তা-ছাড়া, ফারসী ভাষার সঙ্গে অতি নগণ্য একটু পরিচয় যা আমার আছে তা এঁদের কাছে, প্রকাশ করার লোভ সাম্‌লাতে না পারায় (সদয়-হৃদয় ব্যক্তিগণ আমার এই তৃতীয় রিপুর বশ্যতাটুকু মার্জনা ক'রবেন), এরা আমাকে ফারসীতে এক মস্ত 'ফাজি.ল' ও 'আলিম' ঠাউরে বসেছিলেন, এর উপরে পারস্যের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার সঙ্গেও একটু পরিচয় আছে যখন বেরিয়ে প'ড়্‌ল,—তখন, ব্যস্‌, আমার তুল্য পণ্ডিত আর কোথায় আছে?

এইসব বিষয়ে এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে একটা জিনিস বেশ নোতুন ঠেক্‌ল—আর এটা ভালোও লাগ্‌ল—যে, বিশেষ কিছু পড়াশুনো থাকুক আর না থাকুক, এইসব ইরানীদের মনে স্বজাতি সম্বন্ধে একটা গর্ব, একটা জাতীয়ত্বের অভিমান বেশ সতেজ হ'য়ে উঠেছে। আর এই গর্ব, এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান হ'চ্ছে, খ্রীষ্টীয় ৬৪২ সালের পূর্বেকার কালের পারস্যকে নিয়ে। আরব বিজেতার প্রতি পারস্যের মনোভাব দেখ্‌ছি, তের'শ' বছর ধ'রে আরবের ধর্মের পতাকার তলে থাকা সত্ত্বেও, প্রীতি-স্নিগ্ধ নয়। এইজন্যই না পারস্যের কামাল পাশা, নবীন পাদিশাহ্‌ রেজা শাহ্‌ পহ্‌লবী, বংশোপাধি গ্রহণ করেছেন—'পহ্‌লবী', অর্থাৎ মুসলমান আরবের পারস্য-জয়ের পূর্বের যুগের পারসীক—এইজন্যই না তিনি অ-মুসলমান যুগের বিখ্যাত পারস্য-সম্রাট শাহ্‌-পুহরের নাম ধ'রে, নিজের পুত্রের নূতন নামকরণ ক'রেছেন শাহ্‌-পুহ্‌র্‌। ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে, আর ভারতের পারসীদের চেষ্টায়ও কতকটা,—এখন পারস্যে তার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একটা নোতুন মনোভাব ফিরে আস্‌ছে। ঋষি Zarathushtra অর্থাৎ 'জরথুষ্ট্র' এখন মুসলমান ইরানকে এক নূতন আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট ক'রছেন—প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস-চর্চার সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রাচীন ধর্মও নবীন পারস্যের চিত্তে এখন জাতীয়তার গৌরবে মণ্ডিত হ'য়ে এসে, পুনরুদিত হ'চ্ছে।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে কবিকে নিয়ে একটা বৈকালিক সম্মেলন হ'য়ে গেলে পরে, কবি বিশ্রাম ক'রছেন, আমরা তাঁর কাছে আছি, এমন সময়ে সিগ্‌লাপের বাড়ীর ময়দানে কবির ঘর থেকে বৃদ্ধ নামাজী আমায় বাইরে ডেকে আন্‌লেন। এক কোণে তাঁর প্রায় সমস্ত আত্মীয়গুলি, তাঁর তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় (তাঁর আর দুই ছেলে অক্সফোর্ডে প'ড়ছে—তারা মতলব ক'রেছে যে বরাবর বিলেত থেকে ফ্রান্স, জরমানী, পূর্ব-ইউরোপ, এশিয়া-মাইনর, ইরাক, পারস্য, বেলুচিস্থান, ভারতবর্ষ, বর্মা, শ্যাম, মালয় হ'য়ে, স্থলপথে মোটর-গাড়ী ক'রে সিঙ্গাপুরে আস্‌বে), আর সিঙ্গাপুর-প্রবাসী পারস্যদেশীয় পোষাক পরিহিত অন্য দু-তিনটী ইরানী ভদ্রলোক—জন সাত-আট লোক একত্র জটলা ক'রে আছে, সেখানে আমায় নিয়ে এসে ব'ল্‌লেন, "প্রফেসর চাতর্জী, আমাদের তর্ক হ'চ্ছে এই বিষয় নিয়ে; হঙ্‌কঙ্‌-এর নামাজী সাহেব ব'লছেন যে, প্রাচীন পারস্যে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে, ইতিহাসের চর্চা ছিল না; ইতিহাস লেখা শুরু করে 'গ্রীক'-এরা; আমরা ও কথা মান্‌তে চাই না; আমরা বলি যে, প্রাচীনকালে আমাদের ইতিহাস খুব ছিল; কিন্তু আরব বর্বরেরা এসে আমাদের সমস্ত ধ্বংস ক'রে দেয়। আপনি কি বলেন?"

এঁদের কথাবার্তা চল্‌ছিল, ভাঙা আর বিশুদ্ধ ইংরেজীতে, ক্বচিৎ হিন্দুস্থানীতে, ক্বচিৎ বা খাস ইরানীর মুখের মিঠে ফারসীতে। শেষোক্ত ভাষাটীর দু-চারটী শব্দ আর পদ ছাড়া বাকী আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। আমি

ইংরেজীতে যথাজ্ঞান ব'ল্‌তে লাগ্‌লুম—"খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে, যখন গ্রীকেরা যাকে আখাইমেনীয় Akhamenian বংশ, সেই বংশের রাজারা পারস্যে রাজত্ব ক'রতেন, তখন তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান রাজা, সম্রাট্ Darayavahush দারয়বহুষ্ বা দারেইওস্ Dareios (Darius) বিসিতুন পাহাড়ের গায়ে তাঁর রাজ্য-প্রাপ্তির পর রাজ্যে একটা বিদ্রোহের ইতিহাস বেশ ক'রে খুটিয়ে বর্ণনা ক'রে উৎকীর্ণ ক'রে গিয়েছেন, এ থেকে অবশ্য নিশ্চয়ই এটা ব'ল্‌তে পারা যায় যে, প্রাচীন যুগের ইরানীদের ঐতিহাসিক বোধ-শক্তিটা বেশ প্রবল ছিল। গ্রীক রাজা মাসেদোনের আলেক্সান্দর যখন পারস্য-জয় করেন, তখন তিনি সুরাপানে উন্মত্ত হ'য়ে একদিন পারস্যের এই হখামনিষীয় বা আখাইমেনীয় রাজাদের রাজধানী পর্সিপোলিস্-নগরী আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এইরকম ঘটনা পারস্য দেশে বহু বার হ'য়েছিল। এই প্রকার গ্রীকদের মত সুসভ্য বিদেশীদের অথবা Parthian বা পারদ জাতির মত অর্ধ-বর্বর জা'তের হাতে প'ড়ে, পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস অন্ততঃ কতকটা যে নষ্ট হ'য়েছে, তা স্বীকার ক'রতেই হয়। ওদিকে গ্রীকদের মধ্যে ইতিহাস লেখার রীতি Herodotos হেরোদোতস্-এর আগেকার কালের নয়—আর হেরোদোতস্ হ'চ্ছেন এই হখামনিষীয় রাজা দারয়বহুষের ছেলে খ্‌সয়ার্ষ বা Xerxes এর সমসাময়িক। তার পরের যুগে, যখন খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম পাদে (২২২ সালে) পারস্যে সাসানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হ'ল, তখনও যে ইতিহাস লেখা হ'য়েছিল, তার প্রমাণ আছে। অবশ্য এই ইতিহাস আধুনিক ধাঁজের নিছক কেতাবী আর 'পাথুরে' প্রমাণওয়ালা ইতিহাস নয়, গল্পচ্ছলে ইতিহাস,—উদাহরণ-স্বরূপ, 'কারনামক্-ই অর্তখশীর ই পাপকান' নামক পহ্‌লবী বইয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব বইয়ের গল্প অবলম্বন ক'রে, ফিরদৌসী পরে তাঁর মহাকাব্য শাহ্-নামা রচনা করেন। এই মহাকাব্য ইতিহাস অবশ্য রোমান্সে পর্যবসিত হ'য়ে গিয়েছে—আর কোন্ দেশেই বা তা না হ'য়েছে? তবে প্রাচীন পারস্যে যে ইতিহাস-চর্চা ছিল না, একথা জোর ক'রে বলা চলে না।"

ইরানী শ্রোতৃবর্গের মধ্যে দু' একজন যাঁরা ইংরেজী ভালো বোঝেন না (হিন্দুস্থানী সবাই বোঝেন ও বলেন), তাঁদের জন্য নামাজীদের একজন সংক্ষেপে ফারসীতে আমার কথাগুলি ব'লে বুঝিয়ে দিলেন। ইতিহাস বিষয়ে প্রাচীন পারস্যের গৌরব অটুট রইল, আর সঙ্গে-সঙ্গে এঁরা আরবের প্রতিও একটু ঝাল ঝেড়ে নিলেন—"এই বর্বর আরবগুলো যখন আমাদের দেশ জয় করে, তখন তারা যে-সমস্ত অনাচার ক'রেছিল, তার মধ্যে যে আমাদের সব পুরাতন লাইব্রেরী পুড়িয়ে' দিয়েছিল সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই, আরব নেতা ওমর মিসর দেশে গিয়ে, আলেক্সান্দ্রিয়ার অমন যে বিরাট্ লাইব্রেরী তাই-ই পুড়িয়ে' দিলে।"—ইত্যাদি।

ওমরের দ্বারা আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পোড়ানো ব্যাপারটাকে কেউ-কেউ যে গল্প ব'লে মনে করেন, সে কথা আমি এঁদের ব'ললুম, কিন্তু এঁদের কেউ গল্প ব'লে বিশ্বাস ক'রতে চাইলেন না। তারপর, আরব আর পারস্য, এই দুই জা'তের মধ্যে ইসলামী সভ্যতা সৃষ্টি ক'রতে কার কতটা দান, তাই নিয়ে কথা উঠ্‌ল। এক কোরান আর মোহম্মদের ব্যক্তিত্ব ছাড়া আরবের দান যে অতি নগণ্য—কি দর্শনে, কি সাহিত্যে, কি শিল্প-কলায়, কি বিজ্ঞানে, পারস্য যে আরবের ঢের উপরে, এ কথা ইউরোপের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা ব'লে গিয়েছেন। এই সব কথা নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে, পারস্যের গৌরবের প্রতি আমার মনে বরাবরই যে গভীর শ্রদ্ধা আছে তা প্রকাশের এই উপযুক্ত অবসরের সদ্ব্যবহার ক'রছি—ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর-প্রবাসী একটী গুজরাটী মুসলমান যুবক এসে আমাদের দলে যোগ দিলেন। এঁর নাম জুম্মাভাই, অতি শিষ্ট সদালাপী সহৃদয় যুবক, সিঙ্গাপুরে কবির আগমন যাতে সার্থক হয় সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন। কবির সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ ঘট্‌বার পূর্বেই, আমাদের সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে চ'লে আস্‌তে হ'ল। ইনি নানা কাজে, বিশেষতঃ কবির আগমন-সম্পর্কে সভা-সমিতির আয়োজনে, বড়োই ব্যস্ত ছিলেন। কেবল, যে-দিন আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি, সেই দিন যে-জাহাজে ক'রে আমরা মালাক্কা যাত্রা করি সেই জাহাজে আমাদের তুলে দিতে এসে, জুম্মাভাই জাহাজের ক্যাবিনে ব'সে দু-চারটী অন্তরঙ্গ বিষয়ে কবির অভিমত জিজ্ঞাসা

করেন—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি, সার্থকতা কিসে, পরমার্থ কি, ইত্যাদি বিষয়ে,—আর খুব মনোযোগ দিয়ে, বিচার-শক্তির সঙ্গে কবির কথাগুলি শোনেন ;—এঁর জিজ্ঞাসু মনের আর এঁর শুশ্রূষার পরিচয় পেয়ে, কবির বেশ ভালো লাগে, কিন্তু এ যাত্রায় এই-ই এঁর সঙ্গে প্রথম ও শেষ আলাপ। যাক্—জুম্মাভাই আমাদের আলোচনা খানিক শুনে, আরব জা'ত—যার সম্বন্ধে অজ্ঞ ভারতীয় মুসলমানের মনের ভাব সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুর ব্রাহ্মণজা'তের প্রতি অন্ধ ভক্তিরই মতন, সেই আরব জা'তের হ'য়ে দুই-একটা প্রশ্ন ক'রলেন। তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কেতাব থেকে লব্ধ আরব সভ্যতার ইতিহাস, ইসলামের উৎপত্তি, 'ইস্‌লামী' সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে দু-চারটে কথা ব'লতে হ'ল ; জুম্মাভাই বেশ সহিষ্ণু-ভাবে আমার কথাগুলি শুনলেন, আর এসম্বন্ধে যে অধ্যয়নের আবশ্যকতা আছে তা স্বীকার ক'রলেন। বৃদ্ধ নামাজী আর অন্য ইরানী ভদ্রলোকদের প্রীতিপূর্ণ স্মিত-হাস্যের সঙ্গে সেই সন্ধ্যার তর্ক-সভা ভঙ্গ হ'ল।

কবির ক্ষুদ্রতম সেবার জন্য নামাজীরা যেরূপ চেষ্টা ক'রতেন, তার দ্বারা কবির প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা ফুটে উঠ্‌ত। কবির কিছু আবশ্যক কিনা, প্রতিদণ্ডে এঁরা আমাদের মারফতে খোঁজ নিতেন। এঁদের বাড়ীর পাচক একজন ইরানী, দেশ থেকে তাকে এঁরা সিঙ্গাপুরে এনেছেন। এই পাচকটীকে এরা সিঙ্গাপুরের নিজেদের বাড়ী থেকে এনে সিগ্‌লাপে রেখে দেন। নামাজী মহাশয় কবির আগমন-উপলক্ষে তাঁর সিগ্‌লাপের বাড়ীতে একদিন একটী সান্ধ্য সম্মিলন আহ্বান করেন, সেখানে কবির অনুরাগী কতকগুলি লোকের সমাগম হয় ; যদি হঠাৎ কখনও দরকার হয়, এইজন্য এঁদের বড়ো একখানি মোটর-গাড়ী কবির জন্য সারাদিন হাজির থাক্‌ত, আর আমাদের ব্যবহারের জন্য এঁদের আর একখানি গাড়ীও মোতায়েন ছিল।

যে-দিন আমরা সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নিই, সেদিন শহরে কবির আর তাঁর দলের একটা মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা সকলে সেখানে গিয়েছিলুম। দুটোর সময় সেখানকার খাওয়ার ব্যাপার চুক্‌ল, নামাজী মহাশয় তাঁর শহরের বাড়ীতে কবিকে নিয়ে গেলেন ; দুটো থেকে চা'রটে দুই ঘণ্টা তিনি সেখানে বিশ্রাম ক'রবেন তারপর চা খেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে, সাড়ে চারটেয় মালাক্কা যাবার জাহাজে উঠ্‌বেন। আমাদের মাল-পত্র লরী ক'রে সিগ্‌লাপ্ থেকে জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, আমরা খালি-হাত-পা—ঐ সময়টুকুন শহরে দুই-একটা ছোটো-খাটো কেনা-কাটার কাজ ক'রে, যথা-সময়ে জাহাজের ঘাটে গিয়ে হাজির থাক্‌বো এই ঠিক হয়। আমাদের কাজ চুকিয়ে' চারটের দিকে আরিয়ম্ আর ধীরেন-বাবু গেলেন জেটীর অভিমুখে, জাহাজে আমাদের মালগুলো ঠিক ক'রে চড়িয়ে' দেওয়া হ'ল কি না দেখ্‌তে ; আর স্থরেন-বাবুর আর আমার উপর ভার প'ড়্‌ল, নামাজী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে, কবিকে গৃহ-স্বামী সওয়া-চারটের মধ্যে যাতে ছেড়ে দেন, তার ব্যবস্থা ক'রে, সাড়ে-চারটের মধ্যেই তাঁকে জাহাজে নিয়ে আস্‌বার। শহরের মধ্যে গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণের অধিবাস-ভূমি একটী ধনাঢ্য পল্লীতে উঁচু এক টিলার উপরে শ্রীযুক্ত নামাজী মহাশয়ের প্রাসাদ। আমরা পৌছলে, তাঁর কাছে খবর যেতেই নামাজী মহাশয় স্বয়ং নীচে নেমে এলেন, ব'ল্‌লেন যে, কবি উপরে আছেন; তাঁর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কবি কথা-বার্তা কইছেন, তাঁরা তাঁকে চা জলখাবার খাওয়াচ্ছেন। শ্রীযুক্ত নামাজী আমাদের দুজনের সঙ্গে চা খেলেন, আর দু-রকম ফারসী মিষ্টান্ন খাওয়ালেন, তার মধ্যে একটী কি-একটা গাছের রসের সঙ্গে মধু দিয়ে তৈরী, চমৎকার খেতে লাগ্‌ল সেটী। তার পরে শ্রীযুক্ত নামাজী আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন—তাঁর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দেবার জন্য। এঁরা পারস্য দেশের লোক, সেখানে এখনও কড়া পরদার রেওয়াজ। কিন্তু কবির কথা স্বতন্ত্র, তিনি মহিমান্বিত লোক-গুরু, সকলেই অসঙ্কোচে তাঁর কাছে আস্‌তে পারে, এবং এসেও থাকে। উপরে গিয়ে দেখলুম, কবি নাম্‌বার জন্য তৈরী হ'য়েছেন, আর সেখানে তাঁকে বিদায় দেবার জন্য শ্রীযুক্ত নামাজীর পত্নী আর তাঁর কন্যা আর পুত্রবধূরা ঘিরে আছেন, বাড়ীর ছোটো ছেলেমেয়েরাও র'য়েছে। শ্রীযুক্ত নামাজী ফারসী ভাষায় আমার পরিচয় ক'রে

দিলেন—ব'ল্‌লেন যে, ইনি একজন বুজুর্‌গ্‌ ও নামদার প্রফেসর, এবং "জ়্যাবওন্‌ ই-ফওর্‌সীবও খেইলী খূব্‌ মী দওনাদ্‌"—অর্থাৎ, ফারসী ভাষাটা খুব ভাল জানেন। মেয়েরা আপসে ফারসী আর হিন্দুস্থানীতে, আর কবির সঙ্গে ইংরেজী আর হিন্দুস্থানীতে কথা কইছিলেন। এঁদের মধ্যে অসাধারণ সুন্দরী কতকগুলি মেয়ে ছিলেন। একজন শ্রীযুক্ত নামাজীর কন্যা, ইংরেজী বেশ জানেন, আমি ফারসী জানি শুনে আমায় ফারসীতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন আপনি কোথায় ফারসী প'ড়েছেন? আমাকে তাড়াতাড়ি যথাজ্ঞান ভাঙা-ভাঙা ফারসী ভাষায় ব'ল্‌তে হ'ল যে, আমি ফারসী ভাষার দু-একখানি ব্যাকরণ প'ড়েছি মাত্র, এতে কথা বল্‌বার শক্তি আমার নেই- কোনোও সাহিত্যের বই পড়িনি, কিন্তু এই ভাষার প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ আছে—এটীকে পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর মিষ্টি ব'লে মনে করি—"জ়্যাবওন্‌-ই-ফওর্‌সীবও ক্যাশ্যাঙ্গ্‌ত্যাবীন্‌ উ শীরীন্‌ত্যাবীন্‌-ই-জ়্যাবওন্‌হও-ই-দুনিয়ও খ্যওল মী-কুনম্‌।" এরা একেবারে পরদা-নশীন মেয়ে ব'লে মনে ক'রেছিলুম, কিন্তু বেশ সহজ-ভাবে, উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী মেয়ের মতনই কথাবার্তা কইলেন। কবিকে এঁরা ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন যে, আপনি এত বড়ো কবি, কিন্তু আপনি ফারসী জানেন না, ফারসী হ'চ্ছে কবিতার ভাষা—এ বড়ো দুঃখের কথা। কবি ব'ল্‌লেন, "আমি তোমাদের দেশে যাবো, আর তখন চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো যদি শিখ্‌তে পারি, আর তখন আমাদের এই অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে প্রথম পাঠ নেবো।" আমি স্মরণ করিয়ে দিলুম যে, কবির পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন উঁচু দরের ফারসী-দাঁ অর্থাৎ পারস্য-জ্ঞ ছিলেন, আর হাফেজের অনেক কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, আর হাফেজের একটা পদের লাইন, যে পদটীতে বাঙলা দেশের উল্লেখ আছে—(পদটী এই—"শকর্‌-শিকন্‌ শওঅন্দ্‌ হমা তূতীআন-ই-হিন্দ্‌, জ়ীন্‌ কন্দ্‌-ই-পার্‌সী কি ব-বঙ্গালা মী-রওঅদ্‌"—অর্থাৎ, "পারস্যের এই যে শর্করাখণ্ড বাঙলা দেশে যাচ্ছে, ভারতের সমস্ত শুকপক্ষীরা সেই শর্করাখণ্ড ভেঙে-ভেঙে আস্বাদ ক'র্‌বে," সেটী স্মরণ ক'রে তার ভাবটী নিয়ে ইংরেজীতে ব'ল্‌লুম, "নিশ্চয়ই, এ বড়ো আফসোসের কথা যে, আমাদের এই কবি যিনি ভারতবর্ষের কাব্যোদ্যানের একমাত্র শুকপক্ষী, তিনি পারস্যদেশের শর্করা চাখ্‌তে পার্‌লেন না।" পারস্যের কবিশ্রেষ্ঠ-কর্তৃক প্রযুক্ত ভাব—পারস্যের সন্তানেরা এই কথাটী শুনে ভারী খুশী হ'লেন। শিষ্টাচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁরা কবির প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে-সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় নেমে, বাড়ীর গাড়ী বারান্দা পর্যন্ত এলেন। কবি শ্রীযুক্ত নামাজীর মেয়েদের ও বধূদের আশীর্বাদ্‌ ক'রলেন, শ্রীযুক্তা নামাজী-গৃহিণী ফারসীতে আর হিন্দুস্থানীতে কবির জন্য ভগবানের দোওয়া বা আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'র্‌তে লাগলেন, আর কবির জন্য চা'রটী টিনে ক'রে ফারসী মিষ্টান্ন আর কিছু আনারস গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর কবির যাত্রা যেন শুভ হয় তার জন্যও কামনা জানালেন। গাড়ীতে উঠে কবি ব'ল্‌লেন, "আমাদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—আজ এখানে সেই রকম ক'রে আমাদের সিঙ্গাপুরে অবস্থান শেষ হ'ল।" শ্রীযুক্ত নামাজী তাঁর স্ত্রীকে কবির কথা তর্জমা ক'রে ব'ল্‌লেন, কবির কাছে এই প্রশংসাবাদটুকু পেয়ে মেয়েরাও খুশী হ'লেন।—এঁদের বাড়ীর মেয়েদের হঠাৎ দেখ্‌লে, বড়ো পার্‌সী ঘরের মেয়ে ব'লে বোধ হয়—সকলে কালো বা নীল রঙের রেশমের সাড়ী পরা, কিন্তু বেশ একটু সহজ আভিজাত্য, একটী মনোহর দীপ্তশ্রী থাকায়, এঁদের সৌন্দর্যকে আরও যেন উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল। পরে মালাক্কা নগরে কথাপ্রসঙ্গে এই ইরান-দুহিতাদের কথা উঠ্‌তে, রূপকার সুরেন-বাবু ব'লেছিলেন—এই মেয়েদের দেখে এখন বুঝ্‌তে পারা যায়, হাফেজ-টাফেজ কি inspiration বা অনুপ্রাণনা পেয়ে কবিতা লিখ্‌তে ব'সেছিলেন। সুরেন-বাবুর মন্তব্যটী, বলা বাহুল্য, আমারও পূরা সমর্থন পেয়েছিল। এঁদের সঙ্গে পরিচয়ের অপ্রত্যাশিত সম্মান আমাদের দান ক'রে, শ্রীযুক্ত নামাজী তাঁর অতিথি-সৎকারকে পূর্ণ হ'তে যেন পূর্ণতর ক'রে দিলেন। সিঙ্গাপুর থেকে যাবার সময় এই পরিবারের সৌজন্যের স্মৃতি একটী পরম লাভ ব'লে গ্রহণ ক'রে, আমরা নামাজী মহাশয়ের গৃহদ্বার থেকে বিদায় নিলুম।

এটা মালাই জা'তের দেশ ; এখানে ইংরেজ কর্তৃক নোতুন ক'রে স্থাপিত সিঙ্গাপুর শহর, যে শহরের পত্তন ক'রেছিল না কি হিন্দুধর্মাবলম্বী যবদ্বীপবাসীরা ; এই সিঙ্গাপুরে চার লাখের উপর লোকের মধ্যে তিন লাখের বেশী হ'চ্ছে চীনা ; আমরা ক'জন ভারতবাসী—চারজন বাঙালী আর একজন তামিল—এহেন জগাখিচুড়ীর দেশে এসে, সব-চেয়ে বেশী খুশী হ'লুম একটী ইরানী পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ ক'রে।

এই শহরে প্রায় বত্রিশ হাজার ভারতবাসী বাস করে—বেশীর ভাগ তামিল, কিছু গুজরাটী, কিছু পাঞ্জাবী (শিখ আর মুসলমান) আর পাঠান ; আর তিপ্পান্ন হাজার মালাই জাতীয় লোক। এখনও পর্যন্ত মালাই জাতীয় একজনেরও সঙ্গে আলাপ কর্‌বার সুযোগ আমার হয় নি, যদিও আমি এই সুযোগ ঘটাবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলুম। অনেকগুলি ভালো, ভদ্র, শিক্ষিত, উচ্চমনোভাবযুক্ত চীনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে ; আর ভারতবাসীরা তো দেশের-ই লোক, তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে, মিত্রতা হ'য়েছে।

১২ই আগস্ট ১৯২৭।

সিঙ্গাপুরে পা দিতে-না-দিতেই বুঝ্‌তে পারা গেল যে, "মিলে সব ভারত-সন্তান, এক-মন এক-প্রাণ" নয়,—এই বিদেশে এসেও। এই খবরটা পাওয়া গেল—প্রথমটা তিনি স্পষ্ট করে না ব'ল্‌লেও—মোড়ল-মশাইয়ের কাছ থেকে। ইনি বোম্বাইয়ের লোক ; দোহারা বেঁটে মোটা-সোটা মানুষটী, লোক হিসাবে মন্দ নয়, উপকারও আমাদের যথেষ্ট ক'রেছেন, তবে তিনি যে একটী আস্ত মোড়ল, বাঙলা-দেশের গেঁয়ো ঘোঁট-মঙ্গলে ও পাণ্ডাগিরিতে যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পারেন, তা প্রথম থেকেই আমরা নিঃসন্দেহে বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। মাণিকপীরের গানে যে আছে—"আপনার গণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গণ্ডা পরকে দেবা, মানী লোকের রাখ্‌বা মান"—এই নীতি তিনি পালন ক'রতে তৎপর ছিলেন। নানান্ সুরালা আর বেসুরো যন্ত্রের সমাবেশে সিঙ্গাপুরের কবি-সম্বর্ধনা ব্যাপারটী সমাধা হ'য়েছিল—মোড়ল-মশাইয়ের মোড়লী এই অনৈক্যের মধ্যকার ঐক্যতান বাদনে একটা ভাঙা-গলা যন্ত্রের মতনই শোনাচ্ছিল, তা সেটা ঢ্যাব্‌ঢেবে ঢোলক-ই হোক বা ফাট-ধরা কাঁসি-ই হোক্। মোড়ল-মশাই হাঁকাহাঁকি ক'রে এক লরী ডাকিয়ে আমাদের মাল-পত্র তুলে দিলেন ; তারপর আমাদের তিনজনের পোষাকের পারিপাট্যের বিচার ক'রে, তাঁর ব্যবহারে সম্মানের তারতম্যের অনুপাত ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন। তখন আমায় ব'ল্‌তে হ'ল যে, আমাদের মধ্যে একজন হ'চ্ছেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ, একজন ক'ল্‌কাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কার্যকরী সভার সভ্য, আর একজন বিশ্বভারতীর কলাভবনের শিক্ষক আর ত্রিপুরার রাজগোষ্ঠীর আত্মীয়। আমাদের সকলের respectability-র, সমাজে আমাদের যে-কিছু স্থান থাকতে পারে এটার কতক পরিচয় পেয়ে, তিনি তখন আমাদের সকলকেই ভালো মোটর গাড়ীতেই জায়গা দিলেন—আমরা অগ্রসর হ'লুম। পথে চুঙ্গীর আড্ডায় আমাদের একটু আট্‌কালে—লরী-বোঝাই আমাদের মাল-পত্র বাক্স-পেঁটরা যাচ্ছে, তার মধ্যে আমরা সিঙ্গাপুর শহরে লুকিয়ে মদ আমদানী ক'র্‌ছি কি না দেখবার জন্য—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ টেগোরের দলের লোকের মাল-পত্র শুনে, সেখানকার ইংরেজ কর্মচারী ছেড়ে দিলে। আমাদের সঙ্গে কিছু ভারতীয় টাকা আর নোট ছিল, সেগুলি মালয় দেশের টাকাতে ব'দলে নেওয়া ঠিক ক'র্‌লুম। আমাদের সঙ্গে আবিদ আলি ব'লে একটী গুজরাটী যুবক ব্যবসায়ী ছিলেন—অতি ভালো মানুষ, পরোপকারী, সহৃদয় লোক ইনি। ইনি তাঁর আপিসে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুল্‌লেন, বরফ-লেমনেড খাওয়ালেন, টাকা ব'দলে এনে দিলেন। এইখানে মোড়ল-মশাই তাঁর দুঃখের কথা আমাদের জানালেন। কবির আগমনকে সাফল্য-মণ্ডিত কর্‌বার জন্য তিনি আর তাঁর দল-বল প্রাণপণ যত্ন ক'রে আস্‌ছেন। বহু অনিদ্র রজনী তিনি এর জন্য কাটিয়েছেন ; কিন্তু দুনিয়ায় পাজী লোকের অন্ত নেই ; সমস্ত ব্যাপারটীকে ভণ্ডুল কর্‌বার জন্য কতকগুলি দুষ্ট লোক উঠে প'ড়ে লেগেছে। কিন্তু, থ্যাঙ্ক্ গড্, তারা কিছু ক'রতে পারে নি, পার্‌বে না ; যতক্ষণ

মোড়ল-মশাই আছেন, কার সাধ্য যে কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালযের জন্য আর্থিক সাহায্য যথোপযুক্ত হ'তে বাধা দেয়।

ভিতরের কথাটা চুম্বকে ব'লে নিই। তিন বছর পূর্বে কবি যখন চীন থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে চীন প্রয়াণ করেন, তখন তিনি রেঙ্গুনে নামেন, পিনাঙ-এ নামেন। পিনাঙ-এ ভারতীয়দের আর বহু অংশে চীনাদের মধ্যে কবির আগমনে খুব সাড়া প'ড়ে যায়, তারা তাঁকে কুয়ালা-লুম্পুর পর্য্যন্ত নিয়ে যায়। কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ-সাহায্য ক'রতে অনেকে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সেবার উদ্যোগ-পর্বেরও অনুষ্ঠান হয় নি। মালাই দেশের লোকেরা রবার-বাগানে রবার তৈরী ক'রে আর টিনের খনি থেকে টিন তুলে ফেঁপে উঠেছে। কাঁচা পয়সার দেশ। তখন রবারের বাজার বড় মন্দা। মালাই দেশের লোকেরা আশ্বাস দেন যে, রবারের বাজার একটু তেজ চ'ল্‌লে, নগদ টাকা দেশের লোকেদের হাতে খুব আস্‌বে, তখন দু-পাঁচ জনে বিশ্বভারতীর জন্য দানের মতন একটা সৎকাজ ক'রেও ফেল্‌বে। এইবার কবির যবদ্বীপ-যাত্রা ঠিক হ'লে পরে, পথে মালাই দেশটাও তিনি ঘুরে যাবেন স্থির হয়। তাতে সেখানকার লোকেদের মধ্যে অনেকে তাঁকে স্বাগত ক'রে আহ্বান ক'রতে থাকে। গত এপ্রিল মাসে রবারের বাজার খুব গরম ছিল। বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্মী শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ উইলিযামস্-এর বহু আত্মীয় আর স্বদেশীয় বন্ধু সমগ্র মালাই দেশে বাস ক'রছেন। তাঁরা ব্যারিস্টারী ক'রে, ডাক্তারী ক'রে, রবার-বাগানের মালিক হ'য়ে, ঐ দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন। স্থির হ'ল যে, আগে শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ মালাই দেশে গিয়ে, কবির আগমন উপলক্ষ্যে সব বন্দোবস্ত ক'রবেন, আর পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেখানকার লোকেদের কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহেরও কথাটা পাকাপাকি ক'রে রাখ্‌বেন। বিশ্বভারতীর কাজ চালানোর জন্য অর্থের খুবই আবশ্যক। এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান—"যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্"—যেখানে ভারতের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের আলোচনা হবে, যেখানে ভারত-বহির্ভূত অন্য জাতিরও শ্রেষ্ঠ দানের চর্চা হবে—যে প্রতিষ্ঠানে বিদেশের মনীষীরা এসে অধ্যয়ন, অনুশীলন, অধ্যাপন ক'র্‌তে পার্‌বেন—আধুনিক জগতের পক্ষে এর খুবই আবশ্যকতা আছে। ভিন্ন-ভিন্ন জাতির উৎকর্ষের সমস্ত বিশিষ্ট অঙ্গগুলির আলোচনা, জগতের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রীতি আর শান্তি আন্‌বার পক্ষে অন্যতম প্রথম সাধন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়েই, কবি তাঁর এই সাতষট্টি বৎসর বয়সে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে, বিশ্বভারতীকে গ'ড়ে তুল্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ছেন। এই কাজে তিনি ইউরোপের নানা রাষ্ট্রের কর্তাদের আর চিন্তাশীল নেতাদের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ আর সাহায্য পেয়েছেন। মালাই দেশের অধিবাসীদের অনেকের এতে যোগ দিয়ে সাহায্য কর্‌বার ইচ্ছা আছে দেখে, তিনি ওখানকার লোকেদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে, আর বিশ্বভারতীর আদর্শের সম্বন্ধে তাদের কিছু প্রচার ক'র্‌তে রাজী হন।

মালাই দেশে চীনাদের একাধিপত্য—দলেও চীনারা খুব ভারী, এরা এখন সংখ্যায় দেশের আদিম অধিবাসী মালাইদের কাছা-কাছি পৌঁছেচে, আর দেশের প্রায় সমস্ত অর্থ চীনাদেরই মুঠোর মধ্যে। চীনাদের মধ্যে টাকার সঙ্গে-সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের জন্য একটী আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। কবি চীনে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান আকর্ষণ করেছেন। চীনা ভাষায় তাঁর বইও অনেক অনূদিত হ'য়েছে, চীনেদের মধ্যে তাঁর ভক্ত পাঠক অনেক আছে। তা ছাড়া, ভারত আর চীন, এই দুই প্রাচীন জা'ত, যারা এক সময়ে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সৌহার্দ্য-সূত্রে গ্রথিত ছিল, তাদের মধ্যে আবার যাতে উৎকর্ষের ঐক্য আর মনের মিল নোতুন ক'রে হয়, তার জন্য কবির যে একান্ত আগ্রহ আছে, তার প্রতি চীনাদেরও পূরা সহানুভূতির সৃষ্টি হ'য়েছে। কবি চান, যাতে আধুনিক ভারতে চীনা ভাষার, চীনা সাহিত্যের আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর বিশ্বভারতীতে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ভালো ক'রে চীনা ভাষার আলোচনার প্রতিষ্ঠা তিনিই ক'রেছেন, বিখ্যাত ফরাসী চীন-বিদ্যাবিৎ আচার্য Sylvain Lévi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি-র সাহায্যে, লেভির উৎসাহে আর শিক্ষায়, আর পরে রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত যুবক

অধ্যাপক Giuseppe Tucci জুসেপ্পে তুচ্চি-র, এবং চীন-দেশীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Ngo Cheong Lim ঙো-চিওঙ্-লিম্-এর সহযোগিতায়, এখন চীনাভাষা নিয়ে আলোচনা ক'রছেন এই রকম পণ্ডিত একাধিক জন হ'য়েছেন—এঁদের মধ্যে উল্লেখ ক'রতে পারা যায় সুবিখ্যাত আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, আর বিশ্বভারতীর গ্রন্থ-শালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এঁদের দুজনকে। ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Ryukwan Kimura র্যুখাঙ্ কিমুরা আগে থেকে একটু চীনা, একটু জাপানী পড়িয়ে' আসছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাতে বিশেষ কোনও ফল হয় নি। আচার্য শ্রীযুক্ত লেভির প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিন বৎসর পারিসে চীনা ভাষা, বৌদ্ধ ধর্ম আর প্রাচ্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন ক'রে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম Docteur-ès-Lettres অর্থাৎ 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি নিয়ে দেশে ফিরেছেন। এখন তিনি ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ক'র্‌ছেন; ইনি ভারতের চীনা ভাষায় প্রথম বড়ো পণ্ডিত হ'য়ে ফিরলেন, এঁর দ্বারা দেশে চীন-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হ'তে অনেক সাহায্য হবে। বাগচী মহাশয়ের চেষ্টার মূলেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী। এক দিকে যেমন ভারতে চীনা ভাষার একটা স্থান কর্‌বার জন্য কবি বদ্ধপরিকর, অন্য দিকেও তিনি চান যে চীনারা যেন সংস্কৃত আর পালি প'ড়্‌তে লেগে যায়। এই দুই দেশের মধ্যে চীনা আর সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকদের অদল-বদল কর্‌বার ব্যবস্থা গতবার চীনে গিয়ে তিনি পেকিঙের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের সঙ্গে ক'রে এসেছিলেন, সেখানে তাঁরা পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু চীন-দেশে ইংরেজদের সঙ্গে চীনা জাতীয় দলের মিত্রতার অবসান হওয়ায়, আর চীনে অন্তর্বিপ্লব লেগে থাকায়, আপাততঃ এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত ক'রতে পারা যাচ্ছেনা। তা হ'লেও, বহু শিক্ষিত চীনা এই বিষয়ে এখনও কবির সঙ্গে সহ-মত, আর বিশ্বভারতীর কার্যের সঙ্গে এই জায়গায় তাঁরা একটা মস্ত যোগ পেয়েছেন। চীন-দেশে চীনাদের মধ্যে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বিশ্বভারতীর কাজে সাহায্য ক'রেছেন এবং ক'র্‌ছেন। এখানে মালাই দেশেও চীনাদের সহযোগিতা বেশ সুন্দর ভাবে পাওয়া গিয়েছে।

কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে বারো-রাজপুতের-তেরো-চুলো অবস্থা। মোড়ল-মেজাজের লোকের, খোদ-হাকিমী মেজাজের লোকের অন্ত নাই। ঠিক দেশেরই মতন ব্যাপার। এখানে দলে ছোটো ব'লে, এই পার্থক্য আর অনৈক্য সহজেই চোখে পড়ে। এদেশে উপনিবিষ্ট ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানে দলাদলি আছে, তবে সেটা দেশে যতটা, এখানে অতটা প্রবল বা প্রকট নয়, একটু অন্তঃসলিলা হ'য়ে আছে ব'লে মনে হয়। ধর্ম না নিয়ে, এখানে প্রদেশ আর ভাষা নিয়ে ঝগড়া আছে। বলা বাহুল্য, এর মূলে আছে ছোটো স্বার্থ। যারা ইংরেজী লেখাপড়া, আর মতলব-বাজ 'চালাক' লোকের পলিটিক্সের ধার ধারে না, তাদের মধ্যে, আমাদের রাজাদের প্রিয় placid pathetic contentment থাকায়, তারা পরস্পরের মধ্যে খেয়োখেয়ী কর্‌বার পথ পায় না। এই শ্রেণীতে পড়ে তামিল চেট্টীরা—এরা আনুষ্ঠানিক হিসাবে গোঁড়া হিঁদু—আর তামিল মুসলমান দোকানদারেরা, যাদের 'চুলিয়া' বলে, আর তা ছাড়া সাধারণ অন্য ভারতীয়েরা—যেমন ছোটো-খাটো গুজরাটী মুসলমান দোকানী, শিখ মোটরওয়ালা, হিন্দুস্থানী দুধওয়ালা, যারা দু-মুঠো কামিয়ে খাবার জন্য এ দেশে এসেছে। তামিল আর অন্য ভারতীয় কুলিদের কেউ পোঁছেও না; এরা নিজ-নিজ রবার বা না'রকল বাগানে, বা পাবলিক-ওয়ার্ক্‌স্-ডিপার্ট্‌মেণ্টে, মজুরের কাজ নিয়ে, নিজেদের মধ্যেই থাকে। বেশী রেষারেষি দেখা গেল, এই কয়টী সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে—গুজরাটী খোজা বেনিয়া, যারা বড়ো-বড়ো ব্যবসায় করে আর ইংরেজীটা কাজ-চালানো-গোছ জানে—খুব লেখাপড়া না শিখ্‌লেও, এই ইংরেজীর জ্ঞানটুকু এদের মধ্যে একটা শিক্ষিতের মতন বাহ্য চেকনাই দিয়েছে, এদের খুবই প্রবুদ্ধ ক'রে তুলেছে; ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রের বাইরে, রাজনীতি আর অন্য ক্ষেত্রেও এদের এই ইংরেজী-জ্ঞান, ক্ষমতা-লাভের আর প্রতিষ্ঠা-অর্জনের একটী ইচ্ছা জাগিয়ে' তুলেছে (অবশ্য এটা

মানতে হবে যে, মালাই দেশের পলিটিক্স, বিশেষ ক'রে সেখানকার ভারতীয়দের পলিটিক্স, এখনও বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের-দপ্তরে বর্ণিত কোলু-নন্দনের পাতের তেতুলগুড় মাখা ভাত আর মাছের-কাঁটা লোলুপ জীববিশেষের পলিটিক্সের অবস্থাতেই আছে); এদেশে আরও আছে, দক্ষিণ ভারতের তামিল আর মালয়ালী হিন্দু চাকরে', আর সিংহলের তামিল হিন্দু আর তামিল খ্রীষ্টান শিক্ষিত-মণ্ডলী। শেষোক্ত সিংহলী তামিলদের মধ্যে থেকেই বেশীর ভাগ উচ্চ-শ্রেণীর আর নিম্ন-শ্রেণীর কেরানী আর অন্য সরকারী চাকরে', ডাক্তার, ব্যারিস্টার প্রভৃতি, নানা প্রতিষ্ঠার স্থান দখল ক'রে, আজকাল মালাই দেশময় ছড়িয়ে' র'য়েছে। কিছু পরিমাণ সিংহলের বৌদ্ধ সিংহলী, আর মুষ্টিমেয় বাঙালী—ডাক্তার, ওভারসিয়ার, ইত্যাদি—এদেরও দেখা যায়। মনে হ'ল, বিরোধটা বিদ্যমান, মুখ্যতঃ এই দুই দলের মধ্যে—একদিকে ভারতীয় গুজরাটী আর তামিল, আর অন্যদিকে সিংহলীয় তামিল আর খাঁটি সিংহলী, বৌদ্ধ। একদিকে আছে গুজরাটীদের পয়সা, আর ভারতীয় তামিলদের বিদ্যা—কিন্তু সিংহলীরা সব কাজ-কর্ম চাকরী-বাকরী আর ওকালতী-ব্যবসা আগে থেকেই দখল ক'রে ব'সে থাকার দরুন, বিদ্যাব্যবসায়ী এইসব ভারতীয় তামিল আর অন্য ভারতীয়দের বিদ্যার কোনও অর্থকর প্রয়োগ হ'চ্ছে না ব'লে, এদের মনে সিংহলীদের প্রতি আক্রোশ এসে গিয়েছে; আর অন্য দিকে এর প্রতিকূলে যেন দণ্ডায়মান, সিংহলের জাফ্না তামিলদের শিক্ষা আর সরকারী কাজে প্রতিষ্ঠা। বাঙালীরা আর উত্তর-ভারতীয়েরা সংখ্যায় কম ব'লে, এসব গোলমালে তেমন ভাবে অংশ গ্রহণ ক'রতে পারে নি। পরস্পরের মধ্যে এই ইংরেজী-শিক্ষিত লোকেরা কিছু কাল ধ'রে ইস্কুলের ছেলেদের মত, খুনসুটি ক'রে আসছে, রেষারেষি ক'রে দু-তিনটে ক্লাব আর সমিতিও গ'ড়েছে। আর কিছুকাল হ'ল, মালয়ের নোতুন গভর্ণর আসায়, তার সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে দু-দলের মোড়লদের মধ্যে মনোমালিন্যটা একটু বেশী দূর গ'ড়িয়েছে। নোতুন লাটের স্বাগতের জন্য পার্টি দিতে হবে, ভারতীয় গুজরাটী-প্রমুখ মোড়লেরা হাজার আষ্টেক ডলার চাঁদা তুলেছিলেন, সিংহলীরা না কি কয়েক শ'র বেশী তুলতে পারেন নি। দু-দলে কিন্তু মিলন হ'য়ে, ভারত আর সিংহল জড়িয়ে', ঘটা ক'রে লাট-সম্বর্ধনা হ'ল; এতে (গুজরাটীদের দু-একজনের কাছে শোনা কথা), পড়িয়ে-লিখিয়ে আর হুঁশিয়ার লোক ব'লে, জাফ্না-তামিলেরাই একটু বেশী রকম মোড়লী ক'রেছিল,—সেটা যাঁরা বেশী পয়সা দিয়েছিলেন তাঁদের পছন্দ-সই হয়নি। আবার তার উপরে, লাট সাহেব সম্বর্ধনা পেয়ে, তার স্বাগতের প্রত্যুত্তরে অনবধানতা-বশতঃ ভারতবাসীদের উল্লেখ ক'রতে না কি ভুলে' যান, কেবল সিংহলীদেরই সাধুবাদ দেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারটা ভারতীয় আর সিংহলীদের মিলনকে ঘনিষ্ঠ হ'তে বড়ো সাহায্য করেনি। তার পরে আছে, মালাই দেশের মন্ত্রণা-সভায় সরকার-কর্তৃক মনোনীত কাউন্সিলরদের মধ্যে, ভারতীয়দের তরফ থেকে কাউন্সিলর হ'বার জন্য দু'দলেরই মাতব্বরদের ইচ্ছে। বন্ধুবর আরিয়ম্ সিঙ্গাপুরে এসে যখন কবির অবস্থান আর ভ্রমণ-বিষয়ে বন্দোবস্ত ক'রছিলেন, তখন এই রেষারেষির ঘূর্ণিপাকে তাঁকেও প'ড়তে হয়। তার প্রতি গুজরাটী দলের স্বাভাবিক বিরাগের কারণ ছিল, কারণ তিনি নিজে জাফ্নার তামিল, আর তাঁর আত্মীয় আর স্বদেশ-মিত্রও অনেকে মালয় দেশে আছেন। এইসব ঘোঁট-চক্রের মধ্যে, ভারতের সব জা'তকে এক ক'রে, আর এদের সঙ্গে চীনা আর ইউরোপীয়দের মিল ক'রে দিয়ে, আন্তর্জাতিক সিঙ্গাপুর শহরে কবির সম্বর্ধনাকে একটী সর্বজন-গৃহীত যথার্থ আন্তর্জাতিক ব্যাপার ক'রে তোলার মতন দুঃসাধ্য কার্য, কেবল রবীন্দ্রনাথের নামের গুণেই সম্ভব হ'য়েছিল। যথার্থ শিক্ষিত লোকেরা কবির মর্যাদা ঠিক ভাবে জানেন ব'লেই, শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ কবির আর কবির সঙ্গে আমাদের এই মালয়-ভ্রমণকে সম্পূর্ণরূপে সর্বজাতি-গৃহীত, সার্থক ও সফল ক'রে তুল্‌তে পেরেছিলেন।

সিঙ্গাপুরে আমরা ছিলুম সাতটী দিন। এই সাত দিনের কার্যাবলী আগে থাক্‌তেই ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল। এই কার্যাবলীর প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে আমাদের উপস্থিত থাক্‌তে হ'য়েছিল, তাতে আমরা এই দেশের আর এদেশের লোকেদের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রতে পেরেছিলুম। এ ছাড়া,

এখানকার অনেক, সাধারণ খবরও আমাদের নির্ধারিত সভা-সমিতির ফাঁকে-ফাঁকে, পরিচয়, জিজ্ঞাসা আর দর্শনের দ্বারা আমাদের জ্ঞান-গোচর হ'য়েছিল। সিঙ্গাপুরে যা যা আমাদের চোখে প'ড়্‌ল, তার কথা ব'ল্‌বো আর স্থানীয় অবস্থা বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনকে সম্পূর্ণ সুবোধ্য আর উপযোগী ক'রে নেবার জন্য, সিঙ্গাপুরে-ই মালাই-দেশ সম্বন্ধে দু'চার খানা বই কিনে নিয়ে প'ড়ে ফেলে, যে অবশ্য-জ্ঞাতব্য খবরটুকু জান্‌তে পেরেছি,—সেই প্রত্যক্ষ-দর্শন আর পঠন-লব্ধ জ্ঞান থেকে, দু'চারটে কথা নিয়ে, প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এদেশে আমাদের ভ্রমণের বিষয় ব'ল্‌তে-ব'ল্‌তে একটু-আধটু আলোচনাও ক'রবো।

বুধবার বিশে জুলাই আটটায় তো আমরা বন্দরে ভিড়লুম। জাহাজ-ঘাটায় কবিকে যে অভ্যর্থনা করা হ'ল, সেটীর অনুষ্ঠান ভারতীয়দের হাতে সনাতন ভারতীয় পদ্ধতিতে হ'ল—মালা দেওয়া, আতর-গোলাপ ছিটানো, বীণা বাজিয়ে গান, বক্তৃতা, সবই ছিল। এই অভ্যর্থনাটীর ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কবি-সম্বর্ধনার জন্য সিঙ্গাপুরের সব জা'তের লোককে নিয়ে তৈরী একটী International Reception Committee আন্তর্জাতিক কবি-সম্বর্ধনা মণ্ডলীর দ্বারায়। এতে ভারতীয় ছিল, চীনা ছিল, ইউরোপীয় ছিল, মালাইও ছিল। অভ্যর্থনার পরে কবি লাট-বাড়ীতে গেলেন, তাঁর সেক্রেটারী হিসেবে আরিয়ম্‌ তাঁর সঙ্গে রইলেন। ঐ দিন কবিকে নিয়ে আর কোনও সভা-সমিতির ব্যবস্থা ছিল না। সিগ্‌লাপে নামাজী-মশায়ের বাঙলায় আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'ল। লরী ক'রে আমাদের মাল-পত্র সেখানে পঁউছিয়ে, দিয়ে, গৃহস্বামীদের সঙ্গে কিছু প্রাতরাশ সমাধা ক'রে, সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি শহরে গেলুম। ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি ভাঙানো, চিঠি-পত্র কিছু এল' কি না তার খোঁজ নেওয়া, এই সবে আমেরিকান্‌-এক্স্‌প্রেস্‌-কোম্পানীর আপিসে দুপুরটা কাট্‌ল। বিকেলে কবি এলেন আরিয়মের সঙ্গে, সিগ্‌লাপে আমাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা দেখ্‌তে, একটু গল্প ক'র্‌তে; তিনি ব'ল্‌লেন, "তোমরা এখানে বেশ আছো – সমুদ্রের ধারেই, আর লাট-বাড়ীর মতন কেতা-দুরস্ত হ'য়ে থাক্‌বার হাঙ্গামা এখানে নেই।"

বুধবার দিনটা বেশ শান্তিতে কাট্‌ল। সমুদ্রের ধারে ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবু সন্ধ্যেবেলা ব'সে-ব'সে এস্‌রাজ বাজালেন। মোড়ল-মশাই এসে আমাদের সান্ধ্য ভোজনে যোগ দিলেন, কবির আগমনকে সাফল্য-মণ্ডিত কর্‌বার জন্য তিনি যে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রছেন সে-সম্বন্ধে তিনি আমাদের অনেক খবর দিলেন, অনেক বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে তাঁকে যে ল'ড়তে হ'চ্ছে তাও শোনালেন। পরে আরও একটু পরিচয়ে আমাদের একটু-একটু সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল যে, এই বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁর নিজের মধ্যেও অনেকটা যেন আছে।

বৃহস্পতিবার ২১শে জুলাই—এই দিনের প্রধান কাজ ছিল, বিকাল বেলা সিঙ্গাপুরের চীনা শিক্ষিত লোকেরা আর ধনী ব্যবসায়ীরা, Singapore Garden Club নামে তাঁদের একটা বড়ো ক্লাবের তরফ থেকে কবির জন্য এক চা-পানের মজলিস আহ্বান ক'রেছিলেন, সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করা আর ভারতে চীনা ভাষা আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনার পত্তনের জন্য কথাবার্তা কওয়া। এই চীনারা সৌজন্য-সহকারে বিস্তর বিশিষ্ট ভারতবাসী আর অন্য জাতীয় লোককেও এই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। এই সভায় কবিকে চীনের সঙ্গে ভারতের যোগ, আর বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে ব'ল্‌তে হয়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় চীনা ভাষা আর সাহিত্যের চর্চার আবশ্যকতা আমরা যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, সে-সম্বন্ধে তিনি বলেন। চীনের প্রতি তাঁর একটী বিশেষ অনুরাগ আছে, সেটী খালি প্রাচীন চীনের সঙ্গে ভারতের কল্যাণ-মিত্রতা স্মরণ ক'রে নয়—চীনের সংস্কৃতির, চীনের প্রাণের মধ্যে যে সার্বভৌম মানবিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত কতকগুলি উচ্চ আদর্শ বিদ্যমান আছে, সেইগুলি মনে ক'রে চীনকে তিনি ভালবাসেন। চীন তাঁর ভারতীয় প্রাণকে টেনেছে। আর তাঁর হৃদয়-গত আকাঙ্ক্ষা এই যে, চীন আর ভারত, প্রাচ্য জগতের এই দুই প্রাচীন মিত্র জাতির মধ্যে আবার নোতুন যোগ-সূত্রের সৃষ্টি যাতে ক'রে তিনি ক'র্‌তে পারেন। বিলাতে পড়াশুনা ক'রে আসা ডাক্তার,

ব্যারিস্টার আর অন্য শিক্ষিত লোক এখানকার চীনাদের মধ্যে যথেষ্ট আছেন। এরা সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে কবির কথা শোনেন। তার পর কতকগুলি চীনা যুবক, কবির আদর্শ, বিশ্ব-মানবিকতার দিক বিচার ক'রে চ'ল্তে গেলে জাতীয়তার স্থান কোথায়, এশিয়া আর ইউরোপের সংঘাত, এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এরা বেশীর ভাগ হ'চ্ছেন শিক্ষক আর লেখক। কবি যথাযোগ্য ব্যাখ্যা ক'রে নিজের মতগুলি বুঝিয়ে দেন।

সিঙ্গাপুর অঞ্চলে—সমগ্র মালাই দেশে—আর যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও—চীনাদের আগমন অনেক আগে থেকে শুরু হ'য়েছে। চীনারা টাকা রোজগারের জন্য, অন্নজলের সংস্থানের জন্য, গত পাঁচ শ' বছরের বেশী হ'ল, স্বদেশ ছেড়ে এইসব অঞ্চলে যাওয়া-আসা আরম্ভ ক'রেছে। বছর-বছর কতক স্বদেশ ফিরে যাচ্ছে, কতক নোতুন আস্‌ছে, কতক বা র'য়ে যাচ্ছে। যারা র'য়ে যাচ্ছে, তারা মালাই জা'তের মধ্যে প'ড়ে, দু-তিন পুরুষের মধ্যে তাদের চীনা ভাব হারাতে ব'সেছে। এইরূপ উপনিবিষ্ট দু-তিন-পুরুষে' চীনা, চীনা ভাষা প'ড়তে লিখ্‌তে তো অনেকে পারেই না, আর বহু বহু চীনা পরিবার চীনভাষা ত্যাগ ক'রে ক্রমে মালাই-ভাষাই হ'য়ে প'ড়েছে। চীনের পুরাতন সংস্কৃতি, খুঙ-ফু-ৎসের ধর্ম, লাউ-ৎসের ধর্ম, আর চীনা বৌদ্ধ ধর্মও, এদের মধ্যে নিষ্প্রভ হ'য়ে প'ড়ছে। তাই নিজেদের জাতীয়তা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে, এদের অনেকে ইংরেজী প'ড়তে শুরু ক'রেই, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবল আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হ'য়ে, সাহেব বনবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রছিল, খ্রীষ্টান হ'চ্ছিল। এমন সময়ে চীনে বিপ্লব ঘ'ট্‌ল, নবীন জীবনের সাড়া প'ড়ে গেল—সেখানকার নব জাগরণের কোলাহল, নোতুন প্রভাতের সমীরণ মালয়-উপদ্বীপেও এলো। মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে এখন একটা আন্দোলন দেখা যাচ্ছে যে, এরা শিক্ষা-দীক্ষায় আবার পুরা চীনা হ'তে চায়। সাবেক দলের প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকেরা, যাদের শিক্ষা হ'য়েছে মালাই ভাষা আর ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে, তারাও উৎসাহ ক'রে চীনের ভাষা আর সাহিত্য প'ড়তে লেগে গিয়েছে। চীনের সাহিত্য আর সভ্যতা সম্বন্ধে একটা সজীবতা, একটা সচেতন ভাব, এই মালাই-হ'য়ে-যাওয়া বা মালাই-ভাবাপন্ন চীনেদের মধ্যে এখন বেশী ক'রে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই মনোভাবটী নোতুন ব'লে, আর অনভ্যস্ত ব'লে, ইংরেজীর আব্‌হাওয়ার মধ্যে পরিপুষ্ট বুড়োর দলের কারো-কারো কাছে ততটা স্বস্তিকর আর সহজ ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। তবে জাতীয়তার দোহাইয়ের ফলে, এই চেষ্টা বা আন্দোলনের সঙ্গে, আন্তরিক-ই হোক্ আর মৌখিক-ই হোক্, সহানুভূতি সকলেই দেখাচ্ছেন। মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে এই-রকম দো-টানায় পড়া, তাদের এই শিক্ষা-সমস্যা আর তার সমাধান-চেষ্টা সম্বন্ধে পরে আরও কিছু ব'ল্‌বো। এখন গার্ডেন ক্লাবের এই চায়ের মজলিসে সাবেক-পন্থী, ইঙ্গ-ভাবাপন্ন, মালাই দেশে দু'-তিন চার-পুরুষ-বসতি-করা আধা-মালাই চীনা দু-তিন জনকে দেখা গেল। আর নবীন যুবক চীনা, নিজেদের সংস্কৃতি মালাই দেশেও বিশুদ্ধ রাখার জন্য প্রয়াসী যারা, তাদেরও দেখা গেল।

আমি কবির সঙ্গে-সঙ্গেই ছিলুম, তাই একটু কাছ থেকেই এদের সব দেখ্‌বার সুযোগ আমার ঘ'টেছিল—এই সভায়, আর অন্যত্রও। চায়ের টেবিলে কবির পাশে বসেছিলেন শ্রীযুক্ত Song Ong Siang সোঙ্-ওঙ্-সিয়াঙ্। ইনি সিঙ্গাপুরের একজন বড়ো ব্যারিস্টার—৩০।৩৫ বছরের পসার। ইনি সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। নিজে খ্রীষ্টান-ধর্ম গ্রহণ ক'রেছেন, আর যদিও প্রাচীন চীনের চেয়ে আধুনিক ইউরোপের দিকেই তাঁর মনের টানটা বেশী ব'লে বোধ হ'ল—চীনার প্রাচীন সংস্কৃতি, চিন্তা, শিল্প প্রভৃতির যে আধুনিক জগতেও একটা বড়ো স্থান আছে সে-সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের একটু অভাব যেন দেখা গেল ব'লে মনে হ'ল—কিন্তু তা ব'লে তিনি নিজের চীনত্ব একেবারে হারান নি। তবে চীনা ব'লে এই গৌরব, এই অভিমান যেন একটু পেট্রিয়টিক্ কারণে হ'চ্ছে ব'লে মনে হ'ল, যেন পেট্রিয়টিজ্‌ম্-এর চেয়ে আন্তরিকতর গভীরতর কারণের অভাব আছে। এ রকম ভাবটা আমাদের দেশেরও বহু বহু স্বদেশপ্রেমিকের মধ্যে দেখা যায়। তবে শ্রীযুক্ত

সোঙ্-ওঙ্-সিয়াঙ্ মালাই দেশের, বিশেষ ক'রে সিঙ্গাপুরের চীনাদের পূর্বকথা খুব খুঁটিয়ে আলোচনা ক'রেছেন-- One Hundred Years' History of the Chinese in Singapore, 1819-1919 নাম দিয়ে বিরাট এ বই লিখে, ১৯২৩ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক জন্-ম্যরে-র দোকান থেকে প্রকাশিত ক'রেছেন। এই বইয়ে তিনি সিঙ্গাপুর অঞ্চলের চীনাদের কথা সব লিখেছেন।

শ্রীযুক্ত সোঙ্-ওঙ্-সিয়াঙ্ ছাড়া, আর একজন সৌম্য-দর্শন বয়স্ক চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, এঁর কথা কখনও ভুল্‌বো না। ইনি চীনের বিখ্যাত শিক্ষা-ব্রতী শ্রীযুক্ত Lim Boon Keng লিম্-বুন্-কেঙ্। Straits Chinese বা মালাইদেশের চীনেদের মধ্যে ইনিও একজন প্রধান ব্যক্তি। ১৮৬৯ সালে এঁর জন্ম হয় সিঙ্গাপুরে, ঐখানেই ছেলে-বেলা থেকে ইংরেজী পড়েন, এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় ইংরেজী ইস্কুল Raffles School-এর ছাত্র ছিলেন। Raffles School-এর পাঠ শেষ ক'রে, বিলাতে এডিনবরায় গিয়ে ডাক্তারী পড়েন, পরে দেশে ফিরে এসে ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করেন। চীনাদের মধ্যে সামাজিক সুধারের কাজে লেগে যান। সোঙ্-ওঙ্-সিয়াঙ্ এঁর বাল্যবন্ধু, এঁর সঙ্গে মিলে, ১৮৯৭ থেকে ১৯০৭ পর্য্যন্ত ইনি Straits Chinese Magazine, a Quarterly Journal of Occidental and Oriental Culture নাম দিয়ে একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ সালে ইনি মালাই দেশের মন্ত্রণা-পরিষদের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। যৌবনে ইনি প্রেস্‌বিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে পৈতৃক চীনাধর্ম কন্‌ফুশীয় মতে পুনরায় আকৃষ্ট হন, আর মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে কন্‌ফুশীয় মতবাদ ও সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন চীনা সাহিত্যের প্রচার কার্যে লেগে যান। ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ্-এর এই প্রচারের ফলে, সমগ্র মালাই দেশে চীনা ইস্কুল, চীনা পরিষৎ আর চীনাভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন, উপনিবিষ্ট চীনাদের মধ্যে ভালো রকম ক'রে পুনরুজ্জীবিত হয়। আর এই ব্যাপারের ফলে, এক-রকম প্রতিক্রিয়া বা বিপরীত গতির মতন, মালাই দেশ থেকে খাস চীন দেশেও চীনের জাতীয় ধর্ম আর সাহিত্যের আলোচনার আবশ্যকতা বিষয়ে লোকেদের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে যায়, নিজেদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রাচীন সংস্কৃতির আলোচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে লোকেরা একটু সচেতন হ'তে থাকে। চীনে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাবার বারো বছর আগেই, ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ্ মাঞ্চু-জা'তের অধীনে থাকার নিশানা, চীনাদের মাথার বেণী, কেটে ফেল্‌বার জন্য মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ ক'রে দেন। প্রাচীন-পন্থী বহু চীনা এতে তাঁর উপর বিরক্ত হয়, কিন্তু খাস চীনাদের ১৯১২ সালের বিপ্লবের পরে এই বেণী-কাটা সংস্কার সহজ-সাধ্য হ'য়ে পড়ে। নানা দিক্ দিয়ে ইনি মালাই দেশের চীনাদের উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তোলেন। ১৯১১ সালে ইনি ইউরোপে গিয়ে লণ্ডনের Universal Races Congress আন্তর্জাতিক জাতি-সম্মেলনে যোগ দেন, জর্‌মানীতেও যান। ইংরেজ সরকার আর তাঁর স্বজাতীয় চীনা, উভয়ের কাছে তিনি সম্মান পেয়েছেন।

সিঙ্গাপুরের একজন ধনকুবের চীনা শেঠ হ'চ্ছেন Tan Kah Kee টান্-কা-কী। এঁর বড়ো-বড়ো রবারের কারখানা আছে, আর এঁর শস্তা রবারের-তলা জুতো সিঙ্গাপুর অঞ্চলে লাখো-লাখো লোকের চরণ রক্ষা ক'র্‌ছে। ইনি ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ-এর চীনা সংস্কৃতির সংরক্ষণের কাজে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় ক'রেছেন। এঁদের স্বদেশ চীনে, আময় শহরে, টান্-কা-কী দশ লক্ষ ডলার খরচ ক'রে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ক'রে দিয়েছেন। ডাক্তার লিম্-বুন কেঙ্ এখন টান-কা-কী-র প্রতিষ্ঠিত এই আময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কিন্তু মালাই দেশকে ইনি একেবারে ভুলে যাননি, আময় থেকে সিঙ্গাপুরে যাতায়াত করেন।

গত বার কবি যখন চীনে আসেন, তখন সেখানে ডাক্তার লিম্-বুন্-কেঙ্-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। এবারও দুজনের পরস্পর দেখা হওয়ায়, উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। চীনা ক্লাবের চা-পানের মজলিসে দুজনে একটু কথাবার্তা হ'ল। পরে, যেদিন আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি, ডাক্তার লিম্-বুন-কেঙ্ তার আগের দিন (২৫ শে

জুলাই) সন্ধ্যার সময় সিগ্‌লাপে কবির সঙ্গে নিরিবিলি একটু আলাপ ক'র্‌তে আসেন। সমুদ্রের ধারে দুজনে ব'সে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, আমরা (সুরেন-বাবু আর আমি) সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এঁদের কথা শুনি। চীনা সাহিত্যের আর চীনা শিল্পের একজন অনুরাগী ব'লে, এঁদের এই আলোচনায় মাঝে মাঝে যোগ দেবার লোভ সংবরণ ক'রতে পারলুম না—বিশেষতঃ কবি যখন এই স্বনাম-ধন্য চীনা বিদ্বান্ ও কর্মীর কাছে আমাকে পরিচিত ক'রে দিলেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে চীনদেশে Ch'ü Yuan চ্যু-যুয়ন্ নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও রাজমন্ত্রী ছিলেন, ইনি Li Sao 'লী-সাও' অর্থাৎ 'বিপদে পড়া' নামে একটী খণ্ড-কাব্য লেখেন, তাতে কনফুশীয় আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ডাক্তার লিম্-বন্-কেঙ্ এই কবিতাটী ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে, টীকা-টিপ্পনী-শুদ্ধ প্রকাশ ক'র্‌বেন, অনুবাদ হ'য়ে গিয়েছে, ইনি কবিকে অনুরোধ জানালেন যে, তিনি যদি তাঁর এই অনুবাদটী প'ড়ে তার একটী ভূমিকা লিখে দেন। বলা বাহুল্য, কবি সানন্দে স্বীকার ক'রলেন। ডাক্তার লিম্ পরে এই তরজমা কবিকে পিনাঙ্-এ ডাকে পাঠিয়ে দেন। কবি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। প্রাচীন চীনা কবিতা, বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক জগতের সম্বন্ধে তার সরল অথচ গভীর অনুভূতি যে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে একটী নোতুন সুর দিচ্ছে,—চীনা শিল্প কলা, বিশেষ ক'রে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অবলম্বন ক'রে তার চিত্র-শিল্প, প্রাকৃতিক অনুভূতি বিষয়ে যে আধুনিক চিত্র-শিল্পকে অনুপ্রাণিত ক'রেছে, এ-সম্বন্ধেও আলাপ হ'ল। কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময়ে এঁর প্রত্যুদ্গমন ক'রতে আমরা এঁর মোটর পর্যন্ত গেলুম, তখন ইনি আমাদের ব'ল্‌লেন, "তোমরা বিশেষ সাবধান থেকো যাতে রবীন্দ্রনাথের শরীর ভালো থাকে, ইনি খালি তোমাদের দেশের নন, সমস্ত এশিয়ার, সমস্ত মানব-জাতির।" সুরেন বাবু কবির সঙ্গে চীন-জাতির এই শিক্ষানেতার ফোটো তুল্‌তে চাইলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্ধকার বেশী হ'য়ে যাওয়ায় দুজনের এক-সঙ্গে তোলা ছবি ভালো উঠ্‌ল না।

চীনাদের এই পার্টিতে, প্রাচীন আর নবীন চীনের মনের একটু পরিচয় পেয়ে, সেদিনকার পালা সাঙ্গ ক'রে আমরা সিগ্‌লাপে বাসায় ফিরি।

তার পরের দিন, শুক্রবার বাইশে' জুলাই। কবি দুপুরে সিগ্‌লাপে এসে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন ক'রলেন, তারপর এখানেই বিশ্রাম-ব্যপদেশে আমাদের সঙ্গে খানিক গল্প-গুজব ক'রে লাট-বাড়ী চ'লে গেলেন। সেখান থেকে লাট-সাহেব তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বেন সিঙ্গাপুর শহরের টাউন-হলে, 'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার' যার নাম। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সভার সময় নির্ধারিত ছিল। সমস্ত সিঙ্গাপুর শহর যেন ভেঙে প'ড়েছিল, কবির বক্তৃতা শোন্‌বার জন্য। ইউরোপীয় প্রচুর ছিল, আর ছিল চীনে', আর ভারতবাসী। স্যর হিউ ক্লিফর্ড কবিকে জন-সমক্ষে স্বাগত ক'রে পরিচয় ক'রে দিলেন। কবি তখন তাঁর বিশ্বভারতীর সহানুভূতি পূর্ণ জ্ঞানের আদর্শ, আর স্বার্থের প্ররোচনায় পরস্পরের প্রতি হিংসাশীল জগতের নানা জাতির মধ্যে শান্তি আন্‌বার জন্য ঐ আদর্শের উপযোগিতা নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবনে আপাততঃ ঐক্য আর শান্তির আশা দেখা যাচ্ছে না; নানা জাতির মানুষের মধ্যে মনের মিলের একটী মাত্র পথ এখন খোলা আছে, সেটী হ'চ্ছে—সমগ্র মানব-সভ্যতা একটী অখণ্ড বস্তু, এই বোধ নিয়ে, পরস্পরের সভ্যতা আর কৃতিত্ব জান্‌বার আর বোঝবার চেষ্টা করা; এইরূপ জানা থেকেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; আর এই শ্রদ্ধাই হ'চ্ছে আকর্ষণের আর পরস্পরের প্রতি ন্যায়ের সঙ্গে ব্যবহারের মূল। কবির এই বক্তৃতাটী বিশেষ চিত্তাকর্ষক আর চিন্তোত্তেজক হ'য়েছিল। বক্তৃতার পর লাট-সাহেব কবিকে ধন্যবাদ দিলেন, তার পরে কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলেন।

এই দিন সন্ধ্যার পর সিগ্‌লাপে ধীরেন-বাবু সমুদ্রের ধারে ব'সে এস্‌রাজ বাজাচ্ছেন, সুরেন-বাবুও আছেন, এমন সময়ে, আমাদের পাড়ায় সমুদ্রের ধারের-ই একটী বাঙ্‌লা-বাড়ীর একজন তামিল ভদ্রলোক আর একজন তামিল মহিলা, তাঁর ভ্রাতৃবধূ, এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোকটীর নাম জ্ঞানপ্রকাশম্, ইনি ডাক্তার,

সিঙ্গাপুর মিউনিসিপালিটিতে কাজ করেন। এঁর এক ভাই ছিলেন, তিনিও ডাক্তার, তাঁর নাম ডাক্তার হাণ্ডি; এই মহিলাটী হ'চ্ছেন, ডাক্তার হাণ্ডির বিধবা পত্নী। এঁরা জাফ্‌নার তামিল, খ্রীষ্টান, সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ গণ্য-মান্য লোক। এঁদের কাছ থেকে ভারী চমৎকার সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার পাওয়া গেল! এরা এস্‌রাজের আওয়াজ শুনে আসেন। এঁদের ঘরের গোরু ছিল, আমাদের খাবার জন্য তার দুধ পাঠিয়ে দিতেন—বাকী যে ক' দিন আমরা সিঙ্গাপুরে ছিলুম। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্‌কে ব'লতেই, তার পরের দিন আমাদের সিঙ্গাপুর শহরটা একটু দেখিয়ে আন্‌বার জন্য রাজী হ'লেন।

মোড়ল-মশায়ের সঙ্গে আবার রাত্রে দেখা, বিকালে কবির বক্তৃতায়ও দেখা হ'য়েছিল। আগেকার মতন ব্যস্ত-সমস্ত। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও দুটো দল আছে—গুজরাটী খোজা মুসলমানেরা এক দিকে, আর অন্যদিকে তামিল মুসলমানেরা। মোড়ল-মশাই ব'ল্‌লেন,—এটা তাঁর নিজের কথা নয়—বাইরে এই দু'-দলের-ই মুসলমানদের মধ্যে জল্পনা চ'ল্‌ছে, কবি নাকি কোথায় মুসলমান নারীদের সম্বন্ধে কি মন্তব্য ক'রেছিলেন যা orthodox বা প্রাচীন-পন্থী মুসলমানদের পক্ষে রুচিকর নয়; কিন্তু এ কথা একেবারেই বিশ্বাস্য নয়, এমন-কি মোড়ল-মশাই সব্বাইকে ব'লে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছেন যে, এ-রকম একটা কথা দুষ্ট লোকে রটাচ্ছে বটে, কিন্তু কথাটা কেউ যেন বিশ্বাস না করেন। আর তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন। মোড়ল-মশায়ের এই সাধু চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ দিলুম, তারপর তাঁকে ব'ললুম যে কথাটা একেবারে নির্জোশ মিথ্যে, কোনও মিথ্যাবাদী মতলব-বাজের কারসাজী; তাঁর এই সন্দেহ সত্য হ'লে, আর বিশ্বভারতীর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ মুসলমান চিন্তার কোনও বিরোধ থাক্‌লে, কবি তাঁর বিশ্বভারতীতে ইস্‌লামীয় সভ্যতা আর চিন্তার আলোচনার ব্যবস্থা ক'রতে এত চেষ্টা ক'র্‌তেন না, শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তা-হ'লে তিনি এতটা সহানুভূতি আর সহযোগিতাও পেতেন না; আর মিসরের স্বাধীন মুসলমান স্বলতান বিশ্বভারতীর পুস্তকাগারের জন্য অমন বিরাট্ এক আরবী বইয়ের সংগ্রহ দান ক'রতেন না;—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সামন্ত-রাজা, খাঁটী মুসলমান, হয়্‌দরাবাদের নিজাম বাহাদুর বিশ্বভারতীতে ইসলামী সভ্যতার চর্চার জন্য এক লাখ টাকা দিতেন না। এই কথাগুলোতে মোড়ল-মশাই একেবারে দ'মে গেলেন—ব'ললেন যে, "হাঁ, তা আমিও তো তাই বলি, এ কথা কি সম্ভব হ'তে পারে যে, কবির কাছ থেকে এমন কোনোও কথা আস্‌তে পারে যাতে ধর্মবিশ্বাসী লোকের মনে আঘাত লাগ্‌তে পারে? মূর্খ লোকেদের নিয়ে চলা ভার—দেখ্‌ছেন তো মশাই, সংকাজে কত বাগড়া, কিন্তু কিচ্ছু চিন্তা ক'রবেন না, আমি থাক্‌তে পাজী লোকেদের চক্রান্ত কিছুতেই কোনও ক্ষতি ক'রতে পারবে না; ইত্যাদি ইত্যাদি।" এর পর, এ সম্বন্ধে মোড়ল-মশায়ের কাছ থেকে আর কোনও কথা শুনিনি—নিশ্চয়ই তিনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সকলকার মুখ বন্ধ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় কোনও লোকের কাছে, এ সম্বন্ধে যে কোনো কথাই উঠেছে, তার একটুও ইঙ্গিত পাইনি। কিন্তু মোড়ল-মশায়ের বোধ হয় মোড়ল-উচিত একটু বেশী সজাগ চোখ আর কান ছিল।

এ ছাড়া, মোড়ল-মশাই যে বেশ একজন cultured অর্থাৎ 'বিদগ্ধ' লোক ছিলেন, তার পরিচয় তিনি নিজেই আমাদের দিয়েছিলেন। প্রায় প্রত্যেক দিন, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে, সিগ্‌লাপের বাড়ীর বারান্দায় ব'সে, রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাদের কথাবার্তা চ'ল্‌ত, হঙ্‌কঙের নামাজী মহাশয়ের সঙ্গে, আর শ্রীযুক্ত হাজী নামাজীর সঙ্গে; শ্রীযুক্ত শিরাজীও এসে দু-একদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই আলাপ-সভা আরও ভালো ক'রে জ'মে উঠ্‌ত ধীরেন-বাবুর এস্‌রাজ বাজানোর দ্বারা, তাঁর গানে, আর তাঁর পিয়ানো বাজানোতে। বাঙ্‌লাটায় বেশ বড়ো একটা পিয়ানো ছিল। মোড়ল-মশাইও দুই-এক দিন এই সভায় এসে জুটেছিলেন। ধীরেন-বাবুর দুই-একটা রাগ-রাগিণী আলাপ আর বাঙলা গান শুনে, ইনি সঙ্গীত-বিদ্যার খুব তারিফ আরম্ভ ক'রে দিলেন: "গানাৎ পরতরং ন হি"—গান-বাজনা মানুষকে যেমন নির্মল আনন্দ দেয়

এমন আর কিছুতে নয়,—কি জানেন মশাই, টাকা রোজগার-ই বলুন আর সভা-সমিতিতে লাট-বেলাটের সঙ্গে মেলা-মেশা-ই বলুন, সঙ্গীতের কাছে কেউই নয়। তিনি নিজে গানের বড়ো ভক্ত—হাঁ, তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও চর্চা ক'রে থাকেন, ইউরোপীয় ধরণের সুর তাঁর বেড়ে লাগে তিনি পিয়ানো বাজাতে শিখেছেন—ভালো কন্‌সার্ট বা ইউরোপীয় সঙ্গীতের জল্‌সা হ'লে তিনি আগে টিকিট কেনেন—এই সঙ্গীত-প্রিয়তার জন্য বিস্তর অর্থ তিনি ব্যয় ক'রে থাকেন, এতে তাঁর সময়ও নষ্ট হয় অনেক—তবে এ কথা তিনি স্বীকার ক'রবেন যে, অনেক সময়ে গান-বাজনা শুন্‌তে-শুন্‌তে তিনি এমনি তন্ময় হ'য়ে যান যে, তাঁর business বা কারবারের কথা তিনি ভুলে যান—সিঙ্গাপুরে যখনি ভারতবর্ষ থেকে কোনো বড়ো ওস্তাদ আসে, তা নিজে-নিজেই হোক্ অথবা যাযাবর-বৃত্ত পারসী থিয়েটারের দলেই হোক্—হাঁ মশাই, খাসা সব গাইয়ে' পারসী থিয়েটারের দলে মাঝে-মাঝে আসে—তিনি তখনি অনেক টাকা খরচ ক'রে তাদের গান শোনেন, নিজের বাড়ীতেও জল্‌সা দেন। আমি তাঁকে ব'ল্‌লুম যে, এই রকম ক'রে শ্রেষ্ঠ গাইয়েদের ডেকে এনে তাদের গান শুনতে তিনি যে artistic আর musical taste-এর, শিল্পকলা আর সঙ্গীত সম্বন্ধে উচ্চ অঙ্গের রুচির পরিচয় দেন, তার জন্যে অবিশ্যি তাঁর বিস্তর টাকা খরচ হ'য়ে থাকে—তবে তাঁর মনে নিশ্চয়ই fine art-এর উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটা আনন্দ জাগে। তিনি এ কথা শুনে খুশী হ'য়ে ব'ল্‌লেন, Rather! অর্থাৎ, সে কথা আর ব'ল্‌তে! আর এ বিষয়ে আমার যেন কোনও সন্দেহ না থাকে যে, পয়সা খরচ ক'র্‌লে যা পাওয়া যায়, সেই রকম the very best in music-কে patronise করবার জন্যে, অর্থাৎ গাওনা-বাজনার মধ্যে সব-চেয়ে সেরা যা, তার পৃষ্ঠ-পোষকতা করবার জন্যে, তিনি তাঁর good dollar অর্থাৎ হকের ধন ডলার-মুদ্রা ব্যয় ক'র্‌তে একটুমাত্রও কুণ্ঠিত হন না। সঙ্গীতবিদ্যা-সম্বন্ধে মোড়ল-মশাইয়ের কদর-দানী আর পুশ্‌ৎ-পনাহী অর্থাৎ গুণজ্ঞতা আর পৃষ্ঠ-পোষকতার সুখ্যাতি না ক'রে থাকা গেল না। তাতে তিনি উৎসাহিত হ'য়ে ধীরেন-বাবুকে পিয়ানোর কাছে ধ'রে নিয়ে গেলেন, রবীন্দ্রনাথের দু'-চারটে গান শোন্‌বার জন্যে। ধীরেন-বাবু গান গাইলেন, রবীন্দ্রনাথের "শেষ পারানির কড়ি, কণ্ঠে নিলেম গান"—বাউলের সুরে—মোড়ল-মশাই বেতালা মাথা নেড়ে-নেড়ে আর মেঝেতে পা ঠুকে-ঠুকে, পাকা ওস্তাদের চালে, দু-চার বার তাল দেবার চেষ্টা ক'র্‌লেন। পিয়ানো বাজিয়ে, কিছু আমাদের শুনিয়ে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল, তাতে তিনি ব'ল্‌লেন যে, তিনি এই সবে পিয়ানোতে হাত পাকাতে শুরু ক'রেছেন, তাঁর বাজনা এমন-কিছু শোন্‌বার মতন হবে না—আর অনেক রাত্তিরও হ'য়ে গিয়েছে—সে দিনের মতন তিনি বিদায় নিলেন।

মোড়ল-মশাইয়ের মোড়লীর পরিচায়ক আর-একটী ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমিও তাঁর কাছ থেকে এইবার বিদায় নেবো। স্থানীয় কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠান-টীতে পদার্পণ করেন, কিছু বক্তৃতাও করেন। এ বিষয়ে বন্দোবস্ত ক'রে দেবার জন্য তিনি মোড়ল-মশাইকে আশ্রয় ক'রেছিলেন। মোড়ল-মশাই প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছু জানান্ নি, বা পাকাপাকি ক'রে ফেলবার চেষ্টা করেন নি; অথচ ওদিকে ভদ্রলোককে আশ্বাস দিচ্ছেন, স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ কিনা মোড়ল-মশাই, যখন টেগোরের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা ক'রছেন, নিশ্চয়ই তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন। কিন্তু এদিকে কবির প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক বেলার কার্যাবলী স্থির হ'য়ে গিয়েছে। তার নড়-চড় হ'লেই, যাদের সঙ্গে কথা হ'য়ে গিয়েছে তাদের বিপদে ফেলা হয়। সময়ের অভাবে, আর কবির স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে, ভদ্রলোকের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও আরিয়ম্ কবির সেক্রেটারী হিসাবে তাঁর এই আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। মোড়ল-মশাই শেষ দিন পর্যন্ত ভদ্রলোকটীকে আশা দিয়ে এসেছিলেন—শেষের দিকে কবির কাছে তাঁর কথা অমনি একবার 'ধর্ম-ডাক' দেওয়া হিসাবে উত্থাপন ক'রেছিলেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন যে, কবির প্রোগ্রামের মধ্যে এই ভদ্রলোকের অনুষ্ঠানটীকে ঢুকিয়ে' দেওয়া কঠিন, কঠিন কেন, প্রায় অসম্ভব, তখন তিনি তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়ে, তাঁর

বিরুদ্ধেই ব'লেছিলেন যে, লোকটা বড়ো জ্বালাতন ক'রছে, কি করি, তাই তার হ'য়ে ব'ল্‌তে হ'চ্ছে। আর তার পরেই, 'লোকটা'-র সঙ্গে দেখা হওয়ায়, যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে কথা ক'য়েছিলেন, যেন তাঁর অর্থাৎ মোড়ল-মশায়ের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কবিকে রাজী করাতে পারলেন না॥

—— ০ ——

৪। মালয় দেশ—সিঙ্গাপুরের চীনা পাড়া ও চীনা মন্দির

শনিবার ২৩শে জুলাই। আজ প্রায় সমস্ত দিনটা ধ'রে সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে ঘুরে' কাটানো গেল। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ আমাদের পাণ্ডা হ'য়ে আমাদের চীনা-পাড়ায় নিয়ে গেলেন। সিঙ্গাপুর শহরটা চীনাদের শহর ব'ল্‌লেই হয় - লোক-সংখ্যার বারো আনাই চীনা। চীনদেশে না গিয়েও চীনা জগতের সঙ্গে বেশ চাক্ষুষ পরিচয় (আর চীনাদের বাজার আর খাবার দোকানের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরে যাবার সময়ে নাসিক্য পরিচয়ও) এই সিঙ্গাপুরে বেড়িয়েই পাওয়া গেল। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ মিউনিসিপালিটির ডাক্তার ব'লে, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে। বিস্তর লোকে, কি চীনা কি ভারতীয় কি মালাই, তাঁকে চেনে, আর তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা করে। তিনি আমাদের একটা বড়ো চীনে' বাজারের সড়কে নিয়ে গেলেন। এদেশে (আর যবদ্বীপেও দেখলুম তাই) বড়ো রাস্তার ধারের ফুটপাথগুলো দু-ধারের বাড়ীরই দখলে; সেগুলো ঢাকা ফুটপাথ। সব বাড়ী থেকে বারান্দা বেরিয়ে ফুটপাথগুলিকে আবরণ দিয়ে রেখেছে। এই ঢাকা ফুটপাথ, বহুস্থলে বাড়ীর নীচের তলার দোকানগুলিরই অংশ হ'য়ে আছে—ফুটপাথের মধ্যে দিয়ে দু-একজন লোক চল্‌বার জন্য সরু একটা পথ রেখে, ঢাকা ফুটপাথের দু-ধারে দোকানীরা তাদের পসার সাজিয়ে' রেখেছে—জিনিস ঝুড়ি, ঝোড়ায় বা কাঠের বারকোশে থরে-থরে সাজিয়ে', বা বাক্স, বস্তা আর পিপেতে ক'রে। দোকানের ভিতরে না ঢুকেও, কি কি জিনিসের সেখানে সওদা হয় তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। চীনে' মুদীখানা :—চা'ল, নানা রকম অন্য আনাজ অর্থাৎ ধান্য পদার্থ, হরেক রকমের চীনা খাদ্য, শাক-শব্‌জী, ফল-মূল, আখ; শুঁটকি মাছের স্তূপ তার নিজস্ব বাসে রাস্তা ভরপূর ক'রেছে; ধোঁয়ায়-জারিয়ে-রাখা আস্ত আস্ত শূয়র; ডিম—তাজা ডিম, আর মাটির প্রলেপ দেওয়া বহু দিনের সঞ্চিত পুরাতন ডিম, যা চীনাদের কাছে উপাদেয় বস্তু; এই সব, ঝুড়িতে বাক্সতে রেখে, দেওয়ালের গজালে টাঙিয়ে' বিক্রী হ'চ্ছে। চীনা মণিহারীর দোকান, তাতে চীনাদের সৃষ্ট নানা রকমের আবশ্যকীয় আর অল্পাবশ্যকীয় টুকিটাকি জিনিসের ঝোড়া, বাক্স আর মাটীর জার আর বৈয়াম; চীনে-মাটির বাসন-কোসন; মাটির পুতুল—অদ্ভুত আকারের রঙ-চঙ ওয়ালা কতকগুলি চীনা নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুণ্ড, কাঁচা মাটিতে চাঁচাড়ীর কাঠির উপরে লাগানো—চীনা গ্রাম্য বা লোক-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্য আমরা কিনে নিলুম; তা ছাড়া, চীনা মন্দিরে ব্যবহার হয় লাল-রঙ-করা বাতী, প্রকাণ্ড এক-মানুষ লম্বা থেকে আরম্ভ ক'রে, ক'ড়ে-আঙুলের আকারের পর্যন্ত; চীনা পূজার উপকরণ—চীন অক্ষরে লাল আর সোনালী কালিতে ছাপা হ'ল্‌দে আর লাল কাগজের টুক্‌রো আর ফালি; এই রকম কত অদৃষ্ট-পূর্ব জিনিসের পসার দেখলুম। প্রচুর চীনা হোটেল, তাতে আহার-নিরত লোকের অভাব নেই। চীনা কাঁসারীর দোকান—সেখান থেকে আমরা চীন দেশে তৈরী পিতলের বাসন আর চীনা দেবতার মূর্তি কতকগুলি কিনলুম। সমস্ত সকালটা এই সব দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বেশ কেটে গেল। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ আমা'দের একটা চীনা বাতী তৈরী করার কারখানায় নিয়ে গেলেন; মস্ত-মস্ত কড়ায় মোম আর চর্বী গালিয়ে' বাতী তৈরী হ'চ্ছে, আর লাল রঙে

ভবতী বড়ো-বড়ো কড়ার উপরে একটা ঘূর্ণ্যমান চাকায়, তৈরী সাদা বাতী অনেকগুলি আটকে দিয়ে, হাতায় ক'রে কড়ার রঙ নিয়ে সাদা বাতীগুলিতে টক্‌টকে' লাল রঙ ধরানো হ'চ্ছে।

তার পরে আমরা গেলুম এক চীনা মন্দিরে। চীনা মন্দিরের ভিতরে আমাদের এই প্রথম প্রবেশ। ক'লকাতায় চীনেদের দু-তিনটে 'খোতা-থল্' অর্থাৎ 'খোদা-ঘর' বা মন্দির আছে, কিন্তু ক'লকাতার 'ককনি' হ'য়েও আমার তা দেখবার সুযোগ কখনও হয়নি। চীনাদের ধর্ম এখন অল্প-স্বল্প প্রাচীন খাটী চীনা ধর্ম, আর বহুল পরিমাণে ভারত থেকে আগত বৌদ্ধ ধর্ম, এই দুটোর মিশ্রণ। বৌদ্ধ ধর্ম চীনে আসবার আগে, চীনাদের মধ্যে যে ধর্ম আর ধর্মানুষ্ঠান ছিল, সেটা ছিল মুখ্যতঃ স্বর্গের দেবতা Shang-te শাঙ্-তে'র পূজা, আর পিতৃপুরুষদের পূজাকেই অবলম্বন ক'রে; এই স্বর্গরাজ আর পিতৃগণের সামনে এরা ফল-ফুলুরী ভাত মাছ মাংস মদ প্রভৃতির নৈবেদ্য দিত, দেবতাদের প্রতীক হিসাবে তাঁদের নাম-লেখা কাঠের বা পাথরের ফলকের সামনে নত-জানু হ'য়ে বা সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'রৃত, তাঁদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালা'ত, হোমের মত অনুষ্ঠান ক'রৃত, আর নিজেদের কামনা নিবেদন ক'রৃত। চীনা ধর্ম-জগতে লোক-গুরু Khung-fu-tze খুঙ্-ফু-ৎসে (যে নামটীকে তিন-চার শ' বছর আগে ইতালীয় জেস্যুইট খ্রীষ্টান মিশনারিরা লাটিন রূপে রূপান্তরিত করেন—Confucius কন্‌ফুশিউস্) আর ঋষি Lao-tze লাউ ৎসে, এই দু-জনের মতকে অবলম্বন ক'রে দুটী বড়ো-বড়ো আদর্শ বা মতবাদ সৃষ্ট হয়—এক, কনফুশিউসের আদর্শ, যার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সহজবুদ্ধি-প্রণোদিত আদর্শ কর্মী মানুষ সৃষ্টি করা: গভীর দর্শন, আত্মা, পরলোক, এ সব নিয়ে এই মতবাদ বেশী মাথা ঘামায় না; আর দুই হ'চ্ছে—লাউ-ৎসে-র দর্শন, যার উদ্দেশ্য বিশ্বের মধ্যে নিহিত Tao 'তাও' বা মূল কারণের (আমাদের ভাষায় নির্গুণ ব্রহ্মের;—Tao শব্দের মুখ্য অর্থ হ'চ্ছে 'পথ', বা 'বিশ্বনিয়ন্তা ধর্ম', তদনুসারে চীনা শব্দটীকে সংস্কৃত 'ঋত' শব্দ দিয়ে আমি অনুবাদ ক'রৃতে চাই,—সেই ঋতের) সত্তা উপলব্ধি ক'রে, 'তাও'য়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে', মানব জীবনকে শ্রেয়ের সাধনায় চালিত করা। কিন্তু ঋষি লাউ-ৎসে-র প্রচারিত এই উচ্চ তত্ত্ব, যাকে ভারতের ঔপনিষদ তত্ত্বের সঙ্গে তুলিত করা যায়, সাধারণ Tao-ist বা তাও-বাদীরা সম্যক্ ভাবে প্রণিধান ক'রে গ্রহণ ক'রৃতে পারেনি। তাদের হাতে Tao-ism বা তাও-বাদ কেবল নানা দেবদেবীর পূজা, অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি অর্জনের চেষ্টা, আর কতকগুলো ভূতুড়ে' কাণ্ডতে এখন পর্যবসিত হ'য়েছে। সে যা হোক, কনফুশীয় মতের শুষ্ক নীরস কর্তব্যবাদ, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহলোককে নিয়ে, তা চীনের সাধারণ লোকের চিত্তকে জয় ক'রৃতে পারে নি। তাও-বাদ চীনের মনকে অনেকটা দখল ক'রে ছিল, এমন সময়ে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষ থেকে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম এল—ভারতের সমগ্র গভীর চিন্তা নিয়ে, ভারতের শিল্প-কলা, পূজা, অনুষ্ঠান, দেবতাদের চিরন্তন সৌন্দর্য নিয়ে, ভারতের অহিংসা-করুণা-মৈত্রীর বাণী নিয়ে। বৌদ্ধ ধর্ম চীনের চিত্তকে একেবারে জয় ক'রে ফেল্‌লে। কিন্তু শিক্ষিত লোকেদের অনেকে, একটু পেট্রিয়টিক কারণে, আর একটু জীবনের গভীর বিষয়ে চিন্তা ক'রৃতে অনভ্যস্ত ছিল ব'লে, নবাগত বিদেশী বৌদ্ধ ধর্ম থেকে স'রে দাঁড়া'ল। অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মের থেকে—কি তাও-বাদ আর কি বৌদ্ধ-মত—শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের কনফুশীয় মতকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে চাইলে। ভারতীয় বৌদ্ধ-মতের সর্বংসহ পরমত-সহিষ্ণুতা তাও-বাদের সঙ্গে বেশ একটা আপস ক'রে নিয়েছে, তাও-বাদে অনেক বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবীতে বিশ্বাস, এসে গিয়েছে, কিন্তু কনফুশীয় মত, অন্ততঃ বাহ্যতঃ, বৌদ্ধ-মতের ত্রি-সীমানায়ও যায়নি। চীনের মন মোটের উপর অনেকটা ইহলোক-সর্বস্ব; চীনারা practical বা কর্মী জাত, এরা চিন্তাশীল বা কল্পনা-প্রবণ নয়, অ-দৃষ্ট বস্তু নিয়ে বিচার করা এদের ধা'তের অনুকূল নয়। এইজন্য কনফুশীয় মত-ই হ'চ্ছে চীনের স্বতন্ত্র চিন্তা-জগতের এক বিশেষ প্রকাশ, অনেকের মতে তার চরম প্রকাশ। রসের দিক্, ভাবের দিক্ এতে তেমন নেই। লাউ-ৎসে-র তাও-বাদ থেকে চীনের মন মানব-সত্তা সম্বন্ধে গভীরতম কতকগুলি জিনিস পেয়েছিল; কিন্তু বেশীর ভাগ চীনা, বিশেষ ক'রে কনফুশীয় চিন্তায় শিক্ষালাভ ক'রেছে এমন

শিক্ষিত চীনা, তা গ্রহণ ক'র্‌তে পারে নি। রসের দিকে আর ভাবের দিকে চীনা সংস্কৃতির যে অভাব ছিল, তা তাও-বাদ পূরণ ক'র্‌তে চেষ্টা করে বটে,—কিন্তু সাধারণ চীনা মন একে বিকৃত ক'রে, এর মর্যাদার হানি ক'রে দিলে, তাও-অনুষ্ঠানগুলিকে সিদ্ধাই বা বুজরুকী লাভের সাধন হিসেবে খাড়া ক'রে। বস্তুতান্ত্রিক, দুনিয়াদারীর নেসায় মস্‌গুল চীনা মন, রাজসিক ভাবে 'দেহি দেহি' রব তুলে ঐশী শক্তির সাম্‌নে দাঁড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসু চীনা প্রাচীন কালে যাঁরা ছিলেন বা এখন যাঁরা আছেন, জীবনের বড়ো-বড়ো সমস্যা সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন, তাঁরা শুষ্ক কন্‌ফুশীয় মতবাদে বা কুসংস্কারপূর্ণ তাও-অনুষ্ঠানে কিছু চিন্তার খোরাক, জীবন-সমস্যার কোনও সমাধান পেতেন না, পান না। তাঁদের কাছে বৌদ্ধ দর্শন, ভারতীয় চিন্তা, এল'—একেবারে এক নোতুন মনোবাজ্য নিয়ে। খুব অন্তরঙ্গ ভাবে বৌদ্ধ ও ভারতীয় ধর্ম-জীবনের রস পান ক'র্‌তে পেরেছেন, এমন চিন্তাশীল চীনা প্রাচীনকাল থেকেই বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা (আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে), চীনে খুব কম। সাধারণ চীনা, এসব কিছুর ধার ধারে না। সে মন্দিরে যায়, আত্মনিবেদন ক'র্‌তে নয়, দেবতা-দর্শন ক'রে চিত্ত প্রসাদ লাভ ক'র্‌তে নয়, দেবতার কাছে পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'র্‌তে নয়—সে যায়, খালি দেবতাকে পূজা দিয়ে, ভোগ দিয়ে, খুশী ক'রে কিছু আদায় ক'র্‌তে, নিজের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি ক'র্‌তে, ব্যবসাতে জুয়া-খেলাতে লাভালাভ বা সেই রকম আর্থিক আর অন্য বিষয়ে দেবতার কাছ থেকে কিছু tips বা সন্ধান-সুবাথ পেতে। আমাদের দেশেও যে এই ভাবটা নেই তা ব'ল্‌ছি না; কিন্তু প্রকৃত ভাবশুদ্ধি নিয়ে, ইহলোক-নিস্পৃহ হ'য়ে দেব-মন্দিরে যাওয়া আমাদেব দেশে অসাধারণ ব্যাপার নয়, বরং খুবই সাধারণ। চীনা মন্দিরে ঢুকে যা দেখ্‌লুম, তা থেকে একটা বিষয় যেন মনে বেশ স্পষ্ট ছাপ দিয়ে গেল—সেটা হ'চ্ছে এই—চীনারা সাধারণতঃ spiritually-minded অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ জা'ত নয়; ধর্ম যেন এদের কাছে পার্থিব লাভ-লোকসানের একটা short cut বা সহজ পথ, ধর্ম-জগতেও পাটোয়ারী বুদ্ধির স্থান আছে, এই রকমটা এদের ভাব ব'লে মনে হ'ল। বইয়ে প'ড়ে যা বুঝেছি, জাপানীরা কিন্তু এদের উল্‌টো, তাদের মধ্যে যথার্থ ভক্তি-ভাব বোধ হয় আরও বেশী ক'রে আছে।

মন্দিরে ঢুক্‌লুম। ফটক পেরিয়েই একটা সরু সান-বাঁধানো রাস্তার মতন; তার ডান দিকে, মন্দিরের বাইরের দিক্‌কার দেওয়াল, আর বাঁ দিকে মস্ত একটা হল-ঘর আছে, সেই হল-ঘরের দেওয়াল। ঢুকেই ডানদিকের দেওয়ালের ধারে একটা ছোটো ঘর, তার মধ্যে একটী বেদি, বেদির উপর তিনটী দেবতার মূর্তি, লাল রঙ একজনের, একজন বোধ হয় নীল, আর একজন হ'ল্‌দে, তিন জনেরই দাড়ি গোঁফ আছে, আর তিন জনেই প্রাচীন যুগের ঝলমলে' চীনা পোষাক পরা। কি দেবতা এঁরা, তা আমাদের পাণ্ডা ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ ব'ল্‌তে পার্‌লেন না। চীনারাও অনেকে জানে না—অন্ততঃ ইংরেজী-শিক্ষিত চীনারা। এর পরে অন্যত্র চীনা মন্দিরে আমি চীনা ছবি বা প্রতিমাতে কোনও ঠাকুর-দেবতার মূর্তি দেখিয়ে দিয়ে' কোন্ দেবতা ইনি, এঁর কাজ কী, এই প্রশ্ন শিক্ষিত চীনাকে ক'রেছি; কিন্তু প্রায় সর্বত্র একই জবাব পেয়েছি—some kind of fairy অর্থাৎ "কি এক দেবতা হবে", কিংবা it is a Buddha "বুদ্ধ-মূর্তি হবে"; হয় তো, ইংরেজীতে ভালো ক'রে বুঝিয়ে' বল্‌বার শক্তির অভাবই এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তরের কারণ হবে—আবার হয় তো বা কন্‌ফুশীয় আদর্শ-মানব-বাদ আর আধুনিক ইউরোপীয় মনোভাবের ফলে, হাল-ফ্যাশানের চীনারা, তাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে-সব ঠাকুর-দেবতাতে বিশ্বাস ক'রতেন তাঁদের প্রতি, সত্যকার আস্থা আর প্রীতি হারাচ্ছে।

কিন্তু চীনা দেবতাদের নাম, রূপ আর বাহনের সম্বন্ধে, চীনা ধর্মের বিষয়ে ইংরেজী বই প'ড়ে আমার যেটুকু জ্ঞান হ'য়েছে, সেটুকু ফলিয়ে' যখন খবর নেবার চেষ্টা ক'রেছি যে, এই দেবতা যুদ্ধের দেবতা Kuang-ti কোআঙ্-তী, কি বিদ্যার দেবতা Wen-chang বেন্-চাঙ, কি অষ্ট অমর Pa-hsien পা-শিয়েন্‌দের অন্যতম, কিংবা বৌদ্ধ Shih-pa Lohan শিপ্পা-লোহান্ বা অষ্টাদশ অর্হৎদের কেউ, তখন তারা একটু চ'মকে উঠেছে, আর

আমার কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য মন্দিরের কোনও পুরোহিত বা ভৃত্যকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় খবর দিয়েছে।

যা হোক, এইরূপ ছোটো দেবতার বেদি পার হ'য়ে, আংশিক ভাবে টালিতে ছাওয়া একটী চণ্ডীমণ্ডপ বা আঙিনার মতন স্থানে পৌছুলুম। তার দুদিকে মুখোমুখী দুটো বেদি, বেদির উপরে, দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে, মুখোমুখী সব ঠাকুরের মূর্তি। ছোটো বড়ো অনেকগুলি ক'রে মূর্তি। এদিক্‌কার বড়ো দাঁড়িয়ে-থাকা মূর্তিটী হ'চ্ছে অবলোকিতেশ্বর (বা অবলোকিত-স্বর) বুদ্ধের মূর্তি; এই বুদ্ধ চীন দেশে স্ত্রী-রূপ পরিগ্রহ ক'রে, করুণার দেবী রূপে Kun-yam বা Kuan-yin কুন-য়াম্ বা কুআন্-যিন্ (জাপানে Kwannon ক্বান্নঙ্ বা খান্নঙ্) নাম নিয়ে পূজিত হ'য়ে আস্‌ছেন। এই দেবীই হ'চ্ছেন এই মন্দিরটীর প্রধান বিগ্রহ। অন্য দিকে আছেন Pu-tai পূ তাই—বিরাট ভুঁড়িওয়ালা, খালি গা, মাটিতে পা ছড়িয়ে' দেওয়া, প্রাণ খুলে হাস্‌ছেন এক মোটা ভিক্ষু-বেশী মূর্তি। চীনের এই Pu-tai জাপানে Hotei হোতেই নামে পরিচিত—ইনি হ'চ্ছেন জীবনে সৌভাগ্য ও আরামের দেবতা, ইনি বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের এক চীনা সংস্করণ। এ-ছাড়া, ছোটো-ছোটো মূর্তি অনেক ছিল, কতক ভারতীয় বৌদ্ধ দেবদেবী বা বোধিসত্ত্বদের, কতক বা খাঁটী চীনা দেবতাদের। বুক-সমান কাঠের উঁচু টেবিলের মতন বেদি, তার উপরে নানা পিতলের আর মীনা-করা তৈজসের মধ্যে প্রধান মূর্তি, মূর্তির দুধারে বড়ো-বড়ো লাল বাতী জ্ব'লছে, সাম্‌নে ছাইয়ে-ভরা ধূপদানে, লম্বা-লম্বা ধূপ-কাঠি গুঁজে' দেওয়া আছে, সেগুলো জ্ব'লছে, চীনে' ধূপের সুগন্ধে মন্দির আমোদিত।

ঠাকুরের সাম্‌নে ছোটো টেবিল একটী, এটী হ'চ্ছে নৈবেদ্য রাখবার আধার। ঠাকুরের সাম্‌নে মস্ত এক পিতলের পিলসুজে তেলের প্রদীপ জ্ব'লছে। ঠাকুরের দুদিকে মীনা-করা পিতলের, তামার আর চীনা মাটির vase বা শোভা-কলস সাজানো আছে, তার কোনোটার ভিতর টাট্‌কা ফুলের তোড়া, কোনোটাতে বা কাগজের ফুল। উপরে ছাত থেকে লম্বা-লম্বা লাল আর হ'লদে সাটিনের ফালি ঝুলছে, তাতে হ'ল্‌দে কালো আর লাল রেশমের অক্ষরে চীনা ভাষায় শাস্ত্রের বচন তোলা র'য়েছে; আর আছে, রঙীন কাপড়ের শিকার মতন, ফুলের মালার মতন অনেকগুলি ধ্বজা। পিতলের একটা বড়ো ড্রাগন বা নাগ মূর্তিও আছে—লম্বা পাঁচ-নখওয়ালা চার-পা-যুক্ত, গায়ে বড়ো-বড়ো আঁশ, দংষ্ট্রা-করাল, সর্প-জিহ্ব, সাপের মতন মূর্তি, তার পিঠে অনেকগুলি কাঁটা খাড়া হ'য়ে আছে, সেইগুলিতে বাতী গেঁথে-গেঁথে দেওয়া হয়। বেদির উপরে আর কতকগুলি জিনিস আছে, সেগুলি চীনা মন্দিরের একটী বিশেষত্ব। একটী লম্বা বাঁশের চোঙে এক গাদা সরু-সরু বাঁশের চাঁচাড়ী, তার প্রত্যেকটী বেশ মাজা ঘষা, আর প্রত্যেকটীর গায়ে এক প্রান্তে একটী ক'রে চীনা অক্ষর লেখা; আর আছে, জোড়া-কতক তে-কোণা আকারের, ডুমো-ডুমো ক'রে কাটা, বাঁশের গোড়ার গাঁট। পূজোতে এগুলোর কি কাজ তা পরে ব'লছি।

মন্দিরে দলে-দলে মেয়ে পুরুষ পূজো ক'রতে আস্‌ছে। পূজোর অনুষ্ঠানটী হ'চ্ছে এই রকম। মন্দিরের মধ্যে বড়ো বেদির আড়াআড়ি দুই দেওয়ালের দিকে দু-খানি ছোটো-ছোটো দোকান আছে, তাতে পূজোর উপকরণ বিক্রী হয়। দোকান দুটী মন্দিরের পুরোহিতদের। পূজোর উপকরণের মধ্যে, ছোটো-বড়ো নানা আকারের লাল রঙের বাতী, ধূপ-কাঠি, পাতলা হ'ল্‌দে কাগজে সোনার অক্ষরে বা লাল অক্ষরে ছাপা চীনে' মন্ত্র, আর বাণ্ডিল-বাণ্ডিল পটকা। গৃহস্থ বা গৃহস্থ-পত্নী একা বা ছেলে-পুলে সঙ্গে উপস্থিত হ'ল; দোকান থেকে এক পয়সার দুটো ধূপ, দু পয়সার দুটো বাতী, এক পয়সার কাগজ, আর দু তিন পয়সায় এক বাণ্ডিল পটকা কিনে নিলে; জিনিসগুলো নিয়ে ঠাকুরের সাম্‌নে বেদির মত টেবিলে রাখ্‌লে। ঠাকুরের সাম্‌নে জুতা খোলবার নিয়ম নেই। পূজায় ধৌতবাস প'রে আসবার নিয়ম প্রাচীন কন্‌ফুশীয় রীতিতে ছিল, কিন্তু মনে হয় আজকাল কেউ তা মানে না। যে পূজা ক'রবে, সে প্রথম হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে', বিড়-বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াতে

থাকে। চীনা ভাষায় এই মন্ত্র, বেশ একটা সুরের সঙ্গে টেনে-টেনে আবৃত্তি করে। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বার কতক বসে, আর মাটীতে মাথা ঠেকায়। তেলের প্রদীপ থেকে বাতী জ্বালিয়ে' নিয়ে নাগমূর্তির পিঠের কাঁটার উপর বাতীগুলো বসিয়ে' দেয়, ধূপ জ্বেলে নিয়ে ছাইয়ে-ভরা পিতলের গামলার মতন ধূপাধারের ভিতর ধূপগুলি খাড়া ক'রে রাখে, আর বেদি থেকে কিছু দূরে একটা মস্ত ধাতুর পাত্র আছে, তার ভিতরে মন্ত্র লেখা কাগজগুলি জ্বালিয়ে' দিয়ে, পুড়িয়ে' ফেলে। আর পটকার বাণ্ডিলে আগুন ধরিয়ে' ফেলে দেওয়া হয়; এই পটকার দুম্‌দাম্ আওয়াজে মন্দির নিত্য মুখরিত।

এই কাগজ জ্বালিয়ে' দেবতার পূজো একটা বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার। তা এতে আমাদের আর আশ্চর্য বোধ করবার কিছু কারণ নেই, কারণ কাগজ জ্বালিয়ে', অ-দৃষ্ট শক্তির সঙ্গে একটা কিছু বোঝা-পড়া করার পদ্ধতি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে ক'লকাতা শহরের 'শিক্ষিত' বাঙালী, 'ভদ্রলোক' হিন্দু দোকানদারদের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে। আজকাল দেখা যায়, 'ভদ্রলোক' বাঙালীর দোকানে—মণিহারীর দোকানই হোক্, আর কাপড়ের (খদ্দরের বা তাঁতের, দেশী মিলের বা বিলেতী, সব রকমের কাপড়ের) দোকানই হোক্, হোটেল ('পাঁঠা-কুটীর স্বদেশী কুটীর')-ই হোক্, আর 'ডাইং-ক্লিনিং' (অর্থাৎ 'ডাইয়িঙ্-ক্লীনিঙ্'-ই) হোক্, প্রায় বাঙালী ভদ্রলোকের 'শিক্ষিত' ছেলেদের দ্বারায় চালিত এই সব দোকানে, রাত সাড়ে-আট্‌টা নটার সময়ে দোকান বন্ধ করবার সঙ্গে-সঙ্গে, বড়ো একখানা কাগজ জ্বালিয়ে' রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়—সাধারণতঃ এক তা খবরের কাগজ, না হয় পার্সেল-ঢাকা মোটা কাগজ। এই আজগুবি রীতি, শিক্ষিত বাঙালীর ধর্মপ্রাণতা আর 'নবযুগের নব-নব ভাবের প্রেরণায়' ধর্ম-জগতে একটা 'প্রগতি'-র চিহ্ন, সন্দেহ নেই। মাদ্রাজে আমাদের দ্রাবিড় ভ্রাতারা নোতুন এক দেবীর পাকা মন্দিরও তৈরী ক'রে, তাঁদের ধর্ম-বিষয়ে উদারতা আর openness to ideas দেখিয়েছেন—তাঁদের দেশের এই নোতুন যুগে উদ্ভূত, বিশেষ শক্তিশালিনী ('কাঁচা-খেকো') দেবী 'প্লেগাম্মা' (বা 'মা-প্লেগ')-কে আমাদের দেশে এনে, শীতলা, মনসা, মাণিকপীর, ওলাবিবিদের পাশে ঠাঁই দিলে হয় না? বিশেষতঃ, যখন শোনা যায় যে, মোটে এক-শ' বছর আগে, ওলাউঠা যখন একবার উত্তর-ক'লকাতায় মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল, তখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসী এক সাহেব, প্রাণভয়ে ভীত প্রজাকুলের আতঙ্ক দূর করবার জন্য, দেবী ওলাবিবিকে স্বপ্নে দর্শন ক'রে, তাঁকে প্রকট করিয়ে', হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তাঁর পূজার প্রচার করান—ভয়কে চমৎকার ভাবে এক নোতুন mumbo-jumbo-তে চালিত ক'রে, ভক্তি-রূপে তাকে sublimate ক'রে দেন, উচ্চাবস্থায় তাকে রূপান্তরিত করেন। কাগজ পুড়িয়ে' দোকান বন্ধ করা ছেলেবেলায় দেখেছি ব'লে মনে হয় না—বছর ২০।২৫-এর পূর্বেকার কথা ব'ল্‌ছি। এখনও যারা বংশানুক্রমে দোকানদার, যারা 'ভদ্রলোক' নয়—যেমন মুদীর দোকানওয়ালা, ঘীয়ের খাবারওয়ালা, দই-সন্দেশ-ওয়ালা—এদের মধ্যে বাবু-ভায়াদের এই অভিনব 'কাগুজে' হোম' এখনও প্রসার লাভ করেনি—যদিও দু-চার জন খোট্টা পানবিড়ীওয়ালাকে এই রকম ক'রে বাবু-ভৈয়াদের দেখাদেখি কাগজ জ্বালাতে দেখেছি। এই কাগুজে' হোমের rationale, অর্থাৎ কোন্ যুক্তি অবলম্বন ক'রে এর উৎপত্তি, তা জানবার চেষ্টা ক'রেছিলুম। পরিচিত আর বন্ধুস্থানীয় দু-চারজন দোকানদার, যাঁরা এই ritual বা অনুষ্ঠান পালন ক'রে থাকেন, তাঁরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাথেকে বোঝা যায় যে, এটা এক রকম sympathetic magic, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে পাপকে পুড়িয়ে' উড়িয়ে' দেবার voodoo থেকেও এর উদ্ভব;—একজন শিক্ষিত দোকানীর মতে, এই রকম ক'রে কাগজ জ্বালালে দোকানে আগুন লাগবার ভয় কেটে যায়; আর মতান্তরে, সারাদিন মাল বেচ্‌তে-বেচ্‌তে খদ্দেরের সঙ্গে দু-পাঁচটা মিথ্যে কথা ব'ল্‌তে হয়, কাগুজে' হোমে সেই পাপ "ভস্মসাৎ ক্রিয়তে ধ্রুবম্"। বেশীর ভাগ লোকে গতানুগতিক ভাবেই ক'রে থাকে। কিন্তু এই ritual আমাদের দেশে, ক'লকাতায়, এল' কোথা থেকে? ক'লকাতার চীনা 'খোতা-খল' থেকে কি এর অনুপ্রাণনা এসেছে? এটা ethnology-র অনুসন্ধানের বিষয়।

যা হোক্, এই রকমে কাগজ আর পটকা পুড়িয়ে', ধূপ আর বাতী জ্বেলে পূজা শেষ ক'রে, অনেকেই ঘরে চ'লে যায়। অনেকে আবার দেবতার দয়ায় ভাগ্য পরীক্ষায় লেগে যায়। ঠাকুরের সাম্‌নে যে বাঁশের চোঙায় সরু সরু চাঁচাড়ী বা বাঁখারীগুলি থাকে, প্রত্যেকটীতে এক-একটা চীনে হরফ লেখা, তারই গুটী ১০।১৫ আর একটী ছোটো চোঙায় নিয়ে, পূজার্থী আস্তে-আস্তে চোঙাটী নাড়্‌তে থাকে। খানিক পরেই একটী বাঁখারী ঠিক্‌রে বাইরে প'ড়ে যায়, পূজক সেটী তুলে নিয়ে, পুরোহিত যিনি পূজার উপকরণের দোকানে ব'সে আছেন তাঁর কাছে যায়। তিনি তখন তাঁর মোটা কচ্ছপের খোলার ফ্রেমে আঁটা চীনা চশমা নাকে এঁটে, সেই অক্ষরটী দেখে, তাঁর জ্যোতিষের বই খুলে সেই অক্ষরের ফলাফল বুঝিয়ে' দেন—তাথেকে পূজক কি ভাবে জুয়া খেল্‌বে, জুয়ায় কোন্ নম্বর বা ঘোড় দৌড়ে কয়ের নম্বরের ঘোড়া ধ'র্‌বে, তার ব্যবসার নোতুন কণ্ট্রাক্টটী সুবিধার হবে কি না, এই সব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে কিছু tips পেয়ে চ'লে যায়, পুরোহিতকে কাঞ্চন-মূল্য যৎকিঞ্চিৎ পূজার পয়সা দিয়ে যায়। কেউ বা তে-কোণা বাঁশের গাঁট দুটী নিয়ে, অস্ফুট স্বরে মন্ত্র প'ড়্‌তে-প'ড়্‌তে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেগুলিকে মাটিতে নিজের সাম্‌নে পায়ের কাছে ফেলে দেয়। গাঁট দুটীর সোজা উল্‌টো দিক্ আছে, কোন্ দিক্ উপরে প'ড়ল্ তা নিয়ে ভাগ্য-সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। আন্দেকের উপরে লোক এই রকমে ভাগ্য গণনা ক'রে, ঠাকুর-দর্শনের পুণ্যের সঙ্গে শস্তায় ব্যবসায়ের বা টাকা রোজগারের বা অন্য কোনও কাম্য বস্তু বিষয়ে advance report বা warning অর্থাৎ সাবধান হবার সলা পেয়ে, রথ-দেখা আর কলা-বেচা একত্র সেরে, যে যার কাজে ফিরে যায়।

দু-একজন বিদেশী লোকে ব'লেছে যে, চীনেদের মধ্যে জুয়াড়ীর মনোভাবটা বড্ড বেশী। কথাটী নেহাৎ বাজে ব'লে মনে হ'ল না। ধর্ম-বিষয়ে চীনারা উদার—কোনও ধর্মের কোনও দেবতাকে তারা বাদ দিতে চায় না। মালয়দেশে তামিল চেট্টীদের শিবের মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে' যখন আরতি হয়, তখন আরতির সময়ে চীনারা মন্দিরের আঙিনায় ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে' আরতি দেখে, দূর থেকে পূজার জন্য পয়সাও দেয়। ক'লকাতায় বউবাজার স্ট্রীটের ফিরিঙ্গী-কালীর মন্দিরের সাম্‌নে, রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে' একাধিকবার চীনাম্যানকে দেখেছি, মা-কালীকে নমস্কার ক'র্‌ছে; আর বহুপূর্বে ছেলেবেলায় যখন ইস্কুলে পড়ি, তখন একবার সেখানে দেখেছিলুম যে, এক জন চীনে' কতকগুলা বাঁশের চাঁচাড়ী, তাতে চীনে' হরফ লেখা, তাই নিয়ে মন্দিরের পুরোহিত বাঙালী ব্রাহ্মণের হাতে দিলে; ব্রাহ্মণ সেগুলিকে নিয়ে, একটা তামার পঞ্চপাত্রের ভিতরে রেখে, ভুঁয়ে উবু হ'য়ে মা-কালীর সাম্‌নে ব'সে, পঞ্চপাত্রটীতে ক'রে ভিতরের চাঁচাড়ীগুলি নাড়্‌তে লাগ্‌লেন। খানিক পরে একটী চাঁচাড়ী বেরিয়ে প'ড়তে, সেটী তিনি চীনের হাতে দিলেন, বাকীগুলোও দিলেন—চীনেটা ঐ ঠিক্‌রে-পড়া চাঁচাড়ীটাকে আলাদা পকেটে পুরে রাখ্‌লে, তারপর মন্দিরের মার্বেল-পাথরের মেঝের উপর চারটে পয়সা পূজোর জন্যে রেখে চ'লে গেল। যতক্ষণ পুরোহিত-মহাশয় চাঁচাড়ীগুলি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, ততক্ষণ আমি চীনেকে জিজ্ঞাসা ক'রছিলুম—"এ চীনা সাব, এ কেয়া হোতা?" চীনা এক গাল হেসে ব'ল্‌লে, "ও খোতা হায়, সেলাম দেতা"—অর্থাৎ "উও খোদা হ্যায়, সলাম দেতা,—উনি হ'চ্ছেন একটী খোদা বা দেবতা, আমি সেলাম দিচ্ছি।" পুরোহিত-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, মায়ের পূজো দিতে সব জা'তই আসে, ফিরিঙ্গী মেয়ে-পুরুষে খুব আসে, অসুখ-বিসুখ হ'লে বা বিপদে প'ড়্‌লে অনেকে মানৎ ক'রে যায়, আর চীনেরাও আসে, তাদের জুয়া-খেলার পয়মন্ত নম্বর জানবার জন্য আসে।

চীনা মন্দিরে একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম, এখানে পাণ্ডার বা পুরুতের অত্যাচার নেই। পুরুতদের দেখাই যায় না। একটা কারণ, বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা ভিক্ষু হয়, 'তাও'-মন্দিরেও ঐ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের হাতে পূজার ভার থাকে; আর প্রায় সব মন্দিরের স্থাপয়িতার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া নিজস্ব আয় থাকায়, আর পূজার উপকরণের দোকানের লাভও মন্দিরের প্রাপ্য হওয়ায় (এই রকমটা আমার অনুমান হয়), পূজার্থীদের উপর অত্যাচার ক'রে, তাদের ভুজং-ভাজং দিয়ে পয়সা আদায়ের চেষ্টা ক'রতে হয় না; মোটের উপর, চীনা মন্দিরের

ভিতরে একটা দেবমন্দিরোচিত গাম্ভীর্যের ভাব আছে, একটা শান্তির হাওয়া সেখানে বয়। মন্দিরের মধ্যে উজ্জ্বল আলোয় নানা কিম্ভুত-কিমাকার, বৃহদাকার, বিকট-ভৈরব, উজ্জ্বল, চোখ-ঝলসিয়ে'-দেওয়া লাল আর সোনালী রঙ লাগানো ছবি আর মূর্তির সমাবেশে একটা ছেলেমি ভাব, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে একটা গভীরতার, একটা রহস্যপূর্ণ অশরীরী দেবতার সান্নিধ্যের আভাস ততটা লক্ষণীয়-ভাবে না থাক্‌লেও, হিন্দু মন্দিরের আলো-আঁধারীর mystic ভাব, তার dim religious light-এর অন্তরালে আব্‌ছা-আব্‌ছা কোনও দেবতার বিরাট মূর্তির ছায়া যেন ভগবানেরই ছায়ার মতন বিদ্যমান, এ রকম ভাবটা না থাক্‌লেও, হিন্দু মন্দিরের ভক্ত আর পূজকের ব্যাকুল ভক্তির ভাব দেখা না গেলেও,—চীনা মন্দির দেখে মোটের উপর মনটা অপ্রসন্ন হয় না।

ভক্ত পূজকেরা (বোধ হয় মানং সফল হ'লে) ভোজ্য নৈবেদ্যও উৎসর্গ ক'রে দিয়ে যায়। দুটী চীনে' স্ত্রীলোক, একটী মা বা শাশুড়ী, আরটী তার মেয়ে বা পুত্রবধূ, এই রকম পূজোর ভোগ নিয়ে এসে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দেবার জন্যে বেদির টেবিলের উপর সাজাতে লাগ্‌ল। মা-টী বর্ষীয়সী, গায়ের রঙ্‌ ফেকাসে' হ'ল্‌দে, মাথার চুল উস্ক-খুস্ক, পরণে কালো ছাতার কাপড়ের মতন কাপড়ের কোর্তা আর সরু পা-জামা, পায়ে চটী জুতো; মেয়েটী কম বয়সের, ঐ রকম কাপড়ের পা-জামা, মাথার তেল-চুক্‌চুকে চুল এঁটে খোঁপা ক'রে বাঁধা, খোঁপায় লাগানো কতকগুলি বড়ো-বড়ো রঙীন মীনার ফুল তোলা সোনার কাঁটা, আর মাথার সাম্‌নে কপালের উপর জুলপীর মতন এক গোছা চুল ঝুল্‌ছে। এদের সঙ্গে দু-চারটী কাচ্চা-বাচ্চা এসেছে,—কম-বয়সী মেয়েটীরই ছেলেপুলে হবে, এরা একটু-আধটু হুড়োহুড়ি ক'রছে, আর মাঝে-মাঝে দিদিমা বা ঠাকুরমার কাছে থেকে আদর-মাখা বকুনি খাচ্ছে। স্ত্রীলোক দুজন ভোগ সাজালে। ভোগ হ'চ্ছে, চীনা ভোজের খাদ্য—হরেক রকমের ফিকে-সবুজ চীনে-মাটীর বাসনে সাজানো—মাঝে একটা বড়ো সাদা চীনে-মাটীর ডিজেলের মতন, তাতে ভাত আছে—নানা চীনা তরকারী, মাছ আর আলু, সবজীর তরকারী, ডিম সিদ্ধ, আর দুটো আস্ত হাঁস সিদ্ধ; আর আছে, নুন দিয়ে ধোঁয়ায় জারানো একটা মাঝারী আকারের শূওরের দেহের একপাস, লম্বালম্বি শিরদাঁড়া ধ'রে সেটীকে চিরে দুখানা করা হ'য়েছে তারই একখানা;—এই-সব চীনা সুখাদ্য। এদের পূজোটী একটু ঘটার-ই ব্যাপার ছিল। ঠাকুরকে, অর্থাৎ করুণার দেবী কুআন্-য়িন্-এর স্ত্রী-বিগ্রহধারী অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধকে, এই ভোগ নিবেদন ক'রে দেবার জন্য পুরোহিত ঠাকুর এলেন। পুরোহিতটীকে দেখে মনে বিশেষ ভক্তির উদয় হ'ল না। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, 'হাঙ্গ্‌লা', hungry, scare-crow-গোছ চেহারার একটী যুবক, নখে ময়লা, মুখখানা যেন বহুদিন ধোয়া হয়নি, খোঁচা খোঁচা দু-চার গাছা গোঁফ-দাড়ী। নীল রঙের আর কালো ছাতার কাপড়ের কোর্তা আর পা-জামার উপরে তাঁর ভিক্ষুর পোষাক,—আমাদের দেশের জোড়া বা জোব্বার মতন ঢিলে লম্বা একটা পোষাক—চড়িয়ে' তিনি এলেন, তাঁর হাতে জপ-মালা আর দুটো ঘণ্টা। তার মধ্যে একটী হ'চ্ছে ছোটো ছড়ির আগায় লাগানো একটী ঘণ্টা, যে ঘণ্টার গায়ে ঐ ছড়িটীর সঙ্গেই দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোটো একটী কাঠি দিয়ে ঘা মেরে আওয়াজ ক'র্‌তে হয়; আর অন্যটী আমাদের দেশের পূজোর ঘণ্টার মতন। এই দুটো ঘণ্টা নিয়ে, টেবিল-বেদির সাম্‌নে পুরোহিত এসে দাঁড়ালেন। ভিক্ষুর জোব্বাটীর রঙ এক কালে হ'ল্‌দে ছিল, সেটা এখন ময়লা হ'য়ে অতি বিশ্রী দেখাচ্ছিল। এই জোব্বার ছাঁটটা জাপানী কিমোনোর মতন। দু-হাজার দেড়-হাজার বছর আগে, চীন-দেশে যখন মেয়ে-পুরুষ উভয়েই ছাতার কাপড়ের জামা-পাৎলুন প'র্‌তে আরম্ভ করেনি, পুরুষের ঢিলে পা-জামা আর মেয়েদের অতি কুশ্রী আঁট পা-জামা,—তখন এইরকম সুদৃশ্য প্রশস্ত জোব্বা ছিল চীনাদের সাধারণ পোষাক। জাপানীরা এই পোষাকই গ্রহণ ক'রেছে, এই হ'চ্ছে তাদের সুপরিচিত 'কিমোনো'। চীন-দেশ এখন পোষাক-সম্বন্ধে তার প্রাচীন সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে', তাদের এই প্রাচীন পোষাক সাধারণ-ভাবে ত্যাগ ক'রেছে, কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু আর 'তাও'-সন্ন্যাসীরা এই প্রাচীন পোষাক এখনও ছাড়েনি। পুরোহিত মহাশয় মুণ্ডিত-মস্তক, তাতে বোঝা গেল যে ইনি ভিক্ষু, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ইনি এসে, বেদির উপর সাজিয়ে-রাখা খাদ্যদ্রব্যগুলির দিকে

একবার কাতর দৃষ্টিপাত ক'রে (এসব এঁর নিজের ভোগে লাগ্‌বে না, কারণ চীনা ভিক্ষুরা সাধারণতঃ মাছ-মাংস খায় না, অহিংসা নীতির প্রভাব বর্মী ফুঙ্গীদের চেয়েও এদের মধ্যে কার্যকর), ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে, বা হাতে আমাদের দেশের-মতন ঘণ্টাটী ধ'রে আর ডান হাতে কাঠি-ঘণ্টাটী বুকের সাম্‌নে উঁচু ক'রে তুলে, ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে' সুর ক'রে-ক'রে মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ ক'র্‌লেন – আর ঘণ্টা দুটীর শব্দ ক'রে মাঝে-মাঝে তাল দিতে লাগ্‌লেন।

চীনা মন্দির আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু বহুপূর্বে ইউরোপেই চীনা বৌদ্ধ মন্দিরের মন্ত্র-আবৃত্তি শোনা গিয়েছিল দু-বার। ১৯২১ সালে লণ্ডনে থাক্‌তে-থাক্‌তে East of Suez নামে একটী নাটকের অভিনয় দেখি, নাটকের ঘটনাস্থল চীন-দেশ, পাত্র-পাত্রী ইংরেজ ও চীনা, চীনের আব-হাওয়া ভালো ক'রে দেখাবার প্রয়াসে এই নাটকের জন্য খাস চীন থেকে কতকগুলি লোককে আনা হয়। এতে একটী দৃশ্য ছিল, এক চীনা বৌদ্ধ-মন্দির, ঘণ্টা আর ডুগী বাজিয়ে' বুদ্ধ-মূর্তির সাম্‌নে পুরোহিতরা স্তোত্র-পাঠ ক'র্‌ছে। যারা এই অংশের অভিনয় ক'রেছিল তারা সকলেই চীনা। তখন এই দৃশ্যটী আর স্তোত্র-পাঠটী অতি চমৎকার লেগেছিল, আর খালি এই দৃশ্যটী দেখবার জন্যই আর এক বার ঐ নাটক দেখতে গিয়েছিলুম। এবারও এই স্তোত্র-পাঠটী বড়ো সুন্দর লাগল, সঙ্গের বন্ধুদেরও ভালো লাগ্‌ল। মন্ত্রের কথাগুলি চীনা, সুর ক'রে সংস্কৃত স্তোত্র-পাঠের অনুকারী বেশ ধীর-গম্ভীর ছাঁদে পুরোহিত মধুর ঘণ্টার আওয়াজের তাল দিতে-দিতে পাঠ ক'রে যেতে লাগলেন। তাঁর চেহারায় আর পোষাকে যে অশ্রদ্ধার ভাবটা প্রথমে মনে এসেছিল, সে-ভাবটা তাঁর পাঠের সুশ্রাব্যতায় অনেকটা চ'লে গেল। খানিকক্ষণ এই অনুষ্ঠান দেখে আর এই পাঠ শুনে তৃপ্ত হ'য়ে, আমরা মন্দিরের অন্য দুই-একটা অংশ, একটী মস্ত বড়ো ঠাকুর-ঘর, অন্য বেদিতে বড়ো আর একটী বুদ্ধ-মূর্তি, এই-সব দেখে, ফিরে এলুম।

চীনাপাড়ায় ঘুরে, চীনাজাতির কার্যকারিতা, তাদের অশ্রান্ত পরিশ্রম, তাদের সদাপ্রফুল্ল ভাব দেখে, মনে-মনে তাদের তারিফ না ক'রে পারা যায় না। সরু-সরু গলি বা বড়ো-বড়ো রাস্তা, ঘিঞ্জি ঘেঁস-ঘেঁস যত দোতালা তেতালা বাড়ী—বাড়ীগুলি লোকে ঠাসা, রাস্তাতেও লোকের ভীড়, ট্রাম-মোটর, দুই-একখানা ঘোড়ার গাড়ী, নীলপোষাক-পরা চীনা কুলীর টানা অগণতি রিক্‌শ গাড়ী, দু'দশখানা গোরুর-গাড়ী, তার গাড়োয়ান হয় পাগ্‌ড়ী-মাথায় শিখ, নয় ফেল্‌ট্‌ হ্যাট মাথায় মাদ্রাজী কি চীনা; বাঁকে ক'রে জিনিস নিয়ে তাদের বিচিত্র কণ্ঠে জিনিসের নাম হেঁকে-হেঁকে বেড়াচ্ছে অসংখ্য চীনা ফেরিওয়ালা; এই সমস্ত নিয়ে চীনাপাড়ার রাস্তাগুলো, ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়ে, জোয়ান, বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, সব-রকমের চীনাতে ভরতী, মানুষ যেন সেখানে কিল্‌বিল্‌ ক'র্‌ছে। ইংরেজী teeming কথার দ্বারাই এখানকার চীনাদের সংখ্যাধিক্য আর তাদের গতিশীল কর্ম-নিরত জীবন কতকটা ধারণা করা যায়। যেন পিঁপড়ের সারের মত এই হাজার-হাজার চীনে' পিল্‌-পিল্‌ ক'রে চ'ল্‌ছে, চাকের মৌমাছির মত তারা যেন থিক-থিক্‌ ক'র্‌ছে। অসংখ্য লোক, অফুরন্ত লোক, সবাই নিজ-নিজ কাজে নিযুক্ত। এদের যেন দুটী কাজ—খাটা, আর খাওয়া। শত-শত ভোজনালয়, আর রাস্তার ধারে বাঁশের বাঁকের দু পাশে ঝোড়ায় ক'রে খাবার নিয়ে, হাঁড়ী-উনুন নিয়ে, চীনে' খাবারওয়ালা—ভাত, মাছ, তরকারী, আর হরেক রকম চীনে' খাবার শুঁটকী মাছ আর নোনা মাংসের দুর্গন্ধে রাস্তা ভরিয়ে' দিয়ে, খাবার টাট্‌কা-টাট্‌কা রেঁধে-রেঁধে বেচ্‌ছে, আর দলে-দলে চীনা লোক, রাস্তার কুলী-মজুর গাড়োয়ান প্রভৃতি ব'সে দাঁড়িয়ে' খাবার কিনে খাচ্ছে, তার ধরা-বাঁধা সময় নেই। শুনলুম, রিক্‌শওয়ালা একবার ভাড়া খেটে ২।৫ আনা পেলে, তখনি তার থেকে কিছু পয়সা নিয়ে খাবার কিনে খায়,—সে খাবার এক বাটী সেমুইয়ের পায়সই হোক্‌, বা নাড়ীভুঁড়ীর বা শুঁটকী মাছের তরকারীর সঙ্গে এক বাটী ভাতই হোক্‌।

এ জা'তকে হঠানো কি ঠেকানো বড্ড কঠিন। সুবিধা পেলে, এ জা'ত দুনিয়ার সমস্ত দখল ক'রে ব'স্‌বে। সংখ্যায় এরা আর সব জা'তের চেয়ে বেশী—চল্লিশ কোটির উপর চীনা তো এক চীন-দেশেই র'য়েছে। এদের বংশ-বৃদ্ধি হ'চ্ছে খুব জোরের সঙ্গে; এরা পরিশ্রমকে ডরায় না; কোনও সন্দেহ নেই যে, এরা fair field and no favour

অর্থাৎ অবাধগতি পেলে, অন্য কোনো জা'ত এদের সাম্‌নে টি'ক্‌তে পার্‌বে না। অবশ্য এই লাখো-লাখো লোকের ভিতরে নানা গলদ আছে; কিন্তু চীনে সভ্যতার বুনিয়াদ্ এমনি পাকা যে, চীনারা সব ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে' মাথা কাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে, নিজেদের সভ্যতা, নিজেদের জগৎ নিয়ে এরা বিশ্বজয় ক'র্‌তে বেরিয়েছে; চীন-জাতির এই সমস্ত দেশ-আত্মসাৎ করার সূত্রপাত, ফাঁকা গৌরবের জন্য নয়, capitalism-এর ঠেলায় নয়; খালি দু-মুঠো খেয়ে বাঁচবার আর বংশ-বৃদ্ধি করবার জন্যেই এদের ছড়িয়ে প'ড়তে হ'চ্ছে; আর যেখানে বেঁচে-বর্তে থাকা নিয়েই প্রতিযোগিতা, যেখানে অন্য জা'তের সঙ্গে এদের সংঘাত হবে, সেখানে এদের সংখ্যার জোরে আর কর্মক্ষমতার জোরে, এরাই যে জেতা হ'য়ে র'য়ে যাবে, কেউ এদের রুখ্‌তে পার্‌বে না, অন্য সব জা'ত যে ঝ'ড়ো হাওয়ার মুখে শুখ্‌নো পাতার মতন উড়ে যাবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকে না॥

—*—

৫। মালয়-দেশ—সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে

২৩শে জুলাই শনিবার। আজকের দিনটাকে এখানকার চীনা জগতের সঙ্গে আমাদের একটু অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দিন ব'ল্‌তে পারা যায়। চীনেদের বাজার দোকান পাট, চীনে' মন্দির দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেল। এই দিন সিগ্‌লাপে গিয়ে আহারাদি আমাদের হ'ল না, সারাদিন শহরেই ঘুরতে হ'ল। আরিয়ম্ আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে' দিলেন Feng Chih Chen ফ্যঙ্-চ্যঃ-চেন্ নামে একটী চীনা যুবকের সঙ্গে। কথা হ'ল যে ফ্যঙ্-এর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের শিক্ষিত চীনা মহলে একটু ঘুরে' লোকেদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ ক'রবো, কবির বিষয়ে আর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত চীনা জান্‌তে চান, তাঁদের সঙ্গে কথা কইবো। ফ্যঙ্ আমাদের পাণ্ডা হবেন, আর দরকার হ'লে দোভাষীও হবেন। আর আরিয়ম্ নিজে বা'র হ'লেন সিঙ্গাপুরের কার্যাবলীর বন্দোবস্তের জন্যে, আর বিশ্বভারতীর জন্য চাঁদা তুল্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলেন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে।

ফ্যঙ্ আর আমরা সারাদিনটা সিঙ্গাপুরে চীনাদের মধ্যেই ঘুরে'-ঘুরে' কাটালুম। এই যুবকটীর একটু পরিচয় দিই। ইনি ফেডারেটেড-মালাই-স্টেট্‌স্-এর Selangor সেলাঙোর রাজ্যের Kajang কাজাঙ্ নগরে একটি চীনা বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। যখন বন্ধুবর আরিয়ম্ মালয়-দেশে এসে কবির ভ্রমণের ব্যবস্থা ক'রছিলেন, তখন ফ্যঙ্-এর সঙ্গে আরিয়ম্-এর পরিচয় হয়। অল্পভাষী অধ্যয়নশীল উচ্চমনোভাবযুক্ত এই চীনা যুবকটী কবির গ্রন্থের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। কবির ইংরেজী বইয়ের মধ্যে অনেকগুলিই চীনা ভাষায় অনূদিত হ'য়ে গিয়েছে। ইনি চীনা অনুবাদ থেকে আর মূল ইংরেজী থেকে, কবির বাণীর মহত্ত্ব আর উদারতা বিশেষ-রূপে উপলব্ধি ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। কবির আগমনের সংবাদ শুনে ইনি খুব উৎফুল্ল হন, আর যাতে এঁর স্বজাতীয় চীনারা কবির মর্যাদা উপযুক্ত রূপে বুঝে', তাঁর যথোচিত সম্মান করে, আর কবির দ্বারা স্থাপিত আর তাঁর অনুপ্রাণিত বিশ্বভারতীর জন্য যাতে তারা তাদের উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য ক'রতে পারে, সেইজন্য নিজে থেকেই ইনি চেষ্টা ক'রতে আরম্ভ করেন। আরিয়ম্-এর সঙ্গে এঁর বেশ হৃদ্যতা হ'য়ে যায়। ইনি মালাই দেশের চীনা সংবাদ-পত্রে আর পত্রিকায় কবির বিষয়ে আর ভারতের সভ্যতা আর চীন আর ভারতের প্রাচীন যোগের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ্‌তে থাকেন। সিঙ্গাপুরে এঁর বড়ো ভাই

একটী চীনাদের ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, আর তা ছাড়া, কতকগুলি চীনা সংবাদ-পত্রের সঙ্গেও ইনি সম্পৃক্ত। কবি সিঙ্গাপুরে এসেছেন, তাই কাজাঙ্ থেকে ছুটী নিয়ে ফ্যঙ্ সিঙ্গাপুরে চ'লে আসেন—কবি-সন্দর্শন ক'রতে, আর কবির মালাই-দেশে আগমন যাতে সাফল্য-মণ্ডিত হয়, সেজন্য সাহায্য ক'রতে।

১৯২১ সালের লোক-গণনা অনুসারে সমগ্র মালাই-দেশের অধিবাসীদের সংখ্যা হ'চ্ছে সাড়ে-তেত্রিশ লাখের কাছাকাছি। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে-যোলো লাখ মালাই জাতীর, প্রায় পৌনে-বারো লাখ চীনা, পৌনে-পাঁচ লাখের কাছাকাছি ভারতীয়, আর বাকী সব অন্য জা'তের। আগেই ব'লেছি, চীনারাই এদেশের সব চেয়ে সমৃদ্ধ, সঙ্ঘ-বদ্ধ আর শক্তিশালী জাতি। পাঁচ শ' বছর আগে থেকে চীনাদের এদেশে যাওয়া-আসা। মালাই-দেশে প্রথম-প্রথম যে সব চীনা আস্তে থাকে, তারা বেশীর ভাগ দক্ষিণ-চীনের Hokkien হোক্কিয়েন (অন্য উচ্চারণে Fu Chien ফু-চিয়েন্) প্রদেশের লোক ছিল, Amoy আময় শহর থেকে মালাই-দেশে আসে।

মালাই-দেশে এসে বসবাস ক'রতে আরম্ভ করায়, দু-তিন পুরুষের মধ্যে তারা চীন দেশের সঙ্গে যোগ হারিয়ে' ফেলে। অনেকে চীনে' ভাষা একেবারে ভুলে যায়, মালাইদের মধ্যে থেকে, মালাই ভাষা গ্রহণ করে, আর মালাইদের ঘরে আবাহ-বিবাহ কিছু-কিছু ক'রতে থাকে। মালাইরা এক সময়ে হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ) ধর্মাবলম্বী ছিল, আর অনেক অংশে তাদের পূর্বেকার জাতীয় ধর্ম-বিশ্বাস অনুসারেও চ'ল্‌ত। আরবেরা, আর বোম্বাই গুজরাট-অঞ্চলের মুসলমানেরা, আর তামিল মুসলমানেরা, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ আর চতুর্দশ শতক থেকে মালাইদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ক'রতে থাকে। চীনারা মালাই-দেশে যখন আসতে শুরু করে, তখন মালাইরা অনেক অংশে মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে। মুসলমান মালাই, আর বৌদ্ধ আর কনফুশীয় চীনাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান অনেকটা কমই হ'ত। মোটের উপর, আগত চীনারা ধর্মে বৌদ্ধ বা চীনা আর আচারে-অনুষ্ঠানে (যথা—শূকরমাংস-ভক্ষণে) পূরাপূরি চীনা থেকেও, ভাষায় মালাই হ'য়ে গিয়ে, আর কতকগুলি রীতিতে মালাইদের অনুকরণ ক'রে (যেমন ঝাল-লঙ্কা দেওয়া মালাই ধরণে তৈরী তরকারী খেতে অভ্যস্ত হ'য়ে, চীনে' মেয়েদের পা-জামার বদলে এদের মেয়েরা মালাই মেয়েদের ধরণে 'সারঙ্' বা লুঙ্গী প'রতে আরম্ভ ক'রে, আর মালাইদের অনুকরণে পান খেতে আরম্ভ ক'রে), একটী নোতুন আধা-চীনে আধা-মালাই জা'তে পরিণত হ'তে থাকে। এইরূপ Straits-born Chinese-দের (অর্থাৎ মালাই-দেশে যাদের জন্ম এমন চীনাদের) ওদেশের ভাষায় Baba 'বাবা' বলে; আর এদের পুরুষদের সম্বোধন ক'রতে হ'লে 'বাবা' শব্দের প্রয়োগ হয়, মেয়েদের সম্বোধন ক'রতে হ'লে Nonya 'নোঞা'। পিতৃভূমি চীন-দেশের সঙ্গে যোগ একেবারে না থাক্‌লে 'বাবা' চীনারা ক্রমে ধীরে-ধীরে মালাই-জা'তেরই একটা শাখা হ'য়ে যেত। কিন্তু দুটো জিনিসে মালাইদের থেকে এদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এক, চীনা ব'লে এদের মধ্যে মালাইদের অপেক্ষা একটু বেশী শ্রেষ্ঠতা- বা আভিজাত্য-বোধ; আর দুই, খাস চীন-দেশের চীনাদের সঙ্গে যোগ-সূত্র ছিন্ন না হওয়া। বছর-বছর হাজার-হাজার চীনা চীন-দেশ থেকে মালাই-দেশে যাওয়া-আসা করে, অনেকে আবার স্থায়ী বাশিন্দাও হ'য়ে যায়। এদের সংস্পর্শে আসার দরুন, 'বাবা'-চীনাদের চীনত্ব একটু বেশ সাত্মাভিমান, একটু সজাগ হ'য়ে ছিল বরাবরই; পয়সা-কড়ি জমালে অনেকের মনে আগ্রহ হ'ত, যাতে চীনা বৈশিষ্ট্য আবার পূরোপূরি ফিরিয়ে' পায়। চীনদেশে বিপ্লব, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে চীনের নূতন জাগরণের ফলে, 'বাবা'-চীনারা এখন আরও বেশী ক'রে সচেতন হ'য়ে উঠেছে। এদের মধ্যে যারা ছেলে-ছোকরা, তারা এখন ভাষায় সংস্কৃতিতে পোষাকে-পরিচ্ছদে জাতীয়তার বোধে আবার পূরা চীনা হবার চেষ্টা ক'রছে। বুড়ো ঠাকুরমা ঠাকুরদাদা, মা বা বাবা—আধা-চীনা আধা-মালাই; রঙীন মালাই সারঙ্ পরা, পায়ে মালাই ধরণের মল পরা, গায়ে আধা-চীনা আধা-মালাই হাঁটু-অবধি-লম্বা পাতলা সাদা কাপড়ের কোর্তা, মাথায় বড়ো-বড়ো সোনার কাঁটা, এই হ'চ্ছে সেকেলে 'বাবা'-চীনা মেয়েদের

পোষাক ; এরা খুব লঙ্কা-বাটা দেওয়া আর না'রকেল দুধ দেওয়া শুঁটকী-মাছের তরকারী দিয়ে মালাইদের মতন ভাত খায়, চীনা ধরণের chop-suey বা পেঁয়াজ-কলি আর বাঁশের-কোঁড়ের তরকারী এদের মুখে আর রোচে না, এরা মালাই ছাড়া অন্য ভাষা জানে না, চীনা ভাষার দু চার কথা জান্‌লেও, প্রায় কেউ সে ভাষা লিখ্‌তে প'ড়তে পারে না ; এদের মধ্যে মালাই ভাষার একটু পরিবর্তিত রূপ যা দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তাকেও 'বাবা'-মালাই বলে,—কবিত্ব-শক্তি থাক্‌লে, এই ধরণের মালাই ভাষায় pantum 'পান্তুম্' বা শ্লোক রচনা ক'রে, সাময়িক ঘটনা মালাই-কবিতায় বর্ণনা ক'রে এরা আনন্দ-লাভ ক'রে থাকে ; লেখা-পড়ার কাজ কিছু ক'রতে হ'লে, রোমান-অক্ষরে একটু-আধটু মালাই লিখেই কাজ চালিয়ে' নেয় ; চীন থেকে নবাগত চীনাদের সঙ্গে মালাই ভাষাতেই কথা কয় ; ঘরে কিন্তু নিজেদের বংশ-নাম গোত্র-নাম পূর্বপুরুষদের নাম চীনা অক্ষরে কাঠের ফলকে লিখে' রাখে, চীনা মন্দিরেও যায়, পয়সা হ'লে নোতুন বৌদ্ধ মন্দিরও করে, তার জন্য চীন-দেশ থেকে কারিগর পুরোহিত প্রভৃতিও আনে ;—এই সব নিয়ে হ'চ্ছে সেকেলে ধরণের 'বাবা'-চীনাদের জগৎ। কিন্তু এদেরই নাতী-নাতনী বা ছেলে-মেয়েরা এখন অন্য ধরণে মানুষ হ'চ্ছে ; মেয়েরা মালাইদের পরিপাটী চোখ-জুড়ানো নানা রঙের সারঙ্ ছেড়ে দিয়ে, চীনা মেয়েদের বিশ্রী কালো রঙের ছাতার কাপড়ের পা-জামা ধ'রেছে, কিংবা হাল ফ্যাশনের চীনা মেয়েদের অনুকরণে skirt বা ঘাগরা প'রছে ; সারা মালাই-দেশে চীনা-ভাষা শেখাবার জন্যে যে-সব নোতুন ইস্কুল খোলা হ'চ্ছে, তাতে ওই সব ছেলে-মেয়ে প'ড়তে যাচ্ছে, চীন-দেশে প্রবর্তিত আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে চীনা-ভাষা শিখ্‌ছে, নিজেদের চীনা সভ্যতাকে বেশে আর আচারে-ব্যবহারে, উল্লাসের সঙ্গে প্রকাশ ক'রে, নোতুন ক'রে গ্রহণ ক'রছে। এরূপ 'মালয়ীকৃত' বা 'অর্ধমালয়ীকৃত' চীনা পরিবারের প্রাচীন আর নবীনদের মধ্যে তেমন কোনও আদর্শ-গত মত-বৈষম্য ঘটবার সুযোগ পায় নি ; প্রাচীনেরা তাদের সামাজিক জীবনে চীনা সংস্কৃতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা মেনে নেওয়ার ফলে, নবীনেরা প্রাচীনদের আচরিত আধা-মালাই জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে অভিযান করার আবশ্যকতা বোধ করে নি—পাশাপাশি এই 'বাবা'-চীনা রীতি-নীতি আর নব-জাগরিত নবীন চীনা রীতি-নীতি, একই বাড়ীতে চ'ল্‌ছে দেখা যায়। এইরূপ বহু চীনা পরিবারের যুবক আর বৃদ্ধদের সঙ্গে মালাই-দেশে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ হ'য়েছিল। বুড়ী ঠাকুরমা লাল রঙের মালাই সারঙ্ প'রে, ভুঁয়ে ব'সে মালাই ধরণে হামান-দিস্তায় পান ছেঁচ্‌তে-ছেঁচতে কোনও কারণে চ'টে উঠে মালাই ভাষায় নাত্‌নীকে ব'ক্‌ছে ; নাত্‌নী চীনা-ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, পরণে চীনা মেয়েদের পা-জামা, মাথায় লাল-রেশমের-গোছা-বাঁধা লম্বা বেণী ঝুল্‌ছে, মুখে চীনা প্রসাধন দ্রব্যের গুঁড়ো দিয়ে, ঠোঁট চীনা কায়দায় লাল রঙে রঙিয়ে', মালাই-ভাষায় ঠাকুরমার কথার জবাব দিচ্ছে, আর সাদা রেশমের চীনা ব্লাউজ, কালো রেশমের চীনা ঘাগরা পরা এক সহপাঠিনী খেলুড়ীর সঙ্গে তাদের ইস্কুলে-শেখা পেকিঙের উচ্চারণে চীনাতে কথা কইছে—এ দৃশ্য আমি দেখেছি। সিঙ্গাপুর-এ আমাদের বাসা-বাড়ীর (শ্রীযুক্ত নামাজীর বাঙলার) পাশে, এইরূপ একটী 'বাবা'-চীনা পরিবারের আর একটী বাঙলা ছিল। ময়দানের মধ্যেকার তাঁর ছোটো ঘরটীতে কবি একদিন ব'সে আছেন, কাছে আমরা আছি, নামাজীদের কেউ-কেউ আছেন, আর ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম আছেন, সকলে মিলে আলাপ জমানো গিয়েছে, এমন সময়ে পাশের ঐ বাঙলা-বাড়ী থেকে তামিল মালী এসে নিবেদন ক'রলে, ভারতবর্ষ থেকে ধর্মগুরু এসে এই বাড়ীতে অবস্থান ক'রছেন, পাশের চীনা বাড়ীর মেয়েরা এসে তাঁকে প্রণাম ক'রতে চায়। তাদেরকে দর্শন দিতে কবির কোনও আপত্তি না থাকায়, ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ তাদের আস্‌তে ব'ল্‌লেন। দুই বাড়ীর হাতার মধ্যে ব্যবধান ছিল একটা ছোট্ট পাচীলের। কবি-সংবর্ধনার কারণে আগত জনসাধারণের জন্যে জায়গা সঙ্কুলান ক'রতে, ও-বাড়ীরও ময়দান নেওয়া হয় ব'লে, লোকের যাতায়াতের জন্য এই পাচীলের খানিকটা আবার ভেঙে দেওয়া হ'য়েছিল। ও-বাড়ীর মেয়েরা সেই ভাঙা পাঁচীলের মধ্যে দিয়ে সহজেই কবিকে দেখ্‌তে এলেন। তিন পুরুষের, মেয়ে আর ছেলে—বাড়ীর গিন্নীমা, তাঁর দুই কন্যা কিংবা পুত্রবধূ,

আর তাঁর একটী নাতী। মেয়েদের সকলেরই পরণে সারঙ্, গায়ে লম্বা কোতা-জামা। বুড়ী গিন্নীটি প্রাচীনা, পান খেয়ে-খেয়ে দাঁতগুলি কালো ক'রে ফেলেছেন। তাঁর পরণের সারঙ্টী কালো, মহিলাটী খর্বাকার, শুকনা চেহারার। কন্যা বা পুত্রবধূ দুজনেই আধা-বয়সী, মালাই-দেশের ধনী ঘরের চীনা মেয়েদের মতনই স্থূলকায়, রঙীন সারঙ্ প'রে, হাতে আঙুলে কানে চুলে প্রচুর ভারী-ভারী সোনার গয়না, হাতে চীনে পাখা। ছেলেটী বছর তেরো-চোদ্দোর, বেশ smart বা চড়্কো, খাকী রঙের ইস্কুলের উর্দী হাফ-প্যান্ট পরা, মাথায় কালো রঙের কপাল-ছাওয়া টুপী। বুড়ী গিন্নী এসে, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হেঁট হ'য়ে দুই হাত জোড় ক'রে কবিকে প্রণাম ক'রলেন। অন্য মেয়ে দুটীও প্রণাম ক'রলেন, ছেলেটী একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে' রইল। চেয়ার দিতে এরা ব'সলেন। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ মালাই-ভাষার সাহায্যে দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধা শুনেছেন যে কবি ভারতবর্ষ থেকে, বুদ্ধ-ভগবানের দেশ থেকে এসেছেন, আর তিনি একজন শ্রেষ্ঠ, লোকমান্য ধর্মগুরু, বৃদ্ধা নিজে বুদ্ধদেবের উপাসিকা, তাই তিনি কবিকে দর্শন ক'র্‌তে এসেছেন। কথা-প্রসঙ্গে জানা গেল, বৃদ্ধার ধর্মগুরু, একজন প্রাচীন আর অতি ধার্মিক চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু, কিছু কাল হ'ল দেহত্যাগ ক'রেছেন। গুরুর মৃত্যুতে বৃদ্ধাকে দু-বৎসর ধ'রে অশৌচ পালন ক'র্‌তে হবে, দু-বছর ধ'রে অশৌচ-জ্ঞাপক কালো রেশমের এক রকম কাপড় প'রে থাক্‌তে হবে। এটা আমার কাছে একটু আশ্চর্যের জিনিস ব'লে বোধ হ'ল, কারণ আমি বইয়ে প'ড়েছিলুম যে চীনাদের মধ্যে অশৌচের রঙ্ হ'চ্ছে সাদা, আমাদেরই মতন। ছেলেটী ইংরেজী শিখ্‌ছে, তার কাছে শুন্‌লুম যে সে ইস্কুলে চীনে-ভাষা আর ইংরেজী দুইই প'ড়ছে। তবে সে মালাইটাই ভালো জানে। ছেলে বেলা থেকে শিখ্‌ছে ব'লে চীনে-ভাষা তার কাছে সক্ত লাগে না। কিয়ৎকাল এইরূপ শিষ্টাচার ক'রে 'নোঞা'-ত্রয় নিজেদের বাড়ীতে ফিরে' গেলেন।

এই-রকম আধা-মালাই চীনাদের এখন আবার পূরা চীনা ক'রে নেবার যে একটা সজ্ঞান চেষ্টা চ'লেছে, তাতে মালাই-দেশের সব জায়গার 'বাবা'-চীনারা সমান উৎসাহ দেখাচ্ছে না। শুন্‌লুম, উত্তর-মালয়-দেশে, পিনাঙ্-অঞ্চলে ততটা উৎসাহ নেই। সে যা হোক্, সাধারণতঃ পয়সাওয়ালা 'বাবা'-চীনারা এই কাজে খুব মেতে গিয়েছে ; তাদের ছেলেরা যাতে চীনা নামের যোগ্য হয়, তার চেষ্টায় সর্বত্রই অনেক টাকা খরচ ক'রে, বিস্তর Anglo-Chinese School, Confucian School খাড়া ক'রছে। এইরূপ ইস্কুল আমরা অনেকগুলি দেখেছি। এত সুন্দর-সুন্দর বড়ো-বড়ো সমৃদ্ধ ইস্কুল আমাদের দেশে খুব কম। চীনা সংস্কৃতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার এই যে চেষ্টা চ'লছে, তাকে সাহায্য করবার জন্য চীন-দেশেও খুব উৎসাহ আরম্ভ হ'য়েছে। বহু শিক্ষিত চীনা যুবক এখন চীন থেকে মালাই-দেশে এসে, এই কাজে লেগে গিয়েছে, মালাই দেশের 'বাবা' চীনাদের শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের হ'য়ে কাগজ চালাচ্ছে, তাদের সঙ্ঘ-বদ্ধ ক'রছে, তাদের চীনা মাতৃভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ-সূত্রে বদ্ধ ক'রছে। আমাদের ফ্যাঙ্ এইরূপ একটী চীনা যুবক, আর এর বড়ো ভাই-ও আর একজন।

প্রথমটা যখন দু'চার কথায় আলাপ ক'রে ফ্যাঙ্-এর কাছ থেকে অবস্থাটা মোটামুটি বুঝে' নিই, তখন, মালাই-দেশের উপনিবিষ্ট চীনা যারা আধা-মালাই ব'নে গিয়েছে, তাদের ধ'রে-বেঁধে শিখিয়ে-প'ড়িয়ে' নিয়ে আবার পূরো চীনা করবার এই চেষ্টাটী আমার তেমন ভালো লাগে নি। কারণ, মনে হ'য়েছিল যে, যারা আচারে-ব্যবহারে ভাবে-ভঙ্গীতে মালাই হ'য়েই যাচ্ছে, তাদের আবার টেনে-হিঁচড়ে চীনা তৈরী করবার চেষ্টায় কি ফল হবে? আর এইরূপ চেষ্টার পিছনে, চীনা জাতি কর্তৃক মালয়-দেশটীকে গ্রাস ক'রে ফেলবার একটা অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাও থাক্‌তে পারে। Sympathy for the under dog :—মালাই জা'ত প্রতিযোগিতায় চীনাদের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারছে না, পারবে না—চীনারা যদি মালাই-দেশে পাঁটী চীনা অর্থাৎ চীন-সভ্যতার গর্বে দৃপ্ত চীনা হ'য়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে 'বাবা'-চীনাদের মধ্যে মালাইদের সঙ্গে একটা আপস, একটা মেলা-মেশা, রীতি-নীতির

আদান-প্রদানের যে একটা ভাব আছে, যার দ্বারা মালাইরা একটু নিশ্চিন্ত হ’য়ে থাকতে পারছে, সেটা চ’লে যাবে, এক-রকম nationalism বা অসহিষ্ণু জাতীয়তা-বোধ এসে, আর একটা দুর্বল জা’তকে নিষ্পেষিত ক’রে ফেলবে, আর তার ফলে, ক্রমে দেশ থেকে মালাই নাম মুছে যাবে। চীনারা নিজেদের দেশে সংখ্যায় চল্লিশ কোটির উপর, পৃথিবীতে সব-চেয়ে বৃহৎ বা সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ জা’ত এরা; তার মধ্যে লাখ দশেক চীনা না হয় মালাই দেশে এসে ভাষায় আর মনোভাবে মালাই-ই ব’নে গেল—এতে সমগ্র চীনাজাতির বিশেষ ক্ষতি নেই, বরং মালাইদেরই লাভ; এই উদ্যমশীল নবাগত উপনিবিষ্ট চীনাদের যদি ‘কবলীকৃত’ ক’রতে পারে, তা হ’লে মালাই-জা’তটা ত’রে যাবে।

কবির সঙ্গে আমি এই সম্বন্ধে আলাপ ক’রেছিলুম। চীনাদের নোতুন ক’রে খাঁটী চীনা করণের চেষ্টায়। আজকাল চীনারা নিজেদের মধ্যে যে শিক্ষা-রীতি প্রচলন ক’রছে, তার যুক্তিযুক্ততা আর সার্থকতা কত দূর, সে-বিষয়ে কবির কাছে আমার সন্দেহ নিবেদন করি। কবি ব’ললেন যে, যে-সব চীনা, মালাইদের প্রতিবেশ-প্রভাবে প’ড়ে নিজেদের প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হ’য়ে গিয়েছে, তারা যে সংস্কৃতিতে অংশ গ্রহণ ক’রতে যাচ্ছে বা ক’রছে, সেই মালাই সংস্কৃতি চীনা-সংস্কৃতির চেয়ে বড়ো জিনিস—অন্ততঃপক্ষে তার সমকক্ষ কিছু—কি না। যদি বড়ো বা সমান-সমান না হয়, তা হ’লে অপরিপুষ্ট অপরিণত মালাইদের জাতীয় জীবনে এই চীনাদের এনে কোনও সুফল হবে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চীনের বিদ্যা-বুদ্ধি শিল্প-কলা ভাব-সম্পৎ সমস্তই, মালাইদের চেয়ে বৃহত্তর আর গভীরতর ব্যাপার; জগৎকে চীনাদের দান, মালাইদের দানের চেয়ে ঢের বেশী। তারপর, ব্যক্তি-গত আর সমাজ-গত উদ্যমশীলতা-গুণেও, চীনারা মালাইদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত। মালাইদের কোনো সদ্‌গুণ যে নেই তা নয়; এরা সুখের চেয়ে সোয়াস্তি বা শান্তিকে বেশী পছন্দ করে, অল্পে সন্তুষ্ট হ’য়ে আরামে আর শান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে’ দিতে চায়, কিন্তু তার ফলে সব বিষয়েই তারা বে-পরওয়া হ’য়ে চলে। খালি বে-পরওয়া বা দিল-দরিয়া নয়, নিরুৎসাহও বটে। মনোরাজ্যে মালাই হ’চ্ছে সদানন্দ শিশুর শামিল, আর চীনারা হ’চ্ছে বিচারশীল প্রৌঢ়। কাজে-কাজেই, সব দিক্ বিচার ক’রে দেখলে, Straits বা মালাই-দেশের চীনাদের আবার চীনা আদর্শে, ভাষায় ভাবে চীনা সংস্কৃতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা খুবই করা উচিত,—এদের জাতীয় চরিত্রের জড়-ই যখন চীনা, ব্যক্তি-গত আর সমাজ-গত অনুভূতি যা মালাই ভাষার বাহ্য আবরণের তলে-তলে অন্তঃসলিলা নদীর জলের মতন বইছে, সেই অনুভূতি যখন হ’চ্ছে মূলে চীনের মনোরাজ্যের আর রীতি-নীতির উপরই স্থাপিত।

কবির এই যুক্তি অকাট্য যুক্তি। তারপরে, যখন মালাই-দেশেই বহুদিন ধরে সপরিবারে বাস ক’রছেন এমন দু’-একটী বাঙালী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের আমি দেখলুম, যারা চীনা, মালাই আর তামিলদের মধ্যে মানুষ হ’য়ে’ আর ইস্কুলে খালি ইংরেজী প’ড়ে, বাঙলা আর ব’লতে পারে না, মালাই আর ইংরেজীই যেন তাদের ভাষা হ’য়ে যাচ্ছে; যখন আমি ভারতীয় ভাষা আর সভ্যতার প্রতিষ্ঠা থেকে এইরূপে নিপতিত আরও অন্য দু’চারজন তামিল যুবকদের দেখি, তখন এদের মধ্যে বাঙলা আর তামিল পড়াবার আবশ্যকতা আমি উপলব্ধি করি। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ-সূত্র ছিন্ন ক’রে মালাই ব’নে গেলে, এইসব ছেলে-মেয়ে—বাঙালী, গুজরাটী আর তামিল হিন্দু, পাঞ্জাবী শিখ, আর গুজরাটী আর তামিল মুসলমান—তাদের একটা বড়ো মানসিক আর নৈতিক উত্তরাধিকার, তাদের ভারতীয়ত্বের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হ’য়ে গেলে, তারা যে জীবনে একটা মস্ত অপূর্ণতাকে স্বীকার ক’রবে, এ কথা দৃঢ় ভাবে আমার মনে অঙ্কিত হ’য়ে যায়। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের পর, আর উপনিবিষ্ট ভারতীয়দেরও দু’চার ঘরের ছেলেদের অবস্থা দেখে, Straits বা মালয়ের চীনাদের খাঁটী চীনা ক’রে নেবার চেষ্টাকে আমি আর সন্দেহের সঙ্গে দেখ্‌তে পারিনি—এই চেষ্টার সঙ্গে তখন থেকে একটা সহানুভূতির ভাবই আমি অনুভব ক’রতে থাকি।

আগেই ব'লেছি, ফ্যঙ্-এর বাড়ী দক্ষিণ-চীনের হোক্কিয়েন Hokkien বা ফু-চিয়েন Fu-Chien প্রদেশে। কার্য-উপলক্ষে এঁর পিতা উত্তর-চীনে ছিলেন, তাই ফ্যঙ্-ভ্রাতৃগণের শিক্ষা উত্তর-চীনে হয়। চীন-দেশের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে একটী একক এবং অখণ্ড চীনা ভাষার প্রচলন এখন আর নেই। প্রাচীন কালে যে চীনা ভাষা ছিল, সে ভাষা শতকের পর শতক ধ'রে ব'দলে-ব'দলে, চীন-দেশের নানা অঞ্চলে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ধ'রে ব'সেছে। প্রাচীন চীনা লিপি ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু লিপির অক্ষরগুলির উচ্চারণ প্রদেশ-ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। যেমন চীনা চিত্র-লিপিতে উল্টা V-এর আকারে একটী অক্ষর—Λ—এর মানে হ'চ্ছে 'মানুষ', এখনকার মতনই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন চীনায় এই অক্ষরের অর্থ ছিল 'মানুষ', আর তখন শব্দটীর উচ্চারণ ছিল * nźian, কিন্তু এখন উচ্চারণ দাঁড়িয়ে' গিয়েছে, উত্তর-চীনে (পেকিঙ্-এ) zhan, দক্ষিণ-চীনে (কান্টন্-এ) nin, অন্যত্র ren, বা jin.। 'বুদ্ধ' শব্দটী ভারত থেকে চীন-দেশে যখন প্রথম নীত হয়—খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে—তখন এই শব্দটীর চীনা উচ্চারণে অনুকরণ হ'য়েছিল *Budh রূপে, পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে এই শব্দটীর উচ্চারণ দাঁড়ায় *Bhyuwad বা *Bhyuwat (একাক্ষর Budh শব্দের আধারের উপর), পরে *Bhut, *Bhwat *Bhur, *Phut, *Phu প্রভৃতি নানা বিকারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, আমাদের 'বুদ্ধ', বা প্রাচীন চীনার *Bhyuwat শব্দ, পেকিঙ্-এর উচ্চারণে এখন দাঁড়িয়েছে Fu 'ফু'-তে, আর কান্টনে Fat 'ফাৎ'-তে; কিন্তু বুদ্ধ-বাচক অক্ষরটী এখনও অবিকৃত আছে, আর সর্বত্র 'বুদ্ধ' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা উচ্চারণে Fu 'ফু'-ই হোক, আর Fat 'ফাৎ'-ই হোক। তদ্রূপ, সংস্কৃত নাম Kashyapa 'কাশ্যপ', খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীনে নীত হয়, Ka-shyap এই দুইটী অক্ষরের দ্বারা এই নামটীকে জানাবার চেষ্টা হয়; প্রাচীন ভারতের প্রাদেশিক উচ্চারণ ধ'রে, তখনকার চীনে ভাষায় এর উচ্চারণ দাঁড়ায় *Ka-zhyap; এখন ঐ দুটী অক্ষরই আছে, কিন্তু উত্তর-চীনে ঐ দুটীর ধ্বনি দাঁড়িয়েছে Chia-yeh 'চিয়া-ইয়েঃ,' আর দক্ষিণ-চীনে Ka-yep 'কা-ইয়েপ্'। এক-ই চীনা নাম, উত্তরের উচ্চারণে Hsuan Chwang বা Yuan-Chuang, আর দক্ষিণের উচ্চারণে Hiuen Tsang। দক্ষিণ-চীনের একটী প্রদেশ প্রাদেশিক উচ্চারণে Hok-Kien, পেকিঙ-এর উচ্চারণে Fu-Chien। চীন দেশের একজন বড় ডাক্তার, শাঙ্হাইয়ে ডাক্তারী করেন, প্লেগের চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা ক'রে ইনি সমগ্র ইউরোপেও খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন; এঁর নাম হ'চ্ছে, Dr. Wu Lien-teh of Shanghai, formerly Dr. Ngoe Lim Tock of Singapore, অর্থাৎ—ইনি দক্ষিণ-চীনের লোক; যে তিনটী চীনা অক্ষরে এঁর নাম লেখা হয়, কান্টনের উচ্চারণে সে তিনটী পড়া হয় Ngoe Lim Tock 'ঙো-লিম্-টক্' রূপে—সিঙ্গাপুরে যখন ইনি ডাক্তারী ক'রতেন, তখন সিঙ্গাপুরের সব চীনারা দক্ষিণী ব'লে, সাধারণতঃ কান্টনের উচ্চারণ-ই রোমান অক্ষরে লেখা চ'ল্‌ত; কিন্তু শাঙ্হাইয়ে বাস আরম্ভ করায়, সেখানকার কায়দা মোতাবেক Wu Lien-teh 'বু-লিএন্-তেঃ' উচ্চারণ ক'র্‌তে হয় ব'লে, রোমান অক্ষরে ডাক্তারের নামের এই নোতুন বানান ক'রতে হ'য়েছে; আর স্থল-বিশেষে, এঁর পূর্ব-পরিচয় জানাবার জন্য, এইরূপ formerly লিখে দিতে হয়।

এই উচ্চারণ-পার্থক্য, যেটী ভাষার সাধারণ-গতি-প্রসূত, সেটী এখন চীন-দেশে ভাষা-গত অনৈক্য এনে দিয়েছে। উচ্চারণ-গত পার্থক্য তো আছেই; তার উপরে, ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে আবার ভাষার ব্যাকরণের রীতি ব'দ্‌লে, তার শব্দ-বিন্যাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে, নোতুন-নোতুন চীনা উপভাষায় উদ্ভব ক'রে ফেলেছে। চল্‌তি কথা-বার্তার ভাষায় এখন এই অনৈক্যকে দূর না ক'রলে, সমগ্র চীনের মধ্যে ভাষা-গত ঐক্য আর তাকে অবলম্বন ক'রে রাষ্ট্র-গত ঐক্য হওয়া দুর্ঘট। চীনা লিপি অবশ্য আছে; এই লিপি মুখ্যতঃ ভাব-দ্যোতক, ধ্বনি-দ্যোতক নয়। অক্ষরটী চোখে দেখ্‌লে পরে, তবে সমস্ত অঞ্চলের চীনারা তার অর্থ বোধ ক'র্‌তে পা'র্‌বে, কিন্তু তার এক জায়গার উচ্চারণ ধ'রে তাকে প'ড়্‌লে, আর পাঁচ জায়গার লোকেরা বুঝ্‌তে পা'রবে না। ইংরেজী k, g, t, d, a, e, i, o, বা ভারতীয় 'ক, গ, ত, দ, আ, এ, ই, ও', প্রভৃতির মতন ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণমালা চীন দেশে চালাতে গেলেই, Λ = 'মানুষ' সর্বত্রই,

তা উচ্চারণে যাই হোক্ না কেন,—এই যে বড়ো একটা ঐক্য আছে সেটা তখনি ভেঙে যাবে ; প্রাদেশিক ভাষাগুলি, ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণমালায় বানান ক'রে শব্দগুলিকে নিজের-নিজের উচ্চারণ অনুযায়ী ক'রে লিখতে শুরু ক'রলেই, আলাদা-আলাদা, স্বতন্ত্র, পরস্পরের মধ্যে দুর্বোধ্য আর অবোধ্য ভাষাতে নিজের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে ফেল্‌বে।

এই ভাষা-সঙ্কট চীনেব রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে সব-চেয়ে বড়ো সমস্যা। আধুনিক চীন এখন এই ভাবে এর সমাধানের চেষ্টা ক'র্‌ছে ;—রাজধানী (বা রাষ্ট্র-কেন্দ্র) পে-কিঙ্ (বা পে-চিঙ্)-এর উচ্চারণকে এখন প্রামাণিক ব'লে মেনে নিয়ে, সমগ্র চীন-দেশের ইস্কুলে চীনা-ভাষা পড়াবার সময় এই উচ্চারণই শেখানো হ'চ্ছে ; যাতে ছেলেরা বড়ো হ'য়ে পেকিঙের ভাষাকেই চীনাভাষার রাষ্ট্রিক স্বরূপ ব'লে মেনে নেবে। চীনদেশের প্রায় বারো আনা অংশে মোটামুটি এই উত্তর-চীনা ভাষা বা তার নিকট সম্পৃক্ত ভাষা-ই চলে, আর অন্য-প্রাদেশিক-ভাষা-বলিয়ে' লোক বাকী চার আনা নিয়ে। এর ফলে, ছেলেরা ঘরে হয়ত 'মানুষ' ব'ল্‌তে nin শব্দ ব্যবহার ক'র্‌বে, কিন্তু ইস্কুলে শিখ্‌বে zhan ; আর পেকিঙের ভাষার অনুমোদিত বাক্যবিন্যাস আর শব্দ-গঠন-প্রণালী শিখ্‌বে। অর্থাৎ ছোটো বেলা থেকেই, এরা ঘরোয়া ভাষা বা মাতৃভাষাকে ছেড়ে, আর একটী ভাষা, উত্তর-চীনের ভাষাকে শিখ্‌তে থাক্‌বে। এ কথাটা, যেন বাঙালীর ছেলেকে পাঁচ বছর বয়স থেকে বাঙলা শব্দ না শিখিয়ে একেবারে হিন্দী বা মারহাট্টী ধরানোর চেষ্টার মতন। গত্যন্তর না থাকায়, সাধারণতঃ চীনারা এই সমাধানকেই মেনে নিয়েছে। স্বাভাবিক সমাধান অবশ্য এটাই হ'ত যে, ভাষার বিকাশকে স্বীকাব ক'রে নিয়ে, পনেরো শ' বছর আগেকার পুরানো চীনা ভাষার পরিবর্তনে উদ্ভূত কতকগুলি আধুনিক চীনা ভাষার বা উপভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া। কিন্তু তা হ'লে রাষ্ট্রীয় একতায় ঘা লাগে, সেটা কেউ চায় না। এখানে রাষ্ট্রীয় আর সামাজিক ব্যবস্থার সামনে প্রাকৃতিক পরিবর্তনকে গৌণ স্থান স্বীকার ক'রতে হ'চ্ছে ; কিন্তু প্রকৃতি এত সহজে পরাজয় মানবে না।

ফ্যঙ্ শিক্ষক হ'য়ে এসেছেন মালাই দেশে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা চীনাদের এই বিশেষ ভাষা-সঙ্কটের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। তিনি ঘরে Hokkien-এর প্রাদেশিক ভাষা বলেন, কিন্তু আধুনিক চীনার কাম্য পেকিঙের ভাষা তিনি দখল ক'রেছেন। Hokkien-এর উচ্চারণ ধ'রে এঁর পদবী বা বংশ-নাম (চীনা নামে পদবী আগে বসে) রোমান অক্ষরে লেখা উচিত Hong 'হঙ্'-রূপে ; কিন্তু পেকিঙের উচ্চারণের রেওয়াজ মেনে নিয়ে এঁরা রোমান অক্ষরে লিখতে আরম্ভ ক'রেছেন Feng 'ফ্যঙ্'। এই দুই রকমের চীনাভাষা ছাড়া, অন্য রকমেরও প্রাদেশিক চীনাভাষা তিনি জানেন। মালাই-অঞ্চলের চীনারা দক্ষিণ-চীনের এই কয়টা প্রাদেশিক ভাষা ব'লে থাকে—Kwang-tung কোআঙ্-তুঙ বা কান্টনের কান্টনী ভাষা বলে তিন লাখ বত্রিশ হাজার, হোক্কিয়েন বলে তিন লাখ আশী হাজার, Kheh খেঃ বলে দু'-লাখ আঠারো হাজার, Tie-chiu তিয়ে-চিউ এক লাখ ত্রিশ হাজার, আরHai-lam হাই-লাম অর্থাৎ দক্ষিণ-চীনের Hai-nan হাই-নান দ্বীপের ভাষা বলে আটষট্টি হাজার। ফ্যঙ্ কান্টনীও জানেন, বেশ ব'লতে পারেন। সিঙ্গাপুরে থাক্‌তে-থাক্‌তেই ঠিক হ'ল যে, আমরা ফ্যঙ্‌কে চীনা সহকর্মী, দোভাষী আর সেক্রেটারি হিসাবে আমাদের দলে নিয়ে, মালাই দেশের যেখানে-যেখানে আমাদের যেতে হবে সেখানে-সেখানে যাবো। এইরূপ ভাষাবিৎ উৎসাহশীল চীনা যুবক ফ্যঙ্-এর সাহায্য পাওয়ায়, আমাদের বিশ্বভারতীর দলের পক্ষে চীনাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে মেলামেশা আর হৃদ্যতা করা সহজ হ'য়েছিল। চীনাদের মধ্যে থেকে কবির সংবর্ধনা সর্বত্রই হ'ত, নানা চীনা প্রতিষ্ঠানে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ত। বহু স্থলে যাঁরা আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রছেন, তাঁরা ইংরেজী ভালো জানেন না, হয় তো বা একটুও জানেন না। ফ্যঙ্ তাঁদের বক্তব্য বা অভিভাষণ শুনে—তা হোক্কিয়েনেই হোক্ বা কান্টনী চীনাতেই হোক্—মুখে-মুখে ইংরেজীতে তরজমা ক'রে দিতেন। আবার কবি যখন ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন, ফ্যঙ্-ও অবস্থা বুঝে' যথোচিত প্রাদেশিক চীনা ভাষায় (ইস্কুল-টিস্কুল হ'লে সাধারণতঃ উত্তর-চীনা সাধু ভাষায়) ভাষান্তর ক'রে দিতেন। আর বহু স্থলে চীনারা যখন কবির কাছে আস্‌ত, তখন

ফ্যঙ্‌কেই দোভাষীর কাজ ক'রতে হ'ত। এ ছাড়া, ফ্যঙ্‌ চীনা খবরের কাগজে কবির বক্তৃতা সম্বন্ধে, বিশ্বভারতী সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা সংবাদ লিখ্‌তেন। কবির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকায়, আর কবির রচনা লেখা পড়ার দরুন কবির চিন্তার ধারার সঙ্গে পরিচয় থাকায়, ফ্যঙ্‌ আমাদের একজন খুব চমৎকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহকর্মী হ'য়েছিলেন।

ফ্যঙ্‌ ইংরেজীতে যাকে বলে খুব serious-minded অর্থাৎ চিন্তাশীল আর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। চীনের সমস্যা, এশিয়ার সমস্যা, বিশ্বের তাবৎ জাতির পলিটিক্স, চীনা সাহিত্য, চীনা সংস্কৃতি, বিশ্বভারতীর আদর্শ, বিশ্বসমন্বয়-বাদ,—এই সব বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হ'ত। ফ্যঙ্‌ গভীর মনোযোগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি শুন্‌তেন। কিন্তু বহুকাল ধ'রে হাসি-ঠাট্টা-মস্‌করায় এঁকে বেশী যোগ দিতে দেখিনি। সভার মধ্যে কবির ইংরেজী বক্তৃতা যখন চীনাতে অনুবাদ ক'র্‌তেন, তখন ফ্যঙ্‌-এর মুখে কোন ভাব-বৈচিত্র্য নেই, গম্ভীর মুখ ক'রে, চোখ বুজে, কর্কশ দক্ষিণা চীনা-ভাষায় কথাগুলি সুর ক'রে উচ্চারণ ক'রে-ক'রে, ফ্যঙ্‌ তার-স্বরে ব'লে যেতেন। অন্য সময়েও সেইরূপ তাঁর ভাব-বৈচিত্র্যহীন বদন-মণ্ডলে কোন হর্ষ-বিষাদের, কৌতুক বা অস্বস্তির রেখা ফুটে' উঠ্‌ত না। নিজের ব্যক্তি-গত সুখ-সুবিধার জন্য একদিনও আমাদের একটা কথা বলেননি, অথচ বেশ নির্বাক্‌-ভাবে সকলের সঙ্গে মানিয়ে' চ'ল্‌তেন। আর যে-কাজের ভার নিতেন, বা স্বতঃ-ই যে-কাজের কথা ব'ল্‌তেন, তা সমাধা ক'র্‌তেন। এইরকম ভাবে চলায়, ফ্যঙের চরিত্রের একটা দিক্‌—তার lighter side বা ফূর্তি পূর্ণ হাল্‌কা দিক্‌টা—অনেকদিন ধরা পড়েনি। আমাদের হাসি-ঠাট্টায় (বন্ধুবর আরিয়ম্‌ থাকায় তাঁর বোঝবার জন্য ইংরেজীতেই আমরা কথা কইতুম) সে বড়ো একটা যোগ দিত না, কোনও হাসির কথা বুঝিয়ে' ব'ল্‌লে সে অবশ্য হেসে উঠ্‌ত—তা যেন কেবল ভদ্রতার খাতিরে ব'লে আমাদের মনে হ'ত। হঠাৎ একটা ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফলে, ফ্যঙ্‌-ও যে প্রাণ খুলে হাস্‌তে পারে তার পরিচয় পাওয়া গেল, আর সেই থেকে ফ্যঙ্‌ একেবারে অন্য মানুষ, যেন আমাদের মধ্যে যে একটা বাধো-বাধো ভাব ছিল সেটা সেই থেকে অন্তর্হিত হ'ল। আমরা মালাই-দেশের উত্তরে একটা ছোটো শহরে সন্ধ্যের দিকে উপস্থিত হই। সমস্ত বিকালটা ট্রেনে লম্বা পাড়ী দিয়ে এসেছি, সকলের খুব খিদে পেয়েছে। আমাদের বাসাবাড়ী—চমৎকার বাড়ী একটা আমাদের থাকবার জন্য ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল—সেখানে অভ্যর্থনাকারী ভারতীয়, চীনা আর মালাইরা আমাদের নিয়ে গেলেন। ফ্যঙ্‌-ও আমাদের সঙ্গে উঠ্‌লেন; ফ্যঙ্‌কে নিয়ে আমরা ছয়জন, আর স্থানীয় জন-দুই ভদ্রলোকও রইলেন। সন্ধ্যের পর যখন আহারের পালা এল', তখন শুন্‌লুম, স্থানীয় একজন ভারতীয় ভদ্রলোক আমাদের খাবার পাঠাবার ভার নিয়েছেন। রাত্তিরও হ'য়ে যাচ্ছে,—বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে যাঁরা রইলেন সেই স্থানীয় ভদ্রলোকেরা টেলিফো ক'রে তাড়া দিয়ে খাবার আনালেন। খাবার এল'—ভাত, দালের সূপ, পুরী, ভাজী, পায়স—পুরা নিরামিষ খাদ্য। এতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কোনও অসুবিধার কথা নয়। কিন্তু প্রথম তো চীনারা ভীষণ মাংসাশী জা'ত। তারপর, তরকারীগুলিতে ছিল বেশ লঙ্কার ঝাল, 'বাবা'-চীনারা তা বরদাস্ত ক'র্‌তে পার্‌লেও, ফ্যঙ্‌-এর মতন আহেলি-চীনের চীনার পক্ষে একেবারে অচল—চীনারা তরকারীতে লঙ্কা খায় না। আর সব তরকারীতে বেশ ঘীয়ের গন্ধ ভুর্‌ভুর্‌ ক'র্‌ছিল—এদিকে চীনা মালাই প্রভৃতি জা'ত দুধ-ঘী মোটেই সহ্য ক'র্‌তে পারে না। টেবিলের চার ধারে ব'সে, আমরা দু' তিনবার ক'রে চেয়ে খেলেও, ফ্যঙ্‌ বেচারীর মুখ দেখে আমাদের সকলেরই দুঃখ হ'ল—একখানি মূর্তিমান্‌ ট্র্যাজেডী। সে রাত্রের আহারটা পূরোপূরি সাত্ত্বিক না হ'য়ে একটু রাজসিক হ'লে, পথশ্রান্ত আর ক্ষুধার্ত আমরাও যে অখুশী হ'তুম, তা নয়। এখন, সঙ্গে ছিল দু টিন ক্রীম-বিস্কুট, অর্থাৎ বিকালে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য বিলিতি মেঠাই-বিস্কুট। প্রস্তাব করা গেল যে, ডা'ল-ভাত-ভাজীর পর্ব শেষ ক'রে নতুন পদ হিসাবে এই বিস্কুট কিছু খাওয়া যাক্‌। এতে ফ্যঙ্‌ হঠাৎ খুশী হ'য়ে, পুলকের চোটে হেসেই আকুল। তার পর থেকে, সঙ্গে বিস্কুটের টিন রাখার মতন বিমৃষ্যকারিতা আর ভবিষ্য-দর্শন আর কিছুই নেই, এই কথা ব'ল্‌লেই ফ্যঙ্‌ অসীম কৌতুক অনুভব

করে। এর পরের দিন থেকে, আমাদের গম্ভীর-প্রকৃতি ফ্যঙ্, সর্বদা দুর্বোধ্য মুখ-ভাব নিয়ে, চোখে একটী দূর-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিয়ে যে থাকৃত, সে যেন একেবারে ব'দলে গেল; সে আর সে মানুষ নয়—তার মনের পরদা খুলে' গেল—হাসি-ঠাট্টা, তার চার-পাশের জগতের প্রতি কৌতুক-পূর্ণ নেত্রপাত, সরস কথা-বার্তা—এ সব যেন নোতুন ক'রে এল'। একজন আন্‌কোরা ক্ষুধার্ত শূকর-মাংস-প্রিয় চীনার পক্ষে, ভারতীয় নিরামিষ খাদ্য ভাত-দাল-পুরীর ঘৃত-সুরভি shock বা সংঘাত—আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ-বাঁচানো শেষরক্ষাকারী বিস্কুটের টিন্ দুটীর প্রতিক্রিয়া, এই দুইয়েতে যেন তার প্রকৃতিকে ব'দ্‌লে দিলে। ফ্যঙ্-এর এই পরিবর্তন দেখে আমরা তো বিস্মিত আর পুলকিত হ'য়ে গেলুম। কবি পরে ব'ল্‌লেন—এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—যে কোনো ছেলে হয়-তো ছোটো বেলায় খুবই নির্বোধ থাকে, কোনো বুদ্ধি বা জলুশের পরিচয় সে দেয় না, কিন্তু একটু ডাগর বয়সে, হঠাৎ একটা কোনো বিশেষ ঘটনায় বা কথায় কখনো-কখনো তার মনে প্রবল আঘাত লাগে, আর তার ফলে তার স্বভাব, তার চিন্তার ধারা একেবারে ব'দ্‌লে যায়, সে খুব বুদ্ধিমান্ ছেলেতে পরিণত হ'য়ে যায়। ফ্যঙ্-এরও যেন তাই হ'ল।

এ হেন ফ্যঙ্, অপ্রকটিত-রসজ্ঞতাগুণ ফ্যঙ্, তৎকাল-গম্ভীর-প্রকৃতিক ফ্যঙ্, সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি, দুপুরে সিঙ্গাপুরে ঘুরতে বা'র হলুম, চীনা সুধীজন-মণ্ডলীর দু-চারজনের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে। Sin Kuo Min 'সিন্-কুও-মিন্' ব'লে সিঙ্গাপুরে নামী একখানা চীনা দৈনিক কাগজ আছে, এই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব ফ্যঙ্ ক'র্‌লেন। ইতিমধ্যে বেলা সাড়ে-বারোটা বেজে গিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া হয়নি, ইংরেজী কথার অনুবাদ ক'বে ব'ল্‌লে, 'আভ্যন্তর মানব'কে, আর সাদা বাঙ্‌লা কথায়, 'মহাপ্রাণী'কে' আর কষ্ট দেওয়া চলে না, তার তৃপ্ত্যর্থে একটা ভোজনালয়ের সন্ধান ক'রতে হ'ল। লণ্ডনে চীনা-হোটেলে চীনা খাদ্যের স্বাদের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টেছিল, কিন্তু এদেশে চীনা-হোটেলে ঢুকতে প্রবৃত্তি হ'ল না; বিশেষতঃ যে হোটেলগুলি বিশুদ্ধ চীনে' কায়দার হোটেল, দূর থেকে তাদের সৌরভ, আকৃষ্ট করার উল্‌টাটাই করে। ফ্যঙ্ আমাদের নিয়ে গেলেন ইংরেজী কায়দার একটী ভোজনালয়ে, তার মালিক আর চাকর-বাকর কিন্তু চীনা। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা, মস্ত মস্ত ঘর, সব চক্‌চকে' ঝক্‌ঝকে'। ভারতবর্ষে বিলিতি খানায় যেমন বহুস্থলে rice and curry-কে একটী পদ হিসাবে ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে, ও-দেশেও তেমনি। ভাতের সঙ্গে মালাই ধরণে রান্না কারি ওদেশের রেওয়াজ। এই কারির সঙ্গে side dish অর্থাৎ টাক্‌না বা চাট্‌নী হিসাবে পাঁচ-সাত রকম অন্য আচার, সুটকী মাছ প্রভৃতি দেয়। চুনো মাছের মতন ছোটো-ছোটো একরকম মাছ, একটা ভীষণ টক্ গোলা বা জলীয় পদার্থে কাঁচা অবস্থায় রেখে দেওয়া, এই কাঁচা মাছের টাক্‌নাও একটী উপাদান। শুনেছি, জাপানে এই-রকম কাঁচা মাছ খাওয়ার রীতি আছে। মালাই-দেশেও দেখ্‌ছি তাই।

আহার চুকিয়ে' রিক্‌শ ক'রে নানা রাস্তা আর কুচো গলি ঘুরে, শেষটা আমরা 'সিন্-কুও-মিন্' আপিসে উঠলুম। রিক্‌শ ভাড়া করবার সময় ফ্যঙ্ ব'ল্‌লেন যে, তিনি পারত-পক্ষে রিক্‌শ চড়েন না, একটা মানুষে পেটের দায়ে হাঁ ক'রে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাঁকে গাড়ীতে ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তিনি আরাম ক'রে পিছনে ব'সে আছেন, এটা তাঁর কাছে ভারী নিষ্ঠুর, এমন কি বর্বর ব'লে মনে হয়। কিন্তু কি করা যায়,—আমাদের নানা কাজ, যেতে হবে তাড়াতাড়ি; আর সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি, লোকেদের অভাব আর দারিদ্র্য বড্ড বেশী, জীবন-সংগ্রাম ভীষণ; একখানা রিক্‌শ ডাক্‌লে সাতজন রিক্‌শওয়ালা ছুটে' আসে—১৬।১৭ বছর বয়সের ছেলে থেকে অথর্ব আকারের বুড়োও আছে; যারা সওয়ারী পেলে না, তাদের মুখ দেখ্‌লে কষ্ট হয়।

'সিন্-কুও-মিন্' আপিসে পৌছুলুম। ক'লকাতার কোলুটোলা স্ট্রীট মুরগীহাটার মতন একটা দোকানপাট-গদী-আপিস-হৌসের পাড়ায়। নীচের তলায় দু-ধারে দোকান, আর মাঝে খবরের-কাগজের আপিসে ঢোক্‌বার

ব্যবস্থা। একটা এঁধো, স্যাঁৎসেঁতে ঢাকা আঙ্গিনা-মতন পেরিয়ে, বাঁয়ে কাঠের টানা সিঁড়ি বেয়ে, Editor's sanctum অর্থাৎ সম্পাদক-ঠাকুরের 'বিমান-মন্দির' বা 'গর্ভ-গৃহ-তে' গিয়ে উঠলুম। একদিকে উঁকি মেরে দেখলুম—ছাপাখানা। কম্পোজিটরেরা সব হরফ নিয়ে 'ম্যাটার' সাজাচ্ছে। ইংরেজীতে ছোটো হরফ আর বড়ো হরফ জড়িয়ে ২৬ আর ২৬, একুনে ৫২, আর সংখ্যা-বাচক হরফ, ইংরেজী সংযুক্ত বর্ণ æ ff প্রভৃতি জড়িয়ে অনধিক কুড়ি—এই গোটা সত্তর হরফের ঘর হ'লেই চ'লে যায়; এর উপর ইটালিক ছাদের অক্ষরও জুড়ে' দিলে, বড়ো জোর ১৪০।১৫০ হরফ ইংরেজী বই ছাপাতে যথেষ্ট। সাম্‌নে, উপরে-নীচে upper case আর lower case দু থাক বা দু বাক্স হরফ নিয়ে ইংরেজী বা রোমান অক্ষরের বই, কম্পোজিটরেরা ব'সে-ব'সেই কম্পোজ ক'র্‌তে পারে। বাঙলার পঞ্চাশ বর্ণ, তার পর ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হ'লে স্বর-বর্ণের যে রূপ বদ্‌লায় তা আছে, আর তা ছাড়া ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে, আর তার সঙ্গে স্বর-বর্ণ যুক্ত হ'লে যে অগুণতি সংযুক্ত-বর্ণ আছে,—সবে মিলে প্রায় ৫৫০টা অক্ষর। এই সাড়ে পাঁচ শ' অক্ষরের পাঁচ শ' ঘর—সাম্‌নে ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলি case বা বাক্স নিয়ে বাঙলা কম্পোজ ক'রতে হয়। চীনে' ভাষা বাঙলাকেও হার মানিয়েছে। এদের ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণমালা নেই, আছে এক-একটী চৌকো ঘরের মধ্যে বসানো যায় এমন বহু অক্ষর, অল্প অথবা বহু রেখার সমাবেশে যা সৃষ্ট; আর প্রত্যেক অক্ষরটী একটা বস্তু বা ভাবের দ্যোতক। চীনা ভাষায় যত শব্দ, যেন ততই অক্ষর। প্রামাণিক চীনা অভিধানে, সাতচল্লিশ হাজার অক্ষর আছে শোনা যায়। এর সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। "অবিমৃষ্যকারিতা" বা "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" লিখ্‌তে গেলে, চীনা ভাষায় অত বানানের বালাই নিয়ে বিব্রত হ'তে হয় না—স্বরে অ + ব-য়ে-হ্রস্ব-ই বি + ম-য়ে ঋ ফলা মৃ + মূর্ধন্য-ষ-য়ে-ফলা ষ্য + ক-য়ে আকার কা + র-য়ে হ্রস্ব-ই রি + ত-য়ে আ-কার তা—প্রভৃতির মতন এত গোলমাল নেই। চীনা লেখক বা কম্পোজিটর, এই দুই শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব-প্রকাশক দুটী অক্ষর খুঁজে বের ক'রে নিয়ে, বা ক'রে বসিয়ে দিলেন, ল্যাঠা চুকে' গেল। কয় আঁচড়ে এই ভাব প্রকাশক চীনে' অক্ষরটী লেখা হয় সেইটী জান্‌লে, অভিধান থেকে বা চীনা অক্ষর-মালার কেস্ বা বাক্স থেকে কোনো অক্ষরকে খুঁজে' বা'র করা কঠিন হয় না। চীনার ৪৭,০০০ অক্ষর সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। খুব পণ্ডিত লোকে ১০।১২ হাজার অক্ষর জান্‌তে পারেন; সাধারণ শিক্ষিত লোকে ২।৩ হাজারেই কাজ চালিয়ে' নেয়। আবার, খবরের কাগজের জন্য ৬।৭ হাজার অক্ষর হ'লেই যথেষ্ট। অক্ষরগুলি কয় আঁচড়ে তৈরী সেই হিসাব ধ'রে, চীনা ছাপাখানায় বিভিন্ন খুপরীতে সাজানো থাকে, কম্পোজিটর ঘুরে'-ঘুরে' দরকার মতন অক্ষর বা'র ক'রে নেয়। চীনে' কম্পোজিটরের কাজ ব'সে-ব'সে হয় না। ঘরের এ-কোণে হরফের ঘর থেকে সাত-আঁচড়ে-কাটা একটী হরফ নিয়ে বসিয়ে', আবার ঘরের ও-কোণে কম্পোজিটরকে ছুট্‌তে হ'ল, সতেরো আঁচড়ের একটী অক্ষর তার পরে বসাবার জন্যে। এই রকম দৌড়াদৌড়ি ক'রে, আর আঁচড় গুণে চোখের মাথা খেয়ে, চীনা কম্পোজিটররা কম্পোজ ক'রে যাচ্ছে দেখা গেল। কম্পোজিটরদের প্রায় সকলকারই দেখলুম কোল-কুঁজো-মারা চেহারা, আর চোখে কচ্ছপের খোলার মোটা ফ্রেমের চশমা।

এডিটরের ঘর ব'লে আলাদা কুঠরী নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বারান্দা, তার পরে একটা বড়ো ঘর। সেটা যে খবরের-কাগজের আপিস, তা রাশীকৃত পুরাতন সংখ্যার কাগজ, প্রুফ, 'কাপি', বড়ো-বড়ো ডাইরেক্টরি-জাতীয় বই—এইসব ইতস্ততঃ জঞ্জালের মত ছড়িয়ে' থাকায়, আর ছাপার কালির গন্ধে, বুঝ্‌তে দেরী হয় না। মাঝে-মাঝে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ঘরের পাশের বারান্দার মেঝের একটু অংশ চৌকো ক'রে কাটা, তার ভিতর দড়ি-টানা কলে, ঝোড়ায় ক'রে নীচের ছাপাখানা থেকে প্রুফ আস্‌ছে, ঝোড়া উঠ্‌তে-উঠ্‌তে নীচের লোকেরা ঘণ্টা বাজিয়ে' দিচ্ছে, এডিটরের আপিসের লোকেরা ঝোড়া খালি ক'রে প্রুফ নিচ্ছে, আবার নোতুন 'কাপি' বা সংশোধিত প্রুফ দিচ্ছে। বেশ একটা চটুপটে', ক্ষিপ্র কার্যকারিতার ভাব। ঘরে কতকগুলি টেবিলের উপরে কাগজ-পত্র রেখে পাঁচ ছ' জন লোকে কাজ ক'রছে। সম্পাদক মহাশয় তখন ছিলেন না। একটী খর্বাকৃতি

চশমা-চোখে চীনা মেয়ে ছিলেন, কালো রেশমের ঘাগরা পরা (আজকাল সেকেলে বিশ্রী পাজামার বদলে ঘাগরা পরা হ'চ্ছে চীনা মেয়েদের আধুনিকত্বের নিদর্শন), তিনি সহকারী সম্পাদকদের অন্যতম। ফ্যঙ্ আমাদের সেখানে এনে হাজির ক'রে, একে একে সকলকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দিলেন। চেয়ারের অভাবে আমরা কেউ-কেউ টেবিলের উপরে ব'সলুম। এঁদের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ হ'ল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এঁদের গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতি। রবীন্দ্রনাথের সিঙ্গাপুর আগমন উপলক্ষে এঁরা এঁদের কাগজের এক বিশেষ সংখ্যা বা'র ক'রছেন, তাই দেখালেন। তাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে কতকগুলি বিশেষ প্রবন্ধ বা'র ক'রেছে, পৃথিবীর ভাব-রাজ্যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান নিয়ে আলোচনা হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণ, নিজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন চীনের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সাদর আমন্ত্রণ আর সংবর্ধনা, ভারতবর্ষে চীনা ভাষার আর চীনা সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা, এই-সব বিষয়েও লেখা হ'য়েছে ; আর চীন-দেশে রবীন্দ্রনাথের চতুঃষষ্টিতম জন্ম-দিন উপলক্ষে তাঁর চীনা বন্ধুরা তাঁর যে চীনা নাম-করণ করেন—Chu Chen-tan 'চু-চেন্-তান' (অর্থাৎ the Thunder and Sun-light of India—এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের চীনা নাম হ'য়েছে—'চেন' অর্থাৎ বজ্রদেব বা ইন্দ্র, 'তান' অর্থাৎ প্রভাত বা রবি, 'চেন্-তান' শব্দে তাঁর নাম 'রবীন্দ্র'র অনুবাদ করা হ'য়েছে ; আর ভারতের প্রাচীন চীনা নাম Thien-chu 'থিয়েন্-চু' বা স্বর্গ-রাজ্য, এই 'থিয়েন্-চু' সংক্ষেপে 'চু' রূপে লিখে, 'ভারত' অর্থে ভারতের প্রতিনিধি-স্বরূপে রবীন্দ্রনাথের পদবী হিসাবে ধরা হ'য়েছে)—এইরূপে সেই নাম নিয়ে তাঁকে স্বাগত ক'রেছে। ভারতে চীনা ভাষার পঠন-পাঠনের আবশ্যকতার বিষয়ে, আর বিশ্বভারতীতে চীনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভো-চিওঙ্-লিম্ আর ফরাসী অধ্যাপক আচার্য শ্রীযুক্ত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, এঁদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ ক'রে আমি চীনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। এঁরা কেউ ইংরেজী বোঝেন না। ফ্যঙ্ আমাদের দোভাষীর কাজ ক'রলেন। সুরেন-বাবু আমাদের সকলের ফোটোগ্রাফ নিলেন। এইরূপে ঘণ্টাখানেক এই খবরের কাগজের আপিসে কাটিয়ে' আমরা বিদায় নিলুম।

তারপর ফ্যঙ্ আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর ভাইয়ের ইস্কুলে। পথে আর একটী চীনা ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলুম—এঁরা মালাই-দেশীয় 'বাবা'-চীনে', পাজামার বদলে সারঙ্ পরা মেয়েদের দেখে বোঝা গেল। আমাদের সিগ্‌লাপের বাঙলার পথে ফ্যঙ্-এর দাদার ইস্কুল। ফ্যঙ্-এর পুরা নাম Feng Chih Chen 'ফ্যঙ্-চ্যঃ-চেন্', তাঁর দাদার নাম Feng Shu Pang 'ফ্যঙ্-শূ-পাঙ্'। ইস্কুলটী তার স্থাপয়িতা Choon Guan 'চুন্-গুআন্' ব'লে একজন ধনী চীনার নামে। ছেলেরা আর মেয়েরা একত্র পড়ে। আমাদের মধ্য-ইংরেজী ইস্কুলের মতন Anglo-Vernacular ইস্কুল। ইস্কুলে যখন পৌঁছই, তখন সবে ছুটী হ'য়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে যাচ্ছে। ফ্যঙ-এর দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল। অতি প্রিয়দর্শন মধুরালাপী যুবক, ফ্যঙ্-এর চেয়ে ঢের ভালো ইংরেজী ব'ল্‌তে পারেন। মাষ্টারদের বস্‌বার ঘরে আমাদের বসালেন। গণতান্ত্রিক চীনদেশে ছাপা আধুনিক রীতির সব চীনা পাঠ্য পুস্তক র'য়েছে, ফ্যঙ্ সেগুলি দেখালেন। ছেলেদের আর মেয়েদের অক্ষর খাতা, তাদের আঁকা ছবি, তাদের হাতের চীনা আর ইংরেজী লেখা, এসব দেখালেন। সব বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর ছেলেদের হাতের কাজে তাদের বেশ শৃঙ্খলাযুক্ত ব'লে বোধ হ'ল। দেওয়ালে ছেলেদের আঁকা ছবি দু-একখানা ফ্রেমে বাঁধা র'য়েছে। একজন চীনা চিত্রকরের হাতের আঁকা ফুলের ছবি, রঙীন, তার সঙ্গে চীনা কবিতা, এ-ও দু-একখানা বাঁধিয়ে' রাখা হ'য়েছে। আর আছে—সনাতন চীনা পদ্ধতিতে প্রাচীন চীনা মনীষীদের বচন, সুন্দর চীনা অক্ষরে লেখা, লম্বা-লম্বা রেশমের বা কাগজের ফালিতে কালো বা সোনালি কালিতে, সেগুলি বাঁধিয়ে' দেওয়ালে টাঙানো হ'য়েছে। কন্‌ফুশিউস্, আব্রাহাম লিঙ্কন্, মাকসিম্ গোর্কি, যীশু—এঁদের বচন-যুক্ত কাগজও দেওয়ালে টাঙানো আছে। ইস্কুলের কতকগুলি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আর শিষ্টাচার হ'ল, বরফ-লেমনেড পান হ'ল।

ফ্যঙ-এর দাদা খুব জবর চীনা ন্যাশনালিস্ট্, কিন্তু ধর্মে তিনি খ্রীষ্টান। স্বয়ং খ্রীষ্টান হ'য়েছেন। চীন-দেশে ধর্ম নিয়ে ঝগড়া নেই। এক-ই পরিবারে নানা ধর্মের লোক থাকতে পারে। ফ্যঙ্-এর বউদিদিও বোধ হয় স্বামীর মতন-ই খ্রীষ্টান। পরে এঁর দাদা আর বউদিদি উভয়কেই এক চীনা থিয়েটারে আমরা দেখি—বউদিদির মাথায় কপালের উপর জুলপীর মতন কাটা এক গোছা চুল ঝুল্ছে, পরণে চীনা ঘাগরা—সম্ভ্রান্ত ঘরের চীনা মেয়ের মতনই পোষাক আর সৌষ্ঠব। এঁরা দূরে ব'সেছিলেন, আর নাটক শেষ হবার আগেই আমরা চ'লে এলুম, তাই এঁদের সঙ্গে তখন কথা-বার্তা হয়নি। ফ্যঙ্-এর মা হ'চ্ছেন ধর্ম-মতে বৌদ্ধ—বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পূজা-পাঠ করেন, মাছ-মাংস খান না। ফ্যঙের বাবা ছিলেন কন্ফুশীয় মতাবলম্বী। ফ্যঙ্ নিজে কতকটা অজ্ঞেয়বাদী। চুন্-গুআন্ ইস্কুলে ফ্যঙ্-এর দাদা তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট ঘরে তাঁর লেখা-পড়া করবার টেবিলের উপরে একটী ছবি, একজন ইংরেজ চিত্রকরের আঁকা ছবির হাফটোন প্রতিলিপি—গেথ্‌শেমানি বাগানে যীশু ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা ক'র্‌ছেন। ফ্যঙ্-এর দাদার খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসের এইটীই একমাত্র বাহ্য নিদর্শন, যা আমাদের গোচরে এসেছিল। আমাদের সঙ্গে ৩।৪ দিন ধ'রে সিঙ্গাপুরে বা'র কতক এর কথা বার্তা হ'য়েছিল, কিন্তু তিনি চীনা, এবং চীনা সভ্যতার উত্তরাধিকার তাঁর-ই—এরূপ কথা ছাড়া, তিনি যে খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান না হ'লে চীনের উন্নতি হ'বে না—এ রকম মন্তব্য কখনও তাঁর মুখে শুনিনি।

ফ্যঙ্-এর এক ভাগ্নে প্রাচীনা চীনা পদ্ধতিতে ভালো ছবি আঁক্‌তে পারে। ছোকরা তার বড়ো মামার কাছে আছে। ইংরেজী জানে না। কবিকে উপহার দেবার জন্য এঁরা তার আঁকা দু'খানা ছবি বেছে নিলেন। ৩ তিনটী রঙ আর কালো চীনে' কালি দিয়ে আঁকা কতকগুলি ফুল, আর উপরে একটী চীনা কবিতা। "চীনের বন্ধু চু-চেন্-তান্‌কে চিত্রকর-কর্তৃক সশ্রদ্ধ সমর্পণ" এইরূপ একটী সমর্পণ-বচন চীনা ভাষায় ছবির গায়ে চিত্রকর লিখে দিলেন।

মুখ খুলে সমস্ত স্পষ্ট ক'রে না ব'ললেও বুঝলুম যে, চীনদেশ থেকে আগত এই সব চীনা intellectual বা শিক্ষিত লোক যাঁরা মালাই-দেশের চীনাদের উদ্বুদ্ধ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন, ইংরেজ সরকার তাদের প্রীতির চোখে দেখে না। দেখতে পারেও না। শিক্ষকতার কাজে আর সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতার কাজে এঁদের নানা ব্যাঘাত ঘটে। ফ্যঙ্-এর দাদা আগে এক খবরের-কাগজের সম্পাদকতা ক'র্‌তেন। হঠাৎ একদিন সিঙ্গাপুরের পুলিশের কর্তার এক হুকুম এল', কাগজ তাঁকে ছাড়্‌তে হবে, নইলে কাগজ বন্ধ ক'রে দেবার ভয় আছে। চীন-দেশের ঘটনাবলী, ইউরোপীয়, আর বিশেষ ক'রে ইংরেজ আর জাপানীদের চীন-সম্বন্ধীয় রাষ্ট্র-নীতির তীব্র সমালোচনা, এই-সব কাগজে অনেক সময়েই নাকি বা'র হয়। চীনা লোক কুলিগিরি আর অন্য কাজ ক'র্‌তে হাজারে-হাজারে মালাই-দেশে আসে। ইংরেজ সরকার মনে ক'র্‌লেই যে-কোনো চীনাকে মালাই-দেশ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিতে পারে। এই-সব কারণে এঁদের নানা অসুবিধায় চ'ল্‌তে হয়। কিন্তু স্থানীয় 'বাবা'-চীনাদের আর অন্য পয়সাওয়ালা চীনাদের কাছ থেকে এঁরা পূরা সহানুভূতি পান। তাই সরকারের তোয়াক্কা না রেখে, এঁদের দ্বারায় মালাই-দেশের চীনাদের উদ্‌বোধন আর তাদের মধ্যে সংগঠন আর সঙ্ঘ-বন্ধন কার্য এখন বেশ জোরের সঙ্গেই চ'ল্‌ছে ব'লতে হবে।

এই-রকমে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে' দিলুম, বেলা প্রায় চারটে বেজে গেল। পাঁচটায় সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের তরফ থেকে সিগ্‌লাপের বাড়ীতে কবিকে সংবর্ধনা ক'র্‌বার কথা ছিল, সিঙ্গাপুরের বিস্তর ভারতীয় আস্‌বেন এতে, তাই আমাদের তখন বাসায় ফির্‌তে হ'ল। চীনা ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের আর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে কবির বিশেষ ক'রে একটী বক্তৃতা দেবার কথা হ'চ্ছিল, ফ্যঙ্-ভ্রাতৃদ্বয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা ক'র্‌ছিলেন, আগামী কাল অর্থাৎ ২৪শে তারিখে সিঙ্গাপুরের চীন-রাষ্ট্রের কন্‌সল্ বা প্রতিনিধির সভাপতিত্বে এই বক্তৃতা-সভা হবার

কথা হ'চ্ছিল, সে-বিষয়ে পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার জন্য ফ্যঙ্-ভ্রাতৃদ্বয় সিগ্‌লাপে আমাদের সঙ্গে এলেন, আব এ.দে ভাগ্নেও তাব আঁকা ছবি স্বয়ং কবিকে অর্পণ করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে এল'।

এইরূপে সিঙ্গাপুরে চীনাদেব মধ্যে ঘুবে' আলাপ ক'বে, একটা দিনে চীনা-জগতের নানা দিগ্‌দর্শন আমাদে ঘ'ট্‌ল, চীন-দেশে না গিয়েও চীনেব অনেক খবব, অনেক মানসিক গতির ঢেউ, আমাদের কাছে এসে পৌছুল' ॥

---*---

৬। মালয় দেশ--সিঙ্গাপুরে চীনা বৌদ্ধ বিহার

২৪শে জুলাই, রবিবাব। আজকের কাজ ছিল তিনটী—বেলা ছুটোর সময়ে Palace Gay Theatr নামে এক সিনেমা-প্রেক্ষাগৃহে চীনা শিক্ষক আর ছাত্রদের কাছে কবির বক্তৃতা, আব বিকাল বেলায় সাড়ে চারটে থেকে ছটায় সিগ্‌লাপে শ্রীযুক্ত নামাজী মহাশয় একটী সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন, যাতে, কবিকে সংবর্দনা ক'রবার জন্য সিঙ্গাপুরে সব জা'তের লোক মিলিয়ে, যে একটী International Fellowship ব আন্তর্জাতিক সম্মিলন গ'ড়ে তোলা হ'য়েছিল, তাব সভ্যদের তিনি কবির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রবার জন্য আহ্বান কবেন। তারপর সন্ধ্যার পরে সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের এক mass meeting বা জন-সাধারণের সভা।

সিঙ্গাপুরের চীনা শিক্ষকেরাই আগ্রহ ক'রে Palace Gay Theatre-এর সভাব ব্যবস্থা কবেন। বে বড়ো থিয়েটার ঘর, লোকে ঠাসা—চীনা ছাত্র, চীনা ছাত্রী, চীনা মেয়ে আর পুরুষ মাষ্টার। সিঙ্গাপুরে শিক্ষিত ভদ্র চীনাব মেলা ব'ল্‌লেই হয়। কবির সঙ্গে, উপরের মঞ্চের আসনে আমাদের বসিয়ে' দেওয়া হ'ল—নীচে খালি কালো-চুল মাথা, আর সাদা পোযাক, সাদা জীনের পাজামা আর গলা-আঁটা কোট-পবা ভদ্রলোক,—আর মেয়েদের কালো বা রঙীন ঘাগরা; যুবক আর ছোক্‌রাদের উদ্‌গ্রীব উৎসাহশীল বুদ্ধিশ্রীতে মণ্ডিত চাওনী আর তাদের সোনার-ঝলক-দেখানো হাসি (প্রায় চোদ্দ আনা লোকের ছু-পাঁচটা ক'বে দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো); আর ক্বচিৎ গম্ভীর-মূর্তি কচ্ছপের-খোলার-চশমা পরা, সেকেলে চীনা পোযাক গায়ে, ছুই-এক জন প্রাচীন চীনা—শ্মশ্রুমান ঋষিকল্প চেহারা, যেন এক-একটী লাউ-ৎসে বা খুং-ফু-ৎসে ব'সে আছেন। মেয়েদের বস্‌বার ব্যবস্থা সামনের ছুটো-তিনটে পংক্তিতে হ'য়েছিল। হলের মধ্যে সমস্ত লোকের জায়গা হয় নি, তাই বাইরেকার বারান্দাতেও খুব ভীড় জ'মেছিল। চীনদেশের কন্‌সল্ ছিলেন সভাপতি। বক্তৃতা ছিল ছুটোর দিকে, বিকালে। আমরা পৌছুলুম, কবির আগমনে তাঁর সংবর্ধনার জন্য চীনা-ছাত্রদের ইংরেজী ব্যাণ্ড-বাজনা বেজে উঠ্‌ল। বয়্-স্কাউট বা ব্রতী-বালকদের রেওয়াজ চীনা ইস্কুলের মধ্যে খুবই আছে। আবার বড়ো-বড়ো চীনা ইস্কুলে ছেলেদের দ্বারায় চালিত school band আছে। এ সব ব্যাপার বিশেষ পয়সা-সাপেক্ষ, কিন্তু চীনারা তাদের ইস্কুলগুলিকে কেতা-ছুরুস্ত ক'রে রাখবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ক'রছে। প্রায় সকল ইস্কুলেই ছেলেদের খাকী কাপড়ের উর্দী প'রে আসা নিয়ম। ক'লকাতায় চীনেরা এক ইস্কুল ক'রেছে, সেখানেও সেই ব্যবস্থা দেখেছি। এই উর্দী পরিয়ে' ব্যাণ্ড বাজিয়ে' ব্রতী-বালকের দল তৈরী ক'রে, ছেলেদের মধ্যে অল্প বয়স থেকেই যে একটা সমবেত জীবনের-ধারা এনে দেওয়া হয়, সেটার প্রভাব আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাদের ব্যক্তি-গত চরিত্রকে বিশেষ-ভাবে উন্নত ক'রে দেয়, আর পাঁচজনের সঙ্গে সমাজের কল্যাণের জন্য নিজের অসুবিধাকে উপেক্ষা ক'রে কাজ ক'রে যাবার একটা প্রবৃত্তিকেও জাগিয়ে' তোলে। চীনারা এইট

বেশ বুঝেছে। বাজনা থাম্‌ল। আমাদের ফাঙ্‌-এর দাদা (চুন্‌-গুআন্‌ ইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত ফাঙ্‌-শ-পাং মহাশয়) দাঁড়িয়ে' পেকিঙের চীনায় উচ্চৈঃস্বরে জানিয়ে' দিলেন, কন্‌সল্‌ মহাশয় বক্তৃতা ক'র্‌বেন। মঞ্চের উপর একখানা বোর্ডে খড়ি দিয়ে ঐ দিনকার কার্য-বিবরণী লেখা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বক্তার নাম ইত্যাদি শ্রোতাদের জানিয়ে' দেওয়ার এই রকম রেওয়াজ, দেখ্‌ছি এদের মধ্যে আছে।

কন্‌সল্‌ মহাশয় উঠ্‌লেন—খর্বাকৃতি ব্যক্তিটী, অভিজাত-বংশীয় লোকের মতো চমৎকার ধরণ ধারণ। তিনি ইংরেজী জানেন না, চীনা ভাষায় (পেকিঙের চীনায়) তিনি কবিকে স্বাগত ক'রলেন। তাঁর খাস-মুন্‌শী তাঁর পরে উঠে তাঁর বক্তৃতা ইংরেজীতে তরজমা ক'রে দিলেন। কবি তখন উঠ্‌লেন, আর চীনারা খুব জয়ধ্বনি আর করতালির সঙ্গে তাঁর সমাদর ক'রলে। প্রথম তিনি ইংরেজীতে-লেখা শিক্ষকদের কাছে তাঁর একটী ছোটো message বা উপদেশ-বাণী প'ড়লেন। তার পরে তিনি তাঁর বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতাটীতে একটা কথা চমৎকার ক'রে তিনি ব'লেছিলেন। নদীর বা ঝরনার জলের মতো তাঁর উক্তির ধারা সহজে অচিন্তিত ভাবে ব'য়ে চ'লে যায়,—দুঃখের বিষয়, সব সময়ে সুযোগ্য রিপোর্টারের শ্রুতিলিখনের দ্বারা তাকে চিরকালের জন্য বেঁধে রাখা যায় না। তিনি যে কথাটী ব'লেছিলেন, সেটীর আশয় হ'চ্ছে এই যে, মানুষ যে দেশে জন্মায়, সে তার জন্ম-সূত্রেই সেই দেশের সমস্ত অতীতের, সমস্ত ইতিহাসের, সহজ অধিকারী হ'য়ে থাকে। ক'লকাতার একটী কোণে জন্ম নিয়ে কবি তেমনি ভারতের সমস্ত কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী হ'য়েছেন। তেমনি তাঁর চীনা বন্ধুগণও চীনা সভ্যতার জগতের শ্রেষ্ঠ অধিকার পেয়েছেন। ভারতের এই যে প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতি, তার মধ্যে তার এক কোণে চীনের সঙ্গে একটু যোগ আছে। চীনে মানবিকতার যে বিকাশ হ'য়েছিল, ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে তার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর ধর্মপ্রচারকদের হাত দিয়ে, নিজের আধ্যাত্মিক জগতের, নিজের দর্শন আর চিন্তার, নিজের বিজ্ঞানের আর কলার অবিনশ্বর সমৃদ্ধির ভাগ, চীনের কাছে পাঠিয়ে' দিয়ে, তার সেই মানবিকতারই সংবর্ধনা ক'রেছিল। কবির ভারতীয় পূর্বজগণ চীনে যে এই আধ্যাত্মিক অভিযান ক'রেছিলেন, বহু দূরের অনাগত কালের কবি-ও তখন তাঁদের মধ্যে দিয়ে এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। গতবার যখন কবি চীনে যান, তখন এই বোধটী তাঁর কাছে যেন একটী উপলব্ধ সত্য হ'য়ে উঠেছিল। চীন আর ভারতের প্রাচীন বন্ধুত্ব, ভারতের আধ্যাত্মিক আর মানস জগতে চীনের প্রবেশ, আর চীনের কাছে উপায়ন-স্বরূপে ভারত যে তার পণ্ডিত আর সত্যদ্রষ্টা সন্তানদের পাঠিয়েছিল—এই সবের দ্বারায়, আধুনিক চীনের কাছে বন্ধুত্বের দাবী করা কবির পক্ষে এক অতি সহজ দাবী হ'য়েছিল। আর চীনের লোকেরা তাঁকে যে রকম আদর আর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছিল, আর চীনাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাঁর এমন-ই অকৃত্রিম আত্মীয় হ'য়ে উঠেছিলেন যে তাতে তাঁর মনে হ'য়েছিল যে, তাঁর এই দাবী চীনে পরিপূর্ণ-ভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে; চীনে তাঁর চৌষট্টি বছরের জন্মদিন উপলক্ষে, তাঁর চীনা বন্ধুরা তাঁর এক চীনা নাম-করণ করেন, আর চীনা শিশুকে তার জন্মতিথির দিনে যেমন নোতুন পোষাক পরানো হয়, তেমনি ক'রে তাঁকেও নীল আর হ'লদে রেশমের এক চীনা পোষাকে তাঁরা উপহার দেন। এতে ক'রে বাস্তবিকই কবি যেন এক নবীন জীবন—তাঁরা চীনা জীবন—পেয়েছেন ব'লে তিনি মনে করেন। চীনাদের সঙ্গে সখ্যের আর ভ্রাতৃত্বের আসনে ব'স্‌তে তাঁর কোনও দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই। তিনি মনে-মনে ভাবেন, যে-সমস্ত মহাপুরুষ চীন আর ভারতের সংস্কৃতিকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন, তিনি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চ'লেছেন; এশিয়া-খণ্ডের এই দুই বিশাল জাতির একতা-বিধান-রূপ বিরাট ব্যাপারের গুরুত্ব তাদের মতনই তিনি উপলব্ধি ক'রেছেন।—এই রকমে, একটী অতি সুন্দর বক্তৃতায়, আন্তর্জাতিক সংযোগেও যে দুটী জাতির মধ্যে কতখানি দরদ কতখানি সহানুভূতি থাক্‌তে পারে তার এক মরমী বিচার ক'রে, চীন আর ভারতের মধ্যে পুনরায় যাতে ভাবের আদান-প্রদান আরম্ভ হয় সে বিষয়ে তাঁর আন্তরিক কামনা জানিয়ে' তিনি উপসংহার করেন। শ্রীযুত ফাঙ্‌ কবির বক্তৃতার মূল কথাটী চীনা-ভাষায় ব'লে দেবার চেষ্টা করেন; আমার কিন্তু মনে হয় যে এই ব্যাপারটী তাঁর কাছে ততো সহজ-সাধ্য হয় নি।

বক্তৃতার পালা চুক্‌লে, একটী ছোটো ইস্কুলের-মেয়ে এসে ইংরেজীতে ছোট্টো একটি বক্তৃতা আউড়ে', কবিকে সিঙ্গাপুরের চীনা মেয়েদের তরফ থেকে তাদের হাতের দুটী ছুঁচের কাজ উপহার দিলে। তারপর ধন্যবাদের পালা, আবার ব্যাণ্ডে চীনা রাষ্ট্রগীত বাজানো, আর সভাভঙ্গ। সভা-শেষের পরে, কবি, কন্‌সুল্ মহাশয় আর চীনা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী জন-কতককে নিয়ে ছবি তোলা হ'ল।

চীনা সিনেমা থিয়েটার—ইউরোপীয় থিয়েটারের ঢঙে তৈরী। যতক্ষণ ফোটোগ্রাফের তোড-জোড চ'ল্‌ছিল, থিয়েটারেব হাতার মধ্যে খোলা জায়গায় চেয়ার-টেবিল পাতা জলযোগের স্থানে ব'সে, থিয়েটারেব ভিতরের রেস্তোরাঁর বরফ-লেমনেড খাওয়া গেল। রেস্তোরাঁয় নানা মণিহারী জিনিসও আছে,—আর আছে চীনা ফিল্‌মের দৃশ্যের পোস্ট-কার্ড সাইজের ফোটো। খাস চীন থেকে এই সব ফোটোর আমদানী। সিনেমার ব্যবসায় চীনে চ'ল্‌ছে খুব, বিস্তর চীনা ছবিও তৈরী হ'য়েছে। সিঙ্গাপুব-অঞ্চলে এই সব চীনা ছাযাছিত্র খুবই আসে। কতকগুলি ঐতিহাসিক আর সামাজিক ফিল্ম্ শুন্‌লুম অতি চমৎকার হ'য়েছে। ক'লকাতায় একবার এই রকম একটী চীনা সামাজিক ফিল্ম্ আসে, সেটী দেখে আসা গিয়েছিল। এই সাধারণ একটী চীনা ছবি, ভারতে তোলা যে কোনো ফিল্ম-এর চেয়ে ঢের ভালো তোলা হ'য়েছে। এ বিষয়ে চীনাবা দ্রুত উন্নতি ক'রছে, সন্দেহ নেই।

বিকালে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-সংবর্ধনা-সমিতির সভ্যেরা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'বতে আসেন—চীনা, মালাই, নানা প্রকারের ভারতীয়, ইউরোপীয়, সব সমাজের লোক ছিলেন। সন্ধ্যার পরে স্থানীয় ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েশন্ গৃহে জনসাধারণের একটী সভা হ'য়েছিল। তামিল, গুরুমুখী আর বাঙ্‌লা ভাষায় এই সভার বিজ্ঞাপনী বিতরিত হয়। শহরতলী অংশে একটা বড়ো রাস্তার ধারে, স্থানীয় আসোসিয়েশনের পাকা বাড়ী, আর করোগেটের দেওয়াল-ঘেরা খানিকটা খোলা জমী, সেখানেই সভার স্থান ঠিক হ'য়েছে। ভূঁয়ের উপরে শতরঞ্চিতে ব'সে দু-তিন হাজার লোক, বেশীর ভাগ তামিল আর পাঞ্জাবী। আশে-পাশে চীনারা সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে উঁকিঝুঁকি মারছিল। কবি দেহে বড়ই দুর্বল বোধ ক'রেছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত লোকের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হ'য়েছিল। এর আগেই তাঁর বক্তব্য হিসাবে ছোটো একটী লেখা আমি হিন্দী ক'রে নিয়েছিলুম, কারণ ইংরেজী জানে না এমন লোকেদের সাম্‌নে তাঁকে ব'লতে হবে; আর এই লেখাটার ইংরেজীটা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে আগে থাকৃতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে একটী তামিল ভদ্রলোক এটীকে তামিলে অনুবাদ ক'রে রাখেন। কবি উপস্থিত হ'লে, "বন্দে মাতরম্, হিন্দুস্থান কী জয়, ভারতমাতা কী জয়, শ্রীরবীন্দ্রনাথজী কী জয়" ধ্বনির সঙ্গে, তাঁকে মঞ্চে বসানো হ'ল; আসোসিয়েশনের সাহিত্য-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আবিদ আলী কবিকে স্বাগত ক'রে হিন্দীতে বেশ সুন্দর ভাবে ব'ললেন। তারপর কবি আমাকে তাঁর হ'য়ে তাঁর বক্তব্যটী, যেটী হিন্দীতে লেখা ছিল, সেটী প'ড়তে ব'ললেন। আমার পরে শ্রীযুক্ত কুপ্পুস্বামী অয়্যর্ ব'লে তামিল ভদ্রলোকটী তার তামিল অনুবাদ প'ড়লেন। কবিকে তার পরে আরও একটু ব'লতে হ'ল। এই জনসভায় যারা উপস্থিত ছিল, তারা বেশীর ভাগ অতি সাধারণ লোক—ছোটো-খাটো দোকানদার, ব্যবসায়ী, মোটর-গাড়ীর শোফার, দরওয়ান প্রভৃতি—শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, তামিল হিন্দু আর মুসলমান, গুজরাটী ভাটিয়া আর খোজা, আর দু-দশজন ভোজপুরে'। কিন্তু এই দূরদেশে স্বদেশ থেকে আগত একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দর্শন করবার জন্য, বুঝুক বা না বুঝুক তাঁর মুখের দুটো কথা শোন্‌বার জন্য এরা যেরূপ আগ্রহান্বিত হ'য়ে এসেছে, যেরূপ শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছে, সে আগ্রহ আর সে শ্রদ্ধা একটা খুবই উচ্চ ভাবের জিনিস।

২৫শে জুলাই, সোমবার।

আজকের কাজ ছিল এইগুলি: সকালে দশটার পর ফ্যঙ্-এর সঙ্গে চীনা বৌদ্ধ বিহার দেখা, বেলা আড়াইটেতে মালয়-দেশের কলোনিয়াল সেক্রেটারি the Hon. E. C. H. Woolfe-এর সভাপতিত্বে ভিক্টোরিয়া-থিয়েটার গৃহে সিঙ্গাপুরের ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে কবির বক্তৃতা, সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত Cashin কাশিন বলে স্থানীয় একজন ইউরেশীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ; আর রাত্রে চীনাদের নিমন্ত্রণে চীনা থিয়েটার দর্শন।

ফ্যঙ্কে কথা-প্রসঙ্গে বলি—"শহরের ভিতরে চীনে' মন্দির তো দেখলুম; বৌদ্ধ বিহার-টিহার এখানে নেই, যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে দু দণ্ড আলাপ ক'রতে পারি?" ফ্যঙ্ ব'ললেন, "সিঙ্গাপুরে একটী বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার আছে, আপনাদের নিয়ে যাই, আজ সকালেই। এই বিহারটী মালয়দেশে সব চেয়ে বড়ো নয়, কিন্তু এটীথেকে চীনা বিহারের সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রতে পারবেন। সব চেয়ে বড়ো চীনা বৌদ্ধ বিহার হ'চ্ছে পেনাঙ্-এ, পেনাঙ্-এ গেলে পরে সেটাও আপনাদের দেখ্‌তে হবে।"

সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, ফ্যঙ্, ফ্যঙ্-এর ভাগনে, আর আমি, এই পাঁচজনে মোটরে ক'রে বেরুলুম। শহরের বাইরে, বসতি যেখানে খুব ঘন নয়, এই রকম দুই-একটা সড়ক দিয়ে মন্দিরে এলুম। মন্দিরের কাছে একটা চীনা বস্তীর মধ্য দিয়ে পথ, রাস্তার দু-ধারে সারী-সারী খোলার বাড়ী; বাড়ীগুলির সামনেটা জমীর উপরে আর পিছনটা মালাই বাড়ীর মতন খোঁটার উপরে প্রতিষ্ঠিত—খোঁটাগুলিকে, রাস্তার দু-ধারে যে চওড়া পগার বা খাল গিয়েছে তারই মধ্যে গাড়া হ'য়েছে। রাস্তা নয়, যেন দু-ধারের নীচু জমির মধ্য দিয়ে চওড়া আ'ল। রাস্তার পাশে বাড়ী করার জন্য শুখনো জমীর অভাব হওয়ায়, তাতে চীনাদের উপায়োদ্ভাবিকা শক্তি হার মানেনি। মন্দিরটা একটী উঁচু টিলায়। মোটর দাঁড়ালো; বাঁয়ে কতকগুলি আটচালা, তাতে দোকান-পাট, বসবার জন্য তক্তপোষ আর কাঠের পাটাতন পাতা র'য়েছে। শুনলুম, এখানে উৎসব-উপলক্ষ্যে মেলা-টেলা বসে। ডান দিকে কতকগুলো দোকান, এখানে চীনা পূজার উপকরণ আর চীনা সুখাদ্য মেঠাই-মণ্ডা পাওয়া যায়, পয়সার ভাঙানী পাওয়া যায়। কতকগুলি অঙ্গহীন অথর্ব বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা ভিক্ষা ক'রছে, শততালীযুক্ত নীল কাপড়ের জামা আর পাজামা পরা, নোংরার চূড়ান্ত। এদের দু-চার পয়সা দিয়ে, ঢালু জমী বেয়ে, মন্দিরের সামনে এ'সে দাঁড়ালুম। বেশী ভীড় নেই। চীনা বাস্তু-গঠন-প্রণালীতে, সবুজ টালিতে ছাওয়া, লাল-ইট বা'র-করা বাড়ী, পাঁশুটে' রঙের গ্রানাইট পাথরের থাম যুক্ত একটু porch বা বারান্দা-মতন সাম্‌নে, তার দেওয়ালটা ঐ পাথরেই ঢাকা; দু ধারে পাথরের উপরে চীনা দেবদেবীর লীলার দুটী bas-relief বা উঁচু ক'রে কেটে তোলা ছবি আছে, আর ছাতের নীচে দিয়েও ঐ রকম পাথরে-কাটা ছবি। এইখান দিয়েই মন্দিরের ভিতর ঢুক্‌তে হয়। বারান্দা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই একটা বড়ো ঘর, তাতে মাঝখানে খুব উঁচু বেদির উপরে বিরাট এক Pu-tai 'পূ-তাই' বা মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি—বিপুল ভুঁড়িওয়ালা, খালী গা, হাতে জপের মালা, এক গাল হাসি, একটী ভিক্ষু-মূর্তি ব'সে আছেন। ডান ধারে, বাঁ ধারে দেওয়ালের দিকে পিছন ক'রে, চার জন (দুজন ডাইনে দুজন বাঁয়ে) রাক্ষসাকার অস্ত্রশস্ত্রধারী পুরুষের মূর্তি; এঁরা চার জন দিক্‌পাল, মন্দিরের দ্বারপাল হিসাবে এঁদের অবস্থান। মূর্তিগুলি মাটির, তার উপর রঙ-চঙ করা। এই দেউড়ি-ঘর পেরিয়েই, একটা উঠান। পাথরে বাঁধানো মস্ত উঠান, উঠানে প'ড়েই সাম্‌নে আসল মন্দির লক্ষ্য হয়; আর বাঁ ধারে লম্বা ঘর একখানা, আর ডান ধারে কোণে প্যাগোডার আকারে তেতালা ছোটো একটী ইমারত—এটী হ'চ্ছে ঘণ্টাঘর; ঘণ্টাঘরের লাগোয়া ডান দিকে আর একটী লম্বা ঘর। পাথরে-বাঁধানো উঠানটীর মধ্যে বড়ো-বড়ো চীনা মাটির টবে বিস্তর পাতা-বাহারের গাছ আছে। উঠান পেরিয়ে, ও ধারে

বিহারের ঠাকুর-ঘর। দরজার দুধারে পাথরের সিংহমূর্তি, আর দুটো পাথরের ছাতওয়ালা ঢাকা খুপরী বা গুমটী ঘরের মতন আছে—জাপানী মন্দিরের পাথরের দীপাধারগুলি কতকটা এই ধরণের হ'য়ে থাকে। ঠাকুর-ঘরের দুই পাশ দিয়ে পিছনে আর একটা আঙিনায় যাবার পথ।

ঠাকুর ঘরে ঢোকা গেল। চোখ ঝ'লসে দেয়, এই রকম তার ভিতরের সাজ। বড়ো-বড়ো অতিকায় বুদ্ধমূর্তি, কতকগুলি শ্যামদেশ থেকে আনা হ'য়েছে, শ্বেতপাথরের মূর্তি, সোনার হলকরা ধাতুমূর্তি; চীনা ধরণের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, একটী চমৎকার Kuan-yin কুআন্-যিন্ দেবীর মূর্তি। লাল, হ'লদে, আর অন্য রঙের সাটিনে, সোনার কাজে, ছাত থেকে ঝোলানো চীনা অক্ষর লেখা রঙীন সাটিনের লম্বা-লম্বা ফালিতে, ব্রঞ্জের আর চীনা মাটির বড়ো-বড়ো কলসে, সমস্তটায় একটা ঐশ্বর্য্যের আর জাঁক-জমকের ছবির সৃষ্টি ক'রেছে। আমাদের বুক সমান উঁচু বেদির উপরে এই সব ছোটো বড়ো মূর্তি। চীনাদের হাতের নানা ছোটো-খাটো কারুকার্যময় জিনিস। বেদির সামনে ধূপ জ্ব'লছে—দুপুরের আলো তো বাইরে থেকে এসে ঘরটাকে ভরিয়ে' দিয়েছে, উজ্জ্বল নানা জিনিসে প্রতিফলিত হ'য়ে সে আলো আরও বেশী তেজোময় ব'লে মনে হ'চ্ছিল; ধূপের ধোঁয়ার একটা ঘোর এনে, জায়গায়-জায়গায় সেই চক্ষুপীড়াদায়ক আলোটাকে যেন একটী ধূম্র বর্ণের কাপড়ে ঢেকে কোমল ক'রে দিয়েছে। একটী চীনা পুরুষ বেদির সামনে নতজানু হ'য়ে ব'সে, ঘাড় হেঁট ক'রে চোখ বুজে বিড়-বিড় ক'রে প্রার্থনা ক'রছে, কি মন্ত্র-তন্ত্র প'ড়ছে। ঠাকুর-ঘরের কোণে, ছোটো একটী পূজার উপকরণের দোকান; সেখানে একজন বৃদ্ধ চীনা ভিক্ষু, তার সাজিয়ে'-রাখা পটকা, মন্ত্রলেখা কাগজ, ধর্ম্ম-পুস্তক, ধূপ-ধুনা প্রভৃতির মাঝে, একটী চেয়ারে ব'সে বাঁ হাতে পাখার বাতাস খাচ্ছে, আর টেবিলের উপর খাতা রেখে ডান হাতে তুলি দিয়ে তাতে কি লিখ্‌ছে। বেশ একটা নিস্তব্ধ শান্তির ভাব, যেন কোনও মহারাজার সজ্জিত সভায় সকলে রাজার প্রতীক্ষায় র'য়েছে। বাজে লোকের যাওয়া-আসা হুটোপাটি এখানে নেই। আর সমস্ত ঘরটাকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে—ভগবান্ বুদ্ধের করুণাপূর্ণ স্মিত দৃষ্টি, অতগুলি বড়ো-বড়ো বুদ্ধ মূর্তির চোখ থেকে যেন করুণা ঝ'রে প'ড়ছে।

ফ্যঙ্ বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখেন না, আমাদের সব ভালো ক'রে দেখাবার জন্য বিহারের একজন চাকরকে ডাক্‌লেন। বুড়ো ভিক্ষু যেটী ঠাকুর-ঘরে ব'সেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দিলেন—আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেকার লোক এই শুনেই ভিক্ষুটী খুব বিনয়ের সঙ্গে আমাদের অভিবাদন ক'রলেন, ব'সতে ব'ললেন। বিহারের প্রধান যিনি, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। বিহারের সংক্রান্ত আরও জন কতক ব্যক্তি এসে প'ড়ল। সুরেন-বাবুর কাঁধে ক্যামেরা ঝুল্‌ছে, মাঝে-মাঝে তিনি ছবি নিচ্ছেন, আর পকেট থেকে আঁকবার খাতা বার ক'রে সুরেন-বাবু ধীরেন-বাবু দুজনের পেন্সিল দিয়ে স্কেচ্ করাও চ'ল্‌ছে। বিহারের একজন চাকর এল', আমাদের সমস্ত ঘুরিয়ে' নিয়ে দেখাবার জন্য। অনেক খানি জায়গা জুড়ে বিহার আর মন্দির। প্রথম আঙিনা, তারপর বড়ো ঠাকুর-ঘর বা মন্দির, মন্দিরের পিছনে সান-বাঁধানো ধারে-ধারে নীচু রোয়াক-ওয়ালা আর একটী আঙিনা, এই আঙিনাতে পা দিয়েই বাঁ দিকে কতকগুলি দোতালা ঘর, সাম্‌নে একটা মস্ত দোতালা ঘর, আর ডান দিকে আরও কতকগুলো ঘর। বাঁ দিকের দুই-একটী ঘরে দেবতাদের মূর্তি আছে, সেগুলি ছোটো-ছোটো ঠাকুর-ঘর। আর আছে একটী মস্ত হল-ঘর। সেটী হ'চ্ছে, ভিক্ষুদের ধ্যান আর জপের ঘর। এই ঘরটীতে দেওয়ালের ধারে-ধারে পাশাপাশি সুন্দর কাজ করা কালো আবলুস কাঠের বড়ো-বড়ো জল-চৌকির মতন কতকগুলি আসন আছে, প্রত্যেকটীতে একজন ক'রে লোক বেশ আরামে 'খাটন-মালা' হ'য়ে ব'সতে পারে। প্রত্যেক চৌকির পাশে একটী ক'রে ছোটো টেবিল। এই ঘরে ভিক্ষুরা যে যার নির্দিষ্ট চৌকিতে পদ্মাসনে ব'সে প্রত্যেক দিন যত ঘণ্টা পারেন তত ঘণ্টা ধ'রে ধ্যান করেন, আর 'নান্-মো-ও-মি-তো-ফো' অর্থাৎ 'নমো অমিতাভবুদ্ধায়'—এই মন্ত্র জপ করেন। এই ধ্যান-চর্যা চীনের বৌদ্ধ বিহারের—বিশেষতঃ Ch'an 'ছান্' অর্থাৎ ধ্যান-

মার্গী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বিহারের একটী প্রধান চর্যা। এই ধ্যান-মার্গ, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারত থেকে বোধিধর্ম নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনে গিয়ে প্রচার করেন। বোধিধর্ম এখনপর্যন্ত চীনে Ta-mo 'তা-মো' আর জাপানে Daruma 'দারুমা' নামে পূজিত হ'য়ে আসছেন। তার প্রবর্তিত ধ্যান-বাদ, চীনে Ch'an আর জাপানে Zen নামে পরিচিত, সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দ, প্রাকৃতে 'ঝাণ' হয়, এই 'ধ্যান' বা 'ঝাণ' শব্দ এখন চীনে 'ছান্', আর জাপানে 'জ়েন্' রূপে উচ্চারিত হয়। ধ্যানের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের গভীর দার্শনিক তথ্য গুলি এঁরা উপলব্ধি করবার প্রয়াস করেন। পাশের ছোটো টেবিলে এদের ধর্ম-গ্রন্থ—চীনা অনুবাদে—অবশ্য-পঠনীয় বৌদ্ধ সূত্র প্রভৃতি রাখেন, কেউ বা মূর্তি রাখেন, জপমালা রাখেন, রুমাল চায়ের বাটিও রাখেন। ধ্যান-মন্দিরের উপরের তলায় ভিক্ষুদের সারি-সারি বাসের কুঠরী, সে জায়গাটা আমাদের দেখা হয় নি। ধ্যান-মন্দিরের পাশে (আঙিনার বাঁ ধারে, কোণে) একটী দরজা দিয়ে বিহারের আর একটী অংশে যাবার পথ। সেখানে ঢুকেই একটী বড়ো ঘর, তার অর্ধেকটা খোলা অর্ধেকটা ছাত-ঢাকা, খোলা অংশে একটা কৃত্রিম প্রস্রবণ আর একটী ছোটো কৃত্রিম পাহাড়; আর ঢাকা অংশটা চীনা টেবিলে, বইয়ের আলমারিতে ছবিতে মূর্তিতে একটী চীনা বৈঠকখানার মতন ক'রে সাজানো। এই জায়গাটী হ'চ্ছে বিহারের অধ্যক্ষের খাস কামরা, এখানে তিনি সমাগত লোক-জনের সঙ্গে আলাপ করেন। এর পাশেই একটী ঘর, সেটী তার শয়ন গৃহ আর পাঠ গৃহ। এর পরে, বড়ো ঠাকুর-ঘরের ঠিক পিছনকার ঘরগুলিতে গেলুম; এখানে নীচের তলায় কতকগুলি ঘরে নানা দেবতার মূর্তি—কাঠে খোদা, আর মাটির—ছোটো, বড়ো; বৌদ্ধ মূর্তি—নানা বোধিসত্ত্ব, 'প্ তাই' বা মৈত্রেয়, 'ক্আন্-য়িন' বা অবলোকিতেশ্বর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নানা দিক্‌পাল, আর প্রাচীন চীনেরও দেবতা, চীনাদের দেবলোকে এদের পাশাপাশি-ই ভারত থেকে আগত বৌদ্ধ দেবতাদের স্থান হ'য়েছে। এর পরে, কাঠের সিঁড়ি ব'য়ে দোতালায় উঠলুম—এখানে বিহারের পুস্তকালয়। মাঝারী আকারের একটী ঘর, দু দিকে তার বারান্দা—একটা বারান্দা ভিতরের আঙিনার দিকে আর একটী বাইরের দিকে, সেখানে দাড়ালে গাছ-পালায় ঢাকা উঁচু পাহাড়ের মতন একটু জায়গা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঘরে এক পাশে কোন্ বোধিসত্ত্বের মূর্তি—মঞ্জুশ্রী বোধ হয় হবেন—তার সাম্‌নে ধূপ জ্বালানো র'য়েছে। কাজ-করা আবলুস-কাঠের আলমারী আর কর্পূর-কাঠের আলমারীতে সব চীনে' বই। একজন ভিক্ষু সেখানে ব'সে বই প'ড়ছিলেন, মঞ্জুশ্রী-মূর্তির সাম্‌নে। ফ্যাঙ্ আর সঙ্গের বিহারের ভৃত্যটী আমাদের পরিচয় দিতে, তিনি কেবল নত মস্তকে মনোহর ভঙ্গীতে আমাদের অভিবাদন ক'রলেন। দু-চার খানা চেয়ার আর ছোটো টেবিল আছে, বেশ শান্তিতে পড়া-শুনা করবার জায়গা। এই পাঠাগার থেকে নেমে নীচে এলুম। আঙিনার ডান ধারের ঘরে এই বার যাবো। মাঝে একটা ঘর নোতুন ক'রে মেরামত করা হ'চ্ছে, সেই ঘরেও মূর্তি থাকত।

আঙিনার ডান ধারের ঘরটীতে হ'চ্ছে বিহারের খাবারের জায়গা। ভোজনশালায় ঢোকবার পথে, বড়ো ঠাকুর-ঘরের কাছে, আঙিনার ধারের রোয়াকের উপর, মানুষ-সমান উঁচু কাঠের তে-কাঠা থেকে ঝুলছে একটা মস্ত কাঠের মাছ, তার পাশে একটী ছোটো কাঠের হাতুড়ী। এটী বিহারের ভিক্ষুদের জন্য ঘণ্টার কাজ করে; হাতুড়ী দিয়ে কাঠের মাছে ঘা মার্‌লে, টঙ্-টঙ্ ক'রে কতকটা ধাতব আওয়াজ বা'র হয়। বিভিন্ন সময়ে এই আওয়াজ শুনে, ভিক্ষুরা শয্যা ত্যাগ করেন, মন্দিরে অর্চনা করবার জন্য, উপাসনার জন্য সমবেত হন, ধ্যানের ঘরে যান, আহারের জন্য উপস্থিত হন।

আমরা সমস্ত জিনিস তন্ন-তন্ন ক'রে খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখ্‌ছিলুম। এদিকে ঘণ্টা দেড় কি দুই কেটে গেল, বেলা বারোটা। একজন ভিক্ষু ব'ললেন, আমরা ওখানে খেলে তাঁরা ভারী খুশী হবেন। সকালে সিগ্‌লাপে প্রাতরাশ সে'রে বেরিয়েছি, নামাজীদের অতিথিপরায়ণতার গুণে তার পরিপাটী ব্যবস্থাই ছিল,

খিদে তেমন পায়নি, তবুও চীনা বৌদ্ধ বিহারে 'সেবা' কেমন হয় দেখবার জন্য রাজী হ'লুম। বিশেষতঃ যখন দেখলুম যে, ফ্যঙ্ আর তার ভাগ্নের-ও ইচ্ছে যে আমরা বিহারের এই অঙ্গটার-ও ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে যাই। ভোজনশালায় প্রবেশ করা গেল। বাইরে খর উজ্জ্বল আলো, ভিতরটার বেশ কম আলো, আর খুব ঠাণ্ডা। চেয়ারে, টেবিলে, আর এক পাশে রেলিঙ্-দেওয়া জায়গায় মস্ত-মস্ত টেবিলে বড়ো-বড়ো গামলায় আর অন্য পাত্রে ভাত তরকারী সমস্ত সজ্জিত থাকায়, ভোজনশালার ভিতরটায় যেন একটা বাজারে' হোটেল বা রেস্তোরাঁর ভাব। কিন্তু সমস্তটা পরিপাটী পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন। হাত-মুখ ধুয়ে এসে, আমরা পাঁচজনে একটী টেবিলের চার ধারে ব'সলুম। অন্য টেবিলে লোক নেই, খালি একটী টেবিলের ধারে দুজন বর্ষীয়সী চীনা মহিলা ব'সেছেন—সেই সনাতন চীনা পোষাকে—ছাতার কাপড়ের মতন দেখতে কালো-রেশমের চীনা কোর্তা, চাপকানের মতন এক ধারে বোতাম দিয়ে আঁটা, আর আঁট পাজামা। ফ্যঙ্ ব'ললেন যে বৌদ্ধ বিহারে মাছ মাংস ডিম চর্বী এ সব একেবারে নিষিদ্ধ, ভিক্ষুরা সকলেই নিরামিষাশী, মন্দিরের চাকর-বাকরেরাও তাই। বহু ধর্ম-প্রাণ বৌদ্ধ চীনা মেয়ে আর পুরুষ আছেন, যাঁরা মাছ-মাংস খাওয়া পাপ মনে করেন। চীনা গৃহস্থের বাড়ীতে বা বাজারের চীনা হোটেলে মাছ-মাংসের পাট থাক্‌বেই, সর্বত্রই চীনারা খুব মাংস খায়—তাই নিরামিষ খাবার জন্য অনেকে বিহারের ভোজনশালায় এসে আহার ক'রে যান। শুট্‌কী মাছ, শূকরের মাংস আর চর্বী, আর বহুদিনের রক্ষিত ডিম—এ-সব না হ'লে চীনাদের ভালো ক'রে খাওয়া হয় না; এহেন রাজসিক আর তামসিক আহারে প্রবৃত্তি যাদের মজ্জাগত, তাদের অনেককে যে সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারে অতি সহজেই আকৃষ্ট ক'রে তুলেছে—ভগবান্ বুদ্ধের প্রভাবের, তাঁর অহিংসার আর জীব-দয়ার, মৈত্রী আর করুণার বাণীর পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

খেতে বসা গেল। চীনাদের সঙ্গে একত্রে আহার আমাদের পক্ষে এই প্রথম না হ'লেও, চীনাদের সঙ্গে চীনা রুচির খাদ্য চীনা প্রথায় খাওয়া এই আমাদের প্রথম। একজন পরিবেশক আমাদের তিনটে চারটে বড়ো-বড়ো বাটি ক'রে তরকারী দিয়ে গেল। আর দিলে, ছোটো-ছোটো পাঁচটী পিরিচে কিছু চীনাবাদাম ভাজা, খোসা শুদ্ধ, মিয়োনো; আর কিছু খরমুজের বীচি, নুন জল মাখিয়ে' ভাজা। আর দিলে, কয় বাটি ভাত, আর পানের জন্য লেমনেড। কাঁটা চামচের বদলে এল', দুটো ক'রে উল-বোনার কাঠির মতন লম্বা কাঠি, chop-stick বলে যাকে। তাতে আমাদের অসুবিধা হবে বুঝে, শেষটা আমাদের জন্য একটা ক'রে কাঁটা আর চামচ যোগাড় ক'রে নিয়ে এল'। চীনা খাদ্যের তারের সঙ্গে আমার পরিচয় লণ্ডনে আর পারিসেই বহুবার হ'য়ে গিয়েছে। তবে এখানে সমস্ত আহার্য নিরামিষ, সুতরাং নির্ভয়ে খাওয়া চলে। আহার-কালে চীনা ভদ্র-সমাজের রীতির সম্বন্ধে, বন্ধুবর কালিদাস নাগ প্রমুখের কাছে তাঁদের ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা কিছু-কিছু শোনা গিয়েছিল, পরে দূর থেকে চীনাদের আহার দেখে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা-ও কিছু করা গিয়েছিল। Forewarned is forearmed : চীনা খাওয়ায়, ভাতের বাটি যার-যার নিজের-নিজের থাকে; বাঁ হাতে ভাতের বাটি মুখের কাছে এনে, এমন কি মুখে লাগিয়ে ধ'রে থাকে, আর ডান হাতে ক'রে কাঠি দুটী দিয়ে, ভাত ঠেলে-ঠেলে মুখের ভিতর পূরে দেয়। তারপর, সামনে বড়ো-বড়ো বাটিতে যে তরকারী থাকে (এই বাটিগুলো হ'চ্ছে যৌথ সম্পত্তি), তা থেকে নিজের-নিজের কাঠি দুটী দিয়ে তরকারী তুলে নিয়ে সকলে খায়। বন্ধুদের এই রীতির কথা ব'লে দিলুম; সুতরাং প্রথমেই আমরা তিনজনে খাবার যোগ্য তরকারী নিজের আলাদা-আলাদা পাত্রে একটু-একটু ক'রে তুলে নিলুম। এতে চীনা বন্ধুরা একটু আশ্চর্য-ই হ'লেন। তারপর, খাওয়ার পালা। ডাল বা ছোলা ভিজিয়ে' রেখে দিলে তার লম্বা-লম্বা কোঁড় যা কলি বা'র হয়, তার তরকারী; পানীফলের দু-তিন রকম তরকারী; আলু আর পেঁয়াজের কলির তরকারী; বাঁশের কোঁড়ের তরকারী; আর উদ্ভিজ্জ তেলে ভাজা দু-একটা সব্‌জী। ধীরেন-বাবু আর

সুরেন-বাবুর এসব জিনিস বরদাস্ত হ'ল না, কারণ এদের স্বাদ একেবারে আলাদা; ঘী নেই মশলা নেই, লঙ্কা-হ'লুদ নেই, soya bean ব'লে এক রকম কড়াইয়ের তেলে সাঁতলানো তরকারী। আমার কাছে এর স্বাদ অপরিচিত না থাকায়, চীনা বন্ধুদের সঙ্গে আমি বেশ পাল্লা দিয়ে চ'ল্লুম। কিন্তু ধীরেন-বাবু ও সুরেন-বাবুর অবস্থা হ'ল, ঈসপের গল্পে বর্ণিত বকের নিমন্ত্রণে শেয়ালের মতন বা শেয়ালের নিমন্ত্রণে বকের মতন। দু একটা চীনাবাদাম খোসা ছাড়িয়ে বা দু-একটা খরমুজের বীচি নিয়ে দাঁতে ক'রে কাটতে লাগলেন। চীনেরা খরমুজের বীচি ভাজা আমাদের দেশের চাল-কড়াই ভাজার মতন খায়। এইরূপে আহার শেষ হ'ল, আমরা টেবিল ছেড়ে উঠলুম, তারপর খাবারের দাম দেবার জন্য পকেটে হাত দিচ্ছি, এমন সময়ে আমাদের পরিবেশক ফ্যাঙ্-কে কি ব'ল্লে, তাতে ফ্যাঙ্ আমাদের ব'ল্লেন, পাশে রান্না-বাড়ীর আঙিনায় মুখ ধোবার জল আছে, খাওয়া দাওয়ার পর মুখ ধোয়া দস্তর। কথাটা বেশ লাগ্‌ল। ভারতের আর আরব পারস্য তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান দেশগুলির বাইরে, আহারের পরে মুখ ধোয়ার রেওয়াজ যেন কম। অন্ততঃ যেখানে-সেখানে হালের 'ইউরামেরিকা'র দস্তর গৃহীত হ'চ্ছে। আমাদের কাছে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়দের কাছে—এটা একটা ম্লেচ্ছাচার। চীনা ভদ্র-ঘরে কি দস্তর জানি না; ইউরোপের ভদ্র-ঘরে বা হোটেলে খাওয়ার পর আচাতে যাওয়াটা বিরল। আর সিঙ্গাপুরে চীনেদের মধ্যে সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানোর বাহুল্য দেখে মনে হয়, এখন এদের মধ্যেও ইউরোপের মতনই এই ম্লেচ্ছাচার-ই বিদ্যমান। বৌদ্ধ বিহারের এই স্বাস্থ্যকর সদাচার পালনের ব্যবস্থা দেখে, মনটা বড়োই পুলকিত হ'ল। নিশ্চয়ই এটা প্রাচীন ভারতীয় ভিক্ষুদের-ই প্রবর্তিত একটা 'বিনয়' ব্যবস্থা, আর এর থেকে এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না, যে ভারতের বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ ধর্ম-প্রচারকেরা ভারতের বাইরে গিয়ে এইরূপ খুঁটিনাটি বিষয়েও নানা সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে-সব সদাচার এখনও বহির্ভারতের নানা দেশে অন্ততঃ সম্প্রদায়-বিশেষে বিদ্যমান আছে। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক I-tsing ঈ-ৎসিঙ্ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে অত ঘটা ক'রে চীনাদের এই সব স্বাস্থ্যকর ভারতীয় সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেটা চীনা ভিক্ষুদের জীবনে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও কার্যকর হ'য়েছে। ভোজনশালার পাশে আর একটা ছোটো আঙিনা, তার চার পাশে ঘর—সেই আঙিনায় একটা মস্ত জালার মতন মুখ-খোলা পাত্রে হাত-মুখ ধোবার জল র'য়েছে। ঠিক যেন কোনো সাবেক চালের, জলের-কলের প্রবেশ যেখানে হয়নি এমন জায়গায়, ভারতীয় বাড়ীর উঠান। আমাদের খাওয়ার দাম দিতে গেলুম, এরা নিতে চাইলে না, একরকম জোর ক'রেই উপযুক্ত অর্থ হাতে গুঁজে দিলুম।

তারপরে আমরা বড়ো ঠাকুর-ঘরে ফিরে এলুম—এসে দেখি যে, বিহারের অধ্যক্ষ তখন ফিরেছেন। ফ্যাঙ্ তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আধা-বয়সী লোকটী, মুণ্ডিত মস্তক, দিব্য কমনীয় কান্তি, মুখে বেশ একটী শান্তোজ্জ্বল হাসি। পরণে হ'ল্‌দে রেশমের পোষাক, প্রাচীন চীনের পোষাক যা জাপান গ্রহণ ক'রেছে আর যার মর্যাদা চীনদেশে এখন খালি বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই আর 'তাও'-পন্থী পুরোহিতেরাই বজায় রেখেছেন। এক হাতে একটা পাখা, আর হাতে সবুজ জেড-পাথরের কি কাঁচের একটা জপমালা। ফ্যাঙ্ এঁর কাছে আমাদের পরিচয় দিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের কথাও ব'ললেন। চীনে' খবরের-কাগজে রবীন্দ্রনাথের কথা ইনি প'ড়েছেন—তাই খুব খুশী হ'লেন। রবীন্দ্রনাথ চীনের সঙ্গে ভারতের নোতুন যোগ-স্থাপন করবার চেষ্টা ক'রছেন, চীনা পড়াবার ব্যবস্থা ক'রেছেন তাঁর ইস্কুলে, আর চীনেও সংস্কৃত, পালি প্রভৃতির আলোচনার ব্যবস্থা যাতে হয়, সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট।—এ সব কথা ফ্যাঙের মুখে শুনে, বিহার-স্বামী ভারী আনন্দিত হ'লেন। আমাদের তাঁর ঘরে পূর্ব-বর্ণিত ফোয়ারার ধারের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন, সেখানে বসালেন। নির্বন্ধ ক'রে চা খাওয়ালেন। ফ্যাঙ্ দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগ্‌লেন। বিহারের অধ্যক্ষকে প্রায়ই কোনও কথা বল্‌বার সময়, 'ও-মি-তো' বা 'ও-মি-তো-ফো' কথাটী ব'ল্‌তে শুনলুম—উত্তর-চীনা উচ্চারণে 'অমিতাভ-বুদ্ধ'র নাম, যেমন আমাদের

দেশের প্রাচীন লোকেরা 'শিব-শিব মহাদেব', 'হরি', 'রাধেগোবিন্দ', 'দুর্গা' প্রভৃতি দেবতার নাম উচ্চারণ করেন, এ-ও তেম্‌নি ক'রে কথার মধ্যে দেবতার নাম নেওয়া। চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা, বৌদ্ধ ভিক্ষু আর সন্ন্যাসীদের কর্তব্য আর দায়িত্ব, ভারতেরও দায়িত্ব, এই সব নিয়ে কথা হ'ল। ইনি ব'ললেন যে চীনে সম্প্রতি বৌদ্ধ ধর্মের এক-রকম পুনরুত্থান আরম্ভ হ'য়েছে। কন্‌ফুশীয়-পন্থী পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ ধর্ম প'ড়ত না, এখন গভীরতর আধ্যাত্মিক জগতের খবরের জন্য সকলেরই একটা ঝোঁক এসেছে। শিক্ষিত-মণ্ডলীর অনেকে এখন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনা ক'রছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও উদাসীন নন। বিহারগুলিতে নূতন জীবন-সঞ্চার হ'চ্ছে। অনেক স্থলে ভিক্ষুরাও সাধারণ্যে এসে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ ক'রছেন। এইরকম খানিক আলাপ হ'ল। ইনি এঁর পরিচয়ের কার্ড আমায় দিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের জন্য একখানি চীনা ধরণে আঁকা ফ্রেমে বাঁধা বুদ্ধের ছবি দিলেন। তার পিছনে উপহার-সূচক বচন চীনা ভাষায় লিখে দিলেন। আর আমাকে দিলেন, একটী প্রাচীন সাদা চীনা-মাটির 'পূ-তাই' মূর্তি, চমৎকার জিনিস এটী, মূর্তিটীর গায়ে সূক্ষ্ম ফাট-ধবার মতন দাগ ছিল, এইরকম দাগ (ইংরেজীতে একে crackle বলে) চীনা-মাটির বাসন বা মূর্তির সৌন্দর্য বাড়াবার একটী উপায়, ইচ্ছা ক'রেই এইরূপ crackled China তৈরী করা হয়। আমার কাছে একখানা নোতুন মুর্শিদাবাদী রেশমের ছাপানো রুমাল ছিল, সবুজ জমীতে লাল পদ্মের নকশা, একেবারে ভারতীয় জিনিস— সেই সামান্য জিনিসটী তাঁকে আমি উপহার দিলুম, তিনি বেশ আদর ক'রেই সেটী নিলেন। তারপর, সঙ্গে ক'রে আমাদের নিয়ে এলেন বড়ো ঠাকুর-ঘরে, সেখানে আমাদের আরও কতকগুলি চীনা ছবি উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন। এই চমৎকার লোকটীর সঙ্গে আলাপ করবার কালে Fa-Hien ফা-হিয়েন, Hiuen-Tsang হিউয়েন্-ৎসাঙ্, I-tsing ঈ-ৎসিঙ্ প্রমুখ এঁর দেশের ভক্ত বৌদ্ধ আচার্যদের কথা ক্রমাগত আমার মনে হ'চ্ছিল।

বিহারের মধ্যেকার ঘণ্টাঘরটী চীনা প্যাগোডার এক সুন্দর নিদর্শন। ছোটো তেতালা ঘরটী, উপরের তলায় ব্রঞ্জের একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা, মোটা কাঠ মেরে বাজাতে হয়—খুব গম্ভীর আওয়াজ বেরোয় যার বেশ অনেকক্ষণ ধ'রে থাকে।

বিহারের বাইরে আশ-পাশের জায়গাগুলি দেখে আসা গেল। বিহারের পাঁচীলের বাইরে, একটু নির্জন স্থানে, বিহারের চিতাগৃহ দেখতে গেলুম। চীনদেশের প্রাচীন রীতি, শবদেহকে মাটিতে সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু ভিক্ষুদের দেহ দাহ করা হয়। তাই প্রায় সব বড়ো-বড়ো বিহারের সংলগ্ন একটী ক'রে ছোটো ঘর থাকে, যেখানে দাহকার্য হয়, একে বাঙলায় 'চিতাগৃহ'-ই বলা গেল। আবার বিহারে ফিরে এলুম। মন্দির-গৃহে দেওয়ালে সব চীনা বচন লেখা র'য়েছে। এগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রের চীনা তরজমা থেকে নেওয়া। ফ্যঙ্ ব'ল্‌লেন যে, আমরা সংস্কৃতে কোনো মন্ত্র বা বচন বেশ বড়ো ক'রে যদি লিখে দিই, তা হ'লে এঁরা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের সঙ্গে রেখে দেবেন। আমি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কাছে শুনেছিলুম, চীনারা খোশ-নবিসী অর্থাৎ ভালো ছাঁদের হাতের লেখাকে একটা উচ্চ কোঠার শিল্প ব'লে মনে করে ব'লে, বহুস্থলে তারা নন্দবাবুর হাতের লেখা বাঙলা অক্ষর রাখ্‌তে চাইত। ফ্যঙ্-এর প্রস্তাবটা আমাদের ভালোই লাগ্‌ল। মস্ত-মস্ত কয়েক তা চীনা কাগজ এনে হাজির ক'রলে, আর মোটা চীনা তুলি; আর জল দিয়ে ঘ'ষে অনেকটা চীনা কালি তৈরী করা হ'ল; সুরেন-বাবু তুলি ধ'রে মোটা হরফে বেশ সাপটা টান দিয়ে বাঙালা হাতে 'শ্রী' আর 'নমো ভগবতে বুদ্ধায়' এই-রকম কতকগুলি বচন লিখে দিলেন, একটু-আধটু ফুলপাতা দিয়ে লেখাটা পুরিয়ে দিলেন।

এইরূপে বৌদ্ধ বিহার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাড়ীমুখো হ'য়ে ফিরলুম। কোথায় চীনারা, আর কোথায় বাঙালী আমরা: কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রসাদে, প্রাচীন ভারতের মোক্ষপথের পথিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের

প্রসাদে, এদের সঙ্গে এই যে আমাদের একটা আত্মিক যোগ, একটা হৃদ্যতা, একটা আধ্যাত্মিক স্বাজাত্য বোধ অনুভব ক'রলুম, যা আমাদের কাছে কত সহজ, স্বতঃসিদ্ধ আর অন্তরঙ্গ জিনিস ব'লে মনে হ'ল, —সে জিনিসটা কত বড়ো—স্বার্থপ্রণোদিত জগতে যেখানে মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে, সেখানে এই সমান-ধর্ম ভাব, এই একই ভাব-জগতের পূজা কত আবশ্যকীয় জিনিস! মাত্র একদিনের দেখা ব'লে চীনা বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতির সমস্তটা, প্রথম দিনের দেখার মতো আর স্পষ্ট থাকছে না, কিন্তু এই বিহারের কথা মনে হ'লে, তার সঙ্গে-সঙ্গে এই ক'টা জিনিস আপনা-আপনিই মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে—তার প্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত, ঝক্‌ঝকে' তক্‌তকে' আঙিনা, আর আঙিনার গাছপালা,—তার একটা আঙিনার কোণের ছোটো কাঠের তৈরী ঘণ্টাঘরটী, তার হ'ল্‌দে পোষাক পরা মুণ্ডিত-শীর্ষ ভিক্ষুদের গাম্ভীর্যপূর্ণ সৌজন্য, আর তার মন্দিরের ভিতরের নানা উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ আর বিশাল-কায় আর ভীষণ-দর্শন নানা দেবমূর্তিকে অতিক্রম ক'রে বুদ্ধদেবের অর্ধনিমীলিত-নেত্র মুখ-মণ্ডলে ফুটে-ওঠা আশ্চর্য প্রশান্তি-মণ্ডিত হাসি ॥

———০———

৭। সিঙ্গাপুরে শেষ দু দিন—চীনা থিয়েটার—জাহাজে মালাক্কা যাত্রা

২৫শে জুলাই সোমবার।

আজ বিকালে ছিল, সিঙ্গাপুরের সব জা'তের ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে কবির বক্তৃতা, ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে। এই বক্তৃতায় সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত E. C. M. Woolfe, কলোনিয়াল সেক্রেটারি। এই বক্তৃতায়ও খুব ভীড় হ'য়েছিল, আর কবি অতি সুন্দর ব'লেও ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেন। সুখের বিষয়, এই বক্তৃতাটীর পূরো রিপোর্ট নেওয়া হ'য়েছিল, আর মালয়-দেশের কতকগুলি পত্রিকাতে বক্তৃতাটী প্রকাশিত হ'য়েছিল।

কা'ল আমরা সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নেবো। আজ বিকালে কবির বক্তৃতার পরে আমাদের কেনা-কাটার কাজ দু-একটী সেরে নেওয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীযুক্ত ডাক্তার লিম্-বুন-কেঙ্ কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। এঁর কথা আগেই ব'লেছি। আজ সন্ধ্যার পরে কবির—আর তাঁর সঙ্গে আমাদেরও—ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল, মিস্টার Cashin ক্যাশিন ব'লে স্থানীয় একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে। ইনি ইউরেশীয়। শুনলুম, এঁর পিতৃকুল সিঙ্গাপুরের অধিবাসী আরব-জাতীয়, আর মাতৃকুল ইউরোপীয়। নিজে বিবাহ ক'রেছেন রুমানিয়া দেশের একটী মহিলাকে। রবারের বাগানের মালিক, বিশেষ ধনী লোক। এঁর, আর এঁর পত্নীর নির্বন্ধাতিশয্যে কবি এঁদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হ'লুম। কবি বিকালের বক্তৃতার পরে বিশেষ ক্লান্ত ছিলেন, কিন্তু এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁকে যেতেই হ'ল। আমাদের গাড়ী পৌছলে, গৃহস্বামী বিশেষ সম্মানের সঙ্গে কবিকে গাড়ী-বারান্দা থেকে অভ্যর্থনা ক'রে উপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে খুব কলা-নৈপুণ্যের সঙ্গে অল্প দু-চারটী কারু-দ্রব্যে সাজানো একটী বড়ো ঘরে, আর আর নিমন্ত্রিতেরা ব'সেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দেওয়া হ'ল। গৃহস্বামিনী খুব সুন্দরী মহিলা, উচ্চ-শিক্ষিতা, কবির একজন ভক্ত পাঠিকা; গৃহস্বামীরও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এদের

সন্তান, দু-তিনটী মেয়ে, এসে কবিকে অভিবাদন ক'রলে। মিস্টার ক্যাশিনের শ্যালিকা গৃহস্বামিনীর একটী বোন ছিলেন, তিনিও মধুরালাপিনী। অন্য অভ্যাগত খুব কম ছিলেন, তিন-চার জন মাত্র—ইটালীয়ান কন্‌সল, ফরাসী কন্‌সল ও তাঁর পত্নী, আর দু-একটি উচ্চমনোভাব-যুক্ত ইংরেজ বণিক্। ইটালীয়ান কন্‌সলটি সুরসিক পুরুষ; আধা-বয়সী, কিন্তু তাঁর অজস্র হাস্যরসপূর্ণ আলাপ অব্যাহত চ'লছিল; ক্বচিৎ ঈষৎ আদিরসমিশ্রও হ'চ্ছিল তাঁর আলাপ, আমাদের গৃহকর্তার শ্যালিকা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও। কথাবার্তা ইংরেজীতেই হ'চ্ছিল, আর চীনা খানসামা-দের সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল মালাইতে। ফরাসী কন্‌সল মহাশয়ের স্ত্রীটী ইংরেজী জানেন না, সুন্দরী, আর মুখের ভাবে তাঁকে অতি ভালো-মানুষ, সরল সাদাসিধে মানুষ ব'লে মনে হ'ল, তিনি কথাবার্তায় যোগ না দিয়ে চুপ ক'রে একটী চেয়ারে ব'সে ছিলেন। পরিচয়ের পরেই, ইংরেজীতে তাঁর দু-একটী একাক্ষর কথায় আলাপ শুনে, আর তিনি ফরাসী-জাতীয়া শুনে, সাহস ক'রে আমার ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতেই আমি কথা শুরু ক'রলুম। তিনি অমনি বিশেষ খুশী হ'য়ে আমায় ব'ললেন যে সম্প্রতি অল্পদিন হ'ল তাঁরা সিঙ্গাপুরে এসেছেন, তিনি ইংরেজী জানেন না; তাঁর স্বামী ফরাসী, কিন্তু তিনি নিজে রুষ-জাতীয়া। কবিকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অনেক দিন থেকে। তাঁর ভারী আফসোস হ'চ্ছে যে তিনি কবির সঙ্গে আলাপ ক'রতে বা তাঁর মুখের কথা শুনে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পার্‌ছেন না। তবে কবিকে নিকটে দেখে, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই তিনি খুশী। আমরা কোথায়-কোথায় ঘুরেছি, কবির কোন্-কোন্ বই তাঁর ভালো লাগে (ফরাসী আর রুষ তর্জমায়), এই-সব নানা বিষয়ে একটু-আধটু আলাপ চ'ল্‌ল। মাঝে কবিও দু-চারটী কথা ব'ললেন, তাঁর লেখা সম্বন্ধে,—এমনি কথা-প্রসঙ্গে এই বিষয় উঠ্‌তে। তারপরে আহারের পালা। আহারের পরে কবি বিদায় নিলেন, তাঁর শরীর বড়োই ক্লান্ত। তিনি চ'লে গেলেন, তার খানিক পরে একটু ব'সে আলাপ ক'রে আমরাও বিদায় নিলুম। শুনলুম, কবির যাবার সময়ে মিস্টার ক্যাশিন বিশ্বভারতীর জন্য একখানি হাজার ডলারের চেক দেন। এই ছোটো-খাটো আন্তর্জাতিক মিলন-ক্ষেত্রে মিস্টার ক্যাশিনের বাড়ীতে এই দিনকার সন্ধ্যাটা বেশ কাট্‌ল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে-নটা দশটায় সিগ্‌লাপে ফির্‌লুম। কবি তখনও শোন্ নি। সাগরে জোয়ার উঠেছে, তার সঙ্গে না'রকেল গাছের পাতা কাঁপিয়ে'-কাঁপিয়ে', গাছের মধ্যে মনোরম মর্মর-ধ্বনি তুলে, বেশ বাতাস বইছে, সেই বাতাসে ঈজি-চেয়ারে আধ-শোয়া হ'য়ে কবি সাগরের দিকে তাকিয়ে' আছেন। সব অন্ধকার, খালি অস্ফুট তারার আলো, আর বহু দূরে দু-একখানা স্টীমারে বিজলীর আলো জ্ব'ল্‌ছে দেখা যাচ্ছে। কবির কিছু আবশ্যক হয় কি না হয়, সেই জন্য বাঙ্‌লা-বাড়ীর বারান্দায় হঙ-কঙের নামাজী মহাশয় একখানি চেয়ারে ব'সে আছেন। আমরা ফির্‌তে কবি ব'ললেন, "ওহে, আজ নাকি চীনের থিয়েটারে আমার যাবার কথা ছিল, তার জন্য দু-তিন বার তারা ফোন ক'রেছে, আমি বাপু আজ আর পার্‌ছি না, তোমরা গিয়ে আমার হ'য়ে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো, আর পারো তো খানিক-ক্ষণ থেকে দেখে এসো।" কোন্ থিয়েটার, কোথায়, কিছু জানা নেই, এমন সময়ে আমাদের ফ্যঙ্ এক মোটর নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সিঙ্গাপুরের একটী বড়ো চীনা থিয়েটারের মালিকেরা আরিয়মের মারফৎ কবিকে তাঁদের থিয়েটারে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। ইউরোপীয় নাটকের অনুকারী হাল ফ্যাশনের নাটক অভিনয়ের চেয়ে, প্রাচীন পদ্ধতির খাঁটী চীনা অভিনয় কবি আর তাঁর শিল্পী অনুগামীদের কাছে বেশী রোচক হবে শুনে, তাঁরা ঐ রাত্রে ঐ রকম-ই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কবি এতটা ক্লান্তি অনুভব ক'রছিলেন যে তাঁকে অত রাত্রে আবার চীনা থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া চলে না। এদিকে ফ্যঙ্ এসে ব'ললেন যে চীনের কন্‌সল মশায় থিয়েটারে এসেছেন, স্বয়ং উপস্থিত থেকে কবির সম্মাননা করবার জন্য, আর কবির পদার্পণ আশা ক'রে থিয়েটারওয়ালারা থিয়েটার সাজিয়েছে, আর লোকের ভীড়ও খুব হ'য়েছে।

চীনা থিয়েটারটী যে কি বস্তু তার একটী ভয়াবহ পরিচয় আমার আগেই হ'য়েছিল, ক'লকাতায়; আর

কবিরও সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আর প্রতিশ্রোত্র অভিজ্ঞতা ঘ'টেছিল, তাঁর চীন-ভ্রমণের সময়ে। চীনা নাট্যাভিনয় তার ঝাঁঝ কাঁসা কাঁসির একটানা অবিশ্রান্ত ঐক্যতান বাদন নিয়ে যে কর্ণপটহ-ভেদী নিনাদ সৃষ্টি করে, অনভ্যস্ত লোকের পক্ষেও তা বরদাস্ত করা কঠিন। যা হোক, কবিকে রেখে আমরাই ফ্যঙ্-এর সঙ্গে বা'র হ'লুম। সিগ্‌লাপের রবার আর না'রকেলের বাগানের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ বিরল-পথিক গ্রামপথ অতিক্রম ক'রে শহরে এসে পৌছুলুম, সেখানে চীনা মহল্লায় লোকের ভীড়, চেঁচামেচি, আলো, চীনা হোটেলের ভিতরের উজ্জ্বল দৃশ্য, রাস্তার দু-ধারে ফেরিওয়ালারা উনুন জালিয়ে' খাবার তৈরী করে বুভুক্ষু নিম্নশ্রেণীর চীনা খ'দ্দেরের দলকে বিক্রী ক'রছে, কোথাও বা চীনাদের বাড়ীর উপরের তলা থেকে উঁচু সপ্তকে মেয়ে গলায় গানের আওয়াজ ভেসে আসছে—এই সবের মধ্য দিয়ে, মোটরে আর রিক্‌শতে ভরা একটা ছোটো রাস্তায়, থিয়েটার-বাড়ীর সামনে আমাদের মোটর এসে দাড়াল'। থিয়েটারের ভিতর থেকে চীনে' নটীর বিচিত্র গলায় গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতের আওয়াজ—একটা কর্কশ তারের যন্ত্রের ক্যাঁ-কোঁ ধ্বনি, আর তালের জন্য দুটো কাঠে-কাঠে ঠুকে টক্-টক্ টকাটক্ আওয়াজ। রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন আশা ক'রে সামনে নাট্যালয়ের ললাট-ভূষণ স্বরূপে এক মস্ত সাদা কাপড়ে লাল অক্ষরে ইংরেজীতে স্বাগত-বচন টাঙানো হ'য়েছে, আর মস্ত-মস্ত চীনা হরফেও ঐ কথা লেখা হ'য়েছে। রাস্তায় কবি-দর্শনার্থী চীনার ভীড়, কবির মোটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে'। নাট্যগৃহের দরওয়ান হ'চ্ছে এক বিশাল বপু পাঞ্জাবী মুসলমান—সে এসে আমাদের মোটরের দরজা খুলে দিলে। আমরা ভিতরে এলুম—ফ্যঙ্ কতকগুলি চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দিলেন। কবির অনুপস্থিতির কারণ, তাঁর দৈহিক অবসাদ আর অসুস্থতার কথা, প্রচুর মার্জনা-প্রার্থনার সঙ্গে সকলের কাছে আমাদের ব'লতে হ'ল। চীনা কন্‌সল মশায়ের আশে-পাশে কতকগুলি আসনে আমাদের নিয়ে বসালে, ফ্যঙ্ কাছেই রইলেন। কন্‌সলের ইংরেজীওয়ালা খাস-মুনশীটীও ছিলেন। এঁদের কাছে কবির অনুপস্থিতির কথা ব'ললুম—তাঁর শরীর ভাল নয় শুনে সকলেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রলেন।

চীনা থিয়েটার—সে এক অপূর্ব ব্যাপার। ইংরেজী ঢঙের থিয়েটারের মতনই প্রায় সব ব্যবস্থা, তবে কোনও-কোনও বিষয়ে পার্থক্য আছে। দামী আসনগুলি আমাদের থিয়েটারের স্টল, পিট আর গ্যালারীর স্থানে। দামী আসনগুলির ব্যবস্থা এই রকম—দুখানি চেয়ার পাশাপাশি, আর এই চেয়ারের ডাইনে আর বাঁয়ে একটী ক'রে ছোটো টেবিল। এই চেয়ার টেবিল সব দামী আবলুশ কাঠের, খুব চীনা কারুকার্য করা। এই টেবিলগুলি, চেয়ারে উপবিষ্ট দর্শকদের ডান হাতের কাছে বা বাঁ হাতের কাছে থাকে। এই টেবিলগুলি খাদ্য-দ্রব্য চা প্রভৃতি রাখবার জন্য। দর্শকেরা চোখে অভিনয় আর নাচ-টাচ দেখেন, কানে গান বাজনা আর কথা শোনেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে মুখেরও কার্য চলে। হয় গরম চা চলে—চীনা চা, দুধ-চিনি বিহীন,—নয় কমলা লেবু, নয় চীন-দেশে যা আমাদের চা'ল-কড়াই-ভাজার মত লোকে খেয়ে থাকে সেই-রকম খরমুজের বীচি ভাজা—নখে ক'রে ভেঙে-ভেঙে তার শাঁসটুকু মুখে দিতে থাকে। প্রেক্ষাগৃহে নীচের তলায় বাঁ দিকে খানিকটা জায়গা কাঠগড়া দিয়ে ঘেরা, সেখানে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' নাটক দেখবার ব্যবস্থা, অত্যন্ত গরীব লোকেরা দু-এক আনা দিয়ে টিকিট কিনে সেখানে এসে তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে' থেকেই নাটক দর্শন করে। সর্বত্রই থিয়েটার দেখার সঙ্গে সঙ্গে 'মুখ-চলা'র রেওয়াজ। এক পাল রিক্‌শওয়ালা, জেলে, কুলী, নৌকার মাঝিদের ঘরের মেয়ে—ময়লা মুখ, উস্ক-খুস্ক চুল—এরা গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে' নাটক দেখছে। দোতালায় তেতালায় বক্স আসন, নানা রকম চীনা জালি-কাটা কাঠের পাটাতন দিয়ে আলাদা ক'রে দেওয়া, সেখানে ধনী ঘরের পরিবারের মেয়ে আর পুরুষেরা এসে ব'সেছে।

উঁচু রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্তটা পুরোপুরি ইউরোপীয় থিয়েটারের মতন নয়। দৃশ্যপটের জন্য খুব বিশেষ ব্যবস্থা নেই। প্রেক্ষকদের স্থান থেকে সিঁড়ি বেয়ে রঙ্গমঞ্চে ওঠবার পথ আছে। রঙ্গমঞ্চের উপরেই, দর্শকদের বাঁ দিকে Or-

chestra বা 'ঐক্যতান বাদক'-দলের স্থান। এদিকে নাটক-অভিনয় চ'লছে, পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে প্রণয়ী আর প্রণয়িনী গানে বা মৃদু আলাপে কথা কইছে, বা দুই বীর হুহুঙ্কার ক'রে (খালি হুঙ্কার নয় !) বাগ্‌যুদ্ধ ক'রছেন, তার-ই মাঝে-মাঝে নাট্যালয়ের লোকে রঙ্গমঞ্চে এসে অভিনয়-ব্যাপৃত নট-নটীদের পোষাক বা গহনা ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, বা বীরদের হাতের অস্ত্র-শস্ত্র মাটিতে প'ড়ে গেলে আবার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছে। স্টেজের উপরেই, দু-ধারে রঙ্গমঞ্চের উপরে, দর্শকদের চোখের সামনে, বাজে লোকে ভিড় ক'রে আছে। বাদকদের দলে দু-একজন খালি গায়েও আছে—থিয়েটারের ভিতরটা বড্‌ডো গরম কিনা।

আমরা বসবার পরেই দেখলুম, চীনাভাষায় লাল কালীতে লেখা একখানা খুব বড়ো ইস্তাহার যেটা স্টেজের একদিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ছিল, সেটা ব'দলে তার জায়গায় কালো অক্ষরে লেখা আর একটা বিজ্ঞাপনী দিয়ে গেল। ফ্যঙ্‌ ব'ললেন, কবি আসবেন ভেবে লাল অক্ষরে তাঁর স্বাগত করা হ'য়েছিল, এখন কালো অক্ষরের বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হ'ল যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর আগমন সম্ভব হ'ল না। সন্ধ্যারাত্র থেকেই নাটক আরম্ভ হ'য়েছে, এখন রাত্রি প্রায় সাড়ে-দশটা, অভিনয় পূর্ববৎ চ'লতে লাগ্‌ল। প্রাচীন চীন ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে এই নাটক; অদ্ভুত-অদ্ভুত পোষাক প'রে অভিনেতারা আসতে লাগ্‌ল,—এ-সব হ'চ্ছে চীনাদের প্রাচীন পোসাকের থিয়েটারী নকল—নানা রঙের সমাবেশ, নানা জরীর আর ছুঁচের কাজের ফুল পাতা, নক্‌শা, ড্রাগন বা চীনা নাগমূর্তি, প্রভৃতির রঙীন ছবি এই সব পোষাকে। নট-নটীদের মুখে এম্‌নি ক'রে রঙ মাখানো হ'য়েছে—লাল, হ'লদে, কালো,—আর এমনি ক'রে ভূরু এঁকে দেওয়া হ'য়েছে, যে মুখ দেখে মনে হয়, মানুষ নয়, পুঁতুল। বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়দের আবক্ষ পাটের গোঁফ-দাড়ী, পাকা বা কালো, চীনা-সুলভ গোঁফ-দাড়ী যা বেরিয়েছে তা কেবল ওষ্ঠের উপরে আর থুতীতে। লড়াইয়ে' সেনাপতির চণ্ড মূর্তি, তার পোষাকে আর মুখের রঙে বিশেষ ভাবেই প্রকট। অভিনীত ঘটনাটী সব বুঝতে পারা গেল না। দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্‌ল—অভিনেতারা ঢুকে, বহু স্থলে ধীর-গম্ভীর পদবিক্ষেপে এসে, স্টেজের মাঝখানে খাড়া হ'য়ে, পরে নতজানু হ'য়ে প্রণাম ক'রতে লাগলেন, বোধ হয় দর্শকদেরকে। কোথাও রাজসভা, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও গ্রাম্যজনের সভা আর তার আনুষঙ্গিক হাস্যরস আর ভাঁড়ামি, আর কোথাও বা চীনা প্রেমিক-প্রেমিকার বিশেষ সংযত ভাবে রমন্যাসের বিন্যাস। নাচ-ও সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল—ঝল-মলে' ঢিলা পোষাক পরা তন্বঙ্গী নটীর মনোহর নৃত্য, যাতে দৌড়-ধাপ নেই, আছে কেবল চমৎকার হাতের ভঙ্গী; আর, ঢাল-তরওয়াল নিয়ে বিকটোজ্জ্বল পোষাক প'রে, মুখে সিঁদুর আর কালী মেখে যোদ্ধার পাঁয়তারা আর উদ্দণ্ড নৃত্য। ছবির মতন এক-একটী দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্‌ল।

জিনিসটা তার নোতুনত্বের জন্য, আর একটা বড়ো সুসভ্য জাতির নাট্য-সৃষ্টি হিসাবে, আর তার প্রাচীন নাচ গান আর অভিনয় রীতির নিদর্শন হিসাবে, বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল ব'লে, আর তার নিজস্ব সৌন্দর্য আর সার্থকতাও একটা ছিল ব'লে, অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে-ব'সে দেখ্‌তে পারা যেত'। কিন্তু তা পারা গেল না। আমরা বারোটার সময় বিদায় নিলুম, প্রায় পৌনে দু ঘণ্টা থাক্‌বার পরে। চীনা ঐক্যতান বাদনই আমাদের তাড়ালে। এই বাজনার বিরাম নেই। বোধ হয় এই বাজনা শোনার অভ্যাসের দরুন চীনাদের কর্ণ-পটহের সহন-শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হ'তে লাগ্‌ল, বুঝি বা এক রাত্তির চীনা orchestra শুনে, চির জীবনের জন্য আমাদের কানে তালা লেগে যায়। আগেই ব'লেছি, কয়েক বৎসর পূর্বে কান্টন থেকে আগত 'ভ্রাম্যমাণ' একটী চীনা থিয়েটারের দল সপ্তাহ খানেক ধ'রে ক'লকাতায় থিয়েটার দেখিয়েছিল, বিডন্‌-স্ট্রীটের অধুনা-লুপ্ত 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-ভবনে; নিজেদের জাতীয় অভিনয় দেখ্‌তে ক'লকাতার সমস্ত চীনাপাড়া সেখানে ভেঙে প'ড়েছিল; কৌতূহল-বশতঃ আমিও সেখানে গিয়েছিলুম। দুটো তিনটে দৃশ্যের পরে, আমার মতন বাঙালী যে ক'জন গিয়েছিল, তারা সবাই স'রে প'ড়ল, আমি বাহাদুরী ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ছিলুম, তার পরে আর পারলুম না। সুতরাং

এ বিষয়ে আমি ভুক্তভোগী। Orchestra-র যন্ত্রগুলি প্রায় সবগুলিই gong বা কাঁসর জাতীয়, সেগুলি হ'চ্ছে এই—মস্ত বড়ো কাঁসর, হাত দুই তার ব্যাস হবে, এ-রকম গোটা দুই, কাঠের ফ্রেমে সে দুটো ঝুল্‌ছে; মাঝারী আকারের কাঁসা গুটী তিন-চার; ছোট কাঁসা চার-পাঁচ খানা; কাঠের ফলকের উপরে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে মেরে তবলার কাজ হয়; একতারা কি দোতারা জাতীয় অতি কর্কশ-ধ্বনি তন্ত্রীময় যন্ত্র গুটী তিনেক, আর একটী কি দুটী বাঁশের বাঁশুলি অভিনয় চ'ল্‌ছে, তার সঙ্গে ছবির background বা ভিত্তি-ভূমিকার মতন এই কাঁসরের ঐকতান বাদন চ'লেছে, তার আর বিরাম নেই, কখনও বা মৃদু-মন্দে আর কখনও বা প্রলয়-নিনাদে আওয়াজ ক'রে। গান হ'চ্ছে, তারও সঙ্গে এই বাদ্যির সঙ্গত, আর বহু স্থলে বাজনার চোটে গলার স্বর ঢাকা প'ড়ে তলিয়ে' যাচ্ছে। দুই বীরে তলওয়ার ঠোকাঠুকি আরম্ভ ক'রে দিলেন, অমনি প্রাণপণ জোরে যুগপৎ ছোটো বড়ো ডজন-খানেক ঝাঁঝা কাঁসর আর কাঁসীতে হাতুড়ী বা কাঠি প'ড়তে লাগল। কান ঝালাপালা হ'য়ে যায়, 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে হয়। তবুও রক্ষা ছিল যে, কি জানি কেন আমাদের একটু দূরে বসিয়েছিল, একেবারে স্টেজের সামনে নয়, স্টেজের সামনে হ'লে তো প্রাণ নিয়ে পালাতে হ'ত। তারপর, একটুও বিশ্রাম ছিল না কানের। একটা গর্ভাঙ্ক বা অঙ্কের মাঝে মাঝে যে বিরাম দেবার কথা, তখন এই কাঁসার বাজনা, ষ্টেজটীকে না পুরো দখলে পেয়ে, আমাদের নানা করুণ আর মিঠে চীনা গৎ শুনিয়ে' দিচ্ছিল; আর বাজিয়েদের হাতে যে জোর আছে, সেটাও মাঝে মাঝে তারা বেশ এক হাত দেখিয়ে দিচ্ছিল। চীনা শ্রোতারা কিন্তু নির্বিকার। বাঁশের বাঁশুলী বেচারীদের দুরবস্থার একশেষ—তারা ঐ কাঁসরের ঝঙ্কার মধ্যে প'ড়েছিল, এই 'ঝা—ঙ্‌ ঝা—ঙ্‌ ঝাঝাঙ্‌ ঝাঙ্‌'-এর ফাঁকে-ফাঁকে যে বাঁশের বাঁশীর আওয়াজটুকু পাবো, তারও জো ছিল না, কারণ কাঁসরের আওয়াজের বহুক্ষণব্যাপী রেশের কল্যাণে কোনও ফাঁক পাবার উপায় ছিল না। মাঝে-মাঝে কোনও সুকণ্ঠী গায়িকা যখন গান ধ'রছিল, তখন কাঁসর আর কাঁসাগুলি এক-আধবার একটু-আধটু 'ক্ষ্যামা' দিচ্ছিল, খালি দু-একটী কাঁসী চাপা গলায় বাঁশীকে উপহাস ক'রে তাল দিচ্ছিল মাত্র, তখনই যা বাঁশীর আওয়াজ একটু কানে আস্‌ছিল। তাও আবার দোতারাগুলির আওয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে'। 'সুকণ্ঠী গায়িকা' ব'ল্‌লুম, মনে রাখতে হবে চীনা রুচি অনুসারে সুকণ্ঠী। এদের গায়িকাদের বা নটীদের গলার আওয়াজ শুনে আমাদের দেশের লোকেরা হাস্‌বে। এরা গান করে, যাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের পরিভাষায় বলে falsetto-তে, স্বাভাবিক গলায় যে সপ্তকে গাইতে পারে, এরা তার উপরের সপ্তকেই গান ধ'রে থাকে, তাতে এদের অভিনয়ে নটীদের গান কথা-বার্তা বড়ই অস্বাভাবিক ব'লে বোধ হয়, আর এতে এরা জোরও পায় না। সুতরাং পোসাক পরিচ্ছদে, কায়দা-করণে, নাচে, চীনা-নাট্য-শাস্ত্রানুযায়ী অভিনয়-ভঙ্গীতে মিলে, জিনিসটাকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ক'রে তুল্‌লেও, এই falsetto গলায় গাওয়ায় আর অভিনয় করায়, আর কাঁসরের বাজনার উৎপাতে, অ-চীনা ব্যক্তির পক্ষে চীনা-থিয়েটারে বেশীক্ষণ থাকা কষ্টকর হ'য়ে ওঠে।

কন্‌সুল্‌ মহাশয়ের দোভাষী আর ফ্যঙ্‌-এর সাহায্যে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। কন্‌সুল্‌টীকে বেশ অমায়িক, সরল প্রকৃতির লোক ব'লে মনে হ'ল। শান্তিনিকেতনে আর ভারতের অন্যত্র চীনা পড়াবার ব্যবস্থা কি হ'য়েছে সে সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী হ'য়ে খোঁজ নিলেন। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর আস্থা জ্ঞাপন ক'রলেন।

রাত্রি বারোটার দিকে আমরা বিদায় নিয়ে সিগ্‌লাপে ফির্‌লুম— আর রাত জাগা যায় না, সমস্ত দিন ঘুরে-ঘুরে আর নানা লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরাও ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি। আবার বিশেষতঃ সকাল কাল আমাদের মালাক্কা যাত্রা ক'রতে হবে, তাই বাক্স-পেঁটরা গুছিয়ে' নিতে হবে॥

২৬শে জুলাই, মঙ্গলবার।

সিঙ্গাপুরে এক সপ্তাহ ধ'রে আমাদের নানা কার্যময় অবস্থানের শেষ দিন আজ। সকালে আজ কোনও কাজ ছিল না। আমাদের ক' জনের লগেজ অনেকগুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, সব গুছিয়ে'-সুছিয়ে' নিয়ে, কিছু সিঙ্গাপুরে রেখে, বাকী সব জাহাজে তুলে দেবার জন্য আমেরিকান এক্‌স্‌প্রেস কোম্পানির লোকের জিম্মা ক'রে দিলুম। দুপুরে একটী কার্য ছিল—'মালায়া ট্রিবিউন' ব'লে একখানা ইংরেজী খবরের-কাগজ আছে, তার সম্পাদক গ্রান্‌ভিল্ রবার্টস্ ব'লে একজন ইংরেজ, সিঙ্গাপুরের আন্তর্জাতিক সম্মিলনীর তরফ থেকে তার বাসা-বাটীতে (flat-এ) কবিকে আর আমাদের ল্যাঞ্চ্ বা দুপুরের-খাওয়া খাওয়ায়। ল্যাঞ্চ্-এ অন্য কতকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন, তার মধ্যে সস্ত্রীক জরমান কন্‌সুল ছিলেন, ফরাসী কন্‌সুল ছিলেন। আর দু-একজন ইউরোপীয়, আর চীনা আর মাদ্রাজী। জরমান কন্‌সুল-এরই সঙ্গে কবির বেশী আলাপ হ'ল—জরমানীতে এঁর সঙ্গে কবির পূর্বে পরিচয় হ'য়েছিল। রবার্টস্ কবির প্রশস্তি-পাঠ-মূলক বক্তৃতা ক'রলে, কবিও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন।

এদিকে দুটো বেজে গেল, চারটেয় আমাদের স্টীমার ধ'রতে হবে। কবি গেলেন নামাজীদের শহরের বাড়ীতে, সেখানে বিশ্রাম ক'রে চা-টা খেয়ে' তিনি জাহাজে যাবেন। আমরা শহরে চ'ল্‌লুম, ছোটো-খাটো দু-একটা কাজ সেরে নিয়ে, নামাজীদের বাড়ীতে কবির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে জাহাজে যাবো এই ঠিক হ'ল। গ্রান্‌ভিল্ রবার্টস্ সকলকার একটা গ্রুপ ফোটো তোলার ইচ্ছায় ছিল, কিন্তু কবি চ'লে যাওয়ায় আর তার ফোটোগ্রাফ-ওয়ালা দেরী ক'রে ফেলায়, তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না।

আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সমিতিতে যোগ দিয়ে তার পাণ্ডাগিরি ক'রে এই ব্যক্তি আরিয়মের সঙ্গে পরিচিত হয়, তার পর কবির সঙ্গেও দেখা করে। এর আগে নাকি এ কবির বিরোধী ছিল। ভারতীয়দের কাছ থেকে সৌজন্য পেয়েও ভারত-বিদ্বেষী। গতবার যখন কবি মালয়-দেশে আসেন, পেনাঙ্-এ নামেন, তখন এই লোকটা মোড়লী ক'রতে সিঙ্গাপুর থেকে পেনাঙ্ অবধি নাকি ছুটেছিল। এর সম্বন্ধে অনেক কথা পরে শোনবার অবকাশ হ'য়েছিল। এবার রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে এ প্রস্তাব করে, "সিঙ্গাপুরের কাছে জোহোরে ইংরেজ সরকার রণতরীর squadron অর্থাৎ নাওয়ারা বা নৌবাটের উপযুক্ত বন্দর আর ডক বানাচ্ছেন, চলুন আপনাকে দেখিয়ে' আনি।" এখন, এই সিঙ্গাপুরে এক বিরাট Naval Scheme হ'চ্ছে, তার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চ'লছে। উদ্দেশ্য আর যাই থাকুক, ভারতে ইংরেজের অধিকার রক্ষা যে তার একটা প্রধান উদ্দেশ্য—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আর ভবিষ্যৎ কোনও একটা আন্তর্জাতিক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকাও একটা উদ্দেশ্য। যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথ প্রথমটা ব'লেছিলেন, যে তিনি গেলেও যেতে পারেন; পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। কতকগুলি ঘটনায় দেখা গেল, লোকটার সঙ্গে না গিয়ে কবি ভালোই ক'রেছিলেন। অন্যথা, হয় তো সে পরবর্তী দু-তিন ঘণ্টা কবিকে একা-একা পেয়ে, তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে, তাঁর কাছে কোনও বিষয়ে কিছু শুনে, নিজেই তাঁর উক্তিকে বাড়িয়ে' কমিয়ে' একটা ভীষণ কিছু খাড়া ক'রৃত। পরে এই লোকটাই নিজের কাগজে নানা নির্‌জোশ মিথ্যা-কথা আর অর্ধ-সত্যকে অবলম্বন ক'রে, কবির বিরুদ্ধে হঠাৎ একটী প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। তার জের ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসে' পৌঁছয়; আর বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ কতকগুলি ব্যক্তি এই গ্রান্‌ভিল্ রবার্টসের আক্রমণকে পরম সত্য ভেবে, পরম উৎফুল্ল চিত্তে কবির সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ভাবে নানা নিন্দাবাদ ক'রে, খবরের-কাগজ বিশেষে যথারীতি নিজেদের শিক্ষা আর রুচির উপযুক্ত পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথ যখন সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে মালাক্কা দেখে কুআলা-লুম্পুরে গিয়ে পৌঁছান—৩রা-৪ঠা আগস্টের দিকে

—তখন গ্রান্‌ভিল্ রবার্টসের কাগজে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে লেখা শুরু হয়। এই আক্রমণে অন্য কোনও কাগজ যোগ দেয় নি, আর অল্প কয় দিন বিষ উদ্গীরণ ক'রে এই কাগজকে অপ্রস্তুত হ'য়ে তূষ্ণী ভাব অবলম্বন ক'রতে হয়।—সে-সব কথা যথাস্থানে বিবৃত ক'রবো।

চারটের সময়ে আমরা Johnstone Pier-এ উপস্থিত হ'লুম, শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ নামাজী আর তার আত্মীয়দের সঙ্গে। জাহাজ মাঝ-গাঙে ছিল, গভর্ণরের লঞ্চ্ এল' কবিকে তুলে দিয়ে আস্‌বার জন্য। অনেক লোকে কবির প্রত্যুদ্গমন ক'রতে এসেছিলেন—ইউরোপীয়, চীনা, ভারতীয়, জাপানী। চীনের কনসাল এসেছিলেন। বিদায় নিয়ে আমরা Larut 'লারুৎ' জাহাজে চ'ড়লুম। চীনা সেক্রেটারী হিসাবে ফ্যঙ্-ও আমাদের সঙ্গে চ'ল্‌লেন। জাহাজে কতকগুলি ভারতীয় বন্ধু-ও উঠলেন নামাজীরা, শ্রীযুক্ত আলী খাঁ সুরতী, শ্রীযুক্ত জুম্মাভাই। খানিক শিষ্টাচারের পরে, জাহাজ ছাড়বার সময়ে এঁরা বিদায় নিলেন। জাহাজ ছেড়ে দিলে। নানা-ঘটনা-বিজড়িত, নানা প্রত্যক্ষ-দর্শনে আর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ আমাদের সাত দিনের সিঙ্গাপুর-প্রবাস এইরূপে শেষ হ'ল।

২৬শে জুলাই মঙ্গলবার বিকাল থেকে ২৭শে জুলাই বুধবার সকাল পর্যন্ত—স্টীমারে সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্কা।—

'লারুৎ' জাহাজখানি ছোট্টো—আমাদের পদ্মানদীতে পাড়ী দেয় সে-সব বড়ো জাহাজ সেগুলির চেয়ে বেশী বড়ো নয়, তবে সাগর-গামী ব'লে একটু আলাদা ভাবে তৈরী। ইংরেজ কোম্পানী Straits Steamships Co.-র জাহাজ। এদের জাহাজগুলি বর্মা, মালয়-উপদ্বীপ আর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘোরা-ফেরা করে। জাহাজের খালাসীরা চীনা বা মালাই জাতীয়, খানসামারা চীনা। আমরা প্রথম শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম। জন চার পাঁচ ইংরেজ মেয়ে আর পুরুষ, আর ফ্যঙ্-কে নিয়ে আমরা ছ' জন, এই হ'ল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী-সংখ্যা। জাহাজে তেমন যাত্রীর ভীড় নেই। মাঝখানটায় প্রথম শ্রেণী, আগায় দ্বিতীয় শ্রেণী, পিছনে তৃতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণী ঘুরে এলুম। মালাই, চীনে', তামিল চেট্টী, তামিল মুসলমান, দু-চার জন গুজরাটী খোজা মুসলমান, হিন্দুস্থানী মুসলমান জন-কতক—এরা হ'ল ডেক্-যাত্রী।

কতকগুলি মালাই পরিবার আরব-দেশ থেকে হজ সেরে আস্‌ছে—এদের দলে গরীবও আছে—বড়ো লোকও আছে। সিঙ্গাপুরকে একরকম চীনা শহর ব'ল্‌লেই হয়। সেখানে সভা সমিতিতে এক-আধ জন শিক্ষিত মালাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লেও, সাধারণ মালাইদের দূর থেকেই অল্প স্বল্প যা দেখা যেত'। সারঙ্-পরা মালাই মেয়ে, এদের চলা-ফেরায় একটা ভারী সহজ আর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ছিল, আর তাদের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পুরুষরা বেশ দৃপ্ত-ভাবে চ'লেছে—সমস্ত মালাই জা'তটা আমাদের আকৃষ্ট ক'রত। বেশ শিল্প-কুশল, খোশ-পোষাকী দিল-দরিয়া জা'ত এরা। তার পর, হুইটেনহাম্, ক্লিফর্ড, উইন্‌স্টেট প্রভৃতির লেখা মালাই জা'তের আর মালাই দেশের সম্বন্ধে রোমান্টিক-ভাবে পূর্ণ কতকগুলি গল্প আর প্রবন্ধ প'ড়েছি, তাতে এদের সম্বন্ধে বেশ একটা সহানুভূতির ভাব মনে জেগেছে। জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ঘুরে-ফিরে এদের দেখতে লাগলুম। এরা বেশ মিশুক। আমি গত সাত দিন ধ'রে সিঙ্গাপুরে একখানি ইংরেজী-মালাই, আর মালাই-ইংরেজী পকেট-অভিধান নিয়ে, চীনা তামিল যাকে পেয়েছি তার উপর আমার পুস্তক-দৃষ্ট মালাই ভাষা চালিয়ে' এসেছি। বিশুদ্ধ মালাইয়ে কথা-বার্তা শোনবার অবকাশ হয় নি। মালাইদের কথা-বার্তা ধরণ-ধারণ লক্ষ্য ক'রতে লাগলুম। সন্ধ্যে হ'য়ে গিয়েছে; মালাই যাত্রীরা খাবার বা'র ক'রে খেতে লাগ্‌ল,—সুন্দর কাজ-করা বেতের ডালা দেওয়া চুবড়ী থেকে ভাত, মালাই তরকারী, সুঁটকী মাছ, সব বা'র ক'রতে লাগল। আর durian ডরিয়ান ফল। এই ফল কাঁঠাল-জাতীয়; এর নিজস্ব অত্যন্ত উগ্র অপরূপ একটা বাস আছে, সুগন্ধ হোক্ আর দুর্গন্ধ হোক্ সেটা যে একটা ভীষণ উগ্র গন্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—দূর থেকেই এই ফল নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

জানান্ দেয়; বিদেশী লোকেদের অনেকে এই গন্ধের জন্য মোটেই এই ফল খেতে সাহসী হয় না। এ যাত্রায় কবি, আরিয়ম্, আর আমি, আমরা তিন জনে অবলীলা-ক্রমে শ্রীযুক্ত নামাজীর ভোজনের টেবিলে ব'সে ডুরিয়ানের এই গন্ধ-test পার হ'য়ে, স্থানীয় native-দের বিস্ময় আর সম্ভ্রমের পাত্র হ'য়ে উঠেছিলুম। ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবুর ডুরিয়ান বরদাস্ত হয় নি। গন্ধটা তো অনির্বচনীয়, স্বাদও সেই রকম—স্বাদের কথা মনে হ'লে, প্রচুর রশুনের সঙ্গে দুধ জাল দিয়ে যদি ক্ষীর তৈরী হয়, সেইরূপ ক্ষীরের সঙ্গেই তার একমাত্র তুলনা দিতে ইচ্ছে হয়। আমাকে কাছে দেখে আর ডুরিয়ানের গন্ধে না পালানোতে, একজন বয়স্ক মালাই পুরুষ আহ্বান ক'রলে—"তুআন নাস্তি মাকান্?" অর্থাৎ—মহাশয়, খেতে ইচ্ছে করেন? আমি "তিদা, ত্রিমা কাসি"—না, ধন্যবাদ, ব'লে মাফ চাইলুম। আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে, আর এদের একজনের ভাঙা-ভাঙা হিন্দুস্থানীর সাহায্যে বুঝলুম যে এরা মক্কা-মদিনা থেকে হজ ক'রে ফিরছে, কাল মালাক্কায় নাম্‌বে, মালাক্কার কাছেই এদে বাড়ী। এরা অবস্থাপন্ন কৃষক শ্রেণীর লোক। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে এদের বেশ ভদ্র আর উৎকর্ষ-যুক্ত ব'লে বোধ হ'ল।

চীনা যাত্রীরা ছোটো-ছোটো দল পাকিয়ে' বিছানাপত্র ছড়িয়ে' ব'সে গিয়েছে। এদের কতকগুলিকে আনকোরা চীনদেশ থেকে 'তাজা-আৰ্দ্দ' বা নবাগত ব'লে বোধ হ'ল - এদের চোখে একটু ভীত-ভীত ভাব। ফ্যাঙ্ ব'ল্‌লে যে এরা যাচ্ছে উত্তর-মালাই-দেশে, টিনের খনিতে কাজ ক'রবে ব'লে—কুলী শ্রেণীর লোক এরা। এরা এদের মেয়েদের খুব কমই বিদেশে আন্‌তে সমর্থ হয়। এদের ভাষা জানিনা, কোনও আলাপ সম্ভব নয়, তবুও দূর থেকে দেখ্‌তে লাগলুম, কেমন সুন্দর সব বিধি-ব্যবস্থা এদের।

কানে হীরার কান-ফুল লাগিয়ে' তামিল চেট্টী, অথবা আচকান-পরা, মাথায় জরীর মোড়া পাগড়ী (যেন মূর্তিমান্ 'নাফা-নোকসান'!) গুজরাটী খোজাদের সম্বন্ধে তাদৃশ ঔৎসুক্য আমার ছিল না। এক জায়গায় ডেকের রেলিঙ্-এর ধারে চার-পাঁচ জন হিন্দুস্থানী মুসলমান, দুই-এক জনের মাথায় তুর্কী টুপী, উর্দু-মেশানো ভোজপুরে'তে কথা কইছে শুনে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারা তখন রুটী-কাবাব বা'র ক'রে খাবার আয়োজন ক'রছে। তাদের কাছে শুন্‌লুম, তারা মালাই-দেশে মুসলমানদের মধ্যে ইস্‌লামী বই, তাবিজ, মক্কা-মদীনার ছবি প্রভৃতি বিক্রী ক'রে বেড়ায়। ধর্মপ্রাণ জাতি ব'লে, এরা মালাইদের সুখ্যাতি ক'রলে; কোরান-শরীফ, নমাজের বই, বিশুদ্ধ আরবীতে লেখা বই, কিছু-কিছু ভারতবর্ষ থেকে আনায়; আর স্থানীয় ছাপা, মালাই-ভাষায় লেখা ইস্‌লামী বইও কিছু-কিছু রাখে। এই-সব বই, আর তার সঙ্গে আরবী-মন্ত্র-লেখা তাবিজ নিয়ে, এরা মালাই-দেশের গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে মুসলমান মালাইদের মধ্যে বিক্রী ক'রে থাকে। পরমেশ্বরের আশীর্বাদে এই সৎকার্যে তাদের লাভও মন্দ হয় না। লোকগুলি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে, "সাহ্‌ব্, উও জো পীর সা আদমী, হমারে সাথ ইস জহাজ় মেঁ চঢ়ে হৈঁ, রাবীন্দ্রানাথ টেগোর উ-হী হৈ, না? বাহ্, ক্যা নূরানী শক্‌ল্ (অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আকৃতি)।" তার পর প্রশ্ন হ'ল, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কি। সত্য ধর্ম যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মের অতীত, এই-রকম একটা ভূমিকার অবতারণা ক'রে বলা গেল যে, উনি মুসলমান নন্। তখন এরা ভদ্র-ভাবে আমার কথা একটু শুনে, আহারে মনোনিবেশ ক'রলে।

সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিল কতকগুলি চীনা ছাত্র আর ছাত্রী। মালাক্কাতে একটা খ্রীষ্টানী (রোমান-কাথলিক) ইস্কুল আছে, এদের কতকগুলি সেখানে পড়ে, আর কতকগুলি মালাক্কার কাছে Muar মুআর ব'লে একটী ছোটো শহরে চীনাদের একটী বড়ো ইস্কুল আছে সেখানে পড়ে। ছুটী শেষ হ'য়েছে, ইস্কুলে যাচ্ছে। চীনা ছোকরাদের সাদা জীনের পোষাক, গলা-আঁটা কোট, ফেল্ট টুপি; মেয়েদের কালো রেশমের ঘাগরা, গায়ে সাদা রেশমের চীনা কোট, মাথার চুল চীনা-ধরণে খোঁপা ক'রে বাঁধা, কপালের উপরে কিছু চুল জুলফী আকারে ভেঙে প'ড়েছে, মাথায় টুপী বা অন্য আবরণ নেই। এই চীনা মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদেরই মত লাজুক, তারা দূরেই রইল'। কতকগুলি ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল; আঠারো বিশ-বাইশ বছর বয়সের সব ছোকরা, দেখ্‌তে

বেশ বুদ্ধিমান্। কবির সম্বন্ধে নানা খবর জান্‌তে চায়। সুরেন-বাবুর হাতে ক্যামেরা ছিল, চীনা ছোকরাদের হাতেও ছিল। তখন বিকালের রোদ্দুর আছে, গোটা-দুই ছবি তোলা হ'ল, গ্রূপ, এই সব চীনা ছাত্র আর ছাত্রী, আর আমাদের নিয়ে।

সিঙ্গাপুরের দক্ষিণেই ছোটো একটী দ্বীপ। মনোরম স্থান, পাহাড, না'রকল গাছ, ঝরনা, জল, মাঝে-মাঝে দু-একটী বাড়ী। সিঙ্গাপুর আর এই দ্বীপের মাঝখানের খাড়ীটা একটা বড়ো নদীর মতন, পাতলা মেঘের মধ্যে অস্তগামী লাল সূর্যের আলোয় স্বর্ণ-মণ্ডিত। পরে আমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়লুম। জাহাজের উপরের ডেকে, সাগর-জলের আর আকাশের গাঢ়ায়মান ধূম্রবর্ণের মধ্যে, ব'সে-ব'সে কবির সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল—সিঙ্গাপুরের ঘটনাবলীর, আর যবদ্বীপ প্রভৃতিতে আমাদের কর্তব্যের সম্বন্ধে।

রাত্রের আহারের ঘণ্টা প'ড়্‌ল। একত্রে খাওয়া শেষ ক'রে এসে আবার বসা গেল, নীচের ডেকে। দূরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন যেখানে চীনা ছাত্রেরা আছে সেখান থেকে বেহালার ধ্বনি আসছে। কবির কাছে এখন শুনলুম যে কানাডা থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ এসেছে, শীঘ্রই তাঁকে সেখানে যেতে হ'তে পারে, হয় তো সেই জন্য তাঁর যবদ্বীপের ভ্রমণ তাঁকে সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে ; কিন্তু যাতে আমরা যবদ্বীপে বেশী দিন থেকে, সমস্ত দেখ্‌তে শুনতে পারি, তার ব্যবস্থা তিনি ক'রে দিয়ে যাবেন। কথাটা একটু উদ্বেগকর মনে হ'ল। কিন্তু সুখের বিষয়, অত শীঘ্র-শীঘ্র কানাডা যাওয়ার পক্ষে কতকগুলি অনপনেয় বাধা ক্রমে-ক্রমে প্রতীয়মান হ'য়ে পড়ায়, এ যাত্রা কানাডা যাওয়া কবি স্থগিত রাখেন, আর আমাদের যবদ্বীপ-দর্শনটা মোটামুটী ভালো ক'রেই হ'য়েছিল।

রাত প্রায় এগারোটা। বিরাট কোনও জানোয়ারের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মত ধুকধুক্ শব্দে ইঞ্জিনের আওয়াজ হ'চ্ছে, জল কেটে-কেটে জাহাজ চ'লেছে, মাঝে-মাঝে খালাসীদের খালি পায়ে দুপ্-দাপ্ চলা ফেরার শব্দ, বা দূর থেকে অবোধ্য ভাষায় তাদের কথার আওয়াজ। চিঠি-পত্র দু'চার খানা লিখে, পরদিন থেকে আবার মালাক্কার পর্যায় কি রকমে আরম্ভ হয় সে বিষয়ে উৎসুক-চিত্ত হ'য়ে, উচ্চ বার্থের উপর উঠে আলো নিবিয়ে' দিয়ে ঈশ্বর-স্মরণ ক'রে শয়ন করা গেল॥

—◦—

৮। মালাই-দেশ—মালাক্কা

২৭শে জুলাই ১৯২৭, বুধবার।

আমাদের জাহাজ সকাল সাড়ে-ছটা—সাতটার মধ্যে মালাক্কা শহরের সামনে এসে দাঁড়াল', নঙ্গর ফেলে দিলে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার নয়, ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, হাওয়া দিচ্ছে একটু-একটু—সমুদ্রের জল হাল্‌কা সবুজ, তাতে একটু পাঁশুটে' রঙের আমেজ ; ছোটো-খাটো ঢেউ বেশ র'য়েছে, জাহাজের গায়ে প'ড়ে ছপ্ ছপ্ শব্দের সঙ্গে ভেঙে প'ড়ছে। মালাক্কা শহর দূরে ; জাহাজ থেকে একেবারে শহরে নাম্‌তে পারা যায় না, ডিঙি ক'রে যেতে হয়। চারদিকে যত ছোটো-বড়ো নৌকা সাম্পান এসে হাজির হ'ল। আমাদের মালাক্কা থেকে নিয়ে যেতে লোক আসবে, সেইজন্য আমাদের একটু অপেক্ষা ক'রতে হ'ল। ডেক্-যাত্রীরা, আর অন্য সব যাত্রী, নৌকায় ক'রে নাম্‌বার জন্য তৈরী হ'তে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে জাহাজেই আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলুম। ডেকের রেলিঙ-এর উপর ভর দিয়ে অন্য যাত্রীদের অবতরণ দেখ্‌তে লাগলুম। নৌকাগুলির মাল্লারা বেশীর ভাগ মালাই জাতীয়। আমাদের জাহাজের পূর্ব-কথিত মালাই হাজীদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার জন্য তাদের আত্মীয় বন্ধুরা একখানা নৌকো ক'রে এসেছে। এরা বহুদিন পরে বাড়ী ফিরছে, সফল যাত্রা, মুসলমান-মাত্রের প্রার্থিত 'হাজী' পদবী নিয়ে ফিরছে ; তাই মেয়ে পুরুষে সকলেই ভালো-ভালো কাপড় বা'র ক'রে প'রেছে। একটী জিনিস লক্ষ্য

ক'রলুম—কতকগুলি মালাই—জন দুই স্ত্রীলোক, জন তিন-চার পুরুষ—তাদের সুন্দর রঙীন মালাই সারঙ আর কোর্তার বদলে, পুরাপুরি আরব পোষাক প'রে তৈরী হ'য়েছে—পুরুষদের কালো কাপড়ের লম্বা আবা, ভিতরে সাদা চাপকানের মতন, মাথায় আরবী কায়দায় কাঁধ আর ঘাড় ঢেকে একখানা বড়ো তোয়ালের মতন রুমাল, তার উপরে ছোটো পাগড়ী একটী, পায়ে আরবী চাপ্‌লী; আর মেয়েদের পরণেও কালো কাপড়ের লম্বা 'সওব্' বা বহির্বাস, আর 'বুর্‌কা' বা মুখ-ঢাকা ওড়না; একেবারে 'মক্‌কা-বুড়ী'র সাজ—কালো রঙের ছাতার কাপড়ের এই পোষাক আমাদের চোখে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাচ্ছিল, বিশেষতঃ সুঠাম রঙীন সারঙ আর ওড়না পরা আর সোনার মল দেওয়া খালি পায়ে চটি-জুতা পরা মালাই মেয়েদের পাশে। বোর্ণিও-দ্বীপে কতকগুলি মুসলমান রাজবংশে এখন এই আরব পোষাক তাদের দরবারী পোষাক হিসাবে গৃহীত হ'য়েছে। যাক্, দেশে ফেরার উৎফুল্ল আনন্দে এরা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে নেমে গেল, নীচে নৌকায় অপেক্ষমান আত্মীয়াদের সঙ্গে মেয়েদের কলরবপূর্ণ আলাপ আর অভিনন্দন শুরু হ'ল। চীনা যাত্রীরা, চেট্টীরা, সকলেই নেমে গেল; চীনা ছাত্রেরা দূর থেকে টুপী তুলে আমাদের দিকে চেয়ে অভিবাদন ক'রে গেল।

একটু পরেই সরকারী লঞ্চ-এ ক'রে কবিকে স্বাগত ক'রতে এলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার Dodds ডড্‌স্, আর মালাক্কার অধিবাসীদের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ, মালাক্কার ব্যারিস্টার আর একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন অধিবাসী। শিষ্টাচারের পরে আমরা কবির অনুগমন ক'রে লঞ্চ-এ চড়লুম। মালাক্কা নদীর মোহনায় এই শহর, লঞ্চ এই নদীর মুখে ঢুকে, শহরের একটী ঘাটে আমাদের হাজির ক'রলে। সেখানে স্থানীয় গন্য-মাণ্য লোকেরা কবির অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন, অন্য লোকেরও ভীড় খুব ছিল। অভিনন্দন পাঠ হ'ল, তারপর জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে মোটরে ক'রে আমরা আমাদের বাসার দিকে রওনা হ'লুম। সমুদ্রের ধারে-ধারে মাইল ছয়েক ধ'রে চমৎকার একটী রাস্তা দিয়ে, মালাক্কার পশ্চিমে Tanjong Kling তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্ (অর্থাৎ 'কলিঙ্গবাসীদের অন্তরীপ') নামে বেশ ঘন নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে অতি মনোরম স্থানে একটী সুন্দর বাঙলা-বাড়ীতে এসে পৌঁছুলুম। এই বাড়ীর মালিক একজন ধনী চীনা, এঁর নাম Chan Kang Swee চান্-কাঙ্-সুই, ইনি পরে কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন; অতি অমায়িক, সরল প্রকৃতির বৃদ্ধ—তাঁর বাড়ীতে কবির অবস্থানে তিনি ধন্য ইত্যাদি ব'লে নানা শিষ্টাচার ক'রে সৌজন্যের পরিচয় দিয়ে যান। এই বাড়ীটীতে আমাদের ত্রিরাত্র অবস্থান হ'য়েছিল—না'রকল গাছের ঘন সবুজ, সাগরের নীল, আর বালির হ'লদে রঙ, আর আলোয় ভরা আকাশের স্মিতমুখ, এই নিয়ে, একটী বড়ো খোলা বারান্দাযুক্ত এই বাড়ীটী আমাদের স্মৃতি-পটে চিরকাল জেগে থাক্‌বে।

মালাক্কা শহরের সঙ্গে সমস্ত মালাই-দেশের ইতিহাস জড়িত র'য়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে এই শহরের বাড়-বাড়ন্ত হয়—যবদ্বীপের লোকেরা মালাইদের কাছ থেকে সিঙ্গাপুর শহর কেড়ে নেয় ১৩৭৭ সালে, তারপর থেকে মালাই জা'তের একটী বড়ো কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায় এই মালাক্কা শহর। সুমাত্রাদ্বীপ নিকটেই; আর দ্বীপময় ভারত, ইন্দোচীন, আর চীনদেশ ওদিকে, আর এদিকে ভারতবর্ষ, আরব, আর পশ্চিমের জগৎ – এর মধ্যকার বাণিজ্যের গতি-পথেই এই শহরের অবস্থান। ওদিকে চীন, এদিকে আরব, আর মধ্যে ভারত—সব জায়গা থেকে বণিকেরা এখানে এসে জমা হ'ত। চীনারাও নাকি মাঝে এই শহর দখল ক'রে ছিল। ১৫১১ সালে পোর্তুগীসেরা দ্বীপময় ভারতের পথ-স্বরূপ এই শহরটীকে করায়ত্ত করে, আর এ অঞ্চলে আরবদের প্রতিপত্তি কমিয়ে' দেয়। পোর্তুগীসদের অধীনে এ অঞ্চলে মালাক্কার খুব প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল, এখানে এরা খুব সুদৃঢ় একটী দুর্গ নির্মাণ করে, আর খ্রীষ্টানী বিদ্যালয় ধর্মস্থান ইত্যাদিও স্থাপন করে। মালাক্কার নামেই সারা দেশটীর নামকরণ হ'তে থাকে; এখনও ডচেরা Malaka ব'ললে, সমগ্র Malaya Peninsula-কেই বোঝে। পোর্তুগীসদের কাছ থেকে ১৬৪১ সালে ডচেরা মালাক্কা কেড়ে নেয়, আর তারপরে শহরটী ১৭৯৫ সালে ইংরেজদের হাতে আসে। সেই থেকেই মালাক্কা ইংরেজদের

দখলে আছে। পেনাঙ, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর, বহুদিন ধ'রে ভারত থেকেই ইংরেজ সরকার কর্তৃক এই তিনটী জায়গা শাসিত হ'ত; ক'লকাতা থেকে লাট সাহেব এই সব দেশের চরম ব্যবস্থা ক'র্তেন। ক'লকাতা থেকে ভোজপুরে' পাহারাওয়ালা সেপাই গিয়ে সেখানকার শান্তি রক্ষা ক'র্ত, ইংরেজদের হ'য়ে ল'ড়ত। ক'লকাতার তখনকার যুগের (অর্থাৎ ১০০ বছর আগেকার) অনেক কায়দা-করণ এখনও ও অঞ্চলের রাজশাসনের অঙ্গ হ'য়ে আছে। সিঙ্গাপুরের লাট-বাড়ীতে দেখেছিলুম, মাদ্রাজী খানসামা আর খিদমৎগার সব ঘুরছে, মাদ্রাজী আর হিন্দুস্থানী চাপরাসী জমাদার বেহারারা ঘুরছে, তাদের মাথার পাগড়ীটা হ'চ্ছে খাঁটী বাঙলার পাগড়ী, উকীলের

মালয়দেশের গৃহ

শামলার ধরণের, লাল সালুতে মোড়া, আর লাল সালুর কোমরবন্দে আঁটা পিতলের একটা ক'রে বড়ো চাপরাশ। সমগ্র মালাক্কা জেলার লোকসংখ্যা দেড় লাখের কিছু বেশী, এর মধ্যে মালাইরা সংখ্যায় খুব বেশী—ছিয়াশী হাজার; চীনেরা হ'চ্ছে ছেচাল্লিশ হাজার, আর ভারতীয় উনিশ হাজার; বাকী ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়।

মালয় বালক-বালিকা

মালাক্কাতে এসে আমাদের একটী মালাই গ্রামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল। তাঞ্জং ক্লিং যাবার পথে রাস্তার ধারে এই মালাই গ্রাম বা বসতি। না'রকল বনের মধ্যে অতি নয়নাভিরাম মালাই বাড়ীগুলি, সাদা বালীর জমার উপরে, না'রকল গাছের গহন সবুজ ছায়ার মধ্যে; মাটী থেকে উঁচু মাচা তুলে বাড়ী, দরমার বেড়া, দরমার বুনানীতে একটু-আধটু নকশা কাটাও হ'য়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। খড়ের, বা তাল-জাতীয় একরকম গাছের পাতায় ছাওয়া ছাত। আশে-পাশে বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা রঙীন সারঙ্ প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেলা ক'র্ছে। পরিষ্কার সাদা বালীর উঠানের মধ্যে ঘন সবুজের ভিত্তিভূমির উপর এই সব আধা-চীনে আধা-ভারতবাসী চেহারার মালাই ছেলে-পুলেদের ভারী সুন্দর দেখায়। মাঝে রাস্তার ধারে একটী মসজিদ, প্রশস্ত উঠানে হাত-মুখ ধোবার হৌজ, চারদিকে না'রকল গাছ, তিন দিক খোলা, কাঠের আর বাঁশের খ'ড়ো চালে ঢাকা মসজিদ-বাড়ী, মসজিদ-বাড়ীর ঠাট্টা বর্মী

প্যাগোডার মতন, আর আলাদা একটী চৌকো কাঠের মিনার—সেখান থেকে আজান ডাকা হয়; সৌম্য-দর্শন মালাই মোল্লা, আরবী পোযাক পরা, ব'সে-ব'সে বই প'ড়ছে, নজরে প'ড়ল। মোটের উপরে, প্রথম এই বড়ো মালাই পল্লীটী দেখে মনটা বেশ খুশী হ'য়ে গেল। এখানকার মালাই অধিবাসীদের বেশ অবস্থাপন্ন ব'লে মনে হ'ল।

তাঙ্গঙ্-ক্লিঙ্-এর বাঙ্লায় তো আমরা অধিষ্ঠিত হ'লুম। ইংরেজী ধবণের সাজানো বাড়ী, কিন্তু হল-ঘরে এক কোণে রঙীন চীনামাটীর একটী বড়ো Pu-tai পূ-তাই বা মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্তি, তার স্থূলোদর রূপে আর অপূর্ব অমায়িক হাসিতে সমস্ত ঘরটাকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে। দেয়ালে গৃহস্বামীর আত্মীয়বর্গের নানা ফোটো।

মালাক্কায় এসে একটী জিনিস দেখে মনটা একটু বিশেষ খুশী হ'ল—এই জায়গাটীতে জনকতক বাঙালী একটু প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন। এত বড়ো মালাই দেশটায় বাঙালীর সংখ্যা একে তো বড়ো কম, তারপর বড়ো কাজ করেন এ-রকম লোকও কম—কেরানীগিরি চাকরী নিয়ে জনকতক আছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ওভাসিয়ার কিছু-কিছু আছেন, ডাক্তারও বাঙালী ক্বচিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙালী এখানে তেমন ভালো ক'রে জমিয়ে' নিয়ে ব'সতে পারে নি। কিন্তু মালাক্কায় প্রথম দেখলুম, কতকগুলি বাঙালী ব্যারিস্টার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চারিত্র্যে স্থানীয় তামিল চীনা-মালাই-ইউরোপীয়দের মধ্যে বেশ সম্মান-জনক স্থান একটু ক'রে নিতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ ক'লকাতার বিখ্যাত গুহ-পরিবারের বংশধর; এঁরই এক ভ্রাতুষ্পুত্র হ'চ্ছেন স্বনাম-ধন্য বিখ্যাত বলী গোবর গুহ। এঁরা নিজ পদবী ইংরেজীতে Goho রূপে লেখেন। এখানে ইনি একটী এটর্নী আর ব্যারিস্টারের আপিসের মালিক; কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি এক চীনা ব্যবহারজীবীর কাজে অংশীদার হ'য়ে এদেশে আসেন, এখন তাঁর অংশীদারের অবর্তমানে সমস্ত ব্যবসায় এঁর হাতে এসেছে। চীনা আর অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে এঁর কাজ চ'লছে, বেশ সদ্ভাবের সঙ্গেই। মালাক্কার আশে-পাশে আরও কতকগুলি ছোটো-ছোটো শহরে এঁর আপিস আছে, যখন জজেরা শহর থেকে শহরে ঘুরে-ঘুরে বিচার ক'রে বেড়ান, তখন ৬০।৭৫।১০০।১৫০ মাইল পর্যন্ত দিনে মোটরে ঘুরে-ঘুরে এঁকেও কেস্ ক'রে বেড়াতে হয়। শ্রীশ বাবুর কাছে শুনলুম, খাটতে ডরায় না, একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে এমন বাঙালী ব্যারিস্টারের প্রতিষ্ঠা ক'রে নেবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ এখনও মালাই-দেশে আছে; কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা হ'চ্ছে এই যে, সহজে দেশ ছেড়ে বাঙালী যুবক কেউ বাইরে আসতে চায় না। ইনি নিজে আরও কতকগুলি বাঙালী ব্যারিস্টারকে দেশ থেকে আনিয়ে' এই অঞ্চলে বসিয়েছেন—সুশিক্ষিত, সদালাপী, প্রিয়দর্শন এই স্বজাতীয় যুবক কয়টীকে এখানে দেখে মনটা বেশ পুলকিত হ'ল। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত, আর শ্রীযুক্ত সুধীর দাস—এঁরা আমাদের মালাক্কায় অবস্থান-কালে যে হৃদ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার জিনিস। শ্রীশ-বাবু আর শচীন-বাবু মালাক্কাতে সপরিবারে অবস্থান ক'রছেন; এবার বিদেশে বেরিয়ে, এখানে এসে বাঙালী মেয়ের হাতে মায়ের আর বোনের যত্ন পাওয়া গেল। শ্রীশ-বাবুর সহধর্মিনী এই দূরদেশে এসে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে একটী খাঁটি বাঙালী হিন্দু পরিবারের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন—তাঁর গৃহস্থালীর গভীর ধার্মিক অনুভূতি আর পবিত্রতাতে পূর্ণ শান্ত সরল আর অনাড়ম্বর ব্যবস্থা আমাদের অন্তরকে বিশেষ-ভাবে প্রসন্ন ক'রে তুলেছিল, আর কবিরও সাধুবাদ আকর্ষণ ক'রেছিল। এই বাঙালী কয়জনের সাহচর্য মালাক্কাতে আর কুআলা-লুম্পুরে আমাদের কাছে খুবই প্রীতিকর হ'য়েছিল; অবশ্য এ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে, অ-বাঙালী ভারতীয়দের আর চীনাদেরও অমায়িক বন্ধুত্বের আর যত্নের কথারও উল্লেখ ক'রতে হয়।

শ্রীশ-বাবু, বরেন-বাবু, সুধীর-বাবু, এঁরা, রবীন্দ্র-স্বাগত-কারিণী সভার শ্রীযুক্ত Aiyathurai ঐয়াতুরেই ও শ্রীযুক্ত Haji Pitchay হাজী পিচ্চেই প্রমুখ স্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে আমাদের তাঙ্গঙ-ক্লিঙ-এর বাড়ী পর্যন্ত অনুবর্তন ক'রলেন, আমাদের জিনিস-পত্র আনিয়ে' দিয়ে, থাকবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমাদের তদারক করবার জন্য রইল শ্রীশ-বাবুর উড়িয়া পাচক গোকুল। সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট আর পেণ্টুলেন পরা—জামার

ভিতর থেকে যেন তার গলার কণ্ঠীরও দর্শন পেয়েছিলুম—গোকুল-ঠাকুর চোস্ত মালাই-ভাষায় তামিল কুলীদের চালিয়ে' নিয়ে জিনিস-পত্র আমাদের নির্দেশ মতন গুছিয়ে' দিলে। বাবুর কাছে অনেক দিন ধ'রে কাজ ক'রছে, বার-কতক দেশে আর মালাক্কায় যাওয়া-আসা ক'রেছে; লোকটীকে বেশ কাজের ব'লে মনে হ'ল। গোকুলের সঙ্গে আলাপ জমানো গেল। একটু ঘুরে এলেই, আর চোখ মেলে দুনিয়ার হাল দেখবার সুযোগ পেলেই যা হ'য়ে থাকে—একজন অশিক্ষিত উড়িয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে তার মনটা আশ্চর্যভাবে সংস্কারমুক্ত হ'য়ে গিয়েছে। অথচ হিন্দুত্বের গৌরব সম্বন্ধে তার একটী বেশ আত্মাভিমান আর সচেতন ধারণাও আছে। কতকগুলি শিক্ষিত হিন্দু মনের সান্নিধ্য এর একটা কারণ ব'লে মনে হ'ল।

আমাদের বাসার সব ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে আমাদের বন্ধুরা ঘণ্টাকতকের মতন বিদায় নিলেন। দুই জাপানী ফোটোগ্রাফার এল'—হাতে টুপী, ঘাড় হেঁট ক'রে হাটু আধ-ভাঙা ক'রে নীচু হ'য়ে নমস্কার জানিয়ে' প্রার্থনা ক'রলে, রবীন্দ্রনাথের দু-একখানা ছবি তারা নিতে পারে কি না। অনুমতি পেয়ে দূরে গাছতলায় রক্ষিত ক্যামেরা নিয়ে এসে কবির খানকতক ছবি নিলে। পরে আমাদের মালাক্কা ত্যাগের ২।৪ দিনের মধ্যেই তারা চমৎকার একখানি এলবাম কবিকে পাঠায়, তাঁর ছবিতে আর মালাক্কায় অবস্থানের সময়ে তাঁর অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর ফোটোতে পূর্ণ।

আজকের দিনে আমাদের কাজ ছিল খালি নিমন্ত্রণ খাওয়া, আর স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেশা। দুপুরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট-হাউসে মালাক্কা-বিভাগের কমিশনর শ্রীযুক্ত Crichton ক্রাইটন সাহেবের সঙ্গে ছিল ল্যাঞ্চ্ খাওয়া; এই আহারের নিমন্ত্রণে অন্য জন-কতক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, একজন মালাই রাজাও ছিলেন। বিকালে আবার গভর্ণমেণ্ট-হাউসের বাগানে একটি সান্ধ্য চা-পান সভা ছিল, তাতে শহরের গণ্য মান্য বিস্তর লোক আহূত হন। সেখানে নানা ভারতীয়, সিংহলী আর চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত রেদ্দি নামে একটী তেলুগু ভদ্রলোক, ভারতীয় কুলীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বার জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে নিযুক্ত রাজ-কর্মচারী, তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোকটী বেশ সহৃদয়। তাঁর কাছ থেকে শুন্‌লুম যে ভারতীয় কুলীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন তামিল-জাতীয়, আর ১৫ জন তেলুগু-জাতীয়, বাকী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি। এই সব কুলীদের অনেকে যাতে দেশে আর ফিরে না গিয়ে মালাই-দেশেই বসবাস ক'রতে থাকে, এইরূপ নাকি মালাই-দেশের ইংরেজ সরকারের বাসনা। কারণ দেশটা মস্ত বড়ো, লোক-সংখ্যা খুবই কম, আর ভারতীয় প্রজা চাষ-আবাদের কাজে খুবই পোক্ত—বিশেষতঃ এরা অতি গোবেচারী, নির্বিরোধী সহিষ্ণু জাতি, চীনাদের মতন দুর্দম নয়—তাই ঔপনিবেশিক-হিসাবে ভারতীয়দেরই পছন্দ হ'চ্ছে। কিন্তু আবার অনেকের মনে ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষ-ভাবও আছে। এ ছাড়া, ভারতীয়েরা সাধারণতঃ একটু বেশী ঘরমুখো, দু পয়সা জমালেই দেশে ফিরে গিয়ে উড়িয়ে' দিয়ে ফতুর হ'তে চায়—আর অনেকের স্ত্রী-পুত্রকে এদেশে নিয়ে আসা সামর্থ্যে কুলোয় না। শ্রীযুক্ত রেদ্দির অনুমান যে প্রায় ছ-সাত লাখ ভারতবাসী মালাই-দেশে বাস করে, এর অর্ধেক আন্দাজ হ'চ্ছে থিতু বাশিন্দে।

চা-পানের মজলিস ভঙ্গের পর, ম্যাজিস্ট্রেট আর কমিশনর সাহেবদের কাছ থেকে আর অভ্যাগতদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঙ্গঙ্-ক্লিঙ-এ ফিরে আসা গেল। সন্ধ্যার পর রবীন্দ্র-সংবর্ধনা-সভার তরফ থেকে এক ডিনারে কবি আর তাঁর সাথীদের আপ্যায়ন ছিল। একে একে এই সভার সভ্যরা এসে উপস্থিত হ'লেন। চীনা, তামিল হিন্দু খ্রীষ্টান আর মুসলমান, শিখ, ইংরেজ। ডিনারের আয়োজনটী বেশ ছিল। আর ছিল পানের ব্যবস্থাটা; ডিনার ভেঙে গেলে পরে, কবির অসাক্ষাতে, আহৃত নানা পানীয়ের সদ্ব্যবহার কতকগুলি অভ্যাগতদ্বারা অনেক রাত পর্যন্ত চ'লেছিল। এই মালাই-দেশে দেখ্‌ছি যে ভোজনের সঙ্গে বা পরে পান

করাটা হ'চ্ছে সাধারণ রীতি। ইংরেজদের আদব-কায়দা অনেক কিছুর মধ্যে এটাও এই অভিজাত্য-হীন দেশে একটু বেশী রকমই ঢুকেছে; চীনা, ভারতীয়, ইংরেজ—এরা বেশ দোস্তীর সঙ্গে পান-বিষয়ে পরস্পর পাল্লা দিতে লাগল ব'লে মনে হ'ল। ডিনারে মালাক্কার আশ-পাশ থেকে কতকগুলি ইংরেজ রবারের আর না'রকল বাগানের মালিক এসেছিল। এদের মোটের উপব বেশ ভদ্র ব'লেই মনে হ'ল। খাবার টেবিলে আমার পাশে ব'সেছিলেন একটী ইংরেজ, 'তুআন্ হাজী' অর্থাৎ 'হাজী সাহেব' ব'লে সবাই তাঁকে ডাক্‌ছিল। লোকটি নিজেই আমায় তাঁর পরিচয় দিলেন, ব'ল্‌লেন যে তিনি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন ক'রেছেন, মক্কায় গিয়ে হজ পর্যন্তও ক'রে এসেছেন। আর কিছু ব'ল্‌লেন না। হঠাৎ কেন মুসলমান হ'তে গেলেন সে প্রশ্ন ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হ'তে পারে মনে ক'বে, আমি স্পষ্ট এঁকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলুম না; আর একটু মুচকে হেসে ভদ্রলোক সে বিষয়ে নিজেও কিছু অবতারণা ক'রলেন না। ভদ্র ব্যবহারের দ্বারায় এঁকে বেশ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'লে ধ'রতে দেরী হয় না। শুনলুম, এঁর সত্যকারের নাম হ'চ্ছে মিস্টার ব্রান্টন্। কার কাছে যেন শুনলুম, উচ্চ-বংশীয় একটী মালাই মহিলাকে বিবাহ করার সঙ্গে এঁর ইস্‌লাম-ধর্মগ্রহণ জড়িত আছে। মুসলমান ব'লে পরিচয় দিলেও, পানে বিরতি দেখলুম না। সেই রাত্রেই ডিনার খেয়ে অনেক মাইল দূরে তাঁর না'রকল বাগানে তিনি ফিরবেন। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরের দিন কোনও সময়ে নিরিবিলি দু-পাঁচ মিনিট তাঁর আলাপের সুযোগ হ'তে পারে কিনা। কবিকে জিজ্ঞাসা ক'রে সময় স্থির ক'রে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তারপরে তিনি আর দেখা দেন নি।

এই ডিনারে সভাপতি ছিলেন মালাক্কার ম্যাজিস্ট্রেট্ মিস্টার ডড্‌স্। ভোজনের পরে বক্তৃতার পালা। কবির 'স্বাস্থ্য-পান'-এর প্রস্তাব ক'রতে উঠে সভাপতি ব'ললেন, মালাক্কায় কতকগুলি বিশ্ব-বিখ্যাত বড়ো লোকের পদার্পণ ঘ'টেছিল—যেমন পোর্তুগীস সেনাপতি আল্‌বুকের্কে, রোমান-কাথলিক প্রচারক সাধু ফ্রান্সিস্ জাভিয়র, আর ইংরেজ লোকনায়ক আর প্রতিনিধি স্টাম্ফর্ড র‍্যাফ্‌ল্‌স্—কিন্তু বিশ্বমৈত্রীর বার্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতন ভাবুক, কবি আর শিল্পীর আগমন এদেশে এই প্রথম; আর এই রকম দেশে, যেখানে নানা জা'তে মিলে তাল-গোল পাকিয়ে' একটা নোতুন রাজ্য গ'ড়ে তুল্‌ছে সেখানে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বার্তা নিয়ে তাঁর মতন চিন্তা-নেতার আসার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে; ইত্যাদি। কবিকে জবাবে কিছু ব'লতে হ'ল; তাঁর বক্তৃতা হাস্যরসোজ্জ্বল হওয়ায়, after-dinner speech হিসাবে বেশ সময়োপযোগী হ'য়েছিল। তিনি ব'ললেন যে আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ'—সে নিয়মের ব্যতিক্রম রূপ নাগরিকতা-বিরোধী কাজ তাঁকে ক'রতেই হ'চ্ছে নাচার হ'য়ে। তারপর বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি অল্প-স্বল্প কিছু ব'ল্‌লেন।

এই রকম গোলেমালে সামাজিকতায় মালাক্কায় আমাদের প্রথম দিনটা কেটে গেল।

২৮শে জুলাই, বৃহস্পতিবার।

আজকে মালাক্কা শহরটা দেখবার সুযোগ হ'য়েছিল সকালে আর দুপুরে। ছোটো শহর। মালাক্কা-নদীর উত্তর ধারে এটী একটী পুরাতন শহর। সরু-সরু গলী নিয়ে চীনা পল্লী, দোকান-পাট। নদীর দক্ষিণ ধারে একটা পাহাড়ের উপরে গভর্ণমেন্ট-হাউস আর পুরানো কেল্লার ভগ্নাবশেষ। একটী মাদ্রাজী মুসলমান মণিহারী দোকান আবিষ্কার করা গেল, তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্ থেকে শহরে যাবার রাস্তায়, শহরে ঢুকতে, সেখানে হরেক রকমের মাল আর চীনা কাজের curio বা পুরাতন টুকিটাকি জিনিস দেখা গেল, আজ আর কাল দু দিন ধ'রে তার জিনিস-পত্র

ঘেঁটে-ঘেঁটে আমরা কতকগুলি সুন্দর চীনা আর মালাই জিনিস সংগ্রহ ক'রলুম। দুটী পিতলের চীনা পূ-তাই মূর্তি, আর একটী চীনা জালিকাটা-পিতলের চৌকো table-top, টেবিল-অলঙ্কার, তাতে অতি সুন্দর-ভাবে বাঁশ আর অন্য গাছের উপবনের মধ্যে চীনা কবি আর গায়ক-বাদকের দলের চিত্র খোদাই করা আছে, —এগুলি আমি সংগ্রহ ক'রলুম। ভদ্র চীনা পাড়া দিয়ে ঘুরে যাওয়া গেল, বাড়ীর সামনে কাঠের সাইন্-বোর্ডে, —সোনালী বা লাল বা কালো জমীর উপর চমৎকার ভাবে অন্য রঙে লেখা মস্ত-মস্ত চীনা অক্ষর—তাতে গৃহস্বামীর নাম আর পরিচয় দেওয়া; বাড়ীর সামনেটায় একটু বারান্দা; তারপরেই একটী ঘর, তাতে দরজার সামনেই, নানা চিত্র-বস্তুতে ভরা এক টেবিলের উপরে পরিবারের মৃতদের আত্মার প্রতীক হিসাবে কাঠের ছোটো-ছোটো নাম-ফলক, বেদির উপর দেবতাদের মূর্তির মতন, কাঠের পাদ-পীঠের উপর খাড়া করা র'য়েছে। শ্রীশ-বাবুদের আপিস দেখলুম,—মালাক্কা-নদীর ধারে কাঠের বাড়ী, চীনা আর মাদ্রাজী কেরানীতে বেশ একটা ক্ষিপ্র কার্য-তৎপরতার ভাব—এরা চীনা আর তামিল মক্কেলদের দেখ্‌ছে। শ্রীশ-বাবু ক'লকাতার এক বিখ্যাত ব্যবহারজীবের আইনের বইয়ের সংগ্রহ কিনেছেন, সেই-সব বই এসেছে, তাদের রক্ষণের ব্যবস্থা ক'রছেন।

দুপুরে গুহ-গৃহে আমাদের আহার হ'ল, গুহ-মহাশয় আর দত্ত-মহাশয়ের সহধর্মিণীদের তত্ত্বাবধানে। পুরা ভারতীয় আর বাঙালী আহার হ'ল। আহারান্তে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম ক'রতে হ'ল। তারপরে বেলা সওয়া-তিনটায় Muar মুআর্ যাত্রা।

ব্রিটিশের খাস এলাকা মালাক্কা-জেলা ছাড়িয়ে' দক্ষিণে Johore জোহোর রাজ্যের অধীনে মুআর-নদীর মুখের কাছে একটী ছোটো শহর গ'ড়ে উঠেছে, তারও নাম মুআর, এটী একটী প্রবর্ধমান বাণিজ্য-কেন্দ্র। চীনা আর তামিলদের বাস এখানে খুব। এখানকার লোকেরা কবিকে তাদের মধ্যে পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানে শ্রীশ-বাবুর একটী আপিস আছে, শ্রীযুক্ত সুধীর দাস এই আপিসের কাজ-কর্ম দেখেন। মোটরে ক'রে আমরা রওনা হ'লুম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মুআরে পৌঁছানো গেল, তারপর খেয়া স্টীমারে ক'রে মোটর-শুদ্ধ নদী পেরিয়ে' ওপারে যাওয়া গেল। মালাই দেশের এই রাস্তাগুলি অতি সুন্দর, আর এই রাস্তার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ থেকে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির কথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। পথে আমরা কতকগুলি মালাই 'কাম্পঙ্' অর্থাৎ গ্রাম বা পল্লী দেখলুম, তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এর পথের মালাই পল্লীটীর মতই শ্রীসৌন্দর্য-সম্পন্ন। অনেক বাড়ীর সংলগ্ন কাঠের মোটর 'গারাজ' বা মোটরের ঘরও আছে, গৃহস্থদের অনেকেই যে মোটর রাখবার মত অবস্থার, তা বুঝ্‌তে পারা গেল।

মুআরে আমরা ঘণ্টা দুই ছিলুম। এখানে বেশ বড়ো একটা চীনা ইস্কুল আছে, তাতে চীনে ছেলেদের ইংরেজী শেখানো হয়, আবার খাঁটি চীনে' কর্‌বার জন্য চীনাও শেখানো হয়। এইরকম ইস্কুলের কথা আগে ব'লেছি। এই ইস্কুলে আমাদের আগে নিয়ে গেল। এখানে স্থানীয় শিক্ষিত আর বিশিষ্ট চীনা জনগণের সঙ্গে বৈকালী চা-ভোগ ক'র্‌তে হ'ল, ফোটো তোলাতেও হ'ল, কবিকে শিষ্টালাপ ক'রতে হ'ল। সুন্দর চীনা হরফে লেখা কারুকার্য-খচিত একটী অভিনন্দন-পত্র কবিকে দেওয়া হ'ল। তারপরে স্থানীয় চীনা সিনেমা থিয়েটারে এসে মুআরের সমাগত অধিবাসী, মালাই, ইংরেজ, চীনা, আর ভারতীয়দের কাছে কবির বক্তৃতা। মুআর জোহোর-রাজ্যের অধীনস্থ স্থান; এখানে জোহোরের সুলতানের ছেলে, যাঁর উপাধি হ'চ্ছে Tungku 'টুংকু', তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি এই বক্তৃতা-সভায় সভাপতি হবেন কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তিনি আস্‌তে পার্‌লেন না, স্থানীয় মালাই ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বদলে এলেন। কবি বক্তৃতা দিলেন, পরে তাঁর বক্তৃতা [illegible]নাতে আর বন্ধুবর আরিয়ম্ কর্তৃক তামিলে অনূদিত হ'ল। প্রভূত সংবর্ধনার সঙ্গে মুআর থেকে বিদায় [illegible]য়ে, নদী পেরিয়ে' আমরা আবার মালাক্কা তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্ অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, না'রকল

গাছের মাথার উপর সূর্যাস্তের রঙের সমাবেশ মুগ্ধ-নেত্রে দেখতে-দেখতে বাসায় ফেরা গেল। মালাক্কার উত্তর-পূ. Jasin জাসিন শহরে আরিয়মের এক আত্মীয়ের বাড়ী; আত্মীয়টী ডাক্তার, ঐ দেশেই বসবাস ক'রেছেন। আরিয়ম্, সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবুকে সেখানে নিয়ে গেলেন, এঁদের মালাই থিয়েটার দেখাবেন ব'লে। কবির সঙ্গে আমি তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এ র'য়ে গেলুম; শচীন-বাবু আর শ্রীশ-বাবু এলেন, বেশ আলাপ আলোচনায় আড্ডা জমানো গেল। আরিয়মেরা অনেক রাত্রে জাসিন থেকে ফিরলেন।
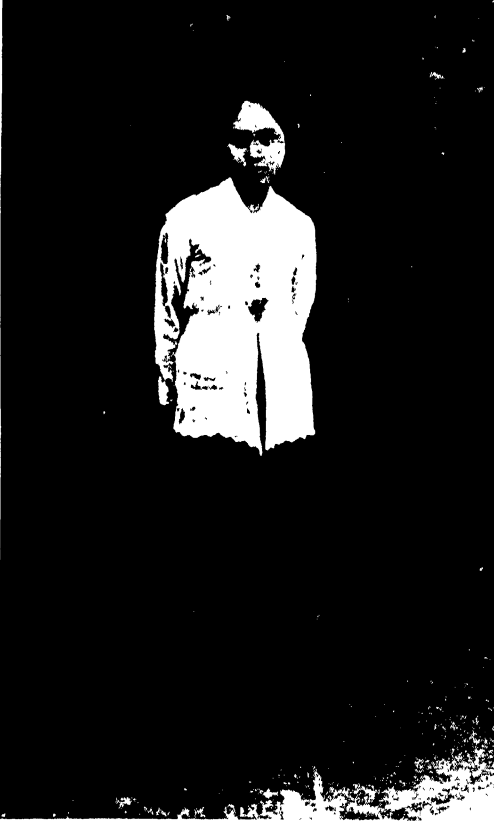
মালাইজাতীয়া কন্যা

কবির আগমনে স্থানীয় তামিল চেট্টীদের খুবই উৎসাহ দেখা গেল। এঁরা আজ সকাল থেকে দলে-দলে আসতে লাগলেন, কবির দর্শনের জন্য। এক এক মোটরে ৫।৬ জন ক'রে আসেন, সঙ্গে থালায় আর বারকোষে প্রচুর ফল, মিছরী আর এলাচ প্রভৃতি নিয়ে। গায়ে কারো জামা আছে কারো বা নাই, সুন্দর সুঠাম কৃষ্ণবর্ণ দেহ, কণ্ঠে সোনা-বাঁধানো রুদ্রাক্ষ, কানে হীরার কানফুল, হাতে সোনার বালা, মাথায় উড়ে-খোঁপা, গায়ে বা কোমরে জড়ানো জরীপাড় ধব্‌ধবে' চাদর, খালি পা বা চামড়ার চপ্পল-মণ্ডিত পা, প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি এইসব চেট্টীরা। খোলা বারান্দায় চেয়ারে ব'সে রবীন্দ্রনাথ লিখ্‌ছেন কি প'ড়ছেন, এঁরা এসে পরম ভক্তি-ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে, ফল প্রভৃতি তাঁর সাম্‌নে দিতে লাগলেন। আরিয়ম্‌কে দোভাষীর কাজ ক'রতে হ'চ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের দু-একটী শিষ্টালাপ-যুক্ত বচন শুনেই তাঁরা খুশী হ'য়ে চ'লে যাচ্ছেন। আজকের দিন, আর কাল, দু'দিন চেট্টীদের উপহৃত ফলে আমাদের ঘরের টেবিল ভ'রে গেল—কলা, আনারস, রাম্বুতান, মাঙ্গোস্তীন, লিচু, আপেল, আঙুর, কমলালেবু, আর মিছরী, বিস্তর জড়ো হ'ল। মালাক্কা ত্যাগ ক'রে আসবার সময় যথেষ্ট সঙ্গে নিয়েও বাকী চীনা খানসামা আর চাকরদের ভোগের জন্যে রেখে দিয়ে যেতে হ'ল। এই যে চেট্টীরা তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য ফলের রাশি নিয়ে উপস্থিত হ'চ্ছিলেন, এরা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। তবে, রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়েছেন, তিনি এঁদের মতন আচার-যুক্ত নিষ্ঠাবান্ আনুষ্ঠানিক হিন্দু নন, এটা এঁরা জানেন, শুনেছেন, দেখেছেন; কিন্তু তিনি যে ভারতের সংস্কৃতির, ভারতের চিন্তার আর আধ্যাত্মিকতার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা, এটা তাঁরা অস্পষ্ট-ভাবে হ'লেও বুঝেছেন, আর সেই বোঝার দরুন তাঁরা তাঁদের সামাজিক আর ধার্মিক অনুষ্ঠান আর রীতি-মূলক অন্ধ সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে, রবীন্দ্রনাথকে সপ্রণাম শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রতে এসেছেন।

২৯শে জুলাই, শুক্রবার।

আজকে প্রায় সমস্ত দিনটা তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এ ব’সে-ব’সেই কাট্‌ল। মাঝে আমরা একবার শহরে ঘুরে এলুম। তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এর বারান্দা একেবারে সমুদ্রের ধারে—খানিকটা সিকতাভূমি, তার মধ্যে-মধ্যে না’রকল গাছ দু-চারটা, আর তার পরে সমুদ্র। বারান্দায় ব’স্‌লে হাওয়ায় যেন মাঝে-মাঝে উড়িয়ে’ নিয়ে যায়। মেঘ-মুক্ত আকাশ, দূরে মাছ ধ’রছে মালাই জেলেরা, বালীর উপর মালাই ছেলেরা ঘুরছে ফিরছে, খেলা ক’রছে, ঝিনুক কুড়োচ্ছে, আর কিছু দূরে নীল সাগর, নীল আকাশের নীচে—সমস্ত দৃশ্যটা খুবই উপভোগ্য। সারা সকালবেলা ক্রমাগত কবিদর্শনেচ্ছুদের আগমন—চেট্টীদের বিশেষ ক’রে। চেট্টীরা আসে, কবিকে দেখে প্রণাম ক’রে চলে যায়—

একটী মালাই পরিবার

ইংরেজী জানে না, অতএব বেশ একটা সেকেলে ভদ্রতা এদের সব ব্যবহারে সব কথায় পরিস্ফুট। একটি ইংরেজী শিক্ষিত তামিল যুবক, ঘোর কালো রঙে নিখুঁত-ভাবে সাহেব সাজা, সে এই রকম একদল চেট্টীর পাণ্ডা হ’য়ে কবিকে দর্শন করিয়ে’ দেবার জন্য তাদের নিয়ে আসে তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এ। একে একটী অল্প বয়সের ছোকরা ব’ল্‌লেও হয়। সপ্রতিভ, ‘স্মার্ট’,—খালি গায়ে ছাইয়ের বিভূতি মাখা রুদ্রাক্ষ আর সোনার তাড় পরা চেট্টীদের সঙ্গে এক জাতির হ’লেও তার ইংরেজী ভাষায় আর সাহেবী পোষাকের দৌলতে সে যে নিজেকে এদের চেয়ে একটু উচ্চ ধাপের জীব ব’লে মনে করে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। চেট্টীরা নিজে যখন দেখা ক’রতে আসে, এসেই চটপট কবির দর্শন সেরে ফেলে চ’লে যাবার তাগিদ নিয়ে আসে না; রবীন্দ্রনাথ লেখায় কি অন্য কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকলে, এরা প্রসন্নচিত্তে তাঁর সুবিধার জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু এই ছোকরার সময়ের মূল্য বোধ হয় একটু বড়ো বেশী ছিল, সে এসেই ঘড়ী খুলে “সতেরো মিনিট মাত্র র’য়েছে সময়” গোছ ব্যস্ততা দেখাতে আরম্ভ ক’রলে। উপর-উপর একটু ইংরেজী পালিশের ঝাঁজটা অনেক সময়ে নিজেকে উৎকট-ভাবে প্রকট ক’রে থাকে। আর এই প্রকারের আভিজাত্য-বিহীন আর শালীনতা-বিহীন দিগ্‌বিজিগীষুদের অহমিকাপূর্ণ ভাব অনেক সময়ে যেমন কৌতুককর তেমনি করুণ লাগে। চেট্টীরা নির্বাক্, তারা তো আর ইংরেজী জানে না, সাহেব-সাজা স্বজাতীয় পাণ্ডাটীকে অবলম্বন ক’রে এসেছে মাত্র। ইতিমধ্যে আরিয়ম্ এসে ছোকরাকে তার মাতৃভাষা তামিলে দু’চার কথা বলায়, সে তুষ্ণীভাব অবলম্বন ক’রলে—চেট্টীরা যথা-রীতি রবীন্দ্র-দর্শন ক’রে আনন্দিত হ’য়ে চ’লে গেল। চেট্টীদের আর এক দল এসে রবীন্দ্রনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ ক’রতে লাগ্‌ল, তিনি যাতে দয়া ক’রে একবার তাদের মন্দিরে আসেন। তাঁর হ’য়ে চেট্টীমন্দিরে ঘুরে আসবার ভার আমার উপরে প’ড়্‌ল—স্থির হ’ল, আমি বিকালে বা সন্ধ্যার দিকে গিয়ে তাঁদের মন্দির দর্শন ক’রে আসবো। তাঁদের মন্দিরে গিয়েও ছিলুম। বিস্তর দেব-মূর্তিতে ভরা শিবের মন্দির। যখন যাই, তখন সবে সন্ধ্যার আরতি শেষ হ’য়েছে। মন্দিরের আঙিনায় তামিল আর অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে পূজাদর্শনার্থী কতকগুলি চীনাম্যানেরও ভীড়। মন্দিরের বিস্তর সম্পত্তি আছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কেউ-কেউ বেশ ইংরেজী জানে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গের লোক ব’লে জান্‌তে পেরে আর ব্রাহ্মণ ব’লে আমার পরিচয় পেয়ে, তারা সমাদর ক’রে মন্দিরের সমস্ত ব্যবস্থা, সংলগ্ন ধর্মশালা, ঠাকুর-দেবতার

মূর্তি, দেবতার রত্নাদি, সব দেখালে। একজন পুরোহিত আমার কল্যাণের জন্য বিশেষ ক'রে কতকগুলি মন্ত্র প'ড়লে, মহাদেব আর কার্তিকেয়ের পিত্তল-মূর্তির সাম্‌নে। মন্দিরের রাস্তাতেই কাছাকাছি মালাইদের একটি মস্‌জিদ আছে। বলা বাহুল্য, মন্দিরের সঙ্গে মস্‌জিদের কোনও গোলমালের কথা এদেশে কখনও শোনা যায় নি।

দুপুরে গুহ-মহাশয়ের বাড়ী থেকে আমাদের জন্য আহার্য এল', সস্ত্রীক শ্রীশ-বাবু আর শচীন-বাবুও এলেন। আহারের পরে গানে গল্পে দুপুরটা কাট্‌ল। বিকালের দিকে আরও চেট্টীদের আগমন। আজকের অনুষ্ঠান ছিল দুটী। একটী, বিকাল সাড়ে-চারটেয় স্থানীয় ভারতীয় আর চীনাদের মহলে কবির অভিভাষণ; আর দ্বিতীয়টী, সন্ধ্যায় স্থানীয় রোমান-কাথলিক ইস্কুল St. Francis Institution গৃহে কবির বক্তৃতা। চীনাদের একটী ক্লাব্-গৃহে বিকালের সভাটী হয়; চীনা, ভারতীয় তামিল গুজরাটী আর শিখদের খুবই ভীড় হ'য়েছিল। সন্ধ্যার সভায় শ্রীযুক্ত ক্রাইটন সভাপতি ছিলেন। তিনি কবির প্রশস্তি-বাচক একটী বক্তৃতা দেন, কবিকে একজন চীনা ভদ্রলোক মালা পরিয়ে' দেওয়ার পরে তিনি তাঁর বক্তব্য বলেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ আর উদ্দেশ্য যে পৃথিবীতে তাবৎ জাতির-ই, এই ছিল আলোচ্য বিষয়। বক্তৃতাটীতে মালাক্কার প্রায় সকল শিক্ষিত লোকের সমাগম হ'য়েছিল।

সন্ধ্যের পরে আবার তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এ বন্ধু-সম্মেলন, আর এইরূপে মালাক্কায় আমাদের তৃতীয় দিনের অবসান।

৩০শে জুলাই, শনিবার।

আজকে আমাদের মালাক্কা ত্যাগ ক'রে যাবার দিন। সকালে জিনিস-পত্র গুছিয়ে' বেঁধে ঠিক হ'য়ে রইলুম। আজও কবিদর্শনার্থীদের আগমন। বেলা দেড়টায় বেরুনো গেল—২০।২৫ মাইল উত্তরে Tampin তাম্‌পিন পর্যন্ত মোটরে গিয়ে, সেখান থেকে মেন্-লাইনের ট্রেন ধ'রে Kuala Lumpur কুআলা-লুম্পুরে যেতে হবে। বন্ধুরা কেউ-কেউ তাঞ্জঙ্-ক্লিঙ্-এ এলেন। মালাক্কা থেকে তাম্‌পিন পর্যান্ত মোটর-পথটী সুন্দর। পথটী উঁচু—খব নীচু দেশের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। দু-ধারে ক্রমাগত রবারের বাগান, আর না'রকল বাগান,—খালি ঘন সবুজের সৌন্দর্য। মাঝে-মাঝে রাস্তায় দু-একটী চীনা মুদীর বা খাবারওয়ালার দোকান, আর ভারতীয় কুলীদের লাইন বা বস্তি,—এক একটী তামিল পল্লী ব'ললেই হয়। তাম্পিনে পৌঁছে' স্থির হ'ল যে ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবু, শচীন-বাবু আর সুধীর-বাবুর সঙ্গে সোজাসুজি মোটরে ক'রেই কুআলা-লুম্পুরে যাবেন, আর কবি, আরিয়ম্ আর আমি ট্রেনে ক'রে যাবো। কুআলা-লুম্পুর পর্যন্ত, আমাদের সঙ্গে চ'ললেন শ্রীশ-বাবু, তাঁর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা, আর শচীন-বাবু আর তৎপত্নী। তাম্‌পিন স্টেশনে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, ইনি এখানে একটী কাঠের কারবারে কেরানীর কাজ করেন, কবির গমন হবে তাম্পিনের পথে, তাই তাঁকে দেখ্‌তে এসেছেন।

মালাক্কার পাট চুকিয়ে', কুআলা-লুম্পুরের দিকে এইরূপে আমরা অগ্রসর হ'লুম।

৯। কুআলা-লুম্পুর যাত্রা—চীনা ক্লাব—'রোঙ্গেঙ্' নাচ।

৩০শে জুলাই তাম্পিন থেকে কুআলা-লুম্পুর। রেল-পথ উঁচু-নীচু পাহাড়ে' দেশের ভিতর দিয়ে, আবার কতকটা সমতল ভূমির উপর দিয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই পথ মনোহর। তাম্পিন স্টেশনেই বুঝলুম, আর পথের ধারের প্রত্যেক স্টেশনেই সেটা দেখলুম, এদেশের রেল-পথের সেবক—রেলের কর্মচারী, কারিগর, কুলী-মজুর, প্রায় সবই ভারতবাসী। চাকরী ক'রবার জন্য এত লোকও এদেশে এসেছে ভারতবর্ষ থেকে! আমাদের দেশের লোকের তুলনায় চীনারা কত কম চাকরীজীবী! কতটা স্বাধীনবৃত্ত তারা!

বর্মায় একজন বর্মী ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তার অবজ্ঞা জানিয়ে' ব'লেছিল যে, ভারতবাসীরা এতই নিম্ন স্তরে প'ড়ে আছে যে, চেহারায়, দারিদ্র্যে, আচারে, ব্যবহারে they spoil the landscape তারা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে তাকে খারাপ ক'রে দেয়। বাস্তবিক-ই, শস্তা বিলিতী চ্যাবচেবে' রঙের ছিটের সাড়ী বা ঘাগরা পরা, নাক-কান ফুঁড়ে একরাশ রূপোর বা কাঁসার গয়না পরা, সমস্ত ভঙ্গীতে একটা দারিদ্র্য-জনিত কুরুচি ফুটে উঠেছে, এ-রকম ভারতীয় মেয়ে পুরুষকে এই সুন্দর দেশে সৌষ্ঠবশালী মালাই—বা বর্মাদেশে বর্মী—মেয়ে পুরুষদের পাশে, এমন-কি সুদৃঢ়, স্বাধীনতার মূর্তি চীনাদের পাশে, কতটা নগণ্য কতটা খেলো দেখায়! ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে দেখা যায়, যেখানে ভারতবাসী জনসাধারণ এসেছে সেখানেই ভারতের সেই অপরিসীম দারিদ্র্যের চিত্র স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে আর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বা উপনিবিষ্ট অন্য জাতীয় লোকেদের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্নের মতন দেখা দেয়। ভারতবর্ষ যে এককালে কত বড়ো ছিল তা ইন্দোচীনে আর ইন্দোনেসিয়ায় এসে, স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব না দেখ্‌লে অনুমান ক'রতে বা অনুভব ক'রতে পারা যায় না; আর আধুনিক ভারতবর্ষ যে কত হীন, কত অসহায়, কত পতিত, তাও এই-সব উপনিবিষ্ট অতি মামুলী ভারতীয় লোকেদের, চীনা বা মালাই, শ্যামী বা যবদ্বীপীয়দের পাশে না দেখ্‌লে কল্পনা করা যায় না। স্টেশনে তামিল স্টেশন-মাষ্টার, তামিল কেরানী, শিখ ইঞ্জিনের কারিগর, কচিৎ শিখ কণ্ট্রাক্টর—আর অস্থিচর্ম্মসার চেহারার তামিল কুলী, পরিধানে শতছিন্ন ক্লেদলিপ্ত গেঞ্জি আর কটীবস্ত্র বা ময়লা লুঙ্গী, মাথায় হয়তো ঝুঁটী-বাঁধা চুলের উপরে এক টুকরা লাল কাপড় জড়ানো নয় একটা ময়লা ফেল্ট হ্যাট—কানে মাকড়ী প্রায় সবার আছে, কারো বা নাকও বেঁধানো। মালাই-দেশের সমস্ত রেল-পথ গ'ড়ে তুলেছে এই ভারতীয় কুলীরা, মালাই দেশে চার হাজার মাইলের উপর চমৎকার মোটর-রাস্তা আছে, তাও বানিয়েছে ভারতীয় কুলীতে। এই-সব সুন্দর-সুন্দর রাস্তায় আমরা বিশ পঞ্চাশ মাইল ক'রে পথ মোটরে বেড়িয়েছি, পরিষ্কার সমতল রাস্তা যেখানে যেখানে মেরামত হ'চ্ছে দেখেছি সেখানেই ভারতীয় কুলী। একবার আমাদের সঙ্গে ঐ দেশে উপনিবিষ্ট একজন স্থানীয় তামিল ভদ্রলোক ছিলেন। মালাই-দেশের রাস্তার আর তার দু-ধারের না'রকেল-কুঞ্জের আর রবারের বাগানের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ক'রতে, তিনি হঠাৎ একটু sentimental বা ভাব-বিলাসী হ'য়ে, গলার স্বরে বিশেষ একটা ঐকান্তিকতা আর একটা গর্ব-ভাব এনে, থিয়েটারী ঢঙে হাত নেড়ে আমায় ব'ল্‌লেন—"আমার দেশের লোক! এরাইতো এদেশে সভ্যতা এনেছে। এই জঙ্গলের দেশের নানা অংশে lines of communication বা গমনাগমন-পথ এরাই তো বানিয়েছে! জানেন, ডক্টর, এই সব বড়ো-বড়ো সড়কের প্রতি ইঞ্চি আমার জা'তের লোকেই তৈরী ক'রেছে।" ভাব-জগতে তথা বাস্তব সভ্যতায় পৃথিবীকে ভারতের দান সম্বন্ধে, ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন কালে এই-সব দেশে কি আশ্চর্য স্পর্শমণির কাজ ক'রেছিল, সেই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা

দিয়েছিলেন; সঙ্গের ভদ্রলোকটী কাগজে সেই-সব কথা প'ড়ে, তাঁর ভারতীয় স্বাজাত্য-বোধ সম্বন্ধে খুবই সচেতন হ'য়ে পড়েন, খুবই গৌরব আর গর্ব অনুভব করেন; তাই রবীন্দ্রনাথের পার্ষদ একজনকে পেয়ে, আধুনিক কালেও বহির্ভারতে ভারতীয়দের কৃতিত্বের আর তাদের glorious destiny বা দেবতাদিষ্ট গৌরবময় ভবিষ্যতের এই পরিচয় দিয়ে, একটু আত্মহারা ভাব দেখিয়ে' ফেল্‌লেন। কিন্তু ভারতের প্রাণশক্তি যখন অটুট ছিল, সেদিনকার ভারতের সংস্কৃতিবাহী মূর্তি কোথায়, আর কোথায় বা অন্নাভাব-পীড়িত, সামাজিক অত্যাচারে আর অবিচারে জর্জরিত আর পরাধীনতা-ভারে নিপিষ্ট, বিদেশে বৈদেশিক প্রভুর দাস ভারতীয় কুলী—মূর্তিমান্ দাস্য, অজ্ঞান, নিঃস্বতা, কুসংস্কার; তাম্রখণ্ডের বিনিময়ে দেহের রক্ত জল ক'রে, তার এই বিদেশী ধনিকের বাণিজ্য বা বিলাস-যান গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করা—এ জিনিসকে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার-ফল কল্পনা করাকে একটী অদ্ভুত, হাস্য ও করুণ-রস-পূর্ণ ট্রাজেডী ব'লে আমার কাছে মনে হ'তে লাগ্‌ল। এ যেন ভারতের চা-বাগানের কুলীর পরিশ্রমের দ্বারা অর্ধেক জগৎকে চা খাওয়ানো, আর ফ্রান্সে, ইরাকে বা চীনদেশে ইংরেজ-জাতির সুবিধার জন্য ভারতীয় সেপাইদের প্রাণ দেওয়াকে ভারতের আত্মার শাশ্বত আর আধুনিক ভারতের জনগণের এক অভিনব দান আর অভিনব বিকাশ ব'লে গর্ব অনুভব করা।

কুআলা-লুম্পুরের পথে Negri Sembilan নেগ্‌রি-সেম্বিলান্ রাজ্যের রাজধানী Seremban সেরেম্বান পড়ে। এখানে আমাদের এ যাত্রায় নামা হ'ল না। স্টেশনে বিস্তর লোকসমাগম হ'য়েছিল। কবিকে মাল্যদান ক'রলে; আর তাঁকে গাড়ী থেকে নেমে আর সকলের সঙ্গে ছবি তোলাতে হ'ল। স্থানীয় বাঙ্গালী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত এন্-এস্ নন্দী মহাশয় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, ইনি কুআলা-লুম্পুর অবধি আমাদের সঙ্গে যাবেন। আর এইখানেই কুআলা-লুম্পুর থেকে এসে উপস্থিত হলেন, ঐ স্থানের বাঙালী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত মনোজেন্দ্রনাথ মল্লিক, আর একটি সিংহলী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত B. Tallala বি, তালালা; এঁরা এখান থেকে কুআলা-লুম্পুরের লোকেদের তরফ থেকে কবিকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন। ক'লকাতায় মনোজ-বাবুর পিতার সঙ্গে কবির পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনিও আগে থাক্‌তেই কবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কুআলা-লুম্পুরে এর আপিস আছে, সেরেম্বানের নন্দী মহাশয় এঁর সঙ্গে মিলে কাজ ক'রছেন। কুআলা-লুম্পুরে অবস্থান-কালে মনোজ-বাবুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ হ'য়েছিল, আর ঐ স্থানে তাঁর সদানন্দ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের প্রতিপত্তি দেখে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রেছিলুম। শ্রীযুক্ত তালালা সিংহলী বৌদ্ধ ভদ্রলোক, কুআলা-লুম্পুরে বাড়ী, স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, ভারতবর্ষে বেড়িয়ে এসেছেন, শান্তি-নিকেতনে গিয়ে কবিকে দর্শন ক'রে এসেছেন, বিনয়ী ভদ্র সুজন, শান্তি-নিকেতনের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে এসেছেন।

সেরেম্বানে উঠ্‌ল আমাদের সহযাত্রী হ'য়ে একটি তামিল ছেলে, বছর আঠারো কুড়ি বয়স হবে, খর্বাকার, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল বুদ্ধিমান্ মূর্তি, নামটী তার 'সভাপতি দুরৈসিংহরাজন্'। এর বাড়ী সিংহলে জাফনায়, কিন্তু বছর কতক ধ'রে এদেশে বাস ক'রছে, এর আত্মীয়েরা এখানে আছে, এই খানেই থিতু হ'য়ে ব'সে যেতে পারে। সেরেম্বানের একটী ইস্কুলে মাষ্টারী করে, গভর্নমেণ্ট ইস্কুল, সরকারী চাকরী। কুআলা-লুম্পুরের আরও উত্তরে Ipoh ইপোঃ শহরে মালয়-দেশের শিক্ষকদের একটা সম্মেলন হবে, সেই উপলক্ষে যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। ছোকরার খুব আগ্রহ আর ইচ্ছা ভারতের ইতিহাস আর বর্হিভারতের সভ্যতার বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করে। সী-এফ্-এণ্ড্রুস্ সাহেবের সঙ্গে সিংহলেই দেখা-সাক্ষাৎ করে। সংস্কৃতি-বিষয়ে সিংহল যে ভারতেরই অংশ, আর ভারতের সঙ্গে সিংহলের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা যে অনুচিত, এই বিষয় অবলম্বন ক'রে দু-চারটী প্রবন্ধও লিখেছে। মালাই-দেশের বিবরণ আর ইতিহাস, আর সেখানে ভারতীয়দের কীর্তি ইত্যাদি নিয়ে লেখা একখানা ইংরেজী বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমায় দেখালে। ব'ল্‌লে, ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে-ই মালাই জাতির

নাড়ীর টান আছে, এই কথা অবলম্বন ক'রে, যাতে ভারতীয়দের সঙ্গে মালাইদের সৌহার্দ আরও বাড়ে এই মতলবে পত্র-পত্রিকায় চিঠি আর প্রবন্ধও লিখেছিল ; কিন্তু মালাইদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বেশী উৎসাহ পায়নি, বরং বিরূপ ভাবই পেয়েছে। ভারতবাসীরা মালাইদের দেশে গিয়ে দেশটায় উপনিবেশ স্থাপন ক'রছে—মালাইরা নানা বিষয়ে হ'ঠে যাচ্ছে, শিক্ষিত বহু মালাইয়ের মনে সেইজন্য ভারতীয়দের প্রতি একটা প্রতিযোগিতা-জনিত বিরোধ-ভাব আছে। চীনাদের সম্বন্ধেও আছে। ত্বরৈসিংহবাজন্-এর লেখার প্রতিবাদ ক'রে Anak Negri 'আনাঃ-নগরী' বা 'দেশ-সন্তান' এই ছদ্ম-নামে একজন মালাই ভদ্রলোক প্রবন্ধ লেখেন, বলেন, এ সব-কথা, যে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গেই মালাইদের যোগ আছে, এ-সব হ'চ্ছে বাজে কথা, খালি ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্যে এই-সমস্ত কথার অবতারণা,—মালাইদের উচিত তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি যা আছে তাকেই অবলম্বন ক'রে থাকা। ত্বরৈসিংহবাজন্ ছোকরা আমায় ব'ল্‌লে যে, সে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়াশুনা ক'রতে চায়, প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ক'র্‌তে চায়। তার সঙ্গে কুআলা-লুম্পুরে আর ইপোঃতে রোজই দেখা হ'ত। ছেলেমানুষ কি না, তায় আবার কল্পনাশক্তি প্রবল, একেবারে গবেষণা করার দিকে বড়ো উৎসাহ। শেষটা ঠিক হ'ল যে, একটু পড়া-শুনো ক'রে তারপর ভবিষ্যতে যাবে শান্তিনিকেতনে। যা হোক্, কুআলা-লুম্পুরের পথে অনেকটা সময় এর সঙ্গে গল্প ক'রে, মালাই-দেশে ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে নানা টুকিটাকি খবর সংগ্রহ ক'রতে-ক'রতে কাটিয়ে' দেওয়া গেল।

বিকাল পাঁচটার দিকে গাড়ীতেই বৈকালী চা-সেবা হ'ল। তাম্পিন থেকে কুআলা-লুম্পুর, সারা দেশটায় ছোটো-ছোটো পাহাড়। Kajang কাজাঙ্ শহর পেরিয়ে যাওয়া গেল, এখানকার স্টেশনেও লোকের ভীড়। এর পরে, এই অঞ্চলে রেল-পথের ধারে টিনের খনি দেখা গেল। পাহাড়ে' জমী, দূরে দূরে সব খনির কলের উঁচু-উঁচু কাঠের তৈরী বিরাট্-বিরাট্ scaffolding বা ভারা, আর কল-ঘর, ধোঁয়ার চিমনি। গভীর খনির খাদ থেকে টিন-মিশ্র পাথরের চাবড়াগুলিকে ছোটো-ছোটো মালগাড়ী ক'রে টেনে উপরে তোল্‌বার জন্যে ঢালু রেল পথ উঠেছে, অনেকটা লম্বা, কাঠের ভারার উপরে তৈরী রেল-পথ। মাঝে-মাঝে টিন্-পাথরের গুঁড়ার ঢিপি, লাল পাহাড়ে' জমীর গা কাটা, আর মাঝে মাঝে দু চারটা ডোবা আর পুখুর, এই শক্ত-মাটী পাহাড়ে' জমীর মধ্যে। গাছপালার বেশী আধিক্য নেই; পৃথিবী এখানে শ্যামল শস্যের বদলে কঠিন ধাতু দিচ্ছে ব'লে, তার বাহ্য রূপটীও যেন এখানে কোমলতা-বিহীন ক'রে নিয়েছে—সাদা আর লাল, পাথুরে'। ক্বচিৎ চীনা কুলীদের কুটীরের আশপাশে একটু আবটু শস্যক্ষেত্র। টিন্-খনিতে কাজ করে চীনা কুলীরা। মালাই তো নেই-ই, আর ভারতীয় কুলী, খুবই কম এ কাজ পরিপাটী-রূপে কর্‌বার উপযুক্ত সামর্থ্য পোষণ করে। মালাই-দেশের টিনের খনিগুলি চীনাদেরই একচেটে' কোথাও-কোথাও বা মালিক হিসাবে, আর সর্বত্রই পরিচালক আর শ্রমিক হিসাবে। এ অঞ্চলে ইংরেজ, ডচ্, পোর্তুগীসদের আসবার আগে থাক্‌তেই চীনারা এ দেশে এসে মালাই রাজাদের কাছ থেকে খনি খুড়ে টিন্ বা'র ক'রে চালান দেবার অধিকার কিনে নিত ; Perak পেরাঃ রাজ্যে চীনা টিন্-ওয়ালারা বেশ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল, Taiping তাই-পিঙ্ ব'লে একটা চীনা শহরেরও পত্তন ক'রেছিল। এ অঞ্চলে চীনারাই সংখ্যাধিক্যে সব-চেয়ে বেশী—মালাইদের চেয়ে, ভারতীয়দের চেয়ে। ইপোঃতে আমাদের একটা টিনের খনির ভিতরে গিয়ে সব পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখবার সুযোগ হ'য়েছিল। সে-সম্বন্ধে পরে ব'লবো। কুআলা-লুম্পুরের পথে আমাদের রেল চ'লেছে, সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে' আসছে। দলে-দলে নীল পোষাক পরা চীনা কুলী, সারা দিন খেটে ঘরে ফির্‌ছে। জামা অনেকের গায়েই নেই, অনেকের অঙ্গে খালি একটা ক'রে নীল কাপড়ের জাঙিয়া। মাথায় বাঁশের তৈরী চওড়া টোকা। অনেকে পুখুরের বা খাদের লাল ময়লা জলে নেমে স্নান ক'রছে। এদের খোলা হাসি, আর সুদৃঢ়পেশীযুক্ত সবল দেহ দেখে আনন্দ হয়। ভারতীয় কুলীদের কঙ্কালসার দেহ আর গরাণের খুঁটির মতন তাদের পেশীহীন, মাংসহীন হাত-পার কথা মনে হ'ল

সন্ধ্যা সাড়ে ছটার-দিকে কুআলা-লুম্পুরে পঁউছুলুম। স্টেশনে ভীষণ ভীড়। শহরের সমস্ত ভারতীয় যেন ভেঙে প'ড়েছে স্টেশনে। তামিলদের সংখ্যাই বেশী। শিখ আর অন্য জা'তও কিছু-কিছু আছে। এই শহরটী হ'চ্ছে Selangor সেলাঙর রিয়াসতের রাজধানী। সেলাঙর রিয়াসতের লোকসংখ্যা চার লাখের কিছু উপর, তার মধ্যে একলাখ সত্তর হাজার চীনে, একলাখ বত্রিশ হাজার ভারতীয়, আর মোটে একানব্বই হাজার হ'চ্ছে মালাই। সমস্ত মালাই-দেশটায় তিন রকমের শাসন প্রচলিত আছে ; প্রথম, ইংরেজদের খাস অধীনে—সিঙ্গাপুর শহর আর সিঙ্গাপুর দ্বীপ, মালাক্কা জেলা, পেনাঙ্ দ্বীপ, আর ওয়েলেস্‌লি প্রদেশ—এগুলি হ'ল ইংরেজদের কলোনি বা উপনিবেশ, শাসন পুরোপুরি ইংরেজদের হাতে। দ্বিতীয়, Federated Malay States—Perak পেরাঃ, Selangor সেলাঙর, Negri Sembilan নেগ্‌রি-সেম্‌বিলান, Pahang পাহাঙ, এই কয়টী মালাই রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে একই শাসন-সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে, ইংরেজদের অধীনে আছে ; এইসব রাজ্যের রাজা আছে, সর্দার আছে, রাজাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা আছে, এদের আলাদা ঝাণ্ডা-নিশান আছে, আলাদা ডাক-টিকিট ;—নামে স্বাধীন রাজ্য, কিন্তু কাজে ইংরেজদের অধীন, ইংরেজদের রেসিডেণ্ট বা প্রতিনিধি, বা এই সমস্ত রাজ্যের তথাকথিত ইংরেজ চাকররাই সত্যকার প্রভু। কুআলা-লুম্পুর সেলাঙর রাজ্যের রাজধানী ; আবার তাছাড়া হ'চ্ছে এই সঙ্ঘবদ্ধ-মালাই-রাষ্ট্রগুলীর রাজধানী। এ ছাড়া আছে, তৃতীয়, non-Federated Malay States—Johore জোহোর, Kedah কেডাঃ, Perlis পের্লিস, Trengganu ত্রেঙ্গানু আর Kelantan ক্লান্তান—এই কয়টী রাজ্য সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কতকগুলি বিশেষ শর্ত মেনে নিয়ে ইংরেজদের অধীনে আসে নি, এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা-আলাদা ভাবে ইংরেজ সরকারকে ব্যবহার ক'রতে হয়। Federated Malay States বা সাঁটে F. M. S.-এ যে-সব ভারতীয় বা ইংরেজ কাজ করে, তারা মুখে মালাই রাজাদের চাকর, কাজে অবশ্য ইংরেজ গভর্নমেণ্টের চাকরীর থেকে আলাদা নয়। মালাইরা অলস, অল্পে তুষ্ট সদানন্দ জাতি ; সংখ্যায় বেশী নয় ; দেশ প্রকাণ্ড ; প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে কৃষিজে খনিজে দেশ অতুলনীয় ; এইরূপ দেশকে exploit করার জন্য, তা থেকে যা পারা যায় তা আদায় করে নেবার জন্য বাইরেকার লোক না হ'লে চলেই না। তাই বাইরে থেকে ভারতীয় আর চীনাদের আমদানী ; মালাই রাজাদের তাতে আপত্তি নেই, কারণ জঙ্গল কেটে আবাদ হ'লে তাদেরই লাভ ; মাটির ভিতর থেকে টিন্ উঠ্‌লে, খনির জমির মালিক হিসাবে তাদের একটা হিস্‌সা প্রাপ্য হয়। কিন্তু বাইরের সকলেই আস্‌ছে, দেশ থেকে কিছু আদায় ক'রে পয়সা ক'রতে অথবা দু-মুঠো ক'রে খেতে। চীনা, মালাই, ভারতীয়—আর অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়, একই দেশে ভিন্ন-ভিন্ন রীতি-নীতি, রুচি আর মনোভাবের এই জা'তগুলির একত্র অবস্থানে, ভবিষ্যতে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভবের পথ তৈরী হ'চ্ছে ; কারণ এ চার জা'ত মিলে এক হ'তে পারা কঠিন। যাই হোক, ইংরেজের রাজদণ্ডের তলায় সকলে নিজ-নিজ অধিকারের মধ্যে শান্ত-ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের অর্থাগমের বা আজীবিকার প্রবর্ধমান পন্থা বা উপায়গুলি এক রকম আপসে এদের মধ্যে ভাগ হ'য়ে গিয়েছে।

যাক্—কুআলা-লুম্পুরে তো গাড়ী পৌছুল। স্টেশনে ভীড় হঠিয়ে' অনেক কষ্টে একটু জায়গা ক'রে স্থানীয় স্বাগত-কারিণী সভার সভ্যরা এসে কবিকে স্বাগত ক'রলেন। একজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক কবির গলায় মাল্য দান ক'রলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তামিল চেট্টী মন্দিরের রৌশন-চৌকী বাদ্য বেজে উঠ্‌ল—শাঁখ, ঝাঁঝর, ঢোলক, মন্দিরা আর শানাই। কি কর্ণভেদী আওয়াজ সেই শানাইয়ের। বাদ্যের দল স্টেশনকে কাঁপিয়ে কাঁদিয়ে চ'ল্‌ল আগে-আগে, আর তার পরে কবির সঙ্গে আমরা, আর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির দল। অনেক চেষ্টা ক'রে ভীড় ঠেলে, আমরা আমাদের জন্য রক্ষিত মোটরের আশ্রয়ে গিয়ে উঠ্‌লুম। স্টেশনে আমাদের কাণ্ডারী হ'লেন মনোজ-বাবুর মামাতো ভাই,—আর মনোজ-বাবুর বন্ধু, কুআলা-লুম্পুরের অধিবাসী অতি সজ্জন প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী একটি বাঙালী যুবক, শ্রীযুক্ত কীর্তিপ্রকাশ নান্দের। এঁর বাড়ী বর্ধমানে, ইনি বর্ধমানের রাজ-

পরিবারের সঙ্গে সংপৃক্ত, তা হ'লে হ'লেন পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়, কিন্তু বাঙালী ব'নে গিয়েছেন। শ্রীযুক্ত মনোজ-বাবু এঁকে দেশ থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন, ইনি এখন সপরিবারে এখানে আছেন, এখানে estate valuer বা বিষয়-সম্পত্তির মূল্য-নির্ধারকের কাজ করেন শুনলুম। কুআলা-লুম্পুরে কয় দিন ধ'রে কীর্তিপ্রকাশ-বাবুর আলাপে চাল-চলনে সব সময়েই একটা সহজ আভিজাত্যপূর্ণ আর অমায়িক সৌজন্যের প্রকাশ আমাদের মনকে বেশ প্রসন্ন আর আনন্দিত ক'রে দিয়েছিল। দেখে আরও সুখী হ'লুম যে, কুআলা-লুম্পুরের ভারতীয় আর চীনা মহলেও তাঁর প্রভাব পৌঁছেচে—অভিজাত ভব্যতার আর সৌজন্যের যে একটা অনির্বচনীয় শক্তি আছে, যা সকলেরই সম্ভ্রম আকর্ষণ করে, তা এখানে একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে বিকীর্ণ হ'চ্ছে দেখে বাস্তবিকই খুশী হ'য়ে গেলুম।

আমাদের অবস্থানের জন্য এখানকার লোকেরা বেশ ভালো ব্যবস্থাই ক'রেছিলেন। স্থানীয় জন আষ্টেক অতিশয় ধনশালী চীনা বণিক্ আর বিষয়ী লোকে মিলে একটী ক্লাব ক'রেছে, এই ক্লাবে বাইরের লোকেরা পাত্তা পায় না। ক্লাবটীতে এঁরা এসে আহারাদি করেন, আড্ডা দেন, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করেন, কখনও বা কারও বন্ধু প্রভৃতি এলে তাঁদের থাকবারও ব্যবস্থা হয় ক্লাব-বাড়ীতে। নীচের তলায় খাবার ঘর, বৈঠকখানা প্রভৃতি সাধারণ ঘর, উপরে দুটী বড়ো শোবার ঘর। খুব খরচ-পত্র ক'রে সাজানো গোছানো। এই ক্লাবটীর বাড়ী বেশ চমৎকার পল্লীতে স্থাপিত, এর ঠিকানা চব্বিশ নম্বর Weld Road ওয়েল্ড রোড। ক্লাবটীর নাম Chun Chook Kee Lo চান্ চুক্-কী-লো; কিন্তু এখানকার ভদ্র লোকেরা এটীকে Millionaires' Club বা 'দশ-লাখিয়া ক্লাব' ব'লে থাকে। এই ক্লাব-বাড়ীটী তার চীনা চাকর-বাকর সমেত আমাদের বাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্র-সংবর্ধনায় স্থানীয় চীনারা যে প্রাণ দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন, এই ব্যাপারটী তার একটী বড়ো প্রমাণ।

রাস্তার তে-মাথার উপরে প্রশস্ত হাতার মধ্যে হাল্ক রঙের সুন্দর বাড়ীটী। আশপাশের বাড়ীগুলি ধনী লোকের, সেই সব বাড়ীর হাতায় খুব গাছপালা। ক্লাব-বাড়ীর দরওয়ানেরা হ'চ্ছে পাঞ্জাবী মুসলমান, খানসামারা চীনা। উপরের একটা ঘরে রবীন্দ্রনাথের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল, তার পাশের ঘরে রইলুম আমরা তিন জন, আরিয়ম্, সুরেন-বাবু, আমি; আর নীচে রইলেন ধীরেন-বাবু আর ফাড্। ৩০শে জুলাই থেকে ৬ই আগস্ট পর্যন্ত এই কয়দিন আমাদের কুআলা-লুম্পুরে এই ক্লাব-বাড়ীতে অধিষ্ঠান হ'য়েছিল। প্রথম যে-দিন পৌঁছুলুম, ঐ দিনই সন্ধ্যায় ক্লাবে স্বাগত-কারিণী-সভার সভ্যরা আমাদের সঙ্গে ডিনার খেলেন। জন দশেক ভদ্রলোক; চীনা ভদ্রলোক কতকগুলি, তাঁদের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছেন মিস্টার Loke Chow Thye লোক্-চাউ-থাই, একটী সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ; কতকগুলি তামিল, তাঁদের মধ্যে স্থানীয় রবার-বাগানের মালিক শ্রীযুক্ত এম্ কুমারস্বামী পিল্লেইকে-ই বিশেষ ভাবে মনে হয়, মুখে রা-টী নেই, অতি গোবেচারী-গোছের 'ডুব্‌লা' চেহারার একটী ভদ্রলোক; মিস্টার তালালা; মনোজ-বাবু; আর অন্য ভারতীয় দু-এক জন। শ্রীযুক্ত এ, কে, মুসলিম্ ব'লে একটী সাহেবী-পোষাক-পরা আধা-বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় (বোধ হয় পাঞ্জাবী) মুসলমান, মা চীনে', জন্মস্থান হঙ্কঙ্, চেহারায় খাঁটী চীনে', বলেনও কাণ্টনী-চীনে', ভারতীয় কোনও ভাষার ধার ধারেন না, কিন্তু ভারতীয় ব'লে একটু গর্বের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন। ইনিও ধর্মে মুসলমান। আহার হ'ল আধা-চীনা আধা-ইউরোপীয় ধরণে। খাবার টেবিলে বেশীর ভাগ কথা হ'ল, স্থানীয় পলিটিক্স্ নিয়ে। কবি যাঁদের অতিথি তাঁরা প্রায় সকলেই বিষয়ী লোক; দুই একজন ব্যারিস্টার ছাড়া, culture ব'লে জিনিসের কেউ বড়ো-একটা ধার ধারে না, তবে কবির ব্যক্তিত্বের প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল; আর কবির আগমন-উপলক্ষে সিঙ্গাপুরের ইংরেজ আর চীনা বইওয়ালারা কবির বই কিছু আনিয়েছিল, এখানে তার বিক্রীও কিছু হ'য়েছিল—এই সব টিনের-খনিওয়ালা, আর রবার-ওয়ালা, আর বণিক্, সরকারী চাকুরে' আর ব্যারিস্টারদের মধ্যে, আর

চীনা আর ভারতীয় যুবকদেরও মধ্যে। সুতরাং কবির সাম্‌নে বেশীর ভাগ লোক চুপ চাপ ক'রেই ছিল, কিন্তু প্রসঙ্গ-ক্রমে পলিটিক্‌সের কথা উঠ্‌তে, সকলেরই মুখ খুল্‌ল। আর প্রায় সমস্ত চীনা সাহেবী পোষাক প'রে এলেও, একটি চীনা ভদ্রলোক সাবেক ধরণের চীনা পোষাক প'রে এসেছিলেন—অতি সুন্দর আর সুঠাম দেখাচ্ছিল তাঁকে, তাঁর কালো রেশমের পা-পর্য্যন্ত লম্বা আলখাল্লায়, তাঁর চীনা টুপীতে, আর চীনা মান্দারিনের অনুকারী লম্বা গোঁফে। দেখলুম, এই ভদ্রলোকটীর পলিটীক্সের উপর সকলেই বিরূপ। ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির একজন সদস্য; অন্য সদস্য আর কতকগুলি ছিলেন; আর সদস্য-পদ যাঁদের ফ'স্‌কে গিয়েছে কিম্বা জোটেনি—কি নির্বাচনে, কি মনোনয়নে—এমন কতকগুলি ব্যক্তিও ছিলেন; তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটিতে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কোনোও কোনও বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য বা তাদের সঙ্গে সহযোগ করার জন্য, এঁর সম্বন্ধে একটু চাপা কটাক্ষ ক'রে কথা ব'ল্‌ছিলেন। ইনি এই সকল বাক্যবাণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রছিলেন। দেখলুম, এ দেশের পলিটিক্যাল-মনোভাবযুক্ত লোকদের ধরণ-ধারণ আমাদের দেশেরই মতন। পলিটিক্স এখানে যেটুকু আছে, সেটুকু হ'চ্ছে, এক, চীনাদের মধ্যে জোর সংগঠন, যাকে সরকার ভয় করে আর যা বাইরে চেঁচামেচি হৈ-চৈ না ক'রে ধীরে-ধীরে চ'ল্‌ছে; আর দুই, মাঝে-মাঝে অতি মোলায়েম-ভাবে কেঁউ-কেঁউ করা কমলাকান্ত-বর্ণিত কোলুর ছেলের পাতের মাছের কাঁটার বা তেঁতুল-গোলা ভাত এক গ্রাসের প্রাণী কুকুরের পলিটিক্স। ওখানে সকলেই বাইরে মস্ত পেট্রিয়ট আর স্বাধীনচেতা ব্যক্তি—যদিও দেশাত্মবোধ নেই, কারণ দেশই নেই—বিশেষতঃ যখন সরকারের জান্‌বার সম্ভাবনা কম,—আর ভিতরে মিউনিসিপ্যাল-কমিশনরের কাজটা-আস্‌টার জন্য সাহেবদের উমেদারী চ'ল্‌ছে। ইংরেজদের অনুগ্রহের উপর এই দেশে চীনা আর ভারতীয় উভয় জা'তের অবস্থান, এদের চটাতে কেউ ভরসা পায় না। শ্যাম আর কুল দুই রাখ্‌তেই চেষ্টা সকলের। সাহেবের খোশামদ ক'রো, যাতে কাক-পক্ষীও টের না পায়; আর বাইরে জোর-গলায় অভাব অভিযোগ অবিচারের কথা, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এসবের প্রতিকারের কথাও ব'লো, কিন্তু বাড়াবাড়ি না ক'রে, যাতে সাহেবেরা টের পেয়ে চ'টে না যান। কিন্তু যদি কেউ সাহেবদের সঙ্গে মানিয়ে'-জুনিয়ে' চলা যা সকলেই ক'রছে সেইটেই তার রাজনীতি ব'লে প্রকাশ্যে স্বীকার করে, তাহ'লে সে হ'ল কাপুরুষ, আর সকলে মিলে তাকে গালিগালাজ ক'রবে, প্রকাশ্যে অপমান ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রবে।

খাওয়া-দাওয়া চুক্‌ল সাড়ে-নটার মধ্যে। ঐ সময়ে কুআলা-লুম্পুরে একটী সরকারী কৃষি প্রদর্শনী হ'চ্ছিল, তাতে নানা রকম কৃষি আর শিল্পজাত জিনিস আনা হয়। এ ছাড়া, মোটর-কার, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, আর নানা দেশীয় আর বিদেশীয় দ্রব্য-সম্ভারের প্রদর্শনও হচ্ছিল। সাধারণ লোককে আকর্ষণ করবার জন্যে বায়োস্কোপ, আর নাচ-গানের ব্যবস্থা ছিল। ভিন্ন-ভিন্ন মালাই রাজ্য থেকে আগত ফুট-বল খেলোয়াড় দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার খেলাও ছিল। মালাইদের শিল্প আর মালাই নাচ-গান আমাদের এদেশে পদার্পণ ক'রে এত দিনেও কিছুই দেখা হয় নি, সেই লোভে এই প্রদর্শনীতে যাওয়া ঠিক হ'ল। তালালা মহাশয় ফোন ক'রে খবর নিলেন যে, প্রদর্শনী-বিভাগ—শিল্প-দ্রব্য প্রভৃতির ঘরগুলি—তখন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, সন্ধ্যাতেই এগুলি বন্ধ হয়, কিন্তু ঐ রাত্রে মালাই নাচের ব্যবস্থা আছে। কবি ক্লান্ত ছিলেন, তিনি তাঁর ঘরে বিশ্রামের জন্য গেলেন, আর তালালা মহাশয় তাঁর গাড়ী ক'রে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেলেন ঐ নাচ দেখাতে। শহরের ঘোড়দৌড়ের ময়দানে প্রদর্শনী। আগত দর্শকদের ভীড় খুব। দীর্ঘকায় শিখ পাহারওয়ালা, গুর্খার আকারের মালাই পাহারাওয়ালার সাহায্যে, ইংরেজ সার্জেণ্টের কর্তৃত্বে অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে গাড়ীর ভীড় মানুষের ভীড় নিয়ন্ত্রিত ক'র্‌ছে। চীনা, মালাই, ভারতীয় বয়-স্কাউটের দল প্রদর্শনীর দরজায় হাজির, যাত্রীদের সাহায্য ক'রছে, তাদের গাড়ী ডাকিয়ে' এনে আর অন্য উপায়ে। স্থানটী আলোক-মালায় সুসজ্জিত। সরকারী প্রদর্শনীর ঘরগুলি বন্ধ, কিন্তু ব্যবসায়ীদের

পণ্যবীথিগুলি খোলা, সেগুলি খুব জ'মেছে। ঘুরতে-ঘুরতে যেখানে মালাই নাচের ব্যবস্থা সেই ঘেরা জায়গায় এসে পৌঁছুলুম, আলাদা দর্শনী দিয়ে ঢুক্‌তে হ'ল।

নাচের নাম Ronggeng 'রোঙ্গেঙ্'। 'রোঙ্গেঙ্' শব্দের মানে হ'চ্ছে 'নাচওয়ালী', এই প্রকারের নাচকে বোঝাতেও শব্দটী ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। মালাইদের নাচ কয়েক রকমের আছে, তার কতকগুলি আবার যবদ্বীপ থেকে ধার ক'রে নেওয়া, যেমন Joget 'জোগেৎ' নাচ। রোঙ্গেঙ্ কিন্তু মালাইদের নিজস্ব নাচ। চমৎকার কবিত্ব-মণ্ডিত এর ভাবটী। এই প্রদর্শনীতে, রোঙ্গেঙ্ নাচের মজলিসের বাহ্য সমাবেশটীর কথা আগে বলি। খোলা মাঠ একটা, চার দিক কাঠের পাচীল বা বেড়া দিয়ে ঘেরা। এক দিকে একটা উঁচু মাচা, বক-সমান উঁচু, কাঠের পাটাতনের মেঝে তার, থিয়েটারের স্টেজের মতন বাঁধা, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হয়। তার উপরটা ঢাকা। সাজানো-গোছানো। মাচাটী বেশ বড়ো, ঠিক থিয়েটারের মঞ্চের মতন। দু-জন নাচওয়ালী, একপাশে তাদের জন্য বসবার চেয়ার আছে; আর বাজিয়ের দল পিছনে, বাজনা হ'চ্ছে একটা ঢোলক আর গোটা দুই-তিন বেহালা—বাস। বাজিয়েরা ব'সে আছে চেয়ারে, মাচার কোণে, নাচিয়েদের পিছনে, দর্শকদের সামনে মুখ ক'রে। মাচার সামনে, বাঁ পাশে, ডান পাশে, নীচে মাটির উপরে দর্শকদের জন্য চেয়ার পাতা, মাচার সামনা-সামনি, প্রেক্ষা-গৃহের ওধারে খানিকটা জায়গা আলাদা ক'রে, মালাই-জাতীয় ভদ্রমহিলাদের বসবার স্থান।

সব জা'তের সব বয়সের দর্শক এসেছে, তবে 'বাবা'-চীনা বা মালাই-দেশে উপনিবিষ্ট চীনা, আর মালাই যুবকের দলই বেশী। ইউরোপীয়ও কতকগুলি এসেছে। এই নাচ মেয়ে আর পুরুষের নাচ, মাঝে মাঝে মেয়েদের গানও আছে। পিনাঙ্-শহর মালাই থিয়েটার আর মালাই নাচ-গানের জন্য বিখ্যাত, এই রোঙ্গেঙ্ নাচউলীরা পিনাং থেকে এসেছে। আমাদের দেশের যে শ্রেণীর মেয়েরা এই ব্যবসায় অবলম্বন ক'রে থাকে, এই নটীরা সেই শ্রেণীর। এদের পোষাক সাধারণ মালাই মেয়েদের মতন—গায়ে একটা লম্বা জামা, কব্জা পর্য্যন্ত তার আঁট হাতা, সাদা রঙের, একটা রঙীন সারঙ্, একটা রঙীন ওড়না উত্তরীয় আকারে সামনে ঘাড়ের দু পাশ দিয়ে দু কাঁধ থেকে ঝুল্‌ছে; গলায় সোনার হার আর হাতে চুড়ী কয়েক গাছা ক'রে, মালাই ধরণে চুল বাঁধা তাতে ফুল গোঁজা; পায়ে সোনার মল, আর মেয়েদের উঁচু-গোড়ালীযুক্ত বিলিতি জুতো। কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে, অনির্দিষ্ট-বয়স্কা, শ্যামবর্ণ, নাক চেপ্‌টা, মধ্যাকার, তন্বঙ্গী, মোটের উপর ব'ল্‌তে হয়, নাচের উপযুক্ত সুশ্রী ছিপ্‌ছিপে চেহারা। নাচুনী দুটী প্রথম চেয়ারে ব'সে-ব'সে গান ক'রলে। বিশুদ্ধ মালাই সুর আর সঙ্গীত মালাই-দেশে আর নেই, যা আছে তা বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপে। মালাইরা নানা জা'ত থেকে এখন গানের সুর নিচ্ছে—ইউরোপীয়, ভারতীয়, চীনা। মালাই থিয়েটারে মালাই নাটকের মধ্যে, ভারতের ভ্রাম্যমাণ পারসী থিয়েটারের কাছ থেকে সংগৃহীত গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, ফারসী ভাষার গান হঠাৎ গেয়ে ওঠার রেওয়াজ খুবই আছে, তামিল গানেরও সুর এরা নিয়েছে। এ বিষয়ে এদের মধ্যে অন্তঃসারহীনতা এসে গিয়েছে। গ্রহণ আছে, স্বাঙ্গীকরণ নেই। তারপর, মেয়েদের গানে, চীনা নটীদের মতন উঁচু সপ্তকে গান ধরবার চেষ্টায়, falsetto গলায় গাইবার রেওয়াজ—বড়ই অস্বাভাবিক শোনায় প্রথমটায়, পরে, যবদ্বীপেও এই অবস্থা ব'লে, সেখানে বিস্তর শুনে-শুনে দেখেছি যে, এটা স'য়ে যায়, তার পর আর মন্দও লাগে না। গান হ'চ্ছে মালাই Pantum 'পান্তুম'—চার লাইনের ছোটো-ছোটো সম্পূর্ণ কবিতা—প্রেমের বিষয়েই সাধারণতঃ। কবি সত্যেন্দ্র দত্তের রসজ্ঞতা আর কবিত্ব-শক্তির কল্যাণে শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের কাছে মালাই 'পান্তুম' তার ভাবসম্পৎ আর তার গতিভঙ্গী দুই নিয়ে, এখন আর অজ্ঞাত বস্তু নয়। 'পান্তুম'-এর রস ইউরোপীয় সাহিত্য-রসিকেরাও পেয়েছেন, ফরাসীতে এর অনুকরণে কবিতাও রচিত হ'য়েছে। জাপানী 'তান্‌কা' বা 'উতা' ছন্দের ছোটো-ছোটো চিত্র-কবিতার মতন, 'পান্তুম' মালাই সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট জিনিস। খাঁটী মালাই সুরে 'পান্তুম' দু একটী শুন্‌লুম। শেষ

শব্দটী একটু নীচু পরদায় টেনে শেষ ক'রে দেওয়া হয়, বেশ করুণ লাগে। কিছুকাল ধ'রে 'পান্তুম্' গাওয়া; পরে, নাচওয়ালীরা নাচ্‌তে উঠ্‌ল। এ নাচে ইউরোপীয়, বিশেষ ইংলাণ্ডের country dance এর মতন একটু উদ্দাম ভাব আছে—ঘুরে ফিরে নাচ্‌তে হয়,—বর্মী নাচের মতন একটু-আধটু পাঁয়তারা আর উর্দ্ধাঙ্গের ভঙ্গী নয়;—ভারতীয়, যবদ্বীপীয় আর বলিদ্বীপীয় নাচের মতন অতটা ধীর-স্নিগ্ধ ভাবেরও নয়। যে দুটী মেয়ে নাচ্‌ছিল, তারা দু জনে যুগপৎ ঠিক একই ভঙ্গী পালন ক'রছিল না, একটু বৈষম্য ক'রছিল, কিন্তু বাজনার তাল ঠিক রেখে; তাতে এক-ঘেয়ে ভাব চ'লে গিয়ে বেশ একটু বৈচিত্র্য আস্‌ছিল। কেউ কারো অঙ্গ স্পর্শ না ক'রে, সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে চ'ল্‌ছিল। কখনও কোমরে দু হাত দিয়ে, ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে, মাথা উঁচু ক'রে যেন একটু মনোহর তাচ্ছিল্য-মিশ্র স্বাধীন ভাব দেখিয়ে', সলীল ভাবে ভেসে যাওয়ার মত এগিয়ে' বা ঘুরে গেল, কখনও বা হাতের রঙীন রুমাল ঘুরিয়ে', বিলাস-বিলোল ভাবে উঠ্‌ল; আবার কখনও বা অবনতমুখী হ'য়ে লজ্জানম্র ভাব দেখিয়ে' অল্প স্থানের মধ্যে পদবিক্ষেপ ক'র্‌তে লাগ্‌ল। মোটের উপর, বিশেষ সংযত নাচ, আপত্তিযোগ্য কিছু নেই এতে। মেয়েরা খানিক নাচ্‌তে-নাচ্‌তেই দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন-একজন ক'রে দুজন যুবক সিঁড়ি বেয়ে নৃত্যমঞ্চে উঠ্‌ল, মেয়েদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে', কোমর বেঁকিয়ে' ঘাড় নীচু ক'রে কতকটা যেন ইউরোপীয় ঢঙে তাদের অভিবাদন ক'রে, এক-একটী জুড়ী ঠিক ক'রে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'রলে। এই ছোকরারা হয় পুরো ইউরোপীয় পোষাকে, নয় হালের মালাই পোষাকে—গায়ে বর্মাদের কোতার ধরণে একটা ঢিলে জামা, কিংবা বিলিতী কোট, পায়ে পাজামা বা পেণ্টুলেন, কারো বা তার উপর হাটু পর্যন্ত একটা রঙীন সারঙ বা লুঙ্গী জড়ানো, পায়ে বিলিতি জুতো, খালি মাথা বা নরম মখমলের কালো বা অন্য গাঢ় রঙের তুর্কী টুপীর মতন, রেশমের-থোপা-বিহীন টুপী। এরা নিজের জুড়ীদারের সঙ্গে নাচে, কিন্তু এই মেয়ে-পুরুষের নাচও অত্যন্ত সংযত, এক-এক জুড়ীর দুজন নাচিয়ে' মেয়ে আর পুরুষ, কেউ পরস্পরের মধ্যে এক হাতের চেয়ে বেশী কাছে আসে না—গাত্র-স্পর্শ হওয়া তো দূরের কথা। এদের এই নাচ, কতকটা যেন নাচের ভাষায় প্রেমাভিনয়, যুবকের ভঙ্গীতে কোথাও যেন কন্যার কাছে প্রেম-নিবেদন, আর সেইক্ষণ-ই কন্যার ভঙ্গীতে যেন তাচ্ছিল্য-ভরে তার প্রত্যাখ্যান, আবার যুবকের যেন অনুরাগের সঙ্গে বৈমুখ্য-ভাব প্রদর্শন, আর কন্যার তখন হয় ঘাড় হেঁট ক'রে লজ্জার ভাব, বা ধীরে-ধীরে উৎসুক উৎকণ্ঠিত ভাবে অনুসরণ। সঙ্গে-সঙ্গে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে এরা ঘোরা-ফেরা ক'রতে থাকে, দ্রুত লয়ে তালে-তালে পা প'ড়তে থাকে। এই রকমে যখন নাচ চ'ল্‌ছে, তখন হয় তো আর-একজন যুবক সিঁড়ি বেয়ে নৃত্য-মঞ্চের উপরে উঠে এল', নৃত্য-রত দুইজন যুবকের মধ্যে একজনের কাছে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে' তাকে খালি অভিবাদন ক'রলে—অমনি সে দ্বিরুক্তি না ক'রে, তখনি তার নমস্কারের প্রতিনমস্কার ক'রে, তার জন্য স্থান দিয়ে নেমে চলে এল'; নবাগত যুবক নাচুনী মেয়েটীকে অভিবাদন ক'রে তার সঙ্গে নাচ শুরু ক'রে দিলে, মেয়েটীর নাচের নিবৃত্তি নেই। খানিক পরে আবার তৃতীয় ব্যক্তির এইরূপে আগমন, আর দ্বিতীয়ের প্রত্যাবর্তন। মিনিট পনেরো ধ'রে এই নাচের এক-একটা পর্ব চলে, তার মধ্যে হয় তো দু-চার জন যুবক এই রকম ক'রে এসে যোগ দিলে; তার পরে নাচ থামে, মেয়েরা এসে চেয়ারে বসে, বিশ্রাম করে, হাত-পাখার বাতাস খায়; বাজিয়েদের কেউ গিয়ে এদের পানীয় লেমনেড ইত্যাদি এনে দেয়। এই নাচ যে বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ নাচ পুরো-দস্তর ঠাণ্ডা দেশেরই নাচ, গরম মালাই দেশে আর আল্‌সে' মালাই জাতের মধ্যে এর উদ্ভব কি ক'রে হ'ল, তা ঠাওর করা মুস্কিল। ইউরোপীয়েরা এই নাচ ভারী পছন্দ করে শুন্‌লুম্, আর কখনও-কখনও নৃত্যপ্রিয় ইউরোপীয় দর্শক ব'সে স্থির থাক্‌তে পারে না, উঠে গিয়ে নটীদের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়। 'বাবা'-চীনে' ছোক্‌রাদেরও অনেকের অবস্থা এই রকম। আর মালাই যুবকদের তো কথাই নেই।

এই 'রোঙ্গেঙ্‌' নাচ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ নাচ হ'চ্ছে মূলে প্রাচীন মালাই পল্লী-জীবনে ছোকরাদের আর মেয়েদের প্রাণময় স্ফূর্তির আর বিবাহোদ্দেশে তাদের প্রণয়-রীতির একটী মনোহর কলা-সৌন্দর্য-পূর্ণ অভিব্যক্তি। মানুষের প্রাণের স্ফূর্তি বা সৌন্দর্য-সৃষ্টির অব্যক্ত অভিলাষ প্রকাশ পায় নানা কলার মধ্য দিয়ে—কোথাও বা গানে কবিতায়, কোথাও বা মহাকাব্যে গল্পে রোমান্সে, কোথাও বা ভাস্কর্যে চিত্রকলায়, কোথাও বা চমৎকার চমৎকার গানের সুরে; কোথাও বা বাস্তু-শিল্পে, আবার কোথাও বা নানা ছোটো-খাটো গৃহ-শিল্পে, কোনও-কোনও ভাগ্যবান্ জাতির মধ্যে একাধিক উপায়ে। সমগ্র মালাই-জাতির মধ্যে তাদের সৌন্দর্য-বোধের আর সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রধান প্রকাশ হ'য়েছে তাদের নাচে। গান—কথা বা সুর—এদের হয় তো নগণ্য, কিন্তু নাচ এদের আশ্চর্য-রূপে ভাব-প্রকাশক। যবদ্বীপের নাচের কথা পরে যখন ব'ল্‌বো তখন এ বিষয়ে আর একটু আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা করা যাবে। যবদ্বীপে খালি নাচের মধ্য দিয়ে রামায়ণ প্রভৃতির নাটকাভিনয় দেখে প্রীত-বিস্মিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব'লেছেন। মালাই-জাতি যখন তার নিজের মধ্যে উদ্ভূত প্রাচীন রীতি-নীতি নিয়েই খুশী ছিল, যখন তার জীবন ছায়া-ঘন পল্লীর শান্তি আর প্রাচুর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সে-সময়ে তার মেয়েদের আর যুবকদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা চ'ল্‌ত (এখনও এই অবস্থা একেবারে যায় নি, যদিও যতই দিন যাচ্ছে তত 'ধর্ম-প্রাণ' মুসলমান হবার চেষ্টায় এরা নিজেদের দেশের সুন্দর-সুন্দর রীতি-নীতি ত্যাগ ক'রে একেবারে আরব ব'নে যাবার চেষ্টা ক'রছে,—তার মধ্যে মেয়েদের ঘেরা টোপ ঢেকে রেখে দেবার বর্বরতা আমদানী করবার চেষ্টাটা হ'চ্ছে একটা)। মালাই জাতির জীবনের সেই 'সোনার যুগে' তাদের মধ্যে পূর্ব-রাগ হ'য়ে বিয়ে হ'ত, আর তখনই এই রকম নাচ এই পূর্ব-রাগের বাহ্য প্রকাশ হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। এখন মোহম্মদীয় ধর্মের প্রভাবে গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের নাচ পুরোপুরি বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, এই নাচ 'রোঙ্গেঙ' নটীদের উপজীব্য হ'য়ে প'ড়েছে। যুবকেরা এই নাচে এখনও নটীদের সঙ্গে যোগ দেয় বটে, কিন্তু জিনিসটা আর নির্দোষ সামাজিক ব্যাপার থাক্‌তে পাবে না, কারণ এর বিশুদ্ধি আর পুরো নেই। কিন্তু ইউরোপের নানা উদ্দাম নাচের বীভৎসতার কথা ভাব্‌লে, এই ধরণের নাচকে খুবই একটা মার্জিত রুচির, সংযত-ভাবের অথচ মাধুর্য-পূর্ণ নাচ ব'লে স্বীকার ক'রতে হয়। কুআলা-লুম্পুরের প্রদর্শনীতে এই নাচ দু-বার দেখবার আমাদের সুযোগ হ'য়েছিল। পরে ইপোঃতে আমাদের বাসাতে রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য এই নাচের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল—এর সংযত শালীনতাটুকু কবিকেও বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট ক'রেছিল।

নাচনী দুটী মাঝে-মাঝে ব'সে-ব'সে অথবা আস্তে-আস্তে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে' গান ক'রছিল—সেই falsetto সুরে—এই ব'সে-ব'সে বা ঘুরে-ঘুরে গান গাওয়ার কালে তারা কাঠের পাটাতনে জুতো-পরা পা ঠুকে-ঠুকে তাল দিচ্ছিল—সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পায়ের মলগুলি বেজে উঠ্‌ছিল। মালাই সুরগুলি বেশ করুণ আর সোজা সুর, এত সোজা যে কতকটা যেন আমাদের দেশের সুর ক'রে সংস্কৃত বা বাঙলা শ্লোক পাঠের মত লাগ্‌ছিল। মোটের উপর, এই 'রোঙ্গেঙ্‌' নাচে, মালাই সংস্কৃতির একটুখানি সুন্দর আর উপভোগ্য বিকাশ দেখবার সুযোগ ঘ'ট্‌ল আমাদের। রাত প্রায় বারোটায় বাসায় ফেরা গেল।

মালাই ছোক্‌রারা অনেকেই বড়ো ঘরের, তালালার সঙ্গে ইংরেজীতে আলাপ জুড়ে' দিলে, আমাদের সঙ্গেও বেশ সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার ক'রলে। এরা আপসে মালাই ভাষায় হাসি ঠাট্টা মস্করা ক'রে কথা ক'চ্ছিল—এদের মুখে মালাই ভাষা যেন তার অন্ত্য ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণে আর তার টান-টোনে, আমার কাছে পরিচিত সাঁওতালী মুণ্ডারী ভাষার মতন লাগ্‌ছিল। মালাই আর সাঁওতালী মুণ্ডারী, এরা সম্পর্কে জ্ঞাতি হয়—মূলে এক ভাষা থেকেই এদের উৎপত্তি; তাই কি আমার কাছে প্রতীয়মান হ'ল এদের মধ্যে এই উচ্চারণ-সাম্য?

৬। কুআলা-লুম্পুর

রবিবার, ৩১শে জুলাই, ১৯২৭।

আজ রবিবার। সকালে নানা কবি-দর্শনার্থী লোকের আগমনে, আরিয়মকে আর আমাকে ব্যাপৃত থাক্‌তে হ'ল তাদেরকে নিয়ে। আমরা এদেশে ভ্রমণের জন্য সাধারণ ইংরেজী ঢঙের পোষাক মাত্র এনেছিলুম—সাজা জীনের সুট্, সাদা গলা-আঁটা জামা। ডিনার, সান্ধ্য-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে কবির সঙ্গে আমাদেরও উপস্থিত থাক্‌তে হ'চ্ছে—সঙ্গে দেশী পোষাক ধুতী-পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছু নেই। আজ আমরা স্থানীয় এক দরজীর দোকানে গিয়ে সাদা আর কালো রেশমের আচকান পা-জামা আর টুপী তৈরী কর্‌বার ব্যবস্থা ক'রে এলুম। ভারতীয় ভদ্র পোষাক হিসাবে, কোনও রকমের লম্বা আচকান বা শেরওয়ানী-জাতীয় আঙরাখা এক-রকম গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে। বাঙলাদেশে অবশ্য আমরা সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ-সভাদিতে আমাদের খাঁটি বাঙালী পোষাক—ধুতী পাঞ্জাবী আর চাদর—প'রেই যাই, কিন্তু বাইরের পক্ষে, যেখানে সমস্ত অ-বাঙালী আর ভারত-বহির্ভূত লোক নিয়েই কারবার, সেখানে ধুতীটা ঠিক সুবিধার নয়। আমাদের অভ্যস্ত হ'লেও, একটু বিসদৃশ ঠেকে, পা-জামা-জাতীয় সেলাই-করা আধোবস্ত্র পরিহিত, শিরোভূষণ-যুক্ত অন্য জাতীয় লোকেদের মধ্যে, ধুতী-পরা খালি-মাথা বাঙালীকে কেমন যেন ঢিলে-ঢালা, কেমন 'হংসমধ্যে বকো যথা'-গোছ বেখাপ্পা দেখায়। তাই মনে হয়, বাঙলার বাইরে বাঙালীর পোষাকে তার প্রাদেশিকতা বর্জন করাই ভালো। যে-সকল ভারতীয় মুসলমান মহিলা আজকাল পর্দার বাইরে আস্‌ছেন, ঘেরা-টোপ ছেড়ে দিয়ে সহজ-ভাবে অন্য মেয়ে পুরুষদের সামনে মুখ খুলে দাঁড়াতে সঙ্কোচ বোধ ক'র্‌ছেন না, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঘরে পা-জামা প'র্‌তে অভ্যস্ত, তারা বাইরে এই অশোভন ভারত-বহির্ভূত পা-জামা আর প'র্‌ছেন না, তাঁরা পৃথিবীর অন্যতম সৌষ্ঠবময় নারীর পরিচ্ছদ সাড়ীই প'র্‌ছেন। শিক্ষিতা সিন্ধী, পাঞ্জাবী হিন্দু, শিখ, আর অন্য হিন্দু মেয়েরাও, ক্রমে পোষাকে এই অশোভন এবং প্রাদেশিক রুচি বর্জন ক'রছেন, সাড়ীর চল ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। পুরুষের লম্বা আঙরাখা, পাজামা, মাথায় পাগড়ী বা কোনও রকম টুপী; আর মেয়েদের সাড়ী; এই এখন জাতি-নির্বিশেষে আধুনিক কালের শিক্ষিত ভারতবাসীর বাইরেকার পোষাক দাঁড়িয়ে' যাচ্ছে। আমাদের তাই ইংরেজী পোষাক আর ধুতী, এই দুইয়ের বদলে আচকান প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রতে হ'ল। কিন্তু আচকান বা চাপকান ততটা অভিজাত দেখ্‌তে নয়, আর হালে এই রকম ছাঁটের আচকান বা চাপকান, ইংরেজদের ঘর-গৃহস্থালীর আর কুঠী-আপিসের চাকর-নৌকরদের কথাই মনে করিয়ে' দেয়। বোতাম-আঁটা চাপকানটা যেন জোব্বা আর বিলিতি কোটের মাঝামাঝি একটা আপস-নিষ্পত্তি; বাবু-ভাইয়ার চাপকান, বা খিদ্‌মদ্‌গারের চাপকান, যেন আংগ্লো-ইণ্ডিয়ার মূর্তিমতী অনুচারণা। প্রাচীনকালের দিল্লীয়াল বা লখনবী মুসলমানদের সাদা মল্‌মলের বা অন্য কাপড়ের যে চমৎকার পোষাক হ'ত, ঠিক একেবারে চাপকান বা আচকান নয়, বরং তার চেয়ে লম্বা জিনিস, তার উপর সদ্‌রী বা ওয়েস্ট্-কোট, সঙ্গে চূড়ীদার পাজামা, আর মাথায় দোপাল্লা সাদা রেশমের সুতোর কাজ করা টুপী,—তার সামনে আজকালকার আলীগড়-অনুমোদিত স-ফেজ আচকান-ময় মুসলমানী পোষাক আমার চোখে অতিশয় সৌষ্ঠবহীন দেখায়। এই-সব কারণে চাপকানটা আমার ততটা পছন্দসই নয়, যতটা সাবেক কালের আভিজাত্যের অনুসারী ঘুন্টিদার শেরওয়ানী-জাতীয় জামা। যাই হোক্, এই সমস্ত sartorial বা পরিচ্ছদ-বিজ্ঞান-ঘটিত খুঁটী-নাটী চিন্তার অবসর ছিল না; দেশ থেকে মনের মতন দেশী পরিচ্ছদ তৈরী ক'রে

সঙ্গে আনিনি, আর সঙ্গে বিলিতি ঈভ্‌নিঙ-স্যুট্‌ও ছিল না। (আর তিন বছর ছাত্রাবস্থায় ইউরোপে থাক্‌বার কালে, ও পাট কখনও করি-ও নি), ধুতী বা সাদা স্যুট প’রে যেখানে যাওয়া শোভা পাবে না, সেখানকার জন্য তাড়াতাড়ি একটা কিছু করিয়ে’ নেওয়া চাই। কুআলা-লুম্পুরে গিয়ান সিং নামে এক শিখ ভদ্রলোকের কাপড়-চোপড় আর দরজীর মস্ত দোকান চ’ল্‌ছে,—একটী ছোটো-খাটো হোয়াইটাওয়ে-লেড্‌ল-কোম্পানীর দোকান ব’ল্‌লেই হয়, সেখানে কাপড় দেখে জামার মাপ দিয়ে এলুম। দোকানের যে ওস্তাগরটী এসে আমাদের মাপ নিয়ে কাপড় ছাঁটবে, সে পোষাকে ইউরোপীয়, ধর্মে মুসলমান, জাতিতে মিশ্র—তার বাপ ভারতীয়, মা মালাই, মালাই আর ইংরেজী ছাড়া আর কোনও ভাষা জানে না।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে আজ আকাশে খুব ঘনিয়ে’ মেঘ ক’রে এল’, খুব ঝম-ঝম ক’রে বৃষ্টিও প’ড়তে লাগ্‌ল, নীচে ক্লাব-ঘরের বৈঠকখানাটীতে আমরা জমায়েৎ হ’লুম। সময়োপযোগী বই হিসাবে আমার সঙ্গে আনা পকেট-সংস্করণ ‘মেঘদূত’ একখানি ছিল, সেটী বা’র ক’রলুম। ব’সে-ব’সে পড়া যাচ্ছে, এমন সময়ে কবি নীচে এলেন। বইটা তাকে এগিয়ে’ দিলুম। বর্ষার কবিতার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ চ’ল্‌ল। আমি তাকে বললুম—“এটী একটী লক্ষ্য করবার জিনিস, বৈদিক কবিতায় পরবর্তী যুগের সংস্কৃত কবিতার মত বর্ষার বড়ো একটা স্থান নেই, দু-চারটী জায়গায় ছাড়া। সাধারণ সংস্কৃতে আর হিন্দী আর বাঙলায় বর্ষার কবিতায় আমরা যে রস আস্বাদ ক’রতে পাই—প্রাবৃটের ঘনঘটা, বিদ্যুতের চমকানি, কদম ফুল, কেয়া, বিরহিণী, ময়ূর, বৃন্দাবন—এক-একটী সংস্কৃত শ্লোকে আর পুরাতন হিন্দী পদে বা মল্লারের গানে যে রস যেন জমাট বেঁধে আছে—‘বিজুরী চওঁকৈ, মেহা গরজৈ, লরজৈ মেরো জিয়রা। পূরব পছও্‌আ পওঅন চলতু হৈ, কৈসে বাঁধ্ দিয়রা॥’—‘মহারাজা, কেও্‌ড়িয়া খোলো। ছাই ঘন-ঘটা বরসকী বুঁদ পড়ে॥’—‘এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর’—আরও কত ছোটো-ছোটো পদ বা পদের ভগ্নাংশ যা আমাদের মনে লেগে আছে,—সেই সবে, আর সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে রস ওত-প্রোত ভাবে মিশে র’য়েছে, তার কোনও পরিচয় কি ভারতের প্রাচীনতম কবিতায় নেই! বর্ষার মনোহার যে রোমান্স, যে মিস্টিসিজম্ বা ভাবের অন্তর্মুখিতা,—এ জিনিস কি প্রাচীন আর্যেরা উপলব্ধি ক’র্‌তে পারে নি? অথচ ইন্দ্র বজ্র হেনে বৃত্র-অসুরকে মেরে, মেঘ থেকে বারি-ধারা উন্মুক্ত ক’র্‌ছেন, প্রচুর বর্ষা নামছে,—পর্জন্য-দেব র’য়েছেন, মরুদ্‌গণ র’য়েছেন, বর্ষার কিছু কমী ছিল না, বর্ষার জল পেয়ে ব্যাঙের ফূর্তি আর তাদের হাঁক-ডাকও বৈদিক কবি লক্ষ্য ক’রেছেন, তাতে আর কিছু হোক্ না হোক্ তার পরিহাস-রস-বোধ সাড়া দিয়েছে, তিনি গুরুকুলের পড়ুয়া ছেলে বা দক্ষিণাকামী ব্রাহ্মণের সঙ্গে মাঠের মধ্যে গলা-সাধায় তৎপর এই দর্দুর-মণ্ডলীর তুলনা ক’রেছেন—কিন্তু বর্ষার মেঘের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, বনের কোমল সবুজ—‘মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ’—বৈদিক যুগের লোকের চোখে পড়ে নি, তাদের চিত্তকে স্বপ্নাবিষ্ট মোহাবিষ্ট করে নি। অথচ বৈদিক কবি যে কিছু দেখতে জান্‌তেন না, তা তো নয়। আকাশের আলো, উষার গোলাপী আর সূর্যোদয়ের সোনালী—এইগুলিই তাঁদের চিত্তকে যেন বেশী ক’রে অভিভূত ক’রেছিল। আকাশ, উদার উন্মুক্ত আকাশে উষার পরে সূর্যের উদয়, আকাশ-ভরা আলো, পূর্ণ আলো—এই হ’চ্ছে যেন বৈদিক প্রকৃতি-বর্ণনার মূল-সূত্র। কিন্তু পরবর্তী যুগে ভারতের কাব্য-সরস্বতীর বীণায় প্রকৃতির যে সুরটী বেশী ক’রে, আর সব চেয়ে বেশী দরদের সঙ্গে বেজেছে, সেটী হ’চ্ছে বর্ষার সুর, অরণ্যানীর মহিমা। এর কারণ কি?”—কারণ-সম্বন্ধে আমার একটী মতবাদ আমি কবির কাছে নিবেদন ক’রলুম, যে, বৈদিক কবিতার প্রাকৃতিক অনুপ্রাণনা ভারতের বাইরের, ভারতের ভিতরকার নয়,—ঈরানের মরু-প্রান্তরের মধ্যে, তার বিরল-শষ্প পর্বত-পথের মধ্যে, যেখানে ভারতের ঘনঘটাময় প্রাবৃট্‌কাল অজ্ঞাত ছিল, সেখান দিয়ে যখন আর্যেরা ভারতাভিমুখে আগমন ক’রছিল, সেই সময়েই, ভারতের বাইরে, তাদের কবিরা যে সমস্ত দেবার্চনার ঋক্ বা সূক্ত বা কবিতা রচনা

করেন, তার অনেকগুলিই ভারতে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে এসে পৌঁচেছিল, আর তার পরবর্তী যুগে ভারতে এ-স্ব ঋক্-সূক্তের সঙ্গে একত্র ঋগ্বেদে আর অন্য বেদে গ্রথিত হ'য়েছিল। ভারতের বাইরের প্রকৃতির ছাপ বৈদিক আর্যের মনে কিছুকাল ধ'রে বিদ্যমান ছিল, ভারতে এসে ভারতের প্রকৃতিকে আস্তে-আস্তে সে দেখ্‌তে শিখ্‌লে। তার পরে যখন ভারতে এসে কোল (বা অস্ট্রিক) আর দ্রাবিড় অনার্যের সঙ্গে আর্যদের মেলা-মেশা হ'ল, আর্যে অনার্যে মিলে যখন ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা গ'ড়ে তুল্‌লে, যখন আর্যেরা আর বিদেশী বিজেতা রইল না, তখন ভারতের প্রকৃতি আর্যের ভাষার কাব্যে ধরা দিলেন—মহাভারত রামায়ণের কবিতায় ভারতের বন আর ভারতের বর্ষার আবাহন পূরোপূরি ধরা দিলে।—যাই হোক্, 'মেঘদূত' থেকে স'রে আলোচনা ক্রমে প্রাগৈতিহাসিক যুগ আর বৈদিক ভাষাতত্ত্বের দিকে গতি নেবার যোগাড় ক'র্‌ছে দেখে, নিজেই 'ক্ষ্যামা' দিলুম। কারণ, বহুদিন পরে অমন ঘন মেঘের কোলে না'রকেল গাছের চূড়োর পুঞ্জীভূত সবুজ সুষমাকে নিরর্থক আর ব্যর্থ ক'রলে, নিজেকে বঞ্চিত করা হয়, আর কবির উপরও উৎপীড়ন করা হয়। বর্ষা-প্রকৃতির শোভার পূর্ণ অনুভূতির মধ্যে তাঁকে একলা রেখে, আমার 'মেঘদূত' নিয়ে আমি অন্যত্র চ'লে এলুম।

বিকাল তিনটে সাড়ে-তিনটের দিকে বৃষ্টি একটু ধ'রতে, আমরা আবার এগ্‌জিবিশনে গেলুম, যেখানে গত রাত্রে 'রোঙ্গেঙ্' নাচ দেখে এসেছিলুম। এগ্‌জিবিশনে আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মালাই শিল্পের নিদর্শন দেখা। একটী ঘরে মালাই জাতির হাতের কাজ নানা সুন্দর-সুন্দর জিনিস সংগ্রহ ক'রেছে। এদের রূপোর কাজ বেশ সুন্দর—ছোটো ছোটো জিনিস, কোমর-বন্দের কাজ-করা রূপার বগ্‌লস, ছোটো-ছোটো নক্সাদার বাটী, কৌটো, এই সব; রেশমের লুঙ্গী, অতি চমৎকার সব রঙ; সোনার জরীর কাজ করা, বেনারসী কাপড়ের মত রেশমী কাপড়; Trengganu ত্রেঙ্গানুতে তৈরী পিতল-কাঁসার বাসন, পানের বাটা; লোহার দা, ছুরী; ইস্পাতের ক্রিস্, পয়সা বা চুরুট রাখবার ঢাকনদার পেটিক—নানা রঙে রঙানো বেতের বা তালপাতার তৈরী এই সব। Basket-work অর্থাৎ পাতায় বা বেতে বোনার কাজ হ'চ্ছে এদের এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। আমি ছোটো-ছোটো দুই-একটী জিনিস নিলুম, বেতের কাজের নমুনা হিসাবে। সুরেন-বাবু শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের কিছু কিংখাব-জাতীয় কাপড় আর অন্য জিনিস সংগ্রহ ক'রলেন।

আজ বিকালে পাঁচটায় ছিল কুআলা-লুম্পুর শহরের মিউনিসিপালিটির তরফ থেকে কবির অভিনন্দন, স্থানীয় টাউন-হলের বাড়ীতে। প্রচুর লোক-সমাগম হ'য়েছিল, স্থানাভাবে অনেকে হলে জায়গা পেলে না। চীনা আর তামিল লোকই বেশী ছিল, কিছু পাঞ্জাবীও ছিল। সেলাঙর-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত J. Lornie জে লর্নী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; সভাপতি, আর স্বাগত-কারিণী-সভার নেতা শ্রীযুক্ত Loke Chow Thye লোক্-চাউ-থাই কবির প্রশস্তি প'ড়লেন, কবিকে মাল্য-দান হ'ল, তার পর চমৎকার একটী রূপোর আধারে করে তাঁকে অভিনন্দন-সূচক মান-পত্র দেওয়া হ'ল। কবি সংক্ষেপে দুই-এক কথা ব'ললেন; আর তাঁর জীবনের কার্য আর তাঁর বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে যা তিনি ব'ল্‌তে এসেছেন তা পরের দিনের সভায় ব'লবেন ব'ললেন।

সভাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। এঁর নাম স্বামী আত্মানন্দ। এঁর কাছে শুনলুম যে কুআলা-লুম্পুর শহরের বাইরে শহরতলীতে মিশনের একটি শাখা আছে। তার সংলগ্ন পাঠাগার আছে, স্থানীয় তামিল হিন্দু যুবকেরা সেখানে গিয়ে পড়া-শুনো ক'রে থাকে। বাইরে-থেকে আগত হিন্দু জন-সাধারণ এসে ২।৪ দিনের মতন সেখানে আশ্রয় পায়—কতকটা ধর্মশালার ভাব। বৎসরে কতকগুলি উৎসব হয়। পরমহংস-দেবের জন্মদিনে প্রচুর আহার্য অন্ন-ব্যঞ্জন বিতরিত হয়, তামিল কুলী আর অন্য গরীব লোক আর ভদ্র হিন্দুরাও এই মহোৎসবে যোগ দেন। চীনাদের সঙ্গে বেশ সদ্ভাব আছে, এই জন্মোৎসবে তারা স্বেচ্ছায় টাকা দিয়ে সাহায্য ক'রে, পুণ্যকার্যে 'শরীক' হয়।

আমাদের বাসায় অন্যান্য অভ্যাগত কবি-দর্শনেচ্ছুদের মধ্যে একটী পাঞ্জাবী ব্যারিস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। একেবারে প্রৌঢ় নন। হিন্দু। এদেশে কিছুকাল থেকে, বেশ পশার জমাচ্ছেন। একটু অত্যধিক সবল লোক। দেখি, ইনি আর পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বাসার বৈঠকখানায় ব'সে মহা তর্ক জুড়ে' দিয়েছেন। এঁর শ্রোতারা বিশেষ কৌতুক আর পরিহাস-মিশ্র ভাবে এঁর কথা শুনছেন। এঁর কথা হ'চ্ছে এই:—কবি যে বিশ্ব-ভারতীর আদর্শ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এটা তাঁর পণ্ডশ্রম হ'চ্ছে। লোকে তাঁর কথা বুঝবে না। তাঁর উচিত, ভারতীয়দের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ ক'রে একটী বড়ো বিজ্ঞান-মন্দির খোলা। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক আর পদার্থবিৎ সকলে আহূত হবেন, আর তাঁরা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে, একটা জিনিস আবিষ্কারের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যাবেন। জিনিসটা আর কিছু নয়—কোনও রকম সাঙ্ঘাতিক প্রাণহন্তারক রশ্মি—যার নাম আগে থাকতেই তিনি দিয়ে রাখছেন Death Ray অর্থাৎ 'মৃত্যু রশ্মি'। এই রশ্মি ভারতবর্ষের কোনও স্থানে ব'সে পৃথিবীর যেখানে খুশী চালাতে পারা যাবে, আর যে বস্তুর উপরে এই রশ্মি প'ড়বে, তা একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যাবে—রকমারি poison gas বিষাক্ত গ্যাস আর লড়াইয়ের বোমায়ও সে রকম ধ্বংস ক'রতে পারবে না। ভারতবাসীরা যে দিন এই Death Ray আবিষ্কার ক'রতে পারবে, সেই দিনই পৃথিবীর তাবৎ জাতি বিশ্বভারতীর বাণী শুনবে, ভারতের সভ্যতায় তাদের আস্থা হবে। ভদ্রলোক নিজে তাঁর এই Death-Ray-বাদ আর কার্যে তার পরিণতির সম্ভাবনা আর উপযোগিতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁর কথায়, অন্য ভদ্রলোকেরা কেউ তাকে উৎসাহিত ক'রে, আর কেউ বা তাঁর সঙ্গে মত-বৈপরীত্য প্রকাশ ক'রে, তাকে নাচাচ্ছে। কথাটী পাগলের মতন শোনালেও, যে মূল চিন্তা থেকে এই Death Ray-র খেয়াল তাঁর মগজে গজিয়েছে সে মূল চিন্তাটী হ'চ্ছে এই—Si vis pacem, para bellum "যদি শান্তি চাও, তো লড়াইয়ের জন্য তৈরী থাকো"। শক্তির অনুপাতে শ্রদ্ধা, আর শান্তি। অবশ্য এই মনোভাবের বিপক্ষে যুক্তি আছে। যাক—Death-Ray-ওয়ালা ভদ্রলোকটী কবির কাছে তাঁর প্ল্যানটী কবি যাতে অনুমোদন ক'রে স্বীকার ক'রে নেন তার জন্য বিনীত-ভাবে নিবেদনও ক'রেছিলেন। প্রথমটায় কবি একটু চ'মকে উঠেছিলেন—এই অভিনব প্রস্তাব শুনে, পরে তিনি হাসতে-হাসতে তাকে ব'ললেন যে তিনি ও প্ল্যান বোঝেন না—আপাততঃ তাঁরই প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে চেষ্টা ক'রে দেখা যাক না।

রাত্রে ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত মনোজ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে কবির নিমন্ত্রণ ছিল, সঙ্গে আমরাও বাদ পড়ি নি। কবির কুআলা-লুম্পুরে আগমন উপলক্ষে মনোজ-বাবুর বাড়ীতে যেন কুটুম্ব-সমাগম হ'য়েছে, সেরেম্বানের শ্রীযুত নন্দী, মালাক্কার গুহরা, আর অন্য বাঙালী, সপরিবারে এঁর অতিথি। বাঙালী ছাড়া, স্থানীয় ভারতীয় অন্য কতকগুলি ভদ্র-সজ্জনও নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন—সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত তালালা, শ্রীযুক্ত বীরস্বামী, রাও সাহেব শ্রীযুক্ত সুব্বায়া নায়ুডু (ইনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধি, ভারতীয় কুলীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখবার জন্য নিযুক্ত) প্রভৃতি। একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য ক'রলুম, আর সে সম্বন্ধে কবিও আমাদের কাছে সাধুবাদ ক'রেছিলেন, যে এই বাঙালী ভদ্রলোকটী অন্য ভারতীয়দের মধ্যে কেমন জমিয়ে' নিয়ে ব'সেছেন—প্রাদেশিক-অভিমান-বর্জিত হ'য়ে, অকৃত্রিম হৃদ্যতার সঙ্গে এঁরা যে মেলা-মেশা ক'রছেন—বাঙালী, তামিল, তেলুগু, সিংহলী, পাঞ্জাবী—এটা দেখে খুবই আনন্দ হ'ল। মল্লিক-মহাশয় যে সকলেরই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পাত্র হ'য়ে এখানে আছেন, এটা দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হ'লুম। আমাদের খাওয়াচ্ছেন বাঙালী ঘরের গৃহিণীরা, আহারের ব্যবস্থা স্বদেশী মতে চমৎকারই হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত নান্দের মহাশয়ের শিশু কন্যার সঙ্গে ভাব জমিয়ে' নেওয়া গেল, এই শিশুটী আমার মালয়-ভ্রমণের একটী আনন্দময় স্মৃতি। বাঙালী অ-বাঙালী কেউ কবিকে ছাড়লেন না, তাঁকে গান শোনাতে হ'ল। এইরূপ স্বজাতীয় বান্ধব সম্মিলনে পরম আনন্দে আমরা সন্ধ্যা আর প্রথম যাম যাপন ক'রে বাসায় ফিরলুম।

১লা অগস্ট ১৯২৭, সোমবার

রাও সাহেব শ্রীযুক্ত সুব্বায়া নায়ুডু, মালাক্কায় এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল, ইনি আজ দুপুরের পর এলেন কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে। এঁর কাছ থেকে মালাই দেশের ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে আরও কিছু খবর জানা গেল। ইনি ব'ল্‌লেন, শতকরা ৮০ জন শ্রমিক তামিল, ৯ জন তেলুগু, ৪ জন মোপলা (মালয়ালম্‌-ভাষী মুসলমান), বাকী হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী। রবার-বাগানে না'রকল-বাগানের যারা কুলিগিরি ক'রতে আসে, তারা অনেকে অর্থাভাবে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আস্‌তে পারে না। যদি এ-রকম সম্ভাবনা থাকৃত যে তারা যে কয় বছরের মেয়াদ নিয়ে বাগানে খাটতে যাচ্ছে, সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'লে, নিজে ধান চাষ করবার জন্য বা ফল-ফুলুরীর তরী-তরকারীর বাগান করবার জন্য সরকারের কাছ থেকে এক টুক্‌রো ক'রে জমী পাবে, তা হ'লে প্রায় সকলেই স্ত্রী-পরিবার নিয়ে এসে এদেশে কায়েমী অধিবাসী হ'য়ে যেত। কিন্তু যাবৎ এদের ছোটো একটু ক'রে ভূখণ্ড পাবার কোনও সুযোগ ঘ'টছে না। তাই এই সব ভারতীয় কুলীর অবস্থা হ'য়েছে ত্রিশঙ্কুর মতন, বা ধোবার কুকুরের মতন, "ন ঘর-কা, ন ঘাট-কা"। কিছু টাকা জমিয়ে' যদি ঘরে ফিরল, সে টাকা দু-দিনে ফুঁকে দিয়ে আবার এল' কুলিগিরি ক'রতে। তবে এরা স্ত্রী-পুরুষে খাটে ব'লে, অনেকে আবার সস্ত্রীকও আসে। সমস্যা হ'চ্ছে, কি ক'রে জমী দিয়ে এ দেশে এদের বসানো যায়। মালাই সরকার (আর কতকটা ইংরেজও)' নারাজ—দেশে বেশী ভারতীয় বাস করে এটা পছন্দ ক'রছে না। অথচ দেশে বিস্তর জমী প'ড়ে আছে, মানুষের অভাবে আবাদ হ'চ্ছে না। শ্রীযুক্ত সুব্বায়া ব'ল্‌লেন যে ভারত সরকারের লেখালেখি চ'লছে মালয় সরকারের সঙ্গে, যাতে ভারতীয় কুলীরা মেয়াদ-অন্তে কিছু ক'রে চাষের জমী পায়, আর তিনি আশা করেন যে এ বিষয়ে মালয় সরকার অনুকূল হবে।—তাঁর মতে, মোটের উপরে কুলীদের নৈতিক অবস্থা ভালোই। বিকালে একদল পাঞ্জাবী এল' কবিকে দর্শন ক'রতে—শিখ, হিন্দু, মুসলমান। এদের মাতব্বর হিসাবে সঙ্গে ছিল একটী মুসলমান ফৌজী লোক, বোধ হয় কোনো ধনী চীনা বা অন্য-জাতীয় লোকের বাড়ীতে দরওয়ানী করে। সকলেই সামান্য কাজ করে, মিস্ত্রী, মোটর-চালক প্রভৃতি। দুই একজন অর্ধ-শিক্ষিত হিন্দুও আছে, এদেশে চাকরীর প্রত্যাশায় এসেছে। কবি তখন অন্য কতকগুলি লোকের সঙ্গে কথা কইছিলেন, তাই আমাকে খানিকক্ষণ ধ'রে বাড়ীর হাতার ময়দানে ব'সে-ব'সে এদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে' তুল্‌তে হ'ল। মুসলমান ফৌজী লোকটী জানালে যে সে শুনেছে যে কবি একজন আলা দরজার শাএর অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর কবি তো বটেনই, তা ছাড়া তাঁর প্রতি খোদা-তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি সূফী সাধকের যোগ্য তসওউফ্‌ বা ব্রহ্মজ্ঞানও পেয়েছেন। এই শ্রেণীর লোকেরা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই নমস্য। তাই তাঁরা তাঁর দর্শনের জন্য এসেছেন। আমি সংক্ষেপে বিশ্বভারতী, কবির কি উদ্দেশ্যে এই বৃদ্ধ বয়সে ভ্রমণে বহির্গমন, এই সব সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌লুম। কবিকে উপহার দেবার জন্য সঙ্গে ক'রে এরা নিয়ে এসেছিল একটী সামান্য জিনিস —রঙ্‌-করা ছোটো একটী মাটীর ভাঁড়ে একটী কাপড়ের গোলাপ গাছ, তাতে দুটো লাল কাপড়ের ফুটন্ত গোলাপ, একটী কালো পাখী গোলাপের পাশে ব'সে আছে। কবির কাছে এদের নিয়ে যেতে, এরা তাঁকে অভিবাদন করে দাঁড়াল', ফৌজী লোকটী উর্দুতে বিনয় ক'রে তার আনীত উপহারটী দিলে, ব'ল্‌লে যে কবি হ'চ্ছেন ভারতের বুল্‌বুল, ভারতের দিল্‌ হ'চ্ছে গোলাপ, তার কাছে কবি তাঁর গান শোনাচ্ছেন তাকে মুগ্ধ ক'রে দিচ্ছেন, তাই কাপড়ের তৈরী এই গুল্‌ আর বুল্‌বুলের মূর্তি তারা এনেছে। কবি এই সকল অতি সাধারণ লোকের কাছ থেকে এই ভাবে সমাদর পেয়ে আনন্দিত হ'লেন, যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে খুশী ক'রে সকলকে বিদায় দিলেন। আমি এদের প্রত্যুদ্‌গমন করবার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে এলুম। একটী পাঞ্জাবী হিন্দু ছোকরা আমার

কাছে এসে অতি বিনীতভাবে তার পাঞ্জাবী গ্রাম্য উচ্চারণের উর্দু-মিশ্র ইংরেজীতে ব'ল্‌লে যে, "মিডিল্" আর "সকুল্-ফায়্‌নল্" বা "ম্যায়্‌ট্রিকিউল্যাশন্" পাস-করা সুযোগ্য ভারতীয় লোকেদের এদেশে চাকরী জুটছে না, সে শেষোক্ত পরীক্ষা পাস ক'রে এসেছে, কোনও কিছুর সুবিধা হ'চ্ছে না, বেকার ব'সে থাকতে হ'চ্ছে— কবির সঙ্গে গভর্নর-সাহেবের বন্ধুত্ব আছে, লাট-বাড়ীতে তিনি মেহ্‌মান বা অতিথি ছিলেন এ কথা সে অখ্‌বারে প'ড়েছে,—এখন হুজুর যদি কবিকে ব'লে দেন আর কবি যদি গভর্নর-সাহেবকে এক ছত্র লিখে দেন তা হ'লে বিস্তর বেকার শিক্ষিত ভারতীয় যুবকের এই মালাই দেশে একটা হিল্লে হ'য়ে যায়—আর বিশেষতঃ যখন ভারতীয়দের তরক্কী বা উন্নতি হোক্ এটা তার বিশেষ কাম্য বস্তু।

কতকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক সপরিবারে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এলেন। দূর দূর জায়গা থেকে এসেছেন, এঁদের কেউ-কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেই উঠেছেন। এখানে ফেডারেটেড্ মালাই স্টেট্‌স্-এর সরকারে চাকুরী করেন, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার। এদেশে কারো কারো অনেক বৎসরের বাস। এঁদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে প্রতিবেশী একটী গুজরাটী ভদ্রলোকের স্ত্রীও এসেছেন। ছেলে-পুলে এখানেই বড়ো হ'য়েছে। দেশে যাওয়া কচিৎ ঘটে, এক বছর দু বছর অন্তর। ছোটো বড়ো ছেলে মেয়ে কতকগুলি দেখলুম। খোঁজ নিলুম, এদের অনেকে ভালো ক'রে বাঙলা ব'ল্‌তে পারে না। খেলুড়ীদের সঙ্গে মালাই বলে, অন্য লোকেদের সঙ্গে মালাই, এমন কি কখনো-কখনো বাপ-মায়েরও সঙ্গে ছেলেরা মালাই বলে। ইস্কুলে শেখে আর বলে খালি ইংরেজী। এক্ষেত্রে তারা যদি বাঙলা না শেখে, বা ভুলে যায়, তাদের দোষ কি? এঁদেরই একটী উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলেকে দেখলুম, খাসা বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত চেহারা, চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি, এই দেশেই বড়ো হ'য়েছে, এখানকার ইস্কুলে বরাবর প'ড়ে পাস ক'রে এখানেই একটী সরকারী ইস্কুলে মাষ্টারী ক'র্‌ছে, এর ছাত্রেরা তামিল, চীনে', পাঞ্জাবী, মালাই, এ কিন্তু বাঙলা কইতে পারে না। ছোকরা বাঙলায় আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে পার্‌লে না ব'লে বিশেষ দুঃখিত আর লজ্জিত হ'ল, তবে প্রতিশ্রুতি দিলে যে মাতৃভাষার চর্চা ক'র্‌বে। এর দিন কয়েক পরে আবার যখন অন্যত্র তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন সে আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বাঙলাতেই ক'য়েছিল।

২ অগাস্ট ১৯২৭, মঙ্গলবার।

আজ কবির শরীর অসুস্থ, জ্বরভাব মতন, আর অত্যন্ত দুর্বল অনুভব ক'র্‌ছেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে বিকালে তাঁর বক্তৃতা দিতে হ'ল—আগে থাক্‌তেই যা ঠিক হ'য়ে ছিল। চীনা থিয়েটার (থিয়েটারটীর নাম Drury Lane Theatre!—আমাদের Minerva Theatre, Star Theatre, Classic Theatre, Emerald Theatre, এমন কি Thespian Temple ব'লেও ক্ষণিকের জন্য এক বাঙলা থিয়েটার হ'য়েছিল, সেই সব বাঙলা থিয়েটার-ওয়ালাদের বিদেশী নামের প্রতি প্রীতি স্মরণ করিয়ে' দেয়)—স্থানীয় চীনা থিয়েটার-হলে তাঁর বক্তৃতা, চীফ সেক্রেটারী সাহেব হ'লেন সভাপতি। বক্তৃতা হ'য়েছিল সুন্দর, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, সমগ্র জগতের জাতিগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, এই বিষয়ে কবি ব'ল্‌লেন। বিশ্বভারতীকে অর্থ-সাহায্য করবার জন্য টিকিট বিক্রী ক'রে স্থানীয় ভারতীয় আর চীনারা মিলে এক Variety Entertainment করে, এটা রাত্রি ন'টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত চ'লেছিল। কবিকে রাত্রে আহারের পরে এক সময়ে এসে তাঁর ইংরেজী কবিতা গুটী পাঁচেক পাঠ ক'রে যেতে হ'য়েছিল। আমরা এই entertainment-এ ছিলুম—নানান দিক্ দিয়ে এটা বেশ কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হ'য়েছিল। এর প্রোগ্রামটীতে এই জিনিসগুলি

ছিল :—একটী চীনা ক্লাবের ব্যাণ্ড কর্তৃক ইউরোপীয় গত্ বাজানো ; ত্বটী চীনা নাটিকা—Yan Kheng Benevolent Dramatic Association কর্তৃক আধুনিক চীনা সমাজ অবলম্বন ক'রে ছোটো একটী হাল ফ্যাশনের নাটক, আর Chui Lok Amateur Dramatic Association কর্তৃক সেকেলে ধরণের একটী চীনা নাট্যাভিনয়, আরও ছিল Chin Woo বা চীনে কসরৎ, কতকটা জাপানী জিউ-জুৎস্থর মতন, চীনা যুবকদের জিমনাষ্টিক, Selangor Chinese Women's Athletic Association-এর চীনা মেয়েদের নাচের তালে জিম্‌নাষ্টিক আর ব্যায়াম প্রদর্শন ; আর স্থানীয় Vivekananda Tamil Girls' School-এর ছোটো-ছোটো মেয়েদের গানের সঙ্গে নাচ—Kollattam 'কোল্লাটম্' এই নাচের নাম। চীনেদের Chin Woo চিন্-উ কসরৎ আগে কখনো দেখিনি, এর নামই শুনিনি, এটীকে কার্যকারিতায় জিউ-জুৎস্থর প্যাচের চেয়ে কম ব'লে মনে হ'ল না। চীনে মেয়ে আর পুরুষদের ব্যায়াম প্রদর্শন দেখে বেশ মনে হ'ল, চীনা জাতিটা এদেশে এসে' ঘুমিয়ে নেই, এরা একেবারে যেন তৈরী হ'য়ে ব'য়েছে। চীনা boy scout বা ব্রতী বালকেরা খুব চতুর, চট্‌পটে। চীনাদের একটা অদম্য প্রাণবন্ত উৎসাহ সব কাজেই দেখা যায়, সেটার সামনে ভারতীয়েরা মরারও অধম। আধুনিক চীনের কার্যকারিতা আর ভারতের নিষ্ক্রিয়তা, এই ত্বই জা'তের মেয়েদের প্রদর্শিত ব্যায়াম ক্রীড়ায় আর নাচে-গানে পরিস্ফুট হ'ল। চীনা মেয়েরা খুব যোগ্যতার সঙ্গে ড্রিল দেখালে, তাদের নৃত্য-মিশ্র ব্যায়াম-রীতি, আর নাচ দেখালে। তাতে সমস্ত জিনিসটাতে কোথাও শালীনতার ত্রুটী দেখলুম না, বরং এদের মেয়েদের শিক্ষায় একটী বেশ দৃঢ়তার ভাবের সমাবেশ দেখা গেল, যেটা হয় তো এই যুগে আবশ্যক হ'য়ে প'ড়ছে। চীনারা নিজেদের উন্নতির জন্য নানা রকম ব্যবস্থা ক'রছে, অনেক ক্লাব ব্যায়াম-শালা নিজেরা চালাচ্ছে, কিন্তু বাইরে তাই নিয়ে হৈ-চৈ নেই। ভারতীয় শিশু মেয়ে কতকগুলি, হাতে ত্বটো ক'রে রঙীন ছড়ি বা কাঠি নিয়ে, ছড়িগুলি মাঝে-মাঝে ঠুকে-ঠুকে, কখনো বৃত্তাকারে কখনো ঘুরে ফিরে নাচ্‌লে, সঙ্গে-সঙ্গে ভজন-জাতীয় তামিল গানও চ'ল্‌ল। ছোটো মেয়েদের সামান্য নাচ—এই হ'ল ব্যাপার। কিন্তু একটী তামিল ভদ্রলোক এই কোল্লাটম নাচের cosmic বা আধ্যাত্মিক এক ব্যাখ্যা ক'রে, লম্বা ত্ব-তিন পৃষ্ঠার এক বিরাট্ লেখা তৈরী ক'রে এনে আমাদের হাতে দিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে কবি সেটা প'ড়ে এই নাচের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থটা উপলব্ধি করেন।

চীনে' নাটিকা ত্বটীর মধ্যে যেটী হাল-ফ্যাশনের, সেটীর কথা-বস্তু হ'চ্ছে, একটী শিক্ষিত পরিবারে নানা হাস্যরসের কথার মধ্যে কবিতা-লেখার প্রতিযোগিতা—আর রবীন্দ্রনাথের উপরে যে কবিতাটী একটী যুবক লিখ্‌লে, সর্বসম্মতি-ক্রমে সেইটীকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হ'ল। নাটকের এই কবিতাটীর একটী ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হ'য়েছিল, আমাদের অবগতির জন্য, চীনা ভাষায় লেখা প্রোগ্রামের মধ্যে। অনুবাদের ইংরেজীটা ঠিক বিশুদ্ধ না হ'লেও, তার আশয় থেকে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি এখানকার চীনারা যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান ক'রেছে সেই শ্রদ্ধার হার্দিকতা আর গভীরতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

দ্বিতীয় নাটিকাটী তার আখ্যায়িকা-বিষয়ে মামুলী ঢঙের জিনিস। তবে একটী বাঁচোয়া ছিল যে, এই নাট্যে চীনা ঝাঁঝ, কাঁসা, আর কাঁসীর "ঐক্যতান বাদন" ছিল না। গল্পটী এই :—শাশুড়ী বউয়ের উপর বড়ই অত্যাচার করেন ; আদর্শ মাতৃভক্ত পুত্র, বউয়ের স্বামী, মায়ের এই ত্বর্ব্যবহারের প্রতীকারের জন্য কিছু ক'রতে না পেরে, মনের ত্বঃখে সংসার ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধ মঠে গিয়ে ভিক্ষু হ'য়ে গেল ; বউটী অনেক যন্ত্রণা সহ্য ক'রে, আদর্শ চীনা পুত্রবধূর মতন শাশুড়ীর সেবা ক'রলে ; পরে হ'ল শাশুড়ীর মৃত্যু। এইখানে নাটক আরম্ভ। বউটী তার নিরুদ্দেশ স্বামীকে এখন খুঁজতে বা'র হ'য়েছে। স্টেজে এসে কতক falsetto গলায় গান গেয়ে, কতকটা বা 'গদ্যচ্ছন্দ' আউড়ে', মেয়েটী দর্শকের কাছে নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়ে' দিলে। তার পর চীনা ভিক্ষুর পোষাকে মাতৃভক্ত স্বামী মহাশয়ের প্রবেশ, হাতে জপমালা আর একটী চামর, মুখে একেবারে

নির্বিকার পুরুষের ভাব। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে চিনতে পারলে। স্ত্রীর কাতর মিনতি, স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে' নিয়ে যাবার জন্য। স্বামী তখন মঠের মধ্যে ধর্মের শান্তি (আর আরাম) পেয়েছেন—স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে, ভিক্ষুর ব্রত ভাঙা অধর্ম এই বুঝিয়ে', তাকে বিদায় ক'রে দিলেন। যে অভিনেতা মেয়েটীর অভিনয় ক'রেছিল, তার ভাবে, ভঙ্গীতে, গানে, কথায় একটা ব্যাকুলতা, একটী একাগ্র আহ্বান বেশ ফুটে উঠেছিল। স্বামীটীর এই ধর্মপ্রাণতা আমাদের মোটেই অনুমোদিত না হ'লেও, বৌদ্ধ ভিক্ষুর অভিনয়ে এমন সুন্দর একটা গাম্ভীর্যের ভাব, তার গানের সহজ সুরে এমন একটী ধীর শান্ত ভাব অভিনেতা এনেছিল যে মনে-মনে তাকে আমরা খুবই সাধুবাদ দিচ্ছিলুম। স্বামীর ভূমিকার অভিনেতা ছোকরা শুনলুম এখানকার এক বহুলক্ষপতির বংশধর।

বুধবার, ৩রা অগস্ট ১৯২৭।

সকালে কবি বেশ প্রফুল্লচিত্ত, আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় খানিক খুব আলোচনা চ'লল—বংশ-পরম্পরা-গত মানসিক প্রবণতা এক দিকে, আর এক দিকে দেশের জলবায়ুর পারিপার্শ্বিক, Heredity vs. Climate and Environment, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টার প্রভাব মানুষের মনে বেশী ক'রে হয়। এ বিষয়ের নিষ্পত্তি অবশ্য হ'ল না, কিন্তু দেশের প্রকৃতির প্রভাবটা যে একটা মস্ত জিনিস, heredity কেও যে ব'দলে দেয়, এই মতবাদের অনুকূল কবির মত।

ফেডারেটেড-মালায়-স্টেট্‌স্‌এর সরকারী ছাপাখানায় গিয়ে মালাই জাতি আর সভ্যতা সম্বন্ধে কতকগুলি বই কিনে আনা গেল। আর স্থানীয় বিবেকানন্দ তামিল স্কুল দেখে এলুম। এটী তামিল মেয়েদের ইস্কুল, স্থানীয় হিন্দু তামিল ভদ্রলোকদের উৎসাহে স্থাপিত হ'য়েছে। ইস্কুলটী বেশ চ'লছে, অনেকটা জায়গা জুড়ে বাড়ী, বড়ো-বড়ো ঘর, অনেকগুলি ছোটো বড়ো মেয়ে প'ড়ছে, তামিলদের যোগ্যতার পরিচায়ক এই ইস্কুলটী দেখে বেশ খুশী হ'লুম।

২০শে জুলাই আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁচেচি। এ পর্যন্ত এই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের সকল জাতির লোকে উচ্ছ্বসিত ভক্তি আর শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে সংবর্ধনা ক'রেছে, কোনও জায়গায় একটুও বিরোধ-ভাবের আভাস বা প্রকাশ পাইনি। সাধারণ ইউরোপীয়েরা কিন্তু এ-দেশে ভারতবাসীদের অতি হীন চোখে দেখে থাকে, কুলীর জাত ব'লে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতের লোক হ'য়ে, এদেশে এসে রাজাধিরাজের চেয়েও বেশী সম্মান পাচ্ছেন, সকলেই ভক্তি আর ভালোবাসার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ ক'রছে—এই ব্যাপারটী কিন্তু আমাদের সুপরিচিত আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান মনোবৃত্তির অধিকারী অনেক শ্বেত-চর্মের কাছে বড্ড একটা অস্বস্তির কথা হ'য়ে উঠেছিল; মালয় দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর ভ্রমণ যে একটী বিরাট triumphal progress হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, এটা অনেকের ভাল লাগ্‌ছিল না। এই অস্বস্তি আর বিরূপ-ভাবকে প্রকাশ ক'রলে সিঙ্গাপুরের "মালায়া ট্রিবিউন" কাগজ। এই কাগজের সম্পাদক গ্রান্‌ভিল্‌ রবার্টস্‌-এর কথা আগে ব'লেছি—লোকটা কবিকে সিঙ্গাপুর নাওয়ারার বন্দর দেখাতে চেয়েছিল, আর যেদিন আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে আসি সেদিন সদলে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিল। শুনলুম, লোকটা ভারতীয়দের কাছে নানা বিষয়ে সাহায্য পেয়েছিল; কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কাগুজে' অভিযান ক'রে, এ তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিয়েছিল। ২রা অগস্টের "মালায়া ট্রিবিউন"-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুল'—Dr. Tagore's Politics: রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ imperialism-এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ক'রেছেন, তিনি "শাংহাই টাইম্‌স্‌" সংবাদ-পত্রে ইংরেজদের দ্বারা চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোকে আর চীনদেশে ইংরেজ

জা'তের রাজনৈতিক কীর্তি-কলাপকে কঠোর কশাঘাত ক'রেছেন, ইংরেজদের বহু নিন্দাবাদ ক'রেছেন, আর ইঙ্গিত ক'রে হুমকী দেখিয়েছেন যে এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। এইরূপ বহু কথা ব'লে, তাঁর কাছে এই সংবাদ-পত্রে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় যে তিনি ব্রিটিশ-শাসিত মালাই দেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রছেন, রাজার আদর পাচ্ছেন, সর্বত্র সমস্ত ইংরেজ রাজকর্মচারীর সহানুভূতি আর সহযোগিতা পাচ্ছেন; বাইরে সত্যিই সেই ব্রিটিশ জাতির নিন্দা তিনি ক'রে বেড়াচ্ছেন কি না। ঐ দিনেরই কাগজে "শাঙ্‌হাই টাইম্‌স্"-এর প্রবন্ধ ব'লে খানিকটা লেখা তুলে' দেওয়া হয়।

এখন, রবীন্দ্রনাথ "শাঙ্‌হাই টাইম্‌স্"-এ কোনও পত্র লেখেননি। হ'য়েছিল কি, ১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণ-কালে রবীন্দ্রনাথ শাঙ্‌হাইয়ে চীনাদের উপরে ইংরেজ কর্তৃক আনীত ভারতীয় শিখ পাহারাওয়ালার অত্যাচার দেখে বড়ই ব্যথিত হন, আর এই ব্যাপার নিয়ে বাঙলায় একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেটী "শূদ্র ধর্ম" নামে, ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে বা'র হয়। এই প্রবন্ধ ইংরেজীতে অনূদিত হ'য়ে ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের "মডার্ন-রিভিউ"-তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজী প্রবন্ধ "মডার্ন-রিভিউ" থেকে নানা কাগজে উদ্ধৃত হ'য়ে, ঘুরে ফিরে শেষে "শাঙ্‌হাই টাইম্‌স্" কাগজে ওঠে, আর তা থেকে "মালায়া ট্রিবিউন" এই প্রবন্ধের বিকৃত অংশবিশেষ নিয়ে কবির বিরুদ্ধে লিখ্‌তে আরম্ভ করে। ঐ সময়ে চীনে ইংরেজদের অবস্থা বড় সন্তোষপ্রদ ছিল না, ইংরেজের বিরুদ্ধে চীনাদের শত্রুভাব, ইংরেজের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি, চীনের ইংরেজ অধিবাসীদের ধন-প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভারতীয় সেপাই যাচ্ছে, বিলেত থেকে মানোয়ারী জাহাজ যাচ্ছে। সুতরাং ঠিক সময় বুঝেই, "মালায়া ট্রিবিউন্" মালাই দেশের মালিক ইংরেজদেরকে কবির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রলে। আর কবির বিরুদ্ধে দেশের রাজা ইংরেজ চ'টে গেলে, ভয় পেয়ে ভারতীয় আর চীনা কেউই প্রকাশ্যে কবির প্রতি শ্রদ্ধা বা তাঁর বিশ্বভারতীর সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে সাহস ক'রবে না। উদ্দেশ্য যে ছিল এই, তাতে সন্দেহ হয় না।

"মালায়া ট্রিবিউন"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা কবির কানে উঠতে, তাঁর নামে যে প্রবন্ধ চালানো হ'য়েছে, তাতে দু-চারটে কথা সম্পূর্ণ-রূপে বিকৃত ক'রে, আর কবির নিজের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ক'রে ছাপানো দেখে, তিনি সিঙ্গাপুরের সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজে বিশেষ ক'রে সেই অংশের প্রতিবাদ ক'রে এক তার পাঠিয়ে' দিতে ব'ললেন। "মালায়া ট্রিবিউন"-কে গ্রাহ্যই করা হ'ল না। কিন্তু তা ব'লে "মালায়া ট্রিবিউন" ছাড়লে না, দিন তিনেক ধ'রে খুব আস্ফালন ক'রলে। দু একখানা ইংরেজদের কাগজও এই ঘোঁটে যোগ দিলে। এখন "মডার্ন-রিভিউ"-এর প্রবন্ধের কথা আমাদের কারো মনে ছিল না, কবিরও না। কিন্তু কুআলা-লুম্পুরের আদালতের একজন তামিল কর্মচারী এই প্রবন্ধটী আমাদের গোচর ক'রলেন। একটা that কে ব'দলে and ক'রে, একটা সেমিকোলন লাগিয়ে', তাঁর মডার্ণ-রিভিউ-তে ছাপা প্রবন্ধের কোনও বাক্যের অর্থ উল্‌টে দিয়েছে। কুআলা-লুম্পুরের ভারতীয়দের সংবাদপত্র "মালায়ান ডেলি এক্সপ্রেস" তাদের ৬ই অগস্ট তারিখের সংখ্যায় এইসব কথা খুলে লিখে দিলে—Anti-Tagore bubble pricked—an object lesson in dishonest journalism—mischievous propaganda exposed ব'লে কড়া মন্তব্য লিখলে। কুআলা-লুম্পুরের ইংরেজদের কাগজ "মালায় মেল" আগে থাকতেই কবি তথা ভারতবাসীদের বিরোধী ছিল, এখন দিন দুই ধরে "মালায় ট্রিবিউন"-এর সঙ্গে গলা মেলালে। এদিকে চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে কবি যে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদেরই মতন তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছিলেন, সে মত থেকে একটুও সরেন নি, সে কথা তিনি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেন। বিরোধী ইংরেজদের কাগজের মধ্যে দুই একখানা কাগজ দু-তিন দিন ধরে বিপক্ষে লিখ্‌লে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমরাই অবাক হ'য়ে গেলুন—বে-সরকারী ইংরেজ, আর ইংরেজ কর্মচারীরা, এই খবরের কাগজের

লেখালেখি সত্ত্বেও আর চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সম্বন্ধে কবির নিজের মত স্পষ্ট ক'রে কাগজের মারফৎ শুনিয়ে' দেওয়া সত্ত্বেও, কেউ বিচলিত হয় নি। স্থানীয় কতকগুলি বিশিষ্ট ইংরেজ কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এসে তাঁদের কার্ড দিয়ে গেলেন; সিঙ্গাপুরের-ইংরেজদের সব চাইতে বড়ো ক্লাব থেকে কবির সেক্রটারী হিসাবে আরিয়ম্‌কে চিঠি লিখে জানালে যে, এইরকম ঘৃণ্য কলম-বাজীর সঙ্গে ভদ্র ইংরেজের যোগ নেই, আর কুআলা-লুম্পুরে আর তার আশ-পাশের দুই-একটী শহরে যেখানে যেখানে কবি আহূত হ'য়ে গেলেন, সেখানেই রাজকর্মচারী ইংরেজ আর বেসরকারী ভারতীয় মালাই চীনা আর ইউরোপীয় সকলেই এসে পূর্ব বন্দোবস্ত মত যোগদান ক'র্‌লেন। এটা আমাদের অনুমান হয়, মালয় গভর্নমেণ্ট "মালায়া ট্রিবিউন"-এর এই ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ এর আতিশয্য, যা রবীন্দ্রনাথের মত জগৎপূজ্য কবিকে অপদস্থ ক'রে নিজেরই বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছিল, তার অনুমোদন করে নি। এইসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, কবি মালয় দেশের ইংরেজ কর্মচারী বা বেনিয়া কাগজওয়ালাদের ভয়ে বা খাতিরে তাঁর "মডার্ন-রিভিউ"তে প্রকাশিত প্রবন্ধ, যা নিয়ে খানিকটা জল ঘোলাবার চেষ্টা হ'ল, তার জন্য একটুও 'কিন্তু-কিন্তু' হন নি। এসম্বন্ধে তাঁর হ'য়ে আরিয়ম ৭ই অগস্ট্‌ তারিখে মালাইদেশের সমস্ত খবরের কাগজে যে চিঠি লেখেন, সে চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ব'লে শেষ কথা বলেন—কোনও গভর্নমেণ্টের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যায়-বুদ্ধির অনুমোদিত উক্তিকে প্রত্যাহার ক'র্‌তে পারেন না, তাতে এও বলা হয়;—আর এই চিঠির সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটাও চুকে যায়। কুআলা লুম্পুরের "মালায় মেল" এর লোক এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁকে খুঁটিয়ে' জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁর রাজনৈতিক মত যাই হোক না কেন, ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি রকম; তখন তিনি বলেন যে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আর অন্য বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, ব্যক্তিগত-ভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধু-ভাব আছে, লর্ড লিটন স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসেন, তাঁকে লাট-বাড়ীতে আমন্ত্রণ করা হয়, আর বাঙলার লাটেরা তাঁরও আতিথ্য স্বীকার ক'রেছেন।

ব্যাপারটা তো সহজেই মিট্‌ল মালাই দেশে, কিন্তু ভারতে তার ঢেউ এসে পৌঁছলো। দেশে ফিরে শুনলুম, এই নিয়ে দেশের খবরের কাগজের মধ্যে দুই-একটীতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অবর্তমানে তাঁর দেশের লোকের চোখে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হ'য়েছে। ভারতের তথা রবীন্দ্রনাথের পরম হিতৈষীরা, ভারতবর্ষের সংবাদ-পত্রে মালাই দেশের এই সব ভারতীয়দের বিরোধী ইংরেজদের খবরের কাগজের মন্তব্য পাঠিয়ে' দেয়। তা থেকে, জাতীয়তার উদ্বোধক এই দেশী কাগজগুলিতে, মোটা হরফের শিরোলিখন দিয়ে এইরূপ ইঙ্গিত করা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সম্বন্ধে যা ব'লেছিলেন, মালয় দেশে গিয়ে সেখানকার ইংরেজদের খুশী রাখবার জন্য তিনি নিজ উক্তির প্রত্যাহার ক'রেছেন। একেই ইংরেজী প্রবচনে বলে, 'পিছনদিক থেকে ছুরী মারা'। অমনি বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের একজন দিগ্‌গজ মোড়ল, যিনি নিজের সম্বন্ধে নাকি ছাপায় উক্তি ক'রেছেন যে সাহিত্য রঙ্গমঞ্চের আসরে তিনি অনেক নাচ-ই নেচেছেন, সম্প্রতি অবসর নিতে চাচ্ছেন, তিনি কাগজে চিঠি লিখে তাঁর righteous indignation বা ন্যায্য ক্রোধ প্রকাশ ক'রলেন যে, লাট-বাড়ীর ভোজের আর আরামের লোভে বুড়ো বয়সে রবীন্দ্রনাথ সাহসের অভাব দেখিয়ে' কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হ'য়ে নিজের উক্তিগুলি ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। হায় রে, ইউরোপের স্বাধীন রাজারা যাঁকে সম্মানের স্থান ডানদিকে বসিয়ে' খাওয়াতে পার্‌লে কৃতার্থ হয়, যাঁর বাড়ী ব'য়ে এসে নিজ দেশে যাবার জন্য যাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে যায়, এক-একটা সমগ্র জা'তের কাছ থেকে যাঁর জন্য নিমন্ত্রণ আসে, —পৃথিবীর প্রধানতম কবি ব'লে বিশ্বজগতের তাবৎ শিক্ষিত লোকে যাঁকে বরণ ক'রে নিয়েছে, যিনি নিজের আর নিজের দেশের মর্যাদার কথা, আর জগতের শ্রেষ্ঠজনগণের মধ্যে নিজের আসন কোথায় তা বিলক্ষণ বোঝেন,— তাঁর সম্বন্ধে, আমাদের গেঁয়ো ঘোঁট-মঙ্গলের পাণ্ডা, নূতন পরকীয়াতত্ত্বের সাহিত্যের ওস্তাদ এসে, শিষ্টজনোচিত ভদ্র ভাষা প্রয়োগ ক'রে ব'ল্‌ছেন—to save his skin and to retain for himself the comfort and

the honour of the Government hospitality ইত্যাদি ; অগস্টের ৩রা তারিখে, "মালায়া ট্রিবিউন্" কবির বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ ক'রলে, আর তার দিন ১৩।১৪ আগে কবি কেন এই আক্রমণ প্রতিবাদ করবার জন্য ২০শে-২২শে জুলাই যখন তিনি সিঙ্গাপুরে লাটের অতিথি ছিলেন তখন লাট-বাড়ী ত্যাগ ক'রে humblest Chinese dwelling-এ গেলেন না—এটা কবির অমার্জনীয় অপরাধ, তাঁর কাপুরুষতা। জবর psycho-analyst, সেইজন্য তারিখের আর ঘটনার ক্রমের সম্বন্ধে একটু "ব্যাভ্রোম" হয়। সেই যে গল্পে আছে, মিঞা-সাহেব স্বপ্ন দেখলেন, বিবির পর উঠেছে, পর উঠেছে তো চিঁড়িয়া, আর চিঁড়িয়া তো এক্কেবারে মুরগী—অমনি নিদ্রিত অবস্থায় ছুরি নিয়ে বিস্‌মিল্লা ব'লেই গলায় আড়াই প্যাঁচ।

অপ্রিয় কথার আলোচনা যাক্। ব্যাপারটা নিয়ে, দেশ-উদ্ধারের sole agency প্রাপ্ত মোসাহেবী-মার্কা স্বাধীনতার জন কতক অগ্রদূত (যারা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ ছিলেন ফিরিঙ্গী পোর্তুগীস, এই অপূর্ব তথ্য একাধিকবার প্রকাশ ক'রে নূতন গবেষণার পুলকে আত্মহারা হ'য়ে গড়াগড়ি দিয়েছিল), রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে একটা ইতর ঘোঁট তুলেছিল ব'লেই, কথাটার অবতারণা ক'রে, রবীন্দ্রনাথের সাথী হিসেবে যা ঘ'টেছিল সে-সম্বন্ধে দেশবাসীর কাছে সংক্ষেপে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখলুম।

আজ দুটোর পরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ইস্কুল ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনে কবির বক্তৃতা ছিল। ছেলেরা আর মাষ্টাররা, আর স্থানীয় বহু শিক্ষিত ইংরেজ জড়ো হ'ল। ছেলেদের মধ্যে চীনা আর মালাই-ই বেশী, কিছু সিংহলী আর তামিল আছে, পাগড়ী মাথায় দুই-একটী শিখ ছেলেকেও দেখলুম। নানা জাতের সমাবেশ এই দেশে, যারা এদেশে বসবাস ক'রছে তাদের মধ্যে প্রধান যোগ-সূত্র হ'চ্ছে ইংরেজী ভাষা—আর ইংরেজী শিক্ষার যোগ-সূত্র। চীনা, মালাই, তামিল, পাঞ্জাবী—এক-ই ইংরেজী বা ফিরিঙ্গিয়ানা ভাবে গ'ড়ে উঠছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা নেই, বা নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় নেই। এরা যাতে কালা বা হ'ল্‌দে ইংরেজ ব'নে যায়—এই হ'চ্ছে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর অবস্থা-গতিকে, এই উদ্দেশ্য না হ'য়েই বা যায় কি ক'রে? কি রকম আশ্চর্য ব্যাপার—কোথায় চীনা, কোথায় তামিল, কোথায় পাঞ্জাবী, কিন্তু একস্থানে এসে এরা মিলিত হ'ল, আর এক দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরেজের অধীনে এদের যেন এক কড়ায় ঢেলে গালিয়ে' নেওয়া হ'চ্ছে। এর ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে, তা কে জানে?—ইস্কুলে কবি ছোটো একটী বক্তৃতা দিলেন, আর "শিশু"-র তরজমা Crescent Moon থেকে কিছু প'ড়ে শোনালেন।

তারপরে কবিকে মোটরে ক'রে নিয়ে গেল Seremban সেরেম্বানে, Negri Sembilan নেগ্‌রি-সেম্বিলানের রাজধানী এই শহর। তিনি সন্ধ্যার দিকে সেখানে পৌঁছবেন, সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা, পরের দিন দুপুরের মধ্যে ফিরবেন। ধীরেন-বাবু আর আমি র'য়ে গেলুম। বিকালে আমরা ফাড-এর সঙ্গে গেলুম কুআলা-লুম্পুর শহরের মাইল কতক উত্তরে, ঐ দেশের এক দর্শনীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দেখতে—Batu বাটু পাহাড়ের বিরাট্ গুহা। একটী পাহাড়ের পাদদেশে মোটর থেকে নামতে হ'ল। গোটা কতক সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের সানুদেশে ওঠা গেল, সেখানে অল্প একটু সমতল জায়গা, স্বাভাবিক বারান্দার মতন। আশে-পাশে কতকগুলি বিরাট্ বিশাল মহীরুহ। একটী ছোটো ঝরনা। মনোরম স্থান, অল্পের মধ্যে পাহাড় আর অরণ্যানীর মিশ্রন। বারান্দার সামনেই গুহার মুখ। চুনা পাথরের পাহাড়। গুহার ভিতরে যথেষ্ট আলো আছে। ভিতরটা তিন চার তালার সমান উঁচু হবে। গুহার ছাত থেকে পাথর জমাট বেঁধে বট গাছের ঝুরির মতন যেন নীচে নেমে আসবার চেষ্টা ক'রেছে; তাতে ভারতের প্রাচীন-যুগের কোনও মন্দিরের ভিতরের পদ্মকাটা পাথরের চাঁদোয়া, বা মধ্য-যুগের ইউরোপীয় গথিক গির্জার ছাতের ভিতরের দিককার সাজের কথা মনে করিয়ে' দেয়। কোণে কোণে, আলো-আঁধারীর মধ্যে, সাম্‌নে, ছোটো বড়ো বিরাট্ পাথরের লম্বা-লম্বা চাবড়া খাড়া র'য়েছে, সেই সবগুলি দূরথেকে দেখে, নানাপ্রকারের মানুষ

দৈত্য দানব পশু পক্ষী যেন প্রস্তরীভূত হ'য়ে র'য়েছে এই রকম কল্পনা করার একটা প্রবৃত্তি সহজেই জেগে ওঠে। পরে সুরেন-বাবুর সঙ্গে আর একবার এই গুহা দেখতে আসি, শিল্পীর কল্পনা—সুরেন-বাবু ব'ললেন, এইসব পাথর যেন দিনের আলোয় পাথর, রাত্রে এরা বেঁচে ওঠে, আর নিজের-নিজের রূপ ধ'রে এই গুহার ভিতর অতীত জীবন-লীলার পুনরভিনয় করে। গুহার ভিতরটার পরিসর খুব বেশী নয়। পাহাড়টাকে কিন্তু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে গুহা; গুহার অপর পারে পাহাড়ের আর এক অংশ, সেখান থেকে আকাশ দেখা যায়, পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে চড়া যায়। এটী যেন একটী প্রকৃতির তৈরী মন্দির, মধ্য-যুগের হিন্দু মন্দিরের বা খ্রীষ্টান cathedral বা বা গির্জাঘরের পরিকল্পনা মানুষ যেন এই রকম গুহা দেখেই ক'রেছিল। গুহার বাইরে, গুহামুখের পাথরের গায়ে, চীনারা এসে নিজেদের অক্ষরে কি খুঁদে রেখে গিয়েছে, আর গুহার ভিতরে এক কোণে তামিলেরা একটী মন্দির ক'রে নিয়েছে—সেখানে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিব সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতি দেবতার মূর্তি নিয়ে প্রদীপ জেলে ব'সে আছে। বলা বাহুল্য, এই মন্দিরে পূজার জন্য সামান্য কিঞ্চিৎ অর্থদান ক'রে ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করা গেল।

বহুদিন পরে একটী মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রলুম।

কুআলা-লুম্পুর থেকে যেতে হবে Ipoh ইপো-তে—এটী Perak পেরাঃ রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো শহর। ইপো-তে ৯ই আর ১০ই তারিখে মালাইদেশের সরকারী আর অন্য ইস্কুলের শিক্ষকদের একটী সম্মেলন হবে, কবিকে তার উদ্বোধন ক'রতে হবে, আর কথা হ'ল যে এই উপলক্ষ্যে আমাকে এক প্রবন্ধ প'ড়তে হবে। ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির উপর প্রবন্ধ। ক'দিনে একটু-আধটু সময় ক'রে নিয়ে প্রবন্ধটা লিখে ফেল্‌তে হবে। আজ রাত্রে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করা গেল।

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অগস্ট।

কবি দুপুরে সেরেম্বান থেকে ফির্‌লেন। বিকালে এক বিশেষ চা-পান সভা আহ্বান ক'রে, স্থানীয় চীনারা কবিকে সংবর্ধনা ক'রলে, আমাদের বাসা-বাড়ীর হাতায়। অনেকগুলি চীনা ভদ্রলোক এসেছিলেন, আর সিংহলী আর ভারতীয়ও অনেকে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। যথারীতি বক্তৃতা শিষ্টাচারাদি হ'ল। এই চা-পান সভায় ফোটো নেওয়ার পালা এল', অনেকেই সঙ্গে ক্যামেরা এনেছিল, ফোটো তুল্‌লে। বাঙালী মহিলা কয়জন ছিলেন, কেবল কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁরা এই সভায় উপস্থিত হন। নিজের ছবি তোলাতে এঁরা নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল যে সে লোক এসে, এক-ই সভায় উপস্থিত হয়েছি ব'লে ছবি তুলে নিয়ে যাবে, এ বড়ো উৎপাত। একটা আধ-বুড়ো লোক, জা'তে সিংহলী, নানা দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে' ক্যামেরা ঘুরিয়ে'-ঘুরিয়ে' এঁদের ছবি নেবার চেষ্টা ক'র্‌ছিল। লোকটা অতি অভব্য। কিন্তু দেখে খুশী হ'লুম, তার ছবি নেওয়া হ'ল না। মহিলারা একটী টেবিলের চার ধারে ব'সেছিলেন, লোকটার ছবি নেবার মতলব বুঝতে পেরে এঁরা অতি সহজ-ভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে' নিলেন। কিন্তু এ নাছোড়বান্দা। ব্যাপারটা দেখে আমরা একবার ধীরে-ধীরে এসে তার ক্যামেরার সামনে আড়াল ক'রে দাঁড়ালুম। তখন আস্তে-আস্তে সে স'রে গেল, আর বিরক্ত ক'রলে না। বাঙালী মেয়েদের স্বাভাবিক এই শালীনতাটুকু আমাদের ভালোই লাগ্‌ল।

রাত্রে এখানকার টাউন-হলে আমাকে আর আরিয়মকে ম্যাজিক লাণ্টার্ণের সাহায্যে বক্তৃতা দিতে হ'ল। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছ থেকে ভারতীয় স্থাপত্য আর ভাস্কর্য আর ভারতীয় চিত্রকলার কতকগুলি স্লাইড নিয়ে এসেছিলুম; এই সব স্লাইড দেখিয়ে' ভারতীয় চিত্রশিল্পের উপরে হ'ল আমার বক্তৃতা, আর আরিয়মের কাছে ছিল শান্তিনিকেতনের স্লাইড। ঘণ্টা দুই লাগ্‌ল দুটো বক্তৃতায়—ভীড় হ'য়েছিল বেশ, লোকে পালা'ল না, বিষয়টা নোতুন ছিল, অনেকে তাই মন দিয়ে চুপ ক'রে শুন্‌লে; বক্তারা এতেই খুশী।

শুক্রবার, ৫ই অগস্ট।

বিকালে আমরা কবির সঙ্গে Klang ক্লাঙ্ ব'লে একটী ছোটো শহরে গেলুম। কুআলা-লুম্পুরের পূবে, বাইশ মাইল রাস্তা মোটরে যাওয়া গেল। দেশটী এখানে চমৎকার, সবুজে ভরা, রবারের আর না'রকল গাছের ঘন বন, ছোটো-ছোটো ঢালু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে উঁচু-নীচু পথ। ক্লাঙ্-এ স্যর মালকম্ ওয়াট্সন নামে একজন ইংরেজ, রবারের বাগান ক'রে বাস ক'রেছেন। ইনি এ অঞ্চলে একজন নামী সরকারী ডাক্তার ছিলেন, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে একপত্রী। কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই দেশেই র'য়ে গিয়েছেন। এক পাহাড়ের উপর তাঁর চমৎকার বাড়ীটী; আশ-পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। স্থানীয় ভারতীয় চীনা মালাই আর ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের আগমন হ'য়েছিল এঁরই বাড়ীতে, কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। স্যর ম্যালকম্ অতি অমায়িক লোক, বিশেষ শিক্ষিত, কবির ভক্ত পাঠক। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে একত্র চা-পান ক'রে আমাদের ঘণ্টাখানেক বেশ কাট্‌ল। তারপর শহরে এলুম। এখানকার আংগ্লো-চাইনীস ইস্কুল-ঘরের হলে সভা। কবিকে বাইরে দাঁড়িয়ে', সমাগত জনমণ্ডলীর আর ছাত্রদের কাছে দর্শন দিতে হ'ল, হল-ঘরে সকলের স্থান হওয়া অসম্ভব। স্যর ম্যাল্‌কম কবির একটী অতি সুন্দর পরিচয় দিলেন, অতি হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কবির মহত্ত্ব, আর কি ভাবে তিনি নিজে তাঁর কাছে ঋণী তার কথা ব'ললেন। কবি একটু বক্তৃতা দিলেন, তারপর তাঁর ইংরেজী বই থেকে কিছু কিছু কবিতা প'ড়লেন। ইংরেজ মেয়ে পুরুষ অনেকে ছিল। কবি যখন Crescent Moon থেকে 'শিশুর বিদায়' কবিতাটীর অনুবাদ প'ড়ছিলেন, তখন একটী ইংরেজ মেয়ের চোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে জল প'ড়ছে, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে রুমাল দিয়ে উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণের ব্যর্থ চেষ্টা দেখলুম। এই রকমে বিকালটী অতি আনন্দে কাটিয়ে' সন্ধ্যার পরেই কুআলা-লুম্পুরে আমরা বাসায় ফিরলুম। রাত্রে মনোজ-বাবুর বাড়ীতে আহার হ'ল—আর সেখানে অন্য নানা ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আর আলাপ হ'ল।

একজন চীনা লক্ষপতি আমাদের ব্যবহারের জন্য তাঁর মোটর-গাড়ী দিয়েছেন। কবিকে একদিন তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এঁর পিতা চীন দেশ থেকে নাকি সামান্য কুলী হ'য়ে মালাই দেশে আসেন। কিন্তু ক্রমে ব্যবসায়ে হাত দিয়ে কোটি ডলারের মালিক হ'য়ে মারা যান। স্কচ বণিকদের পরামর্শে ছেলেকে স্কট্‌লাণ্ডে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পাঠান। পড়াশুনো কিছু হয়নি। কিন্তু ছেলে বিষয়-বুদ্ধি খোয়ায় নি, যদিও একটু আজগুবি জিনিসে বিশ্বাস করে। এক তামিল জ্যোতিষী এর ঠিকুজী তৈরী ক'রে ভাগ্য গণে এর কাছ থেকে অনেক পয়সা নিয়েছে। এঁর মনে বিশ্বাস, কবিও একজন অলৌকিক শক্তিশালী যোগী, গণৎকার, দয়া হ'লেই তাকে বৈষয়িক tip দুই-একটা দিতে পারেন।

শনিবার, ৬ই অগস্ট।

সকালে বন্ধু-সমাগম। তিনটেয় চীনাদের Confucian School-এ কবির বক্তৃতা, তার পরে Kajang কাজাঙ্ ব'লে কুআলা-লুম্পুরের দক্ষিণে একটী ছোটো শহরে বিকালের মতন কবি গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এলেন। রাত্রে সিংহলী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত তালালার বাড়ীতে ছিল নৈশ ভোজ। এখানে পরিচিত ভারতবাসী অনেকেই ছিলেন। বহু সিংহলীর মতন তালালা একেবারে সাহেব ব'নে গিয়েছেন। ঘরে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে ইংরেজীই বলেন। মেয়েদের পোষাক ইংরেজী। দুই ছেলে, একজনের নাম Cyril, আর একজনের Cecil,

বা ঐ রকম একটা "কুসুম-পেলব" নাম। এরা মোটেই সিংহলী জানে না। এই নানা জাতের মিশ্রণের দেশে, ক্রমে সকলেরই অবস্থা এই রকমই দাঁড়াবে। বাঙলা ভালো জানে না, এ রকম বাঙালী ছেলেও তো এই দেশেই দেখেছি। যাক্, তালালারা মানুষ হিসাবে চমৎকার। এই ভোজন-সম্মেলনে আমি সব চেয়ে বেশী খুশী হ'য়েছিলুম, এক মালাই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে। মালাই দেশে এসে এতদিন পরে এই প্রথম একজন উচ্চ বংশের আর উচ্চ-শিক্ষিত মালাইয়ের সঙ্গে দু-দণ্ড আলাপ করবার সুযোগ হ'ল। এঁর নাম Dato' Rambau দাতোঃ রাম্বাউ। 'দাতোঃ' অর্থে ক্ষুদ্র রাজা। ইনি বিলেত-ফেরত, স্থানীয় এফ্-এম্-এস্ কাউন্সিলের সদস্য। মালাই ভাষা, মালাইদের সংস্কৃতি ইত্যাদির আলোচনা, রক্ষা আর উন্নতি কল্পে মালাই জাতের মধ্যে কোনও সচেতন চেষ্টা আছে কি না, শিক্ষিত মালাইরা এ বিষয়ে অবহিত কি না—এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে, এ-সব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত মালাই কেয়ার করে না। মালাই জাতের নিজস্ব শিল্প প্রায় সর্বত্রই লোপ পেয়েছে। এক সুদূর মফস্বলে বা কোথাও-কোথাও একটু-আধটু আছে। তবে কলা-শিল্প রক্ষার জন্য ইংরেজরা সচেষ্ট; আর মালাই জাতের মধ্যে যে কলাকৌশল বিদ্যমান সেটা যাতে লোপ না পায়, সেজন্য পেরাঃ-রাজ্যের রাজা তাঁর রাজধানী কুআলা-কাঙ্সার-এ একটী শিল্পবিদ্যালয় খুলেছেন। এ ছাড়া, মালাই জাতের ছোকরাদের জন্য একটী গুরু-ট্রেনিং বিদ্যালয় আছে,—এখানেই যা অল্প-স্বল্প মালাই ভাষার অনুশীলন হয়। আর সাহেবেরা (অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী আর মিশনারী, ডচ্ইংরেজ) মিলে কিছু-কিছু মালাই ভাষা আর সাহিত্যের চর্চা ক'রেছে। আমি ব'ললুম, আচ্ছা, আপনারা শিক্ষিত লোকে মিলে একটা মালয়-সাহিত্য-পরিষৎ করুন না কেন, তা হ'লে তো আপনারা মিলে আপনাদের ভাষা আর সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে, নিজেদের বিপর্যস্ত জাতীয় সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় ক'রে একটী গৌরবের বস্তু ক'রে তুলতে পারেন, আপনাদের জাতের মধ্যে কল্পনা আছে, কবিত্ব-শক্তি আছে—আপনাদের প্রাচীন গদ্য-কাব্য আর বীর-গাথা তো উঁচু দরের জিনিস, আপনাদের গীতি-কবিতা 'পান্তুম'-এর নাম আর রূপ, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের খোঁজ যিনি রাখেন তিনিই জানেন, তা ছাড়া, আপনাদের কারিগরের হাতের রূপার কাজ, জরীর আর রেশমের কাপড়, বেত বোনার কাজ—এ-সব কলা-শিল্প হিসাবে খুবই সুন্দর,—এ সব জিনিস থেকে কেন আপনারা বঞ্চিত হন, আর জগৎকেও বঞ্চিত করেন? A federation of all cultures, সব জাতির সংস্কৃতি মিলে একটী বিরাট্ সভ্যতা-সংঘ—তাতে আপনার জাতেরও স্থান থাকা উচিত। ইনি বেশ ধীর-ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, আমায় ব'ল্লেন—মহাশয়, আপনি যা ব'লছেন তা সবই ঠিক বটে, একটা মালাই ভাষা, সাহিত্য আর সভ্যতা সংরক্ষণী সভার আবশ্যকতা হ'য়েছে, শিক্ষিত মালাইদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার; এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে আরো আলাপ ক'রতে চাই। সেদিনের মতন এঁর সঙ্গে আলাপ শেষ হ'ল। পরে শ্রীযুক্ত তালালা এঁর সঙ্গে আমার পুনর্দর্শন ঘটাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু কি একটা জরুরী মীটিংএ এঁকে কোথায় চ'লে যেতে হয় ব'লে, এই মালাই সজ্জনটীর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি॥

৮। ইপোঃ

রবিবার, ৭ই অগস্ট।

আজ আমরা কুআলা-লুম্পুর ত্যাগ ক'রলুম দুপুরের গাড়ীতে। বাড়ী থেকে বিদায় নেবার আগে চীনা চাকর আর খানসামারা এল—হাত জোড় ক'রে কবিকে প্রণাম ক'রলে। এদের নিঃশব্দে অতি ক্ষিপ্র দক্ষতার সঙ্গে কাজ ক'রে যাওয়া, আর এদের চির-প্রফুল্ল ভাব চিরকাল আমাদের মনে থাক্‌বে। একটী বুড়ো চাকর ছিল, তার যত্ন,—আর একজন ছোকরা, তার সদানন্দ হাসিমুখ, আর তার নাম Ah Hoy "আ-হয়" ব'লে তাকে ডাক্‌লেই তার একগাল হাসি, কখনও ভুল্‌বো না।

শহরের অধিকাংশ ভারতীয় আর চীনা বন্ধুরা স্টেশনে এলেন আমাদের রেলে তুলে দিতে। ইপোর পথে মাঝে দুটো স্টেশনে কবিকে সংবর্ধনা করা হল, অভিনন্দন-পত্র পড়া হ'ল, মালা দেওয়া হল। যেখানে গাড়ী থামে, সেখানেই কবিদর্শনার্থী লোকের ভীড়। বাঙালী ভদ্রলোক দু-চার জন এলেন, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার। গাড়ীতে ইপোঃ থেকে আগত ভারতীয় আর চীনা কতকগুলি ভদ্রলোক ছিলেন, ইপোঃ শহরের অধিবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে এঁরা আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ীতে চঙ্‌-লিঙ্‌ ব'লে একটী চীনা ভদ্রলোক, কবির সঙ্গে চীনাদের ধর্মজীবন নিয়ে আর সাধারণ ধর্ম-সংক্রান্ত কথা নিয়ে বেশ সদালাপ ক'রলেন।

এবারকার পথটাও বেশ পাহাড়ে' পথ। মাঝে-মাঝে পাহাড়ের গায়ে বন পুড়িয়ে' জঙ্গল সাফ করা হ'চ্ছে, রবারের বাগান হবে সেখানে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ইপোতে পৌঁছানো গেল। এখানে স্টেশনে পূর্ববৎ ভীড়। পেরাকের রাজার বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, রাজার তরফ থেকে তাঁর মন্ত্রী Raja Bendahara রাজা বন্দাহারা স্টেশনে এসে কবিকে স্বাগত ক'রলেন।

সোমবার ৮ই অগস্ট।

রাজার বাড়ী যে রাস্তায়, তার নাম Jalan Astana অর্থাৎ রাজার আস্থানের বা প্রাসাদের সড়ক। মালাই দেশে মালাই ভাষায় রাস্তার নামকরণ, বেশ লাগ্‌ল। কলিকাতায় এটা এখনও হ'ল না, হবে কিনা তাও জানি না, সেই অনাবশ্যক 'ষ্ট্রীট, রোড, লেন, স্কোয়ার, এভেনিউ', ইত্যাদি; 'সড়ক, রাস্তা, গলি, চত্বর, কুঞ্জবীথি'—এসব বাঙলা কথা, বাঙলা অক্ষরে লেখা নামের ফলকে এখনও স্থান পেলে না। অথচ পশ্চিমের শহরে New City Road হিন্দী আর উর্দুতে 'নয়া শহর সড়ক' ব'লে লেখা হ'য়েছে। এই দেশে উপনিবিষ্ট একজন তামিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক, এঁর নাম শ্রীযুক্ত গুণরত্ন ডসন (Dawson), ইনি ভারতীয়দের তরফ থেকে আমাদের তদ্‌বীর করবার জন্য রইলেন। পেরাকের রাজার এক কর্মচারীও ছিল; এই ভদ্রলোকটী মালাই-জাতীয়, নাকে চোখে রঙে মালাই, কিন্তু খুব ভারিক্কে চেহারা, বিরাট্‌-বপু, পাঠান বা ইরানী অথবা খাঁটী আরবের মতন চেহারা। এর নামটী হ'চ্ছে "ইওপ্‌"।

আজকের দিনে নানা কাজ। মালাই দেশের শিক্ষকদের সম্মেলনের উদ্বোধন হ'ল সকালে। প্রথম অধিবেশনে স্থানীয় এক ইংরেজ জজ সভাপতি হলেন, কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল। দেশটায় জীবনযাত্রা সহজ, পয়সাও শস্তা, তাই লোকের মনে শ্রমসাধ্য culture-এর প্রতি টান হওয়া শক্ত,—এই রকম কথা ব'লে, সভাপতি তাঁর বক্তৃতার অবতারণা ক'রলেন, আরও ব'ল্‌লেন যে কবির আগমনের ফলে দেশে একটা culture-এর হাওয়া বইবে আশা করা যায়, ইত্যাদি। সম্মেলনের একজন নেতা ছিলেন, শ্রীযুক্ত নবরত্নম্‌ ব'লে একটী তামিল ভদ্রলোক, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ী, খর্বকায়, শ্যামবর্ণ পাতলা একহারা মানুষটী, একটু খোশ-পোশাকী; তিনি তাঁর অভিভাষণ প'ড়লেন। মালাই দেশের শিক্ষকদের

এক পরিষৎ, বহু চেষ্টার পর বিলেতের ইস্কুল-মাষ্টারদের সঙ্ঘের সঙ্গে তাদের শাখা হিসেবে গৃহীত হ'য়ে যুক্ত হ'য়েছে, এইটে ছিল অভিভাষণের একটী প্রধান কথা। এতে নাকি মালয় দেশের শিক্ষাবিভাগের শ্বেতচমদের আপত্তি ছিল, সে আপত্তি সত্ত্বেও, শেষে বহুবিঘ্ন-প্রতিষেধক এই গৌরবময় সম্পর্ক ঘ'টেছে—তাই সম্মেলনে একটু বিশেষ উল্লাস ছিল।

বিকালে টাউন-হলে নগরবাসীদের পক্ষ থেকে কবিকে অভ্যর্থনা করা হ'ল, এখানে চা-পান, বক্তৃতা, আলাপ। চীনা, মালাই,—আর তামিল, সিংহলী, সিন্ধী, ভাটিয়া, শিখ, পাঞ্জাবী হিন্দু, চার-পাঁচ-জন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, একজন ডাক্তার, একজন এখানকার ব্যারিষ্টার, আর বাকী সকলে সরকারী দপ্তরে কাজ করেন। এই চা-পান সভা শেষ হবার পরে, শ্রীযুক্ত ডসন আমাদের শহরটায় একটু ঘুরিয়ে' নিয়ে, শহরের বাইরে এক চীনা মন্দির দেখাতে নিয়ে গেলেন। শহরটা চারিদিকে ছড়িয়ে' প'ড়ছে। এক জায়গায় সরকার থেকে কেরানী আর অন্য অন্য অফিসারদের জন্য বাড়ী ক'রে দিয়েছে। প্রশস্ত ঘাসে-ভরা চত্বরের চার পাশে ছোটো-ছোটো সুন্দর-সুন্দর বাঙলা-বাড়ীর সারি, ঘন না'রকেল গাছের কুঞ্জের মাঝে, চত্বরে চীনা, তামিল, আর মাথায় বিরাট্ পাগড়ী প'রে শিখ ছেলেরা একত্র খেলা ক'রছে, কোনও বাড়ীতে রঙীন সাড়ী প'রে তাদের অপূর্ব ভারতীয় লালিত্য-মণ্ডিত চেহারায় তামিল ভদ্রঘরের মেয়েরা ব'সে-ব'সে সেলাই ক'রছে, বই প'ড়ছে, চকিতের মত চোখ তুলে আমাদের চলন্ত গাড়ীর দিকে তাকিয়ে' কবিকে দেখে, প্রীত বিস্মিত হ'য়ে যাচ্ছে। কোথাও পাজামা-পরা চীনা বা পাঞ্জাবী মা ছেলে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে'। শহর ছাড়িয়ে' আমারা বাইরে এসে প'ড়লুম। পরিষ্কার রাস্তা, দেশটা যেন মাজা-ঘষা। চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী। ভর সন্ধ্যার অস্তমিত সূর্যের ম্রিয়মাণ আলোয় একটা উদাস-করা শান্তির ভাব।

চীনে' মন্দিরে এসে পৌঁছুলুম। একটী বাঁধ-মতন, তার ধারেই পাহাড়, পাহাড়ের ভিতরে একটী স্বাভাবিক গুহা, ভিতরে নানা মুখে সেই গুহা গিয়েছে। গুহাটীকে অবলম্বন ক'রে মন্দির। কোথাও কোথাও বা পাথর কেটে দুই-একটা দোতলা কুঠরী তৈরী করা হ'য়েছে। মন্দিরের ভিতরে নানা দেবতার মূর্তি, প্রধান বেদির উপরে, আর আশে-পাশে; মূর্তিগুলি হয় কাঠের, নয় মাটির, খুব উজ্জ্বল রঙে রঙানো। Tao তাও-ধর্মের মন্দির। এক পুরোহিত আছে; অতি অপরিষ্কার ব'লে বোধ হ'ল লোকটাকে—নীলরঙের আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা লম্বা চুল, তার উপরে নীল কাপড়ের একটা ছোটো টুপী। তাও-ধর্মের দেবতা আছে, বুদ্ধমূর্তিও আছে। তাও বাদীরা দেবতার বিষয়ে উদার। পুরোহিত আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে সব দেখালে। গুহাটী চৌরস নয়, তাই মন্দিরও চারিদিকে সমান বা সমতল হয়নি। এক জায়গায় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে হ'ল, পাহাড়ের ভিতরে সুবিধা-মত ledge বা তাক পেয়ে, পাথর কেটে দোতলা ঘর বানিয়েছে। আলো জ্বেলে আমাদের একটা অন্ধকারময় পথ দিয়ে গুহার আর এক অংশে নিয়ে গেলে, সেখান থেকে পাহাড়ের ওধারে বাইরে যাবার পথ আছে। বেশ একটা mystic বা রহস্যময় ভাব ছিল এই গুহ-মন্দিরটার ভিতরে। সব বেশ পরিষ্কার ক'রে রাখা। মন্দিরের প্রধান বেদির কাছে ফিরে এলুম। পুরোহিতের বখ্‌শীশ্ হিসাবে, কিছু দক্ষিণা দেওয়া গেল। লোকটা খুশী হ'য়ে নিলে। শ্রীযুক্ত ফ্যঙ্ ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তিনি দোভাষীর কাজ ক'রলেন। একজন ধর্মপ্রাণ ধনী চীনা ভদ্রলোক পুণ্যকর্ম-হিসাবে বিতরণের জন্য চীনা ভাষায় তাও-ধর্ম সংক্রান্ত একখানি লিথো-ছাপা বই রেখে দিয়েছেন পুরোহিতের কাছে। এতে নরক-দুঃখ বর্ণনার বিস্তর ছবি আছে। এই বই এক খণ্ড ক'রে পুরোহিত মহাশয় আমাদের উপহার দিলেন।

শহরে যখন ফিরে এলুম, তখন পুরো রাত্রি হয় নি। কবিকে বাসায় রেখে আমরা ক'জন সদলে বা'র হ'লুম ইপোর বাজারে ঘুরতে—"বারাঙ্-বারাঙ্ তম্বাগা, মলায়ু-বিকিন্, লামা-পুঞ্যা"—অর্থাৎ প্রাচীন মালাই কাজ পিতলের জিনিসের সন্ধানে। কোথাও মিল্‌ল না। মালাই শিল্প যে লোপ পেয়েছে, তার সন্দেহ নেই। অভাবে তামিল

মুসলমান মুদীর দোকানে নানা রকমের দক্ষিণ-ভারতের জিনিসের সমাবেশের মধ্যে, দুই-একটী দক্ষিণী পিতলের প্রদীপ আর অন্য জিনিস দেখে, তাই কেনা গেল।

মঙ্গলবার ৯ই অগস্ট।

সকালে কবিকে চীনাদের Yuk Choy Public School য়ুক্-চয় স্কুলে নিয়ে গেল, ফাঙ আর আরিয়ম্ সঙ্গে রইলেন। সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি, মোটরে ক'রে পেরাঃ রাজ্যের রাজধানী, আর পেরাব রাজার বাসভূমি Kuala Kangsar কুআলা-কাঙ্সার নগর দেখতে বেরুলুম, আমাদের সঙ্গে রইল সেরেম্বানের তামিল ছেলেটী তুরৈরাজসিংহন্, আর পেরার রাজবাটীর সেই জবরদস্ত চেহারার কর্মচারীটী। মালাই দেশের অপূর্ব-রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ। পথে প'ড়্ল ক'টা গণ্ডগ্রাম—Tanjong Rambutan তাঞ্জং রাম্বুতান, Sungei Siput সুঙেই সিপুৎ, Salak সালাঃ, Enggor এঙ্গোর। উড়িষ্যার গাঁয়ের বড়ো-দাণ্ডের মতন বড়ো সড়ক গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে। এই সড়কের দুধারে দোকান-পাট, বাজার, সমস্ত চীনা আর তামিল দোকানী,—মালাইদের দেখা-ই নেই—অথচ এই অঞ্চলটা এদিকে মালাইদের প্রধান নিবাস-ভূমি, তাদের সভ্যতার একটা বড়ো কেন্দ্র। প্রত্যেক গাঁয়ের বাজারের মধ্যে, মোটর-রাস্তার ধারে, রেল-স্টেশনের নাম লেখা পাটাতনের মতন বড়ো-বড়ো কাঠের ফলকে ইংরেজীতে, আরবী অক্ষরে মালাইয়ে, তামিলে, আর চীনায়, গাঁয়ের নাম লেখা—মোটর-চড়া পথিকের গোচরার্থে। আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ ক'রতে-ক'রতে পেরাঃ নদীর তীরে এসে প'ড়লুম। নৌকায়-তৈরী সাঁকোর উপর দিয়ে মোটর পার হ'ল। ওপারে পৌঁছে, গাড়ী একটা চড়াই জায়গা বেয়ে আস্তে-আস্তে উঠে, তারপর বেগ বৃদ্ধি ক'রে চ'ল্বে; দেখি, একটা অতি শিশু বেরাল-বাচ্ছা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে' আমাদের গাড়ী আসছে তার দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে' আছে। মোটর-চালক মালাই, তার লক্ষ্য নেই, সেই গাড়ীর গতি বাড়াচ্ছে। "কুচিঙ্, কুচিঙ্" অর্থাৎ 'বেরাল, বেরাল' ব'লে আমি চেঁচিয়ে উঠ্তে, গাড়ী থামালে। যেখানে বেরালটী ছিল, সেখানে রাস্তার ধারে এক পাল মালাই ছেলে-বুড়ো ব'সে ছিল, রাস্তার মাঝখানে বেরাল-ছানা, হঠাৎ গাড়ী থেমে গেল,—এই ব্যাপার দেখে তাদের কৌতুক-রসবোধকে বড়োই উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্লে, তারা ঐক্যতানে হেসেই আকুল, বেরালটাকে সরাবার আগ্রহ কারু নেই। শেষে হাত নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে দেখাতে, একটা ছোঁড়া দল থেকে বেরিয়ে' এসে, বেরালটাকে ধ'রে তুলে ছুঁড়ে রাস্তার ধারের পগারের ভিতর ফেলে দিলে। মালাই মনোভাব আর জন-সাধারণের রসবোধ জিনিসটা ভালো বুঝলুম না, ভালোও লাগ্ল না।

কুআলা-কাঙ্সারে মালাই কলেজের বাড়ী দেখলুম। এই কলেজটী মালাই দেশের রাজবংশের ছেলেদের জন্য—ভারতবর্ষের 'রাজকুমার কলেজ'গুলির মতন। মালাই আর্টস্-এণ্ড-ক্রাফ্‌ট্‌স্ স্কুলে গেলুম। প্রাচীন মালাই শিল্পকে জীইয়ে' রাখবার জন্য এই ইস্কুল। ভারতে বিটিশ সরকার কোনও-কোনও স্থানে এই রকম ইস্কুল স্থাপন ক'রেছেন, যেখানে আধুনিক রীতিতে শিল্প-বিদ্যা তো শিক্ষা দেওয়া হয়-ই, তার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের সাবেক কলা-শিল্প যাতে লোপ না পায়, তারও কারিগর যাতে হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। লখ্‌নৌতে, লাহোরে, মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে এইরূপ Arts and Crafts School আছে। দেশী রাজ্যের মধ্যে জয়পুরে, মহীশূরে আর ত্রিবাঙ্কুরে আছে। সিংহলের কান্দীতে এক বেসরকারী সমিতিরও এইরূপ একটী ইস্কুল আছে। এইসব ইস্কুলে সাবেক চালের ওস্তাদ্ কারিগরদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়, তাদের কাছে শাগরেদ বা ছাত্র হ'য়ে, সাধারণতঃ যে জাতীয় লোকের মধ্যে এই শিল্পকার্যের প্রচার আছে সেই জাতির ছেলেরা কাজ শেখে। গুরু আর শিষ্যের হাতের কাজ ইস্কুলেই বিক্রী হয়, কলা-রসিক ব্যক্তিগণ কিনে ইস্কুলের উদ্দেশ্যের সহায়তা করেন। গেঁয়ো যোগী ভীখ পায় না;

সাধারণতঃ ভারতবাসী ধনী ব্যক্তি নিজের দেশের শিল্প-সম্পদ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ আর অন্ধ, বেশী দাম দিয়ে বাজে বিদেশী জিনিস কিন্‌বে, কিন্তু শিল্প-কলার পরিচায়ক হাতে-তৈরী যে-সব কাজ—যেমন ধাতুর কাজ, পাত্র, গহনা, প্রভৃতি, মীনা, খোদাই কাজ—পাথরে, কাঠে, হাতীর-দাতে, কাপাস, রেশম আর উনের কাপড়, জরীর কাজ, ইত্যাদি—বিদেশী-কলাবিদ্‌গণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন ক'রে থাকে, সে কাজের দিকে তারা ফিরেই চাইবে না, তার সৌন্দর্য বোঝবার মত চোখ আর বিদ্যা, দুই-ই আমাদের নেই। এই সব ইস্কুলে কিছু সরকারী সাহায্য পেয়ে আর বিদেশী রূপ-রসিকদের রস-বেত্তৃত্বের উপরে নির্ভর ক'রে, কোথাও-কোথাও প্রাচীন হাতের শিল্প কিছু-কিছু বেঁচে আছে। কুআলা-কাঙ্‌সারের ইস্কুলের কথা শুনে অবধি তাই সেটা দেখবার ইচ্ছে ছিল। মালাই রূপার কাজ ভারী সুন্দর। আমাদের পদ্মলতার মত কতকগুলি নক্‌শা বেশ সাবলীল জোরালো হাতে আঁকা, সুন্দর বাজে ছেনীতে কাটা। Niello কাজ, মালাই ভাষায় যাকে "চুটাম্" কাজ বলে—এই কাজে রূপোর খোদাই, মধ্যে মধ্যে কালো মীনায় ভরাট করা—অতি চমৎকার, কিন্তু বড় দামী, আর আজকাল দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে যাচ্ছে। কুআলা-কাঙ্‌সারে সুরেন-বাবু শান্তিনিকেতনের জন্য দুই-চারটী রূপার জিনিস নিলেন, আমি পাঁচ ডলারে সাবেক চালের মাটীর সরার মতন গোল-তলা-ওয়ালা ছোটো একটী রূপোর বাটী নিলুম, ধারে পদ্মলতার মত নক্‌শা কাটা। মালাই দেশের সভ্যতার অন্য অঙ্গের মতন তার শিল্পও ভারত থেকে এসেছিল, কি হিন্দু যুগে আর কি মুসলমান যুগে। কিন্তু মালাই শিল্পী ভারতের অন্ধ অনুকরণ করেনি। সে তার কাজে এমন একটু মনোহর বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল, যাতে এই শিল্পকে তার জাতের নিজস্ব সে ক'রে নিয়েছিল। সুরেন-বাবু এই রকমের বাটীর সম্বন্ধে ঠিকই মন্তব্য করেন, এমন সুন্দর পাত্রে ক'রে কোনও জিনিস খেলে তার সোয়াদ যেন বাড়ে—আর যা-তা এতে খেতে নেই—দেবভোগ্য আহার, যেমন সুন্দর সুগন্ধি পায়েস, নিয়ে এই রকম বাটী থেকে খেতে হয়, আর সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পীর রূপকর্মের সৌন্দর্যকেও উপভোগ ক'রতে হয়। জাপানী Cha-no-yu "চা-নো-ইউ" অনুষ্ঠানে চা-পানের সঙ্গে-সঙ্গে তার চীনামাটীর পাত্রগুলির সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যেমন।

এর পরে, কুআলা-কাঙ্‌সারের বাজারে খানিক ঘুরলুম। এক চীনা মণিহারীর দোকানে মালাই জাতি আর ছোটো একটী মালাই ছুরী (ক্রিস্) কিনলুম, এক চীনা হোটেলে সকলে কিছু জলযোগ ক'রলুম। তারপর Astana Besar বা বড়ো রাজবাটী দেখা গেল, দূর থেকে, এটী রাজার হাল ফ্যাশনের বসত-বাড়ী। একটী জিনিস দেখে আশ্চর্য মান্‌লুম—রাজবাড়ীতে ভারতীয় পাঞ্জাবী সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। রাজবাড়ীর কাছেই এখানকার রাজার পিতার তৈরী ছোটো একটী মসজিদ দেখলুম, সুন্দর ভারতীয় মুসলমানী ঢঙে, দিল্লী আগরা ফতেপুর-সিকরীর ঢঙে তৈরী তার আজানের মিনারটী, কিন্তু এক-গম্বুজের ছোটো মসজিদ বাড়ীটী আদিযুগের বিশুদ্ধ আরব পদ্ধতিতে তৈরী। কাছে এক মক্তব, সেখানে আরবী পড়ানো হয়। রাজা-বন্দাহারার বাড়ী, উঁচু টিলার উপর ব্রিটিশ হাই-কমিশনরের বাড়ী, এগুলিও দেখানো হ'ল। তারপর আমাদের পাণ্ডা ইঙপ্ আমাদের নিয়ে চ'ল্‌ল রাজার পুরাতন প্রাসাদ দেখাতে। Bukit Stiakelimpahan ব'লে নাতি-উচ্চ একটী ঢালু পাহাড়ের গায়ে পুরাতন মালাই ঢঙে খুঁটীর উপরে তৈরী কাঠের কতকগুলি বড়ো-বড়ো বাড়ী। এই প্রাসাদের নাম Astana Putra, বা Astana Merchu। আমাদের সংস্কৃত 'পুত্র' আর 'পুত্রী' শব্দ মালাই ভাষায় 'রাজপুত্র' আর 'রাজপুত্রী' অর্থে ব্যবহৃত হয়,—যেমন ভারতবর্ষে 'কুমার, কুঁওর, কোঙার' শব্দ, স্পেনে Infant শব্দ অর্থে 'রাজপুত্র'। Astana Putra-তে রাজার আর রাজপরিবারের ছেলেরা থাকে, রাজপরিবারের স্ত্রীলোকেরা অনেকে থাকে। ইপোঃ থেকে আমরা পেরার রাজার মোটরে এসেছি, সঙ্গে আছে রাজভৃত্য ইঙপ্। আমরা বিনা প্রশ্নে রাজবাড়ীর আঙিনায় এলুম। একদিকে খোঁটার উপর কাঠের একটা মস্ত একচালার মতন, তাতে অনেকগুলি মালাই স্ত্রীলোক র'য়েছে, সে দিকে আহারের আয়োজন চ'ল্‌ছে। একটী চমৎকার নোতুন বাড়ী দেখলুম, মালাই ধাঁজে তৈরী, ইঙপ্ ব'ললে সেটী

রাজার মেয়ের বিয়ের উপলক্ষ্যে তৈরী হ'য়েছিল। পেরার রাজার মেয়ের বিয়ে হয় আর এক মালাই রাজে রাজকুমারের সঙ্গে। মালাই বিয়ের একটা প্রধান অনুষ্ঠান, বর-ক'নেকে একটী দামী গদির বিছানার উপর বসানো হয়; এই বিয়ের গদির তাকিয়ার দুই মুখে কাজ-করা রূপোর চাকতি থাকে। এই বিছানা খুব এক জমকালো ব্যাপার যেন সিংহাসনে রাজা রাণীকে বসানো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগত, বড়ো লোক হ'তে প্রজারা, সকলে এসে বর-ক'নের সামনে ভেট বা উপহার দেয়। এই রকম রীতি যবদ্বীপেও আছে, আর বাজা রাজড়া আর বড়ো লোকের বাড়ীতে এই বর-ক'নের বিছানা বা গদি আলাদা একটা ঘরে থাকে। এই গদি যেন পবিত্র জিনিস, আর কেউ কোনও সময়ে তার উপর বসে না, এই গদিকে যবদ্বীপে 'দেবী শ্রীর গদি' বলে। কুআলা-কাঙ্‌সারের এই বিয়ের বাড়ীতে এই রকম গদি দেখলুম। আর তা ছাড়া, মালাই জা'তের বৈশিষ্ট্য নানা দ্রব্য-সম্ভারে ভরা এই বাড়ীটী; সাবেক ধরণে সাজানো মালাই রাজাদের বাস-ঘর বেশ দেখা গেল। বাড়ীটীতে রাজপরিবারের মহিলারা ছিলেন; আর ছিলেন কতকগুলি বৃদ্ধ, যেন প্রাচীন ভারতের রাজপ্রাসাদের বিশ্বস্ত কঞ্চুকী। মালাইদের মধ্যে পরদা-প্রথা নেই, এই যা রক্ষা। সোনা-রূপার তৈজস-পত্র, "কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত," প্রজাদের উপহৃত নানা জিনিস, সোনা রূপার ময়ূর, সব পরিষ্কার ভাবে সাজানো র'য়েছে। অথচ বাড়ীটী মিউজিয়ম নয়, বাসের বাড়ী, ছেলেপুলেদেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

কুআলা-কাঙ্‌সারে এক চীনা জহুরী আর মহাজনের দোকানে তার কাছে বাঁধা-রাখা মালাই কারু-শিল্পের কতকগুলি সুন্দর নমুনা দেখা গেল, দুই-একটা ছোটো জিনিসও আমরা নিলুম। তারপরে আবার সেই সুন্দর পথ দিয়ে ইপোতে আমাদের বাসায় ফেরা।

সন্ধ্যায় ইপোর টাউন-হলে কবির বক্তৃতা আর পাঠ হ'ল। পেরাঃ রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট-সাহেবের সভাপতি হ'বার কথা ছিল, তিনি অলঙ্ঘ্য কারণে আস্‌তে না পারায়, স্থানীয় প্রধান-বিচারপতি সভাপতি হ'লেন। পরে রেসিডেন্ট-সাহেব চিঠি লিখে কবিকে জানান, নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় সাঁকো অচল হয়, তাই তিনি আসতে পারেন নি; আর Tai-Ping তাই-পিঙ শহরে পরে যখন কবি বক্তৃতা করেন, তখন তিনি উপস্থিত থেকে সভাপতির কাজ করেন, আর বলেন যে ইপোর সভায় তিনি হাজির থাক্‌তে পারেন নি, এটা তাঁর কাছে একটা বিশেষ আফসোসের কথা, ইত্যাদি। "মালায়াট্রিবিউন"-এর সাধু চেষ্টা এই ভাবেই মাঠে মারা গেল।

রাত্রে ন-টায় আমার বক্তৃতা হ'ল, ছায়াচিত্র-যোগে, আধুনিক ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উপর, স্থানীয় আংগ্লো-চাইনীস ইস্কুল-গৃহে।

একটী চীনা যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, একে বেশ লাগ্‌ল। "বাবা"-চীনা, খাঁটী চীনা সংস্কৃতির ধার ধারে না, তোয়াক্কাও রাখে না। এর নাম Goon Khooi Koon গুন্-খুই-কুন্। ইংরেজী ইস্কুলেই বরাবর লেখাপড়া শিখেছে, কি একটা আপিসে কাজ করে। লম্বা-চওড়া দোহারা চেহারা, কথা-বার্তায় এমন চমৎকার হৃদ্যতার পরিচয় খুব কম পেয়েছি, ভারী সদালাপী রসালাপী আমুদে' লোকটী। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে এর বেশ সদ্ভাব। চীনা গান, চীনা বাজনা, মালাই গান আর নাচ এর চেষ্টায় আমরা ইপোতে আবার ভালো ক'রে শুনতে আর দেখ্‌তে পাই।

বুধবার, ১০ই অগস্ট।

পেরার রাজার বাড়ীর অবস্থানটী অতি চমৎকার। বাড়ীর পিছন দিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে' ছোট্ট Kinta কিন্তা নদীটী ব'য়ে যাচ্ছে। ওপারে কাছে পাহাড়, দূরেও পাহাড়। নদীর ধারে সুন্দর ঘাসের মাঠ, একটী ঘাট,

কতকগুলি বড়ো-বড়ো গাছ, আর ফুল-বাগান। মালী তামিল-জাতীয়। দুপুরে নদীর ধারে একটী চেয়ার নিয়ে গাছের তলায় ব'সে বই পড়া বড়ো আরামের। মাঝে-মাঝে দূরে পাহাড়-অঞ্চল থেকে ডিনামাইট দিয়ে টিনের খনির পাহাড়-ফাটানোর গুরু-গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি-দ্বারা বাহিত হ'য়ে স্নিগ্ধ-গম্ভীর হ'য়ে কানে লাগছে। ইপোতে আমাদের চারিদিনের অবস্থানের স্মৃতির সঙ্গে এই বাড়ীটীর সৌন্দর্য বিশেষ ভাবে জড়িত।

সকাল সাড়ে-আটটায় মালায়ান্-টীচারস্-কন্‌ফ্রেন্স-এ আমার প্রবন্ধ প'ড়লুম, "ভারতের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কতকগুলি সমস্যা, আর ইস্কুলে মাতৃভাষার স্থান" এই বিষয়ে। এর পরে শ্রীযুক্ত গুণবত্ন ডসন্ মহাশয় আমাদের এক টিনের খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন।

টিন্ এদেশের এক প্রধান খনিজ সম্পৎ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে চীনা লেখকেরা মালয় দেশের টিনের কথা উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন। ডচেরা সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকে এ দেশ থেকে খুব টিন কিনত। মালাইরা নিজেরা আগে উপর-উপর মাটী খুঁড়ে টিন বা'র ক'রত। খনি অনেক, লোক কম, চীনারা এসে এই কাজে যোগ দিলে, আর উনবিংশ শতকের মধ্যে চীনারাই এই কাজ প্রায় পূরো দখল ক'রে নিলে। মালাই খনির মালিক বা খনির কুলী খুব কম। চীনারা মালাই সরকারকে আইন-মোতাবেক মুনাফার একটা হিস্সা দেয়, কিন্তু নিজেরা টিন খুঁড়ে বা'র করে। ইংরেজ কোম্পানী কিছু কাজ চালাচ্ছে, খাজনা দিয়ে দু তিনটে ফরাসী কোম্পানীও কাজ ক'রছে, কিন্তু শ্রমিক সব চীনা, আর চীনাদেরও অনেকগুলি Kong-si "কঙ্‌সী" বা কোম্পানী আছে। মালাই দেশের টিন যা বা'র করা হয়, তার বারো আনা চীনা কোম্পানীদের হাতে। টিন বা'র করবার তিন রকম পদ্ধতি আছে। উপর থেকে খুঁড়ে যায়—এটী প্রাচীন পদ্ধতি। খনি হয়—যেন বিরাট্ পুখুর খোঁড়া। মাটী আর ধাতুমিশ্র মাটী বা পাথর কেটে-কেটে, উপরে তোলে। এই পুখুর-কাটা খনি জলে ভ'রে যাবার আশঙ্কা আছে, তাই জল ছেঁচে তুলতে হয়। অন্য এক রকম রীতি আছে, তাতে পাইপে ক'রে জল এনে খুব জোরে পাহাড়ের গায়ে ফেলা হয়, তাইতে ক'রে পাহাড় আর মাটীর ভাঙন ধরে। তারপরে আছে, কয়লার খনির মতন মাটীর তলায় সুরঙ্গ কেটে যাওয়া। এই তৃতীয় পদ্ধতিটী হ'চ্ছে আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতি, খালি ইংরেজদের হাতে যে অল্প কতকগুলি খনি আছে সেখানেই এই রীতিতে কাজ হয়। এই তৃতীয় রীতি বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ।

আমরা যে খনি দেখতে গেলুম, সেটী ইপোঃ-শহর থেকে অল্প কয় মাইল দূরে। খনির নাম Beatrice Mine, জমীর দখলকার Dr. Rogers ডাক্তার রজার্স ব'লে একজন সিংহলের তামিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক, তার মেয়ে বেয়াট্রিস্-এর নামে এই খনি। Thong-yin Kong-si ব'লে এক চীনা কোম্পানী কাজ চালাচ্ছে। সরকার (অর্থাৎ ফেডারেটেড-মালাই-স্টেটস্-এর গভর্ণমেণ্ট) নিজের প্রাপ্য কর পায়; ডাক্তার রজার্স শতকরা একটী রয়ালটি বা উপস্বত্ব পান, সেটী নাকি মাসে হাজার চল্লিশ ডলারের কাছাকাছি। খনির কাজ চালানোর সমস্ত খরচ চীনাদের, বাকী লাভও তাদের। শ্রীযুক্ত ডসন্ আমাদের নিয়ে খনিতে পৌছুলেন। খনির ম্যানেজার এক চীনা যুবক, সুগঠিত দেহ, অতি ভদ্র, বিলেতে গিয়ে খনির কাজ শিখে এসেছেন, তিনি সঙ্গে ক'রে সব দেখালেন। সে সব লিখে বর্ণনা করবার চেষ্টা ক'রবো না, কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত। দেখে মানুষের শক্তিকে প্রশংসা ক'রতে হয়, আর অদ্ভুত মেনে প্রাচীন গ্রীক কবির সঙ্গে ব'লতে হয়,—পৃথিবীতে বহু আশ্চর্য বস্তু আছে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হ'চ্ছে মানুষ। কেমন ক'রে মাটীর ভিতরে বিরাট্ গহ্বর কেটে তার মধ্যে থেকে চাবড়া-চাবড়া টিন-মিশ্র পাথর উপরে আনা হ'চ্ছে, কেমন ক'রে খুব উঁচুতে সেই সব চাবড়া কলে ফেলে পিষে গুঁড়োনো হ'চ্ছে, তারপরে গুঁড়ো থেকে নানা প্রাকৃতিক আর রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারায় টিন আর অন্য ধাতু আলাদা ক'রে ফেলা হ'চ্ছে—এসব ব্যাপার এক দিকে, আর ওদিকে কাজ চ'লেছে বিরাট্ বিশাল গুহা-মধ্যে; মাটীর ভিতরে এই গুহা কাটা হ'য়েছে—এই lode বা খনির-পথ প্রায় ৩০০ ফীট গভীর, আরও বেড়ে যাচ্ছে; ঢালু রেলে ক'রে lode-এর তলা থেকে, সেখানে

খনির কুলীরা কাজ ক'রছে, সেখান থেকে, ছোটো-ছোটো গাড়ী ক'রে টিন-মিশ্র পাথরের চাবড়া উপরে আনা হ'চ্ছে, সেখান থেকে জল ছেঁচে উপরে তুলে ফেলা হ'চ্ছে; সেই ঢালু রেলের পাশে কাঠের সিঁড়ি তৈরী হ'য়েছে, তাই দিয়ে খনির ভিতরে আমরা নামলুম। তেরছা ভাবে গুহা-পথ ধরে সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। তলায় পাথরের গা থেকে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে চীনা কুলীরা সব ধাতু-মিশ্র মাটি পাহাড় কাটছে—ভূগর্ভস্থ বিরাট্ গুহা বিজলীর আলোতে উদ্ভাসিত, খালি খনির ভিতর ব'লে আর ভূগর্ভে জল থাকার দরুন, একটা ভাপসা গন্ধ, এবং স্যাঁৎসেঁতে ভাব। সেখানে চীনা কুলীরা পিল্‌পিল্ ক'রছে; বহুসংখ্যক পাথর-কাটা ছেনির আওয়াজ, গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিতে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রতিফলিত হ'চ্ছে। চীনা কুলীদের মুখে রা-টীও নেই, সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে কলের মতন কাজ ক'রে যাচ্ছে। যতটা টিনের চাবড়া এক-এক জনে ওঠাবে সেই অনুপাতে পারিশ্রমিক পাবে। সমস্ত জিনিসটার ক্ষিপ্রকারিতা আর সুব্যবস্থা দেখে চীনাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা না হ'য়ে যায় না।

দেখে শুনে উপরে ফিরে আসা গেল। খনির ম্যানেজার শিষ্টতা ক'রে আমাদের বরফ-লেমনেড খাওয়ালেন। ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলুম। পথে শ্রীযুক্ত ডসন্ এই খনির সম্বন্ধে দু-চারটী খবর দিলেন। প্রথমটায় এই খনির কাজ ভালো চ'ল্‌ছিল না, উপর-উপর যা টিন পাবার তা বা'র ক'রে নেওয়া হ'য়েছিল, তারপরে কিছু বা'র হ'চ্ছিল না, মালিকেরা খুব গভীর-ভাবে খোঁড়বার জন্য যথোপযুক্ত টাকা খরচ ক'রতে পারছিল না। তারপরে ডাক্তার রজার্সের হাতে আসে খনিটা। তিনিও প্রথম সুবিধা ক'রতে পারেননি, কারণ কোনও বড়ো চীনা কোম্পানী সাহস ক'রে হাত দিতে চায়নি। তখন এক চীনা কুলীর বিধবা স্ত্রী, তার পুঁজী ছিল মাত্র কয়েক শত ডলার, সে কপাল ঠুকে এই খনির ইজারা নিলে, ছ'মাসের জন্য। অল্পস্বল্প খুঁড়ে কিছু হ'ল না, তার সব টাকা প্রায় ব্যর্থভাবে নিঃশেষিত হ'য়ে গেল। ইজারা শেষ হ'তে যখন দিন পনেরো বাকী আছে, তখন ধাতুর একটা ছোটো আকর, যাকে ইংরিজিতে 'পকেট' বলে, তাতে হাত প'ড়ল। এইতেই তার কপাল ফিরে গেল। যে কয়দিন খনি তার হাতে ছিল, তার শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সে লোক লাগিয়ে প্রাণপণ যত্নে যতটা পারে তুলে নিলে। একটা বিশেষ তারিখের মাঝ-রাত্তির পর্য্যন্ত তার ইজারা ছিল; তাকে আর তার কুলীদের সেই নির্দিষ্ট সময়ে সরিয়ে দেবার জন্য ফৌজী পুলিস মোতায়েন ক'রতে হ'য়েছিল। কিন্তু চীনা স্ত্রীলোকটী এই কয় দিনেই বহু সহস্র ডলারের মালিক হ'য়ে গেল।

আজকে নানা কবিদর্শন-কামী লোকের আগমন। সিঙ্গাপুরের মেথডিস্ট মিশনের এক আমেরিকান মিশনারি এলেন, মিস্টার লী। গোঁড়ামি নেই, কবির সঙ্গে বেশ আলাপ ক'রলেন। এই মিশনের লোকেরা মালাই সাহিত্যের অনেক ভালো-ভালো প্রাচীন বই রোমান অক্ষরে আর আরবী অক্ষরে ছাপিয়েছেন, মালাই অভিধান প্রভৃতিরও প্রণয়ন ক'রেছেন,—মালাই সংস্কৃতির একটা দিক্ এঁদের দ্বারা খুবই সংরক্ষিত হ'য়েছে।

Sungei Siput সুঙেই-সিপুৎ ব'লে কুআলা-কাঙ্‌সারের পথে একটী গ্রাম পড়ে, সেখান থেকে বীরস্বামী ব'লে একজন চেট্টি মহাজন এলেন কবির সঙ্গে আলাপ ক'রতে। এই ভদ্রলোকটী ইংরেজী জানেন না। গত কালও ইনি সপরিবারে কবিকে দর্শন ক'রতে এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে পরিচয়ে বেশ আনন্দ হ'ল। কবিও খুশী হ'লেন। কবির লেখা যা তামিলে বেরিয়েছে ইনি সে-সব প'ড়েছেন। গোঁড়া চেট্টি ঘরের আধা-বয়সী লোক, কিন্তু তাঁর উদার মন আর তাঁর সমাজ আর ধর্ম্মের দোষ সংস্কারের চেষ্টা দেখে তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়। প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে এই অঞ্চলে মহাজনী আর টিনের খনির কাজ ক'রছেন। এঁদের গদির চীনা কুলীরা কিছু কাল হ'ল মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের কতকগুলি জিনিস পায়, সোনা রূপার জিনিস, মূর্তি-টুর্তিও কিছু ছিল ব'লে ইনি অনুমান করেন। কুলীরা সেগুলি আত্মসাৎ ক'রে এঁদেরকে খালি একটী তামার মূর্তি দেয়, সেই মূর্তিটী ইনি আমাদের দেখাতে আনেন। মূর্তিটী দেখেই আমার বুকের ভিতর টিপ্-টিপ্ ক'রে উঠ্‌ল।—এটী একটী যবদ্বীপীয় বিষ্ণু-মূর্তি, খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকের হবে; আধ-হাত প্রমাণ, দুই-এক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনের জন্য মূর্তিটী দিতে এঁর নিজের আপত্তি

ছিল না, কিন্তু মূর্তিটী এঁদের ফার্মের বা গদির সম্পত্তি, অন্য অংশীদার রাজী হ'লেন না—কারণ এই মূর্তিটী পাওয়ার পর থেকেই নাকি এঁদের ব্যবসায়ের উন্নতি, মূর্তিটী ভাবী পয়মন্ত মূর্তি,—তার নিয়মিত পূজা হ'চ্ছে। এর উপরে কথা চলে না। এখন, মালয়-উপদ্বীপ এক সময়ে যবদ্বীপের রাজাদের অধীন ছিল, সুতরাং যবদ্বীপের হিন্দুযুগের শিল্পের আর ধর্মের নিদর্শন যে কিছু-কিছু এদেশেও পাওয়া যাবে, তা আশা ক'রতে পারা যায়। এই ঐতিহাসিক যোগের, আর এ অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার অস্তিত্বের একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে এই মূর্তিটীর দাম।

বিকালে মালাই দেশের শিক্ষকেরা কবিকে আর আমাদের নিয়ে ছবি তুল্লেন, চীনা ইস্কুলের হাতায়। তামিল, চীনা, দুই-একটী মালাই, একজন বাঙালী—এঁরাই শিক্ষক। তারপরে আমরা গেলুম চীনা চেম্বার-অফ্-কমার্স-এর বাড়ীতে। এখানে চা-পানের ব্যবস্থা। চীনা ধরণে ব্যবস্থা, নানাবিধ চীনা মেঠাইয়ের সমাবেশ। কবিকে চীনা ভাষায় এখানকার কর্তারা অভিনন্দন দিলেন, তার জন্য ইংরেজীতে অভিনন্দনের উক্তিকে অনুবাদ করা হ'ল। কবি যথাযোগ্য উত্তর দিলেন, ভারত ও চীনের যোগ সম্বন্ধেও ব'ল্লেন। কাও তার অনুবাদ ক'রলেন কাণ্টনী চীনাতে। এর পরে যেতে হ'ল, ভারতীয়দের এক মাস্-মীটিং বা সাধারণ সভায়। এক মস্ত মাঠের মধ্যে এই সভার আয়োজন। হাজার দুই তিন ভারতবাসী—তামিল আর শিখই বেশী—জমা হ'য়েছে। এখানেও কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হ'ল, ইংরেজীতে, পরে অভিনন্দনের তামিল আর পাঞ্জাবী অনুবাদও পড়া হল। কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল—এ দেশে ভারতবাসীর দায়িত্বের কথা নিয়েই তিনি ব'ল্লেন। বক্তৃতা আর সভা চুক্লে, এক চীনা খনির অধিকারী Tow-kay Leong Sin Nam তাও কে লিওঙ্ সিন-নাম কবিকে শহরের আশ-পাশে খনি-অঞ্চলে নিজের গাড়ী ক'রে একটু ঘুরিয়ে' আনলেন। চীনাদের মধ্যে যাঁরা অর্থে আর সমাজ-সেবায় বড়ো হন, তাঁদের এই সম্মানের পদবী Tow-kay দেওয়া হয়। কথাটীর ঠিক মানে জানি না, তবে কতকটা ভারতীয় "শেঠ-জী"র মতন এর অর্থ।

এই শহরে সিন্ধী রেশম আর কিউরিও অর্থাৎ মণিহারী ব্যবসায়ীদের দু-তিন খানা দোকান আছে। এদের মধ্যে একটী ফার্ম্ Messrs. Wassiamall Assomall—পিনাঙে, বাতাবিয়ার আর অন্যত্র এঁদের কারবার আছে। এঁরা আমাদের আহার পাঠাবার ভার নিয়েছিলেন। এঁদের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরখচন্দ্ আজ রাত্রে তাঁদের দোকান-বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন। স্থানীয় কতকগুলি ভারতীয় আর অন্য ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। অতিথিদের 'সেবা'র জন্য রাজোচিত আয়োজন ক'রে ছিলেন, তবে এঁদের বড়ো দুঃখ হ'ল যে কবি স্বয়ং আসতে পারলেন না। সিন্ধী বণিকেরা রেশমের কাপড়, গালিচা আর নানা রকমের কিউরিও বা মণিহারী জিনিসের দোকান ক'রে পৃথিবীময় ছড়িয়ে' আছে। এখানে এঁদের সঙ্গে একটু পরিচয় হ'ল, পরে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় যবদ্বীপে গিয়ে—এঁদের অতিথি হ'য়ে এঁদের সঙ্গে বাতাবিয়ায় কয় দিন পরম আনন্দে কাটিয়ে' আসি। তাতে ক'রে একটু নিকট থেকেই এঁদেরকে দেখবার সুযোগ হয়, আর এঁদের ধরণ ধারণ দেখে এঁদের সম্বন্ধে বেশ একটা প্রশংসার ভাব আমার মনে এসেছে—এঁদের নানা সমস্যার কথাও মনে জেগেছে, তা নিয়ে এঁদের সঙ্গে আলোচনাও হ'য়েছে। সে বিষয়ে যথাস্থানে যবদ্বীপের প্রসঙ্গে ব'লবো।

বৃহস্পতিবার, ১১ই অগস্ট।

সকালে ছবি-তোলার পাট—স্বাগতকারিণী-সভার সভ্য আর অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কবির ফোটো নেওয়া হ'ল। দুপুরে আমাদের জন্য তামিল রীতিতে রান্না নিরামিষ ও আমিষ নানা রকম তরকারী আর অন্ন এল ব্যারিষ্টার কুমারস্বামীর বাড়ী থেকে। ব্যারিষ্টার সাহেব নিজে এসে আমাদের সঙ্গে আহারে যোগ দিলেন। খোলা প্রকৃতির সরল-চিত্ত এই

ব্যারিষ্টারটী, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, মোটা-সোটা গোলগাল চেহারা, মাথায় বাবরী চুল। ফ্যঙ্-ও সঙ্গে ছিলেন, নানা হাস্য-রসের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া হ'ল। আজ কবিকে Telok Anson তেলোঃ-আন্‌সোন্ ব'লে একটী শহরে যেতে হবে, ইপোর দক্ষিণে পঞ্চাশ-ষাট মাইল মোটর-পথে। কবিকে নিয়ে যাবার জন্যে সেখান থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন, পেরার 'রাজা মুদা' বা যুবরাজের তরফ থেকে একটী মালাই ভদ্রলোক এসেছেন। ফ্যঙ্ আর আমি রইলুম, আরিয়ম ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু কবির সঙ্গে গেলেন। Telok Anson-এ কবিকে গিয়ে যথারীতি অভিনন্দন গ্রহণ আর বক্তৃতা দান ক'রতে হ'ল। ঐ দিন রাত্রেই প্রায় সাড়ে-এগারোটায় তিনি ফিরলেন। যাওয়া-আসার এক শ' মাইলের উপর মোটর-ভ্রমণ, এক বেলায়॥

৯। তাই-পিঙ্

শুক্রবার, ১২ই অগস্ট।

আজ ইপোঃ ত্যাগ। Tai-ping—তাই-পিঙ্ যেতে হবে, মোটরে। পথে কুআলা-কাঙ্সারে অবতরণ ক'রে সেখানে কবিকে শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে মান-পত্র নিতে হবে, তাঁকে কিছু ব'লতেও হবে। কুআলা-কাঙ্সার থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন কবিকে নিয়ে যেতে—তিন জন শিখ ভদ্রলোক, একজন তামিল খ্রীষ্টান, আর একজন চীনা ভদ্রলোক। 'তাই-পিঙ্' শহর পেরাঃ রাজ্যের রাজধানী,—যদিও রাজার পৈত্রিক বাস-ভূমি হ'চ্ছে কুআলা-কাঙ্সারে, আর বেশীর ভাগ ঐখানেই তিনি থাকেন। "তাই-পিঙ্" চীনা কথা, মানে 'মহতী শান্তি'। এটী ইপোর চেয়ে ছোটো শহর; রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বড় শহর হ'চ্ছে ইপোঃ। বেলা দেড়টায় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করা গেল। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ডসন্ চ'ল্‌লেন। কুআলা-কাঙ্সারে তাই-পিঙ্ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল—তাঞ্জোর থেকে আগত ঐ শহরে উপনিবিষ্ট ডাক্তার মোহম্মদ ঘৌস, লাহোরের শ্রীযুক্ত নবাব দীন, আর তামিল ভদ্রলোক মুরুগেশন্ পিল্লেই। কুআলা-কাঙ্সারে চীনা ইস্কুল-বাড়ীতে কবিকে নিয়ে সভা হ'ল, পেরার রাজবংশের Raja Di Hilir রাজা দি হিলির সভাপতি ছিলেন। স্থানীয় তামিল ভদ্রলোক, জজ Louis Thivy লুইস্ তিবী, আর চীনা ইস্কুলের অধ্যক্ষ Lau Lam Boh লাউ লাম্-বোঃ বক্তৃতা দিলেন। অল্প কথায় কবি কিছু ব'ল্‌লেন। তার পরে তাই-পিঙ্ যাত্রা হ'ল।

তাই-পিঙ্-এর মোটর-রাস্তাটী অতি মনোহর প্রাকৃতিক শোভাময় স্থান দিয়ে গিয়েছে। দেড় ঘণ্টা পরে, সাড়ে-চারটেয় আমরা তাই-পিঙ্ পৌছুলুম। আমাদের সরাসরি টাউন্-হলে নিয়ে গেল। সেখানে কবিকে যথারীতি অভিনন্দন দেওয়া, পরে চা-পান। ডাক্তার মোহম্মদ ঘৌস স্থানীর ভারতীয়দের নেতা, তাঁরই যত্নে ওখানকার ভারতীয়দের একটী ক্লাব আর একটী সমিতি বেশ চ'ল্‌ছে, সমিতির বাড়ীর জন্য জমী তিনিই দিয়েছেন। হৃদয়বান্ জনপ্রিয় লোক। সভায় তিনি কবিকে স্বাগত ক'রলেন। পেরাঃ-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট অনারেবল মিস্টার এচ্-ডব্‌লিউ টম্‌সন্ ছিলেন সভাপতি। তারপরে বাসায় যাওয়া গেল। আমাদের বাসা-বাড়ীটী পেরার রাজার একটী Rest House, অর্থাৎ বড়ো-বড়ো সরকারী অফিসারদের জন্য তৈরী ডাক-বাঙ্‌লা বা হোটেল। এরই একটী আলাদা অংশে কবির থাকবার জন্য ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল।

তাই-পিঙ্-এর সিনেমা-থিয়েটারে কবির বক্তৃতা হ'ল। Human Dignity—এই ছিল বক্তৃতার বিষয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি বিশ্বভারতীর আদর্শের ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দাস ব'লে একটী বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি ইপোর ডাক-বিভাগে কাজ করেন।

রাত্রে আমাদের বাসায় স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তিদের সঙ্গে নৈশ ভোজ ছিল। রাজার ছেলে, Tunku 'তুঙ্কু' যাঁর উপাধি, তিনি উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার Fernandes ফর্নাণ্ডেস্ ব'লে সিংহল থেকে আগত একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি সিংহলের Burgher 'বার্গর' জাতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ মিশ্র ডচ-পোর্তুগীস-সিংহলী। এঁদের সমাজ এখন সিংহলের দেশী খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

Woodall উডল নামে এক সিংহলী তামিল খ্রীষ্টান পরিবারের দুই ভাই তাই-পিঙ্-প্রবাসী, আর আর এক ভাই শ্যাম-দেশে গিয়ে বাস ক'রছেন, ইনি শ্যাম-দেশের প্রজা হ'য়ে গিয়েছেন, শ্যামদেশীয় জনৈক মহিলাকে বিবাহ ক'রেছেন, আর শ্যামদেশের সরকারে খুব বড়ো পদ পেয়েছেন, Kun 'কুন' ব'লে শ্যামরাজের দেওয়া যে উচ্চ উপাধি আছে তা পেয়েছেন, এঁর পুরা নাম এখন Kun Phra Woodall। দক্ষিণ শ্যামে Singgora সিঙ্গোরা নগরে এক জন উচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাই-পিঙ্ থেকে সিঙ্গোরা দুশো মাইলেরও বেশী পথ, মোটরে ক'রে এসেছেন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে। এঁর ছেলেপুলেরা মাঝে-মাঝে তাই-পিঙ্-এ তাদের পিতৃব্যদের কাছে এসে থাকে। ফ্রা উডল আরিয়মের পিতৃবন্ধু। কবি যাতে শ্যামদেশে যান, সে বিষয়ে এঁর খুব আগ্রহ। কবির যাওয়া সম্বন্ধে সম্মতি পেলে ইনি সব ব্যবস্থা ক'রবেন। কবির সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হ'ল। কবি শ্যামে যেতে রাজী হ'লেন। আজ রাত্রেই ইনি সিঙ্গোরা যাত্রা ক'রলেন।

রাত্রি দশটা হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু শুনলুম, তাই-পিঙ্-এ এক্জিবিশন আর মেলা ব'সেছে, আমরা দেখ্‌তে বেরুলুম। শ্রীযুক্ত ডসন্ আমাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন। গিয়ে দিখি, ঠিক মেলা বা এক্জিবিশন্ নয়, ক'লকাতায় যে সব carnival বা প্রমোদ-মেলা আসে, এ সেই-গোছের ব্যাপার। নানা তাঁবু, ভিতরে নাচ গান কৌতুক দর্শনের ব্যবস্থা। ফিলিপিনো নাচ, আর হাওয়াইই-দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত একদল নাচিয়ে আর বাজিয়েদের দেখলুম, হাওয়াইই-দ্বীপের বিখ্যাত Hula-hula 'হুলা-হুলা' নাচ দেখলুম। এই নাচের রুচি অতি কদর্য বোধ হ'ল। রাত্রে ডিনারে আমাদের সঙ্গে অভিজাত ঘরের একটী মালাই যুবক যোগদান ক'রেছিলেন; বেশী কথাবার্তা ইনি কন্ নি। মেলায় গিয়ে দেখি, ইনি নিজ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে ক'রে এনেছেন। একটু আশ্চর্য লাগ্‌ল, মালাই হ'য়েও এঁর স্ত্রী ওড়নায় মুখ ঢেকে চ'লেছেন। এঁদের এই দলটী, বিশুদ্ধ ধরণের মালাই পোষাকের সৌষ্ঠবে, আর দূর থেকে দৃষ্ট দেহের লালিত্যে আর চলন-ভঙ্গীতে যে উচ্চ বংশের, তার সন্দেহ থাকে না, দর্শকের দৃষ্টিকে অমনিই আকৃষ্ট করে।

শনিবার, ১৩ই অগস্ট।

আজ সকালে একটী তামিল যুবক কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এল'। শ্যামবর্ণ, পাতলা একহারা চেহারা, খালি পা, খদ্দরের ধুতি পরা, অতি সাধাসিধে মানুষ। গুটিকতক চমৎকার গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছে। কবি ব'সে-ব'সে লিখছেন, তাঁর কাছে একে নিয়ে এলুম। কবির টেবিলের উপর ফুলগুলি রেখে, সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম ক'রলে। তার পরে হঠাৎ ভাবের উচ্ছ্বাসে ডুক্‌রে' কেঁদে উঠ্‌ল। তার ভক্তির আধিক্য আর তার সঙ্গে-সঙ্গে এই অহেতুক রোদন দেখে কবি তো অবাক্—আমিও অবাক্। সে তার কান্নার মধ্যে বাষ্প-গদ্‌গদকণ্ঠে

এই কথাগুলি জানালে যে, মাস কতক পূর্বে সে দেশে গিয়েছিল, উত্তর-ভারতে সর্বত্র ঘুরেছে, কিন্তু এক গান্ধীজীর শবরমতী আশ্রম আর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম ছাড়া আর কোথাও সাধারণ-ভাবে খদ্দর ব্যবহৃত হ'তে সে দেখে নি। খদ্দর না হ'লে দেশের উন্নতি হবে না, মহাত্মা গান্ধীজী এই শিক্ষাদ্বারা দেশকে উজ্জীবিত ক'রছেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক আর ছাত্রেরা তাঁর এই শিক্ষা পালন ক'রছে, অতএব ভারতবর্ষের উদ্ধারের আর দেরী নেই। (সেই সময়ে খদ্দরের ঢেউ অন্য সব জায়গার মত শান্তিনিকেতনেও পৌঁচেছিল, খদ্দর "মীটিং-কা-কপড়া" হ'যে তখন পেট্রিয়টিক ভণ্ডামির আবরণ এতটা হয় নি, এর অন্ধ গোঁড়া তখন চারিদিকে)। চরখা-ধর্মের সম্বন্ধে কবির প্রকাশিত অভিমত সে জানে না। তাকে শান্ত ক'রে, তার সঙ্গে সহজ-ভাবে আলাপ করা গেল। খদ্দর-বাদ সম্বন্ধেও দু-একটা কথা কওয়া গেল। যাই হোক্, সে প্রকৃতিস্থ হ'যে, আর একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে চ'লে গেল।

সকালে দু ঘণ্টা আমরা তাই-পিঙ-এর মিউজিয়মে কাটালুম, চমৎকার-ভাবে এই সময় কাট্‌ল। এখানে মালাইদের শিল্পের এক অপূর্ব সংগ্রহ আছে—সিঙ্গাপুরের মিউজিয়ম বা কুআলা-লুম্পুরের মিউজিয়মের চেয়েও ভালো। আর তা ছাড়া, এদেশের বন্য জাতি, মালাইদের জ্ঞাতি Semang সেমাঙ্ আর Sakai সাকাই জাতির ঘর-গৃহস্থালীর আর তাদের আদিম সংস্কৃতির নানা দ্রব্যেরও চমৎকার সংগ্রহ আছে। মালাইদের সামাজিক অনুষ্ঠানে যেসব জিনিস ব্যবহার হয়, তারও কিছু-কিছু রেখেছে। আমাদের দেশের মঙ্গল-অনুষ্ঠানে স্ত্রী-আচারে রঙীন চালের গুঁড়োর যে 'শ্রী' থাকে,—একটা পাহাড়, তার গায়ে গাছ-পালা, ফুল প্রভৃতি—এরাও তদনুরূপ একটা পাহাড় করে এটা খড়ের, কাগজের বা সোলার হয়, আবার ধান গাদা ক'রেও করে। আমাদের অবৈদিক বহু আচার অনার্য যুগ থেকে পাওয়া, আর হয় তো ইন্দোনেসিয়ায় প্রচলিত অনুষ্ঠান আর আমাদের বেদ-বহির্ভূত অনুষ্ঠান, উভয়েরই সাধারণ মূল হ'চ্ছে—আর্য-পূর্ব যুগের নানা রীতি-নীতি আর অনুষ্ঠান। সাকাই আর সেমাঙ্ জাতি বাঁশের তৈরী নানা ভোজন-পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করে, বাঁশের চোঙ, বাঁশের কাঁকুই প্রভৃতি। এ গুলিতে আঁচড় টেনে নানা নক্‌শা কাটা আছে। অনেক নক্‌শা নাকি আমাদের বাঙলা দেশের কাঁথার সেলাইয়ের নক্‌শার সঙ্গে মেলে। সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবু মিউজিয়মের জিনিস-পত্রের নকল এঁকে-এঁকে তাঁদের নোট-বুক ভরাতে লাগ্‌লেন। শ্রীযুক্ত ডসন্ তো এইসব জিনিসের প্রতি আমাদের টান, আর এগুলিকে বোঝবার জন্য এগুলির আলোচনার জন্য আমাদের সামান্য শ্রম-স্বীকার দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। এর মধ্যে কি রস আমরা পাই, তা তিনি ঠাহর ক'রতে পারলেন না, তবে মান্‌লেন যে এর ভিতর নিশ্চয়ই কিছু আছে, অনভিজ্ঞ বলে তিনি ধ'রতে পারছেন না।

দুপুরের 'সেবা'র পরে রেলে করে পিনাঙ যাবার জন্য আমরা স্টেশনে যাত্রা করলুম। পথে Indian Association গৃহে কবিকে পদার্পণ ক'রতে হ'ল। সুন্দর দোতলা বাড়ীটী। Association-এর সভাপতি ডাক্তার ঘোস্-ই এর প্রাণ। বাড়ীটী, আর এই সভার নানা শ্রেণীর সদস্যের মধ্যে একতা, এই অঞ্চলের ভারতবাসীদের যোগ্যতার আর পরস্পরের প্রতি সৌহার্দের পরিচায়ক।

তারপরে স্টেশনে পৌঁছে বিদায়ের পালা। স্টেশনে একখানা গাড়ী দক্ষিণ দিক্ থেকে এল। একদল শিখ নাম্‌ল। স্টেশনের বাইরের সড়কে এরা মিছিল ক'রে ঢোলক বাজিয়ে গান ক'রতে-ক'রতে গেল। শুনলুম, এরা বর-যাত্রী, ক'নেদের বাড়ী তাই-পিঙ্-এ, বিয়ের জন্যে এসেছে।—স্টেশনে বন্ধুদের কাছে বিদায় নেওয়া গেল। সকলেই যেন কতদিনের বন্ধু হ'য়ে গিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ডসন্ ইপোঃ থেকে এসেছেন। এই ক'দিন তো আমাদের সঙ্গে ছায়ার মতন ছিলেন। কবির পায়ের ধূলো নিলেন, বিদায়-কালে ভদ্রলোকের গলার স্বর ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল। আমাদেরও মনে কষ্ট হ'ল॥

১০। পিনাঙ

সাড়ে-তিনটের গাড়ী তাই-পিঙ্ ছাড়লে। পিনাঙের পথে পূর্ববৎ যে যে স্টেশনে গাড়ী থামল, সেখানেই ভীড়। Parit Buntar-এ কতকগুলি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে দেখা—এঁরা কুআলা-লুম্পুরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার দিকে আমরা Prai প্রাই স্টেশনে পৌঁছুলুম। পিনাঙ শহর একটি ছোটো দ্বীপে। সরকারী লাঞ্চের বন্দোবস্ত হ'য়েছিল, তাতে ক'রে আমাদের শহরে নিয়ে গেল। শহরের জেটিতে কবির অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হ'য়েছিলেন অনেকে। কবির পূর্ব-পরিচিত অনারেবল্ মিস্টার পি, কে, নাম্বিয়ার এসেছিলেন। ইনি পিনাঙের একজন প্রধান ব্যক্তি। মালয়ালী-ভাষী নায়র, এখানে ব্যারিষ্টারী করেন, স্টেটস্-সেট্‌লমেন্ট্‌স্ কাউন্সিলের মেম্বার। শরীর অসুস্থ, কিন্তু সৌজন্যের অবতার বৃদ্ধ স্বয়ং এসেছেন। সঙ্গে তাঁর পুত্র ডাক্তার মেনোন, আর তাঁর পুত্রবধূ, ইনি জর্মান-দেশীয়া। আলাপ আর শিষ্টাচারের পরে আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় যাত্রা ক'রলুম।

পিনাঙ্ শহর থেকে আট মাইল দূরে, পিনাঙ্ দ্বীপের উত্তরে, Tanjong Bungah তাঞ্জং বুঙা বলে একটা জায়গায়, সমুদ্রের ধারে Ooi Hong Lim উই-হঙ্-লিম নামে এক চীনা ভদ্রলোকের দোতলা বাংলা বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। অনেকগুলি চীনা আর ভারতীয় ভদ্রলোক সঙ্গে এলেন। রাত্রে খুব বড়ো ডিনার হ'ল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণন্ ব'লে একটি তামিল যুবক, ইনি কুআলা-লুম্পুরে আমাদের পরিচিত রমাবস্বামী ব'লে একজন রবার-বাগানের মালিক আর ধনী ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র, আর Ong Huck Lim ওঙ্-হাক-লিম্ ব'লে একটী চীনা ব্যারিষ্টার, যুবক, রাত্রে এখানে র'য়ে গেলেন, আমাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখবার জন্য। এই দুইটী যুবকের সঙ্গে আমাদের চমৎকার ব'নে গিয়েছিল, বিশেষতঃ হাক্-লিম—চীনা হ'লেও ক'দিনে তাঁর সঙ্গে যে হৃদ্যতা হ'য়েছিল, তাতে মনে হ'য়েছিল, এই রকম সৌজন্যপূর্ণ খোলাপ্রাণ শিক্ষিত লোক পেলে, তার সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে এক দেশে বেশ আনন্দেই বাস করা যায়। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে হাক্-লিমের খুবই অন্তরঙ্গতা।

রবিবার, ১৪ই অগস্ট।

পিনাঙ্ শহরে আগে একবার আমি এসেছিলুম, ১৯১২ সালে, পনেরো বছর আগেকার কথা। তখন এখানে দু দিন মাত্র ছিলুম। শহরটা একটু ছড়িয়ে' প'ড়েছে এই যা, অন্য পার্থক্য কিছু নজরে প'ড়ল না। পূর্ব-পরিচিত বিষ্ণু-মন্দিরে গেলুম; এই মন্দির অনেক দিনের—পিনাঙ যখন ভারত সরকারের অধীন ছিল, আর দ্বীপান্তরের আসামীদের যখন "পুলি-পোলাও" অর্থাৎ "পুলো-পিনাঙ্" বা পিনাঙ্ দ্বীপে পাঠানো হ'ত, যখন আন্দামানে পাঠানোর ব্যবস্থা হয় নি, তখন এখানকার ভারতীয় কেরানী আর পাহারওয়ালারা মিলে এই মন্দিরটা করে। জমি তখন শস্তা ছিল; মন্দিরের কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, এখন সেই জমির উপসত্ব থেকে মন্দির চলে। মন্দিরের পুরোহিত চট্টগ্রাম থেকে আগত, এঁর নাম শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। পিনাঙ্-এর লোকেদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সম্মান আছে। মালয়দেশে শ্যামদেশে যে-সব ভোজপুরিয়া আর অন্য হিন্দু চাকরীর জন্য যায়, তারা পথে পিনাঙে এই মন্দিরেই আশ্রয় নিয়ে থাকে। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে মন্দিরে দেখা হ'ল না, পথেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘ'টে গেল।

শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের পরিবারের সঙ্গে এ কয়দিনে বেশ আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের জরমান পুত্রবধূ স্বামীর সংসারে বেশ মানিয়ে' নিয়েছেন। এঁরা হিন্দু। আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের এক ছোটো ভাই, ইনি অবিবাহিত, ভাইপো ডাক্তার মেনোনের ছেলেমেয়েদের নিয়েই আছেন। ছেলেদের দেশী নাম

বাখা হ'য়েছে—রামন্, অচ্যুতন্, দেবকী। স্বামী, ছেলেপিলে, শ্বশুর, খুড়-শ্বশুর—এদের নিয়ে ঘরের গৃহিণী হ'য়ে এ জরমান মহিলাটী কেমন সহজ-ভাবে সকলের সঙ্গে বনিয়ে' সংসার চালাচ্ছেন, দেখে তাঁকে মনে-মনে সাধুবাদ দিতে হ'ল। ডাক্তার মেনোন্ বেশ সজ্জন। পিনাঙে একজন বাঙালী ডাক্তার আছেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র, ইনি আমার পূর্ব-পরিচিত স্নেহভাজন যুবক, বিদেশে এসে নাম্বিয়ার-পরিবার আর ডাক্তার মেনোনের কাছে বেশ সৌহার্দ্য লাভ করেছেন।

আজকে বিকালে স্থানীয় চীনাদের একটী বড়ো ক্লাবে, Hu Yew Seah হু-ইউ-সিয়াতে কবিকে যেতে হ'ল। চা-পানের পাট এখানে ছিল। এইখানে এই ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুক্ত Heah Joo Seang হিয়া-জু-সিয়াঙ্ কবিকে মান-পত্র দিলেন। মান-পত্রের উত্তরে কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল, চীন আর ভারতের সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাবে ব'ললেন। এই সভায় পিনাঙের বহু লোকের আগমন হ'য়েছিল। এই সভার নোতুন বাড়ী হ'চ্ছে—কবিকে তার মঙ্গলেষ্টক-স্থাপন ক'রতে হ'ল।

এই অনুষ্ঠান হ'য়ে গেলে, কবি তাঞ্জঙ্-বুঙাতে ফিরলেন, আমরা গেলুম শহরের বাইরে চীনাদের এক মন্দির দেখ্‌তে। বৌদ্ধ মন্দির। এখানে কতকগুলো সাপ পুষে রেখেছে; সবুজ রঙের ছোটো-ছোটো সাপ, এগুলো বেদির আশে-পাশে আর মন্দিরের নানা স্থানে নিস্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে আছে। এদের ডিম খেতে দেয়। এখানে এই সাপ দেখ্‌বার জন্য ভীড় হয়, পয়সাও পড়ে। মন্দিরের পুরোহিতেরা পয়সা-আকর্ষণের এই এক বেশ ফন্দী বা'র ক'রেছে।

সোমবার, ১৫ই অগস্ট।

সকালে চীনা ইস্কুলগুলির ছাত্রেরা Chung Ling High School-এ সমবেত হ'ল, কবি তাদের সামনে কিছু ব'ল্‌লেন। ছেলেদের খুবই উৎসাহ। এখানে ভারতবাসীরাও এসেছিল। দেখ্‌লুম, উপনিবিষ্ট "বাবা"-চীনা আর ভারতবাসী, এরা বেশ বন্ধু-ভাবেই থাকে।

বিকালে ছিল এম্পায়ার-থিয়েটার-হলে বক্তৃতা। পিনাঙের রেসিডেন্ট-কাউন্সিলর অনারেবল্ মিস্টার আর, স্কট সভাপতি হ'লেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Nationalism: এই বিষয়ে কবির যে স্পষ্ট মত আছে, যা অনেক শক্তিশালী জাতির পক্ষে রোচক হয় না, তাই তিনি আর একবার বেশ স্পষ্ট ক'রে বলেন। আর জগতের শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক মনোভাবের আবশ্যকতা, আর এই কার্যে বিশ্বভারতীর সহায়তা সম্বন্ধেও উল্লেখ করেন।

চীনের কন্‌সালের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। কন্‌সাল কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর জন্য, বিশেষতঃ সেখানে চীনা ভাষার অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য, চীনাদের মধ্যে থেকে যাতে সাহায্য পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন স্বীকার ক'রলেন।

সন্ধ্যের দিকে, শহরের বাইরে, পিনাঙ্-দ্বীপের প্রায় মাঝামাঝি, Ayer Hitam 'আয়ের ইতাম' ব'লে একটী পাহাড়ের উপরে এক চীনা বৌদ্ধ-মন্দির আছে, তাই দেখতে গেলুম। এখানে চীনেরা এক বিরাট্ ব্যাপার ক'রেছে। রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে' আস্‌ছিল, তাই বেশীক্ষণ থাকতে পারলুম না। ফ্যঙ্ সঙ্গে ছিলেন, তাঁর সাহায্যে পুরোহিতদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রলুম; সুরেন-বাবু তুলি ধরে "নমো বুদ্ধায়" লিখে দিলেন খানকতক কাগজে—তারপর বিদায় নিলুম। মন্দিরের স্মারক-হিসাবে পুরোহিতেরা একটী ছোটো ঘণ্টা উপহার দিলেন, একটী কাঠিতে লাগানো এই ঘণ্টা, পূজার সময় পুরোহিতেরা মন্ত্র আওড়াতে-আওড়াতে এই ঘণ্টা বাজায়।

ফিরে এসে, স্থানীয় United Indian Association গৃহে কবির সঙ্গে ডিনার খেতে যেতে হ'ল।

—মঙ্গলবার, ১৬ই অগস্ট।

হাক্-লিমের এক চীনা বন্ধু মিস্টার Ui উই এলেন কবিকে একটু বেড়িয়ে' আনবার জন্য। মিস্টার উই একজন স্থানীয় ধন-কুবের, ছেলেপুলে নেই, একটী ভাগ্নীকে দত্তক নিয়েছেন। পিনাঙ্ শহরের উপর দিয়ে, প্রায় বারো শত ফীট উঁচু পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন। অতি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা। সবুজ না'রকল গাছের শ্রেণী, সমুদ্র, পাহাড়। শ্রীযুক্ত উই-য়ের একটী বাগানে আশ্চর্য এক সাত-ডেলে না'রকল গাছ হ'য়েছে, পরে সেটী দেখিয়ে' আনলেন।

আজকে আমরা পিনাঙ্ থেকে সুমাত্রা যাত্রা ক'রবো। দুপুরে নাম্বিয়ারদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজন, বিকালে মিস্টার উইয়ের বাড়ীতে চা-পান। সিন্ধী দোকানী বাসিয়ামল-আসোমল কোম্পানী বাতাবিয়ার তাদের ব্রাঞ্চকে তার ক'রে দিলেন, কবি আজ যবদ্বীপ যাত্রা ক'রছেন। আরিয়ম্ র'য়ে গেলেন, মালয় দেশে বিশ্বভারতীর জন্য স্বীকৃত চাঁদা সংগ্রহ ক'রে, পরে শ্যামদেশে যাবেন, কবির শ্যামে অবস্থানের বিষয়ে সব স্থির ক'রতে। বিকাল সাড়ে-চারটায় আমরা সুমাত্রা-গামী জাহাজে চ'ড়লুম। ব্লু-ফনেল লাইন, ইংরেজ কোম্পানি; তাদের ছোটো জাহাজ, নাম Kuala 'কুআলা'। সারা রাত ধ'রে পাড়ী দিয়ে, কাল সকালে ওপারে উত্তর সুমাত্রার বন্দর Belawan বেলাওয়ানে পৌঁছুবো। সেখানে কালই জাহাজ ব'দলে আমরা ডচ্ জাহাজে চ'ড়বো, সেই জাহাজ সিঙ্গাপুর হ'য়ে আমাদের যবদ্বীপে পৌঁছে' দেবে।

জাহাজে চ'ড়লুম, আরিয়ম্-প্রমুখ বন্ধুরা বিদায় দিলেন। ইপোর গুণরত্ন ডসন্ এসেছিলেন, হাক্-লিম, কৃষ্ণন্ আর অন্য স্থানীয় বন্ধুরা এসেছিলেন। বন্ধুরা চ'লে গেলেন। জাহাজ ছাড়্‌ল। এইবার আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্ব—মালাই পর্ব—চুকল, যবদ্বীপের পথে মালাই দেশটা ঘোরা হ'ল। ব্রিটিশ অধিকার ছেড়ে, কাল ডচেদের এলাকায় সুমাত্রায় পৌঁছুবো। সুমাত্রার জগৎ যবদ্বীপেরই জগতের অংশ; এইবার সত্যিই যবদ্বীপের দিকে চ'ললুম॥

দ্বীপময় ভারত

১। সুমাত্রা

—মঙ্গলবার, ১৬ই অগস্ট ১৯২৭।

বিকালে পিনাঙ থেকে সুমাত্রার জন্য Kuala 'কুআলা' জাহাজে রওনা হওয়া গেল। কাল সকালে সুমাত্রার Belawan বেলাওয়ান বন্দরে পৌছুবো। সেখানে ওলন্দাজ জাহাজে ক'রে কাল বিকালেই যবদ্বীপ-যাত্রা। সুমাত্রায় মাত্র ঘণ্টা-কতকের জন্য আমাদের অবস্থান ঘ'ট্‌বে। "সুমাত্রায় দশ ঘণ্টা"—মার্কিন ভব-ঘুরে'র উপযুক্ত দেশ-দর্শন বটে!—সুমাত্রা-দ্বীপ আকারে আমাদের বাঙলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ।

'কুআলা' জাহাজখানি ছোট্ট। আমাদের পাড়ীও ছোটো। পিনাঙ আর বেলাওয়ান, সুমাত্রা প্রণালীর এপার-ওপার মাত্র, স্টীমারে ঘণ্টা ১৫।১৬-র পথ। জাহাজে অন্য যাত্রী বেশী নেই। প্রথম শ্রেণীতে আমরা চার জন, আর জন তিন-চার ইউরোপীয়, আর দুটী ছেলে, একটী চীনে' একটী শিখ। চীনে' ছেলেটী এসে তার হস্তাক্ষর-সংগ্রহের বইয়ে কবির হস্তাক্ষর লিখিয়ে' নিয়ে গেল। এর আত্মীয়েরা সুমাত্রায় থাকে, পিনাঙ-এ ইস্কুলে পড়াশুনো করে; ছুটি হ'য়েছে, বাপ-মার কাছে যাচ্ছে। শিখ ছেলেটীর জন্ম এই মালাই স্টেট্‌স্‌-এ, ভারতবর্ষে কখনও যায় নি, এ-ও পিনাঙ-এ ইস্কুলে পড়ে, এর বাপ আছেন সুমাত্রার Brastagi ব্রাস্তাগী ব'লে একটী পাহাড়ে' শহরে, সেখানে বোধ হয় কোনও ঠিকাদারী কাজ নিজে গিয়েছেন, বাপের কাছে যাচ্ছে। ছেলেটীর মাথায় লম্বা চুল, প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে লোহার কড়া—ভারতের শিখদের পরিচ্ছদের সব বৈশিষ্ট্য তার আছে। ভারতবর্ষে যাবার তার ইচ্ছে হয় খুব, কিন্তু বাপ-মা ভাই-বোন্ সকলেই এ দেশে আছে, কবে যে যাওয়া হবে ব'ল্‌তে পারে না। সে জুনিয়র-কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা দেবে।

সেকেণ্ড-ক্লাস আর ডেক-প্যাসেঞ্জরদের স্থানটাও ঘুরে এলুম। সেখানে বেশী যাত্রী নেই। জন-কতক চীনা, দু-চারজন মালাই, আর কিছু ভারতীয়—হিন্দুস্থানী মুসলমান, গুজরাটী বোহ্‌রা। একটী তামিল ছোকরা এসে নমস্কার ক'রলে। মুখখানা চেনা ব'লে বোধ হ'ল। পরিচয় দিলে, নাম হ'চ্ছে কি-যেন অয়্যর্; পিনাঙ-এ ফোটো-গ্রাফরের কাজ করে, ক'দিন আমাদের সঙ্গে পিনাঙ-এ ঘুরেছে, কবির কতকগুলি ছবিও তুলেছে, আর এই ছবি আশাতীত ভাবে বিক্রীও ক'রতে পেরেছে। আমাদের সঙ্গে চ'লেছে বেলাওয়ান আর মেদান-এ, সঙ্গে তার তোলা ছবি নিয়ে যাচ্ছে, আশা করে, কবির শুভাগমনের ফলে তাঁর ছবিরও কিছু চাহিদা হবে। কালকেই আবার পিনাঙ ফিরবে। ডেকেই যাচ্ছে। ফরসা পাতলা চেহারার ছোকরা, তামিল-ব্রাহ্মণ-সুলভ বুদ্ধি-মণ্ডিত মুখশ্রী। তার যাত্রার সাফল্য কামনা ক'রলুম।

জাহাজের খালাসীরা মালাই-জাতীয়, চাকর-বাকর চীনা।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডেকের রেলিং ধ'রে, সাগরের প্রশান্ত সান্ধ্য মূর্তি একটু দেখা গেল। মনে-মনে নানা রকমের ভাবের উদয় হ'তে লাগ্‌ল। হাজার-বারোশো বছর পূর্বে, এই সাগর দিয়ে ভারতবাসীদের চালিত কত জাহাজ—বাঙলা-দেশের কত 'বোহিত্ত' আর 'নাওড়ী', গুজরাটের কত 'কাটিয়া' আর 'নৌরী', আর দক্ষিণ-ভারতের কত 'কপ্পল্, সংগ্যাত, তোণী, কুল্ল' আর 'পত্তগু'—যাওয়া-আসা ক'রেছে। মালাই, ভারতীয়, চীনা, আরব, আর পরে পোর্তুগীস, ডচ, ইংরেজ—এ কয় জা'তের সম্মেলন-স্থান এই সমস্ত উপকূল। হাজার বছর পূর্বে এ-সমস্ত দেশ

ভারতেরই এক অংশ ব'লে পরিগণিত হ'ত। এই সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় রাজ্য এক সময়ে কত উচ্চ গৌরবেই না মণ্ডিত হ'য়েছিল! এখানকার শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা যবদ্বীপ, মালয়, দক্ষিণ-শ্যাম পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রেছিলেন; আর ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের এক অদ্বিতীয় কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল এই দেশ—আর বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চা ক'রতে এখানে কেবল-মাত্র I-tsing ঈ-ৎসিঙ্-এর মতন চীনা বিদ্যার্থী বা ভিক্ষুরা যে আসতেন, তা নয়, এখানে খাস ভারতবর্ষ থেকেও ছেলেরা আসত শাস্ত্রাধ্যয়ন ক'রতে; বাঙালীর গৌরব দীপঙ্কর অতীশ এই সুবর্ণদ্বীপেই এসে আচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে বহুবৎসর ধ'রে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা ক'রে দেশে ফিরে যান, তার পরে ইনিই আটান্ন বছর বয়সে ভোটদেশ বা তিব্বতে গিয়ে, খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ সালে, সেখানে বৌদ্ধ ধর্মকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে দেন—তিব্বতীরা এখনও তাঁর পূজা করে, শৈলেন্দ্র-বংশের রাজা বলপুত্রদেব বিহারের নালন্দায় একটী বৌদ্ধ বিহার আর

মেদান—চীনা সাংবাদিক দল ও কবি। (চীনাদের মধ্যে দণ্ডায়মান বাঁ দিক থেকে ডানদিকে ধীরেন-বাবু, বাকে, ডাক্তার বজার্স, প্রবন্ধকার, সুরেন-বাবু)

মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তার ব্যয়-নির্বাহের জন্য স্থানীয় কতকগুলি গ্রাম কিনিয়ে' যাতে তাদের আয় থেকে সমস্ত ব্যবস্থা ভালো-ভাবে নিয়মিত রূপে হয় সে বিষয়ে তিনি মগধ আর গৌড়-বঙ্গের পালবংশীয় রাজা দেবপালদেবকে অনুরোধ ক'রে পাঠান, মহারাজ দেবপালদেব সেই-মত কার্য করেন, আর পরে একখানি তাম্রশাসনে সব কথা লেখান, ভাগ্য-ক্রমে নালন্দায় মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে এই তাম্রশাসনখানি পাওয়া গিয়েছে,—এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৮৯০-এর দিকে; এই প্রাপ্তির ফলে, অপ্রত্যাশিত-ভাবে দ্বীপময় ভারত আর ভারতবর্ষের মধ্যে যোগ-সূত্র কি প্রকারের ছিল, সে বিষয়ে একটী বড়ো খবর আমরা জানতে পারছি। সেই এক দিন ছিল, আর এই এক দিন। আমরা হংসাবতী, সুবর্ণভূমি আর শ্রীক্ষেত্র (দক্ষিণ বর্মা), দ্বারাবতী (দক্ষিণ শ্যাম), কম্বোজ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (আনাম আর কোচিন চীন), নগর শ্রীধর্মরাজ (ক্রা-সংযোগ), কটাহ দেশ (উত্তর মালয়), সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), যবদ্বীপ, বলি-অঙ্গ (বলিদ্বীপ) প্রভৃতি দেশের কথা এখন ভুলে' গিয়েছি, আর সে সব দেশের লোকেরাও—বিশেষতঃ সুমাত্রার আর মালয়ের লোকেরা—ভারতের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগের কথাও অনেকটা ভুলে' গিয়েছে। খালি যবদ্বীপে, আর শ্যাম আর কম্বোজে, তার স্মৃতি এখনও যা জাগরূক র'য়েছে,—আর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে, তাদের দেশের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, সেই ম্লান স্মৃতি আজকাল একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্ছে, এইটুকু যা আশার কথা।

—বুধবার, ১৭ই অগস্ট ১৯২৭।

সকাল সাতটায় জাহাজ বেলাওয়ানের জেটিতে গিয়ে ভিড়্ল। জাহাজ ভিড়্তে-ভিড়্তে আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলুম। ডেকের উপরে এসে দেখি, জেটিতে বিস্তর লোকের সমাগম হ'য়েছে; সাদা পোষাকে ডচ্ কর্মচারীদের পাশে বিস্তর তামিল চেট্টি, কতকগুলি সিন্ধী, আর শিখ। ডচ্ ভদ্রলোক জন কতক এসেছেন মেদান শহর থেকে।

বেলাওয়ান বন্দরটী তেমন বড়ো নয়,—সমুদ্র থেকে মাইল কতক দূরে দেশের অভ্যন্তরে Medan মেদান বা Medan Deli মেদান-দেলি শহর হ'চ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান নগর, সরকারী কেন্দ্র; বেলাওয়ান এই মেদান শহরেরই বন্দর মাত্র। ভারতবাসী যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই মেদান থেকে। জেটিতে দেখলুম, আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত A. A. Bake বাকে সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে' কবিকে প্রণাম ক'রছেন। শ্রীযুক্ত বাকে হলাণ্ড-দেশীয়, প্রিয়-দর্শন দীর্ঘকায় যুবক, হলাণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, সেখানে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন ক'রতে আরম্ভ করেন, কিছুকাল ধ'রে শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক বাস ক'রছেন। বাকে-দম্পতীর সঙ্গীত-বিদ্যায় খুবই অনুরাগ। শান্তিনিকেতনে বাকের প্রধান কাজ—সংস্কৃত আর বাঙলা ভাষার চর্চা, আর ভারতীয় সঙ্গীত আলোচনা করা। ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা বাকে আর সাড়ী-পরা তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁদের চরিত্র-মাধুর্যের দ্বারা আর ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার দ্বারা সকলের প্রিয় হ'তে পেরেছিলেন। কবির যবদ্বীপ-যাত্রার কথা যখন স্থির হ'ল, তখন বাকে আর তাঁর পত্নী সঙ্গে থাকবেন এটাও ঠিক হয়। এঁরা নিজেরা ডচ্, যবদ্বীপে ঘোরবার সময় নানা বিষয়ে কবিকে এঁরা সাহায্য ক'রতে পারবেন, আবশ্যক হ'লে কবির দোভাষীর কাজও ক'রতে পারবেন, এঁরা ইংরেজী জানেন খুব চমৎকার; আর তা ছাড়া, কবির লেখার সঙ্গে এঁদের খুব পরিচয়ও আছে; শান্তিনিকেতন আশ্রমের জীবনে অংশ-গ্রহণ ক'রেছেন, আর কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশেছেন, কবির ভাব আর উদ্দেশ্য, আর বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র ক'রে কবির নানাবিধ চেষ্টা, এ-সকলের প্রতি এঁরা আস্থাযুক্ত, এ-সকলের মর্মজ্ঞ, সুতরাং যবদ্বীপের ডচ্ ও ডচ্-ভাষী যবদ্বীপীয়দের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী অনুবাদ ক'রে বা ব্যাখ্যা ক'রে ব'লতে বাকে-দম্পতীর মত এরূপ গুণী সহকর্মী দুর্লভ। বাকে-কে দেখে আমাদের বিশেষ আনন্দ হ'ল। বিদেশে পরিচিত লোক, যে সেখানকার সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও বেশী অভিজ্ঞ, তাকে পেলে, একটা মস্ত আশ্রয় পেলুম, এই রকম একটা আরামের ভাব মনে জাগে।

সুমাত্রা দ্বীপের মেয়ে আর ছেলের দল

আমরা অবতরণ ক'রলুম। জেটিতেই কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে বাকে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দিলেন। স্থানীয় ডচ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা পরিচিত হ'লেন; মেদান্ থেকে আগত ডচ্ ভদ্রলোক ও মহিলা জন-কতক; স্থানীয় থিওসোফিস্টদের প্রতিনিধি; চেট্টিদের প্রতিনিধি; সিন্ধীদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লীলারাম; আর মালাইদেশের ইপোঃ-নগরের ডাক্তার রজার্স্। কবিকে তিন তিন বার মাল্যদান হ'ল; তারপরে, পাসপোর্ট দেখানো, আর চুঙ্গীতে মাল-পত্র দেখিয়ে' খালাস ক'রে নেওয়ার পালা; কবির সম্মানের জন্য এ ব্যাপারে কোনও রকম ঝঞ্চাট ক'রলে না। ডাক্তার রজার্স কবিকে নিয়ে গেলেন তাঁর অতিথি হিসাবে, মেদানে যে হোটেলে তিনি অবস্থান ক'রছিলেন সেখানে। বাকে, ধীরেন-বাবু, আমি—আমরা তিনজনে মিলে' আমাদের মাল-পত্র বাতাবিয়া-গামী জাহাজ Planeius প্লান্সিউস্-এ তুলে' দিয়ে এলুম, সারা দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মেদানের চেট্টিরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদেরই মোটরে ক'রে ডাক্তার রজার্স্-এর হোটেলে তাঁরা আমাদের পৌঁছে দিয়ে' গেলেন। বেলাওয়ান্ থেকে মেদান, মোটরে মিনিট কুড়ির পথ হবে। পরিষ্কার রাস্তাটী। পথে শ্রীযুক্ত বাকে যবদ্বীপে কবির ভ্রমণের কি রকম ব্যবস্থা হ'য়েছে সে সম্বন্ধে ব'ললেন। কবির আগমন-সংবাদে ডচ্ ও যবদ্বীপীয় তাবৎ শিক্ষিত লোক অত্যন্ত খুশী হ'য়েছেন, তাঁর সংবর্ধনার জন্য নানা সম্প্রদায় থেকে আয়োজন চ'লছে [illegible] সম্মান

দেখাবার জন্য ডচ জাহাজ কোম্পানী Koninklijke Paketvaart Matschappij (বা 'রাজকীয় বাষ্পপোত পরিচালক সমিতি') তাঁকে স্বাগত ক'রছেন, আর ঐ অঞ্চলে যেখানে-যেখানে তাদের জাহাজে ক'রে তিনি যাবেন, তাঁকে তাঁরা বিনা-ব্যয়ে নিয়ে যাবেন, তাঁর কাছ থেকে কোনও ভাড়া নেবেন না, আর তাঁর সঙ্গীদের জন্য অনেক ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রেছেন। এই জাহাজ-কোম্পানী ডচ্ সরকারের পৃষ্ঠপোষিত,—ডচ্ সরকার বোধ হয় এর আংশিক মালিক। আমরা যে সময়ে বাতাবিয়ায় পৌছোবো, তার অল্প কয় দিন পরেই বলিদ্বীপে কতকগুলি ঘটার ব্যাপার আছে—স্থানীয় রাজাদের অন্ত্যেষ্টি আর শ্রাদ্ধ—ঠিক সময়েই আমরা এসেছি, বাতাবিয়ায় দু-চার দিন থেকেই এই সব জিনিস দেখবার জন্য আমাদের বলিদ্বীপে ছুটতে হবে। বলিদ্বীপ ঘুরে', পরে আবার যবদ্বীপে আসতে হবে, তখন যবদ্বীপ ভালো ক'রে দেখা হবে। কোন্ কোন্ শহরে যেতে হবে, কোথায় কোন দিন কি কি অনুষ্ঠান হবে, মোটামুটি তার একটী তালিকা তৈরী হ'য়ে গিয়েছে।

মেদানের Hotel Deboer হোটেল দেবর্-এ উপস্থিত হ'লুম। তখন বেলা দশটা হ'য়ে গিয়েছে। ডাক্তার বজাস্ কবির দিন-যাপনের জন্য আর আমাদের জন্য কামরা নিয়ে রেখে ছিলেন, সেইখানে বিশ্রাম করা গেল। ঐশ্বর্যশালী লোকেদের জন্য এই হোটেল। বাকে আর আমি ডচ্ জাহাজ-কোম্পানীর আপিসে গিয়ে আমাদের সকলকার টিকিট করিয়ে' নিয়ে এলুম। একটু পরেই কবি-দর্শনার্থী নানা লোকের সমাগম হ'তে লাগল। স্থানীয় চীনা খবর-কাগজের পরিচালকেরা সদলে এলেন, কবির সম্বন্ধে তারা প্রবন্ধ লিখেছেন দেখালেন, কবিকে নিয়ে' গ্রুপ ছবি তুললেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল, বেশ বুদ্ধিমান্ এই চীনা যুবক কয়টী, মালয় দেশের চীনারা যেমন।

মেদানে যে কয়-ঘণ্টা ছিলুম, তারি মধ্যে বার দুই হোটেল থেকে বেরিয়ে' শহরটা ঘুরে এলুম, খানিক হেঁটে, খানিক গাড়ী ক'রে। এক-ঘোড়ার দু-চাকার গাড়ী, ঠিক পশ্চিমে' তাঙ্গার ভাব, বর্মা টাটুর মতন ছোটো ঘোড়া, গাড়োয়ান আর সওয়ারী পিঠাপিঠি বসে, মালাই ভাষায় এই গাড়ীর নাম Sado 'সাদো', কথাটী ফরাসী dos-à-dos ('দোসাদো') বা 'পিঠাপিঠি' শব্দের অপভ্রংশ। গাড়ীগুলি পরিষ্কার, ঝকঝকে, ধোপ-দস্ত চাদরে গদী মোড়া, ঘোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চালকের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার আর প্রচুর। মেদান শহরটী ছোটো, নোতুন পত্তন হ'য়েছে। বেশীর ভাগ বাড়ী একতলার, টালিতে ছাওয়া ঘর, প্রশস্ত হাতার মধ্যে। স্থানীয় এক মালাই সুলতানের বাড়ী ছাড়া দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই। তবে বাড়ন্ত শহর। দেশটা ডচেদের হাতে এসে নোতুন ক'রে যেন উদ্ঘাটিত হ'চ্ছে, লোক-সংখ্যা বাড়ছে, আবাদ বেশী ক'রে হ'চ্ছে। স্থানীয় লোকেদের অবস্থাও বেশ ভালো ব'লেই মনে হ'ল, সুতরাং নগরের শ্রীও যে প্রবর্ধমান হবে, তার আর আশ্চর্য কি। মেদান থেকে আরও ভিতরে পাহাড়ের উপর Brastagi ব্রাস্তাগী ব'লে একটী স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, সুমাত্রার অন্য অংশ, যবদ্বীপ, ব্রিটিশ মালয়, এমন কি সুদূর শ্যাম দেশ থেকে লোকে সেখানে হাওয়া বদলাতে আসে; ব্রাস্তাগীর পথেই মেদান পড়ে। এখানে ধনী ডচ্ আর অন্য ভ্রমণকারীর দলের খুব আমদানী হয়; তাই শৌখীন জিনিসের দোকানও খুব—সিন্ধী রেশম আর মণিহারী জিনিস-ওয়ালাদের কতকগুলি দোকান বেশ চ'লছে। রাস্তায় ভারতীয় লোক দেখলুম সংখ্যায় মন্দ নয়, তবে ব্রিটিশ মালয়ের মতন অত বেশী নয়। চীনাদের সংখ্যাও কম ব'লে মনে হ'ল। মালাই আর যবদ্বীপীয় লোকই খুব বেশী। রঙীন সারঙ্ প'রে অতি-সুশ্রী মালাই বা সুমাত্রার মেয়েরা দল বেঁধে চ'লেছে; বাজারে তরী-তরকারী বিক্রী ক'রছে
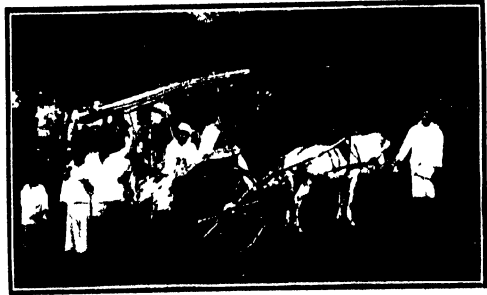
'সাদো' গাড়ী

মালাইরাই; কিন্তু কাপড়-চোপড়ের দোকান ভারতীয়দের, আর হাতের কাজে যেখানেই হুনরের দরকার সেখানে চীনাদের একাধিপত্য। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই শহরটা ঘুরে আসা যায়। শহরের ডাক-ঘরে গেলুম, দেশের জন্য চিঠি ছাড়তে, কবিব হ'য়ে তার ক'রতে। তামিলদের ভীড, কেরানীরা চীনা, কিংবা যবদ্বীপীয়। এক দীর্ঘকায় শিখ ডাক-ঘরে পাহারালার কাজ ক'রছে, আরও গুটী কতক শিখ এসেছে। ডচ্ সরকারও যে শিখ পাহারালা রাখে, তা দেখে একটু আশ্চর্যান্বিত হ'লুম। লোকটার সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। সে রবীন্দ্রনাথের আগমনের কথা কাগজে প'ড়েছে, সসম্ভমে তার বিষয় উল্লেখ ক'রলে—ব'ললে, 'হমারে সিক্খ্ গুরুলোগ জৈসে থে, আপ ভী বৈসে হৈঁ।' এ অঞ্চলে—উত্তর-পূব সুমাত্রায়—বিস্তর শিখ আছে, এরা দরোয়ানের কাজ করে, গোয়ালার ব্যবসা চালায়—নিজেরা গোরু রাখে। পাঠানও কিছু কিছু আছে। পূরবিয়া হিন্দুস্থানীও আছে। মোটের উপর, ডচ সরকারের ব্যবহারে এরা সকলেই সন্তুষ্ট।

শহরের এক পাশে হাওড়ায় ময়দানের মতন একটা মস্ত মাঠ। তারই লাগোয়া ব্যবসার কেন্দ্র—ইউরোপীয়দের আপিস, আর বিশেষ ক'রে তাদের জন্য যত দোকান-পাট। তার পরে দেশী পাড়া। তামিলদের জন্য আলাদা একটা পাড়া আছে। অন্য প্রদেশের ভারতীয়দের জন্যও বোধ হয় সেইরূপ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে' গিয়েছে।

শহরে ঘুরে'-ঘুরে' কিছু ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড কিনলুম। সুমাত্রার পাহাড়ে' অঞ্চলের অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির ঘর-বাড়ী আর জীবন-যাত্রার ছবি। রাস্তার দোকানের সাইন-বোর্ডগুলি একটু অদ্ভুত লাগ্‌ল—তাদের ভাষার দরুন। ইংরেজীর রেওয়াজ নেই ব'ললেই হয়। ডচ্ আছে—কিন্তু মালাই ভাষারই চলন বেশী। তা আবার মালাই দেশের মতন আরবী অক্ষরে লেখা নয়, আমাদের সহজবোধ্য রোমানে, আর এই রোমান মালাই, ডচ্ উচ্চারণ অনুসারী বানানে লেখে, ইংরেজী বানানে নয়। সরকারী ইস্তাহারও বেশীর ভাগ এই রোমান-মালাইয়ে। দ্বীপময় ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা এই রোমান মালাই-ই দাঁড়িয়ে' গিয়েছে, আর তা ডচেদেরই চেষ্টায়। এই ভাষা সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছে, তাদের মধ্যে ঐক্য-বোধ এনে দিচ্ছে। একটু অভ্যাস হ'য়ে গেলেই, ডচ্ বানানের oe-কে 'উ' পড়া (যেমন ইংরেজীর shoe-র উচ্চারণে), j-কে 'য' পড়া, tj-কে 'চ' পড়া, dj-কে 'জ' পড়া, ngg-কে 'ঙ্গ' আর খালি ng-কে 'ঙ' পড়া, nj-কে 'ঞ' পড়া, sj-কে 'শ' পড়ায় আর কোন বাধো-বাধো ঠেকে না। দেওয়ালে মারা কাগজের বিজ্ঞাপনেও এই রোমান মালাই। Soesoe tjap prahoe 'সুসু চাপ্ প্রাউ'—নৌকা-ছাপ (বা মার্কা) দুধ—ভাইকিং (Viking)-দের জাহাজের রঙীন ছবি নিয়ে' এক সুইস্ কোম্পানীর টিনের দুধের বিজ্ঞাপন, সিন্ধীদের দোকানের উপরে সাইন-বোর্ডে প্রায়ই লেখা Toko Bombay অর্থাৎ 'বোম্বাইয়ের দোকান', সেকরার দোকানে, Toekang Emas 'তুকাঙ্ 'মাস্' বা 'সোনার কারিগর', দাঁত-বাঁধাইয়ের দোকানের উপর, Toekang Gigi 'তুকাঙ্ গিগি' বা 'দাঁতের কারিগর' (দাঁতের পরিচর্যা দেখছি এ দেশে খুবই দরকার হয়)। ক'লকাতায় বাঙালীর দোকানের নাম-ফলকের কথা মনে প'ড়ল—সাইন-বোর্ডে ইংরেজী বা (আরও কিম্ভূত!) বাঙলা অক্ষরে লেখা 'গোল্ড-স্মিথ্‌স এণ্ড জুয়েলার্স' আর 'ডেন্টিষ্ট্‌স'—আমরা সহজে 'সেকরা বা স্বর্ণকার বা মণিকারের দোকান' বা 'দাঁত-বাঁধাইয়ের দোকান' লিখবো না; মাতৃভাষার অক্ষর ব্যবহার ক'রবো, কিন্তু তার শব্দ ব্যবহারে যেন লজ্জা হয়। এ সেই বাঙলা থিয়েটারের ইংরেজী নাম-করণের মত ব্যাপার। মালাই ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটা আপিসের উপরে বড়ো-বড়ো রোমান অক্ষরে মালাই ভাষায় লেখা—Banka Boemipoetra 'বাঙ্কা বুমিপুত্র' (অর্থাৎ 'ভূমিপুত্র')—তলায় ডচ্ ভাষায় লেখা, Inlandersbank বা 'দেশীলোকদের ব্যাঙ্ক'; ডচে Inlander মানে দেশী, Uitlander (ইংরেজী Outlander) মানে বিদেশী; ইন্দোনেসিয়ার মালাই ভাষায়, 'দেশীয়' অর্থে 'ভূমি-পুত্র'—এই সংস্কৃত সমস্ত-পদটী ব্যবহার করা হয়। কথাটী বেশ লাগ্‌ল—আদি-যুগ থেকে যে জা'তের মানুষ দেশে বাস ক'রছে, তাদেরকে জানাবার

জন্য, Aborigines বা 'আদিম অধিবাসী' অর্থে এই 'ভূমি-পুত্র' শব্দটী বাঙলাতেও প্রযুক্ত হ'তে পারে— ভাষার শব্দের উচ্চারণ-মাত্রেই যাঁরা শব্দের মধ্যে ভাবের দ্যোতনা দেখ্‌তে চান, তারা এই যোগরূঢ় শব্দটী নিশ্চয়ই পছন্দ ক'রবেন।

তামিল-পাড়া দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে জন-কতক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তারা খাতির ক'রে তাদের একজনের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানা ঘরটীতে বাঙালীর বাড়ীর বৈঠকখানার মতন একদিকে তক্তাপোষের উপর মাদুর-পাতা আর বিছানা, আর একদিকে কতকগুলি চেয়ার। দেওয়ালে প্রচুর ফ্রেমে-বাঁধা ছবি - ঠাকুর-দেবতার ছবিই বেশী—মাদ্রাজী পট, রবিবর্মার আঁকা বোম্বাইয়ে ছবি, দুই-এক খানা ক'লকাতার সেকেলে লিথোগ্রাফ-ছাপা দেবতার ছবিও আছে, আর আছে গৃহস্থের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন আর পৃষ্ঠপোষক সাহেব-সুবার ফোটোগ্রাফ। বাড়ীর মালিক এলেন, এক ধনী চেটি মহাজন, ইংরেজী বা ডচ্ জানেন না। সকালে এঁকে আমরা বেলাওয়ানে দেখেছিলুম। পরে আবার এঁকে দেখি, স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে যখন হোটেলে কবির ছবি তোলা হয়, তখন ইনিও ছিলেন, আবার বেলাওয়ানে স্টীমার পর্যন্ত আমাদের প্রত্যুদগমন ক'রতেও এসেছিলেন। এঁরই চেষ্টায় তামিলদের একটী মিলন-কেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছে। গোলগাল কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটী, কতকগুলি দাঁত সোনা দিয়ে' বাঁধানো, মাথাটী উড়ে-কামানো, প্রসন্ন উজ্জ্বল চাহনী, শ্রীমানের মত চেহারা, দু কানে দুটী হীরের ফুল, নিজের বাড়ীতে খালি-গায়েই ছিলেন, কিন্তু পরে ছবি তোলাবার সময়ে দেখি, ইনি পোষাক পরিচ্ছদ প'রে এসেছেন, সাদা ফুল-তোলা জাপানী রেশমের লম্বা একটী কোট গায়ে, তার গোটা আষ্টেক সোনার বোতাম আস্ত-আস্ত গিনি দিয়ে তৈরী, হাতে অনেকগুলি হীরা চুনি মরকত আর নীলার আংটী, মাথায় জরীর-পাড় পাগড়ী, গলায় সাদা জরী-পাড় চাদর, লুঙ্গীর ধরণে পরা ধুতি, খালি পা। এরা খুবই শিষ্টাচার ক'রলেন, কবির আগমনে তারা যে ধন্য সে কথা জানালেন, তবে দুঃখ এই রইল যে, কবি দু-এক দিন থেকে যেতে বা তাদের কিছু উপদেশ দিয়ে যেতে পারলেন না।

মেদান শহরের ময়দানে দেখি, একজন ভারতীয়—হিন্দুস্থানী মুসলমান—একটী ঠেলা-গাড়ীতে জলের হাঁড়ী, বরফ, রঙীন কাঁচের গেলাস নিয়ে শরবৎ বিক্রী ক'রছে। লোকটীর সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। তার বাড়ী আজমগড় জেলায়, শরবৎ বিক্রী করে, এ রকম দেশোয়ালী লোক, ভোজপুরী মুসলমান, এ তল্লাটে দু-দশ জন আছে, তা ছাড়া পাউরুটীর ব্যবসাও করে, এমন তার দেশোয়ালী ভাইও আছে। এই রুটী-বিস্কুটের কাজে আবার বাঙালী মুসলমানও দু-চার জন আছে। এরা ঘরে তন্দুরের রুটী-বিস্কুট বানিয়ে' সাহেব সুবার বাড়ী বাড়ী দেয়, আবার ঝুড়িতে ক'রে মাথায় চড়িয়ে' মালাই আর অন্য জা'তের লোকেদেরও বাড়ী বাড়ী বিক্রী করে। ভোজপুরে' হিন্দুও আছে, তারা মটর-ভাজা ফেরী ক'রে বেড়ায়। এক রকম ক'রে দিন গুজরানো হয়—আর, 'কেয়া করেগা সাব, তকদীরমেঁ এইসা লিখা হৈ, রোটীকে বাস্তে পরদেশমেঁ ঘুমনা পড়তা'। 'এক সাল দো সাল বাদ ঘর লৌটুঙ্গা, দো পাঁচ মাহিনাকে লিয়ে'। হিন্দুস্থান থেকে মেদানে একজন 'বড়া ভারী আলেম আদমী' এসেছেন, একদিনের জন্য, সে কথা সে শুনেছে; তবে সে গরীব লোক, 'অন্‌পঢ়', সে কিছু জানে না কি ব্যাপার হ'চ্ছে। 'বংগালী বাবু' কেউ এ দেশে কখনও এসেছে, এমন কথা সে শোনে নি। বিদায় কালে ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের খুব সেলাম ক'রলে।

হোটেল-দেবূর-এর ব্যবস্থা খুব উঁচুদরের, ধনী লোকেদেরই উপযুক্ত। দেশের জল-বায়ুর উপযোগী ক'রে হোটেল তৈরী হ'য়েছে। মস্ত মস্ত ঘর, প্রায় প্রত্যেক ঘরের লাগোয়া একটু ক'রে বারান্দা আছে। দুপুরে বিশ্রাম করা গেল, আর ডাক্তার রজার্স্‌-এর সঙ্গে আলাপ করা গেল। এই ভদ্রলোকটীর কথা আগে ব'লেছি, ইপো-র প্রসঙ্গে। ইনি সিংহল থেকে আগত তামিল খ্রীষ্টান, আর ইপো-র একজন প্রসিদ্ধ ধনী। আমরা ইপো-তে যে বিয়াট্রিস টিনের খনি দেখতে যাই, ইনি সেই খনির মালিক। লম্বা পাতলা একহারা চেহারার মানুষটী,

উজ্জ্বল চোখ, শিষ্টাচার-সম্মত চলা-ফেরা, কথাবার্তা, ব্যবহার। শরীর ভালো নয়, হাওয়া বদলাতে সুমাত্ৰাস্তাগী পাহাড়ে এসেছিলেন, এইবার ইপো-তেই ফিরবেন, রবীন্দ্রনাথ আস্‌ছেন জেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য মেদানে র'য়ে গিয়েছেন। বস্‌বার ঘরের টেবিলে কতকগুলি ইংরেজী পত্র-পত্রিকা ছিল, আর ছি... ফোটোগ্রাফের আল্‌বম্‌, আর ছবিওয়ালা দুই-একখানি বই। আল্‌বম্‌টী হাতে নিতেই তিনি আমাদের দেখতে ব'ল্‌লেন। তাতে দেখলুম তাঁর মেয়ের ছবি, বিলিতি কোর্ট-ড্রেস্ পরা, বিভিন্ন রূপে অবস্থানের কতকগুলি ছবি, লণ্ডনের এক উচ্চশ্রেণীর ফোটোগ্রাফরের তোলা। সুশ্রী শ্যামবর্ণা তন্বী একটী ভারতীয় তরুণী; পাতলা কাপড়ের বিলিতি পোষাকটা শ্যামবর্ণ চেহারার সঙ্গে কেমন বে-মানান লাগ্‌ছিল। ডাক্তার রজার্স একটু পিতার গৌরবে, আর উচ্চ-সম্মান-বোধ-মিশ্র সম্ভ্রমের সঙ্গে, আমাদের জানালেন যে তাঁর এই মেয়েটী বিলেতে presented হ'য়েছিলেন, অর্থাৎ রাজ-সকাশে পরিচিত হ'য়েছিলেন—যেমন ইংলাণ্ডের অভিজাত ঘরের মেয়েরা হ'য়ে থাকেন। এইরূপ debutante হওয়া, অর্থাৎ ইংরেজ অভিজাত সমাজে এইরূপে প্রথম পরিচিত হওয়া, ভারতীয় বা অশ্বেতকায় জাতির মেয়েদের প্রায় ঘটে না; এইজন্য ডাক্তার রজার্স-এর এই গৌরব-বোধ। ইনি আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, যখন তাঁর টিনের খনি আমরা দেখতে যাই, তখন আমাদের ভালো ক'রে খাতির-টাতির ক'রেছিল কিনা, আর আমাদের কি পানীয় দিয়েছিল। আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে' ব'ললুম যে আমরা সকলের ভদ্র ব্যবহারে খুবই আপ্যায়িত হ'য়েছিলুম, আর খনির কাজ যা দেখেছিলুম তা অপূর্ব, তার কথা আমাদের চিরকাল মনে থাক্‌বে—এত বড়ো একটা খনির মালিক তিনি, এর কাজ যে বেশ ভালোই চ'লছে, নিশ্চয়ই এটা একটা আনন্দের কথা। এতে তিনি ব'ল্‌লেন, "হুঁ, তা কাজ মন্দ চ'ল্‌ছে না—কিন্তু খনিতে আপনাদের শ্যাম্পেন মদ পান ক'রতে দিয়েছিল কি? আমার বন্দোবস্ত আছে, আপনাদের মতন অতিথি এলে ঢালাও শ্যাম্পেন খাইয়ে' খাতির ক'রবে।" আমরা ব'ললুম, চীনা ইঞ্জিনীয়ার আর কর্ম্মচারীরা আমাদের শ্যাম্পেন দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা লেমনেড্-ই যথেষ্ট মনে ক'রেছিলুম। আমরা শ্যাম্পেন্ খেলেই তিনি খুশী হ'তেন, কারণ তিনি আমাদের ব'ল্‌লেন যে তাঁর খনির মর্যাদার জন্যে তিনি সব-চেয়ে-সেরা শ্যাম্পেনের প্রচুর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। —ডাক্তার রজার্স একখানি ছোটো সচিত্র পুস্তিকা আমাদের দেখ্‌তে দিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ইংলাণ্ডে বছরে একবার ক'রে খেল্‌তে যায়, ইংলাণ্ডের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। এই খেলা আর এতে হার-জিত ইংলাণ্ডের খেলার জগতে একটী বড়ো ঘটনা, এ নিয়ে' দুটো দেশে সপ্তাহ-কয়েক ধ'রে খুব হৈ চৈ চলে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়, তারা যাচ্ছে ইংলাণ্ড, বা ফিরছে ইংলাণ্ড থেকে, ইংলাণ্ডে গিয়ে খেল্‌ছে, আর কখনও-কখনও ইংলাণ্ডের সেরা খেলোয়াড়দের খেলায় হারাচ্ছেও;—কাজেই সিঙ্গাপুর হ'য়ে যখন এরা যায় আসে, সেখানকার ইংরেজ, আধা-ইংরেজ, আর মালাই আর ভারতীয় মহলে একটা সম্ভ্রম-মিশ্র সাড়া প'ড়ে যায়—অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের অনেক সময়ে রাজোচিত আপ্যায়ন চলে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের উপযুক্ত সংবর্দ্ধনা করবার এই রকম সুযোগ আর সম্মান ডাক্তার রজার্স্ একবার পেয়েছিলেন, আর তাতেই তিনি কৃতার্থম্মন্য। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তিনি মালাই দেশের ভালো-ভালো খেলোয়াড় বেছে নিয়ে একটী দল গঠন করেন, 'ডাক্তার রজার্স্-এর দল' Dr. Roger's XI; অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা সিঙ্গাপুর থেকে এসে এদের সঙ্গে খেলে, আর ডাক্তার রজার্স্-এর আতিথ্য স্বীকার করে, ডিনারে আপ্যায়িত হয়। এই ঘটনার স্মারক এই চিত্রময় পুস্তিকাখানি। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের ছবি, ডাক্তার রজার্স্-এর আর তাঁর দলের লোকেদের ছবি, খেলার ছবি, কে কে বড়ো লোক এসে দর্শন দিয়েছিলেন তাঁদের কথা, আর ডিনারে কি কি পদ ছিল, তার তালিকা—menu card; একটু চাপা কিন্তু বিপুল আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ডাক্তার রজার্স্ আমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁর এই সার্থক অনুষ্ঠানটীর সম্বন্ধে

খুঁটি-নাটি আমাদের শোনাতে লাগলেন। আমিও যথোচিত অভিভূত হ'য়ে গিয়ে শুনতে লাগলুম। ব'ললুম—এত বড়ো একটা function বা অনুষ্ঠান হ'য়ে গেল, আপনার খরচ হ'য়েছিল খুব নিশ্চয়ই। তিনি ব'ললেন, তা তো হবেই—প্রায় হাজার ডলার লেগেছিল।—ডাক্তার রজার্স বিশ্বভারতীর জন্যও কিছু দান ক'রেছিলেন ;. তবে ঠিক মনে প'ড়ছে না, কত। ডাক্তার রজার্স-এর মত অমায়িক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রলুম।

দুপুরের 'সেবা' করবার জন্য ডাক্তার রজার্স হোটেলের ভোজন-শালায় আমাদের নিয়ে গেলেন। একটী আলাদা কামরা আমাদের জন্য ঠিক ছিল। ডচ্ হোটেলে খাওয়া। দ্বীপময় ভারতের বিখ্যাত Rijsttavel 'রাইস্ট্-টাফ্ল্' (Rice-table) বা 'ভাতের হাজরী' নামক আহার-পর্বের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টল। এই ব্যাপারটী আর কিছু নয়—যবদ্বীপীয় রীতিতে প্রস্তুত 'পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন ভাত', ইউরোপীয় রীতিতে পরিবেশন করা। ডচেরা যবদ্বীপের সংস্কৃতির কতকগুলি জিনিস গ্রহণ করে, প্রাচীন যবদ্বীপীয় পদ্ধতিতে ভাত-তরকারী খাওয়াটাও গ্রহণ করে। অনেক যবদ্বীপীয় ব্যেন্নন ডচেদের ভালো লাগায়, তারা তা বর্জন ক'রতে পারে নি। বেশী ঝাল মশলা যে সব জিনিসে দেওয়া হ'ত, সেগুলিকে একটু সংশোধন ক'রে নিজেদের রুচির অনুরূপ ক'রে নিয়েছে, আর নিজেদেরও দু-চারটী জিনিস জুড়েছে। এই যবদ্বীপীয় ভোজনের ডচ্ সংস্করণে, মোটের উপর যবদ্বীপীয় ভাবটাই বিদ্যমান আছে। সোপকরণ 'রাইস্ট্-টাফ্ল্'-এর মারফৎ যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতির একটী প্রধান অঙ্গ—তার পাক প্রণালীর সঙ্গে চাক্ষুষ ও রাসনিক পরিচয় হ'ল। একটী বড়ো পিরিচ দিলে, সেটী সামনে রইল, একজন পরিবেশক ভাত নিয়ে এল, তার কাছ থেকে ভাত নিয়ে সেই পিরিচে রাখা গেল। তার পরে দেখি, সার বেঁধে পরিবেশকের দল, প্রায় জন বারো পনেরো হবে। সকলেরই মাথায় যবদ্বীপী কায়দায় রঙীন আর চিত্রিত রুমালের পাগড়ী, গায়ে সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট, পরনে সাদা ইজার, আর জামার নীচে ইজারের উপরে আজানুলম্বিত রঙীন সারঙ্, চওড়া কোমর-বন্ধের মতন বা কটি-বস্ত্রের মতন জড়ানো। প্রত্যেকের হাতে থালায় বা অন্য পাত্রে এক এক রকমের তরকারী। বাঁ পাশে টেবিলের উপরে আর একখানি বড়ো পিরিচ থাকে, তাতেই এই সব তরকারী একটু একটু ক'রে নিয়ে রাখতে হয়, আর ঝোল-জাতীয় জিনিস ভাতের পাত্রেই নিতে হয়। যবদ্বীপের প্রধান খাদ্য হ'চ্ছে ভাত আর মাছ, রাইস্ট্-টাফ্ল্-এর তরকারীর মধ্যে মাছের পাটই বেশী, তবে মাংসও নানা রকম আছে। এ সব তরকারীর সোয়াদ ঠিক আমাদের দেশের তরকারীর মতন নয়, একটু আলাদা, না উত্তর-ভারতের মুসলমানী কোর্মা-কালিয়া-কোফ্তার বা হিন্দু দাল-ভাজী-সাগ প্রভৃতির মতন, না আমাদের বাঙলার শুক্ত-ঘণ্ট-ডালনা বা মাছের-ঝাল-ঝোল ইত্যাদির মত ; তবে এই রান্নার গোষ্ঠিটা শেষোক্ত পর্যায়েরই,—যদিও তার ব্যঞ্জনগুলির তার একটু অন্য ধরণের ; তবে একেবারেই চীনা রান্নার মতন নয়—সে এক পান্‌সে ব্যাপার, মরিচ আর মশলার সম্পর্ক নেই তাতে। বড়ো মাছ কেটে সিদ্ধ ক'রে তাকে চ'টকে নিয়ে একটা তরকারী করে, মাছের পাঁপর এক রকম হয়—ভাজা অবস্থায় দেখতে ঠিক আমাদের দালের পাঁপরের মত,—এটী এ দেশের একটী অতি প্রিয় খাদ্য, ভাজাভুজির মধ্যে সুপক্ক কলা ভাজার রেওয়াজ আছে ; নানা রকম তরকারী আর মাংস দিয়ে ঝোলের মতনও একটা জিনিস করে ; চুনো জাতির মাছ, কাঁচা অবস্থায় টকে জারিয়ে' এক রকম চাট্‌নী করে, এ ছাড়া ডিমের ব্যাপারও আছে। প্রায় ১৮ কি ২০ রকম ব্যঞ্জন নিয়ে এই আহার-পর্ব—ব্যঞ্জন কখনো-কখনো সংখ্যায় আরও বেশী হয়।—বিস্তর ডচ্ ঔপনিবেশিক এই ভোজের মোহে প'ড়ে গিয়েছে, তারা দুপুরে রাইস্ট্-টাফ্ল্-ই খায়, ইউরোপীয় খাদ্য খায় না। তবে ইউরোপীয় জঠরের (তায় আবার ডচ্ ইউরোপীয় !) মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারী-গোছ খাবার হিসাবে, এই সঙ্গে মাংসের রোস্ট একটী বেশী পদ ধরা থাকে—এত রকম তরকারী আর ভাতে যাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, তাঁরা অগত্যা এইতেই শেষটা পূরিয়ে' নেন।

গুরুতর আহার, তাই পরে একটু বিশ্রাম চাই-ই। ডচেরা যবদ্বীপ-অঞ্চলে এই বিশ্রামের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। দুপুরের আহারের পরে নিদ্রার আবশ্যকতা ডচেরা স্বীকার ক'রে নিয়েছে, তাই আপিস আদালত দোকান সমস্তই এগারোটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। আমরা কিন্তু একটী দিনের জন্য সুমাত্রায় নেমেছি, তাই, খেয়েই আমরা আবার বা'র হ'লুম, খানিক শহর দেখবার জন্য।

বেলা আড়াইটে-তিনটে আন্দাজ স্থানীয় প্রধান-প্রধান ভারতীয়েরা এলেন, আর এলেন জন-কতক ডচ ভদ্রলোক, কবিকে দর্শন ক'রতে। অল্প দু-চার কথা সকলের সঙ্গে হ'ল। ঐ দেশের অধিবাসী বা ডচ সরকারের প্রজা যারা নন, সম্প্রদায় ধ'রে ডচ্ সরকার তাদের এক একজন মাতবর ঠিক ক'রে দেন। তাদের যা অভাব-অভিযোগ, এই মাতবর বা মোড়ল প্রমুখাৎ তারা সরকারকে জানায়; আর তাদের সম্বন্ধে কিছু বিধি-নিষেধ ঠিক ক'রতে হ'লে, মোড়লের মত নেওয়া হয়, মোড়ল নিজের দলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের মতামত সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির ক'রে নেন। এই নিয়মে এ-সব দেশে কাজ চ'লছে বেশ। এই মোড়লদের কতকগুলি সম্মান-সূচক অধিকার আছে। স্থানীয় মালাই ভাষায় এই মোড়লদের Kapten 'কাপ্তেন' বলে (ইংরেজী captain); চীনাদের মোড়ল হ'চ্ছেন Kapten Tjina কাপ্তেন চীনা, তামিলদের হ'চ্ছেন Kapten Keling কাপ্তেন ক্লিঙ্ অর্থাৎ 'কলিঙ্গদের প্রধান', আর শিখ হিন্দুস্থানী আর সিন্ধীদের মোড়ল হ'চ্ছেন Kapten Banggali 'কাপ্তেন বাঙ্গালী' অর্থাৎ 'বাঙালীদের কাপ্তেন'। (মালাই দেশে আর দ্বীপময়-ভারতে যে সব ভারতবাসী আসে, দ্রাবিড়-ভাষী দক্ষিণ-ভারতীয়, আর আর্য্য-ভাষী উত্তর-ভারতীয় হিসাবে তাদের দুটী ভাগে ফেলা হয়—দক্ষিণীদের অর্থাৎ তামিল-তেলুগুদের বলে Keling বা Kling 'ক্লিঙ' অর্থাৎ কলিঙ্গ-দেশীয়, আর উত্তর-ভারতীয়দের বলে Banggali 'বাঙ্গালী'—বাঙলাদেশের প্রধান বন্দর ক'লকাতার জাহাজেই এরা বেশী ক'রে আসে ব'লে। তাই এ-সব দেশে, 'হিন্দুস্থানী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান' ব'ললে কেউ বুঝবে না, এদের সাধারণ নাম হ'য়ে গিয়েছে 'বাঙ্গালী', মালাইদেশের বাঙালী ডাক্তারের মুখে শুনেছি সরকারী হাঁসপাতালে পাঠান রোগীরও জাতি লেখা হয় 'বাঙ্গালী' ব'লে)। মেদানে ভারতবাসীদের সভায় 'কাপ্তেন ক্লিঙ্' কাউকে দেখলুম না, 'কাপ্তেন বাঙ্গালী' বলে হরনাম সিং নামে একটী সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। আমাদের কিছুক্ষণ-আগে-পরিচিত গিনির বোতামওয়ালা কোট গায়ে চেট্টিটীও এলেন।

এর পরে আমাদের জাহাজ ধ'রতে যেতে হবে। চারটেয় জাহাজ ছাড়বে, বেলাওয়ান বন্দর থেকে। আমরা সাড়ে-তিনটের মোটরে ক'রে রওনা হ'লুম। সিন্ধীদের অনুরোধ মতন একটু ঘুরে' যে রাস্তায় তাঁদের দোকান সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া হ'ল, তাঁদের দোকানের লোকেরা দোকানের সামনে এসে সকলে দাঁড়িয়ে' ছিল। তারপরে বেলাওয়ানের পথ ধরা গেল। বাকে আর আমি একত্র একখানি গাড়ীতে ছিলুম; সঙ্গে ছিলেন দুটী তামিল ভদ্রলোক, এঁদের একজন ধুতি-পরা চেট্টি মহাজন, ইংরেজী জানেন না; আর অন্যটী কোট-প্যাণ্টুলেন-আঁটা ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি, সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট আর প্যাণ্ট পরা, কপালে শৈব ত্রিপুণ্ড্র, কানে হীরের ফুল, আর মাথায় ফেল্ট হ্যাট্—মাথার চুল ছাঁটা (কিন্তু ফেল্ট হ্যাটের নীচে ঝুঁটীওয়ালা আধা-কামানো মাথাও দক্ষিণীদের মধ্যে অন্যত্র দেখেছি, আবার টুপীটী পরবার সময় মাথার উড়ে খোঁপাটী টেনে ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে তুলে নেওয়াও হয়, যাতে হ্যাটের তলায় বেরিয়ে' না পড়ে!)। যাক্, পথে এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। মেদানের কোন ইংরেজ কোম্পানীর আপিসে কাজ করেন ব'ল্লেন; নিজেই জানালেন যে তিনি একজন থিওসোফিস্ট। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, কোন্ দলের—কৃষ্ণমূর্তিকে জগদ্গুরু ব'লে মানা বেসান্তী দলের, না কৃষ্ণমূর্ত্তির বিরোধী দলের। ইনি কৃষ্ণমূর্তি-ভজা দলের। এই জগদ্গুরু-বাদটী কি, তা আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা ক'রলেন। 'যেন সর্বমিদং ততং'—সেই পরব্রহ্ম, লোক-শিক্ষার জন্য এক-একটী জগদ্গুরু সৃষ্টি

করেন ; এই যুগের উপযুক্ত জগদ্‌গুরু কৃষ্ণমূর্তির দেহ আশ্রয় ক'রে প্রকট হ'য়েছেন বা হবেন। ঠিক মতন তার বক্তব্যটী ব'ল্‌তে পারলুম কি না, জানি না ; তাঁর দ্রুত মাদ্রাজী ইংরেজীতে তাঁর আলোচিত গভীর তত্ত্ববাদ আমাদের বোধের পক্ষে একটু কঠিন হ'য়েছিল, সুতরাং তাঁর বক্তব্যটী আমাদের দ্বারায় ঠিক ধরা হ'য়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। কৃষ্ণমূর্তির বিশেষত্ব কোথায়, তা জিজ্ঞাসা করাতে ইনি ব'ললেন, তাঁর At the Feet of the Master আর অন্য বই পড়ুন, তা হ'লে জানতে পারবেন। At the Feet of the Master খানি দেখেছি, ব'ললুম, শুনেছি যে ঐ বইয়ে নাকি শ্রীযুক্তা আনি বেসান্তেরও হাত আছে। ইনি তা অস্বীকার ক'রলেন না। ব'ললেন, তাদের প্রতি নির্দেশ আছে, ঐ বই পড়া, আর তার ভিতরের বচনগুলির গভীর ভাবের উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা, তার ধ্যান করা (to try to realize and to meditate on passages from the book)। বাকে ব'ল্‌লেন, তা গীতা উপনিষদ্ তো র'য়েছে, তা ছেড়ে হালের এই বই ধরা কেন, এর এমনই কি বা বিশেষত্ব। এর মধ্যে বেলাওয়ানের জাহাজ-ঘাটে পৌছে গেলুম, আমাদের আলাপ এইখানেই ইতি ক'রতে হ'ল। ভদ্রলোকটীকে বেশ সরল, বিশ্বাসী, ভক্ত থিওসোফিস্ট ব'লে বোধ হ'ল।

জাহাজে আমাদের ক্যাবিন দখল ক'রলুম, সকালের মাল-পত্র ঠিক আছে দেখে নিলুম। মেদানের বন্ধুরা শেষ বিদায়ের জন্য জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বৈঠকখানায় সমবেত হ'লেন, কাপ্তেন আর অন্য অফিসারেরা রইলেন। সমস্ত ডচ্ যাত্রীরা আশে-পাশে সম্ভ্রমের সঙ্গে রইল। আমাদের চীনাবাও এলেন। একদিনের আলাপে মেদানের ভারতীয়দের সারল্য আর হৃদ্যতার পরিচয় পেয়ে আমরা বিশেষ তৃপ্ত হ'য়েছিলুম, এঁদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালুম। রবীন্দ্রনাথ দুই-এক দিন রইলেন না, এই তাঁদের আক্ষেপ রইল। তার পরে যাত্রার ঘণ্টা প'ড়ল, যাঁরা প্রত্যুদ্গমন ক'রতে এসেছিলেন তাঁরা নেমে গেলেন। জাহাজ ছাড়্‌ল।

পরিষ্কার, রোদে-ভরা সুনীল আকাশ, প্রসন্ন দিক্, প্রসন্ন নীল সাগর,—আমরা যবদ্বীপের অভিমুখে চ'ললুম। রুচি-আর অভ্যাস-মত জাহাজটী একটু ঘুরে' এলুম। এখানি বেশ বড়ো জাহাজ, ইউরোপ-থেকে যবদ্বীপ যাওয়া আসা করে। কিন্তু যাত্রী বেশী নেই—কি প্রথম শ্রেণীতে, কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে, আর কি-ই বা ডেকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে জন দুই সিন্ধী আছেন, এঁরা কলম্বোয় উঠেছেন, যবদ্বীপে যাবেন। জাহাজখানি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা। খালাসীরা মালাই আর পশ্চিম-যবদ্বীপের Sunda সুন্দা-জাতীয় লোক, ক্যাবিনের চাকরদের মধ্যে যবদ্বীপীয় লোক আছে, কিন্তু মাদুরা দ্বীপের লোকই বেশী।

আজ সন্ধ্যায় উপরের ডেকে ব'সে যবদ্বীপের সম্বন্ধে আর ঐ অঞ্চলে আমাদের আসন্ন ভ্রমণ সম্বন্ধে বাকের সঙ্গে খুব আলাপ জ'ম্‌ল ;—কবিও এই আলাপে যোগ দিলেন।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই অগস্ট।

সকালে প্রাতরাশের টেবিলে এসে, ডচ্ আদব-কায়দা আর খাবার সময়কার রীতি-নীতি একটু-আধটু দেখা গেল। ডচেরা খুব গুরু-ভোজন-শীল। জ্যাম, রুটী, মাখন, পনীর অঢেল, তা ছাড়া ডিম, মাছ, মাংস ; আর আমাদের সরু-চাকলীর মত এক রকম পিঠে, pankookje বা ইংরেজীর pancake, পাতলা গুড় দিয়ে খায়—বাঙালীর জিভে এ জিনিসটী মন্দ লাগ্‌ল না। ডচেরা ইংরেজদের মতন এত কেতা-দুরস্ত নয়—একটু ঢিলা-ঢালা ভাব, তাই এদের সঙ্গে আমাদের বনে-ও বেশ চট্ ক'রে। প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারের হেড-খানসামাটী হ'চ্ছে ছ ফুট লম্বা একটী ডচ্ পুরুষ। ডচেরা ইংরেজদের মতন জাতি-ভেদ মানে না, সাদায়-কালোয় অতটা পার্থক্য-বোধ নেই। ডচেরা যবদ্বীপের মেয়ে বিয়ে করে, দে[illegible]-সমাজে নিমন্ত্রণ-সভায় ডচ্ মহিলার মতনই সম্মান পায়। খাটী

ডচ্-সমাজে মিশ্র ফিরিঙ্গি মেয়ে-পুরুষ অবাধে মেলে মেশে। আমাদের এই হেড-খানসামাটীকে দেখতুম, আধা-কালো ফিরিঙ্গি মেয়ে বা পুরুষ যাত্রীকে সে যে সম্মান দেখাত', তা বিশুদ্ধ ইউরোপীয় ডচ্ যাত্রীদের প্রতি প্রদর্শিত সম্মান থেকে কোনও অংশে কম নয়। বাকে ব'ললেন, এই রূপটাই ডচ সমাজে হ'য়ে থাকে।

আজ সারাদিন খালি কুড়েমি ক'রেই কাট্‌ল—ব'সে-ব'সে যবদ্বীপের ইতিহাস পড়া গেল। Dr. Goris ডাক্তার গোরিস্ ব'লে একজন ডচ্ পণ্ডিত বলিদ্বীপে আছেন, সেখানকার প্রচলিত হিন্দুধর্ম আলোচনা ক'রছেন, তিনি ডচ্ ভাষায় এই বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন, এই বই অবলম্বন ক'রে বাকে ইংরেজীতে একটী প্রবন্ধ লেখেন, তাতে সংক্ষেপে বলিদ্বীপের প্রচলিত হিন্দুধর্ম আর অনুষ্ঠানের একটু পরিচয় আছে, এই প্রবন্ধটী বাকে আমায় প'ড়তে দিলেন। (পরে Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XXII, 1926, No. 6, Article No. 36, 'Java and Bali', pp. 361—364 রূপে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হ'য়েছে)।

বিকাল পাঁচটার দিকে আমরা সিঙ্গাপুরে পৌছুলুম্। কবি যে এই জাহাজেই সিঙ্গাপুর হ'য়ে বাতাবিয়ায় যাচ্ছেন, এ কথার প্রচার হয় নি, কবির সেদিন আবার সিঙ্গাপুরে নামবারও কথা ছিল না। জাহাজ জেটিতে লাগ্‌ল, ধীরেন-বাবু আর আমি শহরে একটু ঘুরে এলুম, আর দেশে একটা তার ক'রে দিলুম্।

সন্ধ্যার পরে উপরে নিরিবিলিতে আমাদের বেশ কাট্‌ল। কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে খুব আলাপ-আলোচনা জ'ম্‌ল।

মাঝ-রাত্রে ঘুম ভাঙতে, ক্যাবিন থেকে বাইরে খোলা ডেকে এসে খানিক সময় কাটানো গেল। পরিষ্কার রাত্রি, আধা-চাঁদের আলো সমুদ্রে প'ড়েছে, একদিকে আলোকমালা-পরিবিহিত সিঙ্গাপুর শহর—কাছাকাছি কতকগুলো বড়ো-বড়ো আলো জলের উপরে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে, আর এক পাশে সিঙ্গাপুরের লাগোয়া একটী দ্বীপের উঁচু পাহাড়। খুব দূরে কোনো জাহাজের মেরামতী কাজের হাতুড়ীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আস্‌ছে, আর জেটির ধারে রাস্তার পাশে মাল-গাড়ী নিয়ে নাড়ানাড়ি ক'রছে এমন ইঞ্জিনের হুস্ হুস্ আওয়াজ মাঝে-মাঝে কানে আস্‌ছে, আর সব চুপ—দিনের অত কোলাহল কোথাও নেই, এই সব টুকরো আওয়াজ সত্ত্বেও একটা বিরাট্ গাম্ভীর্যের আর শান্তির ভাব।

শুক্রবার, ১৯শে অগস্ট ১৯২৭।

আজ বিকালে জাহাজ ছাড়বে। সকালে জাহাজে মাল ভরতী হ'তে লাগ্‌ল, দলে দলে তামিল আর চীনা কুলীর আগমন হ'ল। এদের জন্য, আর ডেকের যাত্রী যারা দুপুর থেকে এসে জাহাজে চ'ড়তে লাগ্‌ল তাদের জন্য, জাহাজের সামনে জেটির সড়কে এক বাজার ব'সে গেল। এই সমস্ত ব্যস্ত কুলী আর যাত্রী আর ফেরিওয়ালাদের গমনাগমন হাঁক-ডাক বিকি-কিনির সঙ্গে প্রবহমান জীবন-স্রোতে বিরাট্ জেটির এই অংশটুকু খুব সর-গরম হ'য়ে উঠ্‌ল। নানা রকম ফল-ফুলুরী, ভাত মাছ-মাংস-তরকারী, মণিহারী-জিনিস, কাপড়-চোপড়ের পসারীরা পসার সাজিয়ে' ব'স্‌ল; তামিল পোদ্দারের দল সিঙ্গাপুরের টাকা ডচ্ টাকায় ব'দলে দেবে, আর অন্য দেশের টাকাও বদলাবদলি ক'রবে, তারা হাঁকাহাঁকি ক'রতে লাগ্‌ল—দু-চার আনা ক'রে বাটা নেবে, এই তাদের লাভ। ক্ষুধার্ত তামিল আর মালাই খালাসী আর কুলীর দল এসে ভাত-তরকারীর পসারীর সামনে উবু হ'য়ে ব'সে, চীনা-মাটির রেকাবে ক'রে ভাত, সবজী, মাছ আর জলে-গোলা লঙ্কা-বাটার মতন একটা টাকনা নিয়ে খেতে ব'সে গেল; পসারী বোধ হয় তামিল মুসলমান, বাঁকে ক'রে দুটো বোঝায় তার [illegible] নিয়ে এসেছে, একটা দিকে তোলা

উনুন, রাঁধা আর কাঁচা মাছ তরকারী, আর এক দিকে হাঁড়ীতে ক'রে ভাত, আর জলের বালতী, আর চীনামাটির রেকাবী আর বাটি, আর তৈরী তরকারী সাজানো ; নোতুন রান্না আর খদ্দেরকে খাওয়ানো এক সঙ্গেই চ'লছে। কবি একবার নামলেন, Kelly and Walsh-এর দোকানে বই কিনতে, আর আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর আপিসে দরকার ছিল, সেখানে গেলেন। নামাজীদের আপিসে কেউ তখনও আসেনি—কবি শ্রীযুক্ত নামাজীর এক কন্যার কাছে প্রতিশ্রুত তাঁর নিজের বই একখানি তাঁদের আপিসে পৌঁছে' দিলেন, তারপরে তিনি বাকের সঙ্গে জাহাজে ফিরে গেলেন। সঙ্গীদের জিনিস-পত্র কেনবার দরকার ছিল,—সুরেন-বাবু আর আমি এই সওদা ক'রে পরে জাহাজে ফিরলুম।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে জাহাজেই ব'সে-ব'সে জেটির উপরে যে হাট জ'মে উঠেছে তাই দেখতে লাগলুম। দুপুরের পর থেকেই ডেক-যাত্রীদের আগমন আরম্ভ হ'ল। গুজরাটী খোজা আর বোহ্‌রারা আসতে লাগল—তাদের অতি কুশ্রী পোষাক প'রে—মাথায় জরিদার পাগড়ী, গায়ে আচকান আর ওভার-কোটের অদ্ভুত সংমিশ্রণ কিম্ভূত কিমাকার কালো কাপড়ের এক লম্বা বুক-খোলা জামা। বিস্তর মালাই আর যবদ্বীপীয় এল'—তাদের মধ্যে চোখ-জুড়ানো রঙের নানা রঙীন সারঙ প'রে কতকগুলি তরুণী মালাই মেয়ে, সঙ্গে কতকগুলি অতি সুশ্রী ছোটো ছেলে, জন কতক পাঠান এল', এরা বাতাবিয়া যাচ্ছে, খাদা-নাক খরকায় চীনা আর মালাই,—আর কৃষ্ণবর্ণ তামিল,—এদের মধ্যে সুদীর্ঘ-বপু উচ্চশির উন্নত-নাসা আর গৌরাঙ্গ পাঠান কয়জনকে কত না তেজীয়ান্ কত না সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই পাঠানদের সঙ্গে পাঠান মেয়েদের অবগুণ্ঠনযুক্ত পরিচ্ছদে একটী মেয়ে ছিল, এদেরই একজনের স্ত্রী। পাঠান মেয়েরা এমনি ভারতবর্ষেই বড়ো একটা আসে না—এত দূর দেশে কি ক'রে কোথা থেকে এল'—মনে একটু কৌতূহল হ'ল। তারপরে দেখি, মেয়েটী অত পরদা মানলে না, মুখের ঘেরা-টোপ অনেকখানি সরিয়ে' দিয়ে, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পাঠান পুরুষদের সঙ্গে জাহাজে উঠ্‌ল। তার স্বামী তার হাত ধ'রে সঙ্গে-সঙ্গে চ'ল্‌ল, তখন তার মুখ দেখা গেল—দেখলুম যে, সে পাঠান বা ভারতীয় নয়, একটী সুন্দরী মালাই-জাতীয়া মেয়ে। বুঝলুম, পাঠানদের মধ্যে একজন দূর মালাইদেশে চাকরী বা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে এসেছে, আর এই দেশের মেয়েই এর চিত্ত জয় ক'রেছে—দুজনেই মুসলমান, বিবাহে বাধা হয় নি। তারপরে পাঠান তার মালাই স্ত্রীকে নিয়ে চ'লেছে যবদ্বীপে।

বিকালে শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ নামাজী, শ্রীযুক্ত হাজী নামাজী, শ্রীযুক্ত শিরাজী, শ্রীযুক্ত সুরতী, শ্রীযুক্ত জুম্মাভাই প্রমুখ ভারতীয় বন্ধুরা এসে উপস্থিত হ'লেন। কবির আগমনের খবর এঁরা পেয়েছেন, দেখা ক'রে শিষ্টাচার ক'রে গেলেন।

পাঁচটার দিকে জাহাজ ছাড়্‌ল। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে, আর ডেকে, এখন বিস্তর নূতন যাত্রী হ'ল—ইংরেজ, মালাই আর যবদ্বীপীয়, জাপানী, জরমান, চীনা, আর তামিল, গুজরাটী মুসলমান, সিন্ধী। ডেক একেবারে ভর্‌তী। যবদ্বীপীয় নিম্নশ্রেণীর লোক অনেক, বেতের ঝোড়ায় ক'রে সব খাবার-দাবার নিয়ে যাচ্ছে, রঙীন সারঙ্ প'রে ডেক জুড়ে শুয়ে আর ব'সে আছে।

আজও সান্ধ্য-ভোজনের পরে অনেক ক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে উপরের ডেকে ব'সে-ব'সে নানা বিষয়ে গল্প আর আলোচনা চ'ল্‌ল। যবদ্বীপে পরশু আমরা নাম্‌বো। এতদিন পরে, ভারতের সভ্যতার চিরন্তন বাণীর এই নব যুগের জন্য যোগ্য বাহক হ'য়ে, কবি যবদ্বীপে যাচ্ছেন। একরকম ভারতের প্রতিভূ হ'য়েই তিনি চ'লেছেন, যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগের কত না স্মৃতি তাঁর এই যাত্রায় জাগিয়ে' তুল্‌বে। সময় আর অবস্থার উপযোগী একটী কবিতা তিনি লিখবেন। সেই কবিতা, ইংরেজী আর ইংরেজী থেকে ডচ্ আর যবদ্বীপীর ভাষায় অনুবাদের [illegible] যবদ্বীপের জনগণের কাছে ভারতের প্রীতির শ্রেষ্ঠ এক প্রতীক বা অর্ঘ্য স্বরূপে উপস্থাপিত করা হবে।

বাতাবিয়ার পথে, সরাসরি দক্ষিণ-মুখো চ'লেছি। আকাশ খট্‌খটে', সমুদ্র পরিষ্কার। দুপুরে সুমাত্রার পূর্ব Banka বাঙ্কা দ্বীপের প্রধান বন্দর Muntok মুন্তোক্-এ জাহাজ থাম্‌ল। সুমাত্রা আর বাঙ্কা—এই দুইয়ের মাঝে একটী প্রণালী, তার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবে। ডাইনে সুমাত্রা, দক্ষিণ-সুমাত্রার রাজধানী Palembang পালেম্‌বাঙ্—যার প্রাচীন নাম ছিল শ্রীবিজয়, বা শ্রীবিষয়। বাঙ্কা দ্বীপটীতে টিনের খনি আছে, তাই এ জায়গার কদর। জন কতক ডচ্ খনির ইঞ্জিনীয়ার খনির কাজের তদ্‌বীর করবার জন্য আছেন, আর আছে কিছু চীনা কুলী, কিছু মালাই। মুন্তোক্ বন্দর অতি চটান অগভীর উপকূলে অবস্থিত, বড়ো জাহাজ বন্দরের কাছে যেতে পারে না; দূরে গভীর জলে তাই আমাদের জাহাজ লঙ্গর ক'রলে, দ্বীপ থেকে নৌকা এল', নোতুন যাত্রী, ডাক আর মাল-পত্র এনে তুলে দিলে, বাঙ্কার জন্য যাত্রী প্রভৃতি নিয়ে গেল। জন ছয়-সাত ডচ্ পুরুষ, আর তাদের সঙ্গে জন দুই-তিন ডচ্ মেয়ে, সরকারী নিশান-আলা নৌকা ক'রে এসে আমাদের জাহাজে উঠ্‌ল,—আর যে ঘণ্টা-খানেক ওখানে আমাদের জাহাজ আট্‌কে' ছিল, এরা সেই সময়টুকু জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বৈঠকখানায় ব'সে কাপ্তেন আর অফিসার আর অন্য সব ভদ্র মেয়ে পুরুষের সঙ্গে গল্প ক'রলে, বিয়ার খেলে। এই দূর দ্বীপে বেচারীরা প্রবাসে কাটাচ্ছে; সপ্তাহে দুই একবার এই রকম যা যাওয়া-আসার পাড়ি দিচ্ছে এমন জাহাজে স্বজাতীয়দের মুখ দেখ্‌তে আসে, বাইরের দুনিয়ার দুই-একটা খবর শুন্‌তে আসে। আমাদের জাহাজ ছাড়বার সময় হ'লে, এরা বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

বাঙ্কা আর সুমাত্রার মধ্যকার সাগর-প্রণালীটী নাকি বড়ই বিপৎসঙ্কুল। এখানে চোরাবালি আছে, আর জলের তলায় ডোবা পাহাড়ও আছে, পাহাড়ের সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লেগে গেলেই সর্বনাশ, জাহাজ ভেঙে যায় আর সঙ্গে-সঙ্গে ডুবে যায়। বছর কয় পূর্বে একখানা জাহাজ এই অবস্থায় ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ফলে ভেঙে ডুবে যায়—ইউরোপ-যাত্রী জাহাজ। পরিষ্কার চাঁদিনী রাত, সমুদ্র প্রশান্ত ছিল—জাহাজে একটী থিয়েটারের দল যাচ্ছিল, সন্ধ্যার আহারের পরে একটু নাচ গান চ'লছিল, এমন সময়ে এই সর্বনাশ, হঠাৎ জাহাজ ডুবে যায়। যাত্রীদের যারা জলে প'ড়েছিল তারা সাঁতরে' কোনও রকমে ডাঙায় উঠ্‌তে পার্‌ত, কিন্তু এ অঞ্চলে ভয়ানক হাঙরের উৎপাত—হাঙরের হাত থেকে অতি অল্প লোকই বাঁচতে পেরেছিল।

একটী বৃদ্ধ সহযাত্রী এসে আলাপ ক'রলেন—কবির সঙ্গে দুই-একটী কথা কইতে তাঁর বড়ো ইচ্ছে, সিঙ্গাপুরে কবিকে দেখেছেন, তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁর বইও প'ড়েছেন। নিজের পরিচয় দিলেন, বগ্‌দাদের আরবী-ভাষী যিহুদী, বোম্বাইয়ে ব্যবসা ক'রতে আসেন, বোম্বাই থেকে সিঙ্গাপুরে আগমন, আর সেইখানেই অবস্থান, এঁরা এখন ডচ্ প্রজা ব'নে গিয়েছেন;—এঁর এক ছেলে হলাণ্ডে গিয়ে ডাক্তারী প'ড়েছেন, চোখের ডাক্তার হ'য়ে ফিরেছেন, যবদ্বীপে সুরাবায়াতেই পেশা শুরু ক'রবেন, ছেলের সঙ্গে সুরাবায়াতে চ'লেছেন। কবির অনুমতি পেয়ে এঁকে এনে কবির সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলুম, সপুত্রক ভদ্রলোকটী এলেন, কবির শিষ্টাচারে তুষ্ট হ'য়ে চ'লে গেলেন।

কাল সকালে বাতাবিয়ায় পৌছুবো। কবি যবদ্বীপের উপর একটী চমৎকার কবিতা রচনা ক'রেছেন। আমাদের শোনালেন, আর আমরাও নিজেরা নিয়ে প'ড়লুম। সেটীর একটী ইংরেজী তরজমা ক'রতে ব'সলুম সন্ধ্যাবেলায়। জানি যে নিজের তরজমা ছাড়া অন্য কারো তরজমাতে কবির পূর্ণ প্রীতি হয় না, আর আমার অনুবাদ কবিতার উপযুক্ত হবে না; তবে আমার তরজমা ক'রতে বসার উদ্দেশ্য, সেটা দেখে তাকে বাতিল ক'রে কবি নিজেই তরজমা ক'রে তাঁর বাঙলা কবিতার মর্যাদা নিজে রক্ষা ক'রবেন। হ'লও তাই—এই কবিতাটীর ইংরেজী নিজেই আগাগোড়া ক'রে ফেললেন। বাকে তখন সেটীর ডচ্ অনুবাদ ক'রতে লেগে গেলেন। (এই বাঙলা কবিতাটী ১৩৩৪ সালের কার্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হ'য়েছে—কবিতাটীর আরম্ভটা এই

"তোমায় আমায় মিল হয়েচে কোন্ যুগে এইখানে, ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েচে প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।" ইংরেজী তরজমাটী পরে 'বিশ্বভারতী'-ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হ'য়েছিল।। কবিতাটীর যবদ্বীপীয় অনুবাদও হ'য়েছিল, আর যবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তার উত্তরে একটী সুন্দর কবিতা লেখেন, ডচ্ আর ইংরেজী অনুবাদ সমেত রোমান অক্ষরে তার মূলটী আমরা যথাসময়ে পাই ॥

২। যবদ্বীপ—বাতাবিয়া—প্রথম পর্ব

২১শে অগস্ট ১৯২৭, রবিবার।

বাতাবিয়ার বন্দর Tandjong Priok তানজোঙ্-প্রিওক এ যখন আমাদের জাহাজ পৌছুলো, তখন বেলা প্রায় আটটা। দু' রাতের পাড়ীর পর সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজ আসছে, মস্ত জাহাজ, কাজেই খানিকটা ব্যস্ততার সাড়া চার দিকে প'ড়ে গেল,—যাত্রীরা মোট-ঘাট বেঁধে ঠিক হ'তে লাগ্‌ল। আমাদের প্রাতরাশ ইতিমধ্যেই চুকে' গিয়েছে; মাল-পত্র ডেকের উপরে এক-জায়গায় স্তূপাকার ক'রে রেখে, দূর থেকে যবদ্বীপের ভূমি দর্শন কর্‌বার জন্য রেলিঙ্ ধ'রে দাঁড়ালুম। সকালেই কাপ্তেনের সঙ্গে কবির বিদায়-অভিভাষণ হ'য়ে গিয়েছে। আমাদের জাহাজে সেকেণ্ড ক্লাসে ভারতবর্ষ থেকে এক দল ইউরোপীয় ফুটবল খেলোয়াড় যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে জন কতকের খাকী শার্ট্ আর ফুটবলের মোজা পরা, এরা মালাইদেশ হ'য়ে, যবদ্বীপ ফিলিপীন দ্বীপ প্রভৃতি ঘুরে, আবার দেশে ফিরবে—আমাদের মোহন-বাগানের দল যেমন একবার ক'রেছিল। এদের কতকগুলো ছোকরা আর আধ-বুড়ো খেলোয়াড়, ক'লকাতার ইউরেশীয়দের খুব-ভব্য-নয় এমন ধরণ-ধারণ নিয়ে আমাদের আশে-পাশে এসে দাঁড়াল'। জাহাজ ঘাটে লাগ্‌ল, সিঁড়ি নামাচ্ছে, নীচে ডাঙায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার জন্য বিরাট এক জনতা হ'য়েছে, ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো বৃহৎ এক মোটর-গাড়ী এনেছে, আর ফুলের মালা আর মস্ত-মস্ত তোড়া হাতে ভারতবাসীর দল এসেছে—সিন্ধী, শিখ, তামিল,—সিন্ধীই বেশী,—আর তা ছাড়া ডচ্, যবদ্বীপীয়, চীনা। এই ফিরিঙ্গি খেলোয়াড়ের দল বলাবলি ক'রতে লাগ্‌ল—"ব্যাপারটা কি হে, লোকের ভীড় যে, কেউ বড়ো লোক এই জাহাজে যাচ্ছেন নাকি।" কবি তখন ভিতরে তাঁর কামরাতে ফিরে গিয়েছেন। একজন ফিরিঙ্গি একটী ডচ্ যাত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে, এই সমারোহের উপলক্ষ্য কে,—রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলে,—ফিরিঙ্গি খেলোয়াড়, তার জ্ঞান-গোচরের বা বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতটাই বা হবে, তাকে বুঝিয়ে' দেবার জন্য ডচ্ ভদ্রলোকটী ব'ল্‌লেন He is the Bengali poet "ইনি হ'চ্ছেন বাঙ্গালী কবি",—এসব দেশে 'বাঙ্গালী' অর্থে 'ভারতীয়', কারণ Indian ব'ল্‌লে এদেশে যবদ্বীপীয়দেরই বোঝায়। ভারতের ইউরেশীয়ান এই ভিতরের কথাটুকু বুঝতে না পেরে একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেল, দূর থেকে চীৎকার ক'রে সে দলের আর পাঁচজনকে শুনিয়ে' দিলে যে এত সব আয়োজন ক'রেছে for a Bengali poet. এদের মধ্যে আপসে একটু আলোচনা চ'ল্‌ল কি ব্যাপারটা হ'চ্ছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাইরে ডেকের উপরে এলেন—দূর থেকে তাঁকে দেখে, এরা চুপ ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে' স্থান ক'রে দিয়ে স'রে গেল।

সিঁড়ি লাগাতেই রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করবার জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক জাহাজে এলেন। আমরা অবতরণ ক'রলুম। বাকে-গৃহিণী উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে, ডাক্তার Bosch বস, ইনি ডচ্,

সরকারের নিযুক্ত দ্বীপময়-ভারতের প্রত্ন-বিভাগের অধ্যক্ষ, প্রাচীন-ভারত-বিদ্যায় প্রবীণ, আর ডাক্তার Hoesein Djajadiningrat হুসেন জয়দিনিঙ্‌রাট্, ইনি একজন অভিজাত যবদ্বীপীয় বংশের বিদ্বান, হলাণ্ডে অধ্যয়ন ক'রেছেন, সংস্কৃত প'ড়েছেন, মালাই ভাষায় একজন বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিত, স্থানীয় আইন-কলেজের অধ্যাপক—এঁরা এসেছিলেন. এঁদের দুজনের নামের সঙ্গে পূর্বেই পরিচিত ছিলুম। আরও কে কে ছিলেন—পরে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। 'কাপ্তেন পাঞ্জাবী' ব'লে সিন্ধীদের একটী মাতব্বরের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ডচ্ ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয়ের পর, সিন্ধীদের দ্বারা কবিকে মাল্যদানের, ফুলের তোড়া দানের আর তাঁর পদধূলি গ্রহণের ধুম লেগে গেল। স্থানীয় চীনাদের Tjong Hoa Kwe Kwan 'চোঙ্ হোআ কে কান' সভার পক্ষ থেকে কবিকে দুটো বিরাট ফুল-লতা-পাতার wreath বা মালা দেওয়া হ'ল, কবি এঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত হ'লেন।

স্থানীয় ভারতবাসীরা কবির জন্য যে সাজানো মোটর-গাড়ী এনেছিল, তাতে তিনি উঠ্‌লেন না, সাধারণ একখানি গাড়ীতেই উঠ্‌লেন। মাল-পত্র Hotel des Indes 'হোতেল্-দেজ-আঁাদ্' যেখানে আমরা উঠ্‌বো সেখানকার লোকেদের জিম্মে ক'রে দেওয়া হ'ল। তানজোঙ্-প্রিওক বন্দর থেকে বাতাবিয়া শহরের Weltevreden ভেল্‌টেফ্রেড্‌ন্ নামক অংশে যেতে প্রায় বিশ মিনিটের মোটরের পথ। চওড়া এক খালের ধার দিয়ে এই রাস্তা। আদি বাতাবিয়া শহরের এখন আর পূর্বের মতন জৌলুশ নেই—খালি ডচ্ ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কতকগুলি প্রাচীন বাড়ী, খালের ধারে কতকগুলি চীনা বস্‌তী, আর কিছু-কিছু আপিস আর গুদাম-বাড়ী নিয়ে এই শহর তার পুরাতন গৌরবের স্মৃতি রক্ষা ক'রছে। বাতাবিয়ার পত্তন হ'য়েছিল ভারতবর্ষে যে ভাবে মাদ্রাজ বোম্বাই আর ক'লকাতার পত্তন হয়; ১৬১৯ সালে ডচেরা এখানে প্রথম একটী গড় তৈরী করে, আর গড়ের নাম দেয় 'বাতাবিয়া'—হলাণ্ড দেশের লাটিন নাম হচ্ছে Batavia—বাতাবী লেবুর সঙ্গে-সঙ্গে এই দেশ বা নগর-বাচক নামটী বাংলা ভাষায় প্রবেশ ক'রেছে। ডচ্ শক্তি আর ঐশ্বর্যের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাতাবিয়ারও উন্নতি। হলাণ্ড কাটা খালের দেশ. ডচেরা এদেশে এসে, পিতৃভূমির অনুকরণে বাতাবিয়াতে অনেকগুলি খাল কাটায়, সেগুলির পাশে-পাশে রাস্তা। এই শহরের এক বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে এই সব খাল। বাতাবিয়ার দক্ষিণে ডচ্ অধিবাসীরা নিজেদের বাসের জন্য দুটী পল্লী গ'ড়ে তোলে, তাদের নাম দেয় Weltevreden ভেল্‌টেফ্রেড্‌ন্ (অর্থাৎ Well-content বা স্বস্তি-সন্তোষময়) আর Meester Cornelis মেস্টর্-কর্‌নেলিস্। ভেল্‌টেফ্রেড্‌ন্ এখন পুরাতন বাতাবিয়াকে অতিক্রম ক'রেছে—আপিস-আদালত, বড়ো-বড়ো দোকান, ইস্কুল, হোটেল, মিউজিয়ম, অভিজাত জনগণের বাস, সবই এখানে। বাতাবিয়া, ভেল্‌টেফ্রেড্‌ন্ আর মেস্টর-কর্‌নেলিস্, তিনে জড়িয়ে' লোক সংখ্যা হ'চ্ছে তিন লাখের উপর, এর মধ্যে হাজার ত্রিশেক হ'চ্ছে ইউরোপীয়, বাকী দেশী আর মিশ্র।

রাস্তায় লোকজন যাদের দেখলুম, তারা মালাইদেশের থেকে একটু অন্য ধরণের। সাধারণ যবদ্বীপীদের গায়ের রঙটা মালাইদের মত অতটা ফরসা বা হরিদ্রাভ নয়, একটু কালাটে'-কালাটে', একটু বেশী ভারতবর্ষকে স্মরণ করিয়ে' দেয়। লোকগুলিকে কিন্তু একটু বেশী 'মজবুত' ব'লে মনে হ'ল, আর পোষাকে এরা মালাইদের তুলনায়, রঙ পছন্দ করে ঢের বেশী। শহরতলীর বিরল-বসতি সড়ক পেরিয়ে' ভেল্‌টেফ্রেড্‌নের ট্রাম-মোটর-ঘোড়ার-গাড়ী সঙ্কুল রাস্তা পেরিয়ে' বা কাটিয়ে', আমাদের হোটেলে পৌঁছলুম। এই হোটেলটী দ্বীপময় ভারতের সব চেয়ে বড়ো হোটেল, নামটীর অর্থ 'ভারতের হোটেল'— Hotel des Indes। প্রকাণ্ড ভূখণ্ড নিয়ে এর নানা ইমারত, বিস্তর কুঠরী, বেশীর ভাগ কুঠরীর সামনে একটু ক'রে বারান্দা—এদেশের বাড়ীর রেওয়াজ মতন। দোতলার উপরে আর তলা নেই; এদেশে বাড়ী-ঘর আশে-পাশে ছড়িয়ে' পড়ে, মার্কিনদেশের মত 'আকাশ-চাঁচা' পদ্ধতির বাস্তু শিল্প এখনও আবশ্যক হয়নি। এই হোটেল-বাড়ীর দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে, এর প্রধান

হটেলের দু পাশে দুটো বিরাট্ বিশাল মহীরুহ আছে, সে দুটী, এই গাছের নাম Waringin 'ওআরিঙিন'। আমাদের বট গাছের মত এর ঝুরি নামে,—গাছটা বটগাছেরই ভাব, এই জন্য কখনও-কখনও এদেশে একে banian-ও

যবদ্বীপের বটগাছ (ওয়ারিঙিন্)

'পাসার গাম্বির' প্রদর্শনীর তোরণ
(বাতাক-জাতীয় বাস্তু-রীতি)
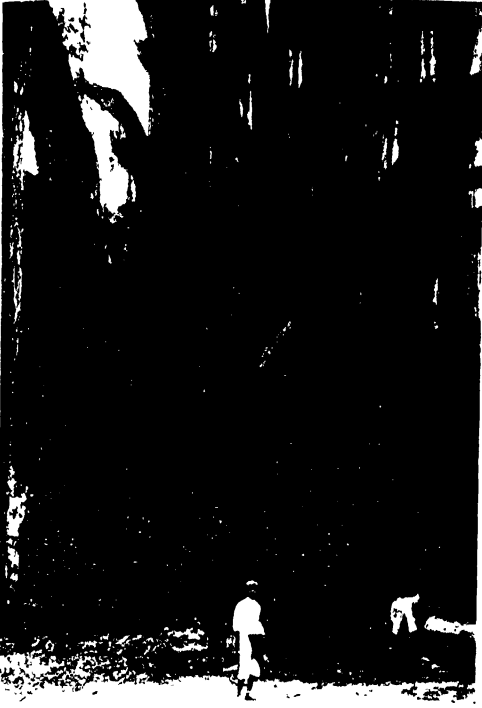
বলে, কিন্তু বটগাছ যেমন চারদিকে ছড়িয়ে' পড়ে, এ সে-রকম নয়, বরং উঁচুতেই ওঠে, তবে অনেক খানটা জায়গা জুড়ে এই গাছ হয় বটে। এ রকম বিশাল আর উঁচু গাছ দেখে মনটা বিরাট দর্শনের আনন্দ বিস্ময়ে পূর্ণ হয়।

আমাদের ঘর ঠিক ক'রে নিয়ে ব'সলুম, মাল-পত্রও এসে গেল। জেটি থেকে হোটেল পর্যন্ত যে সমস্ত ডচ্, ভারতীয়, চীনা আর যবদ্বীপী বন্ধুরা সঙ্গে-সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা উপস্থিত কালের মত বিদায় নিয়ে গেলেন। Mr. Crossby মিস্টার ক্রস্‌বি বাতাবিয়ার ইংরেজ কনসাল, ইনি রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী, কবির সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা প'ড়ে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত যারা হ'য়েছে, তাদের মধ্যে ক্রস্‌বি সাহেবের মতন চমৎকার অমায়িক মানুষকে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল। কবির আগমনে ক্রসবি সাহেবের বিশেষ আনন্দ হ'য়েছিল, পরে কবিকে আর অন্য ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ ক'রে, কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে তাঁর সেই আনন্দের পরিচয় দেন।

দুপুরে বিশ্রামের পরে, সকলে মিলে কবির সঙ্গে হোটেলের সাধারণ ভোজনশালায় গিয়ে আহার সেরে নিলুম। এখানেও সেই রাইস্ট-টাফ্‌ল্-এর পালা, তবে সুমাত্রার চেয়েও আরও গুরুতর ব্যাপার। পরে সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি শহরে যথেচ্ছ একটু ঘুরে আসবার জন্য বা'র হ'লুম। এবার আমরা বাতাবিয়ার

দিন তিনেক মাত্র থাকবো, আজ রবিবার, মঙ্গলবার দিন বলিদ্বীপ যাত্রা ক'রবো, —তাই যতটুকু পারা যায় এ কয় দিনে যা দেখবার দেখে নিতে চাই। শহরের প্লান হাতে ছিল—পথ ভোলবার সম্ভাবনা নেই। মিউজিয়মে গেলুম—মিউজিয়ম তখন বন্ধ। মিউজিয়মটির সামনে Koningsplein ব'লে মস্ত বড় একটা ময়দান, তার মধ্যে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আছে। সেখানে এক একজিবিশন ব'সবে, তার বাড়ীঘর সব তৈরী হ'চ্ছে। প্রদর্শনীর তোরণ আর কতকগুলি বাড়ীর কাঠামো ক'রেছে সুমাত্রা-দ্বীপের বাতাক জাতি যে ধরণের কাঠের বাড়ী করে সেই ধরণের। এই রকম বাড়ীর নিজস্ব বেশ একটা সৌষ্ঠব আছে। কাঠের পাটাতনের উপরে বাড়ী, খুঁটির উপরে তৈরী; দেয়ালের কাঠে নানা নক্‌শা খোদা, খড়ের চাল। মালাই
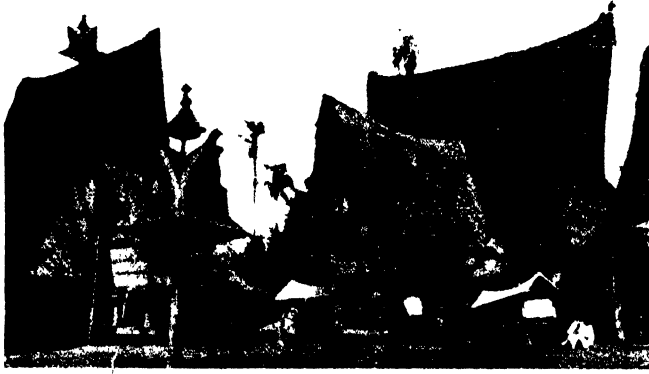
বাতাক্-জাতির বাস্তু-শিল্প

জা'তের স্বকীয় বাস্তু-শিল্প। দিন তিন-চারেকের মধ্যেই একজিবিশন বস'বে, আমরা বলিদ্বীপ আর পূর্ব-যবদ্বীপ দেখে বাতাবিয়ায় ফিরে আস্‌তে-আস্‌তেই শেষ হ'য়ে যাবে। এই একজিবিশনটি বাতাবিয়ায় বছর-বছর বসে, এর নাম Passar Gambir 'পাসার-গাম্বির'। দোকান পাট সব সাজাচ্ছে। এক সিন্ধী রেশম আর মণিহারী জিনিসওয়ালার দোকান ব'সছে, সিন্ধী লোক র'য়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। Chotirmal চোটিরমল হ'চ্ছে মালিকের নাম—এঁর কারবার খুব ফালাও, বোম্বাই ক'লকাতা সিঙ্গাপুর বাতাবিয়া হঙকঙ শাঙহাই আর জাপানে এঁর অনেকগুলি দোকান আছে। ধনী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ভারতবাসী দেখে, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গের লোক জেনে', খুব যত্ন ক'রলেন, লেমনেডও খাওয়ালেন। তাঁর দোকানটীকে নানা সুন্দর জিনিসের সমাবেশে একটী Museum of Art শিল্পের সংগ্রহশালা ব'ললেই হয়, দোকানের সব জিনিস দেখালেন;— সে কোথায় বা জাপানী হাতীর দাঁতের জিনিস বা ব্রঞ্জের মূর্ত্তি বা কিংখাব, কোথায় বা চীনা ছবি বা মাটির বাসন, কোথায় বা ভারতের, যবদ্বীপের, ব্রহ্মের আর শ্যামের অপরূপ শিল্পের ভাণ্ডার। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা খানিক পায়ে হেঁটে আর খানিক ঘোড়ার গাড়ী (সাদো) ক'রে বেড়ালুম। এখানকার মেয়েরা দল বেঁধে চ'লেছে, রঙীন সারঙ আর জামা পরা, খালি পা, একখানা ক'রে রঙীন চিত্র-বিচিত্র বড়ো রুমালের মতন চাদর পিঠে—অপূর্ব ধরণের সুন্দরী বোধ হ'ল এদের। শহরটায় যেন দারিদ্র্য কোথাও নেই। Senen ব'লে একটী মহল্লায় গেলুম—সেখানে চীনাদের পুরাতন মণিহারী জিনিসের দোকান ঘুরে, প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রলুম—আমি পেলুম একটী ছোটো পিতলের বৌদ্ধ ভিক্ষু-মূর্ত্তি, চীনা কাজ, ভিক্ষুর মুখের ভাবটী ফুটিয়েছে অতি চমৎকার, আর পেলুম একটী প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাজ, পিতলের ছোটো পান রাখবার ঠিলি।

এখানকার শিক্ষিত ডচেরা মিলে একটী সাহিত্য- আর কলা-চর্চার সমিতি ক'রেছেন, সমিতির নাম Kunstkring 'কুন্স্ট্-ক্রিঙ্'। ইউরোপীয়-শিক্ষিত কতকগুলি যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকও এতে যোগ দিয়েছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য—চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলার প্রসার করা,—ইউরোপ থেকে বড়ো চিত্রকর বা গাইয়ে' কিংবা বাজিয়ে' অথবা সাহিত্যিক এলে, এখানে তাঁকে সমাদর ক'রে গ্রহণ করা হয়, তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়, বা তাঁর গান-বাজনার জলসা হয়, অথবা সাহিত্যিক পাঠ বা বক্তৃতা হয়। নানা রকম প্রদর্শনীও এঁরা করেন। যবদ্বীপের প্রায় সব বড়ো-বড়ো শহরে এই সমিতির শাখা আছে, অনেক জায়গায় সমিতির চমৎকার বাড়ীও আছে। মানসিক-উৎকর্ষ-বর্ধনের জন্য ডচেরা এই সমিতির মারফৎ যথেষ্ট খরচাও ক'রে থাকেন। যবদ্বীপে আসবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা যাঁরা আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই কুন্স্ট্-ক্রিঙ্ সমিতি ছিল প্রধান। এই সমিতির বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের আগমনে এক সান্ধ্য সম্মিলন হ'ল। বাতাবিয়ার প্রায় সমস্ত উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সুন্দর দোতলা বাড়ী, তখন সেখানে একটা ছবির প্রদর্শনী চ'ল্‌ছিল, আমরা সেখানে এলুম। । সকালে যাঁদের দেখেছিলুম সেই ডচ্ আর যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকেদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেশা গেল। নানা বিষয়ে আলাপ চ'ল্‌ল, আর কবির কথা শোনবার জন্য বা তাঁকে দেখবার জন্য সকলের কী আগ্রহ! দ্বীপময়-ভারতের শিক্ষাবিভাগের ডচ্ কর্তা ছিলেন, মানুষটীকে বেশ হৃদয়বান্ ব'লে মনে হ'ল, তিনি কবির সঙ্গে খুব আলাপ ক'রলেন। ডাক্তার Bosch বস্ আর ডাক্তার Hoesein Djajadiningrat হুসেন জয়দিনিঙ্‌রাট্, প্রাচীন বিদ্যা আর ভাষা, ইতিহাস আর সাহিত্যের লোক, এঁদের সমান-ধর্মা পেয়ে কথা ক'য়ে আমার বেশ আনন্দ হ'ল। ডাক্তার J. Kats কাট্‌স্ ব'লে এখানকার একজন বড়ো প্রত্নবিৎ—যবদ্বীপের ছায়া-নাট্যের উপর মস্ত এক বই লিখেছেন, যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প আর বিদ্যার নানা দিকে এঁর মূল্যবান্ গবেষণা আছে, প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অনেক বই সম্পাদন ক'রেছেন, এঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। আর একজন ছিলেন, শ্রীযুক্ত P. A. J. Moojen মোয়্‌ন্—ইনি বলিদ্বীপের বাস্তু-শিল্পের উপর সম্প্রতি এক বৃহৎ সচিত্র পুস্তক লিখেছেন। এই সমস্ত শিক্ষিত লোক, যাঁরা নিজেদের সমগ্র বিদ্যা, বুদ্ধি আর শক্তি অর্পণ ক'রেছেন যবদ্বীপের সংস্কৃতির আলোচনায়,—প্রথম দিনেই এঁদের সঙ্গে পরিচয় আর সদালাপ আমার পক্ষে একটা পরম লাভের বিষয় হ'ল।

হোটেলে ফিরে এসে আহার চুকিয়ে' নিলুম। গরমের দিন, এদেশে ডচেরা আরামের সব ব্যবস্থা ক'রেছে, খালি বিজলীর পাখার ব্যবস্থা করে নি। ঘরের ভিতর জোর হাওয়া বওয়াকে এরা বড়ো ভয় করে—পাছে ঠাণ্ডা লাগে। হলাণ্ডের শীতের হাড়-কাঁপানো উত্তুরে' আর সাগুরে' হাওয়ার কথা, সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর পারের এই চির-বসন্তের দেশে এসেও এরা ভুল্‌তে পারে নি। গ্রীষ্ম কালেও পাখা না নিয়ে, বোধ হয় দরজা জানালা বন্ধ করে, কি ক'রে যে ডচেরা কাটায়, তা ভারতবর্ষে ইংরেজদের আর ধনীলোকের ঘরে পাখার ঘটা দেখা থাকায় আমাদের আশ্চর্য লাগ্‌ল। রাত্রি সাড়ে-দশটা, হোটেলে নাচের জন্য চার পাশ খোলা চণ্ডীমণ্ডপের মত কাঠের পাটাতন দেওয়া একটা হল-ঘর আছে, সেখানে প্রতি রবিবার রাত্রে নাচ হয়। বাতাবিয়ার ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয় সমাজের অনেকে আসে। আমরা একটা টেবিল দখল ক'রে ব'সে নাচের সঙ্গে এদের কায়দা-করণ দেখতে লাগলুম, আর কিছু লেমনেড আনিয়ে' পান ক'রতে লাগলুম। আমাদের আশঙ্কা হ'চ্ছিল, অদূরে কবি তাঁর ঘরে র'য়েছেন, এই নাচের jazz জাজ্ ব্যাণ্ডের উৎকট আর উদ্দাম আওয়াজে হয় তো অর্ধেক রাত ধ'রে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘ'টবে; কবির অনুরাগী দু'চার জন ডচ্ সজ্জনেরও এই আশঙ্কা হ'য়েছিল। ঘণ্টা খানেক হোটেলের অতিথি অভ্যাগত মেয়ে পুরুষদের এই নাচ দেখে, আমরা রাত সাড়ে-এগারোটায় নিজ নিজ কামরায় এলুম।

সোমবার, ২২শে অগস্ট।—

সকালে ইংরেজ কন্‌সাল্ ক্রস্‌বি সাহেব এসে কবিকে নিয়ে গেলেন ডচ গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে দেখা করাতে। আমরা বা'র হলুম শহর দেখ্‌তে, আর বই-টই কিছু কিন্‌তে। সকাল বেলা ভেল্‌টেফ্রেড্‌নের বড়ো এক সড়ক Noordwijk নোর্ড-ওয়েইক্-এর ধার দিয়ে বেড়িয়ে যেতে বেশ মনোরম লাগ্‌ল। বিদ্যুতের ট্রাম চ'লেছে, কতকগুলি গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখা Inlanders বা 'দেশী লোক'—কুলী-মজুরদের জন্য শস্তা-ভাড়া গাড়ীতে এই লেখা থাকে। নোর্ড-ওয়েইক্ রাস্তাটা একটা খালের দুই ধার দিয়ে গিয়েছে। খালে অতি ময়লা ঘোলা জল—ক'লকাতার রাস্তায় জোর বৃষ্টির পরে জল দাঁড়ালে যেমন ঘোলা জল হয়, এ যেন তেমনি। জল কোথাও এক বুকের বেশী হবে না, তবে গতি আছে। খালটী খুব চওড়াও নয়। খালের পাড় ইঁটে গাঁথা, আর মাঝে-মাঝে দুধারেই পাড় বেয়ে ইঁটের বা পাথরের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে, আর দুপাশের রাস্তাকে যোগ ক'রে কতকগুলি সাঁকো-ও আছে। সিঁড়ি-বাঁধানো ঘাটগুলিতে বিস্তর মেয়ে পুরুষ এই সকাল বেলায় খালের ঘোলা জলে স্নান ক'রছে। ঠিক ভারতবর্ষের ভাব। আর এ দেশে মেয়েদের এই-সব ঘাটে ব'সে সাবান দিয়ে কাপড় কাচবার ঘটাটাও একটা লক্ষ্য করবার জিনিস। গৃহস্থের বাড়ীর ঝী-বউ রঙীন সারঙ জামা কাপড় সব নিয়ে এসে, ঘাটের সিঁড়িতে ব'সে গল্প-গুজবের সঙ্গে এই দৈনন্দিন ব্যাপারটী সারছে। যবদ্বীপীয়দের দৈনন্দিন জীবনের এটী হ'চ্ছে একটী নিত্য ঘটনা। বেশ বিচিত্র দেখায় এই ব্যাপারটী। মনে হয় যেন সারা শহরের মেয়েরা খালের ঘাটে এসে কাপড়-কাচা ছাড়া সকালে আর কিছু করে না—মাইলের পর মাইল ধ'রে বাতাবিয়া আর ভেল্‌টেফ্রেড্‌নে এই সব খাল চ'লে গিয়েছে, আর তার ধারে-ধারে কোথাও যেন একটুও ফাঁকা জায়গা নেই, সব খানেই গল্প-নিরত ব্যস্ত-সমস্ত মেয়েদের দল মহা উৎসাহে স্নানে বা বস্ত্র-ধাবনে নিযুক্ত।

বাতাবিয়া—খালের ধারে

দুই-একটী ডচ বইওয়ালার দোকানে যবদ্বীপের ইতিহাস আর শিল্পের সম্বন্ধে, আর যবদ্বীপের নৃত্যকলার সম্বন্ধে কিছু বই কেনা গেল। তারপর ডাক্তার বস্-এর আপিসে গেলুম। এখানকার প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগকে বলে Oudheidkundige Dienst (Antiquities Service)—ভারতবর্ষের Archaeological Survey-র মতন এই বিভাগ কার্য করেন। প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি যে কেবল রক্ষা করেন তা নয়, জীর্ণ-সংস্কারও করেন, ভাঙা-চোরা মন্দিরকে আবার নোতুন ক'রে গ'ড়েও তোলেন। যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু আমলের কীর্তি সংরক্ষণে এদেশের

প্রত্ন-বিভাগ যা ক'রেছেন, তা অতুলনীয় ; প্রত্যেক ভারতবাসীর, প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানের এজন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত। উপস্থিত এঁদের যে যে কাজ চ'লছে, তার কিছু কিছু পরিচয় ডাক্তার বস আমায় দিলেন। Boro-Budur বোরো-বুদুর-এর কাজ এক রকম শেষ হ'য়েছে—বোরো-বুদুর যবদ্বীপের হিন্দু আমলের এক অদ্ভুত কীর্তি, বিরাট্ বৌদ্ধ স্তূপ এটী ; বোরো-বুদুরের গায়ে যে সমস্ত খোদিত চিত্র আছে, তার ছবি নিয়ে বই ক'রে বা'র করা হ'য়ে গিয়েছে। Prambanan প্রাম্বানান্-এর ব্রাহ্মণ্য মন্দির-ত্রয়ের পুনর্গঠন চ'ল্‌ছে, তার দেয়ালের গায়ের খোদিত চিত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা হ'চ্ছে। বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানান্ খ্রীষ্টীয় অষ্টম আর নবম শতকের কীর্তি। এর পূর্বেকার যুগের Dieng দিয়েঙ্ মালভূমির মন্দিরগুলির জীর্ণ-সংস্কার হ'য়ে গিয়েছে। এখন পূর্ব যবদ্বীপ অঞ্চলে যবদ্বীপের শেষ হিন্দু রাজধানী Madja-pahit মজ-পহিৎ নগরের ধ্বংসাবশেষে অনুসন্ধান চ'লছে, আর সেখানকার Panataran পানাতারান্ আর অন্য অন্য স্থানের ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের সংরক্ষণ আর মন্দিরের ভাস্কর্যের অনুশীলন চ'লছে। মজ-পহিৎ নগরের পতন হয় খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের শেষ পাদে। তার পরেই যবদ্বীপের শিল্প, নোতুন এক পথে গিয়েছে—ভারতের শিল্পের যে বিকাশ যবদ্বীপের ভূমিতে দিয়েঙ্, বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানানে প্রথম হ'য়েছিল, সে বিকাশ এখন যবদ্বীপের আব-হাওয়ার গুণে, যবদ্বীপীয়দের জাতিত্বের মূল তাদের মালয় প্রকৃতির আত্মবিকাশের ফলে, তার ভারতীয় প্রকৃতিকে যেন অনেকটা বর্জন ক'রে, শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পের গুণ তার নিসর্গ-নিবদ্ধ অনৈসর্গিকতা, তার ধীরোদাত্ত শান্ত-সমাহিত ভাব আর তার দান্ত সমাহিনায় প্রতিষ্ঠিত বিরাট রূপকে যেন ভুলে গিয়ে, মালাই-জাতি-সুলভ কল্পনার উদ্দাম লীলায়, নিসর্গকে উপহাসকারী অপরূপের পরকোটিতে ভঙ্গীতে, আর একটা রূঢ় শক্তিশালী সারল্যে গিয়ে পৌঁচেছে। যবদ্বীপের প্রাচীনতম যুগের শ্রেষ্ঠ কতকগুলি নিদর্শনের সঙ্গে আগে থেকেই চাক্ষুষ পরিচয় ছিল ; বস্-সাহেবের আপিসে অর্বাচীন যুগের মজ-পহিৎ শিল্পের কতকগুলি চমৎকার শিল্প-বস্তুতে—পোড়া-মাটীর কতকগুলি মুখের ছবিতে—সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এই শিল্প দেখে, নোতুন জ্ঞান আর আনন্দ লাভ ক'রলুম।

ডচ্-সরকার যবদ্বীপে বিদেশী ভ্রমণ-কারীদের আকর্ষণ করবার জন্য আর তাদের সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে একটী Official Tourist Bureau স্থাপন ক'রেছেন। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ সম্বন্ধে এই আপিস থেকে কিছু বই, ম্যাপ, আর প্ল্যান সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। এই আপিসের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত P. J. van Baarda ফান বার্দা সৌজন্যের অবতার, তিনি নানা বিষয়ে পরামর্শ দিলেন।

বিকালে ছিল ভারতীয়দের অভিনন্দনের পালা। আমাদের হোটেলের একটী বড়ো সভাগৃহে এর আয়োজন হ'য়েছিল। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ভারতীয় বণিক আর অন্য লোক এসে জমা হ'লেন—ইংলাণ্ডের কনসাল মিস্টার ক্রস্‌বি, আর অনেক ডচ্ আর দু-চার জন যবদ্বীপীয় ভদ্র-ব্যক্তির সমাগম হ'য়েছিল। চা-পান, অভিনন্দন-পাঠ, ছবি-তোলা—এই হ'ল এই অনুষ্ঠানের কার্যক্রম। সিন্ধীদের সঙ্গে বিশ্বভারতী আর কবির জীবনের কার্যাবলী, তাঁর লেখা আর জগতের সাহিত্যে তাঁর দান, এই সব বিষয়ে কথাবার্তা কইলুম। সকালে শহরে বেড়াতে-বেড়াতে, যে পাড়ায় এঁদের দোকান, সেই Pasar Baroe 'পাসার বারু' পাড়ায় একটু ঘুরে এসেছিলুম, এঁদের সঙ্গে আমার বেশ জ'মে গেল। এঁরা প্রায় সকলেই রেশমের আর curio বা মণিহারীর দোকানের মালিক, ম্যানেজার বা কর্মচারী, উচ্চাঙ্গের মানসিক উৎকর্ষের ধার না ধারলেও, সব বিষয়ে খুব খবর রাখেন, এঁরা বেশ বুদ্ধিমান, আর ভদ্র সজ্জনের সঙ্গে এঁদের কারবার ক'রতে হয় ব'লে এঁরা খুবই মিশুক আর ভদ্র। বলিদ্বীপ ঘুরে এসে বাতাবিয়ায় এই সিন্ধীদের সঙ্গে কয়দিন একত্রে বাস ক'রেছিলুম, তাতে এঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশতে পাই, আর বিদেশে এঁদের সমাজের সুখ-দুঃখের নানা কথা জান্‌তে পারি। যথা-সময়ে সে-সব কথা ব'ল্‌বো। থিওসোফিকাল সোসাইটীর প্রভাব ওলন্দাজদের মধ্যে খুবই বেশী, এদেশে থিওসোফির বিস্তর ভক্ত আছে ; এই দলের প্রধান-স্থানীয়া একটী মহিলাও

এসেছিলেন। এক আমেরিকান মেথডিস্ট মিশনারী আর তাঁর স্ত্রী, দুজনেই খাসা লোক, কবির বিশেষ ভক্ত, এঁরাও ছিলেন। তামিলদের মধ্যে জীবরাজ ডেনিয়েল বলে একটী খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, যুবক, ত্রিবাঙ্কোর বাড়ী, ধর্মে খ্রীষ্টান হ'লেও জা'ত অর্থাৎ জাতীয়তা হারান নি, ভদ্রলোকটী তাঁর একটী ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, মেয়েটীর নাম রেখেছেন সরোজিনী। এঁর সঙ্গে সদালাপে বেশ খুশী হ'লুম। ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অসীম অনুরাগ। মাতৃভূমির উদ্দেশে নিজের লেখা একটী ইংরেজী কবিতা আমায় দিলেন। পরে বাতাবিয়াতে আমাদের দ্বিতীয় বার অবস্থানের কালে, নানা বিষয়ে আমাদের সাহচর্য ইনি ক'রেছিলেন।

সন্ধ্যে একটু বেশী ঘনিয়ে' আস্‌তে সভা ভঙ্গ হ'ল, কবিকে একটু বেড়িয়ে' আনবার জন্য মোটরে ক'রে নিয়ে গেল।

রাত আটটায় মিস্টার ক্রসবির বাড়ীতে ছিল ভোজ, মিস্টার ক্রসবির সহকারী ভাইস্-কন্‌সাল সাহেব এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। অন্য অভ্যাগতদের মধ্যে ডাক্তার বস্, ডাক্তার জয়দিনিঙ্‌রাট, আর শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মিস্টার Hardeman হার্ডেমান ছিলেন। এই ভদ্রলোকটী কবিকে শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর মত আর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আহারের পরে বাইরে বারান্দায় গিয়ে সকলে ব'সলুম। দেখি যে, আরও কতকগুলি অভ্যাগত এসেছেন,—ভারতীয়দের প্রধান ব্যক্তিরা, আর অন্য ডচ্ আর যবদ্বীপীয় লোক। আহারের পরে যোগদানের জন্য এঁরা নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। মিস্টার ক্রস্‌বি একটী অতি সুন্দর আর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে, কবির রচনা তাঁর জীবনকে কতকটা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রেছে আর তাঁকে কতটা অপরিসীম আনন্দ দান ক'রেছে সে কথা ব'লে, তাঁকে তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রলেন। তাঁর ক্ষুদ্র বক্তৃতার আবেগময়ী ভাষা আর তার হার্দিকতা আমাদের সকলেরই খুব মনোজ্ঞ হ'য়েছিল। তারপর ডাক্তার হার্ডেমান ব'ললেন, তার পরে কবিকে সংক্ষেপে উত্তর-স্বরূপে দু-চার কথা ব'লতে হ'ল। ক্রস্‌বি-সাহেবের আগ্রহে কবিকে কিছু পাঠ ক'রতে হ'ল—তিনি তাঁর যবদ্বীপের উপর লেখা কবিতাটীর ইংরেজী অনুবাদ The Indian Pilgrim to Java পাঠ ক'রলেন। Volkslectuur অর্থাৎ 'জন-সাধারণের পাঠ' ব'লে (ফরাসীতে এর নাম-করণ ক'রেছে Service pour la Litterature populaire অর্থাৎ 'জন-সাধারণের জন্য সাহিত্য-প্রচার-বিভাগ') ডচ্ সরকার একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রেছেন—উদ্দেশ্য, দেশীয় ভাষায় শস্তায় সৎসাহিত্য-প্রচার করা, লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষা আর মানসিক উৎকর্ষ-বর্ধক পত্র-পত্রিকা দেশ-ভাষায় প্রকাশ করা, আর এই সব উপায়ে এদেশের জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করা। এই প্রতিষ্ঠানের মাইনে-করা লেখক আর অনুবাদক আছে, চিত্রকর আছে, মস্ত ছাপাখানা আছে ; এর কার্যালয়টীকে মালাই ভাষায় বলে Balai Poestaka 'বালাই-পুস্তাকা' অর্থাৎ 'পুস্তকের আগার' ; মালাই, যবদ্বীপীয়, সুন্দা, মাদুরা আর বলিদ্বীপীয় প্রভৃতি ভাষায় এখান থেকে বহু বহু পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটীর কর্মসচিব মহাশয়-ও এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে এর সম্বন্ধে নানা তথ্য শোনা গেল ;—ঠিক হ'ল, কাল আমরা 'বালাই পুস্তাকা' দেখতে যাবো। এই রকম সৎপ্রসঙ্গে রাত্রির অনেকটা কাটিয়ে', বারোটায় হোটেলে ফেরা গেল। হোটেলে এসে অত রাত্রেই জিনিস-পত্র গুছিয়ে' ফেলা গেল, কারণ কালই আমাদের জাহাজে ক'রে সরাসরি বলিদ্বীপ যাত্রা ক'রতে হবে।

মঙ্গলবার, ২৩শে অগস্ট।

আজ বিকাল চারটায় আমাদের বলিদ্বীপ যাবার জাহাজ ছাড়বে। সকাল আর দুপুরটুকুনের মধ্যে এ যাত্রায় বাতাবিয়ার যতটা পারি দেখে নিতে হবে। জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা তৈরী হ'য়ে আছে, সে দিকে আর কিছু ঝঞ্ঝাট নেই। প্রাতরাশের পরে বাকে আমায় নিয়ে গেলেন 'বালাই পুস্তাকা'র বাড়ীতে। কাল রাত্রে এখানকার ম্যানেজার যাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল তিনি আমাদের স্বাগত ক'রলেন, আর তার পরে সঙ্গে [illegible] দেখালেন। সৎশিক্ষা আর সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য ডচেরা এই প্রতিষ্ঠানটীকে অবলম্বন ক'রে যা ক'রেছে

এদের প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। মালাই আর অন্য ভাষায় এরা একটী বিরাট সাহিত্য গ'ড়ে তুলছে, সঙ্গে-সঙ্গে এই সব ভাষার প্রাচীন সাহিত্যেরও মুদ্রণ ক'রে সংরক্ষণ আর প্রচারও ক'রছে। মালাই ভাষার বই সাধারণতঃ এই 'বালাই পুস্তাকা' থেকে রোমান হরফেই ছাপা হ'য়ে বা'র হয়, আর যবদ্বীপী ভাষা, হয় যবদ্বীপীয় অক্ষরে, নয় রোমান অক্ষরেই ছাপে। ম্যাপ, প্রাচীন ছবি, ঐতিহাসিক চিত্র, ছেলেদের জন্য নানা সচিত্র গল্পের আর জ্ঞান-বর্ধনের অন্য বই-ও ছাপানো হ'চ্ছে। নানা ইউরোপীয় ভাষা থেকে সৎসাহিত্যের বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হ'চ্ছে, এক তরজমা বিভাগ ব'সে গিয়েছে, সেখানে এই কাজ হ'চ্ছে। আবার উচ্চ শ্রেণীর গবেষণাত্মক বই—ডচে, বা দেশ-ভাষায়—বিজ্ঞান, প্রাচীন বিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে, তাও প্রকাশিত হ'চ্ছে। যবদ্বীপের ছায়াবাজীর পুতুল-নাচের মধ্য দিয়ে রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন ইতিহাসের গল্প নিয়ে এক রকম অভিনয় —Wajang Poerwa 'ওআইআঙ পূর্ব' এর নাম—এটী হ'চ্ছে যবদ্বীপের সংস্কৃতির একটী বিশেষ অঙ্গ, জিনিসটী খুবই লোকপ্রিয়—এই নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সচিত্র রঙীন আর এক-বড় ছবিতে ভরা যে বিরাট পুস্তক ডচ্ ভাষায় Kats কাট্‌স্-সাহেব লিখেছেন—সেই বই 'বালাই-পুস্তাকা' থেকে বেরিয়েছে। যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতির জ্ঞানকেও সাধারণ্যে সুলভ ক'রে দেবার চেষ্টাও এখান থেকে হ'চ্ছে। প্রাম্বানান আর পানাতারান এই দুই জায়গায় প্রাচীন মন্দিরের গায়ে পাথরের উপরে রামায়ণের ছবি উৎকীর্ণ আছে; এই সব ছবি ফোটোগ্রাফ ক'রে ছাপিয়ে এক খণ্ডে প্রকাশ ক'রেছে, যবদ্বীপী ভাষায়, রোমান অক্ষরে, টিপ্পনী সমেত, সঙ্গে-সঙ্গে আর দুই খণ্ডে ঐ ভাষায় রামায়ণের আলোচনা আছে, বাল্মীকির রামায়ণের মূল আখ্যান, প্রাচীন যবদ্বীপে এই রাম-কথা যে রূপ গ্রহণ করে তার আলোচনা, আর যবদ্বীপে সব চেয়ে বেশী প্রচলিত এদের ভাষায় লেখা কবিতাময় প্রাচীন রামায়ণ একখানি—সঙ্গে-সঙ্গে Wajang-এর পুতুলের ঢঙে আঁকা ছবি; এই তিন খণ্ড বই প'ড়ে বা দেখে, যবদ্বীপে রাম কাহিনীর সম্বন্ধে মোটামটী খবর নেবার পক্ষে, আর যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক শিল্পে রামায়ণ-কথা কি ভাবে চিত্রিত হ'য়েছে তা বোঝবার পক্ষে সহজ হয় —সমস্ত বইখানি রোমান অক্ষরে ছাপা ব'লে ভারী সুবিধা। বড়ো আকারের তিন খণ্ডে এই উপযোগী বই, সুন্দর কাগজ আর ছাপা, অনেক ছবি—টাকা তিনেকের মধ্যে বিক্রী ক'রছে। যবদ্বীপের রাজপরিবারের কুমারী মেয়েরা প্রাচীন হিন্দু আমল থেকেই এক অপূর্ব সুন্দর নৃত্য-কলার চর্চা ক'রে আসছেন, Tyra de Kleen নামে এক সুইডেন-দেশীয়া মহিলা এই নাচের চমৎকার কতকগুলি রঙীন ছবি আঁকেন, এই ছবিগুলি ডচ্ আর ইংরেজী ভূমিকার সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়েছে। ছোটো-বড়ো জড়িয়ে প্রায় আট-শ' বই, একুনে প্রায় চল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা, এইসব ভাষায় এ পর্যন্ত বেরিয়েছে। Sri-Poestaka 'শ্রী-পুস্তক' নামে রোমান-মালাইয়ে আর যবদ্বীপীয় ভাষায় দুখানি সচিত্র মাসিক পত্র এখান থেকে বা'র হয়, আর এই দুই ভাষায় Pandji-Poestaka 'পঞ্জী-পুস্তক' অর্থাৎ 'পুস্তক-কেতন' নামে সাপ্তাহিক কাগজও একখানি প্রকাশিত হয়। দ্বীপময়-ভারতে চারিদিকে 'বালাই-পুস্তাকা'র বই খুব প্রচার লাভ ক'রেছে। ডচেরা এ দেশে উচ্চ-শিক্ষার জন্য বেশী কিছু করেনি, কিন্তু গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ইস্কুল খুলেছে অনেক, এই সব ইস্কুলের মারফতে বইয়ের প্রচার হয়, ইস্কুলের সংশ্লিষ্ট ছোটো-ছোটো পুস্তকালয় প্রায় সর্বত্রই আছে, এই রকম পুস্তকালয় সারা দ্বীপময়-ভারতে আড়াই হাজারের উপর হ'য়েছে, এক-একটী পুস্তকালয় ২৫ থেকে ৩০০।৪০০ পর্যন্ত বই নিয়ে—এই সব পুস্তকাগারকে মালাই ভাষায় Taman Poestaka অর্থাৎ 'পুস্তকের উদ্যান' বলে, পনেরো দিনের জন্য এক-আধ আনা দিয়ে এই সব লাইব্রেরী থেকে গ্রামের লোকেরা বই নিয়ে প'ড়তে পারে। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত, প্রায় দেড় দুই লাখ বই বিক্রী হ'য়েছে, আর দু' লাখের উপর লোকে এই-সব লাইব্রেরী থেকে ষোলো সতেরো লাখ বই নিয়ে প'ড়েছে। এই সবের ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, তুলা থেকে আস্তে-আস্তে এদেশে শিক্ষা বেড়ে যাচ্ছে; আর, সমগ্র দ্বীপময়-ভারতকে মালাই-ভাষার সূত্রে আস্তে-আস্তে এক ক'রে ফেল্‌তে সাহায্য করা হ'চ্ছে। 'বালাই পুস্তাকা'-র বই, আর এই সব

গেঁয়ো লাইব্রেরীর কল্যাণে, সুদূর Timor তিমোর দ্বীপের জেলের ছেলে, আর সুমাত্রার পাহাড়ের বর্বর বাতাক্ জা'তের ছেলে, অথবা সেলেবেস বা বোর্নিও দ্বীপের জঙ্গলী জা'তের ছেলে, 'দেসা' বা পল্লীর ইস্কুলে গিয়ে রোমান অক্ষরে মালাই প'ড়তে শিখে, Kipling-এর Jungle Book, Jules Verne-এর উপন্যাস 'আশী দিনে পৃথিবী-পরিক্রমণ,' Ballantyne-এর Coral Island, Marryat-এর Peter Simple, Alexandre Dumas-এর Monte Cristo, F. W. Bain-এর Digit of the Moon, আর সংস্কৃত মহাভারত থেকে ডচ অনুবাদের মারফৎ অনূদিত সাবিত্রী-চরিত, এইসব বিদেশী সাহিত্য, আর তা-ছাড়া প্রাচীন মালাই, যবদ্বীপী আর অন্য ইন্দোনেসীয় ভাষার সাহিত্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, কৃষির উন্নতি, আর অন্য সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান আর আলোচনা নিয়ে নানা বই— ঘরে ব'সে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে। দ্বীপময়-ভারতের যে যে অংশে ভারতীয় সভ্যতা ভালো ক'রে প্রবেশ ক'রতে পারেনি, সেই সেই অংশ এখন আর বর্বরের দেশ থাক্‌ছে না। এই কাজ দেখে, ডচ্ জা'তের মানসিক-উৎকর্ষ-কামিতা যতটা উপলব্ধি করা গেল, আর কিছুতে ততটা নয়।

'বালাই-পুস্তাকা'র প্রকাশিত বইয়ের মুদ্রিত তালিকা কতকগুলি নিয়ে, 'পুনদর্শনায়' ব'লে, এবারের মত বিদায় নেওয়া গেল। তার পরে ডাক্তার বস্-এর আপিসে এলুম। মালাই দেশে সুঙেই-সিপুৎ-এ যে তামার বিষ্ণু-মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, যেটী তামিল চেট্টি বীরস্বামী আমাদের দেখান, তার ছবি বস-সাহেবকে দেখালুম ; এই তাম্রমূর্তির কথায় যবদ্বীপের তাম্র আর পিত্তল-মূর্তির শিল্প নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা হ'ল। তাঁর দপ্তরে যবদ্বীপের প্রাচীন শিল্পের আলোক-চিত্র কিছুক্ষণ ধ'রে দেখে,—কাছেই মিউজিয়ম্-বাড়ী, সেখানে ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে এলুম। মিউজিয়মের মধ্যেই যবদ্বীপের প্রাচ্যবিদ্যা আর বিজ্ঞান আলোচনার জন্য Koninklijk Genootschap van Kunst en Wetenschappen অর্থাৎ রাজকীয়-কলা-বিজ্ঞান-পরিষৎ-টী প্রতিষ্ঠিত। এটী আমাদের Asiatic Society of Bengal-এর অনুরূপ পরিষৎ, আর এশিয়ার মধ্যে এই ধরণের যত প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির মধ্যে এটী সব চেয়ে প্রাচীন। ১৭৮৪ সালে Sir William Jones স্যর্ উইলিয়ম জোন্‌স্-এর চেষ্টায় ক'লকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এই এশিয়াটিক সোসাইটীর পরে ইংলাণ্ডে ফ্রান্সে আর ইউরোপের অন্যত্র প্রাচ্য সভ্যতা আর ইতিহাস আলোচনার জন্য নানা পরিষদের উদ্ভব হয়। ভাবতে ইংরেজদের হাতে এ রকম কাজ আরম্ভ হবার ছ' বছর পূর্বেই, ডচেরা বাতাবিয়ার এই পরিষৎটী স্থাপন ক'রেছিল—১৭৭৮ সালে। মিউজিয়মের মধ্যেই এই পরিষদের আপিস, পুস্তকালয়, সভা-গৃহ। দ্বীপময়-ভারতের ভাষা ইতিহাস সাহিত্য সমাজ-তত্ত্ব আর নৈসর্গিক জগৎ নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা করবার জন্য খুব বড়ো পুস্তকালয় আর সংগ্রহশালা এই পরিষদের সঙ্গে বিদ্যমান। এখানকার পুস্তকাধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, আর এদেশের নৃতত্ত্ব আর সমাজ-তত্ত্বের সম্বন্ধে একজন মস্ত একপত্রী পণ্ডিত অধ্যাপক Schrieke স্ত্রীকে-র সঙ্গে আলাপ হ'ল। ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে তার পরে মিউজিয়ম্‌টা একটু ঘুরে আসা গেল। ইতিমধ্যে ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবু মিউজিয়মে এসে গিয়েছেন, আর তাঁরা প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তির সংগ্রহের ঘরে সেখানকার ভাস্কর্যের নিদর্শনের মধ্যে এক সৌন্দর্য-ভাণ্ডার খোলা পেয়ে, খাতা বা'র ক'রে পেন্সিলে স্কেচ্ ক'রতে লেগে গিয়েছেন। ডাক্তার বস্ আমায় পিতল আর তামার মূর্তির ঘরে আগে নিয়ে গেলেন। প্রাচীন যবদ্বীপের শিল্পের এদিক্‌টা আমার প্রায় কিছুই জানা ছিল না, এখানকার সংগ্রহে সুন্দর-সুন্দর মূর্তি দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলুম। নানা বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব মূর্তি ; বোর্ণিও-দ্বীপ থেকে প্রাপ্ত চমৎকার একটী দাঁড়ানো বুদ্ধ-মূর্তি, প্রায় হাতখানেক লম্বা হবে ; অপূর্ব সুন্দর কতকগুলি দাঁড়ানো শিবের মূর্তি, আর বসা শিব-উমার মূর্তি ;—রাক্ষস-মূর্তি, পিতলের ঘণ্টা, তামার বড়ো-বড়ো নক্‌শা-কাটা থালা ; এ সব দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। ডাক্তার বস্ আমায় ব'লেছিলেন যে যবদ্বীপের এই সব মূর্তির সঙ্গে বিহারের নালন্দায় প্রাপ্ত তামার আর পিতলের মূর্তির সাদৃশ্য আছে—আর

এই সাদৃশ্যের কারণ, তাঁর মতে, যবদ্বীপের শিল্প ভারতের প্রভাবে জাত ব'লে ঘ'টেছে মনে না ক'রে, যবদ্বীপ থেকেই মাতৃভূমি ভারতে শিল্প-বিষয়ে প্রতি-প্রভাব গিয়েছে তাই এই সাদৃশ্য, এ রকমটাও মনে করা যেতে পারে। যবদ্বীপের ওলন্দাজ পণ্ডিত কারো-কারো একটা ধারণা দাঁড়িয়েছে যে, যবদ্বীপের হিন্দু আমলের সংস্কৃতি, তার বাস্তু-শিল্প ভাস্কর্য আর অন্য কলাকে অবলম্বন ক'রে যা দাঁড়িয়েছিল তা, বেশীর ভাগই যবদ্বীপীয় লোকেদের নিজেদের চেষ্টার ফল, এর কৃতিত্ব বেশীর ভাগ ভারতের ব'লে তাঁরা মানতে চান না। এ কথা কিন্তু সহজে মেনে নেবার নয়। যা হোক এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'য়েছে, বিচার চ'লছে, শেষ কথা এখনও বহু দূরে,—এই তো সবে চচার আরম্ভ। একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিত যিনি এতাবৎ এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন তিনি হ'চ্ছেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। পিতল আর তামার মূর্তির আর তৈজসের ঘরটা মোটামুটি সেরে, ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে মিউজিয়মের Schats-kamer 'স্খাট্স্-কামের্' বা রত্ন-ভাণ্ডার দেখতে গেলুম। লোহার দরজা, কপাট-আঁটা এই ঘর, দরজায় প্রহরী, এক সঙ্গে এক জনের বেশী ঢুকতে বা বেরুতে পারে না। ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লুম, সোনা রূপোর জহরতের কাজে বড়ো-বড়ো আলমারী ভরা, পাঁচটা রাজকন্যার বিবাহের যৌতুক যেন সাজানো র'য়েছে। প্রাচীন সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপের সোনার কাজের প্রচুর নমুনা; সব চেয়ে বিস্ময়কর হ'চ্ছে, বলিদ্বীপের সোনার কাজ। বিস্তর ক্রিস বা ছোরা আর ছোটো তলওয়ারের খাপ, সোনার নকাশী কাজ করা, হাতলগুলিতে সোনার রাক্ষস-মূর্তি, বলিদ্বীপের শিল্পের এ একটা বৈশিষ্ট্য যুক্ত সৃষ্টি, আর বলিদ্বীপের সোনা রূপো মোড়া মূর্তি, আর খাঁটী সোনার ভারী ভারী পাত্র—পানের বাটা, পান-পাত্র, থালা বাটী। অপরূপ লতা-পাতা, হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি, রাক্ষস-মূর্তি, এই সব পাত্রের গায়ে ক'রেছে। প্রাচীন যবদ্বীপের প্রচুর সোনার মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীয—সীল-আংটী—দেখলুম, যবদ্বীপীয় অক্ষরে নাম খোদা র'য়েছে, বা পদ্মফুল, মাছ ইত্যাদি মাঙ্গল্য-চিহ্ন, আর "শ্রী" শব্দটী প্রাচীন অক্ষরে লেখা র'য়েছে; সোনার ছোটো একটা অঙ্গুলি-ত্রাণ দেখলুম, অতি সূক্ষ্ম কাজে সেটীতে পাহাড় গাছ-পালা হরিণ প্রভৃতি খোদাই করা। এ-ছাড়া রূপার আর সোনার নানা দেব দেবীর মূর্তি আছে।

এই ঘরটী বেশ ক'রে দেখে যখন বেরুলুম, তখন দেখি অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে, শীঘ্র-শীঘ্র হোটেলে ফিরতে হবে, খাওয়া-দাওয়া ক'রতে হ'বে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। তাই তাড়াতাড়ি মিউজিয়মের অন্য অংশ-গুলি যথা-সম্ভব সংক্ষেপে ঘুরে এলুম। নীচের তলায় পাথরের ছোটো বড়ো মূর্তি সব এনে রেখেছে। এখানেই অনায়াসে দু-তিন ঘণ্টা কাটানো যায়। এ যাত্রায় একবারের মতন খালি চোখ বুলিয়ে নিলুম মাত্র, বলিদ্বীপ থেকে ফিরে ভালো ক'রে দেখবার জন্য রেখে দিলুম—এ সব না দেখে যেতে বড়ো কষ্ট হ'ল। সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবু ইতি মধ্যে তাঁদের স্কেচ্-বইয়ের বিস্তর পৃষ্ঠা পেন্সিলে আঁকা ছবিতে ভরিয়ে ফেলেছেন। পাথরের মূর্তির ঘরে, ছবির সাহায্যে পূর্বেই পরিচিত কতকগুলি মূর্তি দেখলুম। মজ-পহিতের প্রথম রাজা কৃতরাজস জয়বর্ধনের মূর্তি, হরি-হর-রূপে কল্পিত—বিরাট্ ভাব-দ্যোতক অতিকায় আকারের মূর্তি—খ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতকের, এইটী, আর জয়বর্ধনের প্রধানা মহিষীর এরই অনুরূপ একটী মূর্তি, পার্বতী-রূপে কল্পিত,—এই দুইটী, পাথরের মূর্তির ঘরে প্রবেশ করবার দরজার দু-ধারে দণ্ডায়মান; দেখে আগেই মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-বিস্ময়-জনিত আনন্দের উদয় হয়, পরে আমরা ঘরের ভিতরে যেতে পারি। ভিতরে অন্য বহু-বহু মূর্তির মধ্যে, তিনটী অতি গম্ভীর ভাব-দ্যোতক দেবমূর্তি দেখে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না—মনে শুদ্ধ ভাব হয় এই তিনটী মূর্তি দেখে, দেব-দর্শনের উদ্দেশ্য যা, তাই। তিনটী মূর্তি হ'চ্ছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর শিবের। মূর্তিগুলি মানুষের চেয়ে একটু বড়ো আকারের; মধ্য-যবদ্বীপের চণ্ডী-বানোনের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এনে রেখে দিয়েছে, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্বেকার কাজ। চতুর্মুখ ব্রহ্মা আর শ্মশ্রুযুক্ত লম্বোদর শিব এখন আর সম্পূর্ণাঙ্গ নেই,—হাত আর

হাঁটুর নীচের অংশ ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু আর সব অংশ এক রকম ঠিকই আছে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল। দ্বীপময় ভারতে শিবকে নির্বাণমন্ত্র-দাতা গুরু ব'লে কল্পনা করে, আর ভারতবর্ষ থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আনয়নকারী মহর্ষি অগস্ত্যকে শিবেরই অংশ বা অবতার ব'লে মনে করে; তাই শিবের সাধারণ নাম "বটার' গুরু" (অর্থাৎ 'ভট্টারক গুরু'), আর শিবের এক সাধারণ রূপ হ'চ্ছে শ্মশ্রুযুক্ত ব্রাহ্মণ বা ঋষির রূপ। বিষ্ণু-মূর্তিটীর হাত চারিটী ভেঙে গেলেও, মূর্তিটী প্রায় সম্পূর্ণ আছে; বিষ্ণুর পিছনে পাখাওয়ালা গরুড় র'য়েছে অতি মনোহর এই মূর্তিটী—যবদ্বীপ যাত্রার কালে মাদ্রাজ মিউজিয়মে পল্লব যুগের যে বিষ্ণু-মূর্তিটী দেখে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলুম, সেটীর কথা মনে হ'ল। দেবতাদের যাঁরা এমন বিরাট্ ক'রে দেখেছিলেন, তাঁদের ধ্যানকে আর দর্শনকে যাঁরা প্রাণহীন পাথরে মূর্ত ক'রে যেন জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন, কত বড় জা'তের লোক ছিলেন তাঁরা, আর কী গভীর ভক্তি আর ভাব-শুদ্ধিই বা ছিল তাঁদের! এসব মূর্তি দেখে, সুদূর অতীত কালে যাঁরা ভারতের চিন্তা আর ভারতের আধ্যাত্মিকতার আধারের উপরে ভারতের দেব-মূর্তির সব মহনীয় কল্পনা ক'রে গিয়েছেন, উমা শিব বিষ্ণুর কল্পনা ক'রে যাঁরা বিশ্বমানবের কাছে এক চিরন্তন রহস্যময় অপার্থিব শাশ্বত-বস্তুর রসানুভূতির দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিয়ে গিয়েছেন,—যাঁরা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন শিল্পকলার উৎস আবিষ্কার ক'রে দিয়ে গিয়েছেন,—তাঁহাদেরই চিন্তা-ধারার উত্তরাধিকারী, আধুনিক যুগের ভারতীয় আমি, আমি তাঁদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ চিত্তে মনে-মনে বার-বার প্রণাম ক'রলুম।

বিষ্ণু শিব ('বটার বা ভট্টারক গুরু')
(যবদ্বীপের চণ্ডী-বানোন্ মন্দির হইতে)

যবদ্বীপের কতকগুলি সুন্দর মহিষ-মর্দিনী মূর্তি র'য়েছে। ভারতের নানা অংশে মহিষ-মর্দিনী দুর্গা বা চামুণ্ডার যে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা আছে—যেমন মহাবলিপুরের পল্লব শিল্পে, এলোরার চালুক্য শিল্পে, মহীশূরের হোয়সাল শিল্পে, আর আমাদের বাঙ্গালাদেশের পাল যুগের শিল্পে আর তারই বিকারে জাত আধুনিক বাঙলার মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তিতে—যবদ্বীপের পরিকল্পনা এসব থেকে যেন অনেকটা আলাদা। প্রাচীন যুগের শিল্প [illegible], যবদ্বীপের মধ্য বা পরবর্তী হিন্দু যুগের ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন দেখলুম। এগুলির সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল [illegible] দেখে গেলুম—কিন্তু এর এক নোতুন ধরণের সৌন্দর্য দেখা-মাত্রেই মনকে আকৃষ্ট ক'রলে। এই শি[illegible]

ইন্দ্রিয়ের বোধের আর মানব-জগতের অতীত, কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত, সৌন্দর্য আর মহিম-মণ্ডিত এক দেবলোকে সুধর্মা-সভায় বিহার ক'রছে না—সে উচ্চ কল্পনা, সে শান্ত ভাব, সে ধরণের মানসিক শক্তি আর নেই। কল্পনা এখন ধরণীর সুখ-দুঃখের মধ্যে নেমে এসেছে। তার উড্ডয়ন-শক্তি বা আধ্যাত্মিক দর্শন নেই, কিন্তু এ-সবের বদলে পেয়েছে ভূয়োদর্শন, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে অলঙ্কার-জ্ঞান,—পেয়েছে একটা আদিম কালের শক্তি আর তার সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত-রস আর ভয়ানক-রস সম্বন্ধে একটা সচেতনতা। Sublime আর imaginative, classic আর noble থেকে শিল্পের ধারা পরিবর্তিত হ'য়েছে realistic আর decorative, Gothic আর grotesque-এ। যেখানে এই শেষোক্ত যুগের শিল্প realistic-এর দিকে ঝুঁকেছে, সেখানে কল্পনাকে একেবারে বর্জন করে নি—আর বিষয়-গৌরব বা বিষয়ের লঘুতাকে ভোলে নি, তাই যবদ্বীপের মধ্য যুগের এই শিল্পে পুরুষের আর মেয়েদের প্রস্তরময় প্রতিকৃতি অতি সজীব আর সুন্দর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দু-তিনটী এই রকম মেয়ে আর পুরুষের মূর্তি আমার বড়ই চমৎকার লাগ্‌ল। সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবুর শিল্পীর চোখে সেগুলি এড়ায় নি, এঁরা তার স্কেচ নিয়েছেন। (পরে দেশে ফিরে আমি দু-চারটীর ফোটোগ্রাফ আনিয়েছি।)—পাথরের ঘরগুলি তাড়াতাড়ি ঘুরে দ্বীপময়-ভারতের সভ্যতার অন্য নিদর্শন যাতে প্রচুর আছে, নৃতত্ত্ববিদ্যার উপযোগী জিনিসে ভরা অন্য বড়ো-বড়ো ঘরগুলির মধ্য দিয়ে একবার চ'লে গিয়ে, এবারের মত মিউজিয়ম-দর্শন সাঙ্গ ক'রে আমরা হোটেলে ফিরলুম।

মহিষমর্দিনী দুর্গা
(মধ্য-যবদ্বীপের একটা মন্দির হইতে)

কন্যা
(যবদ্বীপ মজ-পহিৎ যুগের মূর্তি)

আহারাদির পরে, স্থানীয় ভারতীয়েরা কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। বিশ্বভারতীর কথা, আর বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের কোন্ বাণী কবি প্রচার ক'রতে চান, আর বিদেশে এসে প্রবাসী ভারতীয়ের দায়িত্ব কি, এই-সব বিষয়ে তিনি এঁদের ব'ললেন। এঁরা সকলেই বিশ্বভারতীকে সাহায্য ক'রতে স্বীকার ক'রলেন; ঠিক হ'ল, এঁরা এখানে যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত যত বই পারবেন সংগ্রহ ক'রে বিশ্বভারতীর পুস্তকালয়কে উপহার দেবেন। তার জন্য টাকা তোলবার বন্দোবস্ত এঁরা ক'রবেন। সিন্ধী বণিকরাই এই কার্যটী স্বীকার ক'রে নিলেন, কারণ এখানে এঁরাই সব চেয়ে লক্ষ্মীমন্ত আর প্রতিষ্ঠাশালী। এই কাজে শ্রীযুক্ত মেথারাম আর শ্রীযুক্ত নবলরায় রূপচন্দ্ অগ্রণী হ'লেন।

তার পরে আমরা জাহাজ ধরবার জন্য তাঞ্জোঙ্-প্রিওক্-এ গেলুম। চারটেয় জাহাজ ছাড়্‌ল। অনেকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। এক ডচ্ পাদরি সস্ত্রীক এই জাহাজে চ'লেছেন; দাড়ীওয়ালা, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, পাতলা একহারা চেহারার লোকটীকে দেখে খুব ভক্ত খ্রীষ্টান ব'লে মনে হ'ল, যেন মোটাবুদ্ধির লুথার-গুরুর মতের খ্রীষ্টান, বাইবেলের গণ্ডীর বাইরে যাবে না, বা তার বাইরেকার কিছু বুঝবে না। তাঁর দলের অনেকগুলি লোক এসেছিল, পাদরি আর তাঁর স্ত্রীকে বিদায় দিতে, ডচ্ মেয়ে আর পুরুষ, আর দু-চার জন যবদ্বীপীয়—এরা নীচে দাঁড়িয়ে তার-স্বরে ডচ্ ভাষায় ধর্ম-সঙ্গীত গাইতে লাগ্‌ল, আর জাহাজের উপর থেকে আমাদের পাদরি-মহাশয় খুব হাত নেড়ে যোগ দিতে লাগ্‌লেন—এক-একটা গান শেষ হয়, আর সকলে হিব্রূ শব্দ Halleluja 'হাল্লেলুইয়া' ('ঈশ্বরের স্তব করো') উচ্চারণ করে জয়-ধ্বনি ক'রে; পাদরি-ও শেষ মুহূর্তে যতক্ষণ পারেন ধর্ম-বিষয়ে এদের উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন—জাহাজ-ছাড়ার ব্যস্ততা, কাছে দূরে চেঁচামেচি আর আওয়াজ, এসবে ভ্রূক্ষেপও ক'রলেন না। শেষটায় যখন জাহাজ ধীরে ধীরে ছাড়্‌ল, শেষ বার 'হাল্লেলুইয়া' চীৎকার হ'ল, তখন সব মিট্‌ল। বহু দিনের স্বপ্নের দেশ বলিদ্বীপের দিকে এইবার চ'ললুম॥

৩। বলিদ্বীপের পথে

মঙ্গলবার, ২৩শে অগস্ট ১৯২৭।

আমাদের এই জাহাজ খানি আকারে ছোটো—K. P. M.-এর জাহাজ, এটী হলাণ্ডে যায় না, দ্বীপময়-ভারতের মধ্যেই ঘোরাঘুরি ক'রে থাকে। যে ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজে আমরা সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্কা, আর পিনাঙ থেকে বেলাওয়ান যাই, তাদের জাহাজগুলির চেয়ে K. P. M.-এর জাহাজ ঢের বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব'লে মনে হ'ল। জাহাজের খালাসী খানসামা সব যবদ্বীপীয়। বেশী যাত্রী এই জাহাজটীতে নেই, তবে শুনলুম, সুরাবায়া শহরে অনেক গুলি যাত্রী উঠ্‌বে—বলিদ্বীপের যাত্রী কতকগুলি, আর বাকী সব অন্য অন্য দ্বীপে যাবে। Semarang সেমারাঙ আর Soerabaja সুরাবায়া হ'য়ে, আমাদের বলিদ্বীপে নামিয়ে' দিয়ে, এই জাহাজ উত্তরে Celebes সেলেবেস আর বোর্ণিও দ্বীপে যাবে।

আজকের বিকালটী বেশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের দ্বারা উদ্ভাসিত সাগরের উপর দিয়ে পূব মুখে আমাদের জাহাজ চ'লেছে। ডানদিকে দক্ষিণে যবদ্বীপের উপকূল, দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। একজন ওলন্দাজ সাংবাদিক চ'লেছেন আমাদের সঙ্গে, বলিদ্বীপের রাজঘরের দাহ আর শ্রাদ্ধ উৎসব দেখ্‌তে, "মালায়া-ট্রিবিউন" প্রমুখ ইংরেজদের কাগজগুলিতে মালাই-দেশে কবিকে আক্রমণ ক'রে লিখ্‌লে কেন, সে বিষয়ে আমায় প্রশ্ন ক'রলেন। যবদ্বীপীয়, ভারতীয়, আর ইউরোপীয় অন্যান্য জা'তের প্রজা যে-সব জা'ত,—তাদের ভালো দেখ্‌তে পারে না, তাদের চেপে রাখতে চায়, এমন একদল ডচ্, যবদ্বীপে আছে। রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপেরই যেন এক রকম অতিথি, সভ্য জগতে তাঁর আসন কোথায় তাও এরা জানে, তাই এরা কিছু ব'ল্‌তে চায় না, কিন্তু "মালায়া-ট্রিবিউন"-শ্রেণীর পত্রিকার লেখা প'ড়ে, আর রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপে এলে যবদ্বীপের স্বাধীনতাকামী জনগণের উপর তাঁর প্রভাব কি ভাবে প'ড়বে তা চিন্তা ক'রে, এরা একটু ভীত হ'য়ে প'ড়েছে। আর "মালায়া-ট্রিবিউন"-এর ইঙ্গিতে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'রবে, এ রকম একদল ডচ্‌ও আছে। তবে "মালায়া-ট্রিবিউন"-এর রবীন্দ্র-বিদ্বেষ, আর মালয় দেশের ইংরেজ শাসকবর্গের ভদ্রতা—এই দুটোর সামঞ্জস্য এরা ক'রতে পারছিল না। বাকের অনুরোধে ব্যাপারটা কি

হ'য়েছিল তা এই ডচ সাংবাদিকটীকে আমি সবিস্তারে ব'ললুম। এ সম্বন্ধে ইনি লিখ্বেন ব'ললেন।—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডচ্ সাম্রাজ্যবাদীর দল কিছু লেখে-টেখে নি, যদিও দুই এক জায়গায় তিনি সাধারণ-ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর ইউরোপের হাতে নানা দিক্ দিয়ে এশিয়ার লাঞ্ছনার কথা ডচ্ শ্রোতাদের সামনেই ব'লেছিলেন।

সন্ধ্যায় ব'সে কবির সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন অবস্থার শোচনীয়তা, তার নানা জাতির আর নানা ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরিবর্ধমান অনৈক্য, তার অর্থ-নৈতিক অবনতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক অবনতির দ্রুত বৃদ্ধি, স্বরাজ-অর্জন বিষয়ে ভারতের উত্তরোত্তর শক্তিহীনতা—দেশের এই-সব নৈরাশ্য-জনক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হ'ল। যেখানে আমাদের শক্তির অভাব, সেখানে কিসে অভাবাত্মক কারণগুলিকে দূর ক'রে শক্তির বৃদ্ধি করা যায় তার চিন্তা না ক'রে, সেই কাজ ক'রতে কোমর বেঁধে লেগে না গিয়ে, আমরা সে সম্বন্ধে চোখ বুজেই র'য়েছি, বড়ো-বড়ো কথার মোহে নিজেদের ভুলিয়ে' রাখ্ছি। দেশের সামনে আমাদের ভিতরকার গলদের সম্বন্ধে সত্য কথা স্পষ্ট ক'রে বলার দরকার হ'য়েছে।

বুধবার, ২৪শে অগস্ট ১৯২৭।

আজ সকাল সাড়ে-আটটায় সেমারাঙ্ বন্দরের সামনে জাহাজ ভিড়্ল। এখানে শহরের ধারে জল গভীর নয়, ডাঙা পর্যন্ত জাহাজের পৌছনো কঠিন; তাই অনেকটা দূরে নঙ্গর ক'রলে। সেমারাঙ একটা বড়ো বাণিজ্য-কেন্দ্র, দেড় লাখের উপর এর অধিবাসী, কিন্তু সেমারাঙ-এ যবদ্বীপীয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুই-একটী ইস্কুল ছাড়া কিছু বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস নেই। আমরা নামলুম না। কতকগুলি ডচ্ সজ্জনের সঙ্গে ব'সে-ব'সে দুপুর বেলাটা নানা আলোচনায় কাটিয়ে' দিলুম। কবিও মাঝে-মাঝে তাতে যোগ দিলেন। ডাঙার ধারে থেকেই জাহাজের একটু বেশ দুলুনি আরম্ভ হ'ল, সমুদ্র বেশ একটু চঞ্চল, যদিও হাওয়া এমন বিশেষ কিছু নেই। একটী ডচ্ ইস্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টার ছিলেন, বেঁটে-খাটো মানুষটী, কথাবার্তায় যবদ্বীপীয়দের প্রতি এঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি আর সৌহার্দ্যের পরিচয় পাওয়া গেল। Official Tourist Bureau-র শ্রীযুক্ত P. J. Van Baarda ফান্-বার্দা-মহাশয় চ'লেছেন এই জাহাজে, ইনি সস্ত্রীক বলিদ্বীপে যাচ্ছেন, এঁর কাছথেকে নানা খুঁটিনাটি খবর পেলুম। বলিদ্বীপে যে সমস্ত ঘটা হবে, তার চলচ্চিত্র নেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে, কতকগুলি আমেরিকান ফিল্‌ম্-ওয়ালাও বলিদ্বীপে জুটছে। বলিদ্বীপের উপর খান-দুই ভালো বই ছিল, এঁর কাছ থেকে নিয়ে সেগুলি একটু দেখা গেল। ডচ্ চিত্রকর W. O. J. Nieuwenkamp-এর আঁকা ছবিতে ভরা বলিদ্বীপের অধিবাসী আর তাদের জীবনের সম্বন্ধে একখানি চমৎকার বড়ো বই আছে—Zwerftochten op Bali—সেখানির সঙ্গে পরিচয় হ'ল। নিউএন্‌কাম্পের চোখ আছে, যা দেখবার তা তাঁর চোখকে এড়াতে পারে নি, আর তাঁর হাতও আছে, তাঁর চিত্রাঙ্কন-রীতি সম্পূর্ণ-রূপে তাঁর নিজস্ব, এই রীতির একটী বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। ইনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন, মথুরা কাশী আগরা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন, আর উচ্ছ্বসিত ভাষায় ভারতের বাস্তু-শিল্পের বন্দনা ক'রে গিয়েছেন তাঁর আঁকা ছবিতে।

২৫শে অগস্ট, বৃহস্পতিবার।

কালকের দিনটী যেমন চুপ-চাপ শান্তির সঙ্গে জাহাজে কেটেছে, আর তার উল্‌টো, প্রায় সমস্ত দিন ধ'রে খুব ঘোরাঘুরি করা, অনেক কিছু দেখা, অনেক লোকের সঙ্গে মেশা। সকাল সাড়ে-সাতটায় সুরাবায়ায় Tanjong Perak তান্‌জোঙ-পেরাক্-এর জেটিতে আমাদের জাহাজ পৌছুলো। সুরাবায়া পূর্ব-যবদ্বীপের সব চেয়ে বড়ো শহর,

যবদ্বীপের ব্যবসায়ের প্রধানতম কেন্দ্র—যবদ্বীপের চিনি রপ্তানী হয় এই বন্দর থেকে, এর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। নানা দেশ থেকে ব্যবসা উপলক্ষে এখানে নানা জা'তের লোক এসেছে। চীনা আছে, আরমানী আর বগ্‌দাদী য়িহুদী আছে, আরব কিছু আছে, আর ভারতীয়দের মধ্যে আছে গুজরাটী খোজা, পাঞ্জাবী মুসলমান আর হিন্দু, আর সিন্ধী। তামিল চেটি বা অন্য শ্রেণীর লোক নেই। গুজরাটী আর পাঞ্জাবীরা চিনির ব্যবসা করে—যবদ্বীপ থেকে চিনি ভারতে চালান দেয়, আর সিন্ধীদের রেশমের কাপড় আর curio বা মণিহারী জিনিস আর গালিচার দোকান আছে অনেকগুলি। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জেটিতে যথারীতি ভীড় হ'য়েছিল। ভারতীয় অনেকে এসেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে মদনলাল ঝাম্ব্ নামে একটী যুবক ছিলেন, ইনি এক পাঞ্জাবী চিনির মহাজনের আড়তের ম্যানেজার। ডেরা-ইস্‌মাইল্‌-খাঁ-তে এঁর বাড়ী, জাতিতে খত্রী অরোড়া, অতি সুপুরুষ, বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত চেহারা, লেখা-পড়া জানা, কলেজে ইংরেজী-হিন্দী-সংস্কৃত-পড়া যুবক, উচ্চ শিক্ষা আর নানা সদ্‌গুণে আর যোগ্যতায় এখানকার ভারতীয়দের সহজ নেতা ব'লে এঁকে মনে হ'ল। জাহাজের সিঁড়ি লাগানো হ'তেই এঁরা উপরে এলেন, ঘন ঘন—'বন্দে মাতরম' ধ্বনি আর 'ডক্টর রবীন্দরনাথ টেগোর কী জয়', 'মহাত্মা গান্ধী জী কী জয়' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কবিকে মাল্য-দান হ'ল, সকলকে ফুলের তোড়া বিতরণ হ'ল, আর পুষ্প-বর্ষণ হ'ল। এঁদের সঙ্গে শিষ্টালাপ করা হ'ল। আজকে বিকালেই জাহাজ বলিদ্বীপের জন্য যাত্রা ক'রবে। আমরা বলিদ্বীপ দেখে যখন ফিরে আস্‌বো, তখন এই সুরাবায়াতে তিন-চার দিন থাক্‌বো। তখন আমরা এখানকার একজন অভিজাত যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁর অতিথি হবো। ইনি আগে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সুরাকর্তা শহরে। কি কারণে ডচেদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়, উনি নাকি সেই রাজপদ পরিত্যাগ ক'রেছেন। সেই রাজপদের উপাধি হ'চ্ছে Mangkoenogoro 'মঙ্কুনগর' অর্থাৎ 'নগর বা দেশ-পাল' (যবদ্বীপীয় ভাষায় 'মঙ্কু' অর্থে 'ক্রোড়', 'মঙ্কু-নগর' কিনা 'যাঁর কোলে নগর আছে, যিনি নগর বা দেশকে পালন করেন')। ইনি ছিলেন Mangkoenogoro VI; এঁরই এক জ্ঞাতি এখন রাজপদ পেয়েছেন—তাঁর পদবী হ'চ্ছে Mangkoenogoro VII. এই Ex-Mangkoenogoro মহাশয়ের ছেলে এলেন, কবিকে স্বাগত ক'রতে, ইনি একজন প্রিয়দর্শন যুবক, ইংরেজী জানেন, কাজেই আলাপ বেশ জ'মল। ভারতীয়েরা কবির অভ্যর্থনার যেরূপ ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, সেই অনুসারে ঠিক হ'ল যে, কবি আপাততঃ জাহাজেই থাকবেন, পরে এগারোটায় বাকের সঙ্গে বেরিয়ে' সুরাবায়া জেলার ডচ্ রেসিডেন্ট্ বা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে যাবেন। তারপরে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আস্‌বেন। বাকের এক ভাই সুরাবায়ায় থাকেন, সরকারী কর্মচারী, সকালে কবিকে স্বাগত ক'রতে এসেছিলেন, বাকে তারপরে কবিকে তাঁর এই ভাইয়ের বাড়ীতে নিয়ে যাবেন একটু বিশ্রাম ক'রতে। Hotel Oranje হোটেল ওরান্‌য়ে-তে ভারতীয়েরা বেলা সাড়ে-বারোটায় কবির জন্য মাধ্যাহ্নিক আহারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাতে কতকগুলি প্রধান ভারতীয় আর অন্য লোক আস্‌বেন, কবির সঙ্গে সকলকার পরিচয় করানো হবে। ভারতীয়দের দ্বারা এইরূপে আপ্যায়ন হ'লে পরে তিনি জাহাজে ফিরবেন। কবির সঙ্গে সুরেন-বাবু আর বাকে রইলেন। ধীরেন-বাবু আর আমি সিন্ধীদের সঙ্গে বা'র হলুম, শহরটা একটু দেখবার জন্য। শ্রীযুক্ত ভী, লোকুমল ব'লে একজন বর্ধিষ্ণু সিন্ধী বণিক্ তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে চ'ললেন। পথে কতকগুলি পাঞ্জাবী মুসলমান আর গুজরাটী খোজার সঙ্গে দেখা হ'ল। (গুজরাটী খোজাদের পোষাকটা কিছুতেই আমার চোখে ভালো লাগ্‌ল না।) শ্রীযুক্ত লোকুমলের দোকান শহরের ব্যবসায়ের কেন্দ্রের মধ্যে। মোটরে আস্‌তে-আস্‌তে শ্রীযুক্ত লোকুমল বলিদ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের সামান্য কিছু খবর দিলেন। ওই দ্বীপে তাঁর দোকানের একটি শাখা খোলা যায় কিনা সে বিষয়ে খোঁজ ক'রতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও দেশে ইউরোপীয় আর আমেরিকান যাত্রী বেশী যাওয়া-আসা ক'রছে না, আপাততঃ সেদিকে বিশেষ কিছু সুবিধার না দেখে তিনি ফিরে আসেন। তবে বলিদ্বীপের সম্বন্ধে আর সেখানকার

অধিবাসিদের সম্বন্ধে খুব বিশেষ কিছু জানেন না। এ অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের কথা তাঁকে কিছু-কিছু ব'ললুম। বলিদ্বীপের ভারতীয় সভ্যতা আর সেখানকার লোকেদের অবস্থা আমরা চর্চা ক'রতে এসেছি শুনে তিনি বিশেষ প্রীত হ'লেন। আমার সঙ্গে কতকগুলি শাস্ত্র-গ্রন্থ—সংস্কৃত আর ইংরেজী বই আছে, আর পূজার উপকরণও সব নিয়ে যাচ্ছি, ভারতে প্রচলিত পূজার রীতি বলিদ্বীপের 'পেদণ্ড' বা পুরোহিতদের দেখাবো ব'লে,—এসব শুনে, ভারত আর বলিদ্বীপের ধর্ম আর সংস্কৃতির পুরাতন যোগ আবার হয় তো আমাদের বলি-ভ্রমণের ফলে সুদৃঢ় হবে, এই আশা ক'রে, তিনি বিশেষ হর্ষ প্রকাশ ক'রলেন। এই কাজে আমাদের সামান্য কিছু সাহায্য ক'রতে পারলে তিনি কৃতার্থ হবেন, বার বার আমাদের এই কথা ব'ললেন। আমি তাঁকে ব'ললুম, ডচ্ ভাষায় লেখা হিন্দু সভ্যতা আর ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে হ'ত, গীতার ডচ্ অনুবাদ হ'য়েছে, অন্ততঃ তার দুই-একখানা হ'লে বেশ হ'ত। এই কথা শুনে তিনি একেবারে সুরাবায়ার সব চেয়ে বড়ো বইয়ের দোকানে আমাদের নিয়ে হাজির ক'রলেন; আর ব'ললেন, যে রকম বই আমি চাই তা যদি ঐ দোকানে থাকে, তা হ'লে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি কিনে দেবেন। দোকানে ডচ্ ভাষায় ভগবদগীতা তিনখানা পাওয়া গেল, থিওসফিস্টদের প্রকাশিত হিন্দু ধর্ম আর দর্শন বিষয়ে শ্রীমতী আনী বেসান্টের খান কতক বই পেলুম, রবীন্দ্রনাথের গুটীকতক গদ্য গল্পের ডচ্ অনুবাদ, আর যবদ্বীপীয় লেখক Noto soeroto নত-সুরত (নাথ-সুরথ) কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে লেখা বই,—এই গুলি মিল্‌ল, প্রায় টাকা ত্রিশেকের বই হবে—শ্রীযুক্ত লোকমল আমায় কিনে দিলেন। আমি সানন্দে তাঁর এই দান গ্রহণ ক'রলুম, পরে বলিদ্বীপে এই বইগুলি বিশেষ কাজে লেগেছিল, ডচ্ প'ড়তে পারেন এমন বলিদ্বীপের দুই-চার জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমি গীতার অনুবাদ আর অন্য বই দিই,—আর 'সুরাবায়ার ভারতীয় বণিক্ শ্রীযুক্ত ভী লোকুমলের উপহার,' ইংরেজীতে এই কথাটী বইগুলির ভিতরে লিখে দিই।

তারপরে আর্মানী ফোটোগ্রাফার Kurkdjian কুর্কজিয়ানের দোকানে গিয়ে যবদ্বীপের কিছু ছবি কেনা গেল, কিছু অর্ডারও দেওয়া গেল। তখন শ্রীযুক্ত লোকুমল তাঁর দোকানে নিয়ে এলেন। আশে-পাশে আরও দু-পাঁচটা সিন্ধীদের দোকান। এঁরা জাপানে থেকে রেশমের কাপড় আনিয়ে' পাইকেরী আর খুচরা বিক্রী করেন। এইটাই এঁদের বড় ব্যাপার। ছাড়া, নানা রকমের জাপানী, চীনা, যবদ্বীপীয়, সিয়ামী, বর্মা, ভারতীয়, সিরীয়, মিসরীয় curio, কাপড়-চোপড়, গাল্‌চে—এ সব আছে। মোটের উপর, এঁদের ব্যবসা ভালোই চ'লছে।—সিন্ধীদের আরও পাঁচজন এসে জ'মলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা, ভারতের সেবায় তাঁর কার্য, জগতের সাহিত্যে তাঁর স্থান—এ সব বিষয়ে জিজ্ঞাসু সিন্ধীদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে হ'ল। এঁরা উচ্চ-শিক্ষিত ডচেদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছেন, অথচ তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানেন না, তাই লজ্জিত। সিন্ধীরা কেমন-ভাবে ব্যবসা করেন, কি রকম জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, শ্রীযুক্ত লোকুমলের দোকান দেখে এই প্রথম তার একটু ধারণা করা গেল। দোকান একটী মস্ত বাড়ী নিয়ে। নীচের তলায় সাম্‌নে দোকান ঘর—এখানে খদ্দেরের জন্য জিনিস-পত্র সাজিয়ে' রাখা হ'য়েছে। নীচের তলায়, বাড়ীর ভিতরে, গুদামঘর, রান্নাঘর। সিন্ধী ১০।১২ জন কর্মচারী যারা আছে তাদের আর মালিক বা ম্যানেজারের থাকবার ঘর দোতলায়। একটী মস্ত হল জুড়ে' এদের শোবার ব্যবস্থা। এরই মধ্যে কাঠের আড়াল দিয়ে ঘিরে একটী ছোটো ঠাকুর-ঘর ক'রে নিয়েছে। লোকুমল তাঁর ঠাকুর-ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন—কাঠের পাটাতনের দেয়ালের উপরে নানা ঠাকুর-দেবতার রঙীন ছবি—ক'লকাতাই আর বোম্বাইয়ে' ছবি, আর সেকেলে হাতে আঁকা রাজপুত পদ্ধতির ছবি দু-একখানি, মূর্তি নেই, তবে বিরাট্ এক শিখদের গ্রন্থ-সাহেব খোলা র'য়েছে, রোজ সকাল-সন্ধ্যা একটু ক'রে তা থেকে পড়া হয়; আর ছোটো-খাটো দু-চারখান অন্য ধর্ম-গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে হিন্দী আর সংস্কৃত গীতাও দেখলুম। ব্যবসার হিসাব-কেতাবের অন্তরালেও যে

এই ধর্মের জন্য একটু চিন্তা, এটী বেশ লাগ্‌ল। এমনি ক'রে সুদূর-প্রবাসী ভারত-সন্তান তার ধর্মের মধ্য দিয়ে নিজ জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একটু যোগ বজায় রাখবার জন্য এই আকুল উদ্বেগ দেখাচ্ছে। গীতা, গ্রন্থ-সাহেব—প্রাচীন আর মধ্য-যুগের ভারত-ধর্মের দুই প্রধান বই—সিন্ধীরা এই দু' খানি বই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, আর এই দুইটী বইয়ের আশ্রয়ে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে, তাদের ভারতীয়ত্বকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে।

একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসায়ী এলেন লোকুমলের দোকানে, আলাপ হ'ল। অতি অমায়িক কথা-বার্তা, বিশেষ ভদ্র সজ্জন ব'লে মনে হ'ল, ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, নানা বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন। শ্রীযুক্ত লোকুমল তারপরে আমাদের নিয়ে বেরুলেন শহরটা একটু দেখাতে। 'সাদো' গাড়ী ক'রে বেরুলুম। চীনাদের বাস খুব, আর তারা বেশ স্বচ্ছল অবস্থাতেই আছে ব'লে মনে হয়। এ অঞ্চলের যবদ্বীপীয়েরা—কি মেয়ে কি পুরুষ—বাতাবিয়া অঞ্চলের লোকেদের মত অতটা সুশ্রী বা গৌরবর্ণ নয়। একটা সরকারী Laand-Kantoor অর্থাৎ Loan Office বা টাকা-ধার-দেওয়ার আপিস পথে পড়ায়, আর সেখানে খুব ভীড় জ'মেছে দেখে, এই-সব সরকারী মহাজনী দোকান কি জিনিস তা দেখবার জন্য ঢুকলুম। দ্বীপময় ভারতের কাবুলীওয়ালা হ'চ্ছে আরবেরা। এরা মুসলমানদের ধর্মগুরুর স্বজাতীয় ব'লে, মুসলমান যবদ্বীপীয়দের কাছে খাতির পায়, কিন্তু এরা অনেক স্থলে অর্থগৃধ্নুতা দেখিয়ে' সেই খাতিরের খতরা ক'রছে। এরাই দেশে মহাজনী কারবার ক'রে থাকে, খুব বেশী সুদে যবদ্বীপীয়েদের টাকা ধার দেয়, আর নির্মম-ভাবে প্রাপ্য আদায় করে। মালাই-জাতীয় লোকেরা বড়ই অপরিণামদর্শী, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে' চলে না। আজ হাতে টাকা এল', অমনি রঙচঙে' পোষাক কিনে, হাত-ঘড়ি কিনে, ভালো-ভালো মোজা জুতো জামা কিনে, সব খরচ ক'রে ফেল্‌লে, এদের মনে ছেলেমানুষী ভাব খুবই বিদ্যমান, নোতুন কিছু শৌখীন বা বিলাসের দ্রব্য দেখলে আর স্থির থাকতে পারে না—অথচ দু দিন পরে অভাবে প'ড়ে সেই জিনিসই হয় আধা-ক'ড়েতে বিক্রী ক'রবে, নয় বাঁধা দেবে। অবস্থা বুঝে ডচ্ সরকার একটা ব্যবস্থা ক'রেছে—এতে প্রজার অসুবিধা নেই, আর সরকারী রাজস্বের ও যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হ'চ্ছে। সেটী হ'চ্ছে—একটী সরকারী তেজারতী বিভাগ। সমস্ত বড়ো-বড়ো শহরে, আর মফস্বলেও, এই সব লান্‌ড্-কান্‌টোর বা ধার-দেওয়ার আপিস আছে—সাধারণ লোকে জিনিস-পত্র নিয়ে বাঁধা দিতে পারে—সোনা-রূপোর গয়না, পিতল-কাঁসার তৈজস, পোষাক-পরিচ্ছদ, শয্যা-দ্রব্য—যা বাজারে বিক্রী হ'তে পারে, সবই নেয়, তার ন্যায্য মূল্য ধ'রে নিয়ম-মত তার উপর টাকা ধার দেয়, খুব কম হারে সুদ নেয়। জিনিসটী মেয়াদের মধ্যে খালাস ক'রতে না পারলে নীলামে চড়ে। এই রকম নীলামে অনেক সময়ে নানা টুকিটাকি জিনিস শস্তায় পাওয়া যায়। আমরা যে লাণ্ড্-কান্টোরে যাই, তখন সেখানে নীলাম লেগেছে। গৃহস্থালীর জিনিস, শস্তা ঘড়ি, টেবিল চেয়ার—এই সবই বেশী। কতকগুলি চীনা খরিদ্দার ও এসে জমেছে। হৈ চৈ বেশী নেই। মিনিট দু-পাঁচ সেখানে থেকে, আবার রোদ্দুরে বেরিয়ে' প'ড়লুম।

এদিকে প্রায় বেলা বারোটা বাজে, আমরা Oranje Hotel-এ এলুম। কবির বস্‌বার জন্য একখানি ঘর ঠিক করা হ'য়েছে, শ্রীযুক্ত মদনলাল ঝাম্ব সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন। একে একে অতিথিরা আস্‌তে লাগলেন, কবি এলেন। মঙ্কুনগরের পুত্র, যিনি সকালে জাহাজে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন, তিনি এলেন। দু-তিন পুরুষ ধ'রে এদেশে বাস ক'রছেন এমন একটী গুজরাটী খোজা পরিবারের একজন ভদ্রলোক হ'চ্ছেন স্থানীয় "কাপ্তেন বাঙ্গালী", তিনি এলেন। এই ভদ্রলোকটী নিজের জাতীয়তা হারিয়েছেন, একরকম মালাই ব'নে গিয়েছেন; গুজরাটী জানেন না, হিন্দুস্থানী দুই-এক কথা মাত্র জানেন, ইংরিজী জানেন না। সুরাবায়ার প্রতিনিধি-কনসাল শ্রীযুক্ত Hillyer হিলিয়ার ব'লে একটী ইংরেজ ভদ্রলোক এলেন। সকালে ইনি জাহাজে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিলেন। আহারের সময়ে এঁর পাশেই আমার স্থান নির্দিষ্ট হ'য়েছিল। একটু

পরিচয় হ'ল। অতি নম্র প্রকৃতির ভদ্রলোক। লড়াইয়ে একটা হাত কাটা গিয়েছে। কেম্ব্রিজের মড্লিন-কলেজের ছাত্র ছিলেন। সিন্ধীদের মধ্যে যারা প্রধান, তাঁরাও এসেছিলেন। ইউরোপীয় ভোজের পূরণ-স্বরূপ কিছু ভারতীয় মিষ্টান্নও তৈরী ক'রে এঁরা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। এঁদের সকলের সঙ্গে নানা আলাপের মধ্যে ভোজন কার্য সমাধা ক'রে, খানিক বিশ্রামের পর, তিনটের দিকে আমরা সকলে জাহাজে ফিরলুম।

জাহাজ ছাড়্‌ল সাড়ে-চারটেয়। এর মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত ডচ্ ভদ্রলোক এলেন কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে। আমরা আবার যাত্রা করলুম। সুরাবায়ার ঠিক সামনা-সামনি মাদুরা দ্বীপ। দ্বীপটি ছোটো, আর যবদ্বীপ আর এর মাঝামাঝি একটী সংকীর্ণ প্রণালী আছে, সেই প্রণালীর ভিতর দিয়ে আমাদের জাহাজ চ'ল্‌ল। উত্তরে মাদুরার পাহাড় বেশ দেখা যেতে লাগ্‌ল। সুরাবায়ার কাছাকাছি অনেকটা পথে খুব নৌকা আর পালের জাহাজের চলাচল দেখলুম। জেলেরা আবার অনেকগুলি বড়ো-বড়ো নৌকা ক'রে মাছ ধ'রছে। আমাদের স্টীমার মৃদু গতিতে চ'লেছে।

সুরাবায়া থেকে বিস্তর নূতন যাত্রী উঠ্‌ল। একজন হলাণ্ডের অভিজাত-বংশীয় ব্যক্তি—কাউণ্ট—স্ত্রী, কন্যা আর অন্য আত্মীয় সঙ্গে নিয়ে চ'লেছেন। শ্রীযুক্ত G. W. J. Drewes নামে একটী ডচ্ যুবক, মালাই-ভাষাবিৎ, Volkslectuur-এর একজন কর্মচারী, ইনিও চ'লেছেন। বলিদ্বীপ পরিভ্রমণ-কালে ইনি আমাদের সঙ্গে থাক্‌বেন, মালাই ভাষা বেশ ব'ল্‌তে পারেন, মালাই সাহিত্যের খবর রাখেন, একটু সংস্কৃতও প'ড়েছেন শুন্‌লুম। যবদ্বীপীয় সঙ্গীতে ওস্তাদ একটী ডচ্ ভদ্রলোক চ'লেছেন। একটী আমেরিকান দম্পতীও উঠলেন—কর্তাটী একজন ধর্মজীবী, পাদরি। আমার ক্যাবিনে আমি একাই ছিলুম, আজ বিকালে একজন সহযাত্রী এলেন, উত্তর-সেলেবেস্-দ্বীপের একটী ভদ্রলোক। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারী আনন্দ হ'ল, রাত্রে ঘুমোবার সময় নিজ-নিজ বার্থে শুয়ে'-শুয়ে' অনেক রাত অবধি নানা বিষয়ে কথা হ'ল। এঁর নামটী হ'চ্ছে ডাক্তার Ratoe Langgie রাতু লাঙ্গি—('রাতু' অর্থে রাজা, 'লাঙ্গি' বা 'লাঙ্গিং' অর্থে স্বর্গ—'স্বর্গ-রাজ')। ইনি উত্তর-সেলেবেস্-এর Minahasa মিনাহাসা জাতীয়। সেলেবেসের রাজধানী Macassar মাকাসার-এ যাবেন। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি, সুইট্‌জরলাণ্ডের কি একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D., গণিত-শাস্ত্রে। ইংরেজী বেশ বলেন, জরমান আর ডচ্ ভালোই জানেন, ফরাসীও একটু জানেন। ইনি বাতাবিয়ায় রাজকীয় রাষ্ট্র-পরিষদের একজন সভ্য, সেলেবেস্ দ্বীপের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্যতম। উত্তর-সেলেবেস্ থেকে এ রকম উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘ'টবে, ওই দ্বীপে এ রকম শিক্ষার বিস্তার ঘ'টছে, এ তথ্য জানতে পারবো, স্বপ্নেও এ কথা ভাবিনি। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি বেশ সদালাপী পুরুষ—বেঁটে-খাটো মানুষটী, গুরখার মতন ভাব। সঙ্গে চাকর আছে। এঁর দেশের খবর নিলুম। সেলেবেসের লোক-সংখ্যা তিরিশ লাখের উপর—নানা বিষয়ে যবদ্বীপের পরেই এই দ্বীপটীর স্থান। দ্বীপটীর মধ্যে এক মালাই জাতিরই কয়টী ভিন্ন-ভিন্ন শাখা বাস করে—মাকাসার জাতি, বুগী জাতি, তোরাজা জাতি, আর উত্তরে মিনাহাসা জাতি। মাকাসার আর বুগীরা যবদ্বীপীয়দের মতন, ধর্মে মুসলমান। তোরাজারা আর মিনাহাসারা সেদিন পর্যন্ত বন্য বর্বর ছিল, শত্রুদের মাথা কেটে নিয়ে এসে জারিয়ে' ঘরে শিকেয় টাঙিয়ে রাখ্‌ত। এখন তোরাজারা মুসলমান আর খ্রীষ্টান হ'য়েছে। মিনাহাসারা সকলেই খ্রীষ্টান হ'য়েছে—মিনাহাসাদের সংখ্যা আড়াই লাখের কাছাকাছি; এরা এখন বেশ সভ্য, চাষবাস ক'রে খায়। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি নিজেও খ্রীষ্টান।

ডাক্তার রাতু লাঙ্গির সঙ্গে আলাপ জ'ম্‌ল ক্যাবিনে। চমৎকার সূর্যাস্তের পরে ডেকে ব'সে, আর-আর পাঁচ জন সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে সন্ধ্যাটা কাট্‌ল। সূর্যাস্তের একটু পরে, মাদুরা-প্রণালীর পরিষ্কার তারায়-ভরা আকাশের তলায়, স্বচ্ছ সমুদ্রের উপরে আমাদের জাহাজের ডেকে সেই আলো-আঁধারীর ছবি চোখে

যেন ভাস্‌ছে। কবিকে ঘিরে, দ্রেউএস্‌, বাকে আর আমরা ব'সে নানা কথা কইছি। সদানন্দ-প্রকৃতির শ্রীযুক্ত ফান-বার্দা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও বা আমাদেব সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। ওলন্দাজ কাউন্ট্‌টী কবির সঙ্গে পরিচিত হবাব পরে, তাঁর স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে আলাদা ব'সেছেন, তাঁব মেয়েটী একটী নিখুঁত Nordic বা Germanic type-এব সুন্দরী, মাঝারী চেহারা, সোনালী চুল, নীল চোখ—তিনি ব'সে চিঠি লিখ্‌ছেন; পরে বলিদ্বীপে ঐ দেশীয় সুন্দরীদেব পাশে এঁকে আর অন্য ইউরোপীয় মেয়ে দুই-একটীকে দেখে,—মালাই আর জরমানিক, দুটী বিভিন্ন জাতির সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমাবেশ দেখেছি। মানুষ স্বাস্থ্য-শ্রীযুক্ত হ'লে সর্বত্রই সুন্দর—সৌন্দর্যের ছাঁদ বা ঢঙ্‌ আলাদা হ'তে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে ভালো-লাগা না-লাগা মাত্র ব্যক্তি-গত রুচি আর শিক্ষার কথা।

আমেরিকার পাদরিটীকে দেখে মনে হ'ল, তাঁব স্ত্রীই তাঁকে চালিয়ে' নিয়ে যাচ্ছেন। লোকটী অতি ভালো-মানুষ। বোকা ধরণের। আমার কাছে এসে ব'ল্‌লে, "আপনি তো কবির সঙ্গে যাচ্ছেন, দু মিনিটের মতন কবির সঙ্গে আমায় কথা কইয়ে' দিতে পাবেন?" কবিকে গিয়ে এঁর অনুরোধের কথা জানালুম—তাঁর কাছে একে নিয়ে এলুম। কবির সঙ্গে সরাসরি কর-মর্দনের পরে ব'ল্‌লেন—"দেখুন, আপনার ধর্ম আর আমাদের ধর্ম—দুইয়ে বড়ো বেশী পার্থক্য নেই। আমরা তো একই ভগবানের আরাধনা করি—ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তো এক।" কবি ব'ল্‌লেন "সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।" উত্তর হ'ল—"কেন? আমরা তো God the Father-কে মানি।" কবি লোকটীকে কি ভাবে নেবেন তা বোধ হয় ভাবছিলেন—মাঝে-মাঝে উৎসাহী খ্রীষ্টান পাদরি তাঁকে খ্রীষ্টান-মতে দীক্ষিত করবার আশায় বে .। বেঁধে ধর্ম-আলোচনায় লেগে গিয়েছে, এরূপ উৎপাতের অভিজ্ঞতা তাঁব আছে। আমি পাদরির মুখের কথার সঙ্গে-সঙ্গে ব'ললুম, "হাঁ, আব তা-ছাড়া আমরা God the Mother, God the Son, God the Friend, God the Lover, আর এমন কি God the Sweet-heart-কেও মানি।" সদা-প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে শেষ সম্পর্কগুলির কথা শুনে' বেচারা একটু হক্‌চকিয়ে' গেল। এক রসবোধহীন অত্যন্ত গম্ভীর-প্রকৃতির ব্রাহ্ম প্রচারকের কথা শুনেছিলুম—কোনো উপাসনা-সভায় তিনি আচার্যের কাজ ক'রেছিলেন, সেখানে একটী ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাওয়া হ'য়েছিল, তাতে ঈশ্বরকে "ওহে জীবন-স্বামী" ব'লে আহ্বান করা হ'য়েছে, তা শুনে, আর গানটীতে মানবাত্মা আর ঈশ্বরে[illegible] আছে—সাধারণ [illegible] ভাব আরোপিত হ'য়েছে দেখে, উপাসনার শেষে গৃহকর্তা আর গায়ক দু-জন[illegible] তেজস [illegible] তিনি ব্রাহ্ম উপাসনায় এই প্রকারের গানের অনুপযোগিতা এবং অবৈধেয়তা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধ'রে উপদেশ দিয়েছিলেন—তাঁর একটী প্রধান আপত্তি ছিল এই—"সকল মানবাত্মা ঈশ্বরকে ব্যক্তিগত-ভাবে যদি স্বামী-রূপে আবাহন করে, তা হ'লে কি সমবেত-ভাবে ঈশ্বরের প্রতি বহু-বিবাহের আরোপ করা হয় না?" পাদরি বেচারীর অবস্থা বোধ হয় তাই হ'ল—আমার কথা শুনেই সে আর দেরী না ক'রে সেখানে থেকে চ'লে গেল, আর তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে আমরা বলি কী, বোধ হয় তাই নিবেদন ক'রতে লাগ্‌ল।

কাল ভোরে বলিদ্বীপে পৌছুবো—কথায়-কথায় ঘুমুতে অনেক রা'ত হ'য়ে গেল, কিন্তু ভোরে তৈরী হ'য়ে নামতে হবে এই চিন্তায়, আর উৎসাহে, বাকী রাতটুকুও ভালো ঘুম হ'ল না॥

৪। দ্বীপময় ভারত—আধুনিক অবস্থা

ছোটো-বড়ো অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে দ্বীপময় ভারত। যবদ্বীপ এই দ্বীপাবলীর কেন্দ্রস্থানীয়। আমাদের ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৮ লাখ বর্গ-মাইলের উপর, লোক সংখ্যা ৩১ কোটির উপর, দ্বীপময় ভারতের পরিমাণ ৭ লাখ বর্গ মাইলের কিছু কম, লোক-সংখ্যা ৫ কোটি। বাঙলা দেশের পরিমাণ ৭৮ ৬৯৯ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৬৬ লাখ। কতকগুলি দ্বীপের পরিমাণ বাঙলাদেশের চেয়েও বড়ো। সুমাত্রার পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার বর্গ মাইল, যদিও লোক-সংখ্যা ষাট লাখেরও কম, নিউ-গিনি হ'চ্ছে আকারে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় দ্বীপ, এর অর্ধেকটা ডচেদের—তার পরিমাণ ১ লাখ ২১ হাজার বর্গ মাইল। মাদুরা আর যবদ্বীপ জড়িয়ে পরিমাণ হ'চ্ছে ৫০,৫৫৭ বর্গ-মাইল, লোক-সংখ্যা সাড়ে-তিন কোটি। বোর্ণিও একটা বিরাট দ্বীপ, এর বেশীটুক ডচেদের অধীনে। প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটা অতুলনীয়, কিন্তু যবদ্বীপ মাদুরা বলিদ্বীপ আর সেলেবেস ছাড়া, অন্যত্র লোকের বাস কম—বহু স্থল আদি-যুগের বনের দ্বারা এখনও আবৃত। এক নিউ-গিনি ছাড়া, আর সবত্র একটী বিরাট মালাই জাতির শাখা দ্বারা এই দ্বীপগুলি অধ্যুষিত। মালাই গোষ্ঠীর নানা ভাষা এরা বলে—তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আমাদের বাঙলা উড়িয়া হিন্দী মারহাট্টী গুজরাটী পাঞ্জাবী মৈথিল নেপালীর মতন, মালাই ভাষা এদের মধ্যে আমাদের হিন্দুস্থানীর কাজ করে। ধর্মে এরা এখন বেশীর ভাগ মুসলমান—কিন্তু বনে জঙ্গলে এখনও অনেকে আদিম বর্বর অবস্থায় আছে, বিশেষতঃ বোর্ণিও দ্বীপে আর সুমাত্রায়। নিউ-গিনির লোকেরা পাপুআন জাতীয়, নেগ্রিটো বা "নিগ্রোবটু" শ্রেণীর মানুষ এরা; সভ্যতায় অতি নিম্ন স্তরে এরা প'ড়ে আছে, মালাই জা'তের সঙ্গে এদের কোনও সম্বন্ধ নেই। দ্বীপময়-ভারতে এখন যারা মুসলমান, তাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রায় সকলেই হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ ধর্ম মানত। একমাত্র বলিদ্বীপে আর তার পূর্বের লম্বক দ্বীপে হিন্দু এখনও পাওয়া যায়—বলিদ্বীপের লোকেরা সরকারী গণনা অনুসারে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, লম্বকের দশ ভাগের এক ভাগ আন্দাজ হিন্দু। এদেশের মুসলমানেরা মোটেই গোঁড়া নয়; যবদ্বীপে দেখেছি, তারা হাজী হ'য়ে এলেও, ভারতের সাধারণ মুসলমানের মত পিতৃপুরুষের কৃতিত্ব বা সভ্যতাকে অস্বীকার করে না, বরং তা নিয়ে যথেষ্ট গৌরব করে। হিন্দু আচার অনুষ্ঠান যথেষ্ট পালন করে, এখনও মন দিয়ে রামায়ণ মহাভারত শোনে, তার পুতুল-নাচ আর যাত্রা গান সারা রাত ধ'রে জেগে দেখে, ছেলেমেয়েদের বড়ো-বড়ো সংস্কৃত নাম দিয়ে থাকে। অথচ মসজিদেও যায়, নমাজও পড়ে, হজও খুব করে। হজের সময়ে সমস্ত মোসলেম-জগৎ থেকে একলাখ থেকে একলাখ বিশ হাজার যাত্রী মক্কায় এসে জমে। এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সংখ্যা—অর্ধেক হবে—ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার প্রায়—আসে এক যবদ্বীপ আর দ্বীপময়-ভারতের অন্য অংশ থেকে। এইরূপে হজ ক'রে এসে পাক্কা মুসলমান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, স্বজাতির প্রাচীন সংস্কৃতি আর ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রতে এদের মোটেই বাধে না।

যবদ্বীপ আর মাদুরায় মালাই জাতির শাখা তিনটী জা'ত বাস করে—পশ্চিম-যবদ্বীপে সুন্দা জা'ত, মধ্য- আর পূর্ব যবদ্বীপে খাস যবদ্বীপী জা'ত, আর মাদুরা দ্বীপে মাদুরী জা'ত। সুন্দারা সংখ্যায় ৭০ লাখের কিছু উপর, মাদুরী জা'ত প্রায় ১৭ লাখ আর যবদ্বীপীয়েরা ২॥০ কোটির উপর। এ ছাড়া, মালাই-ভাষী লোক আছে, বিশেষতঃ পশ্চিমে বাতাবিয়া-অঞ্চলে। বলিদ্বীপের বলী জা'ত, সংখ্যায় এরা সাড়ে-পনেরো লাখের কিছু উপর, এরা প্রায় সবাই হিন্দু। বলিদ্বীপের পূর্বেই হ'চ্ছে লম্বক দ্বীপ—সেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার বলী জাতীয় লোক আছে, এরাও হিন্দু; এ ছাড়া লম্বক দ্বীপে আছে ওই দ্বীপের আদিম অধিবাসী, যাদের Sasak সাসাক্ বলে, সংখ্যায় এরা প্রায় সাড়ে-চার লাখ, এরা মুসলমান। অন্য অন্য জা'তের নাম করবার বা তাদের সংখ্যা-নির্দেশের দরকার নেই।

ডচেরা এই দ্বীপগুলিতে এখন অপ্রতিহত-প্রতাপে রাজত্ব ক'রছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ, আর ইন্দোচীনে ফরাসীরা যেমন। সমগ্র দ্বীপময় ভারতে এক গভর্ণর-জেনেরাল আছেন, বাতাবিয়া তাঁর রাজধানী, আর Buitenzorg বইটেন্‌সর্গ তাঁর গ্রীষ্মাবাস। দ্বীপময় ভারত ৩৭টী প্রদেশ বা জেলায় বিভক্ত, এক যবদ্বীপেই এইরূপ ১৭টী জেলা আছে, আর বলীদ্বীপ আর লম্বক দ্বীপ নিয়ে একটী জেলা। দেশটী শাসন হয় Dyarchy বা 'দ্বৈত-রাজ্য' নিয়ম অনুসারে। খাস যবদ্বীপের শাসন-পদ্ধতি এই—প্রত্যেক জেলার যিনি প্রধান শাসক, যেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর পদবী হ'চ্ছে Resident রেসিডেন্ট। ইনি ডচ্-জাতীয়। রেসিডেন্ট-এর অধীনে জেলার প্রতি মহকুমাতে দুজন ক'রে কচর্মারী থাকেন, একজনের পদবী হ'চ্ছে Regent রেখেন্ট্, আর একজনের পদবী Assistant Resident সহকারী রেসিডেন্ট। Regent দেশীয় লোক হন, আর Assistant Resident ডচ্-জাতীয়। Regent-এর অধীনে থাকেন Patih (এঁর খাস-মুন্‌শী), আর Wedono আর Mantri নামে দুজন দেশীয় কর্মচারী; আর Assistant Resident-এর অধীনে থাকেন Controleur, ইনিও ডচ্। Regent-এর কাজ, 'আদৎ' বা প্রচলিত দেশীয় আইন অনুসারে Patih, Wedono আর Mantri-র সাহায্যে দেশীয়দের পরিচালনা করা। Resident, Assistant Resident, Controleur এঁরা হ'লেন জেলা-শাসনের ডচ্ অঙ্গ, আর Regent আর তাঁর সঙ্গে Patih, Wedono আর Mantri, এঁরা হ'লেন দেশীয় অঙ্গ। যথার্থ ক্ষমতা এই ডচ্ অঙ্গেরই আয়ত্ত থাকে, কিন্তু দেশীয় অঙ্গের প্রতিপত্তিও কম নয়। ডচ্ কর্মচারীরা দেশীয় কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণতঃ বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে চলেন, আর ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকেন। রেসিডেন্ট্ আর তাঁর অভাবে আসিস্টাণ্ট রেসিডেন্ট আর রেখেন্ট্—প্রায় সমান মর্যাদা পান, এক রকম উঁচু চেয়ারে পাশাপাশি বসেন, তবে ডচ্ রেসিডেন্ট্ হ'চ্ছেন যেন দেশীয় রেখেন্ট-এর বড়ো ভাই—দাদা—তিনি বসেন ডান দিকে। Controleur পদ-মর্যাদায় Regent-এর নীচে, তাই এঁরা দু'জনে পাশাপাশি ব'স্‌লে, Regent-ই বসেন ডান দিকে। Resident, Assistant Resident আর Controleur,—এদের নিয়ে যেন দ্বীপময় ভারতের সিভিলিয়ান-জগৎ; আর Regent হ'চ্ছেন যেন দেশীয় রাজা বা জমীদার, যাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে। Regent-রা সাধারণতঃ বড়ো ঘরের ছেলে, আর বিশেষ ভাবে এই কাজের উদ্দেশ্যে তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এঁদের ডচ্ শেখানো হয়; আর ডচ্ কর্মচারীরা সকলেই বেশ মালাই ব'ল্‌তে শেখেন। এই রকমে দু-প্রস্থ শাসনে কিন্তু চ'ল্‌ছে বেশ। নানা বিষয়ে, ডচেদের শাসন ইংরেজদের ভারত-শাসনের চেয়ে ভালো ব'লেই মনে হ'ল। একটী জিনিস লক্ষণীয়—দেশের জন-সাধারণ দু'মুঠো খেতে পায়, ভারতের মতন কঙ্কাল-সার চিরন্তন-দুর্ভিক্ষ-গ্রস্তের মূর্তি এদেশে একটীও দেখিনি। আবার কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজদের ঢের বেশী উদার ব'লে মনে হ'ল। অবাধে ইউরোপের উচ্চ শিক্ষা দিয়ে ইংরেজ আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন ক'রে দিয়েছে, আমাদের জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়ে' দিয়েছে। ব্যক্তি-গত ব্যবহারে কিন্তু ইংরেজদের চেয়ে ডচেরা দেশীয়দের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা করে, বেশী হৃদ্যতার পরিচয় দেয়।

রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ-ভ্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, ভারত কি ক'রে যবদ্বীপকে আপনার ক'রেছিল তা চাক্ষুষ দেখে আসা, যবদ্বীপের culture-কে একটু বোঝবার চেষ্টা করা। এদেশের কৃষি-বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বা শাসন-পদ্ধতি ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ আমাদের হয় নি, আর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—যেমন যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি—তার দিকেও আমরা নজর দিতে পারি নি। ভারতের সাহচর্যে যবদ্বীপের সভ্যতার বিকাশ—এর-ই একটু-আধটু দেখতেই আমরা যত্নশীল ছিলুম।

ভারতের সভ্যতা কি-ভাবে নিজের ছাপ এই দ্বীপময় ভারতে রেখে গিয়েছে, তার পরিচয় আমরা যা পেয়েছি—প্রাচীন কীর্তিতে আর দেশের অধিবাসীদের জীবনে—তার বর্ণনার পটভূমিকা হিসাবে, যবদ্বীপের আর বলিদ্বীপের ইতিহাসের মূলসূত্রগুলি এইবার একটু ব'লে নেবো॥

৫। দ্বীপময় ভারত—পূর্ব কথা

দ্বীপময়ভারতের প্রাচীন কথা ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের জের দ্বীপময় ভারত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে।

নানা নোতুন আবিষ্কারের আর সেই সকল আবিষ্কারকে অবলম্বন ক'রে নূতন গবেষণার ফলে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের আর ভারতের ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম আর সংস্কৃতির উৎপত্তি আর বিকাশের সম্বন্ধে আমাদের সযত্ন-পোষিত বহু ধারণা এখন উল্‌টে' যাচ্ছে। নোতুন যে সকল তথ্য আমরা জান্‌তে পারছি, আর তা থেকে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যুক্তিতর্কানুমোদিত যে-সকল অনুমান ক'রছি, সেগুলির দ্বারায়, প্রাচীনতম যুগ থেকে ভারতের সঙ্গে ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তা বেশ বোঝা যায়। সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে আগে কিছু ব'লে নেওয়া যাক্, তার পরে দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন ইতিকথার বিষয়ে সাধারণ তথ্যগুলি একবার আউড়ে' নেওয়া যাবে।

ভারতের আদি বা সর্ব প্রথম যুগের অধিবাসীরা ছিল নেগ্রিটো বা "নিগ্রোবটু" জাতীয়—আফ্রিকার অধিবাসীদের মতন চেহারা, তবে খর্বকায়। এরা সভ্যতার নিম্নতম স্তরে ছিল। বোধ হয় ভারতের উপকূল অংশেই এরা বাস ক'রত, এখন এদের বংশধরদের পাওয়া যায় পারস্যদেশের অগ্নিকোণে—পূর্ব-দক্ষিণে, সমুদ্রের ধারে, আর কিছু দক্ষিণ-ভারতে, তামিল আর মালয়ালী দেশে, এদের আন্দামান দ্বীপে পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় মালয়-উপদ্বীপে, আর সুদূর নিউ-গিনি দ্বীপে। ভারতের অন্যত্র এরা লোপ পেয়েছে কিংবা পরবর্তী বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে' ফেলেছে। এদের পরে ভারতে আসে Austric অস্ট্রিক-জাতীয় লোক। ইন্দোচীনের কোনও অংশে—বর্মায় বা শ্যামে—এই জাতির ভাষা, ধর্ম আর সভ্যতার একটা বিশিষ্ট রূপ গ'ড়ে উঠেছিল। পরে আসামের পথ দিয়ে এদের ভারতে প্রবেশ ঘটে—ভারতে আর্যদের আসবার বহু বহু শতাব্দী পূর্বে। অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা বাঙলাদেশে, উত্তর-ভারতে, হিমালয়ের সানুদেশে, এমন কি পাঞ্জাব কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে' পড়ে, ওদিকে গুজরাট পর্যন্ত উপনিবিষ্ট হয়, আর দক্ষিণ-ভারতে মালাবার পর্যন্তও গিয়ে পৌঁছায়; এক সময়ে, প্রায় সারা ভারতবর্ষময় এদের বিস্তার ঘটে। ভারতে এরা সঙ্গে ক'রে এনেছিল এদের ভাষা, এদের ধর্ম-বিশ্বাস আর অনুষ্ঠান, ইহলোক আর পরলোক সম্বন্ধে এদের নানা ধারণা,—আর অল্প-স্বল্প কিছু ব্যবহারিক বা পার্থিব সভ্যতা—ছুঁচালো-মুখ লাঠি দিয়ে মাটি আঁচড়ে' ধান চাষ করা, পান, আর কলা না'রকল প্রভৃতি কতকগুলি ফলের আবাদ, আর বোধ হয় কাপাসের কাপড় বোনা, এরা তীর ধনুকের ব্যবহার জানত, ডোঙায় ক'রে নদী পার হ'ত, এমন কি বড়ো নৌকা ক'রে সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে দূর দূর দেশেও যেত। মোটের উপরে, আদিম বা বর্বর অবস্থা থেকে ঢের উন্নত অবস্থায় এরা ছিল। সভ্যতার যে সূত্রগুলি এরা ভারতে আনে, সেগুলি এদেশে গঙ্গার তীরে আরও পরিস্ফুট আর বর্ধিত আরও সমৃদ্ধ হয়। গঙ্গার দেশে এসেও, ইন্দোচীনের সঙ্গে এরা যোগ হারায় নি—ডাঙা-পথে বা সাগর-পথে এরা বর্মা আর শ্যামে যাওয়া-আসা ক'রত। ইন্দোচীনে এই অস্ট্রিক-জাতীয় যারা রইল, তারা ঐ দেশময় ছড়িয়ে' প'ড়্‌ল, আবার তাদের কতক অংশ মালয়-উপদ্বীপে গেল, সেখান থেকে সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতি ইন্দোনেসীয় বা দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে গেল; এই ইন্দোনেসিয়ায় আবার পূর্বেকার নানা জাতির সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘ'টল; পরে ইন্দোনেসীয় দ্বীপাবলী থেকে আরও পূবে ফীজী, নিউ-হিব্রাইডীস প্রভৃতি মেলানেসীয় দ্বীপপুঞ্জে গেল; সেখান থেকে আবার আরও পূবে সামোআ তাহিতি মার্কেসাস্ পাউমোতু প্রভৃতি পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জেও এদের প্রসার হ'ল, আরও এমন কি সুদূর হাওআইই, ঈস্টর দ্বীপ আর নিউ-জীলাণ্ডেও এরা গিয়ে পৌঁছুলো। এই অস্ট্রিক

জাতির ভাষা আর সংস্কৃতি- পশ্চিমে-হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষ, মাঝে ইন্দোচীন আর মালয়-উপদ্বীপ আর ইন্দোনেসিয়া, আর পূবে মেলানেসিয়া আর পলিনেসিয়া—এই বিরাট ভূ-ভাগ ব্যেপে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়ল। মূল অস্ট্রিক জাতিই যে সব জায়গায় গিয়েছিল তা নয়—সব জায়গায় এই জাতীয় ঔপনিবেশিকেরা যে অবিমিশ্র অবস্থায় ছিল তা-ও নয়,—এই জাতীয় লোকেরা ইন্দোচীন থেকে যখন মালয় উপদ্বীপ দিয়ে দ্বীপময় জগতে আসে, তখন এই জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটে; আর এদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে অন্য জাতি যারা এই অঞ্চলে আসে, তাদের সঙ্গেও এরা বহু স্থলে মিশে যায়। আর্যদের আসবার বহু পূর্বে, ভারতের সঙ্গে দ্বীপময় ভারতের লোকেদের মধ্যে এইরূপে যে ভাষা- আর সংস্কৃতি-গত একটা সাম্য বা ঐক্য ছিল, তা বেশ বোঝা যায়। ভারত, ইন্দোচীন আর দ্বীপময় জগৎময় ছড়িয়ে', মূল অস্ট্রিকদের ভাষা এই কয়টী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে পড়ে:—

আদি অস্ট্রিক [Austric] জাতির ভাষা

[ক] এশিয়া-খণ্ডের অস্ট্রিক (Austro-Asiatic) শাখা:

প্রশাখা [১] মোন্ ও খ্মের (বর্মা, শ্যাম, কম্বোজ); মোই, বাহ্নার, স্তিএঙ্ প্রভৃতি ইন্দোচীনের কতকগুলি ভাষা;

[২] চাম বা প্রাচীন চম্পা রাজ্যের ভাষা, আর তৎপর্যায়ের আরও কতকগুলি ভাষা,

[৩] মালয়-দেশের সাকাই আর সেমাঙ;

[৪] নিকোবার-দ্বীপের ভাষা;

[৫] বর্মার পালৌঙ, ওয়া, রিয়াঙ ভাষা;

[৬] আসামের খাসিয়া,

[৭] সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, কোরবা, কুর্কু, শবর, গদব প্রভৃতি ভারতের 'কোল' শ্রেণীর ভাষা;

[৮] প্রাচীন ভারতের অধুনা-লুপ্ত অস্ট্রিক ভাষাবলী—[১], [৬], [৭], এই [illegible] প্রশাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংযুক্ত।

[খ] দ্বীপপুঞ্জের অস্ট্রিক (Austronesian) শাখা:

প্রশাখা [১] ইন্দোনেসীয় ভাষাবলী (মালাই, সুন্দা, যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয় লম্বক, বাতাক্, সেলেবেসের ভাষা প্রভৃতি);

[২] মেলানেসীয়—ফীজী, নিউ-হিব্রাইডীস্, নিউ-কালিডোনিয়া প্রভৃতির ভাষা,

[৩] পলিনেসীয়—সামোআ, তাহিতি, হাওআইই, মাওরি প্রভৃতি ভাষা।

অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি যেখানে যেখানে প্রসৃত হ'য়েছিল, সে সব জায়গাতেই যে অস্ট্রিক-ভাষী জনগণ এক-ই ধরণের সভ্যতা গ'ড়ে তুলতে পেরেছিল, তা নয়। ভারতবর্ষে গঙ্গার উপত্যকায় এরা যতটা উচ্চ সভ্যতার সৃষ্টি ক'রতে পেরেছিল, অনুমান হয়, আর কোথাও তেমন ক'রতে পারেনি—বহু স্থলেই আদিম বা অর্ধ-সভ্য অবস্থায় ছিল; ভারতবর্ষের অরণ্যানী-আচ্ছাদিত ভূখণ্ডে, ইন্দোচীনে আর দ্বীপময় ভারতের বহু স্থলে, এরা নিজেদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি ক'রতে পারে নি।

এ সব হ'ল ভারতে আর্য-আগমনের বহু পূর্বের কথা। অস্ট্রিক-জাতীয় লোকেরা তো উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্র, আর দক্ষিণ ভারতের কতক অংশে, বিশেষতঃ একেবারে দক্ষিণতম প্রদেশে, বাস ক'রেছে—

দেশের পাহাড়-পর্বত নদ-নদীর নাম দিয়েছে, নিজেদের নানা শাখার নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত দেশের অনেক অংশের নামকরণ ক'রেছে। পরবর্তী যুগে আর্য ভাষী জা'ত ভারতে এলে পরে আর অস্ট্রিক জাতির বংশধরেরা আর্য ভাষা গ্রহণ ক'রলে পরে, এই সব নাম একটু-আধটু ব'দলে সংস্কৃত ভাষানুযায়ী রূপে রূপান্তরিত করা হ'য়েছে।

ভারত ও বৃহত্তর-ভারত অর্থাৎ ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ায় প্রাচীন যুগে অস্ট্রিক ভাষার প্রসার

এই অস্ট্রিক জাতির অস্তিত্ব হেতু ভারত, ইন্দোচীন আর দ্বীপময় ভারত এক সূত্রে গ্রথিত।

তারপর ভারতে দ্রাবিড়-ভাষী লোক এল', পশ্চিম থেকে, এরা কোথা থেকে আসে আমরা এখনও তা জান্‌তে পারি নি, তবে অনুমান হয়, এরা ভূমধ্য-সাগরের ক্রীট-দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীদের জ্ঞাতি, পূবদেশে এশিয়া-মাইনর হ'য়ে আর পারস্য হ'য়ে, আর্য্যদের আস্‌বার আগেই ভারতবর্ষে এরা প্রবেশ করে। দ্রাবিড়েরা বেশীর ভাগ পশ্চিম-ভারতে আর দক্ষিণ-ভারতেই বাস ক'রতে থাকে,—উত্তর, মধ্য আর পূব ভারতেও এরা বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে, তবে মনে হয়, এদের প্রতাপ বা প্রভাব উত্তর আর পূব ভারতে ততটা হয় নি। আদি দ্রাবিড় জাতি লম্বা মাথা-ওয়ালা জাতি ছিল, কিন্তু ভারতে গোল-মাথা-ওয়ালা একটী জাতি অনেক অংশে বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে, এদের সম্যক পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। দ্রাবিড় ধর্ম আর সভ্যতা, আর অস্ট্রিক ধর্ম আর সভ্যতা, এই দুইয়ের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত আর মিশ্রণ ঘ'টেছিল, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ঘ'টেছিল, ভারতে এইরূপে, আর্যদের আসবার পূর্বেই, শুদ্ধ অস্ট্রিক, শুদ্ধ দ্রাবিড়, আর মিশ্র অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল। মোহেন্-জো-দড়ো আর হড়প্পাতে যে বিরাট্ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হ'য়েছে (আর যা এখন আলোচিত হ'চ্ছে), সেই সভ্যতা দ্রাবিড়দেরই, এইরূপ অনুমান হয়। বড়ো-বড়ো বাড়ী-ঘর মন্দির-মঠ তোলা এই সভ্যতারই একটী প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। অস্ট্রিকদের মধ্যে এদিকে অর্থাৎ বাস্তু-শিল্পে অতটা বিকাশ ঘটে নি ব'লে বোধ হয়, তবে চাষ-বাসে আর সরল গ্রাম্য জীবনেই এদের সংস্কৃতির সার্থকতা হ'য়েছিল। অস্ট্রিক আর দ্রাবিড়ের সভ্যতাই হ'চ্ছে ভারতের সভ্যতার ভিত্তি, হিন্দু সভ্যতার কাঠামো এখানেই গ'ড়ে উঠেছিল, হিন্দু জাতি আর সভ্যতার মূল এই অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতি আর সভ্যতার মধ্যে।

শেষে এল' আর্যেরা—পূব-ইউরোপের কোথাও এদের আদি বাসভূমি ছিল। সেখানে এরা, প্রাচীন মিসরী, বাবিলোনীয় প্রভৃতি সুসভ্য জাতির তুলনায়, বর্বর অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু এদের কতকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল—সংহতি-শক্তিতে কল্পনা-শক্তিতে উদ্ভাবনী-শক্তিতে এরা অনেক সুসভ্য জাতির চেয়ে বড়ো ছিল, আর এরা বিশেষ-ভাবে কৃতকর্মা জাতি ছিল। আর্যেরা তাদের আদি বাসভূমি থেকে পশ্চিমে দক্ষিণে নানা দেশে নিজেদের ভাষা আর মনোভাব নিয়ে ছড়িয়ে' পড়ে—এক দল গ্রীসে এসে গ্রীসের সুসভ্য জা'তকে জয় ক'রে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তাদের মধ্যে নিজেদের ভাষা চালিয়ে' দিলে, আর তাদের সভ্যতা পুরোপুরি নিয়ে ফেল্‌লে, গ্রীসের এই প্রাচীন সুসভ্য জা'তের আর নবাগত অপেক্ষাকৃত কম সভ্য আর্যদের মিশ্রণেরই ফলে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০-এর দিকে গ্রীক জাতি আর সভ্যতার পত্তন হ'ল। সেইরূপ আর কয় দল আর্য পূবদেশে উত্তর-মেসোপোটামিয়ায় আসে, যীশু-খ্রীষ্ট জন্মাবার দু হাজার বছর আগে; এখানে পৌঁছে, এশিয়া-মাইনরের সুসভ্য হিট্টি-জাতির সঙ্গে আর আসিরিয়ার অসুর-

জাতির সঙ্গে আর্যেরা সংস্পর্শে আসে,—এই-সব সুসভ্য জাতির সংস্কৃতি ধর্ম রীতি-নীতির প্রভাব আর্যদের উপরে এসে পড়ে। এখানেই, অর্থাৎ উত্তর-মেসোপোটামিয়ায় আর উত্তর-পারস্যে, আর্যদের ধর্ম একটী বিশিষ্ট রূপ নিয়ে বসে, যে রূপটী পরবর্তীকালে বেদের মধ্যে আমরা অনেকটা পাই। বৈদিক ধর্মের আর সাহিত্যের তথা পারস্যের অবেস্তার ধর্মের আর সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই। ভারতের বাইরে, আর্যদের কতক অংশ মেসোপোটামিয়ায় র'য়ে গেল; আর যারা রইল, তারা ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, নিজেদের ভাষা আর পৃথক্ সত্তা হারিয়ে' ফেল্‌লে। কতক পূবে পারস্যে এল, আবার পারস্য থেকে কতক অংশ ভারতবর্ষে এল। যীশু-খ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় দুই দেড় হাজার বছর আগে এসব ব্যাপার ঘ'ট্‌ছিল। ভারতবর্ষে তারা কিছু-কিছু বৈদিক সূক্ত আর বৈদিক ধর্ম—বেদির উপর আগুন জ্বেলে মাংস ঘী দুধ পুরোডাশ সোমরস দিয়ে হোম ক'রে ইন্দ্র অগ্নি সূর্য পর্জন্য উষা অশ্বিদ্বয় বরুণ প্রভৃতি দেবতার আরাধনা—এই সব নিয়ে এল'। এদেশে তখন অস্ট্রিক আর দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরা র'য়েছে। এরা সিন্ধু-প্রদেশে মোহেন্-জো-দড়োর আর দক্ষিণ-পাঞ্জাবে হড়প্পায় বড়ো-বড়ো শহর পত্তন ক'রেছে, গঙ্গার উপত্যকায় এরা বস-বাস ক'রছে। আর্যদের সঙ্গে অস্ট্রিক আর দ্রাবিড়দের প্রথমটা সংঘাত হ'ল, পরে আস্তে-আস্তে উত্তর-ভারতে আর্যদের ভাষা, সুসভ্য অর্ধসভ্য আর অসভ্য সব শ্রেণীর অনার্য গ্রহণ ক'রলে। এইরূপে উত্তর-ভারতে হিন্দু জাতির আর হিন্দু ধর্মের—ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ আর জৈন মতের আর দর্শনের—উদ্ভব হ'ল, একদিকে আর্য আর অন্যদিকে অনার্য অস্ট্রিক আর দ্রাবিড়ের জগতের মিশ্রণের ফলে। আমাদের পৌরাণিক আর তান্ত্রিক দেবদেবী আর আচার অনুষ্ঠান, আর হিন্দু দর্শন, বহুল পরিমাণে অস্ট্রিক আর দ্রাবিড় জাতিরই কৃতিত্ব। আমাদের পুরাণ আর প্রাচীন ইতিহাসের কথা অনেক অংশে যে আর্য-পূর্ব যুগেরই কথা, অস্ট্রিক আর দ্রাবিড় জাতির রাজা-রাজড়াদেরই কথা, এই রকম একটা ধারণা আজকাল দাঁড়িয়ে' যাচ্ছে, পরে এই সব অনার্য কথা আর কাহিনী, সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হ'য়ে, এই যে নোতুন মিশ্র সভ্যতা জন্মাল'—হিন্দু সভ্যতা—তার অঙ্গীভূত হ'য়ে যায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যে—বুদ্ধদেবের সময়ে বা তার কিছু পরে—উত্তর-ভারতে প্রাচীন হিন্দু অর্থাৎ মিশ্র বৈদিক-পৌরাণিক-আগমিক আর আজীবিক-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম আর সভ্যতা তার স্বকীয় রূপ গ্রহণ ক'রে ব'স্‌ল। উত্তর-ভারতে গঙ্গার উপত্যকায় এই মিশ্রণ-কার্য ঘ'ট্‌ল; আর মিশ্রণের পরে, জগতের—বিশেষতঃ এশিয়ার—ইতিহাসে, প্রাচীন ভারতীয় এই ধর্ম আর সংস্কৃতি, ভারতের আর্যভাষা সংস্কৃত যার প্রধান বাহন হ'ল, সেটী একটী প্রভাবশালী শক্তি হ'য়ে দাঁড়াল। আস্তে-আস্তে উত্তর-ভারত থেকে সেই শক্তি সমগ্র ভারতে প্রসৃত হ'ল—বাঙলা দেশে এল', বাঙালা দেশকে আর্য-ভাষী ক'রে, হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মী, বৌদ্ধ আর জৈন ক'রে দিলে; সিন্ধু আর সৌবীরে গেল; অন্ধ্র কর্ণাট দ্রবিড় কেরলে গেল—শেষোক্ত কয় দেশে, উত্তর-ভারতে উৎপন্ন এই নবীন সভ্যতার বাহন আর্যভাষা, সেখানকার আদিম দ্রাবিড়দের ভাষাকে মার্‌তে পার্‌লে না, কিন্তু উত্তর-ভারতের এই মিশ্র ধর্ম আর সভ্যতার জয়-জয়কার সেখানেও হ'ল।

তার পর, এই সভ্যতা ভারতবর্ষ ছাপিয়ে' বাইরে গিয়ে প'ড়ল; কোথাও বৌদ্ধ ভিক্ষু এই সভ্যতাকে নিয়ে বা'র হ'ল, কোথাও বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মী বেনিয়া আর রাজা, আর তাদের দ্বারা আনীত ব্রাহ্মণ গুরু আর পুরোহিতের সাহায্যে এর প্রসার হ'ল। ভারতের অস্ট্রিক জাতি এই সভ্যতাকে গ'ড়ে তুল্‌তে সাহায্য ক'রেছে, দ্রাবিড় আর আর্যের দান তারা গ্রহণ ক'রেছে, অনেক স্থলে নিজেদের ভাষা ত্যাগ ক'রে তারা আর্যের আর দ্রাবিড়ের ভাষাও নিয়েছে। এই নবীন সভ্যতাকে আত্মসাৎ করার সঙ্গে-সঙ্গে, তারা ইন্দোচীনে আর দ্বীপময়-ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের কাছে এর খবর এনে দিলে। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগ কখনও লুপ্ত হয় নি—স্থল-পথে আর জল-পথে, বর্মা আর শ্যামের আর মালয় আর দ্বীপাবলীর অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে সংস্পর্শে বরাবরই রক্ষিত হ'য়ে ছিল; এখন নোতুন ক'রে হিন্দুধর্ম আর সভ্যতার জোর পেয়ে, এই সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে উঠ্‌ল। ভারতের বাইরের অস্ট্রিকেরাও এই জিনিস সাদরে গ্রহণ ক'রলে। নোতুন

ক'রে ভারতের প্রভাব আর্যের ভাষা আর আর্য-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক ধর্ম আর সভ্যতার সঙ্গে ইন্দোচীনে আর দ্বীপময় ভারতে গিয়ে প'ড়্‌ল, ঐ সব দেশের লোকেরা যারা ভারতের পিছনে প'ড়েছিল, তারা শক্তিশালী ভারতের স্পর্শে এসে যেন নব শক্তিতে নিজেদেরও সুপ্ত গুণাবলীকে জাগ্রত ক'রে তুল্‌লে, তারাও সুসভ্য হ'য়ে উঠ্‌ল,—এক অভিনব ভারতের—'দ্বীপময়' ভারতের—পত্তন হ'ল। অনুমান হয়, যীশু-খ্রীষ্ট জন্মাবার দু' চার শ' বছর আগে থেকেই ইন্দোচীনে আর ইন্দোনেসিয়ার সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ ধর্ম গিয়ে পৌঁছায়।

হিন্দু সভ্যতার এই প্রসার, প্রথমটায় ভারতের সঙ্গে ইন্দোচীন তথা দ্বীপময় ভারতের ব্যবসায়-ঘটিত যাওয়া-আসা লেন-দেনের সূত্রকে অবলম্বন ক'রেই আরম্ভ হ'য়েছিল। ভারত থেকে যে সব ঔপনিবেশিক দ্বীপময় ভারতের যায়, তারা গুজরাট, তামিল দেশ, কলিঙ্গ বা তেলুগু আর উড়িয়া দেশ, আর কিছু পরিমাণ বাঙলা দেশ থেকে যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজাদের মুদ্রায় দুই-মাস্তুল-ওয়ালা জাহাজের প্রতিকৃতি আছে; অনুমান হয়, মুদ্রায় এইরূপ জাহাজের চিত্র এই সময়ে ভারতীয়দের সমুদ্র-যাত্রা ক'রে দ্বীপময় ভারতে আর ইন্দোচীনে প্রসারের কথার ইঙ্গিত ক'র্‌ছে। দক্ষিণ-ভারতের লোকেদের দ্বীপময় ভারতে 'কিলিঙ্' বলে—কলিঙ্গ দেশ অন্ধ্রদের অধীনে ছিল, এই 'কিলিঙ' নাম এই সময়ের কথার স্মৃতি বহন ক'রে র'য়েছে। দক্ষিণ-ভারতের তামিল দেশের পল্লব-বংশীয় রাজারা, কাঞ্চীপুর ছিল যাদের রাজধানী, তাঁদের সময়ে দ্বীপময় ভারত আর ইন্দোচীনের অনেক অংশ ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের অধীন হ'য়ে গিয়েছিল। এ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকের কথা। এর বহু পূর্ব থেকেই এ-সব দেশে ভারতীয়দের গতায়াতের খবর পাই। গ্রীক ভূগোল-কার প্তোলেমাই'ওস্ বা টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে যবদ্বীপের কথা লিপিবদ্ধ করেন—যবদ্বীপের নাম তিনি শুনে লিখেছেন Iabadiou; এর থেকে, এ দেশের সংস্কৃত নামকরণ দুহাজার বছরের আগে যে হ'য়েছিল, তা নিশ্চিত। যবদ্বীপের প্রাচীন পুরাণ অনুসারে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে Adji Saka 'আজি শক' নামে একজন ভারতীয় রাজা গুজরাট থেকে যবদ্বীপে গিয়ে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, আর তাঁর থেকে যবদ্বীপে প্রথম হিন্দু রাজবংশের উদ্ভব হয়। এ পর্যন্ত দ্বীপময় ভারতে যতগুলি সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হ'চ্ছে বোর্ণিও দ্বীপে প্রাপ্ত কতগুলি লেখ, পূর্ব-বোর্ণিওতে 'কুটেই' নামক প্রদেশে এগুলি পাওয়া গিয়েছে। এগুলি আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকের ভারতীয় দক্ষিণী লিপিতে লেখা, সংস্কৃত ভাষায়। মূলবর্মা ব'লে একজন রাজা ব্রাহ্মণদের দ্বারা ঐ স্থানে বৈদিক যজ্ঞ করিয়েছিলেন, তার উল্লেখ আছে। বোর্ণিওতে সব চেয়ে প্রাচীন লেখ আর কতকগুলি প্রাচীন শৈব আর বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেলেও, ঐ দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা, যবদ্বীপের মতন সমৃদ্ধ হ'তে পারে নি। এই বোর্ণিওর মূর্তিগুলির মধ্যে 'কোটা-বাঙ্গুন' নামক স্থানে প্রাপ্ত অতি সুন্দর একটী তামার বুদ্ধ-মূর্তি এখন বাতাবিয়ার রক্ষিত আছে, দ্বীপময় ভারতের শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে এটী একটী রত্ন-স্বরূপ। বোধ হয় বাণিজ্যের কেন্দ্র, বোর্ণিও থেকে যবদ্বীপ আর সুমাত্রায় বিশেষ ক'রে ঝুঁকে ওঠায়, বোর্ণিওতে ভারতীয়দের যাতায়াত কম হ'য়ে পড়ে। বোর্ণিওর রাজা মূলবর্মার লিপির প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, পশ্চিম-যবদ্বীপে বাতাবিয়ার কাছে তারুম-রাজ পূর্ণবর্মার চারখানি ছোটো-ছোটো শিলা-লেখ পাওয়া যায়—এগুলিও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষিণী অক্ষরে লেখা; তিন খানিতে রাজার পায়ের ছাপ দেওয়া আছে, আর একখানিতে রাজার হাতীর দু পায়ের ছাপ খোদা আছে। তারুম-দেশের স্মৃতি এখন বাতাবিয়ার পূর্বে অবস্থিত তারুম্ নদী বহন ক'র্‌ছে। পূর্ণবর্মার্ পদাঙ্ক-সংবলিত লিপি কয়টী এই :—

[১] (ক) বিক্রান্তস্যাবনিপতেঃ (খ) শ্রীমতঃ পূর্ণবর্ম্মনঃ। (গ) তারুমনগরেন্দ্রস্য (ঘ) বিষ্ণোরিব পদদ্বয়ম্॥

[২] (ক) শ্রীমান্ দাতা কৃতজ্ঞো নরপতিরসমো যঃ পুরা তারুমায়াং নাম্না শ্রীপূর্ণবর্ম্মা প্রচুর রিপুশরাভেদ্য-বিখ্যাতবর্ম্মো। (খ) তস্যেদম্ পাদবিম্বদ্বয়ম্ অরিনগরোৎসাদনে নিত্যদক্ষম্ ভক্তানাং সন্নৃপাণাম্ ভবতি সুখকরং শল্যভূতং রিপূনাম্ ॥

[৩] -- জয়বিশালস্য তারুমেন্দ্রস্য হস্তিনঃ ---- ঐরাবতাভস্য বিভাতীদম্ পদদ্বয়ম্।

[৪] (ক) পুরা রাজাধিরাজেন গুরুনা পীনবাহুনা খাতা খ্যাতাম্ পুরীম্ প্রাপ্য (খ) চন্দ্রভাগার্ণবং যযৌ। প্রবর্দ্ধমান-দ্বাবিংশদ্ বৎসরে শ্রীগুণৌজসা নরেন্দ্রধ্বজভূতেন (গ) শ্রীমতা পূর্ণবর্ম্মণা॥ প্রারভ্য ফাল্গুনে মাসি খাতা কৃষ্ণাষ্টমীতিথৌ চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং দিনৈঃ সিদ্ধৈকবিংশকৈঃ (ঘ) আযাতা ষট্সহস্রেণ ধনুষাংসশতেন চ দ্বাবিংশেন নদী রম্যা গোমতী নির্ম্মলোদকা॥ পিতামহস্য রাজর্ষের্বিদার্য্য শিবিরাবনিম্ (ঙ) ব্রাহ্মণৈর্গোসহস্রেণ প্রযাতি কৃতদক্ষিণা॥

বোর্ণিও-দ্বীপে প্রাপ্ত তাম্র-নির্মিত প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি

শেষোক্ত শিলালেখ থেকে জানা যাচ্ছে যে আগে রাজাধিরাজ গুরু কর্তৃক চন্দ্রভাগা নদীর খাত কাটা হ'য়েছিল, চন্দ্রভাগা নদী, শহরের পাশ দিয়ে গিয়ে সাগরে প'ড়েছে; রাজা পূর্ণবর্মা, রাজত্বের ২২ বৎসরে গোমতী নদীর খাত কেটে দেন—ছ'হাজার এক শ' বাইশ ধনু লম্বা এই খাত; এই নদী আগে (রাজার) পিতামহ রাজর্ষির শিবিরভূমি ভাসিয়ে' নিয়ে গিয়েছিল, নদীর উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের দ্বারায় এক হাজার গোরু দান করা হ'য়েছিল।

এই পূর্ণবর্মা কে, ভারতীয়, কি যবদ্বীপীয়, কি মিশ্র,—জাতিতে কি ছিলেন, কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁর লেখগুলি থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, খ্রীষ্টীয় ৪০০ সালের মধ্যেই যবদ্বীপের অনেকটা অংশ ভারতেরই সামিল হ'য়ে গিয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্ ভারতে এসেছিলেন, খ্রীষ্টীয় ৪০০ সালের দিকে; তিনি উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন যে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদেরই প্রতিপত্তি বেশী, বৌদ্ধ বেশী নেই। ভারতীয় হিন্দু অর্থাৎ মিশ্র অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য সভ্যতাকে যবদ্বীপের অস্ট্রিক মালাই জাতির লোকেরা দ্রুত গ্রহণ ক'রতে থাকে। দ্বীপময় ভারতের সর্বত্র খাস ভারত থেকে ব্রাহ্মণ বা শ্রমণের আবির্ভাব হয় নি। কতকগুলি জায়গায় ভারতীয় সভ্যতা গৃহীত হ'লে পরে, সেখান থেকে স্থানীয় লোকেদের দ্বারাই অন্যত্র এই সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে। সুমাত্রায়, মালয়-উপদ্বীপে, যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে—সরাসরি ভারত থেকে ব্রাহ্মণাদির গমনের প্রমাণ আছে। ব্রাহ্মণ বোর্ণিও দ্বীপে প্রথমটায় যান, পরে বোর্ণিওর সঙ্গে ভারতের সংযোগ লোপ পায়। সুমাত্রার শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় রাজ্যের শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা খ্রীষ্টীয় ৮।৯ শতকে, আর তার পরে যবদ্বীপের রাজারা, হিন্দু সভ্যতা চারিদিকে ছড়িয়ে' দেন—মালয়-উপদ্বীপে, সুমাত্রায় নানা স্থানে, ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জে। দ্বীপময় ভারতের যাবতীয় ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত আর অন্য ভারতীয় শব্দের অস্তিত্ব, হিন্দু সভ্যতার প্রচারের একটা প্রমাণ; এ ছাড়া, দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীদের জীবনে—

তাদের শিল্পে ধর্মে রীতি-নীতিতে মনোভাবে—সর্বত্রই প্রত্যক্ষ- আর অপ্রত্যক্ষ-ভাবে এই সভ্যতার ছাপ বিদ্যমান। কতকগুলি জা'ত—একেবারে জঙ্গলের ভিতর যারা বরাবরই কাটিয়ে' এসেছে—তাদের মধ্যেও এই প্রভাব গিয়েছে, তবে তারা যবদ্বীপীয়দের মতন সুসভ্য হ'তে পারে নি। কতকগুলি জা'ত আবার এখন পর্যন্তও আদিম বর্বর

সুমাত্রার বন্য জাতি (আদিম অবস্থার অস্ট্রিক্ জাতি)

বোর্ণিওর ডায়াক্ জাতির মেয়ে পুরুষ—মেয়েদের গায়ে বেত জড়ানো (আদিম অবস্থার অস্ট্রিক্ জাতি)

অবস্থাতে র'য়ে গিয়েছে; গোড়াতেই খুব সম্ভব এরা যবদ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মতন অতটা উন্নতি ক'রতে পারে নি, আর ভারতীয় সভ্যতা পূর্ণ-ভাবে তাদের মধ্যে কার্য ক'রতে পারে নি। বোর্ণিওর ডায়াক্ জাতি—এদের মধ্যে অন্যতম। আদি অস্ট্রিক জাতির অতি-প্রাচীন অসভ্য বা অর্ধসভ্য অবস্থার কতকটা পরিচয় এদের দেখেই অনুমান করা যায়। ভারতের বর্বর অস্ট্রিক খাসিয়া জাতি ঠিক যে অবস্থায় এক পুরুষ পূর্বে ছিল, আর যে অবস্থায় নাগা ইত্যাদি মোঙ্গোল শ্রেণীর কতকগুলি জাতি এখনও আছে। তবে পুরো সভ্য না হ'লেও, এদের একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি আছে। এদের বাস্তু-শিল্পে, নক্শায়, কাঠের খোদাই কাজে, আর নাচে তার প্রকাশ।

কিন্তু সুমাত্রা, যবদ্বীপ আর বলিদ্বীপের লোকেরা ভারতের সভ্যতাকে একেবারে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে, যেন ভারতীয় ব'নে গেল। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের কথা আমরা এখন কিছু-কিছু জান্‌তে পারছি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে ভারতের পল্লব-বংশীয় রাজাদের প্রভাব খুব বেশী ক'রে পড়ে। যবদ্বীপে সব চেয়ে প্রাচীন মন্দির যা এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলি মধ্য-যবদ্বীপের উত্তর-অংশে Dieng দিএঙ্ ব'লে এক মালভূমির

উপরে অবস্থিত—এখানে ছোটো-ছোটো কতকগুলি পাথরের মন্দির ভগ্ন দশায় ছিল, ডচেরা সেগুলিকে এখন সংস্কার ক'রে রেখেছে। দিএঙ্-এ শৈবধর্মের এক কেন্দ্র ছিল। মন্দিরগুলি এখন পাণ্ডবদের নামের সঙ্গে জড়িত—Bima, Ardjoena, Nakoela-Sadewo, Gatotkatja, Abjasa, Pandoe, Srikandi, Sembadra, Aswatama অর্থাৎ ভীম, অর্জুন, নকুল-সহদেব, ঘটোৎকচ, ব্যাস, পাণ্ডু, শ্রীকান্তি বা শিখণ্ডী, সুভদ্রা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীদের নাম এক-একটী খালি মন্দিরে এখন দেওয়া হ'য়েছে।

সুমাত্রার আদিম অধিবাসী—তুবড়ী বাঁশী বাজাইতেছে

মন্দিরগুলির নামকরণ আর সেগুলির অবস্থান থেকে, মাদ্রাসের দক্ষিণে মহাবলিপুরে পল্লব রাজাদের দ্রৌপদী, অর্জুন, ভীম, ধর্মরাজ আর নকুল-সহদেব রথের বা পাহাড়-কেটে-তৈরী মন্দিরের কথা মনে পড়ে। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের গঠন-রীতির সঙ্গে যবদ্বীপের এই প্রাচীনতম মন্দির-গুলির গঠন-গত সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতবর্ষেও মহারাজা অশোকের আগে পাথরের মন্দির তোলার রেওয়াজই বোধ হয় ছিল না। আর গুপ্ত-সম্রাটদের পরের সময় থেকেই ইট আর পাথরের বড়ো-বড়ো দেউল তোলার রীতি প্রবর্তিত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য (শৈব) ধর্মের প্রাবল্য ছিল, এটা বেশ বোঝা যায়। সন্নাহ আর তৎপুত্র সঞ্জয়,—এই দুই জন রাজার নাম মধ্য-যবদ্বীপের শিলালেখে পাওয়া যায়। তার পরে পূর্ব-যবদ্বীপে দেবসিংহ আর তৎপুত্র গজায়নের নাম পাওয়া যায়, এঁরাও শৈব ছিলেন—মধ্য-যবদ্বীপের রাজাদের সঙ্গে এঁদের রক্তের সম্পর্ক ছিল ব'লে অনুমান হয়। তার পরে পশ্চিম-যবদ্বীপ, সুমাত্রার শৈলেন্দ্র-বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে আসে। এই রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত
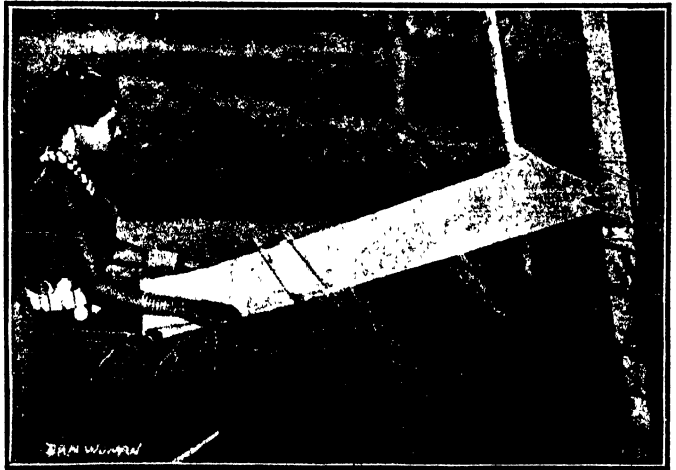
বোর্ণিওর ডায়াক্ জাতীয় মেয়ে—কাপড় বুনিতেছে

ছিলেন, এঁদের প্রতাপ দ্বীপময় ভারতের প্রায় সর্বত্র পৌঁচেছিল, এঁদের আমলে সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রা, মহাযান বৌদ্ধ

ধর্মের এক মস্ত কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায়, চীন থেকে, এমন কি ভারতবর্ষ থেকেও শিক্ষার্থীরা সুমাত্রায় প'ড়তে **আসত**। শৈলেন্দ্র রাজাদের রাজধানীর নাম ছিল **'শ্রীবিজয়'** বা
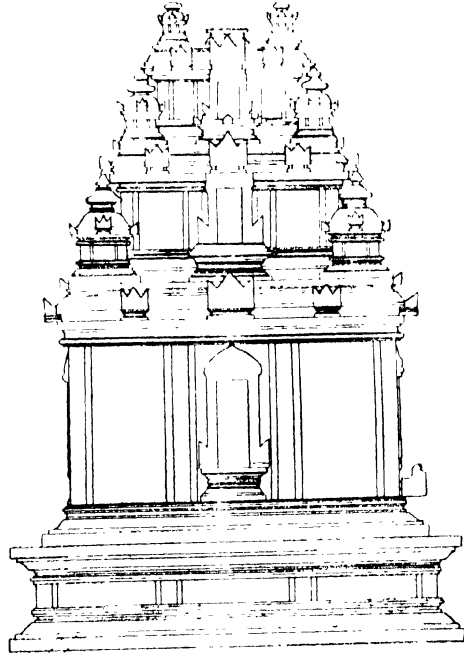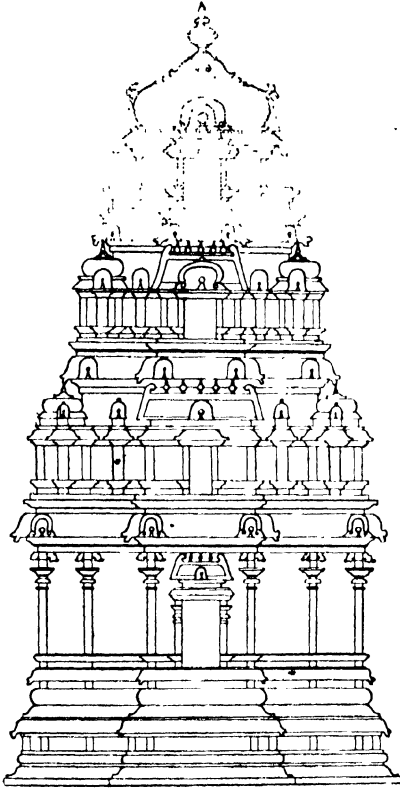
দক্ষিণ ভারতের (তামিল-দেশের) প্রাচীন মন্দিরের গঠন - গালী

যবদ্বীপের দিয়েং-উপত্যকার একটী মন্দিরের গঠন

'শ্রীবিষয়' - আধুনিক পালেমবাঙ্-নগরের কাছে এই নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শৈলেন্দ্র রাজাদের সঙ্গে ভারতবর্ষেরও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল—রাজা বলপুত্রদেব ৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে নালন্দাতে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে তার খরচের জন্য গ্রাম-দান করেন, এ খবর নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে আমরা পাই। যে-রকম জাহাজে ক'রে তখনকার দিনে ভারত আর দ্বীপময় ভারতে যাতায়াত হ'ত, তার ছবি আমরা বর-বুদুরের মন্দির[illegible] ঝড়ে স্থির
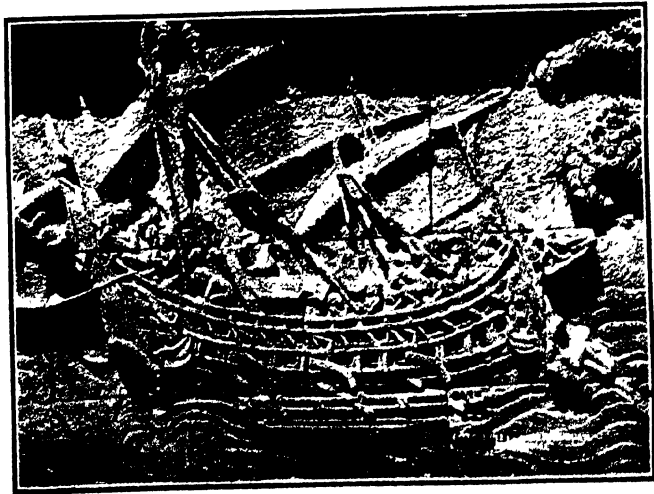
যবদ্বীপের বর-বুদুর বিহার-গাত্রে খোদিত অষ্টম শতকের অর্ণব-পোতের চিত্র

রাখবার জন্য এই রকম জাহাজের গায়ে আর একটা কাঠামো লাগানো থাক্‌ত। ফিলিপীন দ্বীপের Visaya জাতির নামে এই 'শ্রীবিষয়' বা 'বিষয়' দেশের শাসকদেরই স্মৃতি রক্ষিত হ'য়েছে।—অষ্টম শতকে, শৈলেন্দ্র রাজারা মধ্য-যবদ্বীপে কতকগুলি অতি সুন্দর বুদ্ধমন্দির তৈরী করেন, এগুলির মধ্যে জগদ্বিখ্যাত Boro-Boedoer বা Bara-Budur 'বর-বুদুর' অর্থাৎ 'বুদুর-গ্রামের বিহার' সব চেয়ে প্রধান—পৃথিবীর এক আশ্চর্য বস্তু এই মন্দিরটী; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়ে এটী দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হ'য়েছিল। শৈলেন্দ্র রাজাদের অধিকার যবদ্বীপে বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। অষ্টম নবম শতকের মধ্যেই এঁরা যবদ্বীপ থেকে বিতাড়িত হন, আবার যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী রাজাদের অভ্যুদয় ঘটে। শৈলেন্দ্র-বংশ কিন্তু সুমাত্রায় বহু শতাব্দী ধরে স্তিমিত-প্রতাপে রাজত্ব ক'রতে থাকে, পরে খ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতকে যবদ্বীপের রাজাদের অধীনে আসে, আর তার কিছু পরে মুসলমান মালাইদের হাতে প'ড়ে এই রাজ্যের ধ্বংস হয়।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে স্বাধীন রাজাদের হাতে যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার এক নবীন উন্নতির যুগ আরম্ভ হ'ল। বর-বুদুরের শৈলেন্দ্র রাজাদের বৌদ্ধ কীর্তিকে যেন পরাভূত কর্‌বার উদ্দেশ্যেই যবদ্বীপের স্বাধীন রাজারা মধ্য-যবদ্বীপে Prambanan প্রাম্বানানের বিরাট্ মন্দির-শ্রেণী গ'ড়ে তুল্‌লেন—এ-ও যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার আর এক আশ্চর্য সৃষ্টি; এখানে আছে—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের তিনটী বিরাট্ মন্দির, আর তার আশে-পাশে দেড়-শ'র উপর ছোটো মন্দির। প্রাম্বানানের শিবের মন্দিরের গায়ে রামায়ণেব চিত্র খোদাই করা আছে—খাস ভারতবর্ষের ভাস্কর্যে এত সুন্দর জিনিস খুব কমই আছে। বামায়ণের চিত্রাবলীর মধ্যে, এব চেয়ে বড়ো আর সুন্দর আর কিছু হয় নি। বর-বুদুরের গায়ে খোদিত বৌদ্ধ চিত্রাবলী, আর এই রামায়ণের চিত্র—এই দুটী হ'চ্ছে, ভারতের বাইরে ভারতীয় শিল্পের দুটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। (প্রাম্বানানের রামায়ণ-চিত্র 'প্রবাসী'তে পূর্বে বেরিয়েছে, এ সম্বন্ধে ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে মৎ-প্রণীত সচিত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

মধ্য-যবদ্বীপে এর পরে বাস্তু-শিল্পের বা অন্য রকমের শিল্পের নিদর্শন আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, যবদ্বীপের রাজপাট আর সভ্যতার কেন্দ্র খ্রীষ্টীয় দশম শতক থেকে মধ্য-যবদ্বীপ ত্যাগ ক'রে পূর্ব-যবদ্বীপে স'রে গেল। খ্রীষ্টীয় ৯০০ থেকে ১৫০০—এই ছ' শ' বছর ধ'রে যবদ্বীপের হিন্দু যুগের ইতিহাস, পূর্ব-যবদ্বীপের কতকগুলি রাজ্য, পর-পর যাদের উত্থান হ'য়েছিল, তাদের অবলম্বন ক'রে। এই রাজ্যগুলি হ'চ্ছে, (১) Kediri কেদিরি (অন্য নাম Panjalu পঞ্জলু বা Dahâ দহ)—১০০০ থেকে ১২২০ পর্যন্ত; (২) Djanggala জঙ্গল বা Singosari সিংহসারি,—১২২০ থেকে ১২৯২ পর্যন্ত; আর (৩) Bilwa-tikta বিল্ব-তিক্ত বা Madja-pahit মজ-পহিৎ—১২৯২ থেকে ১৪৭৮, মতান্তরে ১৫২০ পর্যন্ত। মজ-পহিতের পতনের সঙ্গে-সঙ্গে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের পতন, আর হিন্দুযুগের অবসান।

এই ছ' শ' বছরের ইতিহাস যবদ্বীপের পক্ষে অতি গৌরবের। খ্রীষ্টীয় ৯০০-র পূর্বে যবদ্বীপের সভ্যতাকে পুরাপুরি ভারতীয় সভ্যতাই বলা চলে—যবদ্বীপের শিল্প দেখে, তাতে ভারতের ঔপনিবেশিকদেরই হাত যে চোদ্দ আনা র'য়েছে তা বোঝা যায়—যবদ্বীপের মালাই বা ইন্দোনেসীয় জাতির পরিচয় তাতে ততটা পাই না। কেদিরি, সিংহসারি আর মজ-পহিৎ যুগে যবদ্বীপের অধিবাসীরা ভারতীয় শিল্পকে আত্মসাৎ ক'রে, নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাকে নোতুন রূপ আর নোতুন প্রাণ দেয়; ইন্দোনেসীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা যুক্ত হ'য়ে, ভারতের শিল্পের একটী অভিনব প্রকাশ এই ভাবে যবদ্বীপে ঘটে। কেদিরি-যুগে যবদ্বীপীয় ভাষায় সাহিত্যের পত্তন হয়। যবদ্বীপে অনেক সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে,—আর এই যুগে যবদ্বীপীয় ভাষাতেও অনুশাসন উৎকীর্ণ হ'তে থাকে। যবদ্বীপীয় বর্ণমালা দক্ষিণ-ভারতের বর্ণমালা থেকে উৎপন্ন, উপর-উপর দেখতে কতকটা গ্রন্থ বা তামিল অক্ষরের মতন।

আনুমানিক ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা Sindok সিন্দোক পূর্ব-যবদ্বীপে একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এর অনেক মন্দিরাদি স্থাপনের অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে। সিন্দোক্-এর বংশের এক রাজকুমারীর বিয়ে হয় বলিদ্বীপের রাজা উদয়নের সঙ্গে; উদয়নের ছেলে Erlangga এর্লঙ্গ। এর্লঙ্গ বিয়ে করেন যবদ্বীপের রাজা ধর্মবংশের মেয়েকে। এই রাজা ধর্মবংশের সময়ে সংস্কৃত মহাভারতের যবদ্বীপীয় অনুবাদ হয়। ধর্মবংশ পশ্চিম-যবদ্বীপের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হন, কিন্তু তাঁর জামাতা এর্লঙ্গ শত্রুদের বিতাড়িত ক'রে পূর্ব-যবদ্বীপে একচ্ছত্র রাজা হন (১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। এর্লঙ্গের বংশে জয়াভয় নামে একজন রাজা হ'য়েছিলেন, তাঁর কথা যবদ্বীপের লোকেরা এখনও গানে কবিতায় নাটকে শুনে থাকে।
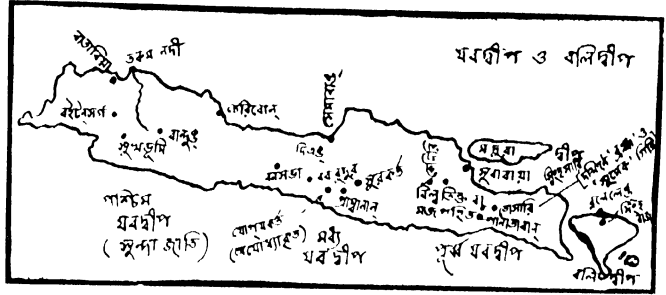
যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ

সিংহসারিতে প্রথম রাজত্ব করেন Ken Arok কেন্ আরোক্ বা রাজস। ইনি চাষার ঘরের ছেলে ছিলেন, ধীরে-ধীরে নানা খুন-খারাপির মধ্য দিয়ে, পূর্ব-যবদ্বীপের অধীশ্বর হন (১২২২ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁর বংশের চতুর্থ রাজা বিষ্ণুবর্ধন যবদ্বীপের অনেক অংশ দখল করেন, তখন সিংহসারির প্রতাপের কথা চীন আর ভারত পর্যন্ত পৌঁছায়। ১২৬৮ সালে এঁর মৃত্যুর পরে এঁর ছেলে কৃতনগর রাজা হন, আর তাঁর আমলে যবদ্বীপের অধিকার দ্বীপময় ভারতের অনেক অংশে বিস্তৃত হয়। সুমাত্রা-দ্বীপে যুদ্ধ-উপলক্ষ্যে কৃতনগরের অনুপস্থিতি-কালে তাঁর মন্ত্রী আর বন্ধু বীররাজ তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে। ইতিমধ্যে চীনের মোঙ্গোল সম্রাট কুব্‌লাই-খান্-এর আজ্ঞায় চীনা সেনা যবদ্বীপ আক্রমণ করে। নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ষড়যন্ত্রের পরে, কৃতনগরের জামাতা রাদেন্ বিজয়, শ্বশুরের মৃত্যুর পরে, বিরোধী দলকে পরাস্ত ক'রে রাজা হন, আর ১২৯২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত মজ-পহিৎ (সংস্কৃতে 'বিল্বতিক্ত' বা 'তিক্তশ্রীফল') নগরে 'কৃতরাজস জয়বর্ধন' নাম নিয়ে অভিষিক্ত হন,

কেদিরি যুগে যবদ্বীপের ভাষা-সাহিত্যের পত্তন হয়, সিংহসারি যুগে নোতুন ক'রে শিল্প—ভাস্কর্য আর বাস্তু-গঠনের বিকাশ হয়; আর মজ-পহিৎ যুগে সমগ্র দ্বীপময়-ভারতে যবদ্বীপের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ঘটে। রাজা কৃতরাজস জয়বর্ধনের মৃত্যুর পরে রাজত্ব করেন জয়নগর। তাঁর মৃত্যুর পরে, রাজবংশের দুই মহিলা—ত্রিভুবন-দেবী সুহিতা, আর গায়ত্রীদেবী, এঁরা জয়নগরের পুত্র রাজা Hayam Wuruk 'হায়াম্ বুরুক্' (অর্থাৎ 'লড়ায়ে মোরগ')-এর নাবালকত্বের সময়ে, রাজ্য পরিচালনা করেন। এঁদের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল গজমদ, গজমদ প্রতিজ্ঞা করেন যে সমস্ত দ্বীপময়-ভারত যবদ্বীপের অধীনে আন্‌বেন। চারিদিকে যুদ্ধ জাহাজ আর ফৌজ পাঠিয়ে তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা প্রায় পূর্ণ ক'রেছিলেন—১৩৩৩ সাল থেকে ১৩৫০-এর মধ্যে, নিউ-গিনি আর সুমাত্রায় অভ্যন্তর প্রদেশ ছাড়া, সমস্ত দ্বীপময়-ভারত যবদ্বীপের বশ্যতা স্বীকার করে। হায়াম বুরুক্ 'রাজসনগর' এই নাম নিয়ে ১৩৫০ সালে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে সুমাত্রাদ্বীপ পূর্ণ-ভাবে দখল হয়। ১৩৬৪ সালে গজমদ প্রাণত্যাগ করেন। রাজসনগরের যুগও যবদ্বীপের পক্ষে অতি গৌরবের। একদিকে যেমন সাম্রাজ্য-বিস্তার, অন্যদিকে তেমনি শিল্প, বিজ্ঞান আর সাহিত্যে উন্নতি। পূর্ব-যবদ্বীপে পানাতারান্-এর বিখ্যাত মন্দিরগুলি এই সময়েই তৈরী হয়; প্রপঞ্চ-কবি রাজসনগরের প্রশস্তি-হিসাবে, তাঁর কালের আর তার পূর্বেকার ইতিহাস অবলম্বন ক'রে 'নগরকৃতাগম' নামে ঐতিহাসিক বই লেখেন, যবদ্বীপীয় ভাষায়। রাজ্যে শৈব আর বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মই প্রবল ছিল। বিজিত

দ্বীপগুলিতে যবদ্বীপীয় হিন্দু ধর্ম আর সভ্যতা বিস্তারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। তখন যবদ্বীপ থেকে "ভুজঙ্গ"-উপাধি ধারী শাস্ত্রজ্ঞ প্রচারক-পুরোহিতেরা বোর্ণিও সেলেবেস ফিলিপীন প্রভৃতি দ্বীপে একাধারে ধর্ম-প্রচার আর দেশ-শাসন করবার জন্য প্রেরিত হ'তেন।

রাজসনগরের মৃত্যুর পর, ১৩৮৯ সালের পর থেকে, যবদ্বীপের—মজ-পহিৎ রাজ্যের—ভাঙন আরম্ভ হ'ল। চীনের সঙ্গে যবদ্বীপের যুদ্ধ বাধে, ফলে একে একে বিভিন্ন দ্বীপের লোকেরা সুবিধা পেয়ে যবদ্বীপের অধীনতা অস্বীকার করে, চীনের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের স্বাধীন ক'রে নেয়। ইতিমধ্যে আর একটী শক্তি এসে দ্বীপময় ভারতে প্রকট হয়—এটী হ'চ্ছে আরব জাতি আর তাদের ধর্ম।

আরবেরা যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারত আর বাবিলন আর মিসরের মধ্যে বাণিজ্য-উপলক্ষে জাহাজে ক'রে যাওয়া আসা ক'রত। এই আরবেরা ছিল দক্ষিণ-আরবদেশের Saba সাবা বা Sheba শেবা অঞ্চলের সুসভ্য আরব, মরুভূমির বর্বর Beduin অর্থাৎ বদ্দু আরব নয়। খ্রীষ্ট-জন্মের পরেই রোমান আর গ্রীকেরা ভারতের বাণিজ্যে আরবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ ক'রে দেয়, গ্রীক নাবিক আর রোমান জাহাজ দক্ষিণে মিসর আর ভারতের বন্দরে বেশী ক'রে আসতে থাকে। আরবেরা তখন হ'ঠে গিয়ে আরও পূর্ব অঞ্চলে দ্বীপময় ভারতে আসে, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের প্রথম কয় শতাব্দীর মধ্যে তারা ঐ অঞ্চলে এমন কি সুদূর চীন পর্যন্ত যায়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীনের কান্টন শহরে আরব বণিক্‌দের একটী বড়ো কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছিল। ভারত আর দ্বীপময় ভারত থেকে জিনিস-পত্র চীনে আস্‌ত, হয় আরব নয় ভারতীয় জাহাজে ক'রে—চীনাদের মধ্যে নিজেদের জাহাজে ক'রে বাণিজ্য-সম্ভার আন্‌বার রেওয়াজ তখনও ততটা হয় নি। এই আরবেরা অবশ্য তখন মুসলমান ধর্ম পায় নি। প্রাচীন আরবেরা খালি নিজেদের জাহাজে ক'রে মাল চালান দেওয়া আর আমদানী করার কাজেই ব্যস্ত ছিল, ধর্ম-টর্মের বড়ো ধার ধারত না। তবে এরা দ্বীপময় ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রবেশ ক'রেছিল, বহুস্থলে বসবাসও ক'রেছিল। নিজেদের দেশে মক্কা-মদীনায়, দামাস্কসে, বগ্‌দাদে মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পরে, তার ইস্‌লামী অর্থাৎ মিশ্র গ্রীক-ইরানী-সিরীয়-আরব সভ্যতা আর আরবী ভাষায় বিজ্ঞান আর সাহিত্য সৃষ্টি হবার পরে, দ্বীপময়-ভারতের আরবেরাও মুসলমান হন, আর ঐ দেশে নিজেদের ধর্মও অল্প-স্বল্প প্রচার ক'রতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর-ভারত মুসলমান তুর্কীদের অধীনতা স্বীকার করে, আর গুজরাটের বেনিয়া জাতিরাও কিছু কিছু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। পারস্য-দেশের আর গুজরাটের মুসলমান বণিক্‌দের সাহায্যেও দ্বীপময়-ভারতের মালাই জাতির মধ্যে ইসলাম-প্রচার ঘ'টতে থাকে; আর এ-সবের ফলে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকেই, মালাই উপদ্বীপে আর সুমাত্রায় কিছু-কিছু লোক মুসলমান হ'য়ে যায়। তার পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকে দক্ষিণ-আরবের (হাদ্রামৌত প্রদেশের) একটী বড়ো শ্রেষ্ঠী আর ধর্ম-প্রচারক সৈয়দ বংশের লোকেরা জোরে প্রচার-কার্য চালায়। এরা দ্বীপময় ভারতের সর্বত্র মুসলমানদের একতা-সূত্রে গ্রথিত ক'রতে থাকে, তাদের স্বতন্ত্র সত্তায় উদ্বুদ্ধ ক'রে দেয়, আর রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রে, স্থানীয় রাজাদেরও মুসলমান ধর্মে টান্‌তে চেষ্টা করে। প্রথমটা মালাক্কা অঞ্চলের মালাই রাজারা মুসলমান হন, তারপর সুমাত্রায়। ধীরে-ধীরে বোর্ণিও আর সেলেবেসের আর অন্য-অন্য দ্বীপের বন্দরে, আরব, পারসীক আর ভারতীয় মুসলমানদের যত্নে মুসলমানদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। আরব সৈয়দেরা আর প্রচারকেরা স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোকদের ঘরে বিয়ে ক'রে নিজেদের ধর্ম আর জাতির প্রাধান্য বাড়াত'। এইভাবে পশ্চিম- আর উত্তর-যবদ্বীপে ছোটো-খাটো দুই-একজন রাজা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। মালিক্ ইব্রাহীম ব'লে একজন ধর্মগুরু পারস্য থেকে আসেন—১৪১৯ সালে তিনি মারা যান, তাঁর সমাধি এখন যবদ্বীপে সম্মানিত হ'য়ে থাকে। ইন্দোচীনের চম্পা থেকে রাদেন রহমৎ ব'লে একজন লোক এসে উত্তর যবদ্বীপে সুরাবায়ার কাছে উপনিবিষ্ট হন। ১৪৫০ সালের দিকে তিনি স্থানীয় এক প্রতাপশালী যবদ্বীপীয় বংশে

বিবাহ করেন। তাঁর আগ্রহে আর উৎসাহে মুসলমান যবদ্বীপীরা একত্র-বদ্ধ হ'য়ে, মজ-পহিতের হিন্দু রাজাদের অধীনতা বর্জন ক'রে স্বাধীন হবার চেষ্টা ক'রতে থাকে। রাদেন্ বহমৎ-এর ছেলে রাদেন্ বোনাঙ এই কাজে অনেকটা সাফল্য লাভ করেন। ইতিমধ্যে মজ-পহিৎ রাজ্যে অন্তর্বিবাদ হ'তে থাকে, প্রাচীন রাজবংশের হাতে আর ক্ষমতা না থাকায় দেশে এক রকম অরাজকতা আরম্ভ হয়। ১৪৭০ সালের দিকে মজ-পহিতের রাজবংশ বলিদ্বীপে পালিয়ে যায়; ১৪৭৬ সালে মজ-পহিৎ রাজ্য, মধ্য আর পশ্চিম-যবদ্বীপের মুসলমানদের হাতে আসে। এর পরের ইতিহাসের ঠিক খবর পাওয়া যায় না,—তবে অনুমান হয় যে, পশ্চিম-যবদ্বীপের Demak দেমাক রাজ্যের মুসলমান রাজা Dipati Jnus 'অদিপতি উনুস্'-এর হাতে ১৫২০ সালের দিকে মজ-পহিতের হিন্দু রাজ্যের পূর্ণ ধ্বংস সাধিত হয়—মুসলমান ধর্মাবলম্বী রাজারাই এখন থেকে যবদ্বীপে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হন।

তার পরে যবদ্বীপে মজ-পহিতের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের স্থানে চারিটী মুসলমান রাজ্যের উদ্ভব হ'ল—দেমাক্, পজাঙ, বান্টাম, আর মধ্য-যবদ্বীপে মাতারাম্। এই রাজ্যগুলি আপসে লড়াই-বিগ্রহ খুবই ক'রতে থাকে। ইতিমধ্যে পোর্তুগীসেরা দেশে আসে, আর তার পরে ডচেরা। মাতারাম্-রাজ্যে প্রাচীন হিন্দু-যবদ্বীপীর সংস্কৃতি মুসলমান ধর্মের প্রভাবে প'ড়ে একটু নোতুন রূপ ধারণ ক'রে বসে। দেশে ক্রমে-ক্রমে ডচেরা প্রাধান্য লাভ ক'রে, আর যবদ্বীপের রাজাদের মধ্যে আত্ম-কলহে, আর ডচেদের চেষ্টায়, দেশটী শেষটায় তাদেরই দখলে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে মধ্য-যবদ্বীপের মাতারাম রাজ্যকে ভেঙে 'যোগ্যকর্ত' (বা 'অযোধ্যাকর্ত') আর 'সুরকর্ত' (বা 'সুরকৃত') নামে দুটী খণ্ড রাজ্য, আর তার পরে এদের সংশ্লিষ্ট 'পাক-আলাম' আর 'মাঙ্কু-নগর' নামে আরও দুটী ক্ষুদ্রতর খণ্ডরাজ্য—এই চারটী ছোটো-ছোটো রাজ্য ডচেদের অধীনে মধ্য-যবদ্বীপে সৃষ্ট হ'ল। অন্যত্র রাজাদের শক্তি প্রায় একেবারে লুপ্ত হ'ল।

যবদ্বীপের রাজশক্তি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতকে মুসলমান ধর্ম স্বীকার ক'রলেও, যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতি দেশের লোকদের এতটা অস্থি-মজ্জাগত হ'য়ে গিয়েছিল যে, সে সংস্কৃতির লোপ হ'তে পারে নি। এখনও মুসলমান ধর্মের আবরণের মধ্যে সেই সংস্কৃতি পূর্ণ-ভাবে আত্মরক্ষা ক'রছে। যবদ্বীপের চার শ' বছরের আরব বা মুসলমান প্রভাব নোতুন কিছু সৃষ্টি ক'রতে পারে নি—সভ্যতায় সাহিত্যে শিল্পে যা কিছু যবদ্বীপের গৌরব করবার, তা তার পূর্বেকার সংস্কৃতির ভগ্নাংশ নিয়ে। যবদ্বীপে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে এই প্রাচীন সংস্কৃতি যে কতটা বলবৎ র'য়েছে, তা আমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। নবীন ধর্ম ইস্লামের সঙ্গে এই সংস্কৃতির কোনও বিরোধ হয় নি, দুইয়ে সামঞ্জস্য ক'রে মানিয়ে নিয়ে' বেশ চ'লছে। মহাভারত যবদ্বীপীয়েরা ছাড়ে নি, কিন্তু মুসলমান আলেমেরা এসে মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডবদের আর অন্য পাত্র-পাত্রীদের সূফী-দর্শন-অনুসারী রূপকাত্মক ব্যাখ্যা ক'রে, যবদ্বীপীয়দের মধ্যে তার আসন দৃঢ়তর ক'রে দিয়েছেন। শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা, পঞ্চ-পাণ্ডব, রামচন্দ্র—আদি মানব আদম থেকে এঁদের উৎপত্তি কল্পিত হ'য়েছে,—স্থানীয় রাজাদের বিরাট বংশ-লতিকা তৈরী হ'য়েছে, তাতে একদিকে যেমন আদম (Adam), নূহ (Noah), মূসা (Moses) প্রভৃতির স্থান আছে, অন্য দিকে তেমনি ভারতের চন্দ্র-বংশীয় আর সূর্য বংশীয় রাজারাও বিরাজ ক'রছেন।

সংক্ষেপে এই হ'ল যবদ্বীপের পূর্ব-কথা। বলিদ্বীপের কথাও এই রকমের—তবে ওখানে আরব বা দেশীয় মুসলমানদের প্রভাব বা বিজয় কখনও ঘটে নি। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি চীনাদের লেখা থেকে বলিদ্বীপের খবর আমরা পাই—এই দ্বীপের কৃষি-কার্য আর অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার কথা চীনারা ব'লে গিয়েছে। ভারত থেকে ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ ঔপনিবেশিক এই দ্বীপেও গিয়েছিল। বলিদ্বীপে সম্প্রতি প্রাচীন সভ্যতার অন্বেষণ কায আরম্ভ হয়েছে, Pedjeng পেজেঙ আর Bedoeloe বেদুলু ব'লে দুটী জায়গায় হিন্দু আমলের অনেক জিনিস-পত্র পাওয়া গিয়েছে, মিশ্র সংস্কৃত আর বলিদ্বীপের ভাষায় কতকগুলি তাম্র-শাসনও পাওয়া গিয়েছে। অনুমান হয়, ভারত থেকে

[সি]ধাসিধি স্বতন্ত্র-ভাবে হিন্দু সভ্যতার ধারা এখানে পৌচেছিল। তার পরে যবদ্বীপের সঙ্গে বলিদ্বীপের ঘনি[ষ্ঠ ভাবে] যোগ ঘটে, দুই দ্বীপের রাজা-রাজড়াদের ঘরে বৈবাহিক আদান-প্রদান হ'তে থাকে, বলিদ্বীপের এক রাজা যব[দ্বীপে] রাজা হ'য়ে বসেন। খ্রীষ্টীয় ১৩৩৪ সালে গজমদের চেষ্টায় বলিদ্বীপের রাজা যুদ্ধে নিহত হন, বলিদ্বীপ যবদ্বীপের অধী[নতা] স্বীকার করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে, যবদ্বীপের মজ-পহিৎ রাজবংশ আর রাজ্যের বিস্তর অভিজাত ব[ংশ] মধ্য-আর পশ্চিম-যবদ্বীপের মুসলমানদের চাপে যবদ্বীপ থেকে পালিয়ে' এসে, বলিদ্বীপে আশ্রয় নেন। তখন থে[কে] ডচ-বিজয় পর্যন্ত এবা সম্পূর্ণ-ভাবে স্বাধীন হ'য়েই ছিল। বলিদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি আর শিল্প, মজ-পহি[ৎ] যবদ্বীপীয় ঔপনিবেশিকদের সংস্পর্শে এসে একটু যবদ্বীপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বলী[র] সংস্কৃতি নিজের পার্থক্য আর বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রেখেছে। বলীর হিন্দুরা সমগ্র দ্বীপময় ভারতে বীরত্বের আর সাহসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এরা বলীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত Lombok লম্বক-দ্বীপ জয় ক'রে, সেখানকার মুসলমান ধর্মাবলম্বী Sasak সাসাক জা'তের উপর রাজত্ব ক'রতে থাকে। ডচেরা লম্বক-দ্বীপে সাসাক্দের দ্বারা আহূত হ'য়ে বলি-জাতীয় রাজাদের সঙ্গে ল'ড়ে, তাদের হাত থেকে লম্বক-দ্বীপ জয় ক'রে কেড়ে নেয়। কিন্তু ১৮৪৮ সালে উত্তর-বলীর বুলেলেঙ বন্দরটী ছাড়া ঐ দ্বীপের অন্য অংশ দখল করবার সুবিধা ডচেদের হয় নি। মাত্র ১৯০৮ সালে —এখনও পচিশ বছর পূর্ণ হয়নি—বলিদ্বীপ পুরাপুরি ডচেদের দখলে এসেছে—তাও খুব ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে। বলিদ্বীপের রাজারা সতীদাহ-প্রথা অনুসরণ ক'রতেন,—রাজার এক বা একাধিক স্ত্রীকে দাহের পূর্বে তলওয়ার দিয়ে হত্যা করা হ'ত, এই বর্বর প্রথায় এইটুকু যা দয়া দেখানো হ'ত। সতীদাহ-নিবারণের ওজুহাতে, আর ডচেদের প্রজা এক চীনা বণিকের প্রতি বলীর লোকেরা অবিচার ক'রেছিল তার প্রতিকারের ওজুহাতে, ডচেরা সেনা পাঠায়। উত্তর থেকে জলের সুবিধা না দেখে, দক্ষিণে নৌ-বাহিনী পাঠায়, গোলা-বৃষ্টি ক'রে ডচ্ সৈন্য দক্ষিণ-বলীর **Badoeng** বাদুঙ শহরে নামে — আর ভারতের রাজপুতদের জৌহরের মত Kloeng Koeng ক্লুঙকুঙ নগরের রাজা **Dewa** Agoeng 'দেব আগুঙ' সবংশে আর সসৈন্যে যুদ্ধে আত্মাহুতি দেন। এমনি ক'রে এই ছোটো দ্বীপটী শেষ ডচেরা জয় করে। এখন বলিদ্বীপের লোকেরা ডচেদের শাসন মেনে নিয়েছে, শান্তিতে বাস ক'রছে—ডচেরাও ওদের অনেক অধিকার অব্যাহত রেখেছে, ওদের প্রাচীন রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ করে নি, আর সব চেয়ে যেটী বড়ো কথা, ওদের অর্থ নৈতিক সুবিধা সব বজায় রেখেছে। ডচ্ পতাকায় তিনটী রঙ আছে—লাল, নীল, সাদা,—ফরাসীদের পতাকার মতন; বলিদ্বীপের লোকেরা বলে, এ পতাকা আমাদের মান্তে—এ ঝাণ্ডার তলায় দাঁড়াতে—আমাদের লজ্জা নেই, এ তো আমাদেরই দেবতার রঙ নিয়ে—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের রঙ নিয়ে তৈরী, এতো আমাদেরই ধর্মের ধ্বজা। এইভাবে এই বীর জাতি নিজের মনকে প্রবোধ দেয়, নিজের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করে।

নানা দিক্ দিয়ে বলিদ্বীপ একটী আশ্চর্য দেশ। এখানকার লোকেরা এখনও তাদের প্রাচীন সারল্য আর তেজ বজায় রেখেছে, এদের জীবন-যাত্রা যেন স্বপ্ন-রাজ্যের ব্যাপার—প্রতি পদে আমাদের প্রাচীন ভারতের কল্প-লোকের কথা স্মরণ করিয়ে' দেয়। ভারতবাসীর পক্ষে এই দেশ এক তীর্থ-স্বরূপ। আমাদের প্রতি পদে মনে হ'চ্ছিল, প্রাচীন ভারতকে আংশিক ভাবে চাক্ষুষ ক'রে দেখ্তে হ'লে, বলিদ্বীপ একবার ঘুরে যাওয়া দরকার। কিন্তু একথাও স্বীকার ক'রছি—বলিদ্বীপের এই প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আর সারল্য আর থাকছে না—অতি শীঘ্র-শীঘ্র বদলাচ্ছে, দু-পাঁচ বছরের ভিতর এই স্বর্গরাজ্য আর স্বর্গরাজ্য থাকবে না, পৃথিবীর ধূলায় মলিন হ'য়ে যাবে, বলীর হিন্দু জনগণের জীবনের সৌন্দর্য আর সুষমা অতীতের বস্তু হ'য়ে দাঁড়াবে। মোটর-কার, বিলেতী মালের মহাজন, সিনেমা, আমেরিকান আর ইউরোপিয়ান টুরিস্ট্, আর ফ্যাশনের আধিপত্য, আর তার [illegible] সবে গিলে বলিদ্বীপকে বর্তমান পৃথিবীর অন্য অংশের সামিল ক'রে [illegible]

এইবারে আমাদের ভ্রমণের কাহিনীর সূত্র ধ'রে বলি[illegible]

৫। বলিদ্বীপ : বুলেলেঙ্—কিন্তামানি—বাঙ্লির পথ

২৬শে অগস্ট ১৯২৭, শুক্রবার।

ভোর ছটার মধ্যে কাপড়-টাপড় প'রে তৈরী হ'য়ে ডেকে এসে দাড়ালুম। দক্ষিণ-মুখো জাহাজ চ'ল্ছে, ভোরের আলো-আঁধারীর মধ্যে দূরে বলীর পাহাড় নজরে প'ড়ল। জাহাজ পৌছুতে-পৌছুতে বেশ ফরসা হ'য়ে গেল, নীচে সমুদ্রের ধারেই বুলেলেঙ শহরের দু-চারখানা বাড়ী দেখা গেল, তার পিছনে কালো বনের রেখা, তার উপরের না'রকল গাছের চূড়োয় পূব দিক্ থেকে উঠন্ত সূর্যের দু-চারটে সোজা রশ্মি এসে প'ড়ে গাঢ় সবুজকে একটু হালকা রঙের আমেজ মাখিয়ে' দিয়েছে। একটু মন্দ মধুর হাওয়া বইছে। বলিদ্বীপে আমাদের এই প্রথম প্রবেশের সময়ে প্রকৃতি-দেবী যেন অতি সুমিষ্ট ভাষে স্বাগত ক'রলেন। বুলেলেঙ-এ বন্দর ব'ল্তে তেমন কিছু নেই—ডাঙার ধারেই অগভীর জল, চটান মতন,—সেই জলের উপর দিয়ে খানিকটা দূর পর্যন্ত ছোটো একটা জেটি চ'লে এসেছে—শহরের সমুদ্রের ধারের রাস্তা থেকে সটান জলের ভিতর যেন খানিকটা মানুষ-চলবার পথ; তা থেকে আরও বেশ খানিকটা দূরে, একটু গভীর জলে আমাদের জাহাজ নঙ্গর ফেল্‌লে। নৌকায় ক'রে আমাদের তীরে আস্তে হল। স্থানীয় নৌকা, চওড়া খোল, লোহার কীল দিয়ে পাটাতনগুলি আটকানো, মাঝী-মাল্লাদের রঙীন চিত্র-বিচিত্র সারঙ্ মালকোঁচা ক'রে পরা, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় রঙীন রুমাল জড়ানো, বেশ মজবুত চেহারার লোক। জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে আমরা নামলুম. আমাদের মাল-পত্র ডেকের উপরে স্তূপাকার ক'রে রাখা হ'য়েছিল, সেগুলিকেও নামানো হ'ল। জেটি দিয়ে শেষে ডাঙায় এসে পৌছুলুম, বলিদ্বীপের মাটিতে অবতরণ ক'রলুম।

আমাদের সঙ্গে দু-চার জন যবদ্বীপীয় ছিল, আর ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয় ছিল, আর ছিল গুজরাটী খোজা দোকানদার জনকতক—এরা তৃতীয় শ্রেণীতে আস্‌ছিল, গাঠরী-গাঠরা নিয়ে নাম্‌ল, সেই কালো কাপড়ের বুক-খোলা কোট-আচকান পরা, পেট-মোটা চেহারা, নেড়া মাথায় জরীর বাঁধা পাগড়ী, এরা দক্ষিণ-বলীতে Badoeng বাডুঙ শহরে যাবে।

জেটির ধারেই, সমুদ্রের কিনারায়, একটী মন্দির; বলিদ্বীপের মন্দির এই প্রথম চোখে প'ড়ল। পাঁচীল দিয়ে ঘেরা হাতার মধ্যে মন্দিরের বাড়ী; সমুদ্রের ধারে এই পাচীলের মধ্যে একটী সাগর-মুখো উন্মুক্ত তোরণ-দ্বার খালি দেখা যাচ্ছিল। বেলা বেশী হয় নি, লোকজনের বেশী ভীড় নেই। যাত্রীদের মাল-পত্র নিয়ে ব্যস্ত জন-কতক কুলী, আর দূরে কুত-ঘাটায় অর্থাৎ চুঙ্গীর দপ্তরে জনকতক ডচ্ আর অন্য সরকারী লোক দাঁড়িয়ে'। কবিকে, আর আমাদের সঙ্গের ডচ্ কাউন্টটীকে স্বাগত করবার জন্য জনকতক ডচ্ ভদ্রলোক এসেছেন; আর অন্য ইউরোপীয় যাত্রীদের জন্য স্থানীয় Travellers' Agents কোম্পানীর লোক। একটু দূরে কতকগুলি মোটর দাঁড়িয়ে' আছে। আমাদের দলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ ক'রে একটী ডচ্ ভদ্রলোক এসেছিলেন, ইনি বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপে আমাদের সঙ্গে অনেকটা সময় একত্র থেকে অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন; এঁর নাম Samuel Koperberg সামুএল কোপেয়ারবেয়ার্গ (বা কোপ্যারব্যার্গ)। আমাদের মাল-পত্র কাস্টম-আপিসে নিয়ে গিয়ে, দুই-এক মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিলে। কোপ্যারব্যার্গ কবিকে নিয়ে গেলেন তার গাড়ীতে চড়িয়ে' দিতে। কবি, ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু, Bake বাকেরা স্বামী স্ত্রী, Drewes [illegible], 'বালাই-পুস্তাকা'র কর্মচারী ডচ্ যুবকটী, কোপ্যারব্যার্গ, আর আমি—এই আট জনে একটী [illegible]। আমরা

একত্রে ভ্রমণ ক'রবো, যতদূর সম্ভব এক জায়গায় থাকবো। তিনখানি মোটর আমাদের জন্য ঠিক ছিল, একটায় কবি, বাকে-পত্নী, কোপ্যারব্যার্গ্ আর আমি, — একটাতে বাকে, সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, আর দ্রেউএস্, আর তৃতীয়টায় আমাদের মাল-পত্র। অন্য অন্য ডচ্ যাত্রীরা চট্‌পট মোটবে ক'রে বেরিয়ে' প'ড়লেন।

'রানী' পাতিমা

মোটর চ'ড়ে ব'স্‌তে-ব'স্‌তেই বেলা বেড়ে গেল, সাতটা হ'য়ে গেল। ছোট্ট শহরটীতে ধীরে-ধীরে সাড়া প'ড়ে গেল। ফেরিওয়ালা বেরুলো, আর জেটির ধারের সরু রাস্তায় বলিদ্বীপের দু-চারটী মেয়েকে যেতে দেখলুম। মাথায় জলের পাত্র, বা ঝোড়ায় ক'রে কিছু নিয়ে যাচ্ছে; কি অপূর্ব মনোহর গতিভঙ্গীতে এই সব তন্বঙ্গী মেয়েরা চলাফেরা ক'রে যেতে লাগ্‌ল! বলিদ্বীপের মেয়েদের তন্বী শ্রী আর তাদের অপূর্ব সুষমাময় সৌন্দর্যের কথা যে প'ড়েছিলুম, তার একটু আধটু আভাস এই দ্বীপে অবতরণের অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পেলুম।

মোটরগুলি ভাড়া করা হ'য়েছিল; মোটরের মালিক—অধিকারিণী—এলেন। ইনি বলিদ্বীপের একটী সর্বজন-পরিচিত ব্যক্তি। বলিদ্বীপের কোনও বর্ণনা এঁকে বাদ দিয়ে হবার জো নেই। ইনি হ'চ্ছেন একটী প্রৌঢ়-বয়স্কা বলিদ্বীপের মহিলা, এঁর নাম 'পাতিমা'। এঁকে অনেক সময়ে Princess Patima বা 'রানী পাতিমা' ব'লে উল্লেখ করা হয়। এঁর জীবনের কাহিনী রহস্যময়। আপাততঃ ইতি বুলেলেঙ শহরে বলিদ্বীপের প্রাচীন কারুশিল্পের জিনিসের একটী কারখানা আর দোকান ক'রে আছেন। বলিদ্বীপের প্রাচীন সোনা রূপার কাজ, ছাপা কাপড়, অস্ত্র-শস্ত্র, ছবি, চামড়ায় কাটা নানা মূর্তি, কাঠে খোদাই মূর্তি, এই সব বিদেশী টুরিস্ট্‌দের বিক্রী করেন। এ ছাড়া, বলিদ্বীপের বৈশিষ্ট্য রকমের যত লোক-শিল্প আছে, তাও কারিগর লাগিয়ে' তৈরী ক'রে বিক্রী করেন। তারপর, এঁর কতকগুলি মোটর-গাড়ী আছে, সেগুলি ভাড়ায় খাটান। এই সব কারবারে এঁর বেশ আয় হয়। ইনি ডচ্ আর বলিদ্বীপীয় উভয় শ্রেণীর লোকেদের কাছে খাতির পান। কোনও জাহাজ বুলেলেঙ্-এ লাগ্‌লে, ইনি নিজের দোকান থেকে শিল্প-দ্রব্যের পসরা নিয়ে যাত্রীদের কাছে দেখান, নিজের বাড়ীতে দোকানেও তাদের নিয়ে আসেন। মোট কথা, পাতিমা হ'চ্ছেন একজন বেশ ব্যবসায়-বুদ্ধি-যুক্ত স্ত্রীলোক, এ বিষয়ে তাঁর চরিত্রের বিশেষ দৃঢ়তা আছে। কিন্তু পাতিমার অতীত জীবন, যার সম্বন্ধে একটু-আধটু আভাস-মাত্র বিদেশীরা পায়—তার দ্বারাই এঁর চারদিকে একটা আকর্ষণের আবেষ্টনী ক'রে দিয়েছে, লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এঁর কথা শুন্‌তে চায়। পাতিমা যমের দরজার ফেরত—যৌবন-কালে পাতিমা আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করেন, নিজের প্রাণ বাঁচান। পাতিমা নাকি দক্ষিণ-বলীর এক রাজার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। রাজার মৃত্যুর কয় মাস পরে অন্ত্যেষ্টির সময়ে অন্য রানীদের সঙ্গে পাতিমাকেও হত্যা ক'রে বলিদ্বীপের প্রথা অনুসারে সতীদাহ করবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু পাতিমা নিজের জীবন এমনি ভাবে দিতে সম্মত হন নি—তিনি কোনও রকমে দেশ থেকে পালিয়ে' এসে উত্তরে ডচেদের কাছে আশ্রয় নেন। এখন থেকে (১৯২৭ থেকে) এ প্রায় ১৭।১৮ বছর পূর্বেকার কথা। ডচেরা তখন কেবল উত্তর-বলীর একটু অংশ দখল ক'রে ছিল—দক্ষিণ-বলী এদের অধীন তখনও হয় নি, তবে অধীনে আনবার তোড়জোড় চ'লছিল। সেই থেকে পাতিমা বুলেলেঙ্ শহরের অধিবাসিনী, আর ক্রমে-ক্রমে প্রতিপত্তিশালিনী হ'য়ে

দাড়ান। পাতিমার সম্বন্ধে আর একটী গল্প প্রচলিত আছে—তদনুসারে, ইনি কোনও রাজার রানী ছিলেন না, দক্ষিণ-বলীর ক্লুঙ্কুঙ নগরের রাজার অন্তঃপুরের একজন পরিচারিকা-মাত্র ছিলেন, ডচেরা ক্লুঙ্কুঙ আক্রমণ ক'রলে ক্লুঙ্কুঙ-এর রাজা যখন সপরিজনে 'পুপুতান' বা আত্মহত্যা করেন, তখন পাতিমা কোনও রকমে নিজের প্রাণ রক্ষা করেন, পরে উত্তরে এসে অধিষ্ঠিত হন।

বলিদ্বীপ দেখে ফেরবার পথে যখন আমরা আবার বুলেলেঙ-এ আসি, তখন পাতিমার সঙ্গে আমাদের আলাপ করবার সুযোগ হয়, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বলীর শিল্পজাত দ্রব্য কিছু-কিছু দেখি, আর কিছু কিনি,—আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে দু'চারটে কথা হয়। তখন পাতিমা বলেন যে তিনি 'বাকার' বা সতীদাহ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই উত্তরে ডচেদের রাজ্যে চ'লে আসেন। বুলেলেঙ-এ পাতিমার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে কোনও খবর কেউ ভালো জানে না। পাতিমা জাতিচ্যুত হ'য়ে মুসলমান হন, 'পাতিমা' অর্থাৎ 'ফাতিমা' নাম নেন। বুলেলেঙে পাতিমার দুটী কন্যাও হয়। এই মেয়ে দুটী মায়ের দোকান-পাটের কাজে সাহায্য করে। এদের একজনকে পরে পাতিমার বাড়ীতেই দেখি—মা যে কত সুন্দরী ছিল, তা এই মেয়েকে দেখে অনুমান করা যায়।

পাতিমা একজন হুঁশিয়ার চটপটে' কার্যক্ষম স্ত্রীলোক বটে, কথাবার্তায় চাল-চলনে যে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশ্‌তে অভ্যস্ত, তাও বেশ বোঝা যায়। জগতের অভিজ্ঞতা আছে—একেবারে সাদাসিদে সরল ব'লে মনে হ'ল না; আর একটু প্রগল্‌ভাও বটে। বুলেলঙ শহরের তিনি একজন প্রধান, রবীন্দ্রনাথ আস্‌ছেন, তাঁর কথা শুনেছেন,—রবীন্দ্রনাথ তাঁরই গাড়ীতে যাচ্ছেন, পাতিমা স্বয়ং এলেন তদারক ক'রতে যাতে তাঁর কোন কষ্ট না হয়। পাতিমার কথা আগেই প'ড়েছিলুম, এইবার তাঁকে চাক্ষুষ দেখলুম। গৌরবর্ণা বলি-জাতীয়া মহিলা, একটা রঙীন ফুলপাতার-নকশা ছাপা বিলিতী কাপড়ের সারঙ প'রে, গায়ে মালাই মেয়েদের মত একটা 'কাবায়া' বা কোর্তা, হাতে ছাতি, খালি পা, পান-দোক্তা খেয়ে দাঁতগুলির রঙ কালো হ'য়ে গিয়েছে; কোপ্যারব্যার্গ পরিচয় করিয়ে' দিলেন, ইনি হ'চ্ছেন 'রানী পাতিমা'। রবীন্দ্রনাথও এঁর কথা আগেই শুনেছিলেন। পাতিমা স্বয়ং হাত বাড়িয়ে' দিয়ে ইউরোপীয় কায়দায় আমাদের সকলের সঙ্গে করমর্দন ক'রলেন। তার পরে সব ঠিক হ'লে, গাড়ী ছাড়বার সময়ে আমাদের বার-বার 'সালামাৎ জালান্' বা 'শুভযাত্রা' ব'লে বিদায় নিলেন।

বলিদ্বীপের মন্দির-তোরণ

আমরা যাবো বুলেলেঙ থেকে ঘণ্টা তিনেকের মোটর-পথে, পূর্ব-মধ্য বলীতে Bangli বাঙ্লি বলে একটী গণ্ডগ্রামে। কোপ্যারব্যার্গ আর ডচ্ সরকারের কতকগুলি কর্মচারী সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন—বাঙ্লিতে স্থানীয় জমীদার বা রাজা—ইনি আবার ডচ্ সরকারের অধীনে Regent 'রেখেন্ট' বা ম্যাজিস্ট্রেটও বটেন—তাঁর বাড়ীতে তাঁর পিতৃব্যের শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে
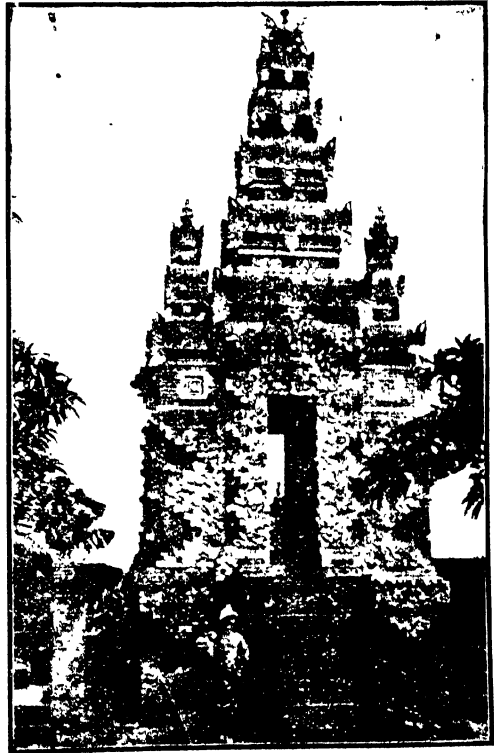
উৎসব হবে—পূজা আর অন্যান্য অনুষ্ঠান, যাত্রা নাচ-গান সব হবে, আমরা গিয়ে সে-সব দেখবো; আর দুপুরে বাঙলির রাজারই অতিথি হবো। তার পরে সারা দুপুর বাঙ্‌লিতে কাটিয়ে', বিকালে আমরা যাবো পূর্ব-বলীতে,—কারাঙ-আসেম ব'লে একটী ছোটো শহরে, সেখানকার রাজার অতিথি হ'য়ে সেখানে দু-তিন দিন কাটাবো। কারাঙ-আসেম-এর রাজা, আর অন্যান্য অনেক রাজা, আর বিস্তর ডচ্ কর্মচারী,—সকলে বাঙলিতে এসে জমা হবেন। প্রথম দিনেই এই শ্রাদ্ধ-সভায় বলিদ্বীপের সভ্যতার আর আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের একটু বেশ পরিচয় হবে।

বুলেলেঙ থেকে যাত্রা ক'রলুম। ছোটো শহরটী, দু-তিন মিনিটের মধ্যেই শহর ছেড়ে মাঠের মধ্যে প'ড়লুম। বুলেলেঙ-এর মাইল দুই দক্ষিণে বলির রাজধানী Singaradja সিংহরাজা শহর; দু'ধারে সবুজ ধানের খেত, তার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার মোটরের রাস্তা। পায়ে হাঁটা দু-চার জন রাহী ছাড়া আর লোক-চলাচল নেই। অল্প কয় মিনিটে সিংহরাজায় পৌঁছে আমরা এখানকার Pasanggrahan 'পাসাংগ্রাহান্' বা ডাক বাঙলার সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের এই 'পাসাংগ্রাহান'গুলির সম্বন্ধে পরে ব'লবো। সিংহরাজার এই ডাক-বাঙলাটি মোটর গাড়ী থামবার একটী আড্ডা; এখানে কোপ্যারবার্গ্ তাঁর বাক্স-পেঁটরা রেখেছিলেন, সেগুলি তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে দেখি, পাতিমা আমাদের পিছনে-পিছনে আর একখানা মোটরে ক'রে এসে হাজির। মোটরগুলির কি ঠিক ক'রে নেবার ছিল; সিংহরাজায় আমাদের ৮।১০ মিনিট দেরী হ'ল। পাতিমা আবার ঘটা করে কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন—আবার 'সালামাৎ জালান'-এর বার বার আবৃত্তি। পাতিমাকে এবার খানিকক্ষণ ধ'রে আমাদের দেখবার অবকাশ ঘ'ট্‌ল। মহিলাটীকে বেশ একটু forward বা গায়ে-পড়া ব'লে বোধ হ'ল। ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই এক মত হ'ল, যেন কতকটা হীরা-মালিনীর ভাব—এমন একজন স্ত্রীলোক who has a past that in not yet wholly past.

সিংহরাজা শহরটী বুলেলেঙ্-এর চেয়েও বিরল-বসতি ব'লে মনে হ'ল। ডচ্ রাজকর্মচারীদের বাঙলা-বাড়ী, আর কতকগুলি আপিস, এই নিয়েই যেন শহরটী। কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। সিংহরাজার পরে খানিকটা সমতল ভূমি, তারপরে দক্ষিণ-পূর্বে একটী পাহাড় পেরিয়ে পাহাড়ের ওপারে সমতল-ভূমিতে আমাদের গন্তব্য স্থল বাঙ্‌লি। বলিদ্বীপে ডচেরা হালে অনেকগুলি সুন্দর রাস্তা তৈরী ক'রেছে। সমস্ত দ্বীপটী জুড়ে এখন মোটর-গাড়ী চ'লছে, এদেশে রেলের আর সুবিধা হবে না। আগে লোকে হেঁটে বা টাট্টু ক'রে ভ্রমণ ক'রত; পাহাড়-অঞ্চলে, যেখানে মোটর চলে না, সেখানে এখনও টাট্টুই একমাত্র বাহন। রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়েরা চৌদোল বা তাঞ্জাম ক'রে কাছে-পিঠে এখনও যাওয়া-আসা করেন, মানুষের কাঁধে এই যান বাহিত হয়। বড়ো লোকেদের নিজের মোটর আছে, সাধারণ লোকের জন্য প্রচুর লরী বা বাস্ এক শহর থেকে আর এক শহরে যাচ্ছে। সিংহ-রাজা ছেড়ে, পূব-মুখো আর তার পরে দক্ষিণ-মুখো হ'য়ে, খুব ঘন-বসতি বহু গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা চ'ললুম। প্রথমটা রাস্তায় একটু ধূলো পেলুম, তার পরে সব পরিষ্কার। চমৎকার সবুজে ঢাকা দেশটী। ঠিক দক্ষিণ বাঙলার মত। রাস্তার দু-ধারে সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী। মাটির বা কাঁচা ইটের দেওয়ালে ঘেরা, দেওয়ালগুলি সাধারণতঃ মানুষ-প্রমাণ উঁচুও নয়। মাটীর দেওয়ালের মাথায় আবার বৃষ্টির জল আটকাবার জন্যে খড়ের ছাউনি করা—ঠিক বাঙলাদেশের মতন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে এক-একটী বাড়ী। বাড়ীর 'নাছ-দুয়ার' বা সদর দরজা বেশ উঁচু, ছোট দেওয়ালের বহু উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে' আছে, লাল ইটের দুয়ারে, সাধারণতঃ নকশা-কাটা পাঁশুটে রঙের পাথরে একটু কাজ করা। বাড়ীর ভিতরে প্রচুর গাছ-পালা, আর উঁচু রোয়াকের উপরে এক-একটী ক'রে ঘর। কলা, সুপুরী, না'রকল, বাঁশ-ঝাড়, এই সবই বেশী। বাড়ীর মধ্যে ধানের মরাই, কাঠের তৈরী, খড়ে ঢাকা। বেশ শান্তিময় আর শ্যামলশ্রীমণ্ডিত, বাড়ীগুলি দেখে বেশ তৃপ্তি হয়। বাঙলাদেশের

ায়া-শীতল পল্লীগ্রামে ঠিক এমন্‌টী, আর মালাবারেও এই রকমটাই দেখেছি। মালাবারের বাড়ীর, আর নীচু ়ওয়ালে ঘেরা গাছপালার মধ্যে বাড়ী আর ঘরগুলির সমাবেশ, এই বিষয়টীতে বলিদ্বীপের সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে।

বুলেলেঙ আর সিংহরাজার আশে-পাশে অধিবাসীদের সংখ্যা খুব বেশী। রাস্তায় যেতে-যেতে সেটা বেশ পলব্ধি ক'রতে পারা গেল। দু'পা যেতে না যেতেই, গ্রাম আর হাট-বাজার। লোকেরা রাস্তায় খুবই চলা-ফেরা 'রছে—অনেকের কাঁধে বাঁকে 'রে ভারে-ভারে জিনিস -তরি-তরকারী, ধান, চা'ল, নের আঁটি, ফল; মাথায় ঝুড়ি মেটে হাঁড়ী নিয়ে চমৎকার তি-লীলা দেখিয়ে' মেয়ের দল লেছে। বাজারে ফল, আনাজ-ানাজ, চা'ল প্রভৃতির পসরা য়ে ব'সেছে মেয়েরা। পুরুষদের রনে রঙীন ছিটের হাঁটু-পর্যন্ত ত—তার কাছা দেয় না; ার মাথায় একটা রঙীন রুমালের পাগড়ী, গায়ে একটা কোনও রকমের জামা। বলি-দ্বীপের এ অঞ্চলে মেয়েরা পরে একখানা কাপড়—সাধারণতঃ নীল বা কালো রঙের, বা গাছপালার-নক্‌শা-ছাপা লাল নীল হ'লদে প্রভৃতি নানান রঙের; গায়ে থাকে একটা মালাই মেয়েদের ধরণের জামা, আর একখানা লম্বা অপ্রশস্ত চাদর, সেটা হয় কাঁধে ফেলা থাকে, নয় কোমরে জড়িয়ে' রাখে। গাছের ছায়ায় ছেলে বুড়োর দল, উবু হ'য়ে ব'সে জটলা ক'রছে। প্রা সব বাড়ীর সাম্‌নে বড়ো ওড়া বা ঝুড়ির মতন খাঁচায় ঢাকা লড়াইয়ে' মোরগ র'য়েছে। পথে এখানে ওখানে সেখানে প্রচুর দেব-মন্দির চোখে প'ড়্‌ল। অনেক মন্দিরে আর বাড়ীর সামনে উঁচু বাঁশের খুঁটিতে তালপাতায় তৈরী চমৎকার মালা ঝুল্‌ছে, এ হ'চ্ছে সমাপ্ত উৎসবের চিহ্ন। আর বলীর লোকেরা তাদের সরল স্মিত-বিস্ময়-পূর্ণ চাউনীর দ্বারা আমাদের যেন স্বাগত ক'র্‌ছে। দেশটী যে সুন্দরী নারীর দেশ—প্রতি পদে তার পরিচয় পেতে লাগলুম।
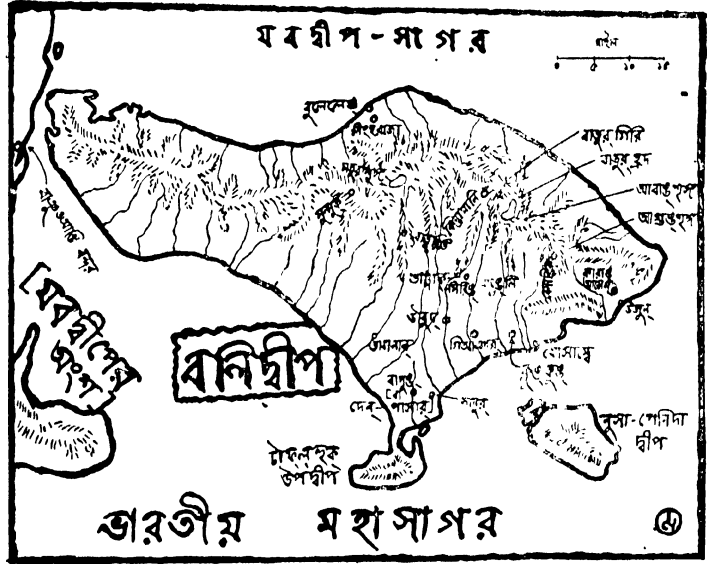
বলিদ্বীপ

সমতল ভূমি ছাড়িয়ে' আমরা পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগলুম। নবীন থেকে নবীনতর, মনোহর থেকে আরও মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের চোখের সাম্‌নে দৃশ্যপটের মতন খুলে যেতে লাগ্‌ল। কী চমৎকার এই তাজা সবুজের রঙ! সকাল বেলার নীল আকাশ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত; যত উঁচুতে উঠ্‌ছি, ততই নীচের দেশটা সবুজ সাগরের মতন খুলে যাচ্ছে। দূরে দুই-একবার নীল সমুদ্রের-ও দর্শন পেলুম। নীচে সবুজের যেন বান ডেকেছে। উপরেও প্রচুর গাছপালা। ধানের খেত্ সব জায়গায়। পাহাড়ের গা কেটে-কেটে খেত্ বানিয়েছে। জলের বন্দোবস্ত এমন চমৎকার যে উপরের জল যেটুকু ঝরনা আর পাহাড়ে' নদী থেকে পাওয়া যায়, তার একটুকুও নষ্ট হয় না, উপরের খেত্‌কে ভিজিয়ে' বাড়তি জল আ'লের মধ্যকার পথ দিয়ে নীচেকার খেতগুলিতে এসে পড়ে। পাহাড়ের গা কেটে এইরূপ সমতল ধান-খেত ক'রে চাষ করা, দ্বীপময় ভারতের একটী বৈশিষ্ট্য। যবদ্বীপে এইরকম ধান-খেতকে sawah 'সাওয়াঃ' বলে। এই পাহাড় অঞ্চলটা দেখে মনে হ'ল যে এখানে লোকের বাস একটু কম।

বেলা সাড়ে-আটটা আন্দাজ আমরা এই পাহাড়ে' রাস্তার প্রায় সর্বোচ্চ অংশে Kintamani কিন্তামানি ব' একটী স্থানে এসে পৌঁছুলুম। হাত মুখ ভালো ক'রে ধুয়ে নেবার জন্য, আর কিছু প্রাতরাশ সেরে নেবার জ এখানকার পাসাঙ্গ্রাহানে আমরা সদলে অবতরণ ক'রলুম। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশ গম্ভীর। জায়গ খুব উঁচু নয়—প্রায় সাড়ে-পাঁচ হাজার ফুট হবে; চারিদিকে পাহাড়; পূর্বে বাতুর শৃঙ্গ, আর দক্ষিণ-পূর্বে আবাঙ শৃ আর তার দক্ষিণ-পূর্বে আগুঙ্ শৃঙ্গ। এ-সব দেশ চির-বসন্তের দেশ, কিন্তু কিন্তামানিতে আমাদের একটু শী ক'রতে লাগ্ল। বাতুর আর আবাঙ্-এর মধ্যে বাতুর হ্রদ। সোজা দক্ষিণে আবার মধ্য আর দক্ষি বলীর সমতল ভূমির দৃশ্য দেখা যায়, দূরে সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটী যেমন মনোরম তেমনি নির্জন। দু-দশ দিন কাটিয়ে' যাবার পক্ষে চমৎকার দ্বীপময় ভারত আগ্নেয় গিরির দেশ। যবদ্বীপে কতকগুলি আগ্নেয় গিরি বিখ্যাত। বলিদ্বীপের বাতু গিরি এক আগ্নেয় গিরিরই শৃঙ্গ। এই বাতুরে কোলে একটী গ্রাম ছিল, বছর ২০।২১ পূর্বে বাতু গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাতে অন্য কতকগুলি গ্রামের সঙ্গে বাতুর গ্রামটী একেবারে বিধ্বস্ত হ'যে যায়; খালি বাতুর হ্রদের ধারে গ্রামের মন্দিরটী বেঁচে যায়।
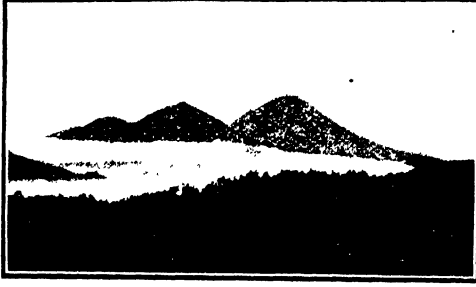
কিন্তামানি হইতে পাহাড়ের দৃশ্য

কিন্তামানির পাসাঙ্গ্রাহান অর্থাৎ ডাক-বাঙলাটী গ্রামের বাইরে একটী মাঝারী আকারের একতালা বাড়ী; গুটি পাঁচ ছয় কামরা নিয়ে, কাঠের তৈরী, সাদা রঙ করা। আলাদা জলের কলের ঘর আর রান্নাঘর আর চাকরদের ঘর আছে মোটর থাকবার জন্য গারাজ বা আস্তাবল আছে। ডাক-বাঙলাগুলি যে খানসামার জিম্মায় থাকে, তাকে এসব দেশে 'মান্দুর' বলে। এখানকার মান্দুরটী বলিদ্বীপীয়; অনেক ডাক-বাঙলায় মালাই বা যবদ্বীপীয় মান্দুরই পাওয়া যায়। বেচারী আজ একটু বিপদে প'ড়েছে। অনেক ইউরোপীয় যাত্রী এই ডাক-বাঙলার পথ দিয়ে বাঙ্লির উৎসবে গিয়েছে, এরা এখানে প্রাতরাশ সেরে নিয়েছে,—এর খাবার সব ফুরিয়ে' গিয়েছে; দু-চারটী ডিম আর কিছু রুটী আর একটু কফী ছাড়া আর কিছু দিতে পারলে না। আমরা কেউ-কেউ মুখ হাতের সঙ্গে একটু মাথাটা ধুয়ে নিলুম।

যাত্রার পূর্বে বাকে, দ্রেউএস্ আর কোপ্যারব্যার্গ আমায় ব'ল্লেন, এ দেশে ব্রাহ্মণের সম্মান খুব বেশী, আপনি ভারতবর্ষ থেকে আস্ছেন, তায় আপনি ব্রাহ্মণ, ইউরোপীয় পোষাক ছেড়ে ভারতীয় পোষাক, ব্রাহ্মণের পোষাক পরুন, এদের সঙ্গে সহজে মিশ্তে পার্বেন। রবীন্দ্রনাথও এ কথার অনুমোদন ক'রলেন। আমি সাদা কোট-প্যাণ্টলুন টাই হ্যাট সব ব'দলে, মট্কার ধুতি, মুগার পাঞ্জাবী, বহরমপুরী রেশমের চাদর আর আগরার নাগরা প'রলুম। পোষাকটা অবশ্য প্রাচীন বা মধ্য-যুগের ভারতের ব্রাহ্মণের মতন হ'ল না, কিন্তু ডুচেরা এইতেই খুশী। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণের যে বেশ ছিল তা এখানকার সভ্য সমাজে আদৃত হবে না, আর আমাদের মতন এ-যুগের জীবের পক্ষে সে-রকম বেশভূষা করাও একটু সময় আর সাহস-সাপেক্ষ। সাঁচীর স্তূপের ভাস্কর্য থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে, আর সংস্কৃত আর অন্য বইয়ে, ব্রাহ্মণের যে ছবি আর বর্ণনা পাই, তা থেকে দেখা যায় যে তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ লম্বা দাড়ী রাখ্তেন, মাথার চুলও লম্বা রাখতেন, আর সেই চুলে হয় জট পাকাতেন, নয় চুল মাথার উপরে চূড়ো ক'রে বেঁধে রাখ্তেন—শিখেরা এখন যেমন ক'রে থাকে। পরনে হ'ত, হয় মোটা কাপড়, হাঁটু পর্যন্ত, নয় হরিণের ছড়; আর গায়ে একখানা উত্তরীয়; আর পায়ে চামড়ার চাপ্লি বা কাঠের খড়ম, হাতে [illegible] দণ্ড। চীন জাপান কম্বোজ শ্যাম মধ্য-এশিয়ার

শিল্পেও ভারতের ব্রাহ্মণের এই ছবিই পাই; আর বলীর ব্রাহ্মণেরাও ঐ রকম বেশেরই অনুকরণ করে; শ্যামের ব্রাহ্মণেরা (পরে শ্যামদেশে গিয়ে দেখেছিলুম) আর সব বিষয়ে পোষাকটা হাল-ফ্যাশনের ক'রে নিলেও, মাথার চুলের ঝুঁটিটা (একে কেবল শিখা বা টিকি বলা চলে না, বাঙলাদেশে আমরা যাকে বলি পুরুষের 'উচু খোঁপা', বা 'কৃষ্ণ-চূড়া' খোঁপা, এ তাই) এখনও বজায় রেখেছে। যাই হো'ক, কলির ব্রাহ্মণ—কলি-যুগেরই বেশভূষা করা গেল। ডচেরা দেখে তো খুব খুশী হ'লেন, বিশেষ ক'রে কোপ্যারব্যার্গ। কোপ্যারব্যার্গ্ অল্প কয়েক বছর পরে ক'লকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল, তাঁকে সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ দেখিয়ে' দিই, ক'লকাতার পরেশনাথের মন্দিরের সাজ-সজ্জা আর বাগিচার উৎকট বাহারটাও দেখিয়ে' আনি। তার পর তিনি যবদ্বীপে ফিরে গেলে একটু পত্র-ব্যবহারও তাঁর সঙ্গে করি, তিনি তাই আমায় পরিচিত বন্ধু-ভাবেই গোড়া থেকে গ্রহণ ক'রেছিলেন।

এইরূপে তৈরী হ'য়ে আমরা আবার আগের মতন যে যার গাড়ীতে চ'ড়লুম। বলিদ্বীপীয় যারা ছিল তারা আমার এই অদৃষ্ট-পূর্ব পোষাক দেখে তো অবাক্।

কোপ্যারব্যার্গকে নিয়ে এক বিষয়ে মুস্কিল হ'ল। ইনি ইংরেজী বা আমাদের জ্ঞাত আর কোনও ভাষা ভালো ব'লতে পারেন না, বা জানেন না; আর আমরা ডচ্ বুঝি না। অল্প-স্বল্প ইংরিজি যা জানেন, তাতে কোনও রকমে পথের কাজ চালিয়ে' নেওয়া যায় মাত্র। এতে হৃদ্যতায়—খোলাখুলি গভীর আলাপে যে হৃদ্যতা জন্মে—তাতে বাধা পড়ে। ওদিকে কোপ্যারব্যার্গ তাঁর এই অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ব'লে, নির্বাক্ সেবা দিয়ে তার পূরণ ক'রতে চান। আমরা এঁর আন্তরিক স্নেহের নানা নিদর্শন পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম,—আর ভাষার অভাবে আমাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের বৃদ্ধিতে কোনও বাধা ঘটে নি। কোপ্যারব্যার্গ সম্বন্ধে আমাদের কৃতজ্ঞতা আর আমাদের অকৃত্রিম স্নেহ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবার বিষয়। এঁর সাহায্য আর অক্লান্ত চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলেই বহু স্থলে আমাদের বলী আর যবদ্বীপ দর্শন সার্থক আর সম্পূর্ণ হ'তে পেরেছিল।

কিন্তামানির পর উৎরাই পথ। একটু এগিয়ে' পাহাড়ের গায়ে পানালোকান ব'লে একটী গ্রাম, সেখান থেকে বাঁয়ে বাতুর হ্রদের চমৎকার দৃশ্য দেখা গেল। তার পর যত নামতে থাকি, তত লোকের বসতি বাড়ে; পাহাড়ে' অঞ্চলের নির্জনতা আর গম্ভীর সৌন্দর্য আর নেই। তবে অন্য ধরণের সৌন্দর্য। দক্ষিণ-মুখো পথ, খানিকটা উত্তর-দক্ষিণ পাহাড়ের পাশ দিয়ে, গা দিয়ে চ'লেছে। সমতল দেশে এলুম। প্রচুর মাঠ, আর ধানের খেত্। খেতগুলি আ'লে ঘেরা। মাঠগুলির চার পাশে হয় পাথরের নোড়ার দেওয়াল, নয় গাছের বেড়া। দেশটা বেশ উঁচু-নীচু—কোথাও ঢল, কোথাও উঁচু। সবুজের ছড়াছড়ি। এখানে লক্ষ্য ক'রলুম, এদেশের গোরুগুলি একটু অন্য ধরণের। দূর থেকে এদেশের গোরু দেখে মনে হয়, যেন লাল রঙের হরিণ। লাল রঙটাই বেশী; গোরুর দাবনা-

পাহাড়ের গায়ে ধানের খেত্
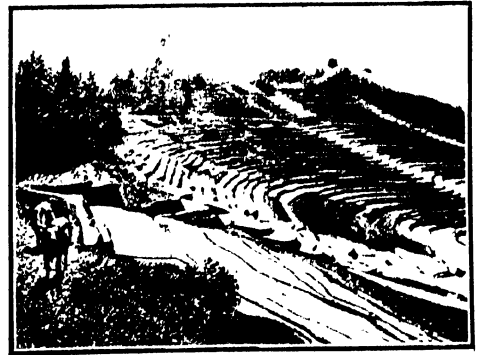
গুলি, বিশেষতঃ পিছন থেকে দেখলে, সাদা; অনেকগুলি আবার পৃষতী, গায়ে সাদা-সাদা ফোঁটা আছে—মাথাটী ছোটো, আর গল-কম্বল নেই। ভারী সুন্দর দেখায়। এদেশে গোরুর দুধ খায় না, খালি লাঙলের জন্য আর মাল বইবার জন্যই গরু পোষে। এ একেবারে 'হট্টমালার দেশ', এখানে গাই-বলদে চষে।

পাহাড়ের গায়ে থরে-থরে ধানের খেত, আর জলের ব্যবস্থা, এগুলি দেখে চোখ জুড়িয়ে' যায়। নীচের জমীতে জলের ব্যবস্থাও বেশ। বলিদ্বীপের সম্বন্ধে 'অনূপ' (অর্থাৎ প্রচুর জলের দেশ) এই আখ্যাটী বেশ খাটে। বেলা প্রায় দশটা বাজে, রাস্তায় লোকেদের চলা-ফেরা খুব। তবে যত বাঙলির দিকে এগোচ্ছি, তত দেখ্ছি, রাস্তার লোকেরা দৈনন্দিন কাজের জন্য বেরোয় নি, সব যেন দল বেঁধে উৎসব-ক্ষেত্রে চ'লেছে। কোথাও বা মেয়েরা সার বেঁধে চ'লেছে, মাথায় এদের ফল-ফুলুরীর চুবড়ী, বা বেতের ঢাকন দেওয়া ডমরুর-আকারের-খুরোওয়ালা কাঠের পাত্র। আমরা মুগ্ধ হ'য়ে বলি-জাতীয় মেয়ে পুরুষের এই অপূর্ব শোভা-যাত্রা, মাঝে-মাঝে যা চোখে প'ড়তে লাগ্ল, তা দেখ্তে-দেখ্তে যেতে লাগলুম। বলিদ্বীপের লোকেদের আমাদের ভাষায় গৌরবর্ণই ব'ল্বো—

নৈবেদ্য শিরে মন্দিরাভিমুখিনী নারীগণের শোভাযাত্রা

ইউরোপীয় ধরণের 'দুধে-আলতার' রঙের শ্বেতকায়—কাশ্মীরী বা পাঠান, পারসী বা আর্মানী বা ইউরোপীয়দের মতন—এরা নয়। এরা কাঞ্চন-বর্ণ, পীতাভ গৌরবর্ণ—গায়ের রঙ চীনাদের মতন। কালো রঙের লোক একেবারে নেই ব'ললেই হয়। যবদ্বীপের লোকেরা এদের চেয়ে শ্যামবর্ণ, কতকটা ভারতবাসীদেরই মত। বলিদ্বীপীয়েরা মালাই-জাতির একটী বেশ শ্রীসৌষ্ঠবশালী শাখা। সাধারণ মালাইদের চেয়ে একটু ভারী আর ঢাঙা চেহারা, বিশেষ ক'রে মেয়েরা তো মালাই মেয়েদের মতন ক্ষুদ্রকায় বা ক্ষীণকায় নয়। মেয়ে আর পুরুষরের নাকটা একটু চেপ্টা, ভারতবাসীর প্রিয় বাঁশী-নাসা যবদ্বীপে একটু-আধটু দেখ্তে পেলেও, এদেশে তা বিরল বা দুর্লভ। চোখ গুলি সাধারণতঃ বেশ ডাগর, আর ভাব-ব্যঞ্জক হয়। মেয়ে আর পুরুষদের মাথায় চুল খুব বড়ো হ'লেও, পুরুষদের মুখে গোঁফ-দাড়ীর অপ্রাচুর্য। এদেশের মেয়েদের অনেকের ঠোঁট দুটী একটু আধ-খোলা মতন থাকে, তাতে মুক্তা-ধবল দাঁত একটু দেখা যায়, হঠাৎ দেখে মনে হয় এরা কি যেন ব'লতে চাচ্ছে, কিন্তু ব'ল্তে গিয়ে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা থেকে এতদিন পর্য্যন্ত নিভৃতে পালিত সারল্য-মণ্ডিত এই সমস্ত জনপদ-কন্যাদের মুখে এই wistful অর্থাৎ অস্ফুট প্রশ্নময় ভাবটী বাস্তবিকই আমাদের বড়ো মনোহর ব'লে বোধ হ'ত। বলিদ্বীপের রূপকারেরা এদেশের মেয়েদের আর পৌরাণিক দেবীদের ছবিতে বা মূর্তিতেও এই ঈষৎ-প্রকটিত-দন্তরুচি-কৌমুদীটুকু বর্জ্জন ক'রতে পারে নি—বলীর পটের বা মূর্তির এই একটী বিশেষত্ব। এ দেশের পোষাকে রঙের বাহুল্য একটা লক্ষ্য করার জিনিস। একটা কথা শুনেছিলুম যে, যে দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশী, সবুজের ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানকার লোকেরা বর্ণ-সুষমা বিষয়ে প্রকৃতি-দেবীর মুক্ত হস্তের দান পেয়ে নিজেদের সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকে—পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে—বর্ণ-সম্বন্ধে উদাসীন হয়; উদাহরণ-স্বরূপ বাঙলাদেশের আর মালাবারের পোষাকে রঙের অভাবের কথা শুনি। মালাবারে আর বাঙলাদেশে মেয়ে-পুরুষে রঙীন কাপড় ছেড়ে সাদাটাই আজকাল বেশী প'রছে বটে, কিন্তু বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বলা যায় যে এই যে বর্ণজ্ঞান-হীনতা, এটা হালের, আর মধ্য-উনবিংশ শতকের ইংরেজী মনোভাবের প্রভাবের ফল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নানা রঙের কাপড় প'রতে লজ্জা বোধ ক'রতেন না। এখন আবার রঙ্ ফিরে আস্ছে—পুরুষের পোষাকে। রঙীন লুঙ্গী এখন সাদা সুতোর কাপড়কে তাড়াচ্ছে। ২৫।৩০ বছর পূর্বে বাঙলা দেশে কয়জন লোক লুঙ্গী প'রত? বাঙলার মুসলমান কৃষাণেরাও সেই সনাতন ধুতীরই ভক্ত ছিল। পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান খালাসী আর বর্মা-গামী কৃষাণেরাই বর্মা থেকে লুঙ্গীর আমদানী করে, ক্রমে রঙীন লুঙ্গী এখন বিশেষ ক'রে বাঙালী মুসলমানেরই পোষাক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, শখ ক'রে বাঙালী হিন্দু বাবু-ভেইয়ারাও প'রছেন; কালে হয় তো রঙীন লুঙ্গী

আমাদের পোষাক হ'য়ে দাঁড়াবে, আর এই রকম ক'রে আমাদের পরিধেয়ে একটু নোতুন-ভাবে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘ'টবে। এই বর্ণ-প্রীতিটুকু পুরুষদের পোষাকে শীতের কাপড়ে শাল-র্যাপারে এখনও যা একটু বজায় আছে। গুজরাটের বহু স্থল বাঙলার মতনই সবুজ, কিন্তু সেখানকার মেয়ে আর পুরুষদের পরিধেয়ের বর্ণ-বিন্যাসের সৌন্দর্য সর্বজন-বিদিত। বর্ণ-প্রিয়তার সঙ্গে দেশের প্রকৃতির অবস্থার কোনও যোগ আছে ব'লে মনে হয় না। বেশী দিনের কথা নয়, অষ্টাদশ শতকে ইংলাণ্ডের পুরুষেরাও মেয়েদের মতন লাল নীল সবুজ প্রভৃতি নানা রঙের কোট-জামা প'রত; চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে রঙের বাহার আরও বেশী ছিল; আর এখন ইউরোপে কালো রঙই গ্রাহ্য, রুমালে মোজায় আর টাইয়ে যা একটু রঙ এখন চলে। শিক্ষা, রুচি, অর্থ—এই গুলির উপর বর্ণ-প্রিয়তা নির্ভর করে। বাঙালী জা'তের রুচি গিয়েছে, শিক্ষা ভালো নেই, অর্থ তো নেই-ই। যাক্—বলিদ্বীপের মেয়ে পুরুষে আগে এ দেশেই তৈরী ছাপা বা ছোবানো কাপড় প'রত, এখন বেশীর ভাগ বিলেতী কাপড়ই পরে, কিন্তু এই কাপড়ে খুব নক্‌শা কাটা থাকে, ফুল আর পাতার বিচিত্র নক্‌শা-ই বেশী। মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরাই যেন নক্‌শা-করা ছাপা কাপড় একটু বেশী পছন্দ করে ব'লে মনে হ'ল। তিন খানা কাপড় হ'লে তবে বলিদ্বীপের পরিধেয় সম্পূর্ণ হয়—প্রাচীন বাঙলা বইয়ে যেমন আছে—"একখান কাছিয়া পিন্ধে, একখান মাথায় বান্ধে, আর খান দিল সর্ব গায়"—ধোত্র, উষ্ণীষ, উত্তরীয়। আজকাল যবদ্বীপের আর আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে একটা ক'রে জামা-ও গায়ে চ'ড়ছে, হয় ইউরোপীয়দের মতন গলা-আঁটা সাদা জীনের কোট, নয় মালাইদের মতন ঢিলা কোর্তা। খালি পা-ই আগে রেওয়াজ ছিল, ক্বচিৎ চাপলি প'রত, কিন্তু ইউরোপীয় জুতো আর মোজা অনেকের পায়ে উঠ্‌ছে। মোটের উপর, বলীর সাবেক পুরুষদের পোষাক বেশ ছিল, বেশ সুদৃশ্য, লোকগুলির চেহারার সঙ্গে সুন্দর মানাত'।—বলীর পুরুষের পোষাককে সম্পূর্ণ ক'রতে হ'লে আর একটা জিনিসের দরকার হ'ত—একখানা বড়ো ছোরা, বা তলওয়ার, যাকে 'ক্রিস্' বলে। হাতলে সোনার রাক্ষস-মূর্তি-ওয়ালা এই বিদ্যুৎ-লতানো বাঁকা তলওয়ার এরা পিঠে বাঁধ্‌ত, সামনে বা পাশে ঝুলিয়ে' রাখার রেওয়াজ ছিল না।—বলিদ্বীপের মেয়েদের পোষাক শীঘ্র-শীঘ্র অপ্রচলিত হ'য়ে প'ড়বে, আর প'ড়ছে,—যত বেশী ক'রে ও-দেশে বিদেশীর আমদানী হ'চ্ছে। মেয়েদের পরনে তিন খণ্ড বস্ত্র থাকে—একখানা ছোটো ভিতর-বস্ত্র; তার উপরে, কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দুই আড়াই ফের দিয়ে জড়ানো, আর কাপড়ের সরু কটি-বন্ধ দিয়ে বাঁধা, একখানা বস্ত্র, যাকে 'কাইন্' বা কাপড় বলে—এরা সারঙ্ বা লুঙ্গীর মত সেলাই-করা কাপড় পরে না—এই কাইনের দ্বারা উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত হয় না, তার জন্য তৃতীয় আর একখানা কাপড় থাকে, খুব কম চওড়া একখানা চাদরের মতন,—এই উত্তরীয় আবার প্রায়ই নেটের বা জালের কাপড়ের হয়; বলীর মেয়েরা কিন্তু এই চাদর খুলে গায়ে মুড়ি দিয়ে পরে না, হয় কাঁধে ফেলে রাখে, নয় কোমরেই জড়িয়ে' রাখে। পরিচিত অপরিচিত সকলের সামনে এইরূপে নিরাবরণ-বক্ষে চলা-ফেরা করা এই দেশের রীতি। কিন্তু এই রীতি যে সত্য-যুগের উপযুক্ত ছিল, সে সত্য-যুগ আর থাক্‌ছে না। উত্তর-বলী বহুদিন থেকে ডচেদের অধীনে আছে; সেখানে সভ্যতার সংস্পর্শে আসায়, জামা এখন মেয়েদের পোষাকের একটী অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্য- আর দক্ষিণ-বলীতেও আস্তে-আস্তে এখন জামা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রছে। মেয়েদের এইরূপ পোষাক, বা পোষাকের অভাব—যা আধুনিক রুচি অনুসারে বর্জনীয়—তা এক সময়ে আমাদের ভারতবর্ষেও সাধারণ ছিল। মালাবারের পল্লী-অঞ্চলে নায়র আর অন্য-জাতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই রীতি এখনও প্রচলিত। দেহ যাতে সু-সমাবৃত হয়, মেয়েদের এইরূপ পোষাক আমাদের ভারতবর্ষে ঠাণ্ডাদেশের অধিবাসী আর্যেরাই আনে ব'লে অনুমান হয়। ঈরানে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে পাথরে-খোদাই-করা ঈরানী আর্য মেয়েদের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে অবগুণ্ঠনবতী আবৃতদেহা আর্য রমণীর পরিচ্ছদের ধারণা ক'রতে পারা যায়। ভারতের অনার্য দ্রাবিড়, কোল [illegible]শ্বোরদের মেয়েদের পরিচ্ছদ এরূপ (অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষিত রুচি অনুসারে) শালীনতাময় ছিল না। রাঁচির

পল্লী-অঞ্চলের কোলেদের মেয়েদের দেখ্‌লে বুঝতে পারা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম আর ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন তামিল সাহিত্যে মেয়েদের পোষাক যা বর্ণিত হ'য়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে দ্রাবিড়-দেশে ঐ যুগে মালাবারের মতনই ব্যবস্থা ছিল। সাঁচী-বরহুতে, খণ্ডগিরি-উদয়গিরিতে, মথুরায়, অমরাবতীতে, মহাবলিপুরে, অন্যত্র সব জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের নারী-মূর্তি, আর অজন্টার, বাঘের, সিত্তন্নবসলের আর সিংহলের সিগিরিয়ার ভিত্তি-চিত্রে নারী-চিত্র—এ সব দেখে মন হয়, মেয়েদের পোষাক বিষয়ে প্রাচীন অনার্য ভারত, ইন্দোচীন আর ইন্দোনেসিয়া, একই দেশ ছিল। ভারতে হয় তো পাঞ্জাব-অঞ্চলে আর্য প্রভাবে—আর শীতের প্রতাপে—সভ্য ভব্য পরিচ্ছদই সাধারণ হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রায় সমগ্র ভারতে অনার্য প্রভাবই বলবান্ থাকায়, অন্যত্র প্রাচীন রীতিই অক্ষুণ্ণ ছিল—অন্ততঃ বিদেশী তুর্কী মুসলমানের আগমন পর্যন্ত। সুদূর বলিদ্বীপ প্রাচীন ভারতের এই পরিধেয়-বৈশিষ্ট্য আংশিক ভাবে রক্ষা ক'রেছে। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের পোষাক নিয়ে কত না কথা বলা যায়—কত সংস্কৃতির, সামাজিক রীতি-নীতির লুপ্ত স্তর, গুপ্ত কথা, অতীত ইতিহাস, এই পরিচ্ছদকে অবলম্বন ক'রে র'য়েছে। পাঞ্জাবী মেয়েদের লহঙ্গা বা পাজামা, কুর্তি আর চাদর; রাজপুতানার মেয়েদের লহেঙ্গা, কাঁচলী, ওড়না; উত্তর-ভারতের আর গুজরাটের মেয়েদের সামনে-কোঁচা ডান-কাঁধ-ঢাকা ঘোমটা-টানা সাড়ী, আর দুপট্টা; মারহাট্টাদেশের মেয়েদের কাছা-দেওয়া মাথা-খোলা সাড়ী; পশ্চিম-বাঙালার বাঁ কাঁধ আর মাথা ঢাকা সাড়ী; পূর্ব-বঙ্গের ফেরতা দিয়ে-পরা সাড়ী,—আর সঙ্গে-সঙ্গে কোল মেয়েদের আর মালাবারী মেয়েদের অনাবৃত-উর্ধ্বাঙ্গ কাপড় পরার রীতি;—এ-সবকে অবলম্বন ক'রে, ভারতের নানান্ জা'তের অতীত সংস্কৃতির খবর লুকিয়ে' র'য়েছে।—প্রাচীন ভারতে মেয়েদের গায়ের জামা যে ছিল না, তা নয়, অজন্টায় আর অন্যত্র তার ছবি আছে। কিন্তু অনার্য পদ্ধতি অনুসারে, গায়ে কিছু না দেওয়াই যে সাধারণ রীতি ছিল, এইটাই অনুমান হয়।

বলিদ্বীপের মেয়েরা অপূর্ব সৌষ্ঠববতী, তন্বঙ্গী। এদেশে কি মেয়ে কি পুরুষ কাউকেও আমরা অতি-কৃশ বা অতি-স্থূল দেখেছি ব'লে মনে হয় না। বলীর মেয়েরা মাথায় ক'রে সব জিনিস ব'য়ে নিয়ে যায়। কোথায় যেন প'ড়েছি, মাথায় ক'রে জিনিস নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসের ফলেই মেয়েদের গতিভঙ্গী এই রকম ছন্দোময় হ'য়ে যায়। এরা যখন একক বা অনেকে সার বেঁধে জিনিস-পত্র মাথায় ক'রে নিয়ে চলে,—কি তাদের দৈনন্দিন কাজে, কি উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে বা স্থানীয় রাজবাটীতে—তখন এদের ঋজু শুদ্ধ-সংযত দেহ-সুষমা আর রাজ্ঞীর মত গৌরব-দৃপ্ত চলন-ভঙ্গী এক অতি অপূর্ব আর দুর্লভ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এদেশের মেয়েরা সাধারণতঃ 'কাইন' বা পরিধেয়-বস্ত্রের জন্য একটী রঙ-ই বেশী পছন্দ করে,—কৃষ্ণাভ নীল রঙ; আর উত্তরীয়টীর রঙ সাধারণতঃ হয় হ'ল্‌দে। বলিদ্বীপের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে যে চমৎকার কবিতাটী লেখেন, যেটী ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে "বালী" নামে প্রকাশিত হয়, তাতে বলিদ্বীপের মেয়েদের পরিধেয়ে এই দুই রঙের কথা তিনিও লক্ষ্য ক'রে গিয়েছেন—

> শিথিল পীত বাস
> মাটির 'পরে কুটিল রেখা, লুটিল চারি-পাশ।
> নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
> চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।......
> কটিতে ছিল নীল দুকুল, মালতী-মালা মাথে,
> কাঁকণ দুটী ছিল দুখানি হাতে।

কষিত-কাঞ্চনাভ গৌরবর্ণ দেহে কটিদেশে কৃষ্ণ-নীল পরিধেয়ের উপরে আবেষ্টিত এই কাঞ্চন-বর্ণের উত্তরীয়,—এ সমাবেশ এতে অপরূপ সুন্দর হয়। মেয়েদের গায়ে গয়না নেই ব'ল্‌লেই হয়—বড়ো জোর এক হাতে বা দু হাতে সরু

কাকন একগাছি ক'রে পরে। এদের দেশের আর একটা রীতির কথা এইখানে ব'লে নিই—হাটে বাটে মাঠে গৃহমধ্যে এই গাত্রাবরণ উত্তরীয়ের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে উদাসীন হ'লেও, দেব-মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করবার সময়ে এরা এ বিষয়ে সংযত হয়, তখন উত্তরীয়ের আবেষ্টন দ্বারা বক্ষোদেশ আবৃত ক'রে থাকে, কিন্তু অংসদেশ অনাবৃত রাখে। দেব-মন্দিরে প্রবেশের সময়ে বা দেবতার সামনে পূজা-অর্চনার সময়ে এরূপ ব্যবস্থা হ'ল কেন? এটা কি আর্য মনোভাবের প্রভাবেই ঘ'টেছে, যে প্রভাব ভারতের ব্রাহ্মণ্যের মধ্য দিয়ে কার্যকর হ'য়েছিল? অথচ প্রাচীন ভারতের দেবদেবীদের মূর্তি-কল্পনায়, অঙ্গাবরণ বস্ত্র সম্বন্ধে আধিক্য দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতের রাজা-রাজড়ারা খালি গায়েই থাকতেন—ছবি আর খোদিত মূর্তি দেখে, রাজান্তঃপুরিকাদের সম্বন্ধেও ওই কথাই বলা যায়। তামিল দেশে তো জামা-গায়ে-দেওয়া প্রাচীন কালে সৈনিক কিংবা ভৃত্যেরই পরিচায়ক ছিল।—বলিদ্বীপের প্রাচীন প্রথায়, কেবল চরিত্রহীনা সাধারণী স্ত্রীদেরই দেহ পূর্ণ-ভাবে আবৃত রাখ্‌তে হ'ত, সদ্বংশীয়া কন্যা বধূ গৃহিণীরা বক্ষোবাস বিষয়ে নিরাবরণ হ'য়েই থাকতেন। এখন অবশ্য সর্বত্রই মালাই 'কাবায়া' বা লম্বা ঢিলা জামার চল বেড়ে যাচ্ছে।

প্রাচীন বাঙলার লক্ষ্মণসেন মহারাজার সভার কবি ধোয়ী, মেঘদূতের অনুকরণে রচিত তাঁর 'পবনদূত' কাব্যে লিখেছেন—

> গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
> যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
> শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীম্ ভূমিদেবাঙ্গনানাং
> তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি॥ ২৭॥

এই শ্লোক থেকে গঙ্গার ধারের সুহ্মদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ে—আজকালকার হুগলি জেলায়—ভূমিদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ঘরের মেয়েদের কানে তাল-পাতার গহনা পরার কথা পাওয়া যাচ্ছে। এখনও মালাবারে আর ভারতের অন্যত্র কানে তাল-পাতার গোঁজ প'রে থাকে। কুমারী মেয়েদের কানে পাকানো তাল-পাতার গোঁজ এই বলিদ্বীপে খুবই প্রচলিত। প্রাচীন ভারতে যেমন, তেমনি এখানেও নাক-ফোঁড়বার বর্বর প্রথা নেই। আর কি পুরুষ কি মেয়ে সকলেই কানের পাশে দুই-একটা ফুল পরে—চাঁপা, গন্ধরাজ, জবা, আর পুরুষেরা প্রায়ই মাথার রুমালের নীচে, কপালের ঠিক উপরে, একটী ফুল গুঁজে রাখে।

বাঙলির পথে আমরা এই-সব দৃশ্য দেখতে-দেখতে চ'ললুম। এই রকম মেয়ে আর পুরুষের দল দেখে—দলের মধ্যে নানা রঙের ছাতা নিয়ে আবার চলেছে, এ ছাতা হালের লোহার সিকওয়ালা বিলেতী ফ্যাশনের ছাতা নয়, পুরাতন ছাঁদের তাল-পাতার ছাতা, সাদা লাল নানা রঙের কাপড়ে মোড়া—দেখে, মাঝে-মাঝে মনে হ'তে লাগ্‌ল, এ কি! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! এ অজন্টা আর বাঘ গুহার দেয়ালে আঁকা আর প্রাচীন ভারতের মন্দিরের গায়ে খোদা স্ত্রীলোক আর পুরুষেরা হঠাৎ কোনও যাদুকরের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে শিল্পের চিরস্থির কল্পলোক থেকে অবতীর্ণ হ'য়ে, এই বলিদ্বীপের মনোহর প্রাকৃতিক পট-ভূমিকার সামনে জীবন্ত হ'য়ে যেন চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে! এরা ভারতীয়দের মতন শ্যামবর্ণ নয়, আর গায়ে অলঙ্কারের প্রাচুর্য নেই—এই যা পার্থক্য। এরা আপন মনে চ'লেছে, চকিত দৃষ্টিতে আমাদের তিনখানি মোটরের সারির প্রতি তাকিয়ে' দেখ্‌ছে—প্রথমটীতে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত-জ্ঞানোজ্জ্বল-দৃষ্টি-মণ্ডিত মুখের প্রতি কেউ-কেউ সম্ভ্রমের সঙ্গে নেত্র-পাত ক'রছে বটে—কিন্তু এই সব বলিদ্বীপের জানপদগণ অনুমান ক'রতেও পারছে না, কতদূর থেকে আমরা ক'জন ভারতবাসী এসেছি, তাদের-ই মধ্যে আমাদের পিতৃপুরুষদের জ্যোতি দেখ্‌তে পাবো ব'লে আশা ক'রে এসেছি—আর তাদের-ই

মধ্যে এমনি অনপেক্ষিত সুন্দর ভাবে তাদের বাহ্য জীবনের স্রোতের একটা পরিদৃশ্যমান প্রবাহ দেখ্‌তে পেয়ে আমরা কতটা পুলকিত হ'চ্ছি!

বাঙ্‌লি গ্রামের যত কাছে গিয়ে প'ড়ছি, উৎসবমুখী জনতা ততই বাড়্‌ছে। শেষটা রাস্তায় ভীড় এত বেশী হ'তে লাগ্‌ল, যে আমাদের গাড়ী আস্তে-আস্তে চ'লতে বাধ্য হ'ল, শেষটায় যেন ভীড়ের স্রোতে বাহিত হ'য়ে আমরা চ'ল্‌লুম। লোকেদের গায়ের রঙে, আর কি মেয়ে কি পুরুষ সকলকার দৈহিক সৌন্দর্যে, তাদের রঙীন কাপড়ে, তাদের কানে আর মাথায় পরা ফুলে আর ফুলের মালায়—আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্যের পর দৃশ্য খুলে যেতে লাগ্‌ল, তাতে আমরা একটা রূপের আর সৌরভের অজ্ঞাত মায়া-রাজ্যের মোহের মধ্যে যেন প'ড়ে গেলুম। আমাদের গাড়ী অবশেষে এক চৌরাস্তার উপর এসে থাম্‌ল। দেখি, সামনে কাঁচা বাঁশের কতকগুলি উঁচু মঞ্চ; বাঁশের চাঁচাড়ীর দেওয়ালের পিছনে আমরা র'য়েছি ব'লে ভিতরের ব্যাপার কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ডান দিকে বলিদ্বীপের বাস্তু-রীতিতে তৈরী একটা সুন্দর বাড়ী। গাড়ী থাম্‌তে অতি চমৎকার তালময় বাজ্‌নার ধ্বনি কানে এল'। এখানে লোকের ভীড় যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে।--কোপ্যারব্যার্গ সামনে শোফারের পাশে ছিলেন, দাঁড়িয়ে' উঠে ব'ল্‌লেন—এইবার আমরা বাঙ্‌লিতে পৌঁছুলুম, এখন নাম্‌তে হবে। কবি আর অন্য সহযাত্রীরা নামলেন, স্বপ্নাবিষ্ট মতন আমিও নামলুম॥

———

৬। বলিদ্বীপ—বাঙ্‌লি

শুক্রবার ২৬শে অগস্ট, ১৯২৭।

বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা তখন হবে, রোদ্দুর খুব কিন্তু ততটা গরম বোধ হ'চ্ছিল না। বাঙলিতে নেমে প্রথমটা এই অপ্রত্যাশিত লোকের ভীড় আর অদৃষ্ট-পূর্ব নোতুন কাণ্ড-কারখানা দেখে আমরা একটুখানি কিংকর্তব্যবিমূঢ়-গোছ হ'য়ে গিয়েছিলুম। কোথায় উঠ্‌ছি, কি কি দেখবো, কি ক'রতে হবে, কিছুই জানি না। বলিদ্বীপের অনুষ্ঠানগুলির বিষয়ে জরমান লেখক Krause ক্রাউসের বলিদ্বীপ-সম্বন্ধীয় ছবির বই দেখে, আর অন্য বই কিছু প'ড়ে, কিছু-কিছু ধারণা আছে মাত্র। দক্ষিণ-মুখো হ'য়ে একটা চৌরাস্তায় আমাদের গাড়ী তো দাঁড়ালো। চৌরাস্তাটী বলিদ্বীপের মেয়ে আর পুরুষদের ভীড়ে ভর্‌তী, তিল-ধারণের-ও স্থান নেই ব'ল্‌লেই হয়। রবীন্দ্রনাথ নামলেন, তাঁর সঙ্গে আমরা; কোপ্যার্‌ব্যার্গ পথ দেখিয়ে' আগে-আগে চ'লছেন—লোকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। এই ভীড়ের একটী গুণ দেখলুম—এরা অতি মৃদু-ভাবে কথা-বার্তা ক'র্‌ছে, প্রায় হাজার দুই লোক জড়ো হ'য়েছে, কিন্তু অনাবশ্যক চেঁচামেচি একটুও নেই—জা'তটীকে বেশ ভব্য, কোমল, ধীর প্রকৃতির ব'লে মনে হ'ল। আর তার উপরে এদের সৌষ্ঠবপূর্ণ আকৃতি, মানান-সই, রঙচঙে' কাপড়-চোপড়, আর মনোহর ছন্দোময় গতি-ভঙ্গী। গাড়ী থেকে নেমে ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমরা চৌরাস্তার পশ্চিম মুখে সড়কে ঢুকলুম। তখন আমাদের ডান দিকে প'ড়্‌ল একটী বলিদ্বীপের প্রাসাদ, তার এক কোণে লোক-জন বস্‌বার জন্য উঁচু, চারিটী খুঁটির উপরে ছাতওয়ালা একটা ছতরীর মতন, বলিদ্বীপের ঢঙে তৈরী—যেমন ছতরী রাজপুত আর মোগল রীতির বাড়ীতে পাওয়া যায় সেই জাতীয়, তবে বাস্তু-রীতিতে একেবারে অন্য ধরণের।

লাল ইটে তৈরী বাড়ীর দেয়াল, উঁচু তোরণ, মাঝে-মাঝে কালো পাথরের উপর নক্‌শা কাটা, লাল ইটের মধ্যে এই পাথর লাগিয়ে' দিয়ে বাহার ক'রেছে। বাঁ দিকে একটা বড়ো মাঠ ছিল, সেই মাঠে কাঁচা বাঁশ দিয়ে কতকগুলি উঁচু মাচা বেঁধেছে, তাল-পাতায় তৈরী নানা রকম ফুল-পাতা ঝালর দিয়ে, রঙীন আর সোনালী কাগজ আর কাপড় দিয়ে, মাচাগুলি সাজানো হ'য়েছে,—অতি সুন্দর-ভাবেই সাজানো হ'য়েছে, আর ধব্‌ধবে' সাদা সুতির কাপড় দিয়ে, মাচার সবুজ বাঁশ আর বাঁশের চাঁচাড়ীর ঝাঁপ প্রভৃতি ঢেকে দেওয়া হ'য়েছে। মাচাগুলি বেশ খড়ে ছাওয়া হ'য়েছে; এগুলিকে মাচা না ব'লে, মণ্ডপ ব'ললেই হয়। বাঁশের আর চাঁচাড়ীর তৈরী পথ বেয়ে এগুলির উপরে উঠতে হয়। গুটী চারেক এই রকম মণ্ডপ আমাদের বাঁ ধারের মাঠটীতে ক'রেছে। একটী বড়ো, পশ্চিম-মুখো; তার সামনে দুটী ছোটো, তা'র একটীর উঠবার পথ পশ্চিমে, একটীর দক্ষিণে, আর এ ছাড়া আর একটী। এই মণ্ডপগুলির আশেপাশে লোক একেবারে যেন গিশ্‌গিশ্‌ ক'রছে।

অনুষ্ঠানটী হ'চ্ছে বাঙ্‌লির রাজা বা জমীদার—যাঁর উপাধি হ'চ্ছে Poenggawa বা 'পুঙ্গব'—তাঁর এক আত্মীয়ের (বোধ হয় তাঁর এক খুড়োর) আদ্য শ্রাদ্ধ। বলিদ্বীপের ভাষায় এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে 'মেমুকুর্' বলে। দাহ হ'য়ে গিয়েছে দিন বারো আগে, আর মৃত্যু হ'য়েছিল দাহের ৪।৫ মাস পূর্বে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বলিদ্বীপে দাহ করে না, কাঠের শবাধারে মৃতদেহ রেখে দেয়, তারপরে পুরোহিত পাঁজী-পুঁথি দেখে ভালো দিন স্থির ক'রে দেন, সেই দিনে মৃতদেহের সংকার হয়। বছরে দুবার এই দাহকর্মের উপযোগী ভালো সময় আসে, কাজেই চার-পাঁচ মাস ধরে মৃতদেহ রেখে দেওয়া এদেশে সাধারণ ব্যাপার। বড়ো লোকের ঘরে আলাদা একটী কামরায় এইরূপে দেহ রক্ষিত হয়, সাত পুরু কাপড় জড়িয়ে' আর নানা মশলা লাগিয়ে'। কিন্তু কিছুদিন পরেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাহায্যে লোকের জানতে বাকী থাকে না যে, বাড়ীতে, পাড়ায়, বা গ্রামে, একটী মৃত্যু হ'য়েছে। এইরূপ বীভৎস ব্যাপার—মৃতদেহকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সংকার না ক'রে, তাকে রেখে দিয়ে ২।৩।৪ মাস পরে দাহ করা—হিন্দু রীতিতে দাহ করা আর আদিম ইন্দোনেসীয় রীতিতে মৃতদেহ মাঠে ফেলে দিয়ে আসা, বা কাপড় জড়িয়ে' গাছের উপরে রেখে দিয়ে আসা—এই দুইয়ের একটা আপসের ফলে হ'য়েছে। এই ২।৩।৪ মাসের মধ্যে বাড়ীতে আর একটী মৃত্যু হ'লে, সে দেহও রক্ষিত হয়, আর একত্র সংকৃত হয়। তৎপরে, নির্দিষ্ট দিনের দিন কতক আগে, শবাধার নিয়ে নানা অনুষ্ঠান—পূজা পাঠ, নৈবেদ্য-প্রদান, শ্রাদ্ধ-ভোজ, নাটক-অভিনয়, নাচ-গান, শোভাযাত্রা প্রভৃতি হয়, আর খুব ঘটা ক'রে বাঁশের তৈরী এক বিরাট শবাধারে ক'রে দেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অগ্নিকর্ম করা হয়। এতে মৃতের উত্তরাধিকারী বা আত্মীয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়। গরীব বা সাধারণ লোকে এত ঘটা ক'রতে পারে না, তারা মৃত্যুর কিছু পরেই দেহ

বলিদ্বীপে নৈবেদ্য-সাজানো—ফল ও তাল-পাতার সাজ

ভূ-প্রোথিত করে। তারপরে শুভদিনে গ্রামের বা প্রদেশের রাজা বা ভূম্যধিকারী বা অন্য ধনবান্ লোক যাঁর বাড়ীতে ঘটা ক'রে সংকার করবার জন্য দেহ রক্ষিত থাকে তাঁর আত্মীয়ের যখন অগ্নিকর্ম করেন, তখন সাধারণ লোকে মাটি থেকে দেহাবশেষ যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে, অভাবে মৃতের প্রতীক-স্বরূপ তালপত্রের মূর্তি নিয়ে, দাহকার্য সম্পন্ন করে। কাজেই একই সময়ে অনেকগুলি অগ্নিকর্ম অনুষ্ঠিত হয়—একটা বা দুটা ঘটা ক'রে, বাকী সাধারণ-ভাবে। দাহের পরে দেহাস্থি যা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ ক'রে নিকটবর্তী নদীতে বা সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। সংকারের পরে নির্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ, বা আমাদের শ্রাদ্ধের ন্যায় একটা অনুষ্ঠান করে, সেই অনুষ্ঠান হ'চ্ছে এই 'মেমুকুর।'

বাঙ্লির পুঙ্গব এর জন্য তাঁর উচ্চ-কুলোপযোগী ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁর আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন, বিস্তর প্রজা আর অন্য সাধারণ লোকও এসেছে। শ্রাদ্ধমণ্ডপগুলির মধ্যে একটীতে পুরোহিতেরা ব'সে-ব'সে তাঁদের মন্ত্র-পাঠ নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করা আর অন্য খুঁটিনাটী বহু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান যেরূপ আমাদের শ্রাদ্ধতেও আছে, তাই ক'রছেন। আর একটীতে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নানা ভোজ্য উপচার
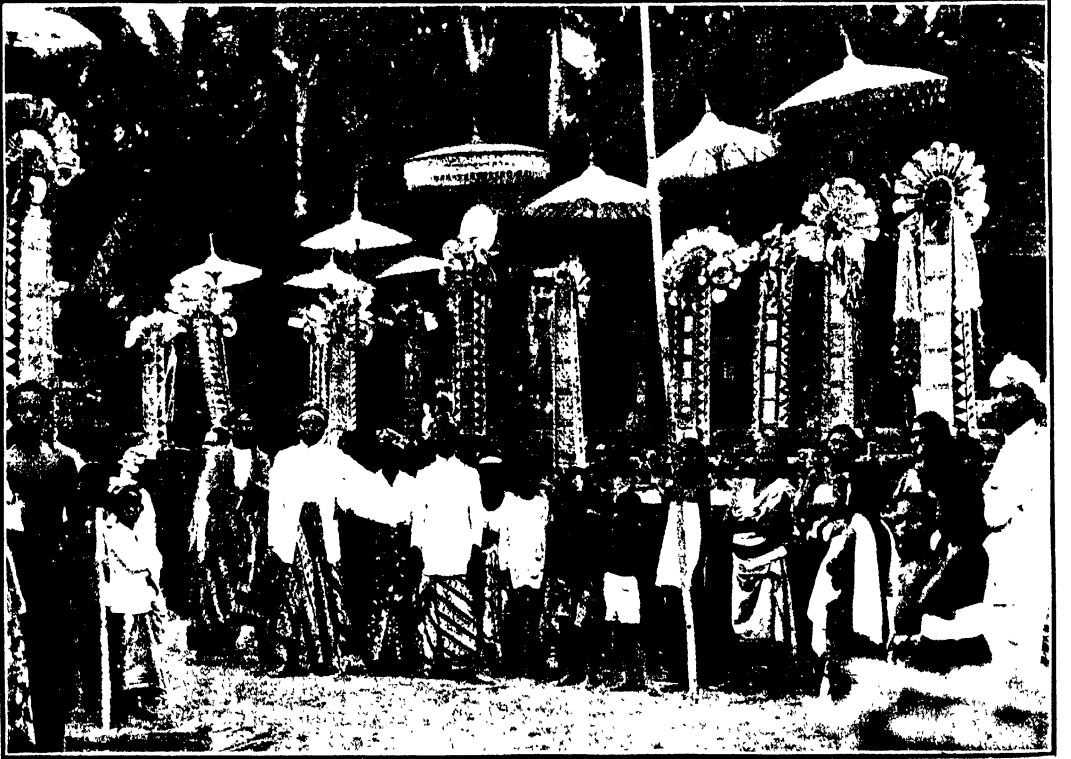
শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় মৃতগণের আত্মার প্রতীক

পরিধেয়, সোনা রূপার থালা বাটী রেকাবী প্রভৃতি তৈজস ইত্যাদি রক্ষিত হ'য়েছে—আমাদের শ্রাদ্ধসভায় 'ষোড়শ' যেমন সাজিয়ে রাখা হয়, এ যেন সেই ভাব। আর একটী মণ্ডপে দেবতাদের উদ্দেশ্যে, বাঁশ চাঁচাড়ি রঙীন কাগজ আর তাল-পাতায় তৈরী মানুষের চেয়েও বড়ো আকারের কতকগুলি মন্দিরের মতন রাখা হ'য়েছে; বলিদ্বীপের

মন্দিরে দেবমূর্তির অধিষ্ঠান-স্থান বা গর্ভগৃহকে 'মেরু' বলে, সেই মেরু যেরূপ হয় এগুলি সেইরূপ আকারের—কতকটা নেপালী মন্দির বা চীনে' পাগোডার ভাব। মোটর থেকে নামবার কালে যে সুন্দর বাজনার আওয়াজ আমাদের কানে এসেছিল, এই মণ্ডপগুলির একটীর তলায় তার বাদকেরা স্থান ক'রে নিয়েছে, খ্রীষ্টান গির্জার ঘণ্টায় যেমন নানা তালে chimes বা carillon বাজে, তাদের বাজনার তেমনি আওয়াজ,—জনতার লোকেদের আস্তে-আস্তে কথা কওয়ার সামান্য কলরবের উপরে, সমগ্র দৃশ্যটীর চমৎকার পটভূমিকার মতন শোনা যাচ্ছে। দূরে, আর একটী মণ্ডপে নিমন্ত্রিত বলিদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ আর অন্য বিশিষ্ট ভদ্র সজ্জন আর অভিজাত-বংশীয় লোকেদের বসবার জন্য স্থান হ'য়েছে। এদিকে রাস্তার ডান ধারে পূর্ব-বর্ণিত প্রাসাদটীর পশ্চিমে আর একটী মাঠে, নারিকেল-পাতায়-ছাওয়া একটী যাত্রার আসর তৈরী হ'য়েছে।

এই মণ্ডপ আর আসর সব পেরিয়ে' আমরা বাঁ দিকের মাঠে মণ্ডপগুলির লাগোয়া ইটের তৈরী একটী pavilion বা চারটী খুঁটীর উপরে ছাতওয়ালা চবুতরার মতন, বসবার একটা জায়গায় পৌঁছলুম, সেখানে অনেকগুলি চেয়ার সাজানো আছে। আমাদের সেখান-বরাবর আস্‌তে দেখে, জনকতক ইউরোপীয় আর বলিদ্বীপীয় রাজকর্মচারী আর অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি নেমে এলেন, কবিকে স্বাগত ক'রে আমাদের চত্বরে নিয়ে গেলেন। পরিচয় হ'ল—একজন ইউরোপীয় হ'চ্ছেন শ্রীযুক্ত Leonardus Johannes Jacobus Caron লেওনার্ডুস্ য়োহানেস য়াকোবস্ কারোন—ইনি বলী আর লম্বক এই দুই দ্বীপের ডচ্ Resident বা শাসনকর্তা, বাঙ্‌লির 'পুঙ্গব'—গোঁফ-দাড়ি কামানো, বলিদ্বীপীয়ের পক্ষে একটু বেশী শ্যাম বর্ণ, প্রৌঢ়বয়স্ক, প্রসন্নমুখ একটী ভদ্রলোক, পরণে বেগুনে' রঙের রেশমী বলিদ্বীপীয় বস্ত্র, গায়ে সাদা কাপড়ের গলা-আঁটা কোট, মাথায় একখানা রঙীন রুমাল বাঁধা, হাতে অনেকগুলি আংটি, পায়ে চাপ্‌লি; বলিদ্বীপের আরও দু'চার জন ডচ্ রাজকর্মচারী; Karang-Asem কারাঙ-আসেম নামে একটী খণ্ড-রাজ্যের রাজা; আর একটী খণ্ডরাজ্য Gianjar গিয়াঞ্জার-এর জমীদার, ইনি আবার ডচ্ সরকারের অধীনে Regent রেজেন্ট বা ম্যাজিস্ট্রেট—এঁদের দুজনের বাড়ীতে পরে আমরা আতিথ্য স্বীকার ক'র্‌বো স্থির হ'য়েছিল, Oeboed উবুদ-এর পুঙ্গব Gade Rake Tjokorde Soekawati গডে রাকে চকর্দে সুখবতী—পরে এঁর বাড়ীতেও আমাদের যেতে হ'য়েছিল। এ ছাড়া, আরও অন্য বলিদ্বীপীয় জমীদার আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল,

মন্দির-দ্বার-বর্তিনী নারীগণ

এঁরা সকলেই বাঙলির পুঙ্গবের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে এসেছেন। ডচেদের পরিধানে সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট, সাদা পেন্টুলেন, মাথায় বড়ো সোলার টুপী; আর বলিদ্বীপীয় অভিজাতবর্গের পোষাক বাঙলির পুঙ্গবের মতন।

রবীন্দ্রনাথকে শ্রীযুক্ত কারোন্ খুব সম্মানের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সকলের সঙ্গে পরিচয়ের প৽ শ্রীযুক্ত কারোন্ রবীন্দ্রনাথকে বলিদ্বীপে স্বাগত ক'রলেন; প্রাচীন ভারতের কীর্তি-মণ্ডিত স্মৃতি দেখবার জন্য তিনি বলিদ্বীপে এসেছেন, শ্রীযুক্ত কারোন তাঁর আশা জ্ঞাপন ক'রেন যে রবীন্দ্রনাথ যা দেখ্তে এসেছেন তা দেখে খুশী হ'য়ে যাবেন,—অধিকন্তু তিনি আশা করেন, তাঁর আগমনে বলিদ্বীপীয়দের এই মনোহর হিন্দু সংস্কৃতি আরও সুদৃঢ় হবে। রবীন্দ্রনাথ যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। পথে আস্তে-আস্তে বলিদ্বীপের দৃশ্য আর লোকেদের দেখে তিনি যে মোহিত হ'য়ে গিয়েছেন, সে কথা ব'ল্লেন। আধুনিক ভারতবর্ষ আর বলিদ্বীপ পরস্পরকে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য জানুক্, এই হ'চ্ছে তাঁর কামনা, এটী হ'চ্ছে তাঁর আগমনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য—এ কথা ব'ল্লেন। ডচেরা দ্বীপময়-ভারতের প্রাচীন আর আধুনিক সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ক'র্বার জন্য যে-সব কার্য ক'রছে, কবি তারও প্রশংসা-সূচক উল্লেখ ক'র্লেন।—বলিদ্বীপীয় শিষ্ট আর অভিজাত ব্যক্তিগণ বিনীত শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মিত-হাস্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা ক'রলেন, বাঙলির পুঙ্গব রবীন্দ্রনাথকে মালাই ভাষায় দু-চার কথা ব'লে তাঁর গৃহে স্বাগত ক'র্লেন। ডচ কর্মচারীরা বলিদ্বীপীয় রাজাদের সঙ্গে মালাই ভাষায় কথা কইছিলেন, কেবলমাত্র একজন রাজা ডচ্ জানেন, তিনি ডচই ব্যবহার ক'রছিলেন—তিনি হ'চ্ছেন উবুদের পুঙ্গব গডে রাকে চকর্দে সুখবতী। রবীন্দ্রনাথ আসছেন, সে কথা এঁরা শুনেছিলেন; ডচ্ কর্মচারীদের কাছে শুনে, তাঁর ব্যক্তিত্ব, আর আধুনিক শিক্ষিত জগতে তাঁর স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধারণা ক'রেছেন।

আমরা বুলেলেঙ-এ যে মোটরে চড়ি, তার চালক ছিল একজন বলিদ্বীপীয়—হিন্দু। এ দেশে 'হিন্দু' এই শব্দটী অজ্ঞাত; তবে ডচেদের সম্পর্কে এসে, Hindoe এই শব্দটী যে ভারতবর্ষের তথা প্রাচীন দ্বীপময় ভারতের আর আধুনিক বলিদ্বীপের ধর্ম আর সংস্কৃতিকে বোঝায়, এ কথা এখানকার লোকেরা এখন শিখ্ছে। সাধারণতঃ এদের বৌদ্ধ-মিশ্র তান্ত্রিক শৈব ধর্মকে এরা Agama Bali 'আগম বলী' বা 'বলিদ্বীপের ধর্ম' ব'লে থাকে; কখন কখন Agama Siwa বা Agama Boeda 'শিব বা বুদ্ধের ধর্ম' ও বলে—Agama Hindoe শব্দের ততটা প্রচার হয়নি। এ-ছাড়া, যবদ্বীপের মুসলমান ধর্মকে Agama Slam বলে, আর ডচেদের খ্রীষ্টান ধর্মকে Agama Belanda অর্থাৎ 'হলাণ্ডের ধর্ম' বা Agama Kristen অর্থাৎ 'খ্রীষ্টান ধর্ম' ব'লে থাকে। রবীন্দ্রনাথকে গাড়ীতে চড়িয়ে' নিয়ে যাচ্ছে, মোটর-চালক তাঁকে দেখে; পার্শ্বে উপবিষ্ট কোপ্যার্ব্যার্গকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, ইনি কে। কোপ্যার্ব্যার্গ মালাইয়ে ব'ললেন—ইনি Voor-India বা Hindoestan থেকে আগত Mahagoeroe 'মহাগুরু'। 'মহাগুরু'—এই উপযোগী শব্দদ্বারা রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় হ'ল—মোটর-চালককে আর বেশী কিছু বল্তে হ'ল না। কিন্তামানির ডাক-বাঙ্লাতে মোটর চালক দু-চার জন ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই ভাবেই দিয়েছে—'হিন্দুস্থান থেকে আগত মহাগুরু।' পরে সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ বলিদ্বীপে এই নামেই পরিচিত আর অভিহিত হ'তে থাকেন। আর আমার সঙ্গে আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ের সাহায্যে আর ডচ্ বন্ধুদের মধ্যস্থতায় এখানকার রাজা আর ব্রাহ্মণ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে 'মহাগুরু' ব'লেই উল্লেখ ক'রতেন। বাঙ্লির নিমন্ত্রণ সভাতেও সহজেই রবীন্দ্রনাথের এই বিরুদ বা অভিধা বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গেল।

শ্রীযুক্ত কারোন-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমার পরিচয় করিয়ে' দিলেন, আমার সম্বন্ধে তিনি দু-চারটী উচ্চ প্রশংসার কথা ব'ল্লেন, যাতে আমার নিজের অযোগ্যতা স্মরণ ক'রে আমি মনে-মনে বিশেষ লজ্জিত বোধ ক'রলুম। রাজাদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হ'ল। বাঙালীর পোষাক, ধুতী পাঞ্জাবী চাদর প'রে র'য়েছি; ডচ্ বন্ধুরা বিশেষ ক'রে আমার পরিচয় দিলেন যে আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্মণ। আমার মালাই ভাষার পুঁজি অতি অল্প, শ' দেড় দুইয়েক শব্দও হয় তো আয়ত্ত হয় নি;—যেটুকু দখল হ'য়েছে, তার সাহায্যে পথে-ঘাটে চলা-ফেরা করা যায়, চাকর-বাকরদের সঙ্গে কথা কওয়া যায় মাত্র, কিন্তু কোনও ভদ্রলোকদের সঙ্গে দুদণ্ড

আলাপ করা যায় না। পকেটে একখানি ছোট্টো ইংরেজী-মালাই অভিধান আছে, আবশ্যক-মতন সেখানি দেখে শব্দ সংগ্রহ ক'রে কাজে লাগাই, কিন্তু এ ভাবে আলাপ বেশী দূর এগোতে পারে না। সুতরাং এ যাত্রা এঁদের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ কিছু অগ্রসর হ'তে পার্‌ল না।

পুজা-রত 'পদণ্ড' (ব্রাহ্মণ পুরোহিত)

শ্রাদ্ধ-মণ্ডপ

বলি আর লম্বকের রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত কারোন্ অতি চমৎকার লোক। ইনি আমায় একটী পাতলা চেহারার ডচ্ যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দিলেন—এঁর নাম ডাক্তার R. Goris খোরিস্, ইনি বলিদ্বীপের হিন্দু ধর্ম, অনুষ্ঠান আর সংস্কৃতির চর্চা ক'রছেন, এঁরই লেখা ডচ্ ভাষায় বলিদ্বীপের হিন্দু মন্ত্র আর আচার সম্বন্ধে একটী বইয়ের ইংরেজী সমালোচনা বাকের কাছ থেকে নিয়ে প'ড়েছিলুম। হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার যাতে বলিদ্বীপে হয়, তদ্বিষয়ে কারোন-সাহেবের পূরা সহানুভূতি আর সমর্থন আছে দেখ্‌লুম। ভারতবর্ষ থেকে আগত এদেশের সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে এদের আবার যোগ সাধন হয়, এটী তিনি সর্বান্তঃকরণে চান। শ্রীযুক্ত কারোন্ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শ্রাদ্ধমণ্ডপগুলির আশে-পাশে একটু ঘুর্‌লেন, সঙ্গে ডচ পার্ষদ আর বলিদ্বীপের রাজারাও রইলেন, কিন্তু সে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে চলা-ফেরা করা কবির পক্ষে একটু কঠিন ব্যাপার, আর পথ অধর বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে মণ্ডপগুলিতে ওঠা তাঁর পক্ষে আরও কষ্টকর। কবি ফিরে এসে আমাদের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব'সলেন, অন্য ডচ্ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলেন। এদিকে এই অপূর্ব জন-সমাগম আর উৎসব-অনুষ্ঠান ছেড়ে আমরা থাক্‌তে পারলুম না—সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, বাকে-রা, আমি, আমরা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলুম। ডাক্তার খোরিস্ আর শ্রীযুক্ত কারোন্ অনুগ্রহ ক'রে

আমাদের সঙ্গে এলেন—আমাদের কিছু-কিছু সব ব্যাপার বুঝিয়ে' দেবার জন্য। মুস্কিল হ'ল, ডাক্তার খোরিস্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর খুব উদার-হৃদয় দরদী ব্যক্তি হ'লেও, ইংরেজী ভালো ব'লতে পারেন না, আর দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমরা ডচ্ বা মালাইও জানি না। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে শ্রীযুক্ত কারোন্ কিন্তু বেশ ভালো ইংরেজী বলেন। আমরা একে একে মঞ্চ বা মণ্ডপগুলিতে উঠে দেখলুম। মৃতের উদ্দেশ্যে নানা খাদ্য-দ্রব্য আর বস্ত্র-ভূষণাদি, একটী মণ্ডপের উপরে, আর একটী মাচা ক'রে, সাজিয়ে' রাখা হ'য়েছে। মণ্ডপের দেয়ালে, চারি দিকে সাদা তাল আর না'রকল পাতার নানা ঝালরের মত অলঙ্কারে এগুলি চমৎকার দেখাচ্ছিল। খাদ্য-দ্রব্য কাঠের পাত্রে যা সাজানো র'য়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলুম—মন্দির বা পাহাড়ের আকারে সাজানো ভাত র'য়েছে, ভাতের উপরে আবার খোলা-শুদ্ধ সিদ্ধ ডিম, নানা রকমের তরকারী, নানা র'কমের ফল র'য়েছে; আর কতকগুলি আস্ত-আস্ত শূকর-শাবক শূল-পক্ব অবস্থায় দেখা গেল। রঙীন জরী আর রেশমের বুটী- আর নকশা-দার কাপড়ের ছড়াছড়ি; আর মাঝে-মাঝে ফুল-লতা-পাতা-তোলা বেশ ভারী দেখাচ্ছে এমন সোনা রুপোর বাসন এই সব

শ্রাদ্ধমণ্ডপ—শোভাযাত্রার ছত্র ও অস্ত্রধারী অনুচরগণ

পড় আর খাবারের স্তূপের মধ্যে র'য়েছে। এই সব খাবার আর কাপড়, মনে হ'ল, উপহার-স্বরূপ নানা স্থান থেকে আস্‌ছে—কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ সারি বেঁধে মাথায় ক'রে এই সব দ্রব্য মণ্ডপে নিয়ে আস্‌ছে, কতকগুলি লোক সেখানে মোতায়েন র'য়েছে। এই মণ্ডপ দেখিয়ে', মুসলমানদের তাজিয়ার ধরণে বাঁশ আর চাঁচাড়ী আর রঙীন কাগজের 'মেরু' বা মন্দির র'য়েছে যে মণ্ডপে, ডাক্তার খোরিস্ আর শ্রীযুক্ত কারোন্ সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। এখানেও সেই রকম তাল আর না'রকল পাতার উৎসব-সজ্জায় মণ্ডপটী অলঙ্কৃত। তার পরে তৃতীয়

মণ্ডপে উঠলুম—এখানে শ্রাদ্ধের আসল যজ্ঞ বা পূজা আর অন্য অনুষ্ঠান হ'চ্ছে। এই মণ্ডপটীর উপরে, ঠিক মাঝখানে, বাঁশ দিয়ে একটী মাচা ক'রে রেখেছে, তার চার দিক্ দিয়ে সরু বারান্দার মত একটী পথ। মাচার উপরে পূজার নানা সম্ভার নিয়ে এখানকার pedanda 'পদণ্ড' বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত জন কতক ব'সেছেন—একটু হৃষ্টপুষ্ট চেহারার লোক এঁরা, মাথার চুল ঝুঁটী-বাঁধা, পরণে ধব্‌ধবে' সাদা ধুতির কাপড়, একখানা ধুতির মত কোমরে জড়ানো আর একখানা (উত্তরীয়ের মতন) দুই কাঁধের নীচে বুকে জড়ানো, সামনে গেরো দিয়ে আঁটা। এঁদের সহকর্মী স্বরূপ অন্য ঝুঁটী-বাঁধা পুরোহিত জন তিন-চার আরও র'য়েছে—এদেরও সাদা কাপড় আর বুকে-বাঁধা উত্তরীয়,—কিন্তু কেউ-কেউ কালো কোট-জামাও তার উপর চড়িয়েছে, আর পিঠে কারও-কারও বড়ো কিস্ বা তলওয়ার বাঁধা। মাচার উপরে এক জায়গায় একটা পাত্রে আগুন জ্ব'লছে। আর ধূপ-ধূনা জ্ব'লছে—তার সৌরভ আমাদের বাঙলা দেশের ধূপ বা মাদ্রাজী ধূপের মতন নয়, একটু অন্য রকমের, ভারী রকমের সুবাস। পূজার দ্রব্য-সম্ভার দেখলুম। নানা রকমের ফুল, চালের নৈবেদ্য, কলার ছড়া, পান সুপারী, কলার বাসনার পাত্র, এই সব র'য়েছে; কাপড়, সুতো র'য়েছে,—কত রকমের পাতা ফল ফুল আর তাল-পাতার মূর্ত্তি, আর এত নানা রকম অদৃষ্ট-পূর্ব জিনিস র'য়েছে যে তা দেখে হিসাব নেওয়া মুস্কিল। আমাদের শুভ অনুষ্ঠানে, স্ত্রী আচারে আর পূজাদিতে নৈবেদ্যের আর অন্য কাজের জন্য যে-সকল রকমারি জিনিসের—পর রঙ্গের কথায়, 'হারি জারি'র—সমাবেশ হয়, একজন বিদেশীর কাছে সে-সকল জিনিসের সংখ্যা আর উদ্দেশ্য স্থির ক'রে নেওয়া কত না কঠিন কথা। এদের এই সব অনুষ্ঠান ঠিক পুরোপুরি আমাদের দেশের হিন্দু অনুষ্ঠান নয়, এদের নিজের খুঁটী নাটী বিস্তর আছে যা আমাদের আছে অজ্ঞাত আর আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রেও অজ্ঞাত, কিন্তু সে-সমস্ত এখানকার হিন্দু অনুষ্ঠানের অঙ্গ,—এরা এদেশে প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র আর আনুষ্ঠানিক পরিপাটীর সঙ্গে সে-সমস্তের বেশ একটা সঙ্গতি রক্ষা ক'রেছে। আমাদের পৌরাণিক পূজার অনুষ্ঠানে যে সব 'দশ কর্ম দ্রব্য' ব্যবহার করা হয়, তা এরা জানে না, আবার এদের ব্যবহৃত 'দশ-কর্ম দ্রব্য' কি কি, তাও আমরা বুঝবো না। অথচ এদের এই পূজা বা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ-রূপে আমাদের নানা উপচারে পূজার-ই মতন এক ই বর্গের ব্যাপার।—আদিম কালে ভারতবর্ষে যে অনুষ্ঠান ছিল, তার এক রকম বিকাশের ফলে, বৈদিক যজ্ঞের বাইরে যে-সব ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান দাঁড়িয়েছে, যে সব জিনিসের ব্যবহার প্রচলিত হ'য়েছে, সেগুলি একদিকে,—আর অন্যদিকে তার অন্য রকমের বিকাশ হ'য়েছে এই দ্বীপময় ভারতে, মালাই জাতির প্রাচীন রীতি আর অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটার ফলে।

উপরে মণ্ডপের মধ্যে মাচায় পূজার সম্ভার নিয়ে ব'সে 'পদণ্ড' ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কৃত্য সম্পাদনেই নিযুক্ত রইলেন। এক বার মাত্র চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন,—আমরা বাঁশের সিঁড়ি পথ বেয়ে উপরের মাচার চারিদিকে যে বারান্দার কথা ব'লেছি তাতে এসে দাঁড়ালুম। জনতিনেক ইউরোপীয় র'য়েছেন, ইউরোপীয় বেশে ধীরেন্‌-বাবু আর সুরেন-বাবু র'য়েছেন, আর এদের অদৃষ্ট-পূর্ব ভারতীয় পোষাকে আমি, দলটীকে দেখে একটু আশ্চর্য হ'ল বটে, কিন্তু মুখ না তুলে নিজ-নিজ কাজে রত রইল'। পুরোহিতদের মধ্যে দু-জনে মিলে বাঁশের কঞ্চি, তাল-পাতা, কাপড় আর ফুল দিয়ে একটী কি জিনিস তৈরী ক'রছে, সেটা আকারে দাঁড়াচ্ছে আমাদের বিয়েতে ব্যবহৃত চালের গুঁড়োর 'শ্রী'-র মতন—শুনলুম জিনিসটীর নাম poespa 'পুষ্প', এটী মৃতের আত্মার প্রতীক; এতে তাল-পাতায় মৃতের মুখের একটী যেমন-তেমন প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়া হয়, আর ওঁ-কার লিখে দেওয়া হয়, আর মৃতের নামও লিখে দেওয়া হয়। একজন পদণ্ড ব'সে-ব'সে মন্ত্র প'ড়তে-প'ড়তে তাল-পাতায় নিবিষ্ট-মনে কি লিখছেন। আর একজন,—তাঁর গালের ভিতরে এক তাল পান-দোক্তা পুরে রাখার জন্য একদিক্‌কার গাল ফুলে র'য়েছে,—তিনি বিঘৎ মেপে-মেপে কঞ্চি কিংবা কলার বাসনার কতকগুলি ফালি টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে রাখছেন। পাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে' কালো-জামা-পরা পুরোহিতের সহায়ক জন দুই, একটী কাটারীর

মতন অস্ত্রে তাল-পাতা আর কাঠ চিরে-চিরে রাখছে, আর মাঝে-মাঝে চাপা গলায়, গলা বিলক্ষণ ভারী ক'রে, ম প'ড়ছে; কিছু-কিছু সুর আছে এই পাঠ-রীতিতে—খানিকক্ষণ নিবিষ্ট-ভাবে শোনবার চেষ্টা ক'রলুম, কিন্তু বুঝে পারলুম না—সংস্কৃত শব্দ দুই-একটী মাত্র ধ'রতে পারা গেল ব'লে বোধ হ'ল—'সিওঅ, সিওঅ' আর 'মা-হ-ডেও-অ' (শিব শিব, মহাদেব)। তবে দূর থেকে সংস্কৃত মন্ত্র-পাঠের মতই লাগে, যদিও যেন কেমন এক ধরণের পড়া ব'লে মনে হয়। এই-সব মন্ত্র বিকৃত সংস্কৃতে রচিত—অর্থাৎ সংস্কৃত চর্চা না ক'রে বহু শতাব্দী ধ'রে এই সব মন্ত্র ব্যবহার করায় তাদের উচ্চারণ-বিকৃতি তো হ'য়েইছে, মূল দেব-ভাষারও বিকৃতি হ'য়েছে, বহুস্থানে বলিদ্বীপের বিস্তর শব্দ ঢুকে গিয়েছে। সম্প্রতি সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা এই-সব মন্ত্রের ভালো ক'রে চর্চা আরম্ভ হ'চ্ছে। আমি তো একেবারে অত্যন্ত কৌতূহলী আগ্রহের সঙ্গে এই-সব জিনিস দেখ্‌তে লাগলুম। কিন্তু হায়, এদের এই-সব ব্যাপার আমায় বুঝিয়ে' দেয় কে! আমরা তো ওখানে থাকবো মাত্র ২।৩ ঘণ্টা, আবো কত দেখবার আছে। ডাক্তার খোরিস্ কিছু-কিছু জানেন, তিনি খাতা বা'র ক'রে মাঝে-মাঝে নোট নিচ্ছেন, পদণ্ডদের দুই-একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন, তিনি নিজে এ-সব আরও জানবার চেষ্টা ক'রছেন; ভাষার অভাবে তাঁর কাছে খবর পাওয়াও দুর্ঘট; আর রেসিডেণ্ট-সাহেবের ওসব বিষয়ে বড়ো খোঁজ নেবার আবশ্যকতা হয় নি, তাই তিনি খুঁটী-নাটী ব্যাপার কিছু বুঝোতে অক্ষম। এখনও বলিদ্বীপের কথা স্মরণ হ'লে মনে কত আফসোস হয়, বলিদ্বীপে বেশীদিন তো থাকা সম্ভব হ'ল না—এখনও যদি সুবিধা পাই, তো কিছুকাল ধ'রে এদের সঙ্গে মিশে এদের ভাষা শিখে সমস্ত জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনা ক'রে, আমাদের পূজা আর অন্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদের পূজা অনুষ্ঠানের যোগ-সূত্র বা'র ক'রবার চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস, কোনও কৃতকর্মা ভারতীয় ব্রাহ্মণ না হ'লে এ কাজ ভালো ক'রে কেউ পারবে না। কবে সে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ওদেশে গিয়ে এই কাজে হাত দেবেন!

মণ্ডপগুলি দেখবার সময়ে শ্রীযুক্ত কারোন্-এর সঙ্গে ভারত আর বলীর সংস্কৃতির যোগের কথা নিয়ে আমার একটু বেশ আলাপও হ'ল—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আর তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়েও আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত কারোন ব'ল্লেন —আপনারা যদি সত্যি-সত্যিই ভারতবর্ষের সভ্যতার ধারা আবার এদেশে বহাতে পারেন, তা হ'লে এই সুন্দর জা'তকে এদের নিজেদের সুন্দর সংস্কৃতিটীকে রক্ষা করাতে পারবেন। আজকালকার দিনে যখন জগতে সর্বত্রই অশান্তি আর বর্বরতা এসে প'ড়ছে, জীবনের সৌন্দর্য চ'লে যাচ্ছে, তখনও বলিদ্বীপের লোকেরা যে তাদের জীবনের সারল্য শান্তি শ্রী আর মনোহারিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, তার কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দু ভাব এদের জীবন থেকে এখনও অপহৃত হয় নি। আপনারা আসুন, রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি বিশ্বভারতীর

পূজানিরত পদণ্ড—হাতে 'মুদ্রা' ক'রছেন

মারফৎ এদের সঙ্গে সহযোগে কাজ করুন; এদের সভ্যতাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত আর সুদৃঢ় ক'রে তুলুন—আমরা ডচেরা আপনাদের সাদরে গ্রহণ ক'রবো, আপনাদের সমস্ত সুযোগ দেবো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন—পলিটিক্স ক'রতে এলে চ'লবে না। যে ঘণ্টা-কতক আমরা বাঙলিতে ছিলুম, তার খানিকটা সময় রেসিডেণ্ট-সাহেবের মতন হৃদয়বান্ ব্যক্তির সঙ্গে এই রকম আলাপের ফলে, ভারত আর বলীর মধ্যে পুনরায় যোগ-সাধন বিষয়ে মনে খুব আশা আর আনন্দ হ'য়েছিল। কিন্তু হায়, কার্যতঃ তা এখনও ঘ'টল না। এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই আমাদের। আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কৃত শিক্ষকও পাঠানো হ'ল না, আমাদের মধ্য থেকে কেউ ওদের ভাষা ওদের অনুষ্ঠিত হিন্দু ধর্মের চর্চা করবার জন্য গেল না,—আবার ওদের দেশের দু-চার জন পদণ্ড আর ছাত্রকে ভারতবর্ষে আনবার যে কথা হ'য়েছিল, তা-ও হ'ল না। শ্রীযুক্ত কারোন-এর সঙ্গে আলাপে মনে হ'চ্ছিল, ভারতের মানসিক আর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি তাঁর অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস আছে, আর আমি আমাদের নানা অযোগ্যতার কথা নানা মূর্খতা আর গোঁড়ামির কথা মনে ক'রে মরমে ম'রে যাচ্ছিলুম।

বলিদ্বীপের পদণ্ডরা নিজের-নিজের কাজে ব্যস্ত, বিদেশীদের দিকে দৃষ্টিপাত করবার তাদের কৌতূহল বা সময় নেই। এঁরা বেশ একটা ভদ্র, ভব্য আর সংযত ভাবে, বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে, নিজ কর্তব্য সম্পাদন ক'রে যেতে লাগলেন।—এদেশের হিন্দু সমাজে জাতিভেদ আছে—তা কেবল বিয়েতেই, ছুঁৎমার্গ বা স্পর্শদোষ, আর দক্ষিণ-ভারতের 'দৃষ্টিদোষ'—এ-সকলের মত বর্বরতা থেকে এরা মুক্ত। মণ্ডপে মৃতের উদ্দেশ্যে ভাত ডিম শল-পক্ক শূকর প্রভৃতি সাজানো র'য়েছে, ডচ্ সাহেবেরা সেখানে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোনও আপত্তি নেই। পূজা-মণ্ডপে ইউরোপীয় দ্রষ্টা উঠে হয় তো পূজায় বা পূজার উপকরণ সজ্জীকরণে নিরত পদণ্ডের সঙ্গে মালাই ভাষায় বা দেশ-ভাষায় দুই-একটী কথা কইলেন, তার পরে তাঁর সামনে রাখা পিতলের পূজার ঘণ্টা, বা পঞ্চপাত্র, বা প্রদীপ বা কর্পূর জ্বালাবার ছোটো বাটী, এই সব তৈজস হাতে ক'রে তুলে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে আবার রেখে দিলেন, তাতে আপত্তি নেই, ব্রাহ্মণ তাতে কোনও দোষ মনে না ক'রে, নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। ছুঁৎমার্গের দেশ থেকে আগত ব'লে আমাদের চোখে এটী বিস্ময়কর লাগ্‌ল—কে জানে, হয় তো প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও এই রকম রীতি ছিল, ছুঁৎমার্গের উদ্ভব তখনও হয় নি,—তা না হ'লে আমরা যবন (গ্রীক) আর শক হূণ প্রভৃতিদের হিন্দুসমাজ-ভুক্ত ক'রে নিতে পারতুম না।

মণ্ডপগুলি দেখে, আমরা এর পরে নীচে ভীড়ের মধ্যে অবতরণ ক'রলুম। যে শান্তি-মধুর তালে বাজনা বাজ ছিল, মনে হ'চ্ছিল, যেন দূর থেকে কোনও বড়ো পুখুর বা নদীর ওপার থেকে কোনও দেব-মন্দিরে তালে-তালে নানা রকমের ঘণ্টা বাজছে,—সেই বাজনা প্রথম চোখে দেখলুম; বাজন-দারেরা একটা মণ্ডপের তলায় আসর জমিয়েছে। উল্‌টানো বাটীর মতন কতকগুলি ধাতুর পাত্র, উপবিষ্ট বাদকের তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে কাঠের ফ্রেমে সাজানো র'য়েছে, দুটী কাঠির ঘায়ে বাদক বাজিয়ে' যাচ্ছে; এইরূপ একটী যন্ত্র হ'চ্ছে প্রধান। তা ছাড়া, ছোটো ঢোল আছে, বর্মীদের যেমন কাঠের ফলকের একটী বাদ্য-যন্ত্র আছে—নানা আকারের ফলক পাশাপাশি সাজিয়ে' একটা ফ্রেমে রাখে, ফ্রেমের উপর কাঠি দিয়ে ঘা মেরে ফলকের দৈর্ঘ্য প্রসার আর স্থূলতার অনুপাতে, টং টাং টিং টুং ক'রে নীচু বা উঁচু আওয়াজ বা'র হয়,—সেই রকম একটী যন্ত্র আছে। দ্বীপময় ভারতের বাদ্য আমাদের দেশের বাদ্য থেকে একেবারে অন্য ধরণের। এ সম্পর্কে ভারতবর্ষ আর চীন থেকে কিছু-কিছু জিনিস পেলেও, এদের বাদ্যটা অনেকটা স্বতন্ত্র, মুল্ল ইন্দোনেসীয় জাতির সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। আমাদের বীণা আর এসরাজের মত যন্ত্র এদেশে নেই। সুর আর লয়ের চেয়ে, তালেরই আধারের উপরে এদের যন্ত্র-সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। যবদ্বীপে এই যন্ত্র-সঙ্গীতের আরও উৎকর্ষ হ'য়েছে। আর যবদ্বীপে এর নাম হ'চ্ছে gamelan 'গামেলান'। বলিদ্বীপেও 'গামেলান' বলে—শব্দটী মালাই ভাষাতেও মেলে। এই রকম বাদ্য, খালি ইন্দোনেসিয়ায় নয়, ইন্দোচীনে কম্বোজ

শ্যাম আর বর্মাতেও মেলে—কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। এইখানে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্বের বহির্ভারতের—ইন্দোচীন আর ইন্দোনেসিয়ার—একটী বড়ো পার্থক্য আছে দেখা যায়।

নীচে মণ্ডপগুলির আশে-পাশে, রাস্তার ওধারের বড়ো প্রাসাদটীতে, আর যাত্রার আসরে, প্রচুর লোক-সমাগম হ'য়েছে। সকলেই উৎসবের বস্ত্রে মণ্ডিত হ'য়ে এসেছে, সকলেই প্রফুল্ল-মুখ। কোথাও বা দূর গ্রাম থেকে আগত একদল মেয়ে পুরুষ আর ছেলে ব'সে বিশ্রাম ক'রছে, এরা মাথায় ক'রে নৈবেদ্য ফল প্রভৃতি নিয়ে সারি দিয়ে মিছিল ক'রে এসেছে, সঙ্গে গামেলান বাদ্যের যন্ত্র-পাতি, আর রঙীন আর সাদা ছাতা কতকগুলি, বহু স্থলে কাজ করা বেতের চুবড়ী আর বাক্স থেকে পান চুন সুপুরী দোক্তা নিয়ে পান সেজে খাচ্ছে। পানের রেওয়াজ খুবই—আর অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, পান খেয়ে-খেয়ে এদের দাঁত কালো হ'য়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের

শ্রাদ্ধ-মণ্ডপে উপচার ও নৈবেদ্য মস্তকে স্ত্রীগণের আগমন

ইন্দোচীনের আর ইন্দোনেসিয়ার সংস্কৃতিতে পানের একটা বড়ো স্থান আছে, তা নিয়ে দু কথা পরে ব'লবো। এত লোকের আগমন, কিন্তু একটুও ধাক্কাধাক্কি বা চেঁচামেচি নেই। আমরা এই উৎসব-নিরত প্রিয়দর্শন জাতির মধ্যে যথেচ্ছ ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। জনকতক ইউরোপীয় লোকও আছে। এদের মধ্যে একদল মার্কিন এসেছে, সিনেমার ক্যামেরা নিয়ে। খাকীর কাছ বা হাফ-প্যান্ট পরা, সাদা টুইলের কামিজ গায়ে, সিনেমা-ওয়ালা একজনের সঙ্গে কথা হ'ল। তার ছবি ভালোই উঠবে ব'লে, তার জন্য সে খুশী। এদেশে এই পোষাকে আমাকে সে দেখে আশ্চর্যান্বিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথেরও ছবি নিলে। অন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে, জরমান আর অস্ট্রিয়ান চিত্রকর জন-দুই ছিলেন। ইউরোপীয়দের কেউ-কেউ ক্রমাগত ফোটোগ্রাফ নিচ্ছে। লোকজনের তাতে আপত্তি নেই, যদি তাদের নিয়ে সাজিয়ে' দাঁড় করিয়ে' বা বসিয়ে' তোলবার চেষ্টা না হয়,—তবে ছবি তোলাবার আকাঙ্ক্ষাও নেই।

আমরা মণ্ডপগুলি থেকে নেমে আসছি। পথ হারানোর সঙ্গে-সঙ্গে, তার স্মৃতির এমন কি তার অস্তিত্বের
আর কলার বাসনার গন্ধ, আর তার সঙ্গে ধূপ-ধূনার গন্ধ; এতপরাণ রামায়ণ মহাভারত পড়ে বটে, বিস্তর পৌরাণিক
ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সৌরভ; আর লোকেদের মাথায় আর কানের পালৌরাণিক যত ঘটনা ঘ'টেছিল, তার সমস্ত
গন্ধরাজ প্রভৃতি আমাদের পরিচিত ফুলের সৌরভ—একটু উগ্র ব'লে মনে হ'ল ঔংশসূক্ষ্ম পণ্ডিতেরা জানেন বটে,
উপর মেয়েরা আর পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুলে প্রচুর না'রকল তেল মেখেছে, তার বাস,—এদের যেন অস্তিত্ব নেই।
নাসাপথকে যেন অভিভূত ক'রে ফেল্ছে,—চোখের সাম্নে ভীড়ের লোকেদের নিরাবরণ সৌষ্ঠব আকৃষ্ট বটে।
দেহের পীতাভ, ক্বচিৎ বা শ্যামাভ গৌরবর্ণের রৌদ্র-চিক্কণ ঔজ্জ্বল্য, এদের দেহের ঋজুতা আর তনিমা, বর্ণোজ্জ্বল হয়ে
মনোহর গতি-ভঙ্গীতে এদের চলা-ফেরা; আর কানে অনিরুদ্ধ-ভাবে তালে-তালে গামেলান বাজনার সুমিষ্ট ধ্বনি, এ
সমস্তের উপরে, মিঠে-কড়া রোদ্দুরের প্রভাব প'ড়ে, এই সৌরভ আর বর্ণ-সমাবেশকে যেন আরও কড়া আরও তীব্র
ক'রে তুলেছে; আর জনতার অপরিহার্য কলরব এই বাদ্যধ্বনির সঙ্গে discord বা বিবাদের সঙ্গে-সঙ্গে যেন একটা
harmony বা সংবাদিভাবের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে, এক সঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় আক্রান্ত হ'য়ে পড়ায়, আর
এত অদৃষ্ট-পূর্ব বস্তুর সমাবেশের মধ্যে প'ড়ে যাওয়ায়, মনও যেন অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছে—যেন একটা অবসাদে আমাদের
মনকে ঘিরে ফেলেছে, এ রকম অবস্থা আমাদের হ'ল। যেথায় রূপে বর্ণে গন্ধে ধ্বনিতে মিলে যে কল্পলোকের সৃষ্টি
ক'রে তুলেছিল, তা আমাদের অদৃষ্ট-পূর্ব, অননুভূত-পূর্ব। বলিদ্বীপে নেমে প্রথম দিনেই একটা সৌন্দর্যের ভাণ্ডার
এমনি অনপেক্ষিত পূর্ণ ভাবে আমাদের সামনে খুলে যাবে, তার আমরা কল্পনাও ক'রতে পারি নি। এই দিনটীর স্মৃতি
চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে মনে থাকবে। একটা অস্ট্রিয়ান মহিলা, ইনি ছবি আঁকেন, অন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে ছিলেন,
তিনি তো দেখে শুনে আমাদের মতনই মুগ্ধ, তবে অজন্টা আর মহাবলিপুর আর ইলোরার চিত্র আর ভাস্কর্য, আর
প্রাচীন ভারতের কথা, আর তার সঙ্গে বলিদ্বীপের যোগ চিন্তা করার দরুন, যে এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্মৃতি-জনিত
আনন্দের উপভোক্তা হ'য়ে আমরা ভারতীয় কয়জন ছিলুম, তা থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। ফরাসীতে তাঁর সঙ্গে
আলাপ হ'ল—উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে ব'ললেন—Monsieur, tout cela—c'est comme un rêve—মহাশয়,
এসব—এসব যেন একটা স্বপ্ন!

স্বপ্নই বটে! সমস্তই দেখছিলুম,—এখানকার লোকেদের জীবনের বাহ্য সৌন্দর্যের প্রবাহ, অপার্থিব বস্তুর মতই
বোধ হ'চ্ছিল। কিন্তু এদের জীবনের এই প্রাচীন যুগের উপযুক্ত শিশু-সুলভ সারল্য দেখে মনে হ'চ্ছিল, আমরা এ
জিনিস অনেক দিন হ'ল পিছনে ফেলে এসেছি—এদের এই জগতের সদানন্দ, elemental বা মৌলিক কতকগুলি সুখ-
দুঃখের অনুভূতির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা, আমাদের পক্ষে আর রুচিকর বা সম্ভবপর হবে না, দূর থেকে দেখ্তে বেশ,
কিন্তু যতই নয়ন-রঞ্জন যতই মনোহর লাগুক না কেন, এদের জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে' পড়ার কথা আমি ভাবতে পারি
না, এর মধ্যে, কাঁচা বাঁশের গন্ধ তাল-পাতার গন্ধ আর এই দেশের ফুলের উগ্র সৌরভ, আর ভীড়ের মানুষের
গায়ের বাস, এ সবে মিলে আমার চিত্তের মধ্যে যে একটা মাদকতার ভাব, যে একটা সংজ্ঞা-হারা ক'রে দেবার ভাবের সৃষ্টি
ক'রছিল, সেটার সঙ্গে-সঙ্গে যেন চিত্তে একটা প্রতিক্রিয়াও এনে দিচ্ছিল:—সুপরিচিত, অনাড়ম্বর, জ্ঞানের আলোকে
উদ্ভাসিত, আত্ম-সমাহিত, প্রাচীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সভ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শগুলি যেন বিদ্যুতের
ঝলক দেখিয়ে' মনে দু-একবার উদিত হ'ল—আমি চারিদিকের এই সত্য-যুগের সৌন্দর্য-রাশির মধ্যে থেকে, নিজেকে
যেন নির্লিপ্ত আর পৃথক্ ক'রে ভেবে, আধুনিক আর ভবিষ্যতের প্রবর্ধমান সেই মানসিক নৈতিক আর আধ্যাত্মিক
সংস্কৃতির আদর্শের সম্বন্ধে প্রাণের মধ্যে একটা অব্যক্ত আকুলতার সাড়া পেয়ে, একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

ঘুরে-ঘুরে একটা না'রকল-পাতা-ছাওয়া স্থানে এলুম, সেখানে মাদুর পাতা র'য়েছে, আর অনেকগুলি নিমন্ত্রিত
বলিদ্বীপীয় ভদ্রলোক ব'সে র'য়েছেন। সাবেক বলিদ্বীপীয় পোষাক পরা বেশীর ভাগের—মাথায় রঙীন রুমালের পাগড়ী,

শ্যাম আর বর্মাতেও মেলে—কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভারতবর্ষে পাওয়া পর্যন্ত রঙীন চেলির মতন কাপড়, পিঠে ক্রি
বহির্ভারতের—ইন্দোচীন আর ইন্দোনেসিয়ার—একটী বড়ো ছেন অনুমানে বোধ হ'ল, এঁরা আশ-পাশের গ্রামে
নীচে মণ্ডপগুলির আশে-পাশে, রাস্তার ন, আর সামনে চৌকো বাক্সের আকারের রূপোর পানের বাটা
হ'য়েছে। সকলেই উৎসবের বস্ত্রে ... তার তামাক নিয়ে, পানের বীড়ে পাকিয়ে' মুখের ভিতরে পূরে দিচ্ছেন।
থেকে আগত একদল মেয়ে, এই আসরে ব'সে। আমি সেখানে এসে দাঁড়ালুম, একজন আমায় ব'সতে ব'ল্লেন,
সারি দিয়ে ... মালাই ভাষায় জিজ্ঞাসা হ'ল, আমি কে। এইবারে আমার ভাষার পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। সংক্ষেপে
বহু স্থানে, 'ব-রা-টা-ওআর্-সা' বা ভা-র-ত-বর্ষ থেকে যে মহাগুরু এসেছেন, তাঁর সঙ্গেকার লোক আমি। এখন এরা
সংস্কৃত শব্দ কি রকমে উচ্চারণ করে, তা ডাক্তার খোরিস্ যখন পদণ্ডদের সঙ্গে কথা কইছিলেন তখন একটু লক্ষ্য
ক'রে স'মঝে নিচ্ছিলুম; যেমন 'মুদ্রা' শব্দের উচ্চারণ ক'রলে 'মুদ্রে' বা 'মুদ্র্যো' (mudrö)। আমাদের মোটর-চালকের কাছে 'রাম, সীতা' এই দুইটী নাম 'র-ম, সী-ত্যো' (Romo, Sitö) এইরূপে শুনি; 'গঙ্গা, যমুনা'কে 'গাঙ্গে বা গাঙ্গ্যো (Gangö)', 'জামুনে বা জামুন্যো (Jamunö)', এইরূপে শুনি। এই থেকে হদিস পেয়ে বুঝলুম যে, এদের মতন ক'রে না ব'ল্লে, বাঙালী অথবা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ধরণে ব'ল্লে, এরা আমার উচ্চারিত সংস্কৃত শব্দ এদের জানা থাক্লেও ধ'র্তে পার্বে না। এদের ব'ল্লুম—'জাম্বুডুইপা' বা জম্বুদ্বীপ থেকে আমরা আসছি—('হিন্দুস্থান' বা 'ইণ্ডিয়া', এই-সব বলিদ্বীপীয় লোক, যারা ডচ্ ভাষায় অনভিজ্ঞ আর ইস্কুলে কখনও পড়েনি', তারা বুঝতে পারবে না)—আমাদের দেশে 'গাঙ্গ্যো, জামুন্যো' নদী আছে, 'হি-ম-লা-য়া', 'উইন্ডিঅ' (বিন্ধ্য) পর্বত আছে, 'আজোডিঅ', 'ইণ্ড্রাপ্রাস্তা' প্রভৃতি নগর আছে, 'র-ম-য়া-না', 'মা-হ-ব-রা-টা'-র দেশ হ'চ্ছে আমাদের দেশ—তোমাদের মতন আমাদের দেশেও 'ব্রা-মো', 'উইস্নু' আর 'সিওঅ'-র সম্মাননা হয়; 'বুদা' আমাদের দেশেরই মানুষ;—আমরা এসেছি তোমাদের দেখতে, তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে। যে কয়টী কথা ব'ললুম, তাতে খুব বেশী মালাইয়ের জ্ঞানের দরকার হয় না। এরা নামগুলি শুনে একটু কৌতূহলী হ'য়ে ঘিরে ব'স্ল;—তারপর-ই আমার বিপদ, ভাষায় আর কুলায় না। অনেক কষ্টে ব'ললুম—উত্তর-বলীর বন্দর বুলেলেঙ্ থেকে 'কাপাল-আপি' (অর্থাৎ 'আগ-

পুজার উপচার

বোট' বা স্টীমার) ক'রে, দুই রাতের পথ সুরাবায়া; সুরাবায়া থেকে দুই রাতের পথ বাতাবিয়া; বাতাবিয়া থেকে উত্তরে আরও দুই রাতের পথ 'নগরী সিঙ্গাপুরা'; সেখান থেকে সমুদ্র দিয়ে পশ্চিমে আর উত্তরে আরও ৮।১০ রাতের পথ গেলে পরে, আমাদের দেশ 'ব-রা-টা-ওআর্-সা' বা 'জাম্বুডুইপা'তে পৌঁছানো যায়। ইতিমধ্যে মালাই-ভাষী একজন ডচ রাজ-কর্মচারী এসে প'ড়লেন, তিনি এদের দু কথা বললেন। এরা বিশেষ কৌতূহলী

হ'য়ে কথা কইতে লাগ্‌ল। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ হারানোর সঙ্গে-সঙ্গে, তার স্মৃতির এমন কি তার অস্তিত্বের কথা সাধারণ লোকে এখন ভুলে গিয়েছে। নিজেদের ভাষায় পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত প'ড়ে বটে, বিস্তর পৌরাণিক কাহিনী জানে বটে, কিন্তু এদের বিশ্বাস, দেবদেবীর লীলা আর পৌরাণিক যত ঘটনা ঘ'টেছিল, তার সমস্ত বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপেই ঘ'টেছিল—আর জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষের কথা এদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা জানেন বটে, এদের কাছে কিন্তু সে জম্বুদ্বীপ পুরাণের যুগের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বাস্তব জগতে তার যেন অস্তিত্ব নেই। তবে আজকাল ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে, ভূগোল-বিদ্যা আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরা একটু সচেত হ'চ্ছে বটে।

আমার সময় অল্প, ভাষাও জানি না। খানিকক্ষণ থাকবার পরে আস্তে-আস্তে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে উঠে, যেদিকে যাত্রার আসর হ'য়েছিল সেদিকে গেলুম॥

৭। বলিদ্বীপ—বাঙলি

রাস্তার উত্তর ধারে, প্রাসাদের পশ্চিমে খানিকটা খোলা জায়গায়, যাত্রার আসর হ'য়েছে। যাত্রার আসর ঠিক আমাদের দেশেরই মতন। শামিয়ানার উপরে না'রকল-পাতায় ছাওয়া আসর, সাত আট শ' লোক সেখানে ব'সে দাঁড়িয়ে' দেখ্‌তে পাবে। আসরের মাঝখানটায় একটু খালি জায়গা, এইখানে অভিনেতারা দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে অভিনয় করে। তার চারি দিক্ ঘিরে দর্শক আর শ্রোতার দল মাটিতে ব'সেছে। ভুঁইয়ের উপর চাটাই পাতা, তার উপরে খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সেছে, খাটিন-মালা হ'য়ে, উবু হ'য়ে। একদিকে বাজন-দারের দল, 'গামেলান' বাজনার যন্ত্রপাতি নিয়ে ব'সে আছে। আসরের চারি দিক্ ঘিরে উপবিষ্ট শ্রোতাদের চক্র, কেন্দ্র থেকে সাত-আট জন ব'সে-থাকা মানুষের পরে, দাঁড়িয়ে-থাকা শ্রোতাদের আর এক চক্র। দর্শক আর শ্রোতাদের চেহারায় আর পোষাকে সেই তাজা রঙের খেলা, মেয়েদের সেই নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গ আর নিরাভরণ বেশভূষা। আমি ভীড়ের মধ্য দিয়ে আসরের প্রান্তে এসে দাড়ালুম। সুমধুর তালে বাদ্য বাজ্‌ছে। ইউরোপীয়েরা অনেকে আমার মতন দাঁড়িয়ে আছে—বাকে-রা, খোরিস, এরা এসে প'ড়লেন। তার পরে খান পাঁচ-ছয় চেয়ার এনে দিয়ে গেল, পরে বাঙলির পুঙ্গব, রেসিডেন্ট-সাহেব, কবি, আর কে কে এলেন, আর এই চেয়ারগুলিতে ব'স্‌লেন। যাত্রার অভিনয় চ'ল্‌ল। আমরা যতক্ষণ ছিলুম, প্রায় বিশ মিনিট হবে, ততক্ষণ দুজন অভিনেতা কেবল বীররসের অবতারণা ক'রছিলেন। ঠিক আমাদের সেকেলে যাত্রায় ভীম আর দুর্যোধন, বা প্রবীর আর অর্জুন, বা লক্ষ্মণ আর মেঘনাদের পরস্পরের প্রতি তর্জন-গর্জনের মতন। অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব উঁচু দরের ছিল না, একটু পুরাতন আর গরিবানা ভাবের ব'লে মনে হ'ল। শস্তা বিদেশী ছিটের খাটো পাজামা, তার উপরে একটা লুঙ্গীর মত রঙীন কাপড় জড়ানো, কাপড়খানাতে খুব জরীর কাজ করা, সামনে সেটা কোমরে তুলে আটকানো,—তাতে ক'রে, পিছনটায় পায়ের ডিম পর্যন্ত তলার ছিটের পেন্টুলেন অনেকটা ঢেকে দিয়েছে, কিন্তু সামনে হাঁটুর উপর পর্যন্ত এই পেন্টুলেন বেশ দেখা যাচ্ছে, গায়ে রঙচঙে' জরীর-কাজ-করা জামা, হাতের কব্জী পর্যন্ত আস্তিন; পিঠে ক্রিস বাঁধা, মাথায় মুকুট, কপালে দুই ভুরুর মাঝে একটা সাদা ফোঁটা, ঠোঁট লাল রঙে রাঙানো। অভিনয়ের ভাষা বুঝলুম না, অনেক চেষ্টা ক'রে 'প্রা-ট-প' বা 'প্রতাপ', 'ডেও-আ-ট্যো' অর্থাৎ 'দেবতা' এই রকম একটা-আধটা সংস্কৃত শব্দ যেন কানে লাগছিল। তবে অভিনেতারা যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে হাত চালাবার আগে জীভের একটু ব্যায়াম ক'রে নিচ্ছেন, তা

বুঝতে বাকী ছিল না ; দেখে মনে হ'ল, একজন আর একজনকে ব'ল্‌ছে —'ইঃ—এত বড়ো স্পর্ধার কথা ! দুরাচার, এখনি তোকে রসাতলে পাঠাবো।' অভিনয়ের বিষয়টা কি জানবার চেষ্টা ক'রলুম—শুনলুম, যবদ্বীপের হিন্দু-আমলের একটী ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। ক্রিস বা'র ক'রে দুই বীর যখন দাপাদাপি লাফালাফি ক'রতে লাগলেন, অমনি আমাদের যাত্রার যুদ্ধে যেমন ঢোল বাঁয়া তবলা আর খঞ্জনীর তাল দেওয়া হয় সেই রকম তালে গামেলান বাজনা আরম্ভ হ'ল। রবীন্দ্রনাথও আমাদের যাত্রার সঙ্গে এই অভিনয়ের সাদৃশ্য দেখে আশ্চর্য হ'য়ে রেসিডেণ্ট-সাহেবের কাছে আর আমাদের কাছে সে কথা একাধিকবার উল্লেখ না ক'রে থাক্‌তে পারলেন না। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট ধ'রে আমাদের সাম্‌নে এই যুযুৎসু বীরদ্বয়ের আস্ফালন চ'ল্‌ল ; কতক্ষণে শেষ হ'ল জানি না—আমাদের অন্যত্র ডাক প'ড়ল।

ইতিমধ্যে বেলা একটা বেজে গিয়েছে। সকালে সেই কিন্তামানির ডাক-বাঙলায় দু-টুক্‌রো রুটী আর ডিম খাওয়া হ'য়েছিল,—অনেকের তাও জোটে নি। বাঙলির পুঙ্গবের গৃহে আমাদের মাধ্যাহ্নিক সেবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কবিকে সেখানে নিয়ে গেল, আমরাও তাঁর অনুগমন ক'রলুম। পুঙ্গবের বাড়ীতে যেতে হ'ল—চৌরাস্তা থেকে পূবে একটী ছায়া-শীতল রাস্তা ধ'রে, একটুখানি গিয়েই বাঁয়ে তাঁর 'পুরী' বা প্রাসাদ। বলিদ্বীপের বাড়ীর ভিতরে এই প্রথম প্রবেশ। একটী তোরণদ্বার পার হ'য়ে এক প্রশস্ত চত্বরে প'ড়লুম—বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বা'র-বাড়ীর ঘাসে-ঢাকা আঙিনার মতন। এই চত্বরের তিন দিকে ঘর-বাড়ী, আর উত্তর দিকে আর একটী তোরণ পার হ'য়ে কতকগুলি ঘর। এই গুলিই হচ্ছে বাঙ্‌লির পুঙ্গবের খাস কামরা। উঁচু চাতালের উপরে কতকগুলি বড়ো-বড়ো ঘর, সামনে বেশ বড়ো একটু দর-দালান—আমাদের দেশের পূজোর দালানের মতন। ইটের বাড়ী, টালির ছাত, দরজায় কড়ি-কাঠে আড়-কাঠে খোদাই কাজ করা। দর-দালানটীতে ভোজনের স্থান করা হ'য়েছে ; ইউরোপীয় কায়দায় লম্বায় আর আড়ে T অক্ষরের আকারে সব টেবিল সাজানো। অতিথিরা স্নান-ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এলেন, নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ ক'রলেন। রেসিডেণ্ট-সাহেব কবিকে নিয়ে ব'সলেন, আর অন্য-অন্য মাননীয় অতিথিরাও ব'সলেন—ডচ্‌ আর বলিদ্বীপীয়—আমাদের গৃহকর্তাও ব'সলেন। কবিকে দেখে বিশেষ শ্রান্ত ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। সেই সকালে মোটরে চ'ড়েছেন, তার পরে বাঙলির উৎসবের গোলমালের মধ্যে থাকতে হ'য়েছে—স্নান-টান হয় নি, ভোজে বসার চেয়ে একটু নিরিবিলি বিশ্রাম করা তাঁর বেশী দরকার ছিল। কিন্তু উপায় নেই—তাঁর প্রতিষ্ঠার গৌরবের ভার তাঁকে বহন ক'রতেই হবে। ভোজন-ব্যাপার চুক্‌তে ঘণ্টা-দেড়েক লাগ্‌ল। ডচ্‌, যবদ্বীপীয় আর বলিদ্বীপীয়, এই তিন রকমের মিশ্র ব্যবস্থা। সুমাত্রায় আর বাতাবিয়ায় রাইস্ট-টাফ্‌ল্‌ খাওয়ার কল্যাণে, যবদ্বীপীয় ভোজনের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টেছিল—দেখ্‌লুম, বলিদ্বীপীয় রান্না ওই পর্যায়েরই। শূল-পক্ক 'গ্রাম্য-বরাহ'-মাংস বলিদ্বীপের ভোজের একটী পদ, এটা বোঝা গেল। খাওয়ার টেবিলে আমার দু-পাশে আর সামনে বলিদ্বীপীয় অভিজাত বংশের পুরুষ কতকগুলি ব'সেছিলেন, ভাষার অভাবে কথা কওয়া হ'য়ে উঠ্‌ছিল না বটে—কিন্তু তাঁদের হাস্যময় মুখে আর বিনয়-পূর্ণ ব্যবহারে বেশ একটা হৃদ্যতার পরিচয় পাচ্ছিলুম।

খাওয়া শেষ হবার পরে, বেলা তিনটের দিকে, কারাঙ-আসেমের রাজা বাড়ী ফিরবেন, কবি কারাঙ-আসেমে গিয়ে তাঁর অতিথি হবেন,—স্থির হ'ল, তাঁর নিজের গাড়ীতে ক'রে রাজা কবিকে নিয়ে যাবেন। রাজার গাড়ী এল'—বিরাট এক মোটর-কার, তার সামনের কলের বাক্সের মাথায় mascot বা শুভ-লাঞ্ছন-স্বরূপ খাঁটী সোনার বড়ো একটী গরুড়-মূর্তি,—প্রসারিত-পক্ষ সুপর্ণ রাজার বাহনকে যেন রক্ষা ক'রছেন। এই গরুড়-মূর্তিটী তৈরী করাতে সোনায় আর বানীতে রাজার প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ হ'য়েছে। কারাঙ-আসেমের রাজা—এঁর পূরো নাম **Hida Anake Agoeng Bagoes Djelantik** 'হিড আনাকে আগুঙ্‌ বাগুস্‌ জলান্তিক্‌',—দেখতে ক্ষীণকায়,

খর্বাকৃতি, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান্ লোক ব'লে মনে হ'ল। এঁর পরনে ছিল সবুজ রঙের কাপড়, গায়ে সাদা গলা-আঁটা কোট, পায়ে ইউরোপীয় জুতা, মাথায় জরী লাগানো ঘরের চালের ছাঁচের মতন কপাল-ঢাকা ইউরোপীয় ফৌজী টুপী; আর সব চেয়ে বেশী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছিল, তাঁর মোটরের সোনার গরুড়ের মতন, তাঁর গলায় বিরাট এক ঘড়ির চেন—মাথার ফিতার মত চওড়া, চেপ্‌টা আকারের, সোনার তৈরী। বলিদ্বীপের রাজাদের রীতি-মত, তাঁর সঙ্গে ছিল দুজন ছোকরা বয়সের অঙ্গ-ভৃত্য—একজন হ'চ্ছে রাজার তাম্বূলকরঙ্কবাহী—চৌকো বাক্সের আকারের নক্‌শা-কাটা সোনার পানের বাটা হাতে, আর একজন রাজার তরবারিবাহী, রাজার সোনার হাতলওয়ালা জহরতের কাজ করা খাপে পোরা তলওয়ার কাঁধে। শ্রীযুক্ত কারোন্, বাঙলির পুঙ্গব, আর অন্য-অন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, কবি কারাঙ-আসেমের রাজার গাড়ীতে উঠলেন। রাজা নিজে উঠ্‌লেন, তাঁর দুই ভৃত্য উঠে মোটর-চালকের পাশে ব'স্‌ল। এঁরা কারাঙ-আসেম অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। কবির সঙ্গে সুরেন বাবুও রইলেন। আর স্থির হ'ল যে, আমরা বাঙলির উৎসব-ক্ষেত্রে আরও খানিকক্ষণ কাটিয়ে, ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক পরে যাত্রা ক'রবো।

'আভ্যন্তর মানব'কে তুষ্ট ক'রে আমরা উৎসব-ক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হ'লুম। এইবারে দেখি, ভীড় আরও বেড়েছে, আর একটী নয়নাভিরাম অনুষ্ঠানের জন্য লোকেরা তৈরী হ'চ্ছে। একটী মিছিল বা যাত্রার আয়োজন হ'চ্ছে। ছাতি ধ'রে, বল্লম ঘাড়ে ক'রে পদাতিকের দল সার দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর অনেকগুলি কম-বয়সী মেয়ে মাথায় কাঠের ডমরু-পদ পাত্র আর জলের ভৃঙ্গার নিয়ে দাঁড়াচ্ছে—এদের সকলেই উৎসবের জন্য সুসজ্জিত হ'য়ে এসেছে; আর ছাতার নীচে কতকগুলি শ্বেতাম্বর ব্রাহ্মণ 'পদণ্ড' দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে গামেলানের বাদ্য নিয়ে এরা যাত্রা ক'রলে, বাঙলি গ্রাম থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটী স্রোতস্বিনী আছে, এরা সেখানে 'জল সইতে' যাচ্ছে—নদী থেকে এরা ভৃঙ্গারে ক'রে 'তোইয়া-তীর্তা' বা তীর্থতোয়—তীর্থ-সলিল আন্‌তে যাচ্ছে, এই তীর্থজল শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে লাগবে। বাকে-রা, আর কেউ-কেউ, এদের সঙ্গে নদী পর্যন্ত গেলেন, বেলা তিনটের চড়চড়ে' রোদে আমি দেড় মাইল দেড় মাইলে তিন মাইল মিছিলের অঙ্গীভূত হ'য়ে হাঁটা সমীচীন বিবেচনা ক'রলুম না, আমি বাঙলিতেই র'য়ে গেলুম। ধীরে-ধীরে এই মিছিল যাত্রা ক'রলে, আমরা দেখে নয়ন সার্থক ক'রলুম। যাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে উৎসব-ক্ষেত্রের ভীড়টা একটু পাতলা হ'য়ে গেল।

বলিদ্বীপ—শোভাযাত্রা

ইতিমধ্যে আর একটী অপরূপ দৃশ্য নজরে প'ড়ল। মৃতের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য বস্ত্র তৈজসাদি যেখানে রক্ষিত হ'য়ে আছে, পূর্ব দিকের সেই বড়ো মণ্ডপটীতে রাজবাড়ীর মেয়েরা দলবদ্ধ হ'য়ে এলেন। ধীরে-ধীরে এঁরা গ'ড়েন পথ দিয়ে মণ্ডপের মাচায় উঠলেন—কী মনোহর, আর রাজকন্যা আর রাজবধূদেরই উপযুক্ত, গতি-ভঙ্গী এঁদের! পরিধানে সোনালী-কাজ-করা গাঢ় নীল রঙের, বেগুনে রঙের আর আবীরের রঙের বস্ত্র, তার উপরে সোনালী-ছাপ-মারা বক্ষোবস্ত্র, কারো-কারো কাঁধে পাতলা কাপড়ের ছোবানো বা সাদা-জালের কাপড়ের একখানি ক'রে ছোটো উত্তরীয়; সৌষ্ঠবময় অংসদেশ অনাবৃত, খালি পা, কানে সেই সনাতন তাল-পাতার গোঁজ—'সদ্যঃকৃত্ত-দ্বিরদ-রদন-চ্ছেদ-গৌর' বর্ণে, তুচ্ছ এই তাল-পাতার অলঙ্কার, তাদের কালো চুলের পাশে মহার্ঘ বস্তু ব'লে বোধ

হ'চ্ছিল; কারো বা কানে কালো কাঠের গোঁজ; কারো দুই রগের নীচে ভুরুর পাশে গোল-গোল ছোট্ট-ছোট্ট সবুজ পাতার টিপ লাগানো—এ সত্যিকার 'পত্র-রচনা'। এদের গায়ে অলঙ্কার খুবই কম—এক বা দুই-হাতে হয় তো কারো বা একগাছি ক'রে সোনার কাঁকন, কারো বা কনুইয়ের উপর বাঁকা তাড় একগাছি ক'রে—গলায় হার বা মালার পাট-ই নেই। মাথায় এলো খোঁপায় বাঁধা সুপ্রচুর কেশরাশির মধ্যে নানারঙের ফুল গোঁজা, আর দুই-একটী ক'রে পাতলা সোনার গহনা, প্রজাপতির মতন দেখ্‌তে, প্রতি পদক্ষেপে গতির হিল্লোলে বা শিরশ্চালনায় সোনার এই কেশের অলঙ্কারের তারের কাজ, মাথার পুষ্পরাশির মধ্যে সোনার ফুলের কেশরের মতন কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ছে।

রাজবাটীর মহিলারা এই মণ্ডপে উঠে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি-সব অনুষ্ঠান সেরে, আস্তে-আস্তে নেমে চ'লে গেলেন।

রেসিডেণ্ট-সাহেব উৎসব-ক্ষেত্রেই ছিলেন, তার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা হ'ল। নানা খুঁটী-নাটী বিষয়ে তাঁর সহৃদয়তা আর বলিদ্বীপের লোকেদের প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক টানের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম।—আর একটী জিনিস বেশ লাগ্‌ল; বাঙলির পুঙ্গব আর অন্য-অন্য বলিদ্বীপীয় জমিদার ঘরের ব্যক্তিদের সঙ্গে একটা বেশ সহজ হৃদ্যতার—এমন কি আত্মীয়তার সঙ্গে—এঁর ব্যবহার। এই ব্যক্তি-গত আত্মীয়তার ভাবটুকু ডচ্ রাজকর্মচারীদের একটী বিশেষত্ব। বলিদ্বীপের স্মৃতির সঙ্গে রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কারোনের সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার আমার মনে চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে জাগরূক থাকবে।

'তোয়-তীর্থ' নিয়ে শোভাযাত্রা ফিরে এলো। সাড়ে-চারটে বেজে গিয়েছে। আমাদের কারাঙ-আসেম যাবার জন্য তৈরী হ'তে হবে, নইলে পৌছুতে রাত হ'য়ে যাবে। সঙ্গী বন্ধুরা ফিরে এলেন, ধীরেন-বাবু, দ্রেউএস্, কোপ্যারব্যার্গ, বাকে-দম্পতী—সবাই তৈরী হ'লেন। এমন সময়ে রেসিডেণ্ট-সাহেব আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন—একটী চালা-ঘরে শ্রাদ্ধের একটী শেষ অঙ্গ-স্বরূপ পদণ্ডদের ভোজনের ব্যবস্থা হ'য়েছে, তাঁরা ভোজনে ব'সবেন, তাই দেখ্‌তে। চালা-ঘরটীর চারদিক খোলা; মেঝেয় মাদুর বা চাটাই পাতা। নাতিদীর্ঘ একটী পঙ্‌ক্তিতে জন-তিরিশেক পদণ্ড ব'সে আছেন। পদণ্ডেরা সাধারণ বলিদ্বীপীয় রঙীন কাপড় আর অন্য রকমের গাছ-পালার নকশা-কাটা কাপড় প'রে আছেন, কারো-কারো গায়ে জামাও আছে। অনেকের মাথায় ঝুঁটী বাঁধা, প্রায় সকলেরই ছোটো বা বড়ো দাড়ী আছে। প্রত্যেকের সামনে বস্‌বার চাটাইয়ের উপরে রাখা ডমরুর আকারের কাঠের পায়াওয়ালা বারকোশের মত পাত্র একটী ক'রে, সেটী আভের বা অভ্রের কাজ করা বেতের ঢাক্‌না চাপা দেওয়া। পদণ্ডদের প্রত্যেকের পিছনে এক বা একাধিক ছাত্র বা শিষ্য ব'সে আছে। প্রত্যেক পদণ্ডকে তাঁরা মর্যাদার জন্য দক্ষিণা-স্বরূপ একাধিক বলিদ্বীপীয় কৌষেয় বস্ত্র দান করা হ'য়েছে—ভোজন-কক্ষে গিয়ে দেখি, তাঁরা সেগুলি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁদের পৃষ্ঠ-ভাগে উপবিষ্ট অন্তেবাসীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, আর তারা বেতের তৈরী ব্যাগের মত চমৎকার স্থালী এনেছে তাইতে কাপড়গুলি পুরে রাখ্‌ছে। গৃহস্বামী বাঙলির পুঙ্গব বিনয়-নম্র ভাবে মাদুরের উপরে ব'সে আছেন। আশে-পাশে অভ্যাগত অন্য জনগণ আর চাকর-বাকর, সম্ভ্রম-পূর্ণ দৃষ্টিতে পদণ্ড-ভোজন দেখছে। সাহেব অতিথিদের সঙ্গে গৃহস্বামী আগেই আহারেই ব'সে গিয়েছিলেন, সেটা বোধ হয় এদেশের রীতিতে বাধে না। শ্রীযুক্ত কারোনের সঙ্গে আমিও ভোজন-মণ্ডপে উঠে দাঁড়ালুম, যে চাটাইয়ের উপরে পদণ্ডরা ব'সেছিলেন, আর যার উপর তাঁদের আহার্য রক্ষিত হ'য়েছিল তার উপরে জুতো পায়ে দিয়ে আমরা উঠলুম, তাতেও আটকাল' না।—দক্ষিণার বস্ত্র গ্রহণের পরে, এঁরা খাবারের থালের ঢাক্‌না খুল্‌লেন, ব্রাহ্মণ-ভোজনের উপকরণ তখন আমাদের নয়ন-গোচর হ'ল। নৈবেদ্যের আকারে ভাত বাড়া হ'য়েছে; তার চারিদিকে নানা রকমের তরকারী; ছোটো-ছোটো পাত্রে তরকারী, ওই থালার উপরেই সজ্জিত র'য়েছে; আর ভাতের পাশে প্রত্যেকের থালায় রাখা হ'য়েছে একটী ক'রে আস্ত অগ্নি-দগ্ধ হংস-দেহ। বুঝ্‌লুম, এই 'রোস্‌ট্ ড্যাক্' হ'চ্ছে এখানকার একটা রাজভোগ, তাই ব্রাহ্মণদের জন্য

তার ব্যবস্থা হ'য়েছে। ভাতের ঢাক্‌না খুলে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পাশে যে পদ্ম-পাত্র আর জলের পঞ্চপাত্র ছিল, তা থেকে তাঁরা জল নিয়ে আচমন ক'রলেন, তারপর প্রত্যেকে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র প'ড়তে-প'ড়তে, অঙ্গুলি-সহযোগে মুদ্রা ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। দশ আঙুল দিয়ে এই মুদ্রা করাটা এক বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার—এরা নানা রকমের কঠিন অঙ্গুলি-সঙ্কেত এমনি অবলীলাক্রমে ক'রতে লাগ্‌ল যে, দেখে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। কতকাল ধ'রে অনন্যকর্মা হ'য়ে ক'রলে পরে তবে এই মুদ্রার সাধনায় এদের মতন সিদ্ধ হওয়া যায় তা জানি না, তবে আট-দশ বছর বয়স থেকে চব্বিশ পঁচিশ পর্যন্ত এই শিক্ষায় পদণ্ডদের বাল্য কৈশোর আর যৌবন কেটে যায়। কর-মুদ্রার এই-সমস্ত অদ্ভুত অঙ্গুলি-সঞ্চালনের যে একটা সম্মোহন-মন্ত্রবৎ শক্তি আছে, তা স্বীকার ক'রতে হয়, মনেও এর একটা যেন প্রভাব এসে পড়ে, মনে হয়, বুঝি বা অঙ্গুলির এই মোহময় সঞ্চালন নৃত্যের ফলে দেবতারাও আকৃষ্ট হ'য়ে আসছেন। এ বিষয়ে বলিদ্বীপের পদণ্ডেরা এখনও বিশেষ দক্ষ, ভারতবর্ষে এ বিষয়ে এদেশের সমকক্ষ তান্ত্রিক সাধক বোধ হয় খুব বেশী পাওয়া যাবে না। করমুদ্রা-সহযোগে দেবার্চনা বা মন্ত্র-সাধন, মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে চীন আর জাপানেও প্রবেশ লাভ ক'রেছে, আর জাপানের বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-বিশেষের অনুষ্ঠানে এই কর-মুদ্রা এখনও একটা বড়ো স্থান দখল ক'রে আছে। বলিদ্বীপের পদণ্ডদের হাতের মুদ্রা দেখে ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয়েরাও তার আকর্ষণী শক্তিকে মান্‌তে বাধ্য হ'য়েছে। এইরূপে খানিকক্ষণ মুদ্রা ক'রে ক'রে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন, মাঝে আবার ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে লাগ্‌লেন, টগর-জাতীয় এক রকম ফল নিয়ে, হাতের তালি বাজিয়ে সজোরে দক্ষিণ দিকে ফেলে দিলেন, এই ভাবে ভোজনারম্ভের অনুষ্ঠান শেষ ক'রে অন্নে হাত দিলেন।

ইতিমধ্যে বন্ধুরা তৈরী, পাঁচটা বাজে, আমাদের এখনি যাত্রা ক'রতে হবে, এক বেলা দেরী হ'য়েই গিয়েছে। ব্রাহ্মণেরা সেবায় ব'সলেন, আমরাও বিদায় নিলুম ;—আমাদের গৃহকর্তা আর রেসিডেন্ট-সাহেব আর অন্য ভদ্রলোকদের অভিবাদন ক'রে, আমরা গাড়ীতে চ'ড়লুম। বাঙলিতে আমাদের সঙ্গে একজন আধা-ডচ্ আধা-যবদ্বীপীয় ডাক্তার আর তাঁর যবদ্বীপীয় স্ত্রী কারাঙ-আসেমে চ'ললেন।

আবার সেই নয়নাভিরাম দেশের মধ্য দিয়ে যাত্রা। সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার যেন শেষ হ'তে চায় না। একে-একে পাহাড়ের পর পাহাড়, খেতের পর খেত্, পার হ'য়ে আমরা যেতে লাগলুম। ক্রমাগত ধানের খেত্, আর না'রকল-বাগান, বাঁশ-ঝাড়, আর কলা-বাগান। ছোটো ছোটো পাহাড়ে নদী পেরুলুম—অনেকগুলি লোহার ঝোলা সাঁকো দিয়ে এই নদীগুলির উপর দিয়ে পথ ক'রেছে। বিকাল বেলা, সন্ধ্যে হয়-হয়, পাহাড়ে নদীর উপল-বিষম তীরে বহু স্থলে স্নানার্থিনী আর স্নাননিরতা বলিদ্বীপীয় জনপদ-বধূ আর গ্রামণী-কন্যাদের মেলা—হঠাৎ চোখে প'ড়ে, গ্রীক কবিদের বর্ণিত তাদের আফ্রোদিতে আর্তেমিস্ প্রভৃতি দেবী আর দেবকন্যাদের নানা কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিতে লাগ্‌ল। পথে আমরা Kloeng-koeng ক্লুঙ্কুঙ আর Kosambe কোসাম্বে নামে দুটি বড়ো গণ্ডগ্রামের ভিতর দিয়ে গেলুম। সমুদ্রের ধার দিয়ে খানিকটা পথ,—এই অনির্বচনীয় সুন্দর পথকে সমুদ্রের সান্নিধ্য আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। কারাঙ-আসেম রাজ্যের এলাকা যেখান থেকে আরম্ভ হ'ল, সেখানে রাস্তার উপরে একটি উঁচু লোহার তোরণ-দ্বার বানিয়ে' রেখেছে। আমরা দেহে শ্রান্তি অনুভব ক'রছি, তবু নয়নের আর তৃপ্তি যেন হয় না। এইভাবে পথ চ'লতে-চ'লতে যখন আঁধার হয়-হয়, এমন সময়ে, আমরা কারাঙ-আসেম শহরে এসে পৌঁছুলুম। এখানে খালি কবি আর সুরেন-বাবু রাজার বাড়ীতে থাকবেন স্থির হ'য়েছিল, তাঁরা সেখানেই উঠেছিলেন। আমাদের দলের আর সকলের জন্য কারাঙ-আসেমের 'পাসাঙ্গ্রাহান' বা ডাক-বাঙলা নির্দিষ্ট হ'য়েছিল। মাল-পত্রের মোটর সমেত আমরা সেই ডাক-বাঙলায় গিয়েই উঠলুম, ডাক-বাঙলার 'মান্দুর' বা খানসামা আমাদের অভিবাদন ক'রে স্বাগত ক'রলে। মাল-পত্র নামিয়ে', যে যার ঘর ঠিক-ঠাক ক'রে নিয়ে, মোটরের সারা দিনের ভাড়া চুকিয়ে' দিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে ব'সতে-ব'সতে অন্ধকার ঘনিয়ে' এল'—বলিদ্বীপে আমাদের ঘটনা-বহুল প্রথম দিবসটী এইরূপে সাঙ্গ হ'ল ॥

৮। বলিদ্বীপ—কারাঙ্-আসেম

পাসাঙ্গ্রাহানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে, আমরা বাঙলির 'পুরী' বা রাজবাটীতে কবির কাছে গেলুম। প... ডাক-ঘর, পুলিস-আফিস প্রভৃতি সরকারী আপিস পড়ে। কারাঙ্-আসেমকে শহর না ব'লে, বড়ো একটী গ্রাম ব... চলে। একটী বড়ো রাস্তা আছে, রাস্তার ধারে কতকগুলি দোকান, চীনেমান দোকানদার বেশী, নানা মণিহারী জিনি... বিক্রী করে, চীনা ফোটোগ্রাফরও একজন আছে; আর দু'-চার জন বোম্বাইয়ে' খোজার দোকানও আছে, এরা বিলেতী কাপড় আমদানী ক'রে বেচে। আরব কাপড়ওয়ালা আছে, এরা বোম্বাইয়েদের কাছ থেকে কাপ... নিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ফেরি ক'রে বেড়ায়। ফল-ফুলুরী, মাছ, তরী-তরকারী, ধান-চা'লের একটা বাজারও আছে। এই বড়ো রাস্তা ধ'রে গিয়ে পুরীতে পৌছুতে হয়, রাস্তা সেখানেই শেষ হ'য়ে গিয়েছে। কোপ্যাবৃব্যার্গ্ সব চেনেন, তিনি আমাদের নিয়ে চ'ললেন। ভ্রেউএস্, বাকে-দম্পতী, ধীরেন-বাবু, আমি চ'ললুম। রাস্তার শেষে ডান দিকে পুরী। এই রাজবাটী হালের তৈরী। রাস্তার বাঁ দিকে সরু একটী গলিপথে পুরাতন পুরী—রাজা সেখানে এখন আর বাস করেন না, এখন অনেকটা বে-মেরামতী অবস্থায় এই পুরী প'ড়ে আছে। এই পুরাতন বাড়ীটী বলিদ্বীপের ভদ্রাসন বাস্তু-রীতির একটী সুন্দর নিদর্শন। পরে আমরা একদিন গিয়ে এই বাড়ীটী দেখে আসি। রাজবাড়ীর তোরণ-দ্বারে জনকতক বলিদ্বীপীয় লোক ব'সে আছে, প্রহরীর মত; আমরা আস্‌তে এরা ভিতরে এত্তেলা দিলে। তোরণ পেরিয়ে' ঢুকেই একটা মাঠের মতন আঙিনা। আঙিনার ডান ধারে আটচালা ঘর একখানা, সেখানে বাড়ীর জন্য কাঠ-কাঠড়ার কাজ হয়। আর একটী তোরণ দিয়ে বা'র-বাড়ীর দ্বিতীয় মহলে ঢুকতে হয়। এখানে খুব কাজ-করা কাঠের থাম আর দরজা জানালাওয়ালা বড়ো একটী অলিন্দ বা দালান যুক্ত কতকগুলি ঘর। এই দালান আর ঘর দ্বিতীয় তোরণের প্রায় সাম্‌নাসামনি পড়ে। দালানটী হ'চ্ছে রাজার বৈঠকখানা, আর ঘরগুলিতে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা থাকেন। ঘরগুলি ইউরোপীয় ধরণে সাজানো। দামী আসবাব-পত্র খাট-বিছানা আছে। দরজাগুলিতে চমৎকার খোদাই কাজ। ঘরে দু-চারখানি তৈজসপত্র আছে, চুরোটের ডিবা, দেয়াশলাইয়ের বাক্স, ছাইয়ের পাত্র, সব ভারী সোনার তৈরী, নকশা-কাটা। জানালায় পরদা আছে, আবার এদিকে মেঝেতে কার্পেট নেই। ঘরগুলির পিছনে যথা-রীতি স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। দালান আর ঘর উঁচু পোতার উপরে। তার সামনে একটুখানি উঠান, কাঁকর-ঢাকা,—দু-চারটী গাছ আছে তাতে। উঠানের পরে একটী পুষ্করিণী-যুক্ত ছোটো বাগিচা। পুষ্করিণীর মাঝে একটী বলিদ্বীপীয় pavilion বা ছতরী। দালানে দাঁড়িয়ে' পুখুরটীর দিকে তাকালে, ডান ধারে পড়ে বাইরে যাবার তোরণ, আর বাঁ হাতে পড়ে ভিতর-বাড়ী, রাজার শুদ্ধান্তঃপুর। রাজবাড়ীর মেয়েরা অসূর্য্যম্পশ্যা নন, কিন্তু তা ব'লে সাধারণতঃ লোক-চক্ষের সাম্‌নে এঁরা আসেন না। দালান আর পুখুরের মাঝে একটা উঁচু চবুতরা বা ছত্‌রী আছে। সেটাকে নানা রঙের কাপড়, জরী, আর তাল আর নারকেল পাতার ঝালর দিয়ে বেশ ক'রে সাজানো হ'য়েছে।

বলিদ্বীপীয় ছতরী

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দালানে দেখা হ'ল। রাজার আপ্যায়নের আতিশয্যে প্রথমটা একটুকু অস্বস্তিতে ছিলেন। কবি যাতে আরামে আনন্দে থাকতে পারেন, রাজা সে বিষয়ে খুবই অবহিত। কিন্তু কি ভাবে তা করা যায়, তা তাঁর অজ্ঞাত। একই গাড়িতে ঘণ্টা-দেড়েক পথ রাজার সঙ্গে এসেছেন,—কেউ কারো ভাষা জানেন না। ভাষা সামা নেই, মূক হ'য়ে পাশাপাশি ব'সে আছেন,—পথে হঠাৎ সমুদ্র দেখে, রাজা কবিকে সমুদ্র-বাচী কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ শুনিয়ে' দিলেন, তার পর ভারতবর্ষের পৌরাণিক ভৌগোলিক নাম কতকগুলি শুনিয়ে' দিলেন। এই ভাবে কবির সঙ্গে তাঁর সংস্কৃতি-গত যোগের কথাটী স্মরণ করিয়ে' দিয়ে, কবির সঙ্গে আত্মীয়-ভাব আন্‌বার জন্য তার আগ্রহ। কবি পুরীতে পদার্পণ ক'রতে, তাঁকে-স্বাগত ক'রে সুসজ্জিত মণ্ডপে রাজার ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা মিলে একটী অনুষ্ঠান করেন, সুললিত-ভাবে মন্ত্রাদি পাঠ করেন। মাননীয় অতিথিকে সম্মাননা দেখাবার জন্য রাজা আগে থাকতেই এই ব্যবস্থা ক'রে রেখে ছিলেন। কবিকে তার কামরায় অধিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে, রাজা ঘরের বারান্দায় বা দালানে হাজির রইলেন, অতিথির সেবায় যাতে ত্রুটি না হয়। তার পর কবির থাকবার ঘরটী, বিবিক্ত-দেশ ব'ল্‌লে যা বোঝায়, তা একেবারেই নয়। ঘরের সামনে রাজার কাছে হরদম লোকজন যাওয়া আসা ক'রছে, আঙিনার কাঁকরের উপরে কার্যার্থী প্রজার দল এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে,—কথা-বার্তা, লোকের চলাফেরা খুবই হ'চ্ছে। কবি পথ-ভ্রমণে বিশেষ ক্লান্ত, তিনি যে নির্জনে আর নিস্তব্ধতার মধ্যে একটু বিশ্রাম ক'রতে চান, ভাষা-সঙ্কটে প'ড়ে সে কথা রাজাকে বুঝিয়ে' দিতে পারা যাচ্ছিল না। শেষে কে বুদ্ধি ক'রে, রাজারের গুজরাটী কাপড়ওয়ালার দোকান থেকে দোভাষীর কাজ করবার জন্য একজন খোজা বাণিয়াকে পুরীতে ডেকে নিয়ে এল। কবির আহারাদির ব্যবস্থা কি রকম হবে, তাঁর কি কি আবশ্যক, এই সব প্রশ্ন রাজা তাকে দিয়ে করালেন। লোকটী কবিকে আশ্বাস দিলে যে রাজা অতি সৎলোক, কবির কোনও তকলীফ হবে না, 'আরাম সে' আর 'মজে মে' রাজবাটীতে তিনি থাকতে পারবেন। যার ভাষা বোঝা যায়, এতক্ষণ পরে এমন একজনকে পেয়ে কবি আর সুরেন বাবু সত্য সত্যই একটু আশ্বাস পেলেন। হিন্দুস্থানীতে তাকে ব'লতে সে বলিদ্বীপের ভাষায় তরজমা ক'রে রাজাকে আর রাজার লোকদের বুঝিয়ে' দিলে যে রাজা তাঁর অতিথিকে একটু একলা থাকতে দিয়ে নিজেও বিশ্রাম করুন। রাজা তখনই সেই মত ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। কবি একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। একটু বিশ্রাম ক'র্‌ছেন, এমন সময়ে আমরা গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি। মালাই-ভাষী-ত্রেউএস্ এর আগমনে, কবিকে আর রাজার সঙ্গে মূক-রূপ হ'য়ে চ'ল্‌তে হবে না।

রাজার সঙ্গে দেখা হ'ল। সহাস্য-মুখে আমাদের স্বাগত ক'রলেন। দেখলুম, বাড়ীতে তিনি খালি-পায়েই চলাফেরা ক'রে থাকেন; on his native heath—স্ব-ভবনে রাজাকে দেখে মনে হ'ল, অবস্থায় ইনি আমাদের দেশের মাঝারি-গোছের জমীদারের মতনই হবেন। রাজা ডচ্‌দের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত—এঁর সরকারী পদবী হচ্ছে Stedehouder অর্থাৎ Stead-holder বা নগরপাল। এঁরা বৈশ্যবংশীয়। বলিদ্বীপে Bramana ব্রমানা, Satrija সাত্রিয়া, Wesija ওএসিয়া ও Soedara সুদারা—এই চতুর্বর্ণ আছে। শূদ্রেরা সংখ্যায় বেশী, শতকরা তিরেনব্বই জন শূদ্র; বাকী সাত জন Triwongse ত্রি-ওঅং-সে বা 'ত্রিবংশ'—অর্থাৎ তিনটী 'দ্বিজ' বংশের লোক। রাজার পিতা একজন খুব শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, রাজাও পিতার নিকট থেকে এই গুণ বা শিক্ষা পেয়েছেন। তার পরিচয় পরে আমরা পাই। রাজা ডচ্ জানেন না, মালাই জানেন। বছর এগারো বয়সের তাঁর একটী ছেলে আছে, তাকে ডচ্ পড়াচ্ছেন। কৌলিক হিন্দু ধর্মে এঁর বিশেষ আস্থা। এঁর বাড়ীতে অনেকগুলি অতিথিকে রাখবার মতন স্থান নেই, তাই আমাদের পাসাঙ্গ্রাহানে ওঠবার বন্দোবস্ত হ'য়েছিল। রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে, কবিও শ্রান্ত; খানিকক্ষণ পরে কবির কাছ থেকে আর রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমরা পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরে এলুম।

আগেই ব'লেছি, দ্বীপময় ভারতের সরকারী ডাক-বাঙলাকে 'পাসাঙ্গ্রাহান' বলে। শব্দটীর মূলে আছে আমাদের সংস্কৃত 'সংগ্রহ' শব্দ। রাজকর্মচারীরা ভ্রাম্যমাণ হ'লে, পাসাঙ্গ্রাহানে এসে ওঠেন। তাঁদের অধিষ্ঠান হ'লে, আশ-পাশের মাতব্বরদের বা কার্যার্থীদের 'সংগ্রহ' বা মেলা বা একত্রিত-হওন ঘটে; তাই যে স্থানে এই একত্রীকরণ বা সংগ্রহ হয়, সেই স্থানকে জানাবার জন্য সংস্কৃত 'সংগ্রহ' শব্দের উত্তর মালাই ভাষার উপসর্গ 'প' বা 'পা' আর প্রত্যয় 'অন্' বা 'আন্' যোগ ক'রে, ইন্দোনেসীয় ভাষার শব্দ সৃষ্টি হ'য়েছে 'প-সংগ্রহ-অন'—উচ্চারণে আমাদের কানে লাগে 'পাসাঙ্গ্রাহান্', 'পাসাঙ্গ্রাআন্' বা 'পাসাঙ্গ্রান্'। পাসাঙ্গ্রাহানগুলি আমাদের ডাক-বাঙলার চেয়ে বড়ো, আর এগুলিকে এক হিসাবে ছোটো-খাটো হোটেল ব'ললেও চলে, ভারতবর্ষের ডাক-বাঙলায় যেমন খালি ঘর আর বিছানা-হীন খাট আর আর দুই-একটা টেবিল চেয়ার মাত্র পাওয়া যায়, এখানে তা নয়, রীতি-মত হোটেলের মতন সব ব্যবস্থা, ৮।১০ জন লোক অনায়াসে থাক্‌তে পারে। প্রশস্ত হাতার মধ্যে বাড়ী, ঘরগুলি বেশ বড়ো-বড়ো। খানসামাকে 'মান্দুর' বলে, মান্দুর নিয়মিত ইউরোপীয় খানা যোগায়। ভারতবর্ষের ডাক-বাঙলা আর ইন্‌স্‌পেক্‌শন্ বাঙলার মতন পাসাঙ্গ্রাহানগুলিতে রাজকর্মচারীদের দাবী আগে, তবে সাধারণতঃ অন্য লোকদের জন্যও স্থান পাওয়া যায়। থাকা, খাওয়া—সাকল্যে দৈনিক খরচের হার সরকার থেকে বেঁধে দেওয়া আছে—বাইরের লোক হ'লে সাড়ে-সাত গিল্‌ডার আর সরকারী কর্মচারী হ'লে সাড়ে-পাচ গিল্‌ডার,—যথাক্রমে আমাদের দেশের আনুমানিক ছ টাকা আর চার টাকা, ডচ্ খোরাকের অনুরূপ তিন প্রস্থ আহার দেবে, তা ছাড়া চা কফি আছে,—দাম খুব বেশী নয়। বলিদ্বীপে আমরা আর তিন জায়গায় পাসাঙ্গ্রাহানে ছিলুম, যবদ্বীপে সে আবশ্যকতা হয় নি।—মোটের উপর, পাসাঙ্গ্রাহানের ব্যবস্থায় আমরা খুবই খুশী হ'য়েছিলুম।

বলিদ্বীপের নর্তক অভিনেতা

পাসাঙ্গ্রাহানে রাত্রের আহার চুকিয়ে আমরা বারান্দায় চেয়ারে ব'সে-ব'সে গল্প ক'রছি, এমন সময়ে 'পুরী' থেকে টেলিফোন ক'রে জানালে, রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য রাজা বলিদ্বীপীয় নাচের ব্যবস্থা ক'রেছেন আমরা যেন দেখ্‌তে আসি—একটু পরেই মোটর আস্‌বে। প্রায় সাড়ে-ন'টা তখন। পুরীতে গিয়ে দালানে আমরা ব'সলুম। ছোট্ট একটী নাটক, নাচে আর গানে অভিনীত হ'ল। শল্য-সত্যবতীর উপাখ্যান নিয়ে—আখ্যান-বস্তুটী আমাদের মহাভারতের কোথায় আছে স্মরণ হ'চ্ছে না। একজন রাজা, তাঁর একজন পারিষদ বা অনুচর, আর রানী—এরাই হ'ল পাত্র পাত্রী। বাঙলির যাত্রায় যে ধরণের পোষাক দেখেছিলুম, এদের পরনে সেই ধরণের পোষাক, তবে আরও ঝল্‌মলে', আরও দামী। শুনলুম এই রকম নৃত্যময় গীতাভিনয়ের নাম 'লুন্টুক্', না কি। উঠানে অভিনয় হ'ল। বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল, বাজনা কিন্তু কম বাজানো হ'য়েছিল। বেশী সময় রাজা আর

-ানী কান্নার সুরে গান গেয়ে-গেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইছেন, আর মাঝে-মাঝে পারিষদটী নত-জানু হ'য়ে দু-হাত জোড় ক'রে রাজাকে যেন কাতর-ভাবে কি নিবেদন ক'রছে। গান নয়, স্তব ক'রে পাঠ ক'রে তারা কথা কইছে বলা যায়—গানের ভাগ খুবই কম। অভিনেতা তিন জনেই অল্প-বয়সের ছোকরা। কথা বা গান বা পাঠের সুরটা একঘেয়ে', টেনে-টেনে কাঁদুনি গাওয়ার মতন লাগ্‌ছিল, খানিক শুনে, সেটা যে খুব শ্রুতিসুখকর হ'চ্ছিল তা বলা চলে না; কিন্তু জিনিসটা মানিয়ে' যাচ্ছিল, রুচিকর হ'চ্ছিল এদের নাচের ভঙ্গীতে, চলাফেরার একটা লক্ষণীয় সুষমায়। ঝল্‌মলে' পোষাকটা দেখতে সুশ্রী না হ'লেও নাচের কায়দায় সেটাকে শোভন ক'রে তুল্‌ছিল। ঘণ্টাখানেক এই অভিনয় দেখা চ'ল্‌ল। তার পরে আমরা রাত এগারোটা আন্দাজ বিদায় নিয়ে পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরে এলুম।

শনিবার, ২৭শে অগস্ট।

ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে পাসাঙ্গ্রাহানের বারান্দায় ব'সে-ব'সে প্রকৃতির আর মানুষের উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের কি চমৎকার সমাবেশ যে দেখলুম, তা কথায় বর্ণনা করা যায় না। চারিদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত, মাঝে-মাঝে দুই-একটা বনস্পতি, দূরে ডাইনে বাঁয়ে নীল পাহাড়ের শ্রেণী, আর সামনে দূরে নীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। পূবে পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য উঠ্‌ল, সমস্ত দেশ ভোরের মিষ্টি রোদ্দুরে যেন নোতুন প্রাণ পেয়ে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। পাসাঙ্গ্রাহানের সামনেই শহরে যাবার রাস্তা। আলোর সঙ্গে-সঙ্গে লোক-জনের চলা-ফেরায় রাস্তা সজীব হ'য়ে দাঁড়াল'। একজন দুজন ক'রে বা দলে-দলে আশ-পাশের গাঁ থেকে চাষার ঘরের মেয়েরা মাথায় বেতের আর বাঁশের চুবড়ীতে আর ঝোড়ায় ক'রে ফল-ফলুরী ধান-চা'ল মাছ-টাছ নিয়ে চ'লেছে কারাঙ-আসেমের বাজারে—এদের নীলকৃষ্ণ-বস্ত্র পরিহিত, স্বাস্থ্যে নিটোল, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহশ্রী; কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, উচ্চ শিরে, সরল সহজ আর দৃপ্ত ভাবে নিজেদের নৃত্যচ্ছন্দে চ'লেছে;—বহুক্ষণ ধ'রে এই পসারিনীর দলের অভিযান দেখা গেল। পাসাঙ্গ্রাহানের সাম্‌নে রাস্তার ও-পারে একটী পাথর-ভাঙা কলে কাজ ক'রছে কতকগুলি গ্রাম্য নারী, এদেরও চলন-ভঙ্গীর ছন্দোময় গর্ব-দৃপ্ত ভাবে দেহের তনিমাকে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। রাস্তার ধারে একটী মেয়ে ভুট্টা বিক্রী ক'রতে ব'সেছে, অনেক্ষণ ধ'রে ব'সে-ব'সে সে তার ভুট্টার পসার সাজাতে লাগ্‌ল, তার মনোমত সাজানো যেন আর হয় না। ক্রমে অন্য বন্ধুরা এসে যোগ দিলেন, বারান্দাতেই খানিকক্ষণ গল্প-গুজব চ'ল্‌ল। একজন মণিহারী জিনিসওয়ালা তার পসরা নিয়ে পাসাঙ্গ্রাহানের বারান্দায় দেখা দিলে; রোগা লোকটী, জা'তে 'বলী স্লাম' অর্থাৎ মুসলমান বলিদ্বীপীয়; তার মোট থেকে বলিদ্বীপের তৈরী নানারকমের কাপড়, কাপড়ের উপরে আঁকা ছবি, ক্রিস্, কাঠের ছোটো মূর্তি, এইসব দেখাতে লাগ্‌ল। কোপ্যার্‌ব্যার্গ ব'ললেন, ক্লুঙকুঙ গ্রামে আরোও ভালো-ভালো নানা রকমের সব জিনিস পাওয়া যাবে, এখানে কেনা বৃথা; তবুও সকলেই কিছু-কিছু কিনলুম। আমি এগারো গিল্‌ডারে পিতলের

বলিদ্বীপ—গ্রামের মেয়ে

একটী ছোট্ট পুরাতন রাক্ষসমূর্তি, আর ছয় গিল্ডারে রাক্ষসের মূর্তির আকারে কালো কাঠের একটী ক্রিসের হাতল, এই দুইটী জিনিস কিনলুম। পরে দেখলুম, কিনে ভালোই ক'রেছি; 'কিউরিও' কেনায় ভালো জিনিস পেলেই সংগ্রহ ক'রে ফেলা উচিত, উপস্থিত-লভ্য ভালো কিছু ছেড়ে দিলে, পরে অনেক সময়েই পছতাতে হয়।

প্রাতরাশ সেরে, বাকে আর কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে ব'সে কবির যবদ্বীপ-ভ্রমণের দেশ, কাল আর কার্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খসড়া ক'রে ফেলা গেল। তার পরে আমরা পুরীতে চ'ললুম। আজ দিনের আলোয় শহরটা দেখতে-দেখতে যাওয়া গেল। বেশ চমৎকার একটী বলিদ্বীপের সাবেক চালের বাড়ী দেখলুম, এটী একটী প্রাচীন পুরী; দুপাশে দুটী বড়ো ওয়ারিঙিন্ গাছ থাকায়, দৃশ্যটী ভারী গম্ভীর-ভাব-দ্যোতক লাগ্ল। বড়ো রাস্তা ধ'রে, দোকান-পাট পার হ'য়ে, আমরা বাজারে এসে প'ড়লুম। বাজারে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াবার লোভ আমরা সংবরণ ক'রতে পারলুম না। লোকেরাও আমাদের দিকে বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে' দেখে—তিনজন ইউরোপীয় পুরুষ, একজন ইউরোপীয় মেয়ে, ইউরোপীয় পোষাকে ধীরেন-বাবু, আর ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী প'রে আমি। গুটিকতক বেতের ছোটো-ছোটো ব্যাগ কিনলুম, এগুলি এদেশের একটী বিশেষ শিল্পের জিনিস। বাজারে রূপের হাট ব'সে গিয়েছে। দোকানী পসারীর চেয়ে, পসারিনীদেরই সংখ্যা বেশী। বর্মার বাজারেও এইরকম শুনেছি। দূর গ্রাম থেকে যারা এসেছে, তাদের জন্য খাবারের দোকান ব'সে গিয়েছে—ভাত তরকারী ফল না'রকল-কোরা এ-সব বিক্রী হ'চ্ছে, স্ত্রী পুরুষে সকলে কিনে-কিনে খাচ্ছে। বাজারে একজন শ্যামবর্ণ ছোকরা রঙীন ছিটের কাপড়ের ছোট একটী বোঁচকা নিয়ে কৌতূহলী হ'য়ে আমাদের অনুসরণ ক'রছে দেখলুম। পোসাক সাধারণ মালাইদের মত, সারঙ-পরা, মাথায় লাল টুপী। দেখে মনে সন্দেহ হ'ল, হয় আরব, নয় আরব আর যবদ্বীপীয় বর্ণসঙ্কর। আমার আরবীর পুঁজি গুটিকতক শব্দ মাত্র নিয়ে, তবুও তাই অবলম্বন ক'রে সন্দেহ নিরসনের জন্য জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'ম্যান্ অ্যান্তা? তুমি কে?' তখন একটু তেজোদৃপ্ত হাসির সঙ্গে সুশুভ্র দন্ত-পঙ্‌ক্তির ঝলক্ দেখিয়ে ছোকরা মরুদেশের শুখো হাওয়ায় স্পষ্ট চাঁচা গলায় উত্তর দিলে—

কারাঙ্-আসেম—গ্রামের লোক

'অ্যানা আআরাব—আমি আরব।' 'আরব' শব্দের 'আইন'-অক্ষরের ধ্বনি খাঁটী আরবের মার্জিত উচ্চারণে বেরুল'। তখন জিজ্ঞাসা ক'রলুম—'কোন্ প্রদেশ থেকে—মিন্ আয়্য়্ বেলেদ?' সে ব'ল্লে তার বাড়ী হাদ্রামওৎ-এ—দক্ষিণ-আরবে। তার 'তি-জ্যা-রৎ' বা ব্যবসায় হ'চ্ছে, গাঁয়ে গাঁয়ে কাপড় বিক্রী করা। তার পর আমি কে, আমার দেশ কোথা—আর আমি কি ক'রতে এসেছি, আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে। সব কথা বলা আমার আরবীতে কুলোবে না, আরবী-মিশ্র ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ের শরণ নিয়ে ব'ললুম যে, হিন্দ্ হ'চ্ছে আমার 'ওএৎন্' বা মাতৃভূমি, এদেশে বেড়াতে এসেছি। ছোকরা সিঙ্গাপুরে চেটিদের দেখেছে—আমি চেট্টি বা বেনিয়া কিনা, আর কিসের ব্যবসা করি একথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে—আমি 'মুঅল্লিম্' বা শিক্ষক, আমার এই উত্তরে খুশী হ'ল না।

বাজারে একজন তামিল মুসলমানের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেও কাপড়ের ব্যবসা করে। তারপরে আমরা গুজরাটী খোজাদের দোকানে উঠ্‌লুম। খান দুই কাপড়ের দোকান এদের আছে। এরা বেশ খাতির ক'রে বসালে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরা পরিচয় জান্‌তে চাইলে, কারণ স্থানীয় ডচেদের কাছে তাঁর প্রশংসা শুনেছে।

নিজেদের ব্যবসার কথা নিয়েই এরা ব্যস্ত, অন্য কিছুর খবর রাখবার বড়ো অবসর বা উৎসাহ এদের নেই। এই দূর দেশে এসে, ব্যবসার দিক্ থেকে এরা মন্দ ক'রছে না।

বন্ধুরা কেউ-কেউ আগেই পুরীর দিকে অগ্রসর হ'লেন। আমি একা ধীরে-ধীরে পুরীতে পৌঁছলুম। তোরণ পেরিয়ে' প্রথম আঙিনার ডান ধারের একটা আটচালায় দেখলুম, কতকগুলি দেব-মূর্তি আর নকশা-কাটা টালির মতন র'য়েছে, কাছে গিয়ে দেখি, সেগুলি সিমেণ্টে জমানো, পাথরের বা মাটির নয়। লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, আশে-পাশে কাঠের ছাঁচ র'য়েছে, তাই থেকে সিমেণ্ট ঢেলে এই সব মূর্তি আর নকশা-দার ফলক তৈরী হ'চ্ছে। এই দূর বলিদ্বীপে এই রকম আধুনিক রীতিতে এই সব ব্যাপার রাজা আরম্ভ করিয়ে' দিয়েছেন দেখে আশ্চর্যান্বিত হ'লুম। সেখানে একজন মিস্ত্রী বাটালী আর হাতুড়ী দিয়ে নোতুন একখানা কাঠের ছাঁচ তৈরী ক'রছে, আমরা—মিস্ত্রী আর আমি—নির্বাক্ ভাবে পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে' দেখলুম।

কারাঙ্-আসেমের রাস্তা

দ্বিতীয় তোরণের কাছে একজন পদস্থের সঙ্গে দেখা হ'ল—বলিদ্বীপের ছোটো লুঙ্গীর উপরে একটা কালো কোট পরা, মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা, খালি পা, হাতে লাঠি। আমি তাকে আমাদের ভারতীয় প্রথায় দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রলুম, সে ভদ্রলোক একটু ভাবা-চাকা খেয়ে আমাকে প্রতিনমস্কার ক'রে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে। আমি মালাইয়ে ব'ললুম, আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত মহাগুরুর সঙ্গে এসেছি, আমি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, আপনিও তো ব্রাহ্মণ। তাতে ভদ্রলোক ব'ললেন, হাঁ, আমি ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত জানেন কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলুম। ব'ললেন, সংস্কৃত জানেন না, দেশে সংস্কৃত পড়া হয় না, তবে অনেক 'মান্ট্র' বা মন্ত্র জানেন। মহাভারত প'ড়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলুম, সমস্ত মহাভারতের বলি ভাষায় অনুবাদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলুম। তিনি ব'ললেন, মহাভারত দেশ-ভাষায় প'ড়েছেন, তবে সমস্ত মহাভারত বলিদ্বীপের ভাষায় পাওয়া যায় না, কতকগুলি পর্ব ওদেশে নেই। এই ব'লে তিনি ভাঙা-ভাঙা সংস্কৃতে একটী শ্লোক প'ড়লেন, শ্লোকটীতে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের নাম উল্লিখিত আছে। আমি কাগজ পেন্‌সিল বা'র ক'রে শ্লোকটী তার কাছে শুনে শুনে, তার উচ্চারণ মত লিখে নিলুম। পরে দেশে এসে বিখ্যাত ডচ্ পণ্ডিত Hendrik Kern-এর ('ভট্ কর্ণ'র) প্রবন্ধ-সংগ্রহে দেখি (Verspreide Geschriften, IX, p. 219), এই শ্লোকটী তিনি একখানি প্রাচীন পুঁথিতে পেয়েছিলেন, আর এটী তিনি প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। রোমান অক্ষরে শ্লোকটী তিনি এই ভাবে দিয়েছেন—

Adih Sabha Wana Wirata Samodapamaka (? = Sayogaparwwa ?)
Bhisma Dwijárkkasuta Calya Gadáewa Sopti.
Stri Prastani Mucala Canti tatháeramanea.
Swarggántam astádaca-parwwaniryuktasangkhyam.

শ্লোকটী থেকে এই কয়টী পর্বের নাম পাই—আদি (১), সভা (২), বন (৩), বিরাট (৪), সদোগ (?) বা উদ্যোগ (৫), ভীষ্ম (৬), দ্বিজ বা দ্রোণ (৭), অর্কসুত বা কর্ণ (৮), শল্য (৯), গদা (১০), অশ্ব বা অশ্বমেধ (১১), সৌপ্তি বা

সৌপ্তিক (১২), স্ত্রী (১৩), প্রাস্থনি বা প্রাস্থানিক (১৪), মুশল বা মুষল (১৫), শান্তি (১৬), আশ্রম বা আশ্রমি[illegible] (১৭), স্বর্গ বা স্বর্গারোহণ (১৮)। আমাদের দেশের প্রচলিত পর্বগুলির সঙ্গে মোটামুটী মেলে ; তবে এই শ্লোকে কতকগুলি নাম উলটা-পালটা ক'রে দে[illegible] আছে। আর আমাদের দেশের প্রচলি[illegible] সংস্কৃত মহাভারতে গদা-পর্ব ব'লে আলাদা পর্ব নেই। আছে তার জায়গায় অনুশাসন পর্ব। বাঙলা কাশীদাশের মহাভারতে কিন্তু গদা-পর্ব আছে ; সংস্কৃত মহাভারতে ভীম আর দুর্যোধনের গদা-যুদ্ধ-বিষয়ক পর্বটী শল্য-পর্বের মধ্যেই ধরা হ'য়েছে। দ্বীপময় ভারতের মহাভারতের সঙ্গে শল্য-পর্ব পর্যন্ত মেলে, তার পরে আমাদের দেশের সংস্কৃত মহাভারতে পাই—সৌপ্তিক পর্ব (১০), স্ত্রী (১১), শান্তি (১২), অনুশাসন (১৩), অশ্বমেধ (১৪), আশ্রমবাসিক (১৫), মৌষল (১৬), মহাপ্রস্থানিক (১৭), আর স্বর্গারোহণ (১৮)। মহাভারতের প্রাচীন বিভাগ আর প্রাচীন পাঠ-নির্ণয় করবার জন্য, প্রাচীন যবদ্বীপের ভাষায় অনূদিত মহাভারত থেকে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাবে। এবিষয়ে ডচেরা কিছু-কিছু কাজ ক'রেছেন, কিন্তু বিষয়টী নিয়ে অনেক আলোচনা করবার আছে। মহাভারতের পর্ব সম্বন্ধে পরে Gianjar গিয়াঞ্জারের রাজার বাড়ীতে সেখানকার পদণ্ডদের সঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হ'য়েছিল।
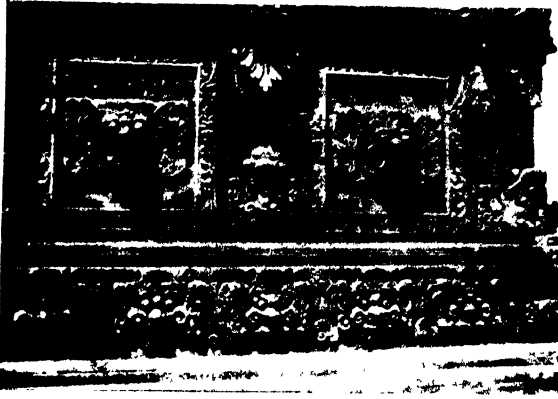
নকশা-কাটা পাথর-লাগানো ইটের দেওয়াল

পদণ্ড যখন আমাকে শ্লোকটী শোনালেন, তখন প্রথমটা আমার বুঝ্‌তে একটু মুস্কিল লাগ্‌ছিল। কিন্তু এঁর পাঠের ধরণ থেকে, বলিদ্বীপের সংস্কৃত উচ্চারণের রীতিটা বোঝবার সুবিধা হ'য়েছিল। এঁর পড়ায় বোঝা গেল, এ দেশে সংস্কৃত অ-কারের উচ্চারণ হ'চ্ছে আ-কারের মতন ; আ-কারের উচ্চারণ, শব্দের আদিতে বা মধ্যে থাকলে বাঙলা অ-র মত হয়, আর অন্তে থাকলে ফরাসীর eu বা জারমানের ö-র মত হয় ; ঋ-কারের উচ্চারণ হয় 'রে', ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে, মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ ক'রে দেয়,—'খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ' যথা-ক্রমে 'ক গ চ জ ট ড ত দ প ব' হ'য়ে যায়, 'শ ষ স' তিনেরই উচ্চারণ 'দন্ত্য স' ; অন্তঃস্থ ব-এর (v বা w-র) উচ্চারণ করে কখনও বা 'ব' (b), কিন্তু সাধারণতঃ 'উঅ' বা 'ওঅ', w ; ত-বর্গ কতকটা ট-বর্গের মত শোনায়, আবার ট-বর্গকে ত-বর্গের মত শোনায় (অর্থাৎ মূর্ধন্য ট-বর্গ আর দন্ত্য ত-বর্গ, এই দুইয়ের বদলে, একের উচ্চারণে উভয়ের মধ্যস্থিত, বাঙলায় অজ্ঞাত, দন্তমূলীয় বর্গের ধ্বনিই আসে)। কাজেই 'আদি, সভা, বন, গদা' কানে শোনাল' যেন 'অ-ডি, স-ব্যো, উআনা, গা-ড্যো', আর 'অষ্টাদশ' শব্দ শোনাল' যেন 'আস্ত-ডাসা'। পদণ্ডটীর নাম জেনে নিলুম—নামটী হ'চ্ছে 'পদণ্ড ওক' ; এঁর সঙ্গে আলাপে বেশ খুশী হ'লুম। রাজা এঁকে ডাকিয়ে' পাঠিয়েছেন, ইনি যাচ্ছেন রাজার কাছে, সেখানে মহাগুরুর সঙ্গে দেখা হবে।

আমরা একত্র দ্বিতীয় মহলে দালানে রাজার বৈঠকখানায় গেলুম। সেখানে দেখি, কবিকে রাজা কতকগুলি প্রাচীন তাল-পাতার পুঁথি দেখাচ্ছেন। রাজার পিতা শাস্ত্র-গ্রন্থের একটী ভালো সংগ্রহ রেখে গিয়েছেন শুনলুম। দালানের সাজ-সজ্জা দিনের আলোয় এখন ভালো ক'রে দেখা গেল। কাঠের কাজে খোদাইয়ে লাল আর সোনালি রঙ লাগানো। দালানে প্রচুর আরসী দেওয়া আছে। দেওয়ালে কতকগুলি ফোটোগ্রাফ—রাজার নিজের, পরিবারের লোকেদের, রানী আর অন্য মহিলাদের, আর ডচ্ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তোলা গ্রুপ ছবি—একখানি

ছবি সকলের দৃষ্টিপথে যাতে বেশ ক'রে পড়ে সেই ভাবে তিনি টাঙিয়ে' রেখেছেন—এখানি হ'চ্ছে ফ্রেমে-বাঁধানো রবীন্দ্রনাথের একখানি ফোটো। ডচেদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে, আর তিনিই তাঁর বাড়ীতে এসে অতিথি হ'চ্ছেন একথা জেনে, রাজা ছবিখানি সংগ্রহ ক'রে টাঙিয়ে' রেখে থাকবেন। ভারতবর্ষের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা দেখাবার একটী পন্থা ব'লে ব্যাপারটীকে নিতে পারা যায়। আমাদের সম্বন্ধে রাজার জান্বার আগ্রহ যে কত, তা ক্রমে আমরা টের পাই। তিনজন পদণ্ড চেয়ারে ব'সে আছেন। রাজা কতকগুলি তাল পাতার লেখা পুঁথি কবিকে দেখাচ্ছেন। পুঁথিগুলি উড়িয়া বা দক্ষিণা পুঁথির মতন, তাল-পাতার উপর লেখন বা ছুঁচালো মুখ লোহার শলা দিয়ে আঁচড়ে'-আঁচড়ে' লেখা। দ্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'রছেন। রাজা সংস্কৃত ভাষায় বলিদ্বীপের অক্ষরে লেখা একখানি পুঁথি নিয়ে ব'ল্লেন, এই পুঁথির অর্থ তিনি জান্তে চান, 'মহাগুরু' ব্যাখ্যা ক'রে তাকে বুঝিয়ে' দিন। তিনি পুঁথি প'ড়ে গেলেন, তাঁর উচ্চারণ দুর্বোধ্য। আমার পরামর্শ মত তিনি রোমান অক্ষরে লিখে যেতে লাগ্লেন, তখন আমাদের পড়ার সুবিধা হ'ল, পুঁথিখানির মানে বুঝতে মুস্কিল হ'ল না। সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে লেখা যোগশাস্ত্রের বই এখানি, জিজ্ঞাসু রাজা ব্যাখ্যা ক'রে বল্বার জন্য কবিকে নির্বন্ধ ক'রে অনুরোধ ক'রলেন। মাঝে-মাঝে রাজার রোমান প্রত্যক্ষরীকরণ থেকে শ্লোকগুলি আমাদের মতন ক'রে আমি প'ড়ে যেতে লাগলুম, আর কবি ইংরেজীতে তার অনুবাদ ক'রতে লাগলেন, আর দ্রেউএস্ তা থেকে মালাই ভাষায় ব'ল্তে লাগ্লেন,—রাজা সেই মালাই অনুবাদ লিখে নিতে লাগলেন। আমার সমস্ত বিষয়টা মনে হ'চ্ছে না, তবে পুঁথিখানিতে যোগদর্শনের কথা আছে। কতকগুলি শ্লোক লিখে নিয়ে এলে বুঝতে পারা যেত যে এ বই এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত আছে কি না। রাজার উৎসাহ অদম্য—যে দু'-তিন দিন তিনি কবিকে পেয়েছিলেন, সেই দু'-তিন দিনে দ্রেউএস্-এর সাহায্যে প্রায় ২০।২২টী শ্লোকের অনুবাদ তিনি করিয়ে' নিয়েছিলেন। সংস্কৃত না শিখ্লে যে নিজেদের সংস্কৃতি

দণ্ডায়মান—গ্রন্থকার ও শ্রীযুক্ত দ্রেউএস্, বাম হইতে দক্ষিণে
উপবিষ্ট—কারাঙ-আসেমের রাজা, পদণ্ড রাহি, পদণ্ড ওক, পদণ্ড বয়ন্ জিলাস্তিক্

আর ধর্ম ভালো ক'রে বুঝতে পারা যাবে না, রাজা এ কথার উপলব্ধি ক'রেছেন। তিনি বার-বার এই কথা ব'ল্তে লাগলেন, কি ক'রে সংস্কৃতের চর্চা আবার বলিদ্বীপে আরম্ভ করা যায়। কবি ব'ল্লেন, ভারতবর্ষে ফিরে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত পাঠাবার চেষ্টা ক'রবেন। তারপর বলিদ্বীপের অল্পবয়স্ক দু-চারজন ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত পড়াতে পারা যায় কিনা, সে বিষয়েও কথা হ'ল। পদণ্ডদেরও খুব আগ্রহ দেখলুম। ওই দিন সকালে তিনজন শ্রেষ্ঠ পদণ্ড রাজবাটীতে এসেছিলেন, এঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'ল। আমার রোজ-নামচার

পাতায় এঁরা নাম সই ক'রে Rahi দিলেন—বলি-দ্বীপের অক্ষরে। দুজন শৈব পদণ্ড, আর একজন বৌদ্ধ পদণ্ড। এঁদের নাম—পদণ্ড Oka ওক (শৈব), পদণ্ড Rahi রাহি (শৈব), আর পদণ্ড Wayan Djilantik বয়ন্ জিলান্তিক (বৌদ্ধ)। রাজার সঙ্গে আর পদণ্ডদের সঙ্গে একত্র ত্রেউএস্ আর আমার একখানি ছবি স্থরেন-বাবু তুলেছিলেন. ঘরের ভিতরে আলোর অভাবে ছবি ভালো ওঠে নি, তবুও কারাঙ্-আসেম্-এর ঐ দিনটীর স্মারক হিসাবে আমাদের কাছে ছবিখানির মূল্য আছে॥

৭। বলিদ্বীপ—কারাঙ্-আসেম্

পদণ্ডদের সঙ্গে আমার আজকে বেশ আলাপ জ'মল। কবি বড়ই অসুস্থ বোধ ক'রছিলেন, একটু বিশ্রাম করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কারাঙ্-আসেমে গুমট আর লোকজনের ভীড় তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর হ'য়ে প'ড়ছিল। এদেশে ডচেরা আধুনিক স্থবিধা সব এনেছে, খালি আনেনি বিজলীর পাখা। আমাদের মধ্যে স্থির হ'ল, কারাঙ-আসেমে তাঁর অবস্থানকে সংক্ষেপে ক'রে, দুই-এক দিনের ভিতর তাঁকে কোনও নিজন পাহাড়ে জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে।

রাজবাড়ীর উঠানের ছতরীওলা উঁচু চত্বরে ব'সে, পদণ্ড কয়জনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হ'ল। আরও দু'-তিন জন পদণ্ড আর অন্য বলিদ্বীপীয় ব্যক্তি এলেন। ত্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে কথা ক'য়ে একটা জিনিস শুনলুম—অল্প-স্বল্প দু-চার জন নিম্ন শ্রেণীর লোক মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে। আরব ব্যবসায়ীরা আর অন্য মুসলমানেরা স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে স্থায়ী বা অস্থায়ী বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়, আর তাদের সম্পর্কের দু-চারজন লোক এদের প্রভাবে প'ড়ে মুসলমান হ'য়ে যায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকে এই ব্যাপারকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে, এইমাত্র, প্রতীকারের চেষ্টা করে না। চার-পাঁচ কোটি যবদ্বীপীয় আর অন্য মুসলমানদের মধ্যে মুষ্টিমেয়—দশ লাখ মাত্র—বলিদ্বীপীয়দের সকলেই যে পৈতৃক ধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকবে, তা সম্ভব নয়। পদণ্ডদের মধ্যে দেখলুম, কেউ-কেউ এ বিষয়ে উদাসীন, ঠিক ভারতবর্ষের সাধারণ হিন্দুর মতন। একজন ব'ললেন, ধর্ম তো সবই এক, আর মুসলমান হ'লেও এরা ঈশ্বরের নাম করে। আবার দু-চার-জনকে এ সম্বন্ধে একটু সচেতও দেখলুম; তাঁদের ইচ্ছা, সাধারণ্যে হিন্দু ধর্মের উচ্চ চিন্তা আর ভাবগুলি প্রকাশ হয়; কি ক'রে তা করা যায়, সে সম্বন্ধেও কেউ-কেউ আমায় প্রশ্ন ক'রলেন। রাজা স্বয়ং এবিষয়ে খুব উৎসাহী। বলিদ্বীপ আগেকার মতন আর বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছে না, কাল-ধর্মের প্রভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে বলিদ্বীপের অধিবাসীদের মিশতে হবে; এ ক্ষেত্রে, জাতীয় সংস্কৃতি আর ধর্ম থেকে কতটা শক্তি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বলিদ্বীপের অভিজাত জনগণ যে একটু চিন্তা ক'রতে আরম্ভ ক'রছেন, তার আভাস আমরা কিছু-কিছু পেয়েছিলুম।

পদণ্ডদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হ'ল। এঁদের জানা পৌরাণিক নাম সব আমি জানি, পৌরাণিক কাহিনী দু'চারটেও এদের সঙ্গে মিলল,—এ দেখে এঁরা একটু হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। সুদূর ভারত থেকে সুপ্রাচীন যুগে এঁদের ধর্ম এসেছে, এ কথা এঁদের মনে যেন প্রথম প্রতিভাত হ'ল। কাগজে ম্যাপ এঁকে ভারতবর্ষের সংস্থান

আর যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগের পথ বুঝিয়ে' দিলুম। পদণ্ডেরা মাথা নেড়ে-নেড়ে দেশভাষায় এই-সব বিষয়ে আপসে তুমুল আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিলেন।

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। রাজার ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হ'ল। ঠিক ছিল, আহারের পরে পাসাঙ্গ্রাহান থেকে আমার ছবি, বই-টই, আর ভারতবর্ষ থেকে পূজার তৈজস-পত্রাদি যা এনেছি তা নিয়ে এসে পদণ্ডদের দেখাবো—রাজাও দেখবেন। আমাদের আহার, মিশ্র ডচ্-যবদ্বীপীয়-বলিদ্বীপীয় ধরণেই হ'ল। দুজন অভ্যাগত এলেন—Coen 'কুন' নামে একখানি জাহাজ বলিদ্বীপ হ'য়ে বলিদ্বীপের পাশের লম্বক দ্বীপে যাচ্ছে, তার কাপ্তেন আর প্রথম অফিসার, রাজার সঙ্গে পরিচয় আছে, এঁদের জাহাজ বুলেলেঙ-এ একদিন থাকবে, এঁরা সেই অবসরে একটু বেড়িয়ে' যাচ্ছেন।

বিকালে 'সাদো' গাড়ী ক'রে পাসাঙ্গ্রাহান থেকে আমার পূজার জিনিস আর লাণ্টার্ন স্লাইড আর বই-টই নিয়ে এলুম। যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ যাত্রার সময় আমার প্রস্তাব-মত ক'লকাতার হিন্দু মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ আমাকে পূজার সমস্ত বাসন-কোসন এক প্রস্থ কিনে দেন। এইগুলি,—আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলুম একখানি 'পুরোহিত-দর্পণ' আর অন্য আনুষ্ঠানিক পুস্তক—এই সময়, বেশ কাজে লেগেছিল। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভারতের দেব-মূর্তি আর মন্দিরের আর ভারতীয় কলা-সম্বন্ধীয় স্লাইড চিত্র অনেকগুলি দিয়েছিলেন, যদি কোথাও লাণ্টার্ন-সহযোগে বক্তৃতা দিই। বলিদ্বীপে লাণ্টার্ন পাওয়া যায় নি—এখানে খালি স্লাইড-ই দেখানো গেল। রাজা পদণ্ডদের নিয়ে সেই ছত্রী-যুক্ত চত্বরে এসে ব'সলেন। কোপ্যারব্যাগ আর দ্রেউএস্-ও রইলেন। ইতিমধ্যে রাজাদের গুজরাটী কাপড়ওয়ালারা কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এল। এদের সঙ্গে আমি হিন্দীতে কথা কইলুম, দ্রেউএস্ মালাইয়ে আলাপ ক'রলেন, খানিক পরে এরা চ'লে গেল। বিকালে কবিকে একটু হাওয়া খাইয়ে' আনবার জন্য রাজা তাঁর মোটরে ক'রে পাঠিয়ে' দিলেন। একটু দূরে সমুদ্রের ধারে Oedjoen উজুন্ ব'লে একটা জায়গায় রাজার এক বাগান আছে, সেখানে তাঁকে নিয়ে গেল। রাজা র'য়ে গেলেন। আমাকে ব'সে-ব'সে আমাদের দেশের প্রচলিত পূজার অনুষ্ঠান সব দেখাতে হ'ল। আচমন থেকে, সাধারণ পূজোর সব কর্তব্য গুলি ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে ব'লতে লাগলুম। এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবীত ধারণের নিয়ম নেই। আমার পইতে বা'র ক'রে দেখাতে হ'ল—এঁরা ব'ললেন হাঁ, 'সসট্রা' বা শাস্ত্র-গ্রন্থে 'ইয়াজ্ঞোপাউইটা' বা যজ্ঞোপবীতের কথা আছে বটে, কিন্তু সে আগে 'রেসি' বা ঋষিরা তো প'রতেন। পূজার অনুষ্ঠান এঁরা তো বেশ নিবিষ্ট চিত্তে, নানা প্রশ্ন সহকারে দেখতে লাগলেন, কতক-কতক বিষয়ে এঁদের সঙ্গে মিল আছে ব'ললেন, আর বাকী জিনিস এঁদের কাছে অজ্ঞাত। 'পূজা' শব্দটী এঁরা ব্যবহার করেন না, বলেন 'ডেউ-অর্-চা-ন্যো' বা 'দেবার্চনা'। এঁরা তারপরে নানা বিষয়ে প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন। পদণ্ডদের বেশীর ভাগ প্রশ্ন হ'ল, মৃতের সংকার, অন্ত্যেষ্টি বিধি, শ্রাদ্ধ, এই সব নিয়ে। অশৌচ-বিষয়ে ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন, শূদ্রের এক মাস—এই বিধি আমাদের দেশে আছে, আর তা তাঁদের দেশের বিধির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে, খুব যেন খুশী হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা ব'লতে লাগলেন। রাজা প্রশ্ন ক'রলেন,—জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ, সামাজিক রীতি-নীতি (যেমন বড়ো ভাইকে 'দাদা'র মতন সম্মান-সূচক শব্দে সম্বোধন করা, বয়সে বড়ো ভাইপোর বয়সে ছোটো খুড়োকে প্রণাম করা উচিত কিনা) ইত্যাদি গুরু লঘু নানা বিষয়ে। আমি লাণ্টার্নের স্লাইড একে-একে আলোর দিকে ধ'রে দেখাতে লাগলুম—স্লাইডগুলি হাতে-হাতে ঘুরতে লাগল—উত্তর আর দক্ষিণ-ভারতের বিরাট্ সব শিব আর বিষ্ণুর মন্দির, আর এদেশেও পূজিত নানা দেবতার মূর্তি, এসব দেখাতে লাগলুম। এঁরা বেশ চমৎকৃত হ'য়ে দেখতে লাগলেন। আমিও মাঝে-মাঝে এদেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রতে লাগলুম। এইরূপে কথায়-কথায় সন্ধ্যে হ'য়ে এ'ল। তখন আমাদের আলোচনা-সভা ভঙ্গ হ'ল। রাজা সব শেষে একটী প্রশ্ন

ক'রলেন—দেবতা, মন্দির, দেবার্চনা, শ্রাদ্ধ, সদাচার, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, এ সব তো বাহ্য অনুষ্ঠা; এ তো মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হ'তে পারে না; মানুষের পক্ষে প্রধান আর প্রথম উদ্দেশ্য আর কর্তব্য কি? —সমস্ত বিকাল ধ'রে যে সব বিষয়ে আমাদের আলোচনা হ'চ্ছিল, সে সমস্তকে যেন উল্‌টে' দিয়ে এই প্রশ্ন; আমি এ রকম গভীর ভাবের কথার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। রাজার এই প্রশ্ন শুনে মনে কিন্তু বেশ আনন্দ হ'ল; আমি নিজে জবাব না দিয়ে, দ্রেউএস্-এর মারফৎ ব'ললুম—এ কথার উত্তর আপনিই দিন, আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা ক'রছি। রাজা ব'ল্‌লেন—দেবতা-টেবতা কিছুই নয়, অর্চনা অনুষ্ঠান, এ-সমস্ত বাইরেকার কথা—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, নির্বাণের জন্য সাধনা করা। রাজার শেষ কথা কানে যেন এখনও বাজ্‌ছে—তাঁর বলিদ্বীপের উচ্চারণে মালাই ভাষায় তিনি যখন ব'ল্‌লেন—'ডেউআ-ডেউআ টিডাঃ আপা—নির্‌ওআনা সাটু'—দেবতারা কিছু নয়—নির্বাণই হ'চ্ছে একমাত্র বস্তু। সুদূর মালাই দ্বীপপুঞ্জে, সহস্র বৎসর কাল ধ'রে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থেকেও, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, যে নির্বাণ-মোক্ষের সাধনাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য,—কি ক'রে এদের মনে এমন ভাবে গেঁথে র'য়েছে, তা ভেবে বিস্মিত আর পুলকিত হ'তে হয়। আমি রাজাকে ব'ল্‌লুম—আপনি ঠিকই ব'লছেন,—পুরুষার্থ যে এই-ই, তা আমাদর শাস্ত্রে বলে, শাশ্বত বস্তুর সাধন জীবনের প্রথম আর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত; বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, সেবা-ধর্ম, এ সব আনুষঙ্গিক। রাজার এই প্রশ্ন আর মন্তব্যের কথা পরে রবীন্দ্রনাথকে আমি বলি; তিনিও এই কথা শুনে বিশেষ খুশী হন; আমায় তিনি বলেন—'দেখ হে, মালাই জা'তের লোক এরা, এদের চিন্তা-প্রণালী আমাদের থেকে কত আলাদা, এরা দুনিয়াকে দেখে অন্য ভাবে, আমাদের সভ্যতার বাহ্য অনুষ্ঠান অনেকগুলি এরা যা নিয়েছে তা তার spectacular বা দৃষ্টি-সুন্দর ভাবের দ্বারাই বেশী আকৃষ্ট হ'য়েই যে নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আমাদের ইতিকথা আমাদের শিল্প-কলা এদের উপর তার প্রভাব সহজেই বিস্তার ক'রেছে; কিন্তু রাজা যে ভাবের কথা ব'ল্‌লেন, তাতে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, আমাদের সভ্যতার আধ্যাত্মিক বাণীও এরা ঠিক নিতে পেরেছে; আর তা না হ'লে এত বিরুদ্ধ প্রতিবেশ-প্রভাব-সত্ত্বেও, এরা এই সভ্যতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে' ধ'রে থাক্‌তে পারত না।' বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের ভ্রমণ শেষ ক'রে, পরে রবীন্দ্রনাথ যখন বলিদ্বীপের উপরে যে সুন্দর কবিতাটী লেখেন—যেটী প্রবাসীতে প্রকাশিত হ'য়েছিল আর যার কথা পূর্বে অন্যত্র ব'লেছি,—তাতে, কারাঙ-আসেম-এর রাজার কথায়, আর তা ছাড়া অন্য দুই-একটী খুঁটী-নাটী বিষয়ে, বলিদ্বীপীয়দের চরিত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে একটী অনপেক্ষিত গভীরতার আর অন্তর্মুখিতার পরিচয় পেয়েই, এই ছত্র কয়টী লেখবার জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন—

> পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
> জাগিল যবে নব-অরুণ-রাগে,—
> নীরবে আনি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে;
> শুনিনু কান পেতে',
> গভীর-স্বরে জপিছ' কোন্ খানে
> উদ্বোধন-মন্ত্র যাহা নিয়েছ' তব কানে—
> একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহ-মোচন বাণী
> মহাযোগীর চরণ স্মরি', যুগল করি' পাণি॥

রাজা তার পরে আমায় তাঁর লেখা ছোট্ট একখানি বই দিলেন। বইখানির নাম, Darmasoesila—dilahirkan oleh Anak Agoeng Bagoes Dj'lantik Stedehouder Karangasem Bali; অর্থাৎ 'বলিদ্বীপের কারাঙ-আসেমের স্টেডে-হোউডর আনাক্ আগুঙ বাগুস্ জলান্তিক্ কতৃক প্রকাশিত (dilahirkan

অর্থাৎ 'জাহির' করা—আরবী dhwahir 'ধ্বাহির' শব্দ, যা আমরা 'জাহির' রূপে উচ্চারণ করি, মালাইদের মুখে তা lahir 'লাহির' হ'য়ে দাঁড়ায়।) "ধর্মসুশীল" নামে পুস্তক।' বইখানি ১৯ পৃষ্ঠার, ভাষা মালাই, ডচ্ বানানে রোমান অক্ষরে সুবাবাযায় ছাপা।

এখানিতে রাজা বলিদ্বীপের প্রচলিত হিন্দু ধর্ম, হিন্দু আচার আর হিন্দু সমাজের একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। উদ্দেশ্য—বলিদ্বীপের আর অন্য জায়গায় মালাই প'ড়তে পারে এমন লোক তাদের হিন্দু সংস্কৃতির আর ধর্মের কথা জানুক্। বইখানির মোটামুটী আশয় ধ'রতে পারি;—এটী অনুবাদ ক'রে ফেলতে পারলে বেশ হয়—বলিদ্বীপের একজন অভিজাত ব্যক্তি পৈতৃক ধর্মকে কি ভাবে নিচ্ছেন, এ বই থেকে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। রাজাকে অনুরোধ করায় বলিদ্বীপের অক্ষরে বইয়ের উপরে তিনি আমার নাম লিখে দিলেন।

কারাঙ্-আসেমের রাজা কর্তৃক লিখিত পুস্তকের নাম পত্র
(উপরে রাজার হস্তাক্ষর, বলিদ্বীপীয় লিপির নিদর্শন)

স্থানীয় ডচ্ এসিস্টাণ্ট-রেসিডেণ্ট্ এলেন, সস্ত্রীক। লোকটী বেশ। কোপ্যারব্যার্গ আলাপ করিয়ে' দিলেন। ইনি মোটে এক মাস হ'ল সুমাত্রা থেকে বদলি হ'য়ে বলিদ্বীপে এসেছেন। ইনি সুমাত্রায় Battak বাত্তাক্ জাতির সভ্যতা রীতি-নীতি আলোচনা ক'রছেন। ব'ললেন যে অর্ধসভ্য আর সভ্য বলিদ্বীপীয়, এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তিনটি স্তরের মনোভাব বা সভ্যতা দেখতে পাওয়া যায়—আদিম, ভারতীয় হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ), আর মুসলমান। বলিদ্বীপে আদিম হিন্দু-পূর্ব যুগের অনেক জিনিস বিদ্যমান, এরা এখনও হিন্দু আছে, কিন্তু আশ-পাশের মুসলমানদের প্রভাব কাটিয়ে' উঠতে পারবে ব'লে তাঁর মনে হয় না। ব্যাপারীদের দ্বারাই সুমাত্রার অমুসলমান জঙ্গলী জা'তের মধ্যে মুসলমান ধর্ম বেশী ক'রে প্রসার লাভ ক'রেছে, বলিদ্বীপেও সেই রকমটা হবে ব'লে তিনি মনে করেন; তবে বলির লোকেদের একটা দৃঢ়-মূল হিন্দু সংস্কৃতি আছে, সেটা কতটা গভীর, এইবার তার পরীক্ষা হবে। তবে এটাও বিবেচ্য, এখনকার মুসলমান ধর্ম নিরুপদ্রব, কোমল ভাবের; এই জন্যই তার শক্তি বেশী।

এই রকম নানা কথায় প্রথম রাত্রির খানিকটা কাটিয়ে' পুরী থেকে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে কোপ্যারব্যার্গ্, ধীরেনবাবু আর আমি পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরলুম। রাত্রি বেশী হয় নি, কিন্তু গেঁয়ো শহরে লোক চলাচল খুবই ক'মে

গিয়েছে। রাস্তার কুকুরগুলো ধুলোয় শুয়ে আছে, আমাদের পায়ের আওয়াজে উঠে তার-স্বরে ঘেউ-ঘেউ আরম্ভ ক'রে দিলে; সারা পথটা এই কুকুরের ডাকে বিরক্ত হ'তে-হ'তে বাসায় ফেরা গেল। তারপর খেয়ে-দেয়ে পাসাঙ্গ্রাহানের বারান্দায় ব'সে-ব'সে অনেক রাত অবধি গল্প গুজব করা গেল।

২৮শে অগস্ট ১৯২৭, রবিবার।

কালকের মতন আজও সকালে সদর সড়কে নগরাভিমুখে গমনশীল গ্রামের মেয়েদের শোভাযাত্রা দেখা গেল। তারপরে স্নান আর প্রাতরাশ সেরে নিয়ে সকলে পুরী বা রাজবাটীর দিকে চ'ললুম। পথে চীনে ফোটো-গ্রাফওয়ালার দোকান থেকে স্থানীয় লোকেদের ছবি কিছু নিলুম। পুরীতে পৌঁছে দেখি, কালকেরই মতন পদণ্ডরা এসেছেন,

কারাঙ্-আসেমে রবীন্দ্রনাথ

দণ্ডায়মান—ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, দ্রেউএস্, বাকে, কোপ্যারব্যার্গ, সুরেন্দ্রনাথ কর

উপবিষ্ট—বাকে-পত্নী, রবীন্দ্রনাথ, রাজা (পদতলে পুত্র), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(রবীন্দ্রনাথের গায়ে রাজার উপহৃত রাজবাটীর মেয়েদের তৈরী উত্তরীয়, রাজার হাতে রবীন্দ্রনাথের ফোটো)

আর রাজা তাঁর সেই তাল-পাতার পুঁথির ব্যাখ্যা শোনবার জন্য প্রস্তুত। দ্রেউএস্‌কে কালকের মতন সংস্কৃত শ্লোকের কবির-করা ইংরেজী তরজমা মালাইয়ে বুঝিয়ে' দিতে হ'ল। রাজা তাঁর বাড়ীর মেয়েদের হাতে বোনা এক-এক খণ্ড কাপড় আমাদের দিলেন—কতকগুলি কাপড় এদের মেয়েদের গায়ে ওড়নার মতন ব্যবহৃত কাপড়, ঠিক জালের

মতন ; আর কতকগুলি লাল আর সবুজ রঙে রেশম আর সুতোয় মিশিয়ে লুঙ্গী বা সারঙের কাপড়, আমাকে ঐ ধরণের লুঙ্গীর কাপড়ই একখানা দিলেন। কবিকে উপহার দিলেন ছুঁচে ক'রে রঙীন-রেশমের-ফুল-তোলা হাতে-বোনা একখানা সাদা কাপড়। ইতিমধ্যে চীনে ফোটোগ্রাফার তার ছবি তোলবার সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হ'ল, রাজার হুকুম মতন। কবিকে আর রাজাকে নিয়ে আমাদের একটা গ্রুপ তোলা হ'ল। এই ছবি পরে রাজা আমায় এক খণ্ড উপহার দেন। ছবিটীতে কবি রাজার উপহৃত বস্ত্রখণ্ড উত্তরীয়ের মতন গায়ে জড়িয়ে আছেন, আর কবি কর্তৃক উপহৃত তাঁর নিজের ছবি একখানি রাজা নিয়ে ব'সে আছেন। রাজা তাঁর নিজের ছবি আমায় আর একখানি দেন, তাতে ইউরোপীয় বেশে তিনি দাঁড়িয়ে, আর দু পাশে তার দুই ছেলে, রাজার গলায় সেই ফিতের মতন চওড়া সোনার ঘড়ির-চেন পরা।

কারাঙ-আসেমে পরে একটী প্রাচীন মন্দির আছে, মন্দিরটী একটী পাহাড়ের গায়ে, একটী স্বাভাবিক গুহাকে অবলম্বন ক'রে, এটীর নাম Goa Lawah বা 'বাদুড়-গুহা।' রাজা দুখানি মোটর হুকুম ক'রে দিলেন, কবির সঙ্গে আমরা সেটী দেখতে বা'র হ'লুম। কারাঙ্-আসেম রাজ্য ছাড়িয়ে যেতে হ'ল, সবুজের বন দিয়ে, চমৎকার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে—অনেকগুলি গ্রাম, বাজার, নারিকেল বনের আর ধানের খেতের পাশ দিয়ে, কখনও-কখনও পাহাড়ের গা দিয়ে আর সমুদ্রের ধার দিয়ে, এঁকে-বেঁকে রাস্তা ; আর সর্বত্রই এদেশের প্রিয়দর্শন সুবেশ পুরুষ, আর এদেশের সুন্দরী তন্বী মেয়েদের দল, গ্রামে গৃহকর্মে, বাজারে বিকি-কিনিতে, আর ধানের খেতে চাষের কাজে রত। এই 'বাদুড-গুহা'র মন্দির একেবারে রাস্তার উপরেই। তেমন বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই। মন্দিরটী হ'চ্ছে যেন ঘাসে ঢাকা হাতার মধ্যে পাশাপাশি কতক্‌গুলি বাড়ী নিয়ে, ঘাসের মধ্যে দুই-একটী ছোটো-ছোটো ঘর,

পুত্রদ্বয়-সহিত কারাঙ্-আসেমের রাজা

আর পাথরের বেদী, আর ছোটো-ছোটো কাঠের থামের উপরে দেবতার প্রতীক বা মূর্তি রাখবার কুলুঙ্গীর মতন ; মাঝামাঝি একটী গুহা, তার ভিতরে কতকগুলি বেদি ; আমাদের সে অন্ধকারময় গুহার ভিতরে যাবার

প্রবৃত্তি হ'লনা, গুহার মুখেই ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় গুহার ছাতে আর দেওয়ালে ঝুলছে, আর কিচির-মিচির ক'রে, দু-চারটে উড়ে' বেড়াচ্ছে, এদিক ওদিক ক'রছে; আর গুহাটী ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধ। মন্দিরের অন্য গৃহগুলি প'ড়ে আছে, বে-মেরামতী অবস্থায়, মন্দিরের ঘাস আগাছা আবর্জনাও পরিষ্কার করা নেই। শুনলুম, এদেশের মন্দিরগুলি সাধারণতঃ এই রকমই প'ড়ে থাকে, বহু মন্দিরে দেবমূর্তি থাকে না, দৈনিক দেব-সেবাও হয় না, কেবল উৎসবের সময়ে মন্দির সাফ ক'রে সজ্জিত ক'রে দেবমূর্তি বা দেবতার প্রতীক আনে, তখন খুব পূজার ঘটা লেগে যায়, আশ-পাশের গ্রাম থেকে বাদ্য-ভাণ্ড নৈবেদ্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে লোকেরা জমায়েত হয়—এদেশের মন্দিরের এই-ই হ'চ্ছে ব্যবহার বা সার্থকতা। বাদুড়-গুহা দেখে, আমরা আবার সেই মনোহর দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে কারাঙ-আসেমের পুরীতে ফিরলুম। সাড়ে-নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা চমৎকার ভাবে কাট্‌ল।

পুরীতে ফেরবার পরে, রাজা তাঁর পুরাতন প্রাসাদ দেখাতে আমাদের নিয়ে গেলেন। নোতুন প্রাসাদের সামনে, একটা সরু পথ দিয়ে ঢুকতে হ'ল। পুরাতন বলিদ্বীপীয় পদ্ধতির বাড়ীর একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই প্রাসাদটী; লাল ইটের দেয়াল, দেয়ালে বালী চূনকাম কিছু নেই, মাঝে মাঝে একরকম নরম পাথর, তাতে খুব নকশা কাটা—তাই দেয়ালে লাগানো আছে। আলাদা-আলাদা দেয়াল-দেওয়া কতকগুলি মহল। চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা সমতল জায়গা, তার মধ্যে পৃথক্-পৃথক্ এক-একটী কুঠরী, উঁচু দাওয়া বা রোয়াক বা চাতালের উপরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় প্রত্যেক চাতালের উপরে; আর কুঠরীগুলির প্রত্যেকটীর সামনে একটু ক'রে রোয়াক বা বারান্দা। প্রত্যেক মহলে ঢোকবার জন্য উঁচু দরওয়াজা। একটা মহলকে বাগান-বাড়ী বলা যায়। ভিন্ন-ভিন্ন মহলের ঘরগুলির বারান্দার দেয়ালে বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকা—নানা রঙীন ছবি, কাপড়ের উপরে এঁকে দেওয়ালে লাগিয়ে' দিয়েছে। দেব-দানবের যুদ্ধ, কর্মবিপাক বা নরকের দৃশ্য, অর্জুন-বিবাহ বা অর্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জুনীয়, অর্জুনের পাশুপত অস্ত্র-লাভ, নিবাত-কবচ রাক্ষসের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, সুপ্রভা নামে অপ্সরার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ—এই সব ব্যাপার নিয়ে ছবি। কোনও-কোনও চাতালে ওঠবার সিঁড়ির দুপাশে দানবমূর্তি, আর কোথাও বা অন্য মূর্তি আছে, ঐ নরম পাথরের তৈরী। একটী ঘরের চাতালে সিঁড়ির উপর দুটী পদণ্ড বা ব্রাহ্মণ মূর্তি আছে—বেশ একটুখানি caricature বা ব্যঙ্গময় ভাবে তৈরী। আমার একটা ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে, পদণ্ডরা সাধারণতঃ ততটা সুপুরুষ দেখতে হয় না—বলিদ্বীপের অন্য সাধারণ পুরুষদের তুলনায় পদণ্ডদের যেন একটু কুশ্রীই বোধ হ'ত। এর কারণ কি তা ব'লতে পারি না। পদণ্ডদের দেহে ভারতের ব্রাহ্মণ-রক্ত কিছু বিদ্যমান আছে অনুমান করা যায়। তবে কি ভারতের ব্রাহ্মণ আর ইন্দোনেসীয় বা মালয় বলিদ্বীপীয়—এই দুই জা'তের মিশ্রণ, দৈহিক সৌন্দর্যের পক্ষে উপযোগী হয় নি? যবদ্বীপের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় রক্ত যথেষ্ট বিদ্যমান, আর এদের অনেককে ভারতীয়দের থেকে পৃথক্ করা অনেক সময়ে দুষ্কর হ'য়ে পড়ে; কিন্তু এরা তো বেশ সুপুরুষ। আর একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম: বলিদ্বীপে যখনই পদণ্ডদের ছবি আঁকে বা মূর্তি তৈরী করে, তখনই তাতে একটু বিকট ভাবের, একটু ব্যঙ্গ করার যেন ইঙ্গিত থাকে; এর বা কারণ কি, তা-ও বুঝ্‌তে পারলুম না। ঘরগুলির কাঠের চালের বাতায়, থামের গায়ে আর মাথায়, আর জানালা দরওয়াজায় বেশ খোদাই কাজ আছে। একটী প্রকোষ্ঠ দেখলুম, বড়ো-বড়ো চীনা ছবিতে ভরতী। ছবিগুলি বারান্দায় দেয়ালে আর থামে টাঙানো। বেশীর ভাগই হাতে আঁকা চীনা সুন্দরীদের মুখের রঙীন ছবি। চীনা প্রভাব সরাসরি চীন দেশ থেকে কিছু-কিছু ইন্দোনেসিয়ায় এসে গিয়েছে,—এদের শিল্পে, আর সঙ্গীতে। সমস্ত মহলগুলি পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে' তক্‌তকে' অবস্থায় আছে; তবে ঘরগুলিতে লোকজন বেশী থাকে ব'লে মনে হ'ল না। একটী মহলে ঠিক ঢোকবার পথের সামনেই, একটা ইটের দেয়াল দেখলুম; দেয়ালটীর ভিতর দিকে অর্থাৎ মহলের উঠানের দিকে, খোদাই-করা বেশ বড়ো নরম পাথর একখানি লাগানো আছে; তাতে প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাস্কর্যের একটী সুন্দর নিদর্শন বিদ্যমান—কিরাতার্জুনীয়ের

দৃশ্য। অর্জুনের তপস্যা, বরাহ-বধ, কিরাত-বেশী শিব আর তাপস অর্জুনের যুদ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বলিদ্বীপের

কারাঙ্-আসেম — প্রাচীন পুরী — ভাস্কর্যের নিদর্শন — কিরাতার্জুনীয় চিত্র
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত চিত্র)

আর বলিদ্বীপে খুবই জনপ্রিয় বস্তু। এই পাথরখানিতে খোদাই করা মূর্তিগুলো অনেক জায়গায় খ'সে গিয়েছে, কিন্তু এতে পৌরাণিক গল্পটী বলবার যে ভঙ্গীটী প্রকাশ পেয়েছে, সেটী আমার বেশ লাগ্‌ল—এই ভাস্কর্যটীকে এদেশের শিল্পের একটী ভালো নিদর্শন ব'লেই মনে হ'ল। আমরা পরে আর একবার এই প্রাচীন পুরী দেখতে যাই, তখন শ্রীযুক্ত বাকে এর কতকগুলি ছবি তোলেন, এই প্রস্তর-খোদিত চিত্রটীরও একটী ছবি নেওয়া হয়। একদিকে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হ'য়ে চারজন অপ্সরা অর্জুনের তপোভঙ্গ ক'রতে যাচ্ছে; অর্জুন 'নিস্তরঙ্গ' বা 'বীতরাগ,' নির্বিকার-চিত্তে যোগাসনে ব'সে আছেন, অপ্সরারা স্নান ক'রছে, তাঁকে প্রলুব্ধ করবার জন্য নানারূপ চেষ্টা ক'রছে; শেষে শিব-প্রেরিত বরাহের আগমন, আর অর্জুনের বাণ-নিক্ষেপ; অর্জুনের সঙ্গে আছে তাঁর দুই খর্বট অনুচর - এই অনুচরেরা ভারতে অজ্ঞাত। দ্বিতীয় দিন যখন আমরা পুরী আবার দেখতে যাই—৩০শে অগস্ট তারিখে—সেদিন একটী মহলে একটি বলিদ্বীপীয় মেয়ে আর তার ছোট্ট একটী খোকাকে দেখি, আর দুজন পাইক বা রাজানুচরও ছিল; বাড়ীগুলির সঙ্গে প্রাচীন

কারাঙ্-আসেম — প্রাচীন পুরীর একটী ঘর
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত চিত্র)

বলিদ্বীপীয় কাপড় পরা এই মানুষ কয়টী এমন চমৎকার খাপ খাচ্ছিল, যে কি আর ব'লবো। বাকের ছবিতে

এরাও এসে গিয়েছে।—পুরীর মহলগুলি বেশ ফরদা জায়গা নিয়ে; ক'লকাতা শহরের উত্তরের পল্লীতে আমার বাড়ী, এই প্রশস্ত আঙিনা আর মধ্যে-মধ্যে চারদিক খোলা এক-এক খানা ঘর আমার দেখে বড়োই লোভনীয় বোধ হ'ল। একখানা ঘরের দরওয়াজার মাথায় 'চন্দ্রসংকলন' রীতিতে ছবি দিয়ে তারিখ জানানো হ'য়েছে—রাজা আমাদের দেখিয়ে' ব্যাখ্যা ক'রে দিলেন, তারিখটা আমোদের শকাব্দতে দেওয়া—এ-সব দেশে শকাব্দই চ'ল্‌ত, বলিদ্বীপে এখনও চলে; তারিখ থেকে বোঝা গেল যে, এই পুরীটী ২৩০ বছর আগে তৈরী।

প্রাচীন পুরী দেখে আমরা বাজারে গিয়ে খানিক ঘুরলুম, আর কিছু-কিছু স্থানীয় বেতের কাজের মনি-ব্যাগ প্রভৃতি কিনলুম। তার পরে রাজবাটীতে ফিরে এসে পদণ্ডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর আলাপ। মাধ্যাহ্নিক আহার রাজবাটীতেই হ'ল। আমার অনুরোধ মত দুজন পদণ্ড—পদণ্ড ওক আর পদণ্ড বয়ন্ জিলাস্তিক—বলিদ্বীপীয় পূজার অনুষ্ঠান দেখালেন। চত্বরের উপরে একটা কাঠের মাচা তৈরী ছিল, তাঁরা পূজার কাপড়-চোপড় প'রে ব'স্‌লেন, পাশে আমিও ব'সলুম। মাথায় রঙীন কাপড়ের টোপরের মতন একটা শিরস্ত্রাণ বা মুকুট প'রলেন, এ-রকম মুকুট দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন দেবমূর্তিতে পাওয়া যায়। গায়ে নেয়ারের ফিতের মতন সাদা কাপড়ের একরকম যেন ব্যাণ্ডেজ জড়ালেন,—কাঁধের উপর দিয়ে, কোমর দিয়ে, প্রাচীন যোগী আর সন্ন্যাসীর প্রস্তর-মূর্তিতে, আর ভোটদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মূর্তিতে এই রকম বন্ধনের ব্যবহার দেখেছি। আর ছোটো মাদল বা ঢোলের আকারের কালো কাঠের দানার আর স্ফটিকের দানার মালা প্রচুর প'রলেন, কানে কাঠের দানার মাকড়ী লাগালেন। এখানকার পদণ্ডেরা দুই শ্রেণীতে পড়েন—শিব-পদণ্ড ও বুদ্ধ-পদণ্ড। এঁদের সম্প্রদায়ের পার্থক্য কি কি, তা বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে শিব-পদণ্ডেরা ব্রাহ্মণ্য বিধির অনুগামী, আর বুদ্ধ-পদণ্ডরা বৌদ্ধ বিধির, আর শিব-পদণ্ডরা মাথার চুল ঝুঁটি ক'রে বেঁধে রাখেন, বুদ্ধ-পদণ্ডরা চুল লম্বা ক'রে ঘাড়ে পিঠে ফেলে রাখেন। পূজার মন্ত্র একটু-আধটু আলাদা, তবে মুদ্রা করেন উভয়েই। সামনে কাষ্ঠাসনে তাল-পাতার আর ফুলের তৈরী দেবতার প্রতীক নিয়ে ব'সলেন, সামনে পঞ্চপাত্র, বাঁয়ে ঘণ্টা, বজ্র প্রভৃতি পিতলের তৈজস। এঁরা বিড়-বিড় করে মন্ত্র ব'ল্‌তে-ব'ল্‌তে অনুষ্ঠান ক'রে যেতে লাগ্‌লেন; আমি কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগলুম বটে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। মনে বড়ো একটা আফসোস র'য়ে গেল; ভাষা না জানা, পদণ্ডদের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা কইতে না পারা—এটা একটা অভেদ্য প্রাচীর।—পদণ্ডদের পাশে ব'সে তাঁদের অনুষ্ঠান দেখ্‌ছি, এই অবস্থায় বাকে আর সুরেন-বাবু আমাদের ছবি নিলেন। পদণ্ড ওক খর্বকায় ব্যক্তি, গৌরবর্ণ সৌষ্ঠবশালী চেহারা; আর পদণ্ড বয়ন্ জিলাস্তিক্ লম্বা পাতলা শ্যামবর্ণের ব্যক্তি, হঠাৎ তাঁর চেহারা দেখে ততটা শ্রদ্ধা হয় না।

পদণ্ডগণ কর্তৃক পূজানুষ্ঠান (লেখক, পদণ্ড ওক, পদণ্ড বয়ন্ জিলাস্তিক)
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত চিত্র)

রাজা আমায় একখানি হাতে আঁকা ছবির বই উপহার দিলেন। হল-ঘরে তাঁর বৈঠকখানায় টেবিলের উপরে একখানা বই ছিল—সাধারণ ফুল-স্ক্যাপ কাগজের সমস্তটা জুড়ে তাঁরই চিত্রকরের হাতের আঁকা তুলি-টানা রেখা-চিত্রের বই, বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে কিরাতার্জুনীয়ের ছবি খান ষাটেক এই বইয়ে আছে। প্রথম চিত্রে প্রভামণ্ডল-

বেষ্টিত ইন্দ্র চারজন অপ্সরাকে পাঠাচ্ছেন অর্জুনের তপোভঙ্গ ক'রতে, তার পরের চিত্রগুলিতে অপ্সরাদের আগমন, আর স্নান আর বেশভূষা ক'রে প্রস্তুত হওন, তার পরের কতকগুলি চিত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট অর্জুনের মন টলাতে অপ্সরাদের বিফল চেষ্টা; অপ্সরাদের ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে দেবরাজের কাছে প্রত্যাবর্তন, ইন্দ্রের তখন শিবের কাছে যাওয়া; বরাহ-মূর্তি ধ'রবে যে দৈত্য, তার অর্জুনের তপোভূমির কাছে আগমন, বিরাট্ বরাহ-মূর্তি ধারণ, অর্জুনের বাণদ্বারা এই বরাহকে আঘাত, কিরাতবেশী শিবের আগমন, অর্জুনের সঙ্গে কলহ আর যুদ্ধ, আর শেষে শিবের পাশুপত অস্ত্র দান; তারপরে ইন্দ্র-কর্তৃক অর্জুনের নিকটে দূতপ্রেরণ, আর ইন্দ্রের কাছে অর্জুনের গমন। এই সমস্ত বিষয়ে অনেকগুলি ছবি। পরেকার ঘটনারও কতকগুলি ছবি এই বইয়ে আছে—সে ঘটনাগুলি সংস্কৃত মহাভারত থেকে একটু পৃথক্। সংস্কৃত মহাভারতে আছে, অর্জুনের সাহায্যে ইন্দ্র নিবাত-কবচ নামে কতকগুলি রাক্ষসকে সংহার করেন—ব্যস্; তার পরে অর্জুনের মর্তে পুনরাগমন। দ্বীপময় ভারতে 'নিবাত-কবচ' নামটী নিয়ে 'নত কবচ' বা 'ক্নচ' অর্থাৎ 'নাথ বা রাজা কুবচ' ব'লে এক অসুর-রাজের কল্পনা করা হ'য়েছে; এই অসুরকে ধ্বংস করবার জন্য ইন্দ্র অর্জুনের পরামর্শ আর সাহায্য চান। স্বর্গে সুপ্রভা নামে একজন অপ্সরা অর্জুনের প্রেমের পাত্রী হন, অর্জুনের পরামর্শে, সুপ্রভা 'নত-ক্নচ'কে মোহাবিষ্ট করবার জন্য অসুর-রাজের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, 'নত-কচ' সুপ্রভাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে অবরুদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে,—আর পরে সুপ্রভার ইঙ্গিতে অর্জুন এসে অসুরকে সংহার ক'রলেন। তারপরে অর্জুন সুপ্রভাকে নিয়ে দেবরাজের কাছে ফিরে এলেন, ইন্দ্র খুশী হ'য়ে সুপ্রভাকে অর্জুনের হাতে সমর্পণ ক'রলেন। ছবির বইখানিতে নিবাত-কবচ সংহার করবার জন্য অর্জুন আর সুপ্রভা ইন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছেন, তারপরে সুপ্রভা নিবাত-কবচের সামনে উপস্থিত হ'য়েছেন, নিবাত-কবচের আদেশ মত এক পরিচারিকা সুপ্রভাকে প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছে—এই পর্যন্ত কতকগুলি ছবি আছে। এই বইখানি আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে রাজার বৈঠকখানায় ব'সে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখি। রাজা এটী আমায় দিতে আমি চাইতে, আমি একটু ফাঁপরে পড়ি, , কিন্তু যখন তিনি জানালেন যে প্রতিদানে দেশ থেকে তাকে রামায়ণ আর মহাভারত পাঠিয়ে' দিলে তিনি খুশী হবেন, তখন দ্রেউএস্ আর রাকের পরামর্শে রাজার এই দান আমি গ্রহণ করি। রাজা বইখানির উপরে রোমান মালাইয়ে তাঁর আর আমার নাম লিখে দিলেন, আর বইখানি যে তৎকর্তৃক উপহৃত তাও লিখে দিলেন। এই ছবির বইখানি আমার বলিদ্বীপ-ভ্রমণের একটী অমূল্য স্মারক হিসাবে আর বলিদ্বীপের চিত্রশিল্পের একটী অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আমার কাছে আছে। পরে দেশে ফিরে এসে আমি রাজাকে আমার প্রতিশ্রুত বই পাঠিয়ে' দিই—রাজা সংস্কৃত বুঝবেন না, তা দেবনাগরীতেই হোক বা বাঙলা অক্ষরেই হোক—আর সংস্কৃত মহাভারত মূল ও গদ্য—তাই 'প্রবাসী' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বাঙলা কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠিয়ে' দিই; **বই দুখানিতে** রোমান মালাইয়ে এগুলি যে সংস্কৃত নয়, বাঙলা অনুবাদ, তাও লিখে দিই। রামায়ণ **মহাভারতের এই সংস্করণ দুটী** নন্দলাল বসু প্রমুখ আধুনিক **ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের আঁকা রঙীন ছবিতে ভরা—এই ছবিগুলি** বলিদ্বীপের হিন্দু রাজার পক্ষে চিত্তাকর্ষক হবে **অনুমান ক'রে, বই পাঠাই; ছবিগুলির নীচে যথাজ্ঞান** মালাই ভাষায় তাদের আশয় লিখে দিই। **সঙ্গে অন্য বইও দুই-একখানা পাঠাই।** (**এই রকম রামায়ণ** মহাভারত বলিদ্বীপে অন্যত্রও পাঠিয়েছিলুম)। আর অভিধান আর ব্যাকরণ দেখে দেখে তৈরী ক'রে-ক'রে মালাইয়ে একখানি চিঠিও রাজাকে লিখি। পরে রাজার কাছ থেকে তার উত্তরও পাই।—ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি আর দু-একজন বাঙালী ভ্রমণকারী যাঁরা পরে বলিদ্বীপে কারাঙ-আসেমে যান, রাজা তাঁদের এই রামায়ণ আর মহাভারত দেখিয়েছেন শুনেছি।

আজ বিকালে কবি কারাঙ্-আসেম থেকে বিদায় নিলেন। কোপ্যারব্যার্গ ব্যবস্থা ক'রেছেন, কবি **মধ্য-বলীতে পাহাড়-অঞ্চলে 'তাম্পাক্-সিরিঙ' ব'লে একটী অতি সুন্দর নির্জন আর ঠাণ্ডা জায়গায় থাকবেন। কারাঙ-আসেমে তাঁর আরও দুদিন থাকবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর শরীরে আর বইছে না ব'লে,**

তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া স্থির হ'ল। বিকাল পাঁচটায় কোপ্যারব্যার্গ আর সুরেন-বাবুর সঙ্গে কবি যাত্রা ক'রলেন। আমরা অর্থাৎ বাকে-দম্পতী, দ্রেউএস, ধীরেন-বাবু, আর আমি, আর দুটো রাতের জন্য কারাঙ-আসেমেই র'য়ে গেলুম॥

১০। বলিদ্বীপ—বেসাক্কিক্-এর মন্দির-দর্শন

২৯শে অগস্ট ১৯২৭, সোমবার।—

পূর্ব-বলীতে পাহাড়ে' অঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ের মাথায় কতকগুলি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি অতি বিখ্যাত, আর খুব প্রাচীন। স্থানটীর নাম Besakkik 'বেসাক্কিক্' (বা 'বেসাক্কিঃ')। আমাদের স্থির হ'য়েছিল যে আমারা কয়জনে মন্দির দেখে আসবো। খানিকটা পথ মোটরে যাওয়া যাবে, তারপর হয় হেঁটে না হয় টাটুতে ক'রে। মন্দির যে কতটা দূরে, সে সম্বন্ধে কারো ধারণা ছিল না। চড়াই উতরাই পথ। কোপ্যারব্যার্গ আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন জায়গাটা খুব দূর নয়, তবে তিনি নিজে কখনো সেখানে যাননি। পরে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ ক'রলুম, যে বেশ দূর পথ, আর জায়গায়-জায়গায় কষ্টকর পথও বটে। সকাল সাড়ে-সাতটায় প্রাতরাশের পরে আমরা পাঁচজনে যাত্রা ক'রলুম—স্ত্রী-পুরুষে ডচ তিন জন, আর ভারতীয় আমরা দুজন। আমাদের পরনে ছিল ধুতি পাঞ্জাবী। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে মোটরে ক'রে চড়াই পথে আমরা চ'ললুম—পাহাড়ের গায়ে থরে-থরে ধানের খেতের পাশ দিয়ে, প্রচুর বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে, পাহাড় ব'য়ে এঁকে-বেঁকে আমাদের রাস্তা। আর সর্বত্রই বলিদ্বীপের লোকেদের গতায়াত। Selat 'স্লাৎ' ব'লে একটি গাঁয়ে পৌছুলুম, শুনলুম তারপরে মোটরে যাবার পথ আছে, কিন্তু সে পথ ভালো নয়। আমাদের মোটরওয়ালা আরও উত্তরে Moentjang 'মুন্চাঙ' ব'লে একটি গাঁয়ে পৌছুল', তখন বেলা নটা হবে। তারপরে আর মোটর যাবে না। স্থানটীতে একটী বড়ো বাজার আছে, ইট আর পাথরের ঘর-বাড়ী অনেক আছে।

কারাঙ্-আসেম—সোনার তৈজস

এখানে টাটুই বেশী চলে দেখলুম, মাল-পত্র সব টাটুর পিঠে ক'রে নিয়ে যায়। বাজারে একটু ঘুরে বেড়ালুম—বাজারটী কারাঙ-আসেমেরই মতন। মেয়েদের কানের জন্য পাকানো তাল-পাতার আর কালো

গাঠের গোঁজ বিক্রী হ'চ্ছে দেখলুম। কিছু ফল কেনা গেল, আর 'সালাক' ব'লে একরকম ফল চেখে দেখা গেল—আনারসের মতন। আমরা আমাদের নিয়ে যাবার জন্য টাটুর খোঁজ ক'রলুম, কিন্তু শুনলুম এত তাড়াতাড়ি টাটু পাওয়া মুস্কিল; আর স্থানীয় লোকেরা ব'ললে যে পথ তো খুব দূর নয়, হেঁটেই দেখে আসতে পারবেন। একটী ছোকরা সঙ্গে জুটল, মুনচাঙে তার বাড়ী, সে বেসাকিক্-এর পথ জানে, প্রদর্শক হ'য়ে দেখিয়ে' আনবে। ঘণ্টা দুইয়েব মধ্যেই ফিরে আসবো অনুমান ক'রে বেরুলুম। গাঁয়ের বাইরে এসেই পর্বত-সঙ্কুল স্থানে একটী ছোটো নদী পেলুম—বেশ তোড়ের সঙ্গে চ'লেছে। নদীটার মাঝে চাবড়া চাবড়া পাথর প'ড়েছে, তার পাশ দিয়ে তর-তর শব্দে প্রচুর ফেনা আর জলের ছিটে তুলে নদী ছুটেছে। নদীর ধারে আর মাঝে চটান পাথরের উপরে ব'সে মেয়ের দল নাইছে, কাপড় কাচ্ছে; গ্রামের লোকে আস্তে-আস্তে নদী পেরুচ্ছে, টাটু পার ক'রছে। চারিদিকে পাহাড়, আর উঁচু পাহাড়ের গা কেটে-কেটে ধানের খেত। নদী পেরুতে আমাদের ঝঞ্ঝাট হ'ল না, আমাদের ধুতি মালকোঁচা ক'রে পরা, জুতো খুলে হাতে ক'রে নিয়ে বেশ ওপারে গিয়ে উঠলুম। কিন্তু বাকের, বাকে পত্নীর আর দ্রেউএস্-এর হ'ল বিপদ, জুতো খোলো, মোজা খোলো, পেন্টুলেন গোটাও, আবার ওপারে গিয়ে পা মুছে মোজা জুতো পরো। দ্রেউএস্ আর ধীরেন-বাবু আগে-আগে আমাদের নেতা বা পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে-সঙ্গে চ'লে গেলেন, আমি পিছনে বাকেদের সঙ্গে রইলুম। বেচারীরা বড় মুস্কিলে প'ড়ল, খানিক পরে পাহাড়ের গায়ে ধানের খেতের মধ্যে গিয়ে। খেতের আ'লের উপর দিয়ে যেতে হ'ল। আমার পক্ষে কোনও ঝঞ্ঝাট নেই—দিব্যি খালি-পায়ে জুতো হাতে ক'রে আ'লের কাদার উপর দিয়ে যেতে লাগলুম; বাঁ দিকে এক-গোড়ালি আর কোথাও বা হাটুর কাছাকাছি পর্যন্ত জলে কাদায় ভরা ধানের এক থর খেত, আর ডানদিকে তার চাইতে নীচু থর, হাত দুই আড়াই নীচু,—একটু পিছলে প'ড়লেই হয় এ-দিকে নয় ও-দিকে প'ড়ে জলে আর কাদায় অন্ততঃ হাঁটু পর্যন্ত মাখামাখি হ'য়ে যাবে, যদি আছাড় না ও খাই। আমার হাতে একটী বেশ শক্ত বাঁশের ছড়ি ছিল—ছোটো-খাটো লাঠি ব'ললেই হয়—বিন্ধ্যাচল থেকে আনা, বিজয়গড়ের বাঁশের তৈরী, আর শিশির, রোদ্দুর, তেল, আর রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পাকানো,—পাহাড়ে বেড়াবার পক্ষে বেশ, বাকেদের সেটী দিলুম। কিন্তু তাতে কি হয়—দু-চার বার বেচারীদের খেতের কাদায় গোড়ালী ডুবিয়ে' নামতে হ'ল। ধানের খেতের আ'ল দিয়ে খানিক ক্ষণ গিয়ে আবার চড়াই,—আবার সেই পার্বত্য নদীটী ২।৩ বার পার হওয়া। এখানটায় পথটা একটু কষ্টকর, কিন্তু পাহাড়ে' হাওয়ায় আর চমৎকার দৃশ্যে কষ্ট আমাদের ততটা লাগ্‌ল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি সুন্দর। নদীটী উপল-বিষম আঁকা-বাঁকা খাত দিয়ে ত্বরিত গতিতে চ'লেছে, কোথাও-কোথাও বা বিশাল শিলা-খণ্ডে বাধা পেয়ে সফেন গর্জনের সঙ্গে সেই বাধাকে ঘিরে উপহাস ক'রে কাটিয়ে' যেন নৃত্যছন্দে যাচ্ছে, এক একটী শিলাস্তূপ থাকায় নদীর গতিবেগকে যেন বাড়িয়ে' দিয়ে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। এ স্থানে লোক-সমাগম কম; অনেক ক্ষণ ধ'রে চ'লে-চ'লে জন-মানবের সঙ্গে দেখা হয় না, শুধু পায়ে-চলা পথ ধ'রে যাচ্ছি, কখনও-কখনও দূরে উঁচু চড়াইয়ে অগ্রগামী বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি; আর বাকে-দম্পতী কিঞ্চিৎ পশ্চাতে। এক জায়গায়, নদী শেষ বার পেরোবার সময়ে, নদী-গর্ভস্থ প্রকাণ্ড গোলাকার একখণ্ড শিলা অতিক্রম ক'রেই দেখি, নদীর জল চারিদিকে শিলা-বেষ্টিত একটী স্বাভাবিক কুণ্ডের মত স্থলে জমা হ'য়ে, চমৎকার একটী স্নানাগারের সৃষ্টি ক'রেছে, আর সেখানে শিলাসনের ধারে পরিধেয় পরিত্যাগ ক'রে, আবক্ষ জলে স্নান-নিরতা দুটী বলিদ্বীপের তরুণী; বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে এরা আমার দিকে চেয়ে রইল—এদের চোখে আদিম যুগের, সত্য যুগের সারল্য; চকিতের মত আমার মনে গ্রীক পুরাণোক্ত দেবকন্যাগণ-সহ নগ্না স্নান-নিরতা বনচারিণী কুমারী দেবী Artemis আরতেমিস্ আর মৃগয়ার্থ বনে আগত শ্বগণ-পরিবেষ্টিত যুবক Aktaion আক্তাইওন্-এর কাহিনী মনে এল'। আমি নদী পার হ'তে-হ'তেই বাকে-দম্পতী সেখানে এসে প'ড়লেন, তাঁদের চোখেও প্রাচীন গ্রীক পুরাণের কল্পলোকের উপযুক্ত এই জীবন্ত চিত্রটী এড়াল' না।

চড়াই উতরাইয়ের পথ ছেড়ে, একটী পাহাড়ের শ্রেণী এই ভাবে পেরিয়ে', আমরা খানিকটা সোজা পথ পেলুম। মাঝে একটী গ্রাম প'ড়ল, সেখানে লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। আশে-পাশে খুব না'রকেল গাছ; আমাদের তেষ্টাও পেয়েছে; কতকগুলি লোককে স্থানীয় লোক ব'লে মনে হল,—এরা আমাদের চারিদিকে ভীড় ক'রে দাঁড়াল', এদের কাছে ডাব খেতে চাইলুম। দুটো ডাব পেড়ে এনে একটা ছোটো ভোজালীর মতন অস্ত্র দিয়ে মুখ কেটে আমাদের খেতে দিলে। হাত মুখ ধোবার দরকার হওয়ায় আমার সামনেই একটী চাষীর বাড়ীতে গিযে জল চাইলুম—বাড়ীর ভিতরে উঠানে কতকগুলি শূওর বেড়াচ্ছে, মুরগী চ'রছে, একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডেকে পালিয়ে' গেল, আঙিনার মাঝে বলিদ্বীপায় পদ্ধতিতে উঁচু দাওয়ার উপরে কতকগুলি ঘর; একটী বৃদ্ধা আর দু'টী কম-বয়সী মেয়ে বেরিয়ে' এলো,—দুজন ইউরোপীয়, একজন ইউরোপীয় মেয়ে, আর অজ্ঞাত দেশের অধিবাসী আমাদের দুজনকে দেখে একটু তটস্থ হ'য়ে গেল। শ্রেউএস্ মালাইয়ে ব'লতে, আমাদের একটী মাটির হাঁড়ি ক'রে জল আর একটা না'রকেল মালা দিলে, মুখ হাত ধুয়ে, ধন্যবাদ দিয়ে, আমরা বেরিয়ে' এলুম। ডাব দু'টী প্রকাণ্ড; আমরা দুজন বাঙালী মিলে একটীর জল শেষ ক'রতে পারলুম না; ডাবের শাঁসটুকু বাদ দিলুম না, খুব মিষ্টি ডাব। অল্প দু-চার পয়সা দাম নিলে।

এর পরে আমরা যে পথ পেলুম, সেটা সমতল ভূমির উপর দিয়ে,—সরু মানুষ-চলা পথের দু-ধারে খালি বাগান বাড়ী। এ পথটীও অনেকটা। তারপরে আবার-চড়াই উতরাই—এক জায়গায় খাড়াই এত উঁচু আর এত পিছল যে, ফিরতি পথে উতরাইয়ের সময়ে আমাদের পা ঘ'ষটে-ঘ'ষটে, কতকটা ব'সে-ব'সে চ'লতে হ'য়েছিল। এই চড়াই উতরাইয়ের সময়ে আমরা আবার পাহাড়ের মধ্যে সামান্য ঢল-যুক্ত বেশ খানিকটা খোলা জমী পেলুম—ঘাসে ভরা কতকটা, কতকটা ধানের খেত। এই হাঁটা-পথ দিয়ে আমরা চ'লেইছি—পথে যাকে জিজ্ঞাসা করি, বেসাক্কিক্ কত দূর,—জবাব পাই—বেশী দূর নয়; এ সেই উড়িষ্যার 'পোয়া-বাট'-র মতন। বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে, সকলের ক্ষিদেও পেয়েছে; পথে একটী স্ত্রীলোক একটী ঝুড়িতে কলা নিয়ে বিক্রী ক'রতে ব'সেছে—দূরে দূরে খেতে যারা কাজ ক'রছে তাদেরই জন্য; আমরা কতকগুলি কলা কিনলুম, যদিও কলাগুলি অপুরুষ্ট কাঁচা-কাঁচা ছিল, তাই আমরা সানন্দে খেতে-খেতে চ'ললুম। সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে, একটা বাজে বাজে, এমন সময়ে সামনে খুব দূরে একটা ঢল জমি পেরিয়ে' কতকগুলি অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায় ইমারতের ছাত আর নেপালী মন্দিরের মত মন্দিরের মেরু বা চূড়া দেখা গেল; মন্দিরের সাম্‌নে একটী গ্রাম, গ্রামের সংলগ্ন সবুজে ভরা ক্ষেত। আমরা বেসাক্কিক্-এর কাছে এসে পৌছুলুম॥

১১। বলিদ্বীপ—বেসাক্কিক্-এর মন্দির দর্শন

বেসাক্কিক্-এর মন্দিরগুলি পাশা-পাশি একাধিক ঢালু সুখারোহ পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। গ্রামের কাছে এসে, মাঝে নাতি-নিম্ন উপত্যকা, তার ওপারে পাহাড়ের উপর মন্দিরগুলির panorama বা সাকল্য-দৃশ্য বেশ চমৎকার লাগ্‌ল। আমরা গ্রামের প্রান্তে এসে প'ড়লুম। গ্রামের বাইরে একটা উঁচু জায়গায় একটী সরকারী আপিস-বাড়ী দেখে, সে দিকে অগ্রসর হ'লুম। ইটের পোতায় দরমার বেড়া, আর খড়ের চালের বাড়ী। সেখানে পৌছে দেখি, সেটী বলিদ্বীপের সরকারী আরণ্য-বিভাগের একটী আপিস, এখানে একজন যবদ্বীপীয় ফরেস্ট-অফিসার সস্ত্রীক

...কেন। ইনি আমাদের দেখে স্বাগত ক'রলেন। এঁর আপিসে খানিকক্ষণ ব'সে আমরা শ্রান্তি দূর ক'রলুম। ...র অতি বিনয়ী ফরেস্ট-অফিসারটী কি ক'রে তিন জন উচ্চ ভদ্র ব্যক্তির আর আমাদের সমাদর ক'রবেন, ত... ...েন ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারলেন না। আমাদের জন্য তাঁর স্ত্রী চা ক'রে দিলেন, টিনের দুধ মেশানো পাতলা চা—আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে সাদরে পান ক'রলুম। এখানে পাসাঙ্‌গ্রাহান ছিল না, তাই বেলা একটা হ'য়ে গেলেও আর জঠরাগ্নির দহন বিশেষ রকম অনুভূত হ'লেও, বাধ্য হ'য়ে লঙ্ঘন দিতে হ'ল। আপিস বাড়ীটীর বারান্দায় ব'সে ব'সে, উত্তরে পাহাড়ের গায়ে বেসাকিক্‌ গ্রামটী আর গ্রামের উপরে পাহাড়ের মাথায় মন্দিরগুলি খানিকক্ষণ ধ'রে আমরা দেখ্‌লুম। সমস্তটায় মিলে অতি মনোহর দৃশ্য-পটের সৃষ্টি ক'রেছিল।

বেসাকিক্‌-এ আরণ্য-বিভাগের আপিস
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

একটী সরু পাহাড়ে' পথ উপত্যকায় নেমে গিয়েছে, তার পরে গ্রামে গিয়ে পৌঁছেচে। গ্রামে থাক-থাক ঘর বাড়ী, গাছপালার আড়ালে-আড়ালে দেখা যাচ্ছে। একটী তামাকের খেতের মধ্যে দিয়ে আর আশ-পাশ দিয়ে, বাঞ্জীর মত মনোহর গতিশালিনী উজ্জ্বল রঙের 'কাইন্‌' বা কটি-বস্ত্র প'রে কতকগুলি তন্বী তরুণীকে চলা-ফেরা ক'রতে দেখলুম। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে, তার দরুন একটা আবছা-আবছা ভাব যেন দূরের গাছ-পালা বাড়ী-ঘর পাহাড়-পর্বত আর বায়ু-মণ্ডলকে ভ'রে রেখেছে।

আমরা পাহাড়ে' রাস্তা ধ'রে গ্রামে এসে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে, একজন দুজন ক'রে অনেকগুলি স্থানীয় লোক আমাদের সঙ্গ নিলে। বলিদ্বীপীয়েরা বেশ স্বাধীনচেতা, ইউরোপীয় দেখে এরা ভয় পায় না। অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে এরা আমাদের পাছু-পাছু চ'ল্‌ল। দুই-একজন সাহসী হ'য়ে মালাইয়ে দ্রেউএস্‌কে জিজ্ঞাসা ক'রলে যে আমরা কে, কোথা থেকে আস্‌ছি। দ্রেউএস্‌ তাদের ব'ল্‌লেন যে তাঁরা ডচ্‌ সরকারী লোক, আর আমাদের দুজনকে দেখিয়ে' দিয়ে ব'ল্‌লেন যে এঁরা হ'চ্ছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত, একজন ব্রাহ্মণ, আর একজন ক্ষত্রিয়। ভারতবর্ষ কি আর কোথায়, আর সেখানে লোকে বলিদ্বীপের ধর্ম্ম মানে, এই কথা শুনে লোকেদের ভারী আশ্চর্য লাগ্‌ল। বেশ ভব্য চেহারার শ্যামবর্ণ লোক একজন এসে পরিচয় দিলে, সে বেসাকিক্‌-মন্দিরের একজন Pamangkoe 'পামাঙ্কু' বা নিম্নশ্রেণীর পুরোহিত। আমরা মন্দির দেখতে আস্‌ছি শুনে, সে ব'ল্‌লে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, তবে মন্দিরের অন্যতম প্রধান পুরোহিত একজন পদণ্ডর বাড়ী থেকে মন্দিরের চাবি নিয়ে আসতে হবে। মন্দির-চল্‌তি পথের বাঁ দিকে একটী রাস্তার ভিতরে খানিকটা গিয়ে পদণ্ড-মহাশয়ের বাড়ী; পামাঙ্কুটী আমাদের সেখানে নিয়ে গেল, সঙ্গে চ'ল্‌ল এই কৌতূহলী মেয়ে আর পুরুষের দল। পদণ্ড-মহাশয় তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তার বাড়ীর মেয়েরা বেরিয়ে' এল', তারা পামাঙ্কুর হাতে চাবির গোছা দিয়ে দিলে। এই পামাঙ্কুরা জা'তে শূদ্র হয়। দ্রেউএস্‌-এর কাছে শুন্‌লে যে আমি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ—বেদ অধ্যয়ন ক'রেছি এমন পদণ্ড, অনেক মন্ত্র জানি—এরা বিস্ময় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে ধুতি-পরা আমাদের চেহারার প্রতি নেত্রপাত ক'রতে লাগ্‌ল। সকলে আবার মালাই জানে না; যারা জানে, তারা আর সকলকে বুঝিয়ে' দিতে-দিতে চ'ল্‌ল। পামাঙ্কুটীর সঙ্গে

আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে আমিও যথা-সম্ভব আলাপ জুড়ে দিলুম। এইরূপে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পথে ছোটো-ছোটো ছু'-চারটে মন্দির পেরিয়ে' শেষে বড়ো মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হ'লুম। বাকে কামেরা বা'র ক'রে ছবি নিতে লাগ্‌লেন। মন্দিরের তোরণ-দ্বারের কাছেই, বাইরে ছোটো-ছোটো কতকগুলি মন্দির আছে। অনেকগুলি সিঁড়ি ব'য়ে, প্রথম তোরণ পার হ'য়ে, একটা চাতাল, তারপরে আবার সিঁড়ি ব'য়ে তার উপরে চাতাল। দ্বিতীয় চাতালটী পাহাড়ের মাথায়। এটী বেশ চটান, প্রশস্ত জায়গা নিয়ে--- চার দিকে পাথরের দেয়ালে ঘেরা, ভিতরে পাথর ইট আর কাঠের অনেকগুলি মন্দির আর প্রকোষ্ঠ আর অন্য ইমারত। যে মন্দিরের মধ্যে দেবতার বিগ্রহ রেখে পূজা হয় তাকে 'মেরু' বলে—নেপালী মন্দিরের মতন থাকে-থাকে মেরুর ছাত ওঠে। মন্দির-চত্বরের ভিতরে কতকগুলি মেরু আছে, আর কতকগুলি অন্য

বেসাকিক্—মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

বেসাকিক্—নৈবেদ্য-বেদি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

ঘর আর আটচালা আছে। দেবতাদের ভোগ সাজিয়ে' রাখবার জন্য খুব-খোদাই-কাজ-করা পাথরের তিনটী উঁচু বড়ো-বড়ো বেদি—সিঁড়ি লাগিয়ে' উঠে তবে সেগুলির উপরে ভোগ আর নৈবেদ্য তুলে রাখ্‌তে পারা যায়। বেদি তিনটীর একটী ব্রহ্মার, একটী বিষ্ণুর, আর একটী শিবের। বেদিগুলির আকার কতকটা যেন সিংহাসনের মতো। বেসাকিক্-এর মন্দির একটা পীঠ-স্থানের মতন জায়গা শুনেছিলুম; ভেবেছিলুম, কত না ভীড় দেখ্‌বো, আমাদের দেশের তীর্থ-স্থানে যেমন তীর্থ-যাত্রী পুরোহিত দোকানী পসারী দেখা যায়, নানা রকম স্থানীয় হাতের কাজ পাওয়া যায়, এখানে সেই রকম কিছু দেখা যাবে। কিন্তু সে-সব কিছুই নেই, সব খালি। কেবল আমাদের সঙ্গে যে কতকগুলি লোক এসেছিল, তাদেরই ভীড়; আর মন্দিরের ভিতর ছু'-চার জন ব'সেছিল। এদেশের রীতি তখন বুঝলুম—বিশেষ পর্ব-দিন ভিন্ন মন্দির একরকম পরিত্যক্তই হ'য়ে থাকে, দৈনন্দিন পূজা-অর্চনাও হয় না। আমরা বিপলায়তন

মন্দির-চত্বরের ‘বালে আগুঙ’ বা বস্‌বার জন্য কাঠের তৈয়ারী মাচা-যুক্ত আটচালার আর মেরুগুলির পাশে-পাশে ঘুরে বেড়ালুম। একটু দূরে পূব দিকে আর একটা ঢালু-গা পাহাড়ের উপরে আরও কতকগুলি মন্দির দেখ্‌তে পেলুম।

সঙ্গের পামাঙ্কুটীকে জিজ্ঞাসা ক’রলুম, ‘রূপা রূপা ডেওআ’ অর্থাৎ দেব-রূপ বা দেবতাদের সব মূর্তি কোথায়? মন্দির-চত্বরের এক কোণের দিকে একটা কাঠের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল, ঘরটার ভিতরে আর বাইরে’ কতকগুলি পাথরে-কাটা মূর্তি ভগ্নাবস্থায় র’য়েছে, কতকগুলি একেবারে টুক্‌রো-টুক্‌রো হ’য়ে গিয়েছে, টুক্‌রোগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, আর কতকগুলি অনেকটা ভালো অবস্থায়, bas-relief বা শিলা-ফলকে বা শিলা-খণ্ডে খোদিত মূর্তি, পুরো কুঁদে বা কেটে বা’র করা নয়—ঘরের ভিতরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। অযত্নে রাখার দরুন, আর স্বাভাবিক কারণে ক্ষ’য়ে গিয়ে আর প’ড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার দরুন, মূর্তিগুলির এই দশা। মূর্তিগুলি উড়িষ্যার মন্দিরের গায়ে যেমন দেড় হাত দু হাত সব মূর্তি থাকে, সেই ভাবের। কতকগুলি পুং-দেবতার, কতকগুলি দেবীর, প্রাচীন যবদ্বীপীয় ধরণের কাজ ব’লে মনে হ’ল। শিব আছেন, বিষ্ণু আছেন, আর দুর্গা আছেন ব’লে মনে হ’ল। এ মূর্তিগুলির পূজা হয় না, প্রাচীন কালে হয় তো এখানে কেউ এনে রেখে থাক্‌বে, তাই এমনি অযত্নে প’ড়ে আছে; বলিদ্বীপের মন্দির-গঠন-প্রণালী যবদ্বীপের বা ভারতবর্ষের প্রণালী থেকে আলাদা, পাথরের বিরাট মন্দির যবদ্বীপ আর ভারতে যেমন পাওয়া যায়, তেমন বলিদ্বীপে অজ্ঞাত, তাই মূর্তিগুলিকে কোথাও লাগিয়ে’ রাখা হ’তে পারে নি।

আমরা দেব-মন্দিরের বিগ্রহ দেখতে চাইলুম। শুন্‌লুম, কতকগুলি পিতলের মূর্তি আছে, সে-সব মাত্র উৎসব বা পর্ব-দিবস উপলক্ষ্যে বা’র করা হয়। কিন্তু সেগুলি অতি পবিত্র জিনিস, স্বয়ং পদণ্ড ঠাকুর ছাড়া আর কেউ সে মূর্তি স্পর্শ করবার অধিকারী নন। এত দূরে এসেছি, মূর্তিগুলি না দেখে যাওয়া ঠিক হবে না,—বিশেষতঃ আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্মণ, আমার সম্বন্ধে আপত্তি খাট্‌তে পারে না। দ্রেউএস্ আর বাকেদের-ও এই সুযোগে মূর্তি দেখ্‌তে আপত্তি নেই। দ্রেউএস্ তখন পামাঙ্কুকে ব’ললেন, কুছ পরোয়া নেই, খাস ভারতবর্ষের পদণ্ড উপস্থিত, ইনি দেবার্চনায় অধিকারী, এঁকে দেখতে দাও। পামাঙ্কুটী কতকটা ইচ্ছায় কতকটা অনিচ্ছায় আঙিনার মধ্যে একটী মেরুর কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে ব’ল্‌লে, এই মেরুর ভিতরে মূর্তি আছে। ব’লে, চাবির গোছা থেকে একটী চাবি আলাদা ক’রে দেখিয়ে’ ব’ললে যে, এই চাবি দিয়ে মেরুর দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুক্‌তে হবে। মেরুটী আর কিছুই নয়, উঁচু ইটের দাওয়ার উপরে কাঠের ছোট্ট একটী ঘর, দু-তিনটী ধাপ যুক্ত কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ঘরের মেঝেয় উঠতে হয়, ঘরের চারিদিকে বারান্দা, ঐ পাদপীঠ-রূপ দাওয়াকে অবলম্বন ক’রে; ঘরের কাঠের তৈরী ছাত, তার উপরে খড়ের চাল,—নেপালী মন্দিরের মতন, স্তরে-স্তরে বাইরে খড়ে-ছাওয়া কয় স্তর ছাজা বেরিয়ে’ এসেছে। পামাঙ্কু শূদ্র ব’লে নিজে ঢুকবে না, চাবি আমার হাতে দিলে; নীচে জুতো রেখে আমি মন্দিরের দাওয়ায় উঠ্‌লুম, ধীরেন-বাবুও উঠ্‌লেন, দ্রেউএস, আর বাকে-দম্পতী, আর পামাঙ্কু, আর আমাদের সঙ্গের বলিদ্বীপীয় লোকেরা—সকলে মেরুর সামনে নীচে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে’ রইল’। তলার চৌকাঠের সঙ্গে শিকল দিয়ে দরজা তালা-বন্ধ ছিল, চাবি খুলে ঘরে ঢুক্‌লুম। ছোট্ট ঘরটা, কাঠের মেঝে, দুই ধারে তক্তপোষের মত উঁচু কাঠের মাচা; খালি দরজার সামনেটা ফাঁক। একটু অন্ধকার লাগ্‌ল, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছাতা-ধরা ভাপসা গন্ধ নাকে এল’। কাঠের মাচাগুলি বহুদিনের সঞ্চিত ধূলোয় ভরা। মূর্তি কিন্তু নজরে পড়্‌ল না, তবে মাচা দুটীর উপরে বেতের তাল-পাতার আর তাল আর না’রকেল বাল্‌দোর কতকগুলি চুবড়ী দেখলুম। বাইরে থেকে দ্রেউএস্ পামাঙ্কুর কথা-মতন আমায় ব’ল্‌লেন যে চুবড়ীগুলিতে মূর্তি আছে। একটী, দুটী চুবড়ী খুলে দেখি, তার ভিতর সাদা আর লাল রঙের পুরোহিতদের

পূজার কাপড় সব র'য়েছে—একটু ছাতা-পড়া দাগ লেগেছে কতকগুলি কাপড়ে; আর র'য়েছে, স্ফটিক, কা[illegible] আর বীজের মালা, আর চওড়া সাদা জরীর গাত্র-বন্ধ—ফিতার মতন গায়ে যা জড়িয়ে' পুরোহিতেরা পূজা[illegible] বসেন। এগুলি নাড়া-চাড়া ক'রতে-ক'রতে ধূলোয় হাত গা সব ভ'রে গেল। শেষে তালের বাল্‌দোর একটা চুবড়ীর ঢাকনী খুল্‌তে পাওয়া গেল—ভাঙা ম'রচে-ধরা পিতল আর তাঁবার টুকরো এক রাশি—পুরাতন পূজার বাসন, ঘণ্টা প্রভৃতির ভগ্নাংশ এগুলি; আর তার মধ্য থেকে বা'র করা গেল গুটী চারেক পিতলের মূর্তি। মূর্তি কয়টী বিঘত-খানেক আকারের হবে; বেশ পরিষ্কার মাজা ঝক্‌ঝকে' তক্‌তকে' ব'লে লাগ্‌ল। দণ্ডায়মান রাজবেশী কোনও দেবতার মূর্তি, দেবী-মূর্তি ছিল না; বলিদ্বীপের প্রাচীন পিতলের কাজের চমৎকার নিদর্শন। পিতলের মূর্তিগুলির দুই ভুরুর মধ্যে একটী ক'রে রুপোর ফোঁটা-কাটা। আর ত্রিনয়ন দেখে এক মূর্তি শিবের ব'লে বোঝা গেল। (পরে আমি এই রকম দুটী মূর্তি,—তবে সে দুটীর কাজ এত ভালো নয়,—সংগ্রহ ক'রতে পেরেছিলুম—একটী Praboe 'প্রাবু' অর্থাৎ প্রভু বা রাজার, আর অন্যটী Dewi 'ডেউই' অর্থাৎ দেবী বা রানীর)। মূর্তিগুলি নিয়ে তাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা ক'রে ধীরেন-বাবুকে দেখাচ্ছি—ধীরেন-বাবু দাওয়ার উপরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে'—বাইরে থেকে দ্রেউএস্ আর বাকে ইংরেজীতে ব'ল্‌লেন, মূর্তি বা'র ক'রে আনুন, আমরাও দেখি। দুটী মূর্তি ধীরেন-বাবু, আর দুটী আমি হাতে ক'রে নিয়ে এসে দাওয়ার ধারে পাশাপাশি সাজিয়ে' রেখে দিলুম।

যেমনি মূর্তি দেখা, অমনি লোকজন যারা জড়ো হ'য়েছিল তারা মাটিতে উবু হ'য়ে ব'সে প'ড়ে, দুহাতে মূর্তিগুলিকে প্রণাম ক'রতে লাগ্‌ল। যুগপৎ এতগুলো লোকের মূর্তিদর্শন-মাত্র এইভাবে ভক্তি দেখিয়ে' প্রণাম শুরু করাতে আমাদের একটু থমকে' যেতে হ'ল! পামাঙ্ক থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই উবু হ'য়ে ব'সে প্রণাম ক'রছে, ধীরেন-বাবু আর আমি দাওয়ায়, আর ডচ্ বন্ধুরা মূর্তির কাছে এসে দেখছে; এমন সময়ে আমাদের পথপ্রদর্শক, মুন্‌চাঙ্ থেকে সেথো হ'য়ে এসেছিল যে ছোকরা—সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে' উঠে তার-স্বরে বলিদ্বীপের ভাষায় আর মালাইয়ে উত্তেজিত ভাবে কি ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। তাতে দেখলুম যে সমাগত লোকেরা একটু যেন বিচলিত হ'য়ে প'ড়্‌ল, একটু ভীত আর উদ্বিগ্ন ভাবে উঠে দাঁড়াল', আর আমার প্রতি আর মূর্তিগুলির প্রতি তাকাতে লাগ্‌ল। দ্রেউএস্-ও একটু যেন ভ'ড়কে গিয়ে মালাইয়ে ছোকরার সঙ্গে তর্ক ক'রতে লাগলেন। ব্যাপারটা বুঝলুম এই যে—ছোকরা ব'লছে যে, আমরা এসে এই যে পবিত্র দেব-মূর্তিতে হাত দিয়েছি, এতে আমাদের মহাপাতক হ'য়েছে—খালি পদণ্ডরা শুভদিন দেখে যে মূর্তিকে স্পর্শ করেন, আমরা কোথাকার কে এসে সে মূর্তিতে হাত দিলুম,—এতে দেবতারা রুষ্ট হবেন, আমাদের তো অশুভ হ'বেই, দেশেরও মহা অশুভ হবে। সব দেশেই ধর্ম-বিষয়ে ভীতু লোক আছে; এ কথা শুনে সমাগত লোকেদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য আরম্ভ হ'ল—অনেকে তখন রাগতো ভাবে, পামাঙ্ক আমাকে মূর্তি বা'র করতে দিয়ে কাজটা ভালো করেনি, এ কথা ব'লতে লাগ্‌ল। ছোকরারও ধর্ম-ভাব বেড়ে উঠ্‌ল,—সে আরও জোর-গলায় তার আপত্তির কথা ব'লতে লাগ্‌ল; দ্রেউএস্ এদের মালাইয়ে 'সমঝাতে' চেষ্টা ক'রলেন,—কিছু খারাপ বা অন্যায় হয় নি, খাস ভারতবর্ষের এত বড়ো একজন ব্রাহ্মণ আর পদণ্ড এসেছেন, তিনি মন্দিরে যদি দেব-মূর্তি না দেখেন তো দেখবে কে—দেবতারা কখনও রুষ্ট হবেন না, ইত্যাদি। কিন্তু গোলমাল থাম্‌তে চায় না। দেশটী নোতুন ডচেদের শাসনে এসেছে, দেশের লোকেদের প্রকৃতি জানা নেই, খামখা কি জানি কি ঝঞ্ঝাট বেধে যায়। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য দোষ এদেশে অজ্ঞাত, তবুও কে জানে, কি ভাবে নানা সংস্কার এদের মধ্যে কাজ করে। ডচ্ বন্ধুরা একটু উদ্বিগ্ন-ভাবে এই কথা গুলি আমায় ব'ললেন, আর মূর্তিগুলি যথা-স্থানে রেখে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে দিতে ব'ল্‌লেন। আমিও একটু চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লুম। বলিদ্বীপের ধর্ম আমারই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের রূপান্তর মাত্র; আর দুদিন ধ'রে পদণ্ডদের সঙ্গে মিশে যে হৃদ্যতার পরিচয় পেয়েছি, তাতে ক'রে, হিন্দু ব'লে ব্রাহ্মণ ব'লে এখানেও একটা সহজ অধিকার আমার আছে, এই রকম একটা

বোধ মনে এসে গিয়েছে—আমার সে অধিকারের দাবী আমি এই ছোকরার চীৎকারেই বা ছাড়বো কেন? রণে ভঙ্গ দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। দ্রেউএস্‌কে ব'ললুম—আপনি বলুন যে ইনি ব্রাহ্মণ, মন্ত্র জানেন, ইনি ব'ল্‌ছেন কোনও অমঙ্গল হবে না; আর তোমাদের বিশ্বাসের জন্য ইনি দেবতারা যাতে অপরাধ না নেন, এইজন্য কতকগুলি মন্ত্র আর স্তোত্র পাঠ ক'রবেন, তাতে সমস্ত অমঙ্গলের ভয় কেটে যাবে। দ্রেউএস এই কথা ব'ল্‌তে, যার উপর দোষ প'ড়ছিল, সেই পামাঙ্ক বেচারা আর মাতব্বর আর মুরুব্বি গোছের দু-চার জন লোক ব'ল্‌লে, এ বেশ কথা; উনি তাই করুন। অদ্ভুত পোষাক পরা ভারতবর্ষের এই ব্রাহ্মণ কি ভাবে মন্ত্র প'ড়বেন সে বিষয়ে হয় তো এদের মনে একটু কৌতূহলও হ'য়েছিল। আমি তখন ধীরে-ধীরে মূর্তিগুলিকে উঠিয়ে' ঘরের মধ্যে যথাস্থানে রেখে দিলুম, তারপরে দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে, দাওয়া থেকে ভুঁয়ে নেমে, চাবি পামাঙ্কর হাতে দিলুম। আমার মন্ত্র শুনবে ব'লে সমাগত লোকেরা উৎসুক হ'য়ে দাঁড়িয়ে' রইল'। আমি মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে' জোড় হাতে 'ওঙ্ নমঃ শিবায়', 'ওঙ্ নমো বিষ্ণবে' এই মন্ত্র বার কতক উচ্চারণ ক'রে, শিবের আর নারায়ণের ধ্যান, আর এ ছাড়া স্তোত্র যা-কিছু মনে ছিল, যায় জয়দেবের দশাবতার-স্তোত্র পর্যন্ত—উচ্চৈঃস্বরে একটু সুর ক'রে প'ড়ে গেলুম। আমার কথামত দ্রেউএস্ এদের ব'ললেন যে 'দেবতা-স্তোত্র' পড়া হ'য়েছে, আর কোনও ভয় নেই। তারপরে আবার বেদপাঠ ব'লে গায়ত্রী মন্ত্র আর সন্ধ্যা-আহ্নিকের সূক্ত কতকগুলি প'ড়লুম। এদের ভয় গেল, সকলে আবার নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা আরম্ভ ক'রলে। খালি সঙ্গের পথ প্রদর্শক ছোকরাটী গোমড়া-মুখে রইল'।

মন্দিরে যা দ্রষ্টব্য তা তো ঘুরে ঘুরে দেখা হ'ল, মাঝে এই ব্যাপারটা হ'য়ে গেল। এইবার ফেরা যাবে স্থির ক'রে, আমরা সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগলুম। পামাঙ্কর কিন্তু ভয় কাটে নি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার কিছু স্তোত্র মন্ত্র পড়বার জন্য দ্রেউএসের মারফৎ আমায় অনুরোধ ক'রলে। আমি স্বীকার ক'রলুম—উপরের মন্দিরের চত্বর থেকে নামবার বড়ো সিঁড়ির নীচে মন্দির-মুখো হ'য়ে দাঁড়িয়ে' আবার মন্ত্র-পাঠ ক'রতে হ'ল। উপরে মন্দিরে যে-সব লোক ছিল, তাদের সরিয়ে' দিলে, মন্দিরের চত্বরে আর কেউ রইল' না। এদের কাছে যা তা প'ড়ে দিলেই হত; মেঘদূতের শ্লোক আওড়ালেও চ'ল্‌ত, বাঙলা কবিতা বা গদ্য আউড়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আমি জুয়াচুরী করিনি! জন-সাধারণ সব জায়গায় যেমন হ'য়ে থাকে, এরাও তেমনি দৈব-ভয়ে ভীত—এদের সব-চেয়ে পবিত্র দেব-বিগ্রহ অজ্ঞাত-কুলশীল লোকেদের এমনি ক'রে বিনা পরিচয়ে হাত দিয়ে নাড়ানাড়ি ক'রতে দেওয়া, এদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী লোক তাদের মতে অন্যায় কার্য হবে বৈকি; আর তাতে যে দেব-রোষ আস্‌তে পারে, এরকম ধারণা হওয়া তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমায় মন্ত্র-টন্ত্র প'ড়ে আমার অধিকার প্রমাণিত ক'রতে হ'ল; কিছু বুঝলে না, তবে খুশী হ'ল যে একটা কিছু দাবী আমার আছে, আর বিশেষতঃ ডচ্ ভদ্রলোকেরা যখন আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে এদের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন। মন্দির থেকে চ'লে আসছি, দ্রেউএস ব'ল্‌লেন, যখন এদের মধ্যে মিছিমিছি এই গোলযোগের সৃষ্টি হ'য়েছে, তখন পদণ্ড-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা না ক'রে আমাদের ফেরাটা উচিত হবে না।

বেসাকিক্-এর পথের দৃশ্য

(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

আমরা যাচ্ছি, পামাঙ্কটী আমাদের সঙ্গে র'য়েছে, পিছনে লোকেরা র'য়েছে,—এমন সময়ে পামাঙ্ক দু'হাত জো: ক'রে একটু কাতর-ভাবে আমায় বলিদ্বীপীয় ভাষায় আর মালাইয়ে কি ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। ভাবটা এই, যে সতি সত্যি যেন আমাদের ঠাকুর-দেখানোতে কারো কোন অনিষ্ট না হয়। পদণ্ডের বাড়ীতে গেলুম, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি তখন ফিরেছেন। দু দণ্ড আলাপ হ'ল। আমার সঙ্গে কথা-বার্তায় আমার শাস্ত্র-জ্ঞানের গভীরতা আ মন্ত্র আর স্তোত্রে আমার অসাধারণ দখল সম্বন্ধে সহজেই তাঁর সুদৃঢ় ধারণা হ'য়ে গেল! তিনি 'ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ', এই টুকু বুঝেই প্রথমটায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়লেন। সমাগত জনতাকে তিনি বুঝিয়ে' দিলেন, আমি একজন খাঁটী লোক—ভেল নাই। তাতে এদের মনে আর খটকা বা বিরূপ ভাব কিছু রইল না। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যবদ্বীপীয় জঙ্গল-বিভাগের কর্মচারীটীর আপিসে এলুম, সেখানে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ ক'রে, বেলা আড়াইটের দিকে আমরা ফিরতী পথ ধ'রলুম।

আবার সেই দীর্ঘ পথ—সেই চড়াই-উতরাই, আর দুই-এক জায়গায় উতরাইয়ের কঠিনতা। অবশেষে পাহাড়ে' পথ ঘুরে, নোতুন একটা গাঁয়ের পাশ দিয়ে, মুন্‌চাঙ-এ পৌঁছনো গেল। সারাদিন প্রায় কিছুই খাওয়া হয় নি। মুন্‌চাঙে এক যবদ্বীপীয় মণিহারের দোকানে বিয়ার পাওয়া গেল, ডচ্ বন্ধুরা সানন্দে তাই পান ক'রলেন। বলিদ্বীপে দেখেছি, সোডা লেমনেডের মতন বিয়ারের চলন খুব হ'য়েছে। বিয়ার অবশ্য ঠিক মদ নয়, নেসার জন্য লোকে খায় না। আমাদের পথ-প্রদর্শক ছোকরাটী ফেরবার সময়ে সারা পথ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে এসেছিল। তাকে দু গিলডার বখ্‌শিশ দেওয়া গেল। সাড়ে-চারটেয় মোটরে ক'রে মুন্‌চাঙ থেকে আমাদের কারাঙ-আসেম যাত্রা হ'ল। পড়ন্ত রোদ্দুরে চমৎকার দৃশ্য। বিকালে স্নান সেরে মেয়েরা চ'লেছে, এদের সদ্যঃস্নানের শুচিতাকে মাথার-চুলে-পরা ফুলে চমৎকার শ্রীমণ্ডিত ক'রে দিয়েছে।

দ্বার-পার্শ্বে পদণ্ড-ঘরের মেয়ে—মাতা ও কন্যা

পথে Bebandam বেবান্দাম্ ব'লে একটী গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে দেখি, মন্দিরের পর্বোৎসব লেগে গিয়েছে। মিষ্টি গামেলান বাদ্যের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হ'য়ে মোটর থামিয়ে' আমরা নামলুম। মন্দিরটী একটী টিলার উপরে। উজ্জলবেশে নরনারী আর ছেলেমেয়েদের ভীড়। গাঁয়ের 'পুরা' বা মন্দির; শুন্‌লুম, ভূদেবীর বিশেষ অর্চনা উপলক্ষ্যে এই উৎসব। মন্দিরটীকে সাফ-সুথরা ক'রে চমৎকার-ভাবে সংস্কার করা হ'য়েছে। মন্দির-তোরণের দুপাশে বাইরে দুটী খুব উঁচু বাঁশ পোতা হ'য়েছে, বাঁশ দুটীর মাথা কাটা হয়নি, স্বাভাবিক সরুই রাখা হ'য়েছে, মাথা বেঁকে সরু কঞ্চিতে পরিণত হ'য়েছে, তা থেকে

খুব লম্বা নোতুন-কাটা হাতীর-দাঁতের মত সাদা কচি তাল-পাতার নানা রকম কাজ করা একটা লম্বা ঝালর উড়ছে, নানা রকমের ঝুরি দিয়ে এই তাল-পাতার ঝালর অলঙ্কৃত। আমাদের দেশে উৎসব-নিকেতনের দু পাশে যেমন ফলন্ত কলাগাছ দেয়, এখানে দেখছি পুরা বংশ-দণ্ড পুঁতে অলঙ্কৃত ক'রে দেওয়া হয়। ভিতরে নৈবেদ্য সাজানো হ'চ্ছে, পদণ্ড-ঘরের মেয়েরা এসেছেন, এঁরা এক শ্রেণীর দেবদাসিনী বা দেবসেবিকার কাজ করেন, এঁরাই সব সাজাচ্ছেন, রঙীন 'কাইন' বা বস্ত্র প'রে, চুলে ফুল গুঁজে, সদ্য-স্নাতা অন্য মেয়েরা সাহায্য ক'রছে, বা হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে। একটা আটচালায় গামেলান বাজিয়েরা ব'সে তাদের সেই চমৎকার বাজনা বাজাচ্ছে। লোকজন এত, কিন্তু হৈচৈ কলরব নেই ব'ল্লেই হয়। এটা ভারী আশ্চর্য লাগ্ল। উঁচু-উঁচু কাঠের নৈবেদ্য-বেদির উপরে ফলের স্তূপ আমাদের বিবাহের চালের গুঁড়োয় তৈরী শ্রীর আকারে ভাতের স্তূপ, এই সব সাজাচ্ছে। পূজার উপচার দ্রব্য দেখলুম,—মেয়েরা সব সাজিয়ে-সাজিয়ে তৈরী ক'রে রাখছে,—ফুলের মতন কাজ করা তাল-পাতার সাজি, তাল-পাতার দোনায় নব পল্লব, কলা, আর তাল-পাতার মোড়কে কি একটা বস্তু ব'সেছে দেখলুম, আর বেল-পাতার মতন একটা ক'রে পাতা কাঠি দিয়ে লাগিয়ে এই দোনায় রেখেছে, আর খুঁটি-নাটি নানান জিনিস, এই সব পাতায় ফলে ফলে তৈরী, একটার নাম শুনলুম 'সামপিনাং', একটার 'প্রসা', একটার 'করা'. এই পূজোপচারের অর্থ বা উদ্দেশ্য কে বুঝিয়ে দেবে? সন্ধ্যে তখনও হয় নি, বিকালের সূর্যালোকের মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম, সমস্ত জিনিসটা বাঙলির উৎসবের মতনই মনোহর লাগ্ল।

তারপরে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে'-আসতে পুনরায় যাত্রা ক'রলুম, ভরা সন্ধ্যেয় পাসাঙ্গ্রাহানে বাসায় ফেরা গেল। মোটর-গাড়ী সারাদিনের ভাড়া নিলে সাড়ে সতেরো গিলডার। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। স্নান টান সেরে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে' নিয়ে, বারান্দায় চেয়ারে গা ঢেলে আড্ডার জন্য বসা গেল।

কবি তাম্পাক-সেরিঙ্-এ আছেন, ভালোই আছেন,—টেলিফোন-যোগে এ খবর এখন আমাদের কাছে এল'॥

১২। বলিদ্বীপ—ক্লু্ঙ্-কুঙ্

৩০শে আগস্ট ১৯২৭, মঙ্গলবার।

আজ সকাল বেলাটা কারাঙ-আসেমেই কাট্ল। সকালে একবার রাজবাড়ীতে গেলুম, তার পরে প্রাচীন 'পুরী' আর একবার ঘুরে ফিরে দেখে এলুম। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তিনি তাঁর ছবি আমায় দিলেন, বলিদ্বীপীয় ধরণে আঁকা ছবিও একখানি দিলেন—বিষয়, 'স্মর-রতি'। শ্রীযুক্ত লোকমলের দান, ডচ্-ভাষায় অনূদিত গীতা একখানি, আর সঙ্গে ছিল কিছু মৈসূরের ধূপ, এই দুটী সামান্য জিনিস তাঁকে উপহার-স্বরূপ দিলুম।

সাড়ে দশটায় আমরা দুখানা মোটরে ক'রে কারাঙ-আসেমের পাসাঙ্গ্রাহান থেকে ক্লুঙ-কুঙ্ যাত্রা ক'রলুম। একখানা মোটরে সব মাল-পত্র উঠ্ল। ক্লুঙ-কুঙ্ অবধি দুখানা গাড়ীর ভাড়া নিলে সতেরো গিলডার। সেই চমৎকার দেশের মধ্যে দিয়ে আবার যাত্রা। এবার সমতল দেশের মধ্য দিয়ে পথ। দুপুরের মধ্যে ক্লুঙ্-কুঙ্-এ পৌঁছে সেখানকার পাসাঙ্গ্রাহানে ওঠা গেল।

এটীও একটী ছোটো শহর বা গণ্ডগ্রাম। আপিস আদালত আছে, ইস্কুল আছে, ডাক-ঘর আছে, টেলিফোন-আপিস আছে, কাছে পিঠে প্রাচীন মন্দির আছে, আবার রাজপুরীও আছে। একটী বড়ো রাস্তা, তার দক্ষিণ ধারে পাসাঙ্গ্রাহান। পাসাঙ্গ্রাহানের পাশেই Kretak Gosa বা স্থানীয় বিচারালয়—বিচারালয়টী আর কিছুই নয়, একটী বলিদ্বীপীয় pavilion বা ছত্রী মাত্র, উচু চাতালের উপর ছাতে-ঢাকা একটী বড়ো ঘর, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, এইখানেই বিচারক চেয়ারে

ক্লুঙ্-কুঙ্-এর বিচারালয়

ব'সে বিচার করেন। ঘরটীর চারিদিকে ছাতের নীচেটায় নানা ছবি আছে, রঙীন ছবি, বলিদ্বীপীয় ঢঙে আঁকা, নরকে পাপের বিচারের ছবি। এই ছোট্ট ইমারতটী বেশ চমৎকার। সিঁড়ির মাথায় দু-ধারে পাথরের তৈরী দুটী সুন্দর উপবিষ্ট মূর্তি, একটী পুরুষের একটী মেয়ের।

বিশ্রাম ক'রে আহার-টাহার সেরে, গ্রামটী একটু বেড়াতে বেরুলুম। দোকান-পাট আছে। চীনা, আরব, বোম্বাইয়ে' খোজা—এরাই দোকানী। এখানেও রাস্তার মধ্যে বলিদ্বীপীয় মেয়েরা সুন্দর গতি-লীলার সঙ্গে চলাফেরা ক'রছে, মাথায় ক'রে জলের-কলসী জিনিস-পত্র সব নিয়ে চ'লেছে। কাল হলাণ্ডের মহারানীর জন্মদিন। তদুপলক্ষে স্থানীয় ইস্কুল, ডাকঘর, টেলিফোন-আপিস সব রঙীন কাপড় আর কাগজ আর বিশেষ ক'রে না'রকেল পাতা দিয়ে সাজানো হ'য়েছে, লাল-নীল-সাদা তেরঙা ডচ্ ঝাণ্ডা উড়ছে—যে ঝাণ্ডা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের রঙের নিশান ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে, বলিদ্বীপীয়েরা যেন নিজেদেরই দেবতার ধর্মের ঝাণ্ডা ব'লে মেনে নিয়েছে। কাল ইস্কুলের সামনে মাঠে সভা হবে, আর বলিদ্বীপীয় নাচ হবে—বাডুঙ্ বা দেন-পাসার নগর থেকে একটী নাচনী মেয়েকে আনা হ'য়েছে, পেশাদার নাচিয়ে', সে নাকি খুব ভালো নাচতে পারে।

ক্লুঙ্-কুঙ্-এ প্রাচীন একটী প্রাসাদের দরজার দুপাশে রাক্ষস দ্বারপালের মূর্তির পরিবর্তে প্রাসাদ-নির্মাতা ডচেদের বিদ্রূপ ক'রে দুটী ডচ্ পুরুষের মূর্তি পাথরে খদিয়ে' রেখেছিলেন। তখন এই দ্বীপ ডচেদের হাতে আসে নি। সমগ্র দ্বীপময় ভারতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রে ইউরোপীয় ডচেরাই এদেশের লোকেদের কাছে যেন রাক্ষসের প্রতীক হ'য়ে পড়েছিল;—এদের চিত্রিত করা হ'য়েছে, একজনের হাতে মদের বোতল, আর এক জনের হাতে টাকার থলি; দুজনেরই মাথায় টুপি, গম্ভীর-ভাবে তোরণ-দ্বারের দু পাশে দুটী মূর্তি ব'সে। এই ব্যঙ্গ-চিত্র ডচেরা বেশ প্রসন্ন-ভাবে রসজ্ঞের মত-ই নিয়েছে,—ডচ্ ভদ্রলোকেরা গিয়ে এই দুটী মূর্তি দেখে আসেন, আর তাদের ফোটোগ্রাফ-ও নেন। আমরা যথা-রীতি গিয়ে দেখে এলুম, আর বাকে এই তোরণ-দ্বারের ছবি-ও নিলেন।

এদিকে আমাদের পাসাঙ্গ্রাহানের হাতার মধ্যে প্রাচীন আর আধুনিক বলিদ্বীপীয় শিল্প-দ্রব্যের একটী হাট ব'সে গেল। তিন চার জন স্ত্রীলোক আর দুই-একটী পুরুষ নানা রকমের মনোহর শিল্প-জাতের পসার দিয়ে ব'স্‌ল। বলিদ্বীপের আর যবদ্বীপের 'বাতিক' বা ছাপা কাপড়; কাপড়ের উপর আর কাগজের উপরে নানা রঙে আঁকা বলিদ্বীপীয় পৌরাণিক চিত্র; কাঠের ছোটো-ছোটো দেবতা-মূর্তি, আর অন্য মূর্তি; চামড়ার

wayang ওয়াইয়াঙ্ বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত মূর্তি, পিতলের তৈরী পূজার তৈজস, ছোটো-ছোটো ক্রিস বা ছোরা; জরীর কাপড়—বেনারসী কাপড়ের মতন, সুরাতের রঙীন রেশমে বোনা 'পাটোলা' কাপড়ের মত কাপড়, এই রকম নোতুন পুরাতন নানা জিনিস,—আমরা কয়জন ভ্রমণকারী বা যাত্রী পাসাঙ্গ্রাহানে উঠেছি দেখে, এনে হাজির ক'রলে। আমরা সকলেই কিছু-কিছু কিনলুম। বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের জন্য কিছু জিনিস ধীরেন বাবু সংগ্রহ ক'রলেন। কাপড়ে-আঁকা রঙীন পট কতকগুলি, আর দুই একটী মূর্তি, এই যা আমি নিলুম। বিদেশী যাত্রীদের কাছে বলিদ্বীপীয়েরা যে-ভাবে তাদের দেশের প্রাচীন শিল্প-জাত উজাড় ক'রে বিক্রী ক'রে দিচ্ছে, তাতে মনে হয় বছর কতক পরে প্রাচীন জিনিস একটীও দেশে আর থাকবে না, সব আমেরিকান আর ইউরোপীয় টুরিস্ট্দের সঙ্গে সাগর-পারে চ'লে যাবে। একজন বলিদ্বীপীয় ছোকরা, মাটিতে ব'সে ব'সে এই-সব জিনিস-পত্রের বেচা-কেনা দেখ্ছিল। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে সে আমার সঙ্গে কথা কইলে। 'মহাশয়'

তোরণ-দ্বারে রাক্ষস দ্বারপাল-মূর্তি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

ক্লুঙ্-কুঙ্-এর প্রাসাদে দ্বারপাল-মূর্তিতে ডচ্ প্রতিকৃতি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

কোথায়, তাও জিজ্ঞাসা ক'রলে। ছোকরা এতটা খবর রাখে দেখে, ভারী খুশী হ'লুম। একটু গর্বের সঙ্গে নিজেকে হিন্দু ব'লে সে পরিচয় দিলে। ব'ল্লে, তারও পুরাতন আর নোতুন শিল্প-দ্রব্যের দোকান আছে—পাসাঙ্গ্রাহানের পাশেই তার দোকান। আমরা যদি তার দোকানে গিয়ে জিনিস-পত্র দেখি, তাহ'লে সে ভারী অনুগৃহীত হয়। তার দোকানে গিয়ে যেন ছোটো-খাটো একটী বলিদ্বীপীয় চিত্রশালা দেখ্লুম—নানা সুন্দর জিনিসের সমাবেশ। এখানেও দুই-একটী মূর্তি নিলুম—আমার পিতলের মূর্তি দুটী যার কথা একটু আগেই বেসাকিকের মন্দিরে মূর্তি-দর্শন প্রসঙ্গে ব'লেছি, সে দুটী এরই কাছ থেকে কিনলুম। পিতলের একটী বেশ বড়ো গরুড়-বাহন বিষ্ণু-মূর্তি দেখে নেবার বড়ই লোভ হ'ল, কিন্তু আমাদের ঘোরাঘুরি

ক'রতে হবে ঢের, সেটাকে আর কেনবার সাহস হ'ল না। ছোকরাটী বেশ বুদ্ধিমান্। আমার খাতায় তার নাম লিখে দিলে ; এর নাম Wajan Pageh ওয়াইয়ান পাগেঃ।

এই সবে, দুপুর আর বিকাল বেলাটা বেশ কাটল। বিকালে তাম্পাক্-সেরিঙ থেকে শ্রীযুক্ত কোপ্যারবার্গ এলেন, কবির সন্দেশ নিয়ে। কবি ঐ সুন্দর ঠাণ্ডা পাহাড়ে' জায়গাটীতে ভালোই আছেন। কাল সকালে কোপ্যারব্যার্গ আমাদের সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে যাবেন ব'লে এসেছেন। কোপ্যারব্যার্গ এদেশের সকলকে জানেন, খবর-টবর খুবই রাখেন। তিনি সংবাদ পেলেন, কাছেই বলিদ্বীপীয়দের পল্লীতে রাত্রে নাচ দেখানো হবে, কালকের ব্যাপারের জন্য বাডুঙ থেকে যে নাচের দল এসেছে, তারা এমনি তাদের বাসায় নাচ দেখাবে। কাজেই, রাত সাড়ে-আটটায় উৎসাহ ক'রে আমরা চ'ললুম। কোপ্যারব্যার্গ আঁচ ক'রে-ক'রে পথ চিনে-চিনে চ'ললেন। বড়ো সড়কের পূব মুখে খানিকটা গিয়ে, ডান দিকের একটা রাস্তায় আমাদের ঢুকতে হ'ল। এইবার হ'ল মুস্কিল। বড়ো রাস্তার মতন এখানে আলো নেই। আর রাস্তাটা বড্ড এবড়ো-খেবড়ো ; পাথরের চাবড়া যথেষ্ট আছে, জায়গায়-জায়গায় আবার খাপও আছে। অন্ধকারে একটু বিপদে প'ড়লুম। তবে একটু এগিয়েই দেখা গেল, একটা দোকান-ঘর, সেখানে আলো জ্ব'লছে, লোকজন অনেকগুলি র'য়েছে। দোকানটী একটা চিনির মেঠাইয়ের। মদুরা-দ্বীপ যবদ্বীপের উত্তর-পূর্বে, ছোট দ্বীপটী, এই মদুরা-দ্বীপ থেকে এই মিষ্টিওয়ালারা এসে এখানে দোকান খুলেছে। আমাদের অপটু চোখে বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে থেকে এদের পৃথক ক'রে ধরা কঠিন। কোপ্যারব্যার্গ এদের সঙ্গের মালাইয়ে কথা কইলেন, এদের সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হ'লেন। কালকে হল্যাণ্ডের রানীর জন্ম-দিন উপলক্ষ্যে যে উৎসব হবে, মেলা ব'সবে, তার জন্যেই এরা অনেক রাত অবধি এই-সব মিষ্টি তৈরী ক'রছে—বিক্রী ক'রবে ব'লে। এরা ভদ্রতা ক'রে আমাদের একটা আলো দিলে। এইবার আমরা বেশ চ'ললুম।

অস্ফুট নক্ষত্রালোকের তলা দিয়ে, রাস্তার দু-ধারে কেবল গাছ-পালা নজরে এলো, আর মাঝে-মাঝে দুই একখানা বাড়ী। লোকজনের চলাফেরা নেই, রাস্তা নির্জন। পথে-শোয়া কুকুর মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গের আলোতে আর এতগুলি লোকের পায়ের আর গলার আওয়াজে বিরক্ত হ'য়ে ঘেউ ঘেউ ক'রতে ক'রতে উঠে পালাল'। এই রকমে যে বাড়ীতে যেতে হবে সেখানে গিয়ে আমরা পৌঁছুলুম। আঙিনার পর আঙিনা পেরিয়ে' যেতে হ'ল। গোটা দুই শূওর ছিল উঠানের ধারে, জেগে উঠে ঘোঁত ঘোঁত ক'রতে লাগ্ল। একটা মহলে এসে প'ড়লুম, একটা ঘরের বারান্দায় আমাদের স্বাগত ক'রে ব'সতে দিলে,—খানকতক চেয়ার এনে দিলে ব'সতে। গোটা পাঁচেক হারিকেন লণ্ঠন জ্বল্ছে, এতেই যা আলো হ'য়েছে ; উপরে আকাশে একটা তারা জ্বল্জ্বল্ ক'রে জ্ব'লছে, আর পরিষ্কার আকাশে ছায়াপথ বেশ দেখা যাচ্ছে। ছোটো-খাটো উঠোন, আশে-পাশে ৩।৪ খানি ঘর ; এক পাশে কলাগাছ কতকগুলি আছে, সেগুলি স্তূপাকারে পিণ্ডীভূত অন্ধকারের মতন র'য়েছে, হাওয়ায় তাদের চওড়া পাতা কাপড়ের মতন ন'ড়ছে। উঠানের এক ধারে গামেলান বাজনার দল ব'সেছে। আমরা যখন পৌঁছুলুম, তখন ঢাকে কাঠি প'ড়েছে—অর্থাৎ বাজনা আরম্ভ হ'য়েছে। আমরা ব'স্তেই নাচ শুরু হ'ল। যে মেয়েটী নাচবে, তার বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে ; সে আর তার চেয়ে ছোটো একটী মেয়ে, মেয়েটীর বাপ (বাপ-ই তাকে নাচ শিখিয়েছে, আধা-বয়সী লোক বাপটী), আর অন্য একটী ছোকরা, নাচে এই কয় জন যোগ দিলে। সাধারণ 'কাইন' বা সারঙ পরা মেয়েটী, উত্তরীয় খানি বুকে বাঁধা, বাপের পরিধানে ধুতির মতন খাটো সারঙ একটী, খালি গা, মাথায় একখানা রঙীন রুমালের পাগড়ী। প্রথম মেয়েটী একা নাচতে লাগ্ল, মাঝে-মাঝে তার বাপও এসে সঙ্গে যোগ দিতে লাগ্ল, মাঝে-মাঝে অন্য পুরুষটী। ছোটো মেয়েটী-ও সঙ্গে একটু আধটু নাচলে। বাজনার তালে অত্যন্ত চমৎকার লাগ্ল এই নাচ। তনু দেহের লীলায়িত গতি, আর হাতের অপূর্ব ভঙ্গী ; মাঝে-মাঝে খুব দ্রুত তালে ঘুরে ফিরে নাচ চ'ল্ল। মলয়-উপদ্বীপে 'রোঙ্গেঙ্' নাচ দেখেছিলুম, এ কতকটা তারই মতন

লাগ্‌ল, তবে তার চেয়ে একটু বেশী কঠিন বেশী মার্জিত ব'লে বোধ হ'ল. কিন্তু দু-চার জায়গায় কখন-ও কখন-ও একটু suggestive, একটু যেন অভব্যতার আমেজ আমার চোখে লাগ্‌ছিল। ঘণ্টাখানেক নাচ দেখে, মেয়েদের মেঠাই খাবার জন্য দুটী টাকা বখ্‌শিশ ক'রে, আমরা বাড়ী ফিরলুম।—নাচ চ'ল্‌ছে, ও দিকে বাড়ীর মেয়েদের দৈনন্দিন কাজেরও বিরাম নেই। একখানা আটচালা ঘরে উখলী দিয়ে বাড়ীর বয় বয়সী দুটী মেয়ে চাল কাঁড়ছে দেখলুম—এ-ও যেন এক ধরণের নৃত্য। আমরা ছাড়া বাইরের লোক দর্শনার্থী হ'য়ে বেশী আসে নি।

পাসাঙ্‌গ্রাহানের বারান্দায় ব'সে রাস্তার জন-বিরল সুন্দরতার দিকে চেয়ে গল্প গুজব ক'রছি, এমন সময়ে দেখা গেল, একদল ছোকরা হল্লা ক'রতে-ক'রতে যাচ্ছে। কোপ্যারবার্গ তাদের ডাকলেন। তাদের দিয়ে কোপ্যারবার্গ গানের নামে খানিকটা চেঁচামেচি করালেন। তার কাছে উৎসাহ পেয়ে, গান ধ'রলে একটা ছেলে—আস্তে আস্তে সুর আরম্ভ করে, আর বাকী কয়জন ব'সে-ব'সে গা দোলায়, গানের একটা কলি যাই শেষ হয়, অমনি সমস্বরে কতকগুলি উৎকট চীৎকার করে,—যেন এটা গানের ধুয়া—চীৎকার না ব'লে একটা তান বলা যায়—সেটা কতকটা এই ধরণের শব্দ নিয়ে—"এঃ এঃ এঃ, টিড়া, টিড়া, টিড়া, টিড়া"। গান বা ছড়া বলিদ্বীপের ভাষায়, আশয়টী কি, তা জানা গেল না। খানিকক্ষণ ধ'রে এদের এই রঙ্গ দেখা গেল॥

১৩। বলিদ্বীপ—তাম্পাক্-সেরিঙ্ ও গিয়াঞার

৩১শে অগস্ট ১৯২৭, বুধবার।

ক্লুঙ্কুঙ্ বলিদ্বীপের শিল্পকলার আর প্রাচীন জীবনের একটা কেন্দ্র। প্রাচীন ধরণের মাল আর অন্য ধাতুর জিনিস আর কাপড়-চোপড় এ অঞ্চলে এখনও খুব তৈরী হয়। এই শহরের দক্ষিণে কতকগুলি মন্দির আছে, সেগুলি আমাদের দেখা হ'ল না। ডচ্‌দের দ্বারা যখন বলি-বিজয় হয়, তখন এই ক্লুঙ্কুঙের রাজা সপরিবারে রাজপুতদের জৌহরের মতন 'পুপুতান' ক'রে আত্মাহুতি দেন, এ কথার উল্লেখ পূর্বে ক'রেছি। ইচ্ছে থাকলেও এখানে এক রাত্রের বেশী কাটাতে পারা গেল না।

সাড়ে-সাতটায় তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমরা Tampak Sering তাম্পাক্-সেরিঙ্ যাত্রা করলুম। তাম্পাক্-সেরিঙ্-এর ডাক-বাঙলায় কবি আছেন; আমরা ঐ স্থানটি দেখে আসবো, আর কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে Gianjar গিয়াঞার-এ আসবো। সারা দিনের মোটর ভাড়া ঠিক হ'ল পচিশ গিলডারে। তাম্পাক-সেরিঙ পাহাড়ের মধ্যে চমৎকার একটী স্থান, নির্জন, শান্তির আবাস-ভূমি। একটী ছোটো পাহাড়ের উপরে পাসাঙ্‌গ্রাহানটী, আশে-পাশে খুব গাছ-পালা, স্থানটী বেশ ঠাণ্ডা। পাসাঙ্‌গ্রাহানের সামনে একটা পোস্তার মতন আছে, সেখান থেকে নীচে মাঠ রাস্তা গ্রাম এসবের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ে নদী একটী আছে, আর বলিদ্বীপের বিশেষত্ব—পাহাড়ের গা কেটে-কেটে ধানের খেতের স্তর। প্রচুর না'রকেল বন। পাসাঙ্‌গ্রাহান থেকে নীচের উপত্যকায় একটী চমৎকার স্নানের জায়গা দেখা গেল। বলিদ্বীপীয়েরা বড়ই স্নান-প্রিয়। দ্বীপের মধ্যে যেখানে জলের স্রোতের সুবিধে পেয়েছে, সেখানেই ইটের দেয়ালে ঘেরা স্নানাগার বানিয়েছে। কতকগুলি মকর-মুখ বা সাদা নল দিয়ে স্বাভাবিক তোড়ে জল

এসে পড়ে, একটা চৌবাচ্চা বা হৌজে; তাতে এক বুক বা এক কোমর বা এক হাঁটু জলে নলের সামনে ব'সে লোকেরা স্নান করে—বাড়তি জল নরদমা বা নালা দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে' যাচ্ছে। এই রকম স্নানাগার মেয়েদের জন্য আর পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা। বলিদ্বীপের সভ্যতার পরিচায়ক একটি সুন্দর জিনিস হ'চ্ছে এই স্নানাগারের ব্যবস্থা।

পাসাঙ্গ্রাহানের সামনে যে জলধারাকে অবলম্বন ক'রে স্নানাগার করা হ'য়েছে, সেটার নাম 'তীর্ত আম্পুল' বা 'আম্পুল তীর্থ'। এটাকে স্থানীয় লোকেরা অতি পবিত্র ব'লে মনে ক'রে থাকে। বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে দূর থেকে বহু স্নানার্থী এখানে নাকি এসে থাকে। এই তীর্থের পবিত্রতা সম্বন্ধে একটা 'স্থল-পুরাণ' বা স্থানীয় কাহিনী আছে, সেটি বড়ো সুন্দর। একটী সুন্দরী রাজকন্যা তার পিতার একজন যুবক অনুচরকে ভালো বেসেছিলেন। এই অনুচরটীও মনে মনে রাজকন্যাকে ভালো বাসতেন, কিন্তু তার এই বোধ ছিল যে বংশ-গৌরবে তিনি রাজার মেয়ের অনুপযুক্ত, রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রলে রাজার মর্যাদার হানি হবে. এইজন্য তিনি রাজকন্যার প্রণয়কে প্রভুর প্রতি কর্তব্য হেতু প্রত্যাখ্যান করেন। রাজকন্যা কিন্তু এতে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হন, আর পিতার এই পারিষদের পানীয়ে বিষ মিশিয়ে' দেন। যুবক এই বিষ পান করেন, আর তখনই ব্যাপারখানা বুঝতে পারেন। পাছে তার মৃত্যুতে রাজকন্যার কোনও অপযশ রটে, সেইজন্য তখনি এই তীর্থ-আম্পুলের কাছে বনে গোপনে প্রাণত্যাগ করবার জন্য পালিয়ে' আসেন। তার চরিত্রে প্রীত হ'য়ে দেবতারা এই তীর্থের জল খাইয়ে' তার প্রাণদান করেন। সেই থেকে এই তীর্থের পবিত্রতা।

এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থানে ক'দিন কাটিয়ে' কবির শরীর আর মন দুইই ভালো আছে দেখে, আমরা আশ্বস্ত হ'লুম। পাসাঙ্গ্রাহানে কবির সঙ্গে সুরেন-বাবু আর কোপ্যারব্যার্গ ছিলেন, আর ছিলেন ডক্টর Goris খোরিস্। সংস্কৃতজ্ঞ এই যুবক পণ্ডিতটীর সঙ্গে ইতিপূর্বেই বাঙলির শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রে দেখা হ'য়েছিল। এই দু-তিন দিন ইনি কবির সঙ্গে আছেন। ইংরেজী ভালো ব'লতে পারেন না, কিন্তু কবিকে দু চারটী বিষয়ে যে প্রশ্ন করেন, তা থেকে এঁর আন্তরিকতা আর মানসিক গভীরতা দেখে কবি খুব খুশী হ'য়েছেন। ডক্টর খোরিস বলিদ্বীপীয়দের মতন পোষাক পরে র'য়েছেন দেখলুম, গায়ে কোট জামা, মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা, পরনে রঙীন লুঙ্গী, পায়ে চাপ্‌লি জুতো।

তাম্পাক্-সেরিঙ্- গ্রাম ও স্নানাগার
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

খাস তাম্পাক-সেরিঙ স্থানটী পাসাঙ্গ্রাহান থেকে কিছু দূরে, গ্রাম ছাড়িয়ে', একটী পার্বত্য স্রোতস্বিনীর ধারে। এখানকার দ্রষ্টব্য, সমগ্র বলিদ্বীপের মধ্যে একটী অভূত-পূর্ব ব্যাপার—পাহাড়ের গা কেটে তৈরী কতকগুলি মন্দির। মন্দির না ব'লে, সমাধি-স্থান আর বিহার বলাই ভালো। পাসাঙ্গ্রাহান থেকে আমরা মোটরে ক'রে গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলুম। বড়ো সড়কে গাড়ী রেখে, রাস্তার বাঁ দিক্ দিয়ে একটী চলা-পথ ধ'রে আমরা চ'ল্‌লুম। খোরিস আর কোপ্যারব্যার্গ আমাদের পথ-প্রদর্শক হ'য়ে চ'ল্‌লেন। সঙ্গে স্থানীয় লোকও জনকতক জুটে' গেল। উঁচু নীচু পথ, দুই-এক জায়গায় পাথরের ধাপ ক'রে দেওয়া। ঘন গাছ-পালা, দু পাশের বাঁশ-ঝাড় আর অন্য গাছের ডাল কখনও-কখনও মাথায় ঠেকে। খানিকটা এই ভাবে

গিয়ে, আমরা পাহাড়ে' নদীটীর পাশে এসে পৌঁছুলুম। চমৎকার দৃশ্য এখানকার, বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁবড়ার আশ-পাশ দিয়ে নদীটী নৃত্যচ্ছন্দে ঝঙ্কার তুলে চ'লেছে, কতকগুলি বড়ো বড়ো গাছ আছে, কাছে সামনেই নদীর ওপারে পাহাড়ের গা, তার পাথর কেটে কলুঙ্গীর মতন জায়গা ক'রে নিয়ে, পাঁচটী মন্দিরের কাঠামো পাহাড়ের গায়ে খোদা হ'য়েছে। পাহাড়ের পিছনে না'রকেল বন, আর চারি দিক সবজে ভরা—ধানের খেত্ আর বাগান। একটার বাঁশের সাঁকো দিয়ে নদীটী পেরিয়ে' আমরা এই মন্দিরের মধ্যে এসে পৌঁছুলুম। আধুনিক বলিদ্বীপীয় রীতির ছোটো-ছোটো কতকগুলি ইমারত আছে, পাহাড়ের সামনেই একটু উঠানের মতন স্থান, সেই খানে। পাহাড়ের গায়ে যে পাঁচটী মন্দিরের-চিত্র খোদাই করা হ'য়েছে, সেগুলি প্রমাণ আকারের,

বলিদ্বীপের স্নানাগার
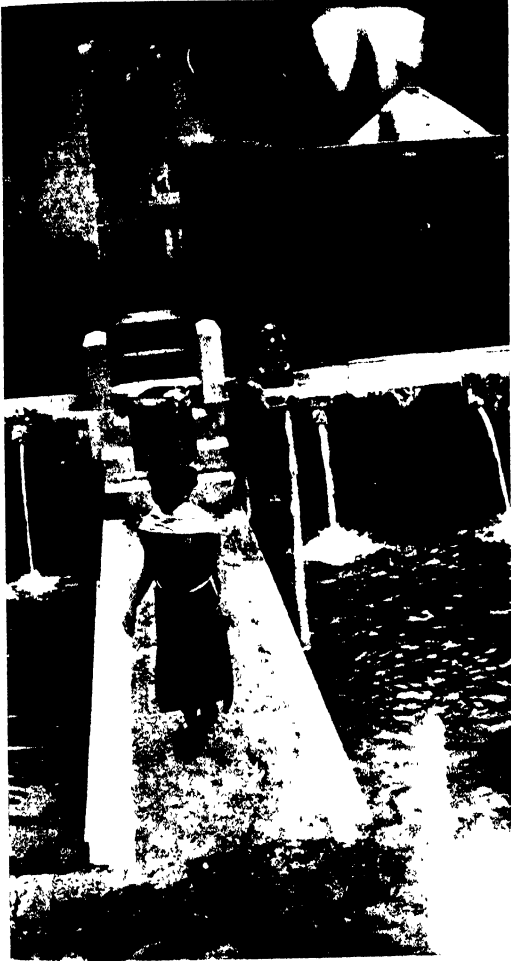
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

বলিদ্বীপের অভিজাত বংশের কন্যা

ডচ্ পণ্ডিতদের মতে, সেগুলি স্থানীয় রাজাদের সমাধি। প্রাচীন যবদ্বীপীয় অক্ষরে দুই-এক ছত্র ক'রে লেখা আছে, আমরা তা প'ড়তে পারলুম না। চিত্রিত মন্দিরগুলি যবদ্বীপের প্রাচীন যুগের মন্দিরের মতো। বলীতে অন্যত্র আর এমনটী নেই। এই খোদাই-করা মন্দিরের চিত্র খ্রীষ্টীয় দশম শতকের ব'লে ডচ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। এই পাহাড়টীর নাম হ'চ্ছে Geonoeng Kawi 'গুনুঙ্ কাউই (বা কবি)'। সমাধিমন্দিরগুলির

পাশে পাহাড় কেটে কতকগুলি অনুচ্চ গুহা তৈরী করা হ'য়েছে। গুহাগুলি ছোটো, অল্প-পরিসর, মোটে বড়ো কিছু নয়। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে, এই গুহাগুলি একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সমাধি-মন্দির। ডচ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন যে এগুলিতে একটী বৌদ্ধ বিহার ছিল।

গুহাগুলির সামনে কেবল ধানের খেত; পাহাড়ের গায়ে, স্তরে-স্তরে খেতে ধান হ'য়ে র'য়েছে; পাহাড়ে' নদীটীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনির সঙ্গে ঢেউ-খেলানো ধানের

তাম্পাক্-সেরিঙ-এর মন্দির
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

তাম্পাক-সেরিঙ-এর গুহার সামনে
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

শীষের মধ্য দিয়ে হাওয়া যেন ঐক্যতানে বাঁশী বাজিয়ে' চ'লেছে। অতি মনোরম দৃশ্য; পাহাড়ের ধারে যেন সজীব সবুজের আর জলের এক অপূর্ব সমাবেশ—এ দেখে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম।

পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরে এসে স্নান সেরে নিলুম। গতকল্য গিয়াঞারের Regent রেগেণ্ট, ইনি স্থানীয় রাজা বা জমীদার, ঐ অঞ্চলের ডচ্ Controleur কণ্ট্রোলারের সঙ্গে তাম্পাক্-সেরিঙ্-এ এসে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে কবিকে গিয়ে অতিথি হ'তে হবে—অন্ততঃ একদিনের জন্য। কবি, কোপ্যারব্যার্গ, দ্রেউএস, আর আমি, এই ক'জনে গিয়াঞারের দিকে যাত্রা ক'রলুম, গিয়াঞারে সেই দিন আর রাতটী কাটিয়ে', পরের দিনে আরও দক্ষিণে Badoeng বাদুঙ্ বা Den Pasar দেন্-পাসার-এ যাত্রা ক'রবো। সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু ডক্টর খোরিস, আর বাকে-রা আমাদের সঙ্গে গিয়াঞারে না এসে Oeboed উবুদ্-এ গেলেন, সেখানকার রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন; এঁরা গিয়াঞারে থাকবেন না। পথে Pedjeng পেজেঙ্ ব'লে একটী গ্রাম প'ড়ল। শুনলুম, এই গ্রামে খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের কতকগুলি সংস্কৃত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, গ্রামটী নাকি প্রাচীনকালে এখানকার সভ্যতার একটী কেন্দ্র ছিল।

গিয়াঞারের রাজার পূরো নাম আর পদবী হ'চ্ছে—Hida Anake Agoeng Ngoerah Agoeng হিডা আনাকে আগুঙ্ ঙূরাঃ আগুঙ্'। বেশ সুপুরুষ গৌরবর্ণ ব্যক্তি, কারাঙ্-আসেম-এর রাজার সঙ্গে তুলনা ক'রলে বেশ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব'লেই ব'লতে হয়। তবে বুদ্ধিতে আর শিক্ষায় কারাঙ্-আসেম-এর রাজাকেই আমাদের বেশী ভালো লেগেছিল। গিয়াঞার-এর পুরী বা রাজবাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লুম, দুপুরের দিকে। রাজবাড়ীটী বেশ প্রকাণ্ড, কতকগুলি মহল নিয়ে। সাবেক বলিদ্বীপীয় প্রথায় প্রস্তুত। গিয়াঞার গ্রামখানির কেন্দ্রস্থান হ'চ্ছে

এই রাজ**পুরী। রাজবাড়ীটা** একটা চৌরাস্তার উপরে। সামনেই রাস্তার ওপারে একটা প্রকাণ্ড কাঠের তৈরী খড়ে-ছাওয়া **আটচালা, তার** ছাত আবার মন্দিরের মেরুর মতন থাকে-থাকে উঠে গিয়েছে। এই আটচালাটা শুনলুম বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে মোরগের-লড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মোরগের লড়াই বলিদ্বীপীয়দের একটা প্রধান ব্যসন। প্রত্যেক যুবক বা বিশিষ্ট লোকের একাধিক লড়াইয়ে' মোরগ আছে। প্রাচীন ভারতেও এই মোরগের লড়াই ছিল। বাঙলা দেশেও বহু স্থানে আছে। বলিদ্বীপের গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে এই সব মোরগ অতি যত্নের সঙ্গে পোষে, আর এদের মস্ত-মস্ত চুবড়ীর মত খাঁচায় ঢেকে রেখে দেয়, নইলে ছাড়া পেলেই মারামারি ক'রবে, বলিদ্বীপের গ্রামগুলি এই-সব মোরগের ডাকে নিত্য মুখরিত। বাজী রেখে লড়াই হ'ত, অনেকে সর্বস্বান্ত হ'ত, হার-জিত নিয়ে খুনোখুনিও হ'ত। তাই ডচেরা আগেকার মতন আর যখন-তখন লড়াইয়ের খেলা আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছে, খালি বৎসরের কতকগুলি বিশেষ পর্ব-দিনে খেলা হ'তে পারে। কিন্তু ডচ্ পুলিসের চোখের আড়ালে লোকে লুকিয়ে'-চুরিয়ে' খুবই এই লড়াই করায়। আমাদের এই মোরগের-লড়াই দেখার সুযোগ হয় নি। সমস্ত

'পুরী' বা প্রাসাদের দ্বারে দণ্ডায়মান গিয়াঞারের রেজেন্ট
(পদতলে উপবিষ্ট পানের চোকা বাটা হাতে তাম্বূল-করঙ্ক-বাহী,
তৎপার্শ্বে তরবারী-বাহক, এবং পশ্চাতে অন্য একজন ভৃত্য)

মালাই জাতির মধ্যে এই লড়াই একটা অত্যন্ত সাধারণ, জনপ্রিয় বস্তু। যবদ্বীপেও খুব ছিল, এখন অল্প কিছু ক'মেছে শোনা যায়; খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের গোড়ায় যবদ্বীপের এক বিখ্যাত রাজার উপনাম-ই ছিল Hayam Woeroek 'হায়াম্ বুরুক্' বা 'লড়াইয়ে' মোরগ'। রাজবাটীর কোণাকুণি, চৌরাস্তার ওপারে, স্থানীয় বাজার, খানিকটা খোলা জায়গায় **বলিদ্বীপের সহজ-সুন্দরী** মেয়েরা ফল-ফুলুরী মাছ শাক-শবজীর পসরা নিয়ে বসে, আর চারি দিকে দোকান—চীনাদের দোকানই বেশী, আর তা-ছাড়া দুই একখানা গুজরাটী খোজাদেরও দোকান আছে।

রাজা আমাদের স্বাগত ক'রে নামিয়ে' নিলেন। তাঁর প্রাসাদের বহির্বাটীতে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কতকগু ঘর আছে, কবির আর দ্রেউএসের আর আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল এক-একখানি ঘরে। ঘরগুলি বলিদ্বীপ কায়দায় তৈরী, মিশ্র ইউরোপীয় ভাবে সাজানো। আলাদা কল-ঘর গোসলখানা সব আছে। মোটরে তোর-দ্বার পার হ'য়ে একটা আঙিনা; তার মাঝে একটী ফোয়ারা, সঙ্গে ফুল-গাছ; আঙিনায় ঢুকে বাঁ দিকে দালান-মং কতকগুলি ঘর, স্লেটের টালি ঢাকা, এগুলি নিয়ে রাজার বৈঠকখানা আর খাস কামরা। গিয়াঞারের রাজা কারাঙ-আসেমের চেয়ে বেশী অবস্থাপন্ন ব'লে মনে হ'ল।

একটু বিশ্রাম ক'রে মধ্যাহ্ন-ভোজন সারা গেল। স্থানীয় ডচ্ কণ্ট্রোলার শ্রীযুক্ত Boersma বুর্স্মা উপস্থিত ছিলেন। বেশ লোক ইনি।
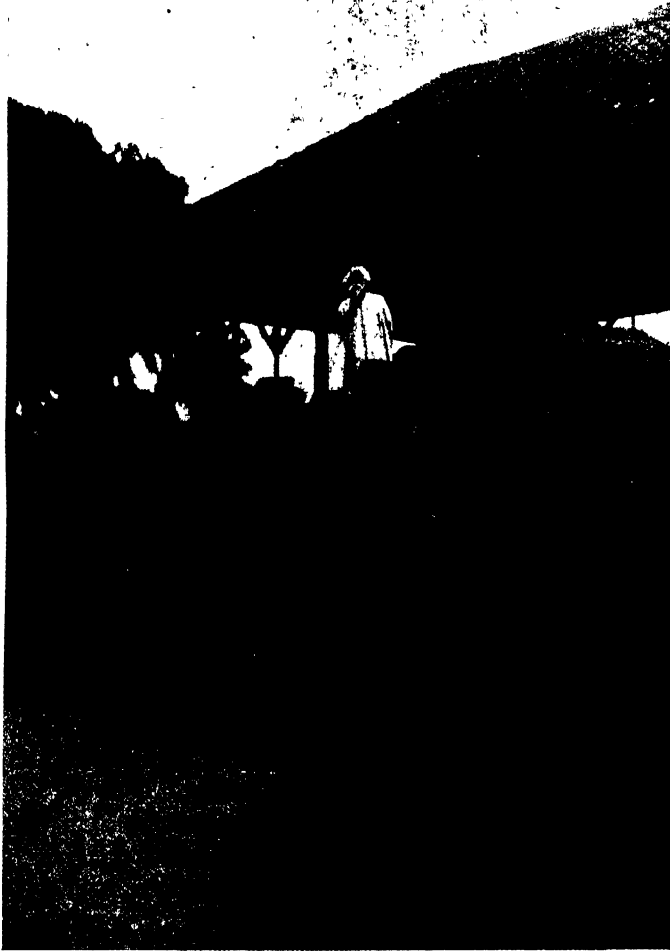
গিয়াঞারের পুরীতে রবীন্দ্রনাথ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

তারপরে এখানেও কারাং আসেমের মতন পদণ্ডদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। রাজার নির্দেশ মতন গ্রামের পদণ্ডরা এসে উপস্থিত হ'লেন। দ্রেউএস পূর্ববৎ দোভাষীগিরি ক'রলেন। এখানকার পুরোহিতদের নানা প্রশ্নের মধ্যে, আমাকে আসন পেতে ব'সে সন্ধ্যা-আহ্নিক আর পূজার সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি দেখাতে হ'ল। আমাদের বৈদিক সন্ধ্যার মতন কোনও অনুষ্ঠান এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর প্রচলিত নেই—তান্ত্রিক পূজাই এঁদের অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। পদণ্ডরা গায়ত্রী-মন্ত্রের নাম শুনেছেন, কিন্তু গায়ত্রী-মন্ত্র কেউ জানেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে গায়ত্রী জানাটা অত্যন্ত আবশ্যক, এ কথা স্বীকার ক'রলেন; আর আমাকে এঁরা অনুরোধ ক'রলেন যে আমি মন্ত্রটা এঁদের লিখে দিলে, এঁরা ভারী অনুগৃহীত হবেন। বলি-দ্বীপের অক্ষর জানি না—দেব-নাগরীতে গায়ত্রী, লিখে তারপরে এঁদের কাছে সুপরিচিত ডচ্ বানানে রোমান প্রত্যক্ষর লিখে দিলুম—Ong। Tat sawitoer warenyam। bhargo dewasya dhimahi। dhijo jo nah pratjodajat॥ প্রত্যেক শব্দের আর সমগ্র মন্ত্রটার অর্থ

ইংরেজীতে লিখে দ্রেউএস্‌কে বুঝিয়ে' দিলুম। দ্রেউএস্ তাঁর মালাই অনুবাদ ক'রে লিখে, এঁদের বুঝিয়ে' দিলেন। এই ভাবে ডচ্ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় সাবিত্রী-দান হ'ল। এঁরা কতকগুলি তাল-পত্রের পুঁথি দেখালেন; আমরা তা প'ড়তে পারলুম না। বেশ পরিষ্কার মাজা তাল-পাতায় লোহার 'লেখন' দিয়ে অক্ষরগুলি লেখা। ঠিক উড়িয়া বা তেলুগু বা সিংহলী পুঁথির মতন। চারখানি পত্রের একখানি ছোটো পুঁথি পদণ্ডরা আমায় উপহার দিলেন। সংস্কৃত পুঁথি এই রাজার কাছে কিছু নেই, সব বলিদ্বীপীয় আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার পুঁথি।

রাজা ব'সে-ব'সে সব শুনছিলেন আর দেখছিলেন। মহাভারতের কথা উঠ্‌ল। তিনি ব'ললেন, মহাভারতের সমগ্র আঠারো পর্ব বলিদ্বীপে নেই, অন্ততঃ ভাষায় নেই, ভারতবর্ষ থেকে তাঁকে আমি সমগ্র মহাভারত পাঠিয়ে' দিতে পারি কি না। সভা, বন, মৎস্য, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, অনুশাসন, রাজধর্ম—এইগুলি এদেশে পাওয়া যায় না। রাজাকে দেখলুম যে, তিনি সাধারণ দেবতাবাদে বিশ্বাসী। দার্শনিক চিন্তার ধার ধারেন না। দশ লোকপালের কথা হ'ল, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ—এঁদের মন্ত্র বা স্তব রাজার বা তাঁর

'তোপেঙ্' বা মুখস-পরা অভিনেতার দল

পুরোহিতদের জানা নেই; রাজা আমাকে অনুরোধ ক'রলেন যেন আমি দেশে ফিরে গিয়ে 'ইন্‌দ্রাস্টাউআ' (ইন্দ্র-স্তব), 'ইয়ামাস্টাউআ' (যম-স্তব), 'কুবেরাস্টাউআ' (কুবের-স্তব) আর 'উআরুনাস্টাউআ' (বরুণ-স্তব) লিখে পাঠিয়ে' দিই। দেশে ফিরে আমি এই সব দেবতার ধ্যান আর প্রণাম রোমান অক্ষরে লিখে পাঠিয়ে' দিয়েছিলুম; আর সংস্কৃত মহাভারত তো ওখানে কেউ প'ড়তে পারবেন না, তাই ছবিওয়ালা বাংলা মহাভারত আর রামায়ণ

পাঠিয়ে' দিয়েছিলুম। রাজা আমাদের মাঝে-মাঝে দুই-একটী প্রশ্ন ক'রেছিলেন—খুব গভীর ভাবের প্রশ্ন সেগুলি নয়, 'ইন্দ্র-লোক কোথায়?' 'নক্ষত্রগুলি কি?'—এই ধরণের প্রশ্ন। প্রশ্ন ক'রে ইনি উত্তরের অপেক্ষা রাখেন না—অন্য প্রশ্ন এনে ফেলেন। ভাবে মনে হ'ল, পুরাণোক্ত বর্ণনাকে তিনি বাস্তব সত্য ব'লেই গ্রহণ ক'রেছেন—তাইতেই তিনি সুখী, অন্য জিজ্ঞাসা তাঁর মনে আসে না।

রাজবাড়ীর আঙিনার লাগোয়া সদর তোরণ-দ্বারের পাশেই বড় রাস্তার উপরে একটী একতালা সমান উঁচু pavilion বা ছত্রী আছে—বেশ প্রশস্ত স্থান এটী, চারিদিকে খোলা—এখানে ব'সে-ব'সে সামনের চৌরাস্তায় লোক-চলাচল দেখা যায়, রাস্তার ওধারে মোরগ-লড়াইয়ের আটচালা আর বাজারও বেশ দেখা যায়। আমাদের আলাপ-টালাপের পরে এই pavilion-এ পদণ্ডদের খাওয়ানো হ'ল। কলা-পাতায় ভাত তরকারী দিয়ে গেল, এঁরা বাঁ হাতে পাতাটা ঠোঙার মতন ক'রে তুলে ধ'রে, ডান হাতে খেতে লাগ্‌লেন। পদণ্ডদের 'সেবা'র পরে, ছত্রীটা সাফ ক'রে দেওয়া হ'ল, কবির জন্য একখানা চেয়ার এনে দিলে, তিনি ছত্রীর উপরে উঠে ব'সে রাস্তার লোকজন একটু দেখতে লাগলেন। এদেশের গণ্ড-গ্রামের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় করাবার এই-ই ছিল প্রকৃষ্ট উপায়—ভীড়ের মধ্যে নেমে গিয়ে দেখা তাঁর বয়স আর স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিকালটা এই ভাবে আলোচনায় আর বিশ্রামে কেটে গেল।

সন্ধ্যায় বাকে-বা, ধীরেন-বাবু, কোপ্যারব্যার্গ আর খোবিস্ উবুদ থেকে ফিরে এলেন। কবিকে দেখাবার জন্য গিয়াঞার রাজা সন্ধ্যায় নাটক বা যাত্রার আয়োজন ক'রেছিলেন। মুখস প'রে এই নাটকের অভিনয় হয়, এই মুখস-পরা অভিনয়ের নাম Topeng 'তোপেঙ'। যাত্রার অভিনয় হ'ল, আমরা যে বাইরে-বাড়ীর মহলে ছিলুম, তার পাশে আর একটা মহলের প্রশস্ত আঙিনায়। অভিনয় দেখবার জন্য গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়েদের খুবই ভীড় হ'য়েছিল। এক পাশে তাদের যন্ত্র-পাতি নিয়ে 'গামেলান্'-বাদকেরা ব'সে; অভিনেতাদের জন্য মাঝে খানিকটা জায়গা খালি রাখা, লম্বালম্বি সার দিয়ে কতকগুলি চেয়ার পাতা,—রাজা, কবি, আর অন্য অভ্যাগতদের বসবার জন্য, আর অভ্যাগতদের পিছনে আর সামনে, আসরের পাশে, স্থানীয় লোকেরা আর রাজার অনুচরেরা দাঁড়িয়ে'। মিষ্টি গামেলানের বাজনা শুরু হ'তে আমরা গিয়ে ব'সলুম। নাটক অভিনয় হ'ল, অনেকটা আমাদের যাত্রার মতন। খালি এই পার্থক্য যে, অভিনেতারা মুখস প'রে। মুখস প'রে যাত্রা বা নাটক করার রীতি ভারত থেকেই গিয়েছে। হয় তো বা মুল অস্ট্রিক জাতির মধ্যেই এই ধরণের চিত্ত-বিনোদন বা ধর্মানুষ্ঠানের উপায় উদ্ভূত হ'য়েছিল। এখনও পশ্চিমের রামলীলায় রাক্ষস আর বানরদের মুখে এই রকম মুখস পরবার, আর রাম সীতা লক্ষ্মণের মুখে বর্ণ-চূর্ণ মাখিয়ে' সাজিয়ে' দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। আসাম-অঞ্চলে মুখস প'রে অভিনয় এখনও হ'য়ে থাকে,—ধর্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে, বৈষ্ণব সত্রগুলিতে, আসামী ভাষায় মুখসকে 'ছোঁ', আর মুখস প'রে নাট্যাভিনয়কে 'ভাওনা' বলে; বাঁশের চাঁচাড়ীর কাঠামের উপর এই-সব মুখস চিত্রিত হয়। আবার ওদিকে ছোটো-নাগপুরে সেরাইকেলা রাজ্যেও মুখস-পরা নাচের রেওয়াজ আছে, তাকে 'ছৌ' নাচ বলে। তারপর, সুদূর কেরল-দেশে মালাবারেও মুখস প'রে বা মুখের উপর-ই রঙ্-চঙ লাগিয়ে মুখস এঁকে, 'কথা-কলি' ব'লে এক রকম নাটকের অভিনয় প্রচলিত আছে, মুখস প'রে বা মুখসের পরিবর্তে মুখে রঙ মেখে নাচও কেরলের সংস্কৃতির একটী বিশিষ্ট বস্তু। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের মুখসগুলি কাঠের তৈরী হয়; হালকা শক্ত কাঠে কুঁদে তৈরী, তাতে নানান্ রকম রঙ্-চঙ করা থাকে, চোখ দুটোতে ছেঁদা থাকে তাই দিয়ে অভিনেতা দেখতে পায়, আর মুখসের ভিতর দিকে একটা ক'রে চামড়ার জীভ-মতন থাকে, অভিনেতা সেটা নিজের মুখের ভিতরে পুরে মুখসটী ঠিক ক'রে আট্‌কে' রাখে। যবদ্বীপ বলিদ্বীপের এই-সব কাঠের মুখস এদের শিল্পের একটা চমৎকার নিদর্শন-বস্তু হ'য়ে আছে। মুখস প'রে অভিনয় জাপানের প্রাচীন 'নো'

নাটকেরও একটী অতি বিশিষ্ট ব্যাপার ; জিনিসটী চীনে-ও আছে, আর চীনের নাটকে মুখে নানান্ রঙ মেখেও মুখসের কাজ চালায়। এ ছাড়া কম্বোজ আর শ্যাম-দেশেও আছে।

যে নাটকটী হ'চ্ছিল, শুনলুম তার আখ্যান-বস্তু যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে—মজ-পাহিৎ নগরের রাজা জয়-বিজয়ের চরিত্রের কোন ঘটনা অবলম্বন ক'রে। সবটা ভালো বুঝতে পারলুম না। নাটকের আরম্ভে জন আষ্টেক সঙ্ এল', এরা বেশ হাস্য-রসের অবতারণা ক'রতে লাগ্‌ল—এদের কথাবার্তা একটুও বুঝতে পারছিলুম না, তবে এদের কথায় শ্রোতৃবর্গের ঘন ঘন হাসি থেকে বুঝলুম যে অভিনয়ের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ভালোই হ'চ্ছে যদিও আমাদের কাছে একটু বেশী অঙ্গভঙ্গী-যুক্ত, একটু খোঁচা মেরে আর চিমটী কেটে হাসানো গোছ লাগ্‌ছিল। নাটকের কথাবার্তা চ'ল্‌ছে, সঙ্গে-সঙ্গে গামেলান বাজনার-ও বিরাম নেই। দর্শক আর শ্রোতারা নিবিষ্ট চিত্তে শুনছিল। একটা বিষয় বেশ লক্ষ্য করলুম—আর ব্যাপারটী কবিরও দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল—এরা মেয়ে-পুরুষ বাচ্ছা-বাচ্ছা এসেছে, কিন্তু হৈচৈ চেঁচামেচি কিছুই নেই, ছেলেপুলেরাও বেশ গম্ভীর-ভাবে বড়োদের সঙ্গে ব'সে বা দাঁড়িয়ে ; আসরে বাজে গোলমাল মোটেই নেই। জা'তটাকে বেশ সুসভ্য আর আত্মসমাহিত বলে বোধ হ'ল, এদের চরিত্রের এই গুণটী বার-বার রবীন্দ্রনাথের সাধুবাদ অর্জন ক'রলে।

যাত্রা চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আহার ক'রতে গেলুম। রাজার অতিথি হ'য়ে এসেছেন একজন ডচ্ চিত্রকর—Charles Eugene Henri Sayers। গুণী যুবক, বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ বড়ো ভালো লেগেছে, বান্ডুঙ-এ গত ছ'মাস ধ'রে আছেন, বলীতে আরও ছ-সাত মাস থাকবেন, খুব ছবি আঁকছেন। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ খুশী হওয়া গেল।

আহারের মধ্যে দ্রেউএস্ রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে আর কবিকে সংবর্ধনা ক'রে মালাই ভাষায় একটী বক্তৃতা দিলেন। রাজা তার উত্তর দিলেন, দ্রেউএস্ আমাদের জন্য ইংরেজীতে তরজমা ক'রে দিলেন। রাজার প্রধান বক্তব্য—বলিদ্বীপের লোকেরা আর ভারতের লোকেরা একই বংশের, ভারতের সঙ্গে এই সংযোগ তাঁদের কাছে গৌরবের বস্তু, কবির আগমনে এই গৌরব-বোধ, আর তদনুসারে কার্য ক'রে যাওয়া, বলিদ্বীপের লোকদের মধ্যে যেন প্রসার লাভ করে। কবিকে এর উত্তরে কিছু ব'লতে হ'ল—তিনি ব'ললেন যে তাঁর এই বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ ভ্রমণ পিতৃপুরুষদের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের জন্যই তিনি ক'রতে এসেছেন ; যে প্রাচীন ভারত এই সমস্ত দূর দেশকে ভারতের আপনার জন ক'রে তুলেছিল, তাঁর ভ্রমণ সেই ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের জন্য, আর সেই ভারতকে বোঝবার জন্য—আর সেই সংস্কৃতিকে আবার এদেশে আর ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ক'রে তোলবার জন্য।

পুরুষ-পুত্রী
(লেগোঙ্-নৃত্যে এইরূপ পোষাক পরে)

খাওয়ার পরে রাজার বৈঠকখানা আর অতিথি-শালার বা'র-বাড়ীতে আর একটী অনুষ্ঠান হ'ল—Leg... 'লেগোঙ' নামে এক রকমের নাচ। দুটী ছোটো-ছোটো মেয়ে খুব জমকালো কিংখাবের পোষাক প'রে ... মাথায় সোনার আর ফুলের মুকুট প'রে নাচ্‌লে। এই নাচে মেয়ে দুটীর হাতে দুখানি জাপানী পাখা ছি... একটুখানি quaint বা অদ্ভুত ভাবের লাগলেও, এই পাখা-হাতে গম্ভীর-ভাবে ক্ষুদে'-ক্ষুদে' দুটী মেয়ের ন... মোটের উপর বেশ সুরুচিকর আর সুন্দর জিনিস ব'লে বোধ হ'ল। এই নাচ নাকি বারো বছরের উপরে মেয়েরা নাচে না।

সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, কোপ্যারব্যার্গ, খোরিস, এঁরা নাচ দেখে মোটরে ক'রে গেলেন ক্লুঙ্কুঙ্‌-এ, সেখানকার পাসাঙ্‌গ্রাহানে থাকবেন, আর ক্লুঙ্কুঙ্‌ থেকে সুরেন-বাবু বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের জন্য কিছু প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প-দ্রব্য কিনবেন। রাজা তারপরে রাত্রির মতন কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমরা যখন শুতে গেলুম তখন রাত বারোটা।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, বৃহস্পতিবার।—

সকালে কবি রাজবাড়ীর উঁচু ছতরীতে ব'সে লিখতে লাগলেন, আর নীচেকার বহমান জীবনস্রোতও দেখতে লাগলেন। বেশ ঝির-ঝিরে' হওয়া বইছিল, ব'সে-ব'সে সময় কাটাবার পক্ষে জায়গাটী বেশ। রাস্তার লোকেরা ভারতবর্ষ থেকে আগত 'মহাগুরু' ব'লে তাঁর দিকে সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত ক'রে যাচ্ছিল। কিন্তু এদের সহজ ভদ্রতা-জ্ঞান এমনি যে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে' হাঁ ক'রে তাকিয়ে' দেখবার জন্য এরা মোটেই ভীড় ক'রছিল না। রাজার সঙ্গে এক প্রাতরাশ সারা গেল। ভারতবর্ষ আর বলীর হিন্দুধর্ম, বলিদ্বীপের সাহিত্য, এই সব বিষয়ে আলাপ হ'ল। খেতে-খেতে শুন্‌লুম, হিন্দু শূদ্রদের মধ্যে গোমাংস-ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ নয়, তবে উচ্চ-জাতির লোকেরা খায় না। বলিদ্বীপের ভাষায়, প্রাচীন যবদ্বীপের কবি-ভাষার মতন, নানা সংস্কৃত ছন্দ প্রচলিত। কবির কাছে রাজা সংস্কৃত শ্লোক শুন্‌তে চাইলেন। কবি দুই-একটা শ্লোক পাঠ ক'রতে, রাজা শ্লোকগুলির কি ছন্দ, তা জানতে চাইলেন। একটা শ্লোক ছিল শার্দূল-বিক্রীড়িত, শুনে রাজা ব'ল্‌লেন 'সর্‌দূলা-উইক্রীডিটা'; আর আরও দু-চারটে সংস্কৃত ছন্দের নাম ক'রলেন। কতকগুলি ছন্দের নাম যেন নোতুন লাগ্‌ল; কবিও ব'ললেন যে এই ছন্দগুলির নাম তিনিও শোনেন নি। হয় তো এগুলি যবদ্বীপেরই প্রাচীন কবিদের সৃষ্ট।

রাজা আমাদের এক-এক খণ্ড ক'রে বলিদ্বীপের তাঁতে-বোনা লুঙ্গীর মতন রঙীন সুতোর বস্ত্র উপহার দিলেন। ক্লুঙ্কুঙ-এ একটী স্কুল খুলতে যাবেন ব'লে রাজা কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তার পরে আমি ব্রেউএস্‌-এর সঙ্গে বাজারে একটু ঘুরলুম। সকাল-বেলার ভরা বাজার, বলিদ্বীপের জীবন-যাত্রার সচল চিত্রাবলী যেন। সামনে রাজার এক পারিষদের বাড়ী। এই পারিষদটী আবার মন্দিরের একজন 'পামাঙ্কু'; মাথায় ঝুটী-বাঁধা এই ব্যক্তিটী গম্ভীর-ভাবে বাড়ীর দাওয়ায় ব'সে আছে। অতি সুশ্রী কতকগুলি ছেলেমেয়ে ঘোরাঘুরি ক'রছে। বাড়ীর বাহির দেওয়ালে একটী জিনিস দেখ্‌লুম—একটী মোরগের দেহ ডানায় পেরেক দিয়ে দেওয়ালে লটকানো। শুন্‌লুম, অসুখ-বিসুখ হ'লে, ভূত-শান্তির জন্য মোরগ বলিদান দিয়ে এই রকম ক'রে দেওয়ালে লাগিয়ে' দেয়। এইরূপে অপদেবতার বশীকরণ বা বিতাড়নের ব্যবস্থা কোনও বাড়ীতে যে হ'য়েছে, তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাহায্যে দূর থেকেই বুঝতে পারা যায়। বাঙলাদেশে আর বিহারে কোথাও কোথাও গ্রামে মহামারী-রূপে ওলাউঠা দেখা দিলে, একটা ছাগল মেরে তার চামড়ায় খড় পূরে, উঁচু বাঁশের মাথায় টাঙিয়ে' রাখার রীতির কথা মনে প'ড়্‌ল।

দুপুর হ'তে চলে, ক্লুঙকুঙ থেকে সুরেন-বাবু আর অন্য সবাই এলেন। তারপরে আমরা দক্ষিণ-বলীর প্রধান নগর Badoeng বাদুঙ বা Den Pasar দেন-পাসার অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। পথে Oeboed উবুদ গ্রামে

স্থানীয় Poenggawa পুঙ্গব' বা জমীদার মহাশয়ের বাড়ী হ'য়ে গেলুম। এই জমীদার বা ক্ষুদ্র রাজাটী বলিদ্বীপের একজন প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি। এঁর পুরা নামটী হ'চ্ছে Gade Rake Tjokorde Soekawati 'গডে রাকে চকর্দে সুখবতী'। ইনি ডচ্ ভাষা বেশ ভালোই জানেন, আর বাতাবিয়ায় যে রাজকীয় ব্যবস্থাপক-সভা আছে, আমাদের দিল্লীর সভার মতন,—তাতে ইনি বলিদ্বীপের প্রতিনিধি-রূপে যান। বলিদ্বীপের রীতি-নীতি চাষ-বাসের কথা পোষাকের কথা নিয়ে ইনি ডচ্ ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলির ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হ'য়েছে। দিন দুই পরে উবুদে এঁরই বাড়ীতে এঁর এক পিতৃব্যের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া হবে—তিন-চার মাস আগে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে, এতদিনে দেহের অগ্নি-সংকার হবে, তদুপলক্ষে একটা বিরাট উৎসব জ'মবে। আমরা বাদুঙ্ থেকে দু-তিন দিন ধ'রে মোটরে ক'রে এসে এইসব ব্যাপার দেখ্‌বো। পুঙ্গব সুখবতীর সঙ্গে ইতিপূর্বে বাটুলিন পুঙ্গবের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে বলীতে আমাদের প্রথম অবতরণের দিনই আলাপ হ'য়েছিল। এঁর বাড়ী সেরেলে ঢ'ুকে, ইনি আমাদের স্বাগত ক'রলেন, তবে তাঁর বাড়ীর ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষ্যে তিনি বড়ো বেশী ব্যস্ত ছিলেন। ডক্টর গোরিস্ এঁর বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে ছিলেন, ইনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সব দেখালেন, কোথায় কি হ'চ্ছে। উবুদের পুঙ্গব-গৃহে এইরূপে খানিক বিশ্রাম ক'রে, আমরা বাদুঙ্-অভিমুখে প্রস্থান ক'রলুম। বেলা পৌনে ছ'টা আন্দাজ বাদুঙে পৌঁছানো গেল ॥

১৪। বলিদ্বীপ—বাদুঙ্ ও উবুদ

বাদুঙ্ দক্ষিণ-বলীর সব চেয়ে বড়ো শহর। সমগ্র বলিদ্বীপে ইউরোপীয়দের জন্য একমাত্র হোটেল এই বাদুঙ্ এই খোলা হ'য়েছে। শহরটী আকারে বা লোক-সংখ্যায় যে খুব বৃহৎ, তা নয়। একটী প্রধান সড়ক, সাধারণ কতকগুলি দোকান, ফল-তরকারী-মাছের বাজার একটা, কতকগুলি সরকারী আপিস—এই নিয়েই শহর। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল এখানকার সহকারী-কন্‌ট্রোলারের বাড়ীতে—তখন বাড়ীটা এই কর্মচারীর দখলে আসেনি। ইউরোপীয় হোটেল থেকে আমাদের খাবার পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়। বাড়ীটী বেশ, পাসাঙ্গ্রাহানের মতন, বেশ একটা বড়ো হাতার মধ্যে।

বাসায় নিজেরা তিন-চার দিনের মতন গুছিয়ে টুছিয়ে' নিয়ে, শহর দেখ্‌তে বেরুলুম। চীনা দোকানী অনেক। মুদিখানার দোকান, মণিহারীর দোকান, শিল্প-কাজের দোকান, সব চীনাদের। বিলিতি কাপড়ের দোকান হ'চ্ছে গুজরাটী খোজাদের। পথে এক চীনা ফোটোগ্রাফওয়ালার দোকানে বলিদ্বীপের লোকজন আর জীবন-যাত্রার বিস্তর ছবি দেখলুম। দু-তিন দিন এই লোকটার দোকানে গিয়ে আমরা বেছে-বেছে কিছু ছবি কিনি। লোকটার সঙ্গে বেশ ভাব হয়। আধা-বয়সী, এই দেশেই বসবাস আরম্ভ ক'রেছে, একটী বলিদ্বীপীয় মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছে, ছেলেপুলে হ'য়েছে।—স্বদেশের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই।

তারপরে বাজারের চত্বরে গেলুম। একটী বুড়ো-গোছের গুজরাটী খোজার কাপড়ের দোকানে উঠ্‌লুম। স্বদেশীয় ব'লে এরা অত্যন্ত খাতির ক'রলে, জোর ক'রে সোডা লেমনেড খাওয়ালে। বোম্বাইয়ে' খোজাদের খান পাঁচেক দোকান আছে বাদুঙ-এ। রবীন্দ্রনাথের বলিদ্বীপে আগমনের কথা এদের মধ্যে কেউ-কেউ শুনেছে। এতগুলি ভারতবাসীকে দেখে এরা ভারী খুশী হ'য়ে গেল। যে দোকানটীতে আমরা প্রথমে উঠি,

তার মালিকের নাম ফিদা হোসেন। লোকটী বেশ। প্রায় বিশ বছর বলিদ্বীপে কাপড়ের কারবার ক'রছে, এখন বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। বাডুঙ শহরের একটু পূবে, সমুদ্রের ধারে একটী বাগান-বাড়ী কিনেছেন, তাঁর এই বাগান-বাড়ীর কাছেই মাল নামাবার ছোটো একটী বন্দর আছে। নিজের মোটর ক'রে ফিদা হোসেন আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। একজন ভারতবাসী এতদূরে এসে কেমন ক'রে নিজের প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন তা দেখে ভারী আনন্দ হ'ল। ফিদা হোসেন আর তাঁর সঙ্গেকার একটী গুজরাটি দোকানদারের কাছ থেকে বলিদ্বীপের সম্বন্ধে দু-চারটে টুকি-টাকি খবর পাওয়া গেল। ১৯০৮ সালে ডচেরা মানোয়ারী জাহাজ থেকে বাডুঙ শহরে গোলাবর্ষণ ক'রেছিল, সে কথা আমাদের ব'ললেন। বলিদ্বীপের লোকেদের খুবই প্রশংসা ক'রলেন। ব'ল্‌লেন, 'ইয়ে লোগ অচ্ছে হৈঁ, কৌম বহুৎ বহাদুর হৈ, ঔর হিন্দু আদমী হৈ, ইস্‌ বাস্তে ইন্‌মেঁ সব্‌র্ বহুত হৈ—বেশ লোক এরা, জা'ত হিসাবে খুব সাহসী, কিন্তু এরা হিন্দু তাই এদের মধ্যে

উবুদে নারীগণের শোভাযাত্রা
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

ধৈর্য খুব।' এদের দেশে বর-ক'নে পরস্পরকে নির্বাচন ক'রে নেয়। বিবাহের রীতি অতি সরল, আর বিবাহ-ভঙ্গ সহজেই হয়। বাপ মার অমত হ'লে, বিবাহেচ্ছু ছেলে আর মেয়ে কোথাও পালিয়ে' গিয়ে একত্র বসবাস করে, আর তাতেই তারা বিবাহিত ব'লে গণ্য হয়। বিয়ের সময়ে পদণ্ডরা আসে, মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। আমাদের একটী খুশী করবার জন্য ফিদা হোসেন আমাদের ব'ললেন, 'বাবু-সাব, এরা হিন্দু বটে, কিন্তু এদের কতকগুলি আদৎ বড়ো খারাপ, ভারতবর্ষের হিন্দুদের মতন এরা শুদ্ধাচারী নয়।' আমরা বলিদ্বীপে খালি 'সৈর' বা ভ্রমণ ক'র্‌তেই আসি নি,—এদের রীতি-নীতিও দেখতে এসেছি, এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চা আছে কিনা, শাস্ত্র-টাস্ত্র কি আছে সে-সব দেখাও উদ্দেশ্য, এই কথা শুনে ফিদা হোসেন ব'ল্‌লেন যে, বছর কতক পূর্বে ভারতের একজন সাধু বা পণ্ডিত বলিদ্বীপে এসেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করা; তিনি আচার-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন ফিদা হোসেন যত্ন ক'রে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি নিজে রেঁধে খেতেন। তবে যে-রকম সংস্কৃত

বইয়ের খোঁজে তিনি বলীতে এসেছিলেন, সে-রকম বই তিনি পাননি। তাঁর নামটী কি, আর কোন্ প্রদেশের লোক ছিলেন তিনি, ফিদা হোসেনের মনে নেই। তাঁর বাগান-বাড়ী, মালের গুদাম সব দেখিয়ে' ফিদা হোসেন আমাদের ফিরতী পথে 'সানোর' ব'লে একটী গ্রামের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন ওস্তাদ কাঠের-খোদাই মিস্ত্রী আছে, সে চমৎকার মূর্তি তৈরী ক'রে থাকে। ফিরতী পথে, সমুদ্রের তীর আর বাতুঙ শহরের মাঝে, বাঁ হাতে একটী ছোটো রাস্তা ধ'রে, সানোর গাঁয়ে আমাদের মোটর এল। কাঠের মিস্ত্রির বাড়ীতে ছোটো বড়ো অনেকগুলি মূর্তি দেখলুম,—সম্পূর্ণ তৈরী, আধা তৈরী, সবে হাত দেওয়া হ'য়েছে, নানা অবস্থায়। তিন-চার জন সহকারী কাজ ক'রছে। শক্ত ভারী কাঠে তৈরী সব মূর্তি। সুরেন-বাবু বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের জন্য গুটী তিনেক

উবুদের উৎসব-ক্ষেত্রে আগত জনগণ
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

মূর্তি কিন্‌লেন। এই খোজারা আমাদের হ'য়ে, ব'লে-ক'য়ে, দরটা ন্যায্য বা শস্তা ক'রে দিলেন, "এঁরা তোমাদেরই সমধর্মী, এঁদের মধ্যে আবার পদগু আছেন, সাহেবদের কাছে যে দাম নাও সে দাম নিতে পারবে না," ইত্যাদি ব'লে। বাতুঙ-এ ফিরে এরা আমাদের বাসায় পৌঁছে' দিয়ে গেলেন, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। দ্রেউএস্ এঁদের সঙ্গে মালাই ভাষায় আলাপ ক'রলেন, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দু-চারটে কথা ব'ললেন। এঁরা কবিকে অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলেন। পরে একদিন ফিদা হোসেন স্বয়ং আমাদের জন্য স্বদেশীয় খাদ্য, চাপাটি কোর্মা হালুয়া প্রভৃতি এনে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশে এসে গুজরাটের এই মুসলমান বণিকদের কাছে আমরা যে হৃদ্যতা যে সৌজন্যের পরিচয় পেয়েছিলুম সে কথা মনে হ'লেই তার জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করি।

সন্ধ্যার সময়ে কোপ্যারব্যার্গ তাঁর পরিচিত একজন প্রাচীন-বলিদ্বীপীয় শিল্প-দ্রব্য-বিক্রেত্রীর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ছোটো শহরটীর সদর রাস্তা ছাড়িয়ে' একটী গ্রাম্য পথ দিয়ে খানিকটা গিয়ে আমরা এই বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছুলুম। কতকগুলি বাগান পেরিয়ে' বাড়ীর সামনে আসা গেল। অন্ধকার পথ, দু-পাশে কলা-গাছের চওড়া পাতা, আমরা জন চারেক লোকে কথা কইতে-কইতে চ'লেছি, রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডেকে-ডেকে পালাচ্ছে।

বাড়ীর কাছে পৌছুতে গৃহস্বামিনী একটা হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এসে আমাদের স্বাগত ক'রলে। আমাদের বৈঠকখানা নিয়ে বসালে। বৈঠকখানা মানে, একটী ঘরের সামনেকার দর-দালান। একটা টেবিল পাতা, আর তার উপরে একটা কেরাসিনের টেবিল-আলো জ্ব'লছে। আশে-পাশে কতকগুলি চেয়ার আর মোড়া; আর ইংরেজী বিস্কুট না কিসের বিজ্ঞাপনের ছবি একখানা দেয়ালে আঁটা। গৃহস্বামিনী আমাদের খাতির ক'রে এনে চেয়ারে বসালে। আর দু-তিনটি লোক ছিল, ছোকরা, বাড়ীরই ছেলে। একটী ছোকরাকে বেশ শ্রীমান্ বুদ্ধিমান্ ব'লে মনে হ'ল। এরা দুজনে ব'সে যবদ্বীপীয় অক্ষরে মুদ্রিত "কবি" বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় কি একখানা বই প'ড়ছিল। আমাদের বসিয়ে দিয়ে, বাড়ীর কর্ত্রী ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে আমাদের জন্য পানীয় আনাতে দিলে। পরে পানীয় এল'; কাছে-পিঠে কোনও দোকানে লিমনেড পাওয়া গেল না, তাই তার বদলে কয় বোতল বিয়ার এনে হাজির ক'র্‌লে—আমাদের ডচ্ বন্ধুরা তার সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হ'লেন না। গৃহকর্ত্রী তার পরে ভিতরের ঘরে গিয়ে, আমাদের

শোভাযাত্রায় নারীগণ—আংশিক দৃশ্য
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

দেখাবার জন্য তাঁর বিক্রীর জিনিস-পত্র সাজাতে লাগ্‌ল। গৌরবর্ণ মোটা-সোটা প্রৌঢ়া রমণী, সুন্দরী বলা চলে, চওড়া-লাল-পেড়ে সাড়ী প'রে দাঁড়ালে, আমাদের দেশে যে কোন অভিজাত ঘরে গিন্নী-মা ব'লে মনে হ'ত। এ মহা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে চলা-ফেরা ক'রতে লাগ্‌ল। কোপ্যারব্যার্গের আর দ্রেউএসের মধ্যস্থতায় আমি ছোকরা দুজনের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। ছোকরাদের মধ্যে যেটীকে বেশী বুদ্ধিমান্ ব'লে মনে হ'ল, দেখলুম যে সেটী বলিদ্বীপের ভাষায় রচিত আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য বেশ প'ড়েছে। যে বইখানা প'ড়ছিল সেখানা হ'চ্ছে যবদ্বীপে ছাপা প্রাচীন কবি-ভাষায় রচিত Broto Djoeda ('বরট' বা 'ব্রট জুড') অর্থাৎ 'ভারত-যুদ্ধ' বা মহাভারত-কথা। রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত ঘটনা আর পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে দেখলুম যে ছোকরা খুব খবর রাখে। 'সটিআকি' বা সাত্যকি, 'বুরিস্রাউঅ' বা ভূরিশ্রবাঃ, 'ক্রেপা' বা কৃপাচার্য, 'সুসাম' বা সুশর্মা, 'দ্রেস্তাডিউম্না' বা ধৃষ্টদ্যুম্ন, 'সালিঅ' বা শল্য, 'সলুঅ' বা শাল্ব প্রভৃতি মহাভারতের অপ্রধান

পাত্রদের সম্বন্ধে এমনি সহজ-ভাবে উল্লেখ ক'রে যেতে লাগ্‌ল, যেন এরা তার কত-ই পরিচিত, দেখে আমি তো বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। ক'জন বাঙালী হিন্দুঘরের ছেলে এখন সাত্যকি বা কৃপাচার্যের বা শাম্বের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট-ভাবে কিছু ব'লতে পারে? অথচ এত দূরে এরা এই মহাভারত থেকে কতটা না রস পেয়েছে, যে এমনি ক'রে তার খুঁটি-নাটী নানা কথা ধ'রে আছে। আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, ভারতবর্ষ থেকে 'মহাগুরু' এসেছেন, এ সব কথা শুনে ছোকরা ভারী আশ্চর্য আর প্রীত হ'ল। তাদের বাড়ীতে প্রাচীন পুঁথি কিছু আছে কিনা এ কথা শুধানোতে, ছোকরা খানকতক তাল-পাতার পুঁথি আনলে। একখানি বেশ বড়ো, অতি সুন্দর ছাঁদে ঝর-ঝরে হাতে লেখা পুঁথি দেখলুম, সেখানি নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক পুঁথি, এটী প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষায় লেখা। এ-ছাড়া দেখালে

মেয়েদের শোভাযাত্রা
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

বলিদ্বীপীয় ভাষায় Ardjoena-wiwaha 'আর্জুনা-উইহওআ' বা 'অর্জুন-বিবাহ'—অর্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জুনীয়, ইন্দ্রালয়ে অর্জুনের গমন, নিবাত-কবচ দৈত্যের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, আর সুপ্রভা অপ্সরার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ, এই সব ব্যাপার নিয়ে। আর ছোটো-ছোটো দুই-একখানি পুঁথি দেখলুম। নীতিশাস্ত্রের পুঁথিখানি কেনবার অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রলুম। ছোকরা তখন বেচ্‌তে চাইলে না, কিন্তু পরে এর সঙ্গে এক দিন পথে দেখা হয়, তখন নিজেই উপযাচক হ'য়ে পুঁথিখানি বিক্রী করার কথা উত্থাপন করে, আর তখন পনেরো গিলডারে—প্রায়ই টাকা চোদ্দয়—পুঁথিখানি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের জন্য আমরা সংগ্রহ করি।

ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটী আমাদের তার জিনিস-পত্রের পসরা দেখবার জন্য বাড়ীর অন্য অংশে ডেকে নিয়ে গেল। নানান্ রকমের শিল্প-সম্ভার, ক্লুঙকুঙে যেমন সব দেখেছিলুম। কাপড়ে আঁকা পট দেখলুম কতকগুলি, কিন্তু আমার নিজের পছন্দ-মতন কিছু পেলুম না। কোপ্যারব্যার্গ আর দেউএস্ দু-চারটী কাঠের জিনিস কিনলেন। একটা ঘরের তক্তাপোষে জিনিসগুলি আমাদের জন্য সাজিয়ে' রেখেছিল। ঘরটা যেন একটা অব্যবহৃত ভাঁড়ার-ঘর ব'লে মনে হল; দেয়ালের তাকে নানা হাঁড়ী-কুঁড়ি, বাক্স, আর খুব ধুলো আশে-পাশে। এইরূপে সওদা ক'রে, আর ছোকরাটীর সঙ্গে আলাপ ক'রে, খুব খুশী হ'য়ে আমরা পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরলুম।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, শুক্রবা...

সকালে বাজার-অঞ্চলটা আমরা একটু ঘুরে এলুম। ফিদা হোসেন আর কতকগুলি গুজরাটী দোকানদার, কবি... সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। ইতিমধ্যে একটী বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক কতকগুলি অতি সাধারণ কাপড় আর অ... জিনিস নিয়ে আমাদের বেচ্‌তে এল। কেমন ক'রে প্রকাশ হ'য়ে গেল যে, ফিদা হোসেনই তাকে পাঠিয়ে' দিয়েছে... নিজের জিনিস-পত্র কিছু এই-ভাবে আমাদের কাছে বিক্রী হয় কিনা দেখবার জন্য। এতে একটু পাটোয়ারী ব... বেনেতি বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল; আমরা হাজার হোক্ ও-দেশে দু-পাঁচ টাকার জিনিস-ও তো কিন্‌বো, ত... যদি কিছুটা জিনিস অন্য লোকের কাছ থেকে না কিনে এদের কাছ থেকেই কিনি, তাতে তো আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নেই, আর সামান্য কিছু লাভও ওদের ঘরে আসে—ব্যবসায়ের দিক্ থেকে ধ'রলে, এটা কিছু অন্যায় নয়।

দুপুরে কতকগুলি বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক স্থানীয় শিল্প-দ্রব্য বেচতে এল। গতকল্য সন্ধ্যায় আমরা যার বাড়ীতে গিয়েছিলুম, দেখলুম সেই স্ত্রীলোকটীও এই দলে এসেছে। আমাদের বাসার বারান্দায় তাদের জিনিস-পত্রের পসরা সাজিয়ে' ব'স্‌ল। আমরা কিছু-কিছু জিনিস নিলুম—কাঠের মূর্তি, কাঠের মুখস, পুরাতন জরীর কাজ করা কাপড়, ইত্যাদি। আমি নিজে কাপড়ের উপরে আঁকা দুখানা পট কিন্‌লুম। এরা যখন এদের জিনিস-পত্র আমাদের দেখাবার জন্য ভুঁইয়ের উপরে সাজিয়ে' রেখে ব'সেছিল, তখন একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম,—আমাদের ডচ্ বন্ধুরা কোনও কিছু জিনিস দেখিয়ে' তার দর জিজ্ঞাসা করবার কালে, পা দিয়ে জিনিসটা দেখাচ্ছিল—এটার দাম কত, ওটার দাম কত। আমরা দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' সামনে উপবিষ্ট এই পসারিনীদের সঙ্গে কথা কইছিলুম;—মাটীতে রাখা কোন কিছু হাত দিয়ে দেখাতে গেলে, ঝুঁকে নীচু হ'য়ে দেখাতে হয়, পা দিয়ে দেখানোতে আর ঝুঁকতে হ'চ্ছিল না। আমার কিন্তু এই ধরণটা মোটেই ভালো লাগ্‌ছিল না, বরঞ্চ অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছিল। যারা বিক্রী ক'রতে এসেছে, এতে ক'রে তাদের প্রতি তো একটা অবজ্ঞা আর অশিষ্টতা প্রকাশ করা হ'চ্ছিল-ই; তবে তারা স্থানীয় অশিক্ষিত বা গরীব শ্রেণীর 'নেটিভ' স্ত্রীলোক মাত্র, তাদের সম্বন্ধে অতটা চিন্তা করার দরকার ছিল না—এ কথা হয় তো রাজার জাতি ব'লে ডচ্‌দের মনের কোণে ছিল; কিন্তু সুন্দর শিল্প দ্রব্যগুলি, যেগুলি পরম পদার্থ ব'লে কিনে নিয়ে যাবার জন্য সকলেই ব্যগ্র, সেইগুলির প্রতি;—আর যে শিল্পী বা রূপকারেরা জিনিসগুলি বানিয়েছে, তারা সাক্ষাৎ উপস্থিত না থাক্‌লেও, তাদের হাতের কাজ জিনিসগুলি যেন তাদের প্রতিভূ হ'য়ে আমাদের সামনে বিদ্যমান,—তাদেরও প্রতি যেন অশ্রদ্ধা আর অপমান প্রদর্শন করা হ'চ্ছিল, এইরূপে পা দিয়ে জিনিস দেখানোর দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আমার তখনি একটী ঘটনার কথা মনে হ'ল, তাতে এসব বিষয়ে একটা etiquette বা ভব্যতা শেখানোর যে দরকার আছে তা বেশ প্রতীয়মান হবে। বিলেতে অবস্থান কালে, লণ্ডনে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত এইচ্. এম্. পর্সিভাল মহোদয়ের সঙ্গে মাঝে-মাঝে সাক্ষাৎ ক'রতে যেতুম। শ্রীযুক্ত পর্সিভাল-সাহেব তখন তাঁর অধ্যাপনা-কার্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন বছর দশেক পূর্বে, লণ্ডন-প্রবাসী হ'য়ে আছেন। তাঁর শেষ ছাত্রদলের মধ্যে অন্যতম ছিলুম আমি, আর তাঁর বিশেষ স্নেহ লাভের সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। পর্সিভাল-সাহেব আমাদের বাঙলা দেশেরই লোক, ফিরিঙ্গি-জাতীয়। নানা বিষয়ে আলাপ ক'রে এঁর কাছে প্রচুর শিক্ষা আর আনন্দ লাভ ক'রতুম। লণ্ডনে একদিন সাহেবের ঘরে ব'সে তাঁর সঙ্গে কথা কইছি। তাঁকে একখানি বই এগিয়ে' দেওয়ার দরকার হ'ল। যেখানে আমি ব'সেছিলুম, সেখান থেকে তাঁকে বইখানি দিতে গেলে, আমার বাঁ হাতে ক'রে বইখানি নিয়ে বাঁ হাতে ক'রেই দেওয়া সুবিধের ছিল; কিন্তু অভ্যাস-মতন, বাঁ হাতে বইখানি তুলে নিয়ে, তাঁকে দেবার সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে' একটু ঝুঁকে ডান হাতে ক'রে ধ'রে বইখানি এগিয়ে' দিলুম তিনি এবিষয়ে চুপ ক'রে লক্ষ্য ক'রলেন; বলা

তাচ্ছিল্য, আমার কিছুই মনে হয় নি। এর খানিক পরে একখানা বাজে কাগজ ফেলে দেবার দরকার ছিল, কাগজটা নিয়ে মুঠোয় ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে', ঘরের ভিতরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্ব'লছিল সেই আগুনের দিকে তাক ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম, কিন্তু কাগজের কুণ্ডলীটা ঠিক আগুনের মধ্যে গিয়ে প'ড়ল না, অগ্নিকুণ্ডের লোহার রেলিঙ্-এ লেগে ঠিক্‌রে ফিরে এসে আমার পায়ের কাছে প'ড়ল। সেইখানে থেকে পায়ের লাথি দিয়ে ছুঁড়ে দিলেই, ওটা আগুনে গিয়ে প'ড়্‌ত, তা না ক'রে অভ্যাস-মতন ডান হাতে ক'রে পাকানো কাগজটা তুলে নিয়ে, তার পরে উঠে একটু এগিয়ে' গিয়ে, হাতে ক'রেই আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম, এবার আগুনে ঠিক প'ড়্‌ল। পর্সিভাল-সাহেব এটাও লক্ষ্য ক'রলেন। তার পরে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে' আমায় ব'ললেন—বেশ একটু বিচলিত না হ'লে তিনি এ রকম দাঁড়িয়ে' উঠ্‌তেন না—'দেখ সুনীতি, আমাদের দেশের সভ্যতার প্রকৃতি অনুসারে, অনেক পুরুষের শিক্ষা আর সদাচারের ফলে, সাধারণ ভব্যতা বা শালীনতা সম্বন্ধে যে সব ধারণা গ'ড়ে উঠেছে, সেগুলি অতি সুন্দর, যে কোনো দেশের etiquette বা ভদ্র রীতির চেয়ে সেগুলি খারাপ নয়—সেগুলিকে প্রাণপণে বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রবে, আমাদের সভ্যতায়, দুনিয়ার আর মানুষের সম্বন্ধে আমাদের attitude বা মনোভাবের পরিচায়ক হ'চ্ছে আমাদের এই-সব বাহ্য চাল-চলন, ধরণ-ধারণ। এই যে তুমি বইখানি আমায় বিশেষ ক'রে ডান হাতে ক'রে ধ'রে দিলে, এর পিছনে তোমার মনে আমি একজন মানুষ ব'লে আর আমি তোমার মাননীয় অধ্যাপক ব'লে আমার সম্বন্ধে তোমার যে সাধারণ আর বিশেষ সম্মান বোধ আছে, সেটা কেমন সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত হ'ল। আর কাগজের নুটীটা তুমি যে পা দিয়ে 'শুট্' না ক'রে হাতে ক'রে, তুলে আগুনে ফেলে দিলে, কোনও ইংরেজ ছেলের মনে এরকম করার কথাই আস্‌তে পার্‌ত না—এ হচ্ছে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় নম্রভাব আর ভব্যতা—যাতে করে তুচ্ছ প্রাণহীন মাটির ঢেলাটা খড় কুটোটা পর্যন্তও আমাদের হাতে ভদ্রতার অপেক্ষা করে ব'লে আমরা মনে করি,—যে ব্যক্তি এই প্রকারের জাতীয় সংস্কৃতি-গত স্বাভাবিক ভদ্রতায় মণ্ডিত, সে instinctively অর্থাৎ আপন সহজাত বুদ্ধি থেকেই, কারো দ্বারা বিশেষ বলা-কহার বা চোখে আঙুল দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ফলে নয়, সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধে একটা tenderness অর্থাৎ কোমল-ভাব পোষণ করে। আমাদের দেশের সভ্যতা এই সব গুণকেই অবলম্বন ক'রে। এই যে বাপের বা অন্য গুরুজনের সামনে ছেলেরা তামাক খায় না, এটা আমার চোখে ভারী চমৎকার লাগে—গুরুজন ঘরে ঢুকলে তাঁদের সম্মাননার জন্য উঠে দাঁড়ানোর মতই এটা সুন্দর আর সার্থক। আমরা যেন আমাদের ভারতীয় culture-এর একটা প্রধান অঙ্গ এই রকম ভব্যতা, যা অচেতন বস্তুর সম্বন্ধেও আমাদের ব্যবহারকে একটা tenderness-দ্বারায় মণ্ডিত ক'রে দেয়, সেটাকে কখনও আমরা না ভুলি, "সেকেলে" ধরণ ব'লে যেন সেটীকে আমরা অবজ্ঞা না করি।'

পর্সিভাল-সাহেবের এই সুদীর্ঘ উপদেশের যাথার্থ্য বলিদ্বীপে উপলব্ধি ক'রলুম। ডচ বন্ধুরা যে ইচ্ছা ক'রে তাচ্ছীল্য দেখানোর-ই মনোভাব নিয়ে পা দিয়ে জিনিসগুলি দেখাচ্ছিলেন, তা নয়, কিন্তু পর্সিভাল-সাহেবের কথিত tenderness-টুকু এঁদের ছিল না। ছেলে বেলায় দেখেছি, ছোটো-খাটো বিষয়ে আমাদের গুরুস্থানীয়েরা কতটা না লক্ষ্য রাখতেন। এখন আমরা আর সে-সব বিষয়ে অবহিত নই। Noblesse oblige, ব্রাহ্মণ-সন্তান ব'লে কত বিষয়ে আমাদের সংযত হ'য়ে থাক্‌তে আমার ঠাকুরদাদা আর ঠাকুরমা আমাদের উপদেশ দিতেন! আর আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে tradition বা গতানুগতিক রীতি হিসাবে, আর আনুষ্ঠানিক ধর্মের অঙ্গ হ'য়ে, কত না সুন্দর প্রথা আমাদের মধ্যে ছিল, এখনও আছে,—কিন্তু আমরা আলস্যের জন্য আর ফ্যাশনের ধাক্কায় প'ড়ে সেগুলিকে অনাবশ্যক আর superstitious অর্থাৎ কুসংস্কারাত্মক ব'লে মনে ক'রতে আরম্ভ ক'রেছি। এই রকম রীতির মধ্যে একটী রীতি আমার কাছে এখন চমৎকার লাগে—বইয়ে পা লাগ্‌লে বইখানিকে তুলে মাথায় ঠেকানো। মা সরস্বতী জ্ঞানের আধার বইয়ে অধিষ্ঠান করেন, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পা লাগালে বইয়ের অসম্মানে তাঁরই অসম্মান, বই মাথায় ঠেকিয়ে' এই

অসম্মানের প্রতীকার ক'রতে হয়—ছেলেবেলায় আর সকলকে দেখে এই শিক্ষা আমরা পেয়েছিলুম। এখন এর অন্তর্নিহিত ভাবটীর মাধুর্য আর ঔচিত্য, এই পা দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টিগুলির অসম্মান করা হ'চ্ছে দেখে পূর্ণ-ভাবে আমার মনে প্রতিভাত হ'ল। আরও মনে হ'ল, মুসলমান তুর্কদেশে আর পারস্যে সেকালে একটী রীতি ছিল—লেখা কাগজের অসম্মান কেউ ক'রত না—কারণ, কে জানে কোন্ কাগজে ভগবানের নাম বা কোনও সাধু কথা লেখা আছে; অনেকে এই রকম কাগজ পেলে, তাকে অজ্ঞান-প্রসূত অবমাননা থেকে রক্ষা করবার জন্যে সংগ্রহ ক'রে আগুনে পুড়িয়ে' ফেল্‌ত।

অবান্তর প্রসঙ্গ যাক্। উত্তরে উবুদের উৎসব দেখতে আমরা যাত্রা ক'রলুম, দুখানা গাড়ী ক'রে, বেলা তিনটের। আজকে সকালে কবি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ ক'রেছিলেন; পরে একটু ভাল থাকলে-ও, তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না। উবুদের পুঙ্গব শ্রীযুক্ত চকর্দে সুখবতীর গৃহে আমরা পৌছুলুম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত খোবিস্ আমাদের প্রদর্শক হ'লেন, শ্রীযুক্ত সুখবতী নিজে বড়ই ব্যস্ত। এঁদের বাড়ীটি মস্ত বড়ো। তারই তিনটী মহলে ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়ার আয়োজন চ'লেছে। নানা দৃশ্যের মধ্যে, হট্টগোল ভীড় হৈ-চৈ-এর মধ্যে, আমাদের ঘুরে-ঘুরে দেখতে হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটীর পারম্পর্য ভালো ক'রে বুঝতে পারা গেল না। দাহের পূর্বে সাতদিন ধ'রে নানা উৎসব অনুষ্ঠান হয়। তিন-চার মাস আগেকার মৃতদেহ শবাধারে ক'রে
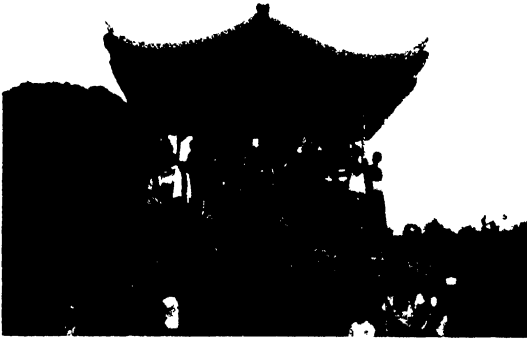
রাজবাটীর ছতরী হইতে শোভাযাত্রা দর্শন
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

বহির্বাটীতে এনে এক বাঁশের মাচার উপরে সাদা মলমল আর নানা রঙীন কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখা হ'য়েছে। বৃহৎ এক বাঁশের নাগমূর্তি,—নানা রকম রঙীন কাগজ কাপড় শল্‌মা চুমকী জগজগা জরী দিয়ে সাজানো, এই নাগমূর্তির ভিতরে শবাধার রক্ষিত। শবাধারের সামনে আশে-পাশে মৃতের উদ্দেশ্যে অর্পিত দ্রব্য-সম্ভার—খাদ্যদ্রব্য, বসন আর তৈজসপত্রাদি। শবাধারের কাছে পরিবারস্থ মেয়েরা আর অন্য পুরুষ আত্মীয়েরা আর দু-চার জন পদণ্ড র'য়েছেন। শবাধারের সামনে উঠোনে এক পাশে একটী উঁচু কাঁচা-বাঁশের মাচা, সেটীতে উঠে ব'সে, পদণ্ডরা তাঁদের পূজা পাঠ ক'রছেন, আর একটা আটচালা, তাতে অন্য আত্মীয় স্বজন আর অভ্যাগত সকলে ব'সে আছেন। এই সব আছে একটী মহলে। তার সামনে দেওয়াল দিয়ে তফাৎ ক'রে দেওয়া আর একটী মহল—সেখানে মস্ত এক আঙিনা, আর কতকগুলি আটচালা; যাত্রা-গানের আসর হয় সেই আঙিনায়, আর বিশিষ্ট অভ্যাগতদের বসবার স্থান সেই আটচালায়। এখানে আজকে ততটা ভীড় নেই। এই মহলের মধ্যেই বাড়ীর সদর-দরজা বা তোরণ-দ্বার, যেটী রাস্তার উপরে প'ড়েছে। এই মহলের একটী কোণে বাড়ীর সামনের আর বাড়ীর পাশের দুটী রাস্তা যেখানে মিলেছে সেখানে, একটী প্রশস্ত pavilion বা ছতরী-যুক্ত বৈঠকখানা আছে, সিঁড়ি বেয়ে সেটীতে উঠতে হয়, সেখান থেকে ব'সে-ব'সে আমরা রাস্তার নানা শোভা-যাত্রা আর সঙ আর জীবন-প্রবাহ দেখি। মৃতদেহ বাড়ীর দরজা দিয়ে বা'র ক'রতে নেই, পাঁচীলের উপর দিয়ে বাঁশের মাচার মতন এক সিঁড়ি-পথ ক'রেছে, খুব উঁচু—শব-শুদ্ধ শবাধার এনে, সেই মাচা বেয়ে দেয়ালের বহু ঊর্ধ্বে উঠবে, তারপরে, দেয়ালের ওপারে রাস্তায় শব-বহনের জন্য বাঁশের তৈরী যে বিরাট একটা মানুষের কাঁধে-বহা মঞ্চ তৈরী

হ'য়েছে, যাকে Wadah 'ওয়াদাঃ' বলে, তার উপরে রাখা হবে, তখনই সে ওয়াদাঃ-তে ক'রে দাহস্থানে শব শবাধার-সমেত নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ মৃতদেহটীকে বিশেষ ক'রে তৈরী উঁচু-সিঁড়ি-যুক্ত মাচার সাহায্যে, পাঁচীল টপকে' বাড়ীর বা'র করা হবে। ওয়াদাঃ যেটী এই উপলক্ষ্যে তৈরী হ'য়েছে সেটী প্রায় আড়াই তালা উঁচু হবে; বিরাট ব্যাপার এটী—নানা রকমের ডাকের সাজে রঙীন সোনালী রূপালী কাগজে কাপড়ে অলঙ্কৃত, নানা কাঠে-খোদা রঙ-করা রাক্ষসের মুখস চারি দিকে লাগানো, ওয়াদাঃ-টীর প্রধান অলঙ্কার হ'চ্ছে, তার মাঝামাঝি পক্ষপুট বিস্তার ক'রে এক বিরাট্ গরুড়-মূর্তি। এদিকে যে মহলটীতে শবাধার রক্ষিত হ'য়েছে, সে মহলে রাস্তার দিকে যে দেয়াল সেই দেয়ালের উপর দিয়ে বাঁশের সিঁড়ি আর আর মাচা ক'রে একটী পথ করা হ'য়েছে, এইভাবে দেয়াল ডিঙিয়ে রাস্তা থেকে শবাধারের মহলে আসবার জন্য। একটী
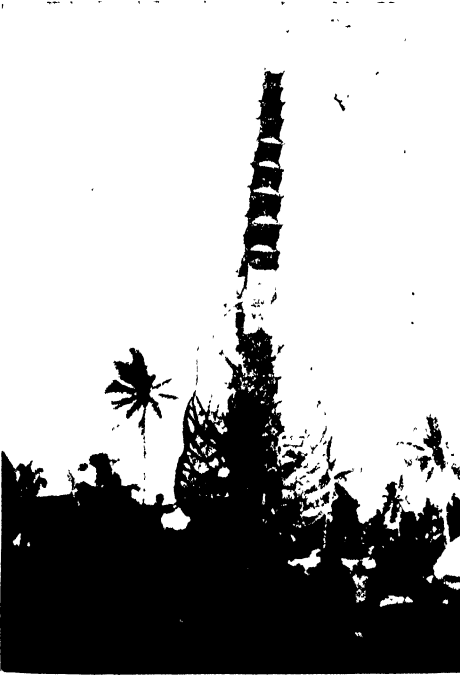
শব-বহনের জন্য বিরাট 'ওয়াদাঃ'
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)
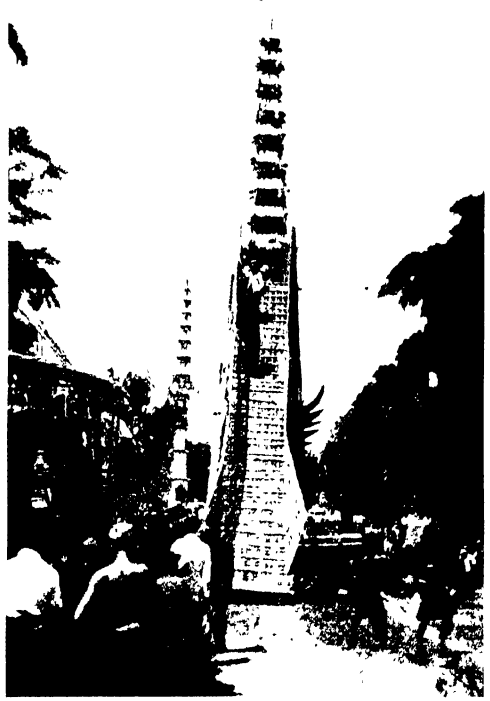
'ওয়াদাঃ'-তে উঠিবার সিঁড়ি

অনুষ্ঠান আছে—রাজবাটীর মেয়েরা আর গ্রামের মেয়েরা রাস্তায় বিরাট এক মিছিল ক'রে মাথায় নানা দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে, শবাধারের কাছে আসে, তারা তখন তোরণ বা অন্য কোনও দরজা দিয়ে ঢোকে না, এই সিঁড়ির মাচা দিয়ে দেয়ালের উপর দিয়ে টপকে' তবে শবাধারের মহলে আসে। ডক্টর খোরিসের সঙ্গে এসব দেখলুম। তারপরে তোরণ-দ্বার দিয়ে ঢুকেই যে প্রথম মহলের কথা ব'লেছি, যে মহলের আঙিনায় যাত্রা-গান হবে, তাতে ঢুকে, বাঁ হাতে আর একটী মহল দেখলুম। এটীকে কতকটা যেন অন্দর বা বসন্তের মহল ব'লে মনে হ'ল, বাইরের লোক এখানে বেশী কেউ নেই, কিন্তু ডক্টর খোরিসের অবারিত দ্বার। এই মহলে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত ঘরে, মেয়েরা নানা কাজে ব্যাপৃত। কোথাও বা নৈবেদ্যের আকারে কাঠের থালায় ভাত তরকারী সাজানো হ'চ্ছে, কোথাও বা তাল-পাতা চিরে-চিরে নানা রকমের ঝালর আর অন্য বিচিত্র পত্রময়

অলঙ্কার তৈরী হ'চ্ছে, কোথাও কলা-গাছ কেটে-কেটে কলার বাসনার পাত্রে পূজার আর অন্য আচ

বাঁশের সিড়ি-পথে স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

অনুষ্ঠানের জন্য নানা জিনিস সাজানো হ'চ্ছে। সমস্ত বাড়ীটা এখানে একটা উগ্র গন্ধে ভর-পূর—কাঁচা তাল-পাতার গন্ধ, আর কলা-গাছের গন্ধ, আর নানা রকমের ফুলের গন্ধটাই তার মধ্যে প্রধান।

বাঁশের সিঁড়ি-পথে শোভাযাত্রার মেয়েরা
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

বিকাল ঘনিয়ে' এল। এক বিরাট শোভাযাত্রা যেটা আজকের দিনের প্রধান কার্য সেটা দেখবার জন্য আমরা পূর্ব-কথিত pavilion বা ছতরীতে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রথমে রাক্ষস-সাজা ধুলো-কাদা চূন-কালী মাখা কতকগুলি লোক গেল; এরা আপসে হল্লা চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি আর মারামারির অভিনয় ক'রছে; শেষে এদের মধ্যে থেকে গলায় দড়ি বাঁধা কতকগুলি লোক এই মারামারির ফলে যেন হেরে গিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন ক'রলে, আর বাকী রাক্ষস-সাজা মানুষগুলো তাদের তাড়া ক'রলে। মৃতের আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই রকম রাক্ষস বা ভূত প্রেতেরা আসে; ইন্দ্রলোক বা বিষ্ণুলোক বা মৃতের কাম্য যে লোক, সেখানকার দেবতাদের সঙ্গে এই রাক্ষসদের যুদ্ধ বাধে, শেষে রাক্ষসেরা পরাজিত হ'য়ে পালিয়ে' যায়—এই ব্যাপারটা হ'চ্ছে তার-ই অভিনয়। বলিদ্বীপের রেওয়াজ, এই দুই দলে বস্ত্রাচ্ছাদিত গলিত শবদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রত; উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই বীভৎস অনুষ্ঠানটী বর্জ্জিত হ'য়েছিল। রাক্ষসদের পরে এল' লাল জামার উর্দিপরা একদল ছত্র আর দণ্ডধারী;

ছোটো-বড়ো সাদা আর নানা রঙে রঙীন ছাতা এদের হাতে, ছাতাগুলি বেশীর ভাগই অতি সুন্দর দেখতে, সেকেলে ছাতা, আমাদের দেশের টোকা বা বাঁশের ছাতার আকারে,—কতকগুলি হাল ফ্যাশনের সিকওয়ালা জোড়া ছাতাও ছিল, এগুলি কিন্তু মোটেই সুদৃশ্য লাগ্‌ল না। ছত্র আর দণ্ডধরদের পিছনে মেয়েদের যেন অনন্ত সারি—সে এক অভূত-পূর্ব ব্যাপার—এত স্ত্রীলোক যে কোথা থেকে এল' বুঝ্‌তে পারা যায় না, সংখ্যায় এরা পাঁচ-সাত শ'র কম হবে না। সাধারণতঃ এদের বক্ষোদেশে একখণ্ড ক'রে উত্তরীয় জড়ানো, কাঁধ খোলা, পরনে পা পর্যন্ত সারঙ, আবার অনেকে মালাই ধরণের জামা-ও প'রেছে। মাথায় নৈবেদ্য অর্ঘ্য নিয়ে একদল মেয়ে; হাতে খোলা ছাতি ধ'রে জামা গায়ে আর একদল মেয়ে, এরা মাথায় ক'রে কিছু ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে না, শুনলুম এরা রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়ে—এদের সকলের মাথার খোঁপায় ফুল গোঁজা র'য়েছে দেখলুম। কাঁচা ফল-পাতার নানা পূজার উপকরণ নিয়ে আর এক দল। তার পরে চার-পাঁচটা মুসলমানদের বড়ো-বড়ো তাজিয়ার মতন এল', পাতায় ফুলে সাজানো আর তার উপরে সোনালী রূপালী কাগজের কাজ করা। শেষে এলেন শ্রাদ্ধাধিকারী পুঙ্গব সুখবতীর পরিবারের মেয়েরা—হলদে, কালো, আর বেগুনে' ফাগের রঙের কাপড় প'রে—এদের চলার ভঙ্গিটা বড়ো অদ্ভুত লাগল—দেহযষ্টি হাঁটুর কাছে একটু যেন ভেঙে-ভেঙে ধীরে-ধীরে এই চলন, খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল। দুই-একটী অতি সুন্দরী মহিলা ছিলেন এই দলে। এই সমস্ত মেয়ের দল রাস্তা থেকে ধীরে-ধীরে মাচার উপর দিয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে শবাধারের মহলে নামল। ডচ্‌ বন্ধুদের সঙ্গে এই মাচার উপর দিয়ে চ'ড়ে দেয়ালের মাথায় উঠে দাঁড়ালুম, মাচার বাঁশের রেলিঙ ধ'রে রইলুম। পুঙ্গব সুখবতীও এসে উঠলেন, আর তার বাড়ীর মেয়েরা যখন উঠছিলেন আর নামছিলেন, তখন তিনি তাঁদের হাত ধ'রে-ধ'রে সাহায্য ক'রছিলেন। এইরূপে মেয়েদের এই সমগ্র মিছিলটী পাঁচীলের উপর দিয়ে গিয়ে, শবাধারের পাশে তাদের জিনিস পত্র সব রেখে দিলে। তার পরে এত উপহার দ্রব্যের কি যে হ'ল, সে কথা জান্‌তে পারি নি।

কতকগুলি ক্ষুদ্র ওয়াদাঃ'
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

এই শোভাযাত্রা দেখবার জন্য নানান দূর জায়গা থেকে বিস্তর লোকের সমাগম হ'য়েছিল – বিস্তর মেয়ে আর পুরুষ এসেছিল। এদের যে আকর্ষণী শক্তি ছিল, চলা-ফেরায় আর দেহ-ভঙ্গীতে যে সহজ মনোহর ভাব ছিল, তার দিকে দেখবো, না মিছিল দেখবো—তা ঠিক ক'রতে পারা যাচ্ছিল না। এখানেও সেই বাঙলির শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রের মতন চিত্ত অভিভূত হ'য়ে প'ড়ছিল। অনেকগুলি ডচ্‌ আর অন্য ইউরোপীয়, আর দু-চার জন আমেরিকান দর্শককেও

দেখলুম,—তারাও আমাদের মতন-ই সমস্ত জিনিসটার রস উপভোগ ক'রছিল, কিন্তু তাদের আর আমা- মনোভাবে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল ;—যতটা আমাদের ব'লে আমরা এই জিনিসটাকে ভাবতে পারছি, ততটা নিজের ক'রে দেখা এদের পক্ষে অবশ্য সম্ভব ছিল না। এই ভীড়ের মধ্যে দিয়েও আমরা ঘোরা-ফেরা ক'রলুম। দু-তিনটে ঘাসে-ঢাকা বড়ো-বড়ো মাঠ, সেখানে সমাগত লোকেরা ব'সে কোথাও বা খাওয়া-দা- ক'রছে, কোথাও বা বিশ্রাম ক'রছে ; দু-চারটে ভাত-তরকারী আর অন্য খাদ্য-দ্রব্যের দোকানও খুলে গিয়ে- মোটর-লরী ক'রে বাড়ও আর দূর দূর জায়গা থেকে দর্শনার্থীরা দলে-দলে আসছে, যাচ্ছে ; ডচ্ আর অ- ইউরোপীয়, আব অভিজাত আর ধনী বলিদ্বীপীয় জনগণের মোটর গাড়ীর সারি। এত লোকজন, কিন্তু গোলমা- বা অভব্যতা কিছুই নেই। আ- একটাও পাহারাওয়ালা আজ- চোখে প'ড়্ল না।

এই ভীড়ের মধ্যে দি- ঘুরতে-ঘুরতে দেখি, একটা মাঠে- মধ্যে মস্ত না'রকেল পাতা- ছাওয়া একটা আটচালাব ভিতরে- যাতে ক'রে শবদেহেব দাহ-কা- হবে সেই উদ্দেশ্যে প্রকা- একটা কাঠের গোরুর মূর্তি তৈরী ক'রে রঙ-চঙ ক'রছে। এই গোরুর মূর্তিটা একটা ছোটো হাতীর মতন আকারের ; পিঠে- কাছটা ফাঁপা ক'রে রেখেছে- সেখানে শবাধারটী বসিয়ে দেবে। এটীকে নিয়ে যাবে দাহ-স্থানে। আশে-পাশে এই উদ্দেশ্যে অন্য মূর্তি তৈরী ক'রছে—মস্ত মাছের মূর্তি, আর সিংহের মূর্তি। এই সঙ্গে অন্য লোকেরা যারা নিজ-নিজ আত্মীয়দের সংকার ক'রবে তারা নিজ-নিজ জাতি অনুসারে এই সব মূর্তি, দাহ-কার্যের জন্য ব্যবহার ক'রবে।

শবদাহের জন্য কাষ্ঠ-নির্মিত বৃষাকার চিতা

সন্ধ্যে হ'য়ে যায়—আমরা [illegible] গুণবতীর কাছে বিদায় নিলুম। আমার সঙ্গে সুরাবায়ার সিন্ধী বণিক্ লোকূমলের দেওয়া ডচ্ বই—গীতার অনুবাদ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বই, যোগ কর্মবাদ ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে থিওসোফিস্টদের ইংরেজী

…য়ের অনুবাদ, আর রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোটো গল্পের ডচ্ অনুবাদ—এই বইগুলি শ্রীযুক্ত সুখবতীকে উপহার দিলুম। আমার সঙ্গে পুঙ্গব সুখবতীর অল্প-স্বল্প আলাপ হ'য়েছে, বিশেষ আগ্রহ থাকলেও ভাষার অভাবে বেশী কথাবার্তা হ'তে পারেনি—আমি ডচ বা মালাইয়ে কথাবার্তা চালাতে পারি না, আর তিনিও ইংরেজী জানেন না। তিনি বাকে আর দ্রেউএসকে দিয় প্রস্তাব ক'রলেন—তার পিতৃব্যের পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে আমি যদি বেদ-পাঠ করি, তা হ'লে তাঁর আর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বড়ো আনন্দ হয়, কত দিন পরে ভারতবর্ষ থেকে ঐ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হ'য়েছে, ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত ধর্মই তো তারা পালন করেন, অতএব ভারতীয় ব্রাহ্মণের দ্বারা একটী অনুষ্ঠানও যদি হয়, তা হ'লে তার থেকে আবার নোতুন ক'রে ভারতের সঙ্গে বলিদ্বীপের যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। শ্রীযুক্ত সুখবতীর এই কথা আমার আছে বেশ লাগল। যদিও আমি পুরোহিত বা পণ্ডিত নই, তথাপিও কর্তব্য-বোধে এ ভার আমার নেওয়া উচিত, তবুও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ আর অনুমতি আগে নেবো, ঠিক ক'রলুম। শ্রীযুক্ত সুখবতীর এই প্রস্তাব ভারত আর বলীর ছিন্ন যোগ-সূত্রের পুনঃসংগ্রন্থনের পক্ষে একটী শুভ লক্ষণ ব'লে মনে হ'ল। ডচ্ বন্ধুরাও এই প্রস্তাবের অনুমোদন ক'রলেন।

সন্ধ্যের পরে উবুদ থেকে বাহুঙ-এ আমাদের বাসায় ফিরে এলুম। কবি সকালের চেয়ে শারীরিক আর মানসিক দু রকমেই ঢের ভালো আছেন দেখে আমরা আরামের নিশ্বাস ফেললুম। আমরা যা দেখে এসেছি তার বর্ণনা শুনে তাঁরও উৎসাহ খুব ফিরে এল, আর আমার দ্বারায় বেদ-পাঠের প্রস্তাবের কথা শুনে তিনি খুব অনুমোদন ক'রলেন, আর ব'ললেন যে আমাকে যথাসাধ্য ভালো ক'রে এই কাজটী সাঙ্গ ক'রতে হবে॥

১৫। বলিদ্বীপ—বাহুঙ ও উবুদ

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, শনিবার।

সকালে ধীরেন-বাবুর সঙ্গে বাসা থেকে বাহুঙ শহরে একটু ঘুরতে বেরুলুম। শহরের হাট বা বাজারের চত্বরেই যা কিছু দেখবার। বাজারের মধ্যে খানিক ঘুরলুম—ঘুরে-ফিরে বলিদ্বীপের জীবনের নানা বর্ণে উজ্জ্বল ও মধুর চলচ্চিত্র উপভোগ ক'রলুম। বাজারে এদের নানা রকমের শিল্প-দ্রব্য দেখলুম। তার মধ্যে হাতী-সিংহ-আর ঘোড়া-মুখো সুপারী-কাটা জাঁতি কিনলুম—কালো লোহার উপরে সাদা টিনের কোফ্‌তগারী রেখাপাতে, আর জন্তুগুলির মুখের গড়নের প্রাণবান্ সৌন্দর্যে এই জাঁতিগুলি বাস্তবিকই উচ্চ অঙ্গের তৈজস-শিল্পের নিদর্শন। মালাইদেশে কুআলা-লুম্পুরের সংগ্রহশালায় মালাই শিল্পের সমাবেশের মধ্যে এই রকম জাঁতি আমরা দেখে প্রশংসা ক'রেছিলুম। অন্য পিতলের আর তামার জিনিসও দু একটী নিলুম—চন্দ্রপুলি জাতীয় মেঠাইয়ের উপরে নকশা কাটবার জন্য ছোটো একরকম চাকা; পান ছেঁচবার জন্য পিতলের হামান-দিস্তা; আর দেবতাদের মূর্তি আঁকা পেটা তামার পাত্র, পঞ্চপাত্রের মতন—এদের পূজায় ব্যবহার করে;—পূর্ব-যবদ্বীপের Tengger তেঙ্গের অঞ্চলের লোকেরা এখনও মুসলমান হ'য়ে যায় নি, তাদেরও পূজার অনুষ্ঠানে এই ধরণের পাত্র এখনও ব্যবহৃত হয়।

সকালেই বাকে-রা কোপ্যারব্যার্গ আর সুরেন-বাবুর সঙ্গে উবুদ রওনা হ'লেন। আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে কবির সঙ্গে যাত্রা ক'রলুম। সকালটায় আমাদের বাসার বারান্দায় ব'সে লোক চলাচল-দেখতে লাগলুম। হঠাৎ দূর থেকে গামেলানের ধ্বনি কানে এল; ছোটো একটা মিছিল রাস্তা দিয়ে গেল, গামেলান

বাজনা বাজাতে-বাজাতে রঙীন সারঙ পরা কতকগুলি পুরুষ, খোঁপায় নানা রঙের ফুল প'রে কতক. স্ত্রীলোক, আর কতকগুলি ছোটো ছেলে, সকলেই উৎসবের বেশে সজ্জিত, মেয়েদের মাথায় কা বারকোষে আর হাঁড়ি আর ঝুড়িতে নানা ফল-ফুলুরী, মঙ্গল উপচার, দলের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি ছাতি, সব লাল কাপড়ে মোড়া সেকেলে তাল-পাতার ছাতি। সকালের মিষ্টি রোদ্দুরে এই শোভাযাত্রা অজণ্টার যেন এক জীবন্ত প্রতিরূপ হ'য়ে চোখের সামনে দিয়ে চ'লে গেল; কি অপরূপ সুন্দর লাগ্‌ল যে কি আর ব'লবো। কবিও মুগ্ধ হ'য়ে প্রশংসা ক'রতে লাগলেন।

বেলা আড়াইটেয় আমরা উবুদ যাত্রা ক'রলুম। গৃহস্বামী পুঙ্গব সুখবতী কবিকে স্বাগত ক'রে নিয়ে বসালেন। রাস্তায় তখন ভীড় আর ধরে না। সুখবতীর বাড়ীর কোণে চৌরাস্তার ধারে pavilion বা ছতরীতে চেয়ার দিয়ে কবির বসবার জায়গা ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদেরও কবির কাছে বসবার ব্যবস্থা ক'রেছিল। ডচ্ ভদ্র মহিলা ও পুরুষ যাঁরা উৎসব দেখতে এসেছিলেন তাঁদেরও অনেকেও ছতরীতে এসে ব'স্‌লেন। কবির সঙ্গে এঁদের আলাপ হ'তে লাগ্‌ল। এদের মধ্যে ডচ্ Official Tourist Bureau-র কর্তা শ্রীযুক্ত P. J. van Baarda আর তাঁর সহধর্মিণী আর শ্রীমতী Demont নামে একটী ডচ্ মহিলা, যিনি

পুঙ্গব সুখবতীর প্রাসাদের কোণের ছতরী—রাস্তায় মেয়েদের শোভাযাত্রা
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

পুঙ্গব সুখবতীর ভাই
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

যবদ্বীপের Bandoeng বান্দুঙ শহর থেকে এসেছিলেন আর আমাদের নিয়ে কবিকে বান্দুঙে তাঁরই বাড়ীতে অতিথি হ'তে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, ইনিও ছিলেন; পুঙ্গব সুখবতীর একটী ছোটো খুড়ুতো ভাইকে দেখলুম

—অতি সুপুরুষ নব-যুবক, দাদার হ'য়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে আভিজাত্য-পূর্ণ সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যাগতদের কাছে-কাছে আছে। এর পরিধানে সোনার জরীর বড়ো-বড়ো ফুল তোলা বেগুনে রঙের 'সদ' বা রেশমের কাপড়, সেই রকম রঙীন জরীদার উত্তরীয় কোমরে জড়িয়ে বাঁধা, গায়ে সাদা রেশমের পাঞ্জাবীর মতন একটা হাত-কাটা জামা, কোমরে একখানা ক্রিস্ বাঁধা, আর মাথায় রঙীন রুমালের ছোটো একটা পাগড়ী জড়ানো। ছেলেটীর সঙ্গে পরে আমার আলাপ হ'য়েছিল। কিছু কিছু ইংরেজী ব'লতে পারে। যবদ্বীপে Malang মালাঙ্ শহরে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র, সেখানে ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয় ভাষা পড়ানো হয়। এর ডাক-নাম Tjokorde Rake 'চকদে রাকে'।

রাস্তায় আজকেও মেয়েদের শোভাযাত্রা হ'ল। এই 'মাপাদ' বা মিছিল এদের সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। তবে আজ গত কল্যের মত অত ভীড় ছিল না শোভাযাত্রাটীতে। রাজবাড়ীর মেয়েরা আজকেও শোভাযাত্রায় যোগদান ক'রেছিলেন। কালকের মতন আজও বাঁশের মাচা-পথ বেয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে তবে মেয়েদের শোভাযাত্রা রাজবাটীতে প্রবেশ ক'রলে। পুঙ্গর সুখবতীর ভাই উপরে উঠে দাঁড়ালেন, রাজবাড়ীর মেয়েদের নামবার সময়ে সাহায্য ক'রতে। সমস্ত ব্যাপারটী, আর তার সঙ্গে রাস্তার দু ধারে দাঁড়িয়ে বলিদ্বীপীয় মেয়ে পুরুষের ভীড়, সবটীর একটী মনোহর শ্রী আর শালীনতা দেখে কবি খুব খুশী হ'য়ে যথেষ্ট সাধুবাদ দিলেন।

শোভাযাত্রা ঢুকে যাবার পরে, বাঁশের আর রঙীন কাগজের কতকগুলি পুতুল নিয়ে বারং'—লম্বা লম্বা ক'রে বানানো এলো-চুল রক্তদন্তিকা রাক্ষসীর মূর্তি, রাক্ষসের মূর্তি, এই সব পুতুল নিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রতে লাগ্‌ল, কোথাও বা দু-চারটে পুতুল একত্র ক'রে একটু পুতুল-নাচ বা নাট্যাভিনয়ও ক'রলে। দূর পাড়া থেকে আগত বলিদ্বীপীয় মেয়ে পুরুষ আর ছেলের দল হাঁ ক'রে এই পুতুল-নাচ দেখতে লাগ্‌ল।

আমরা ছতরীতে আর বেশীক্ষণ ব'সে রইলুম না, ভীড়ের মধ্যে ঘুরতে লাগলুম। সুরেন বাবু আর বাকে ক্যামেরা এনেছিলেন, ছবি তুলতে লেগে গেলেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ পুঙ্গরের বাড়ীতে অতিথিদের বসবার ঘরে একটু বিশ্রাম ক'রে বাড়ীতে ফিরে গেলেন। আমরা র'য়ে গেলুম। পুঙ্গরের অনুরোধ-মতন আজকে আমায় বেদপাঠ ক'রতে হবে। পূজোর জিনিস পত্র নিয়ে গিয়েছিলুম। পাঠের জন্য বইও সঙ্গে ছিল। পঞ্চপ্রদীপ, ধূপদান, পঞ্চপাত্র,—এসব ছিল। সাধারণ পাঠে পঞ্চপ্রদীপের দরকার হয় না, কিন্তু বাহুল্য ক'রে সেটা জালিয়ে রেখে দিয়ে পাঠ ক'রবো স্থির ক'রেছিলুম। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালবার জন্য একটু ঘী পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলুম। শুনলুম, ও-দেশে ঘীয়ের নামও কেউ জানে না—দুধই খায় না তো ঘী পাবে কোথা থেকে? পদণ্ডেরা কি দিয়ে হোম করে জিজ্ঞাসা করায় ব'ললে যে হোম প্রায় অজ্ঞাত, আর যদি বা কখনও-কখনও কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটু হোম করে, তা হ'লে নারিকেল তেলেই 'মধ্বাভাবে গুড়ম্'-এর মতন, ঘৃতাভাবে নারিকেল-তৈল দিয়েই কাজ চালায়। সন্ধ্যে হবার কিছু পরে যে আঙিনায় পদণ্ডদের বসবার মাচা হ'য়েছে সেইখানে আমাকে নিয়ে গেল। সমস্ত আঙিনাটায় লোক গিশ্‌গিশ্ ক'রছে। আজকে ঊর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া সম্পর্কে পূজা-পাঠ অনুষ্ঠানাদির ঘটাটা একটু বেশী। আমি মাচার উপরে উঠে পাঠের ব্যবস্থা ক'রে নিলুম। ডাক্তার খোরিস্-ও উঠলেন। মাচার উপরে চারিদিকে একটু বারান্দার মতন স্থান, আর মাঝে একটু উঁচু জায়গা—বারান্দা থেকে একহাত আন্দাজ উঁচু হবে। বিজলীর বাতি জ'লছে, আর্ক ল্যাম্প-ও আছে। মাচার উপরে উঠে, উঁচু জায়গাটীতে ব'সে, ওদেরই দেওয়া একটী ছোটো কতকটা ডমরু আকারের একটী-পায়াযুক্ত কাষ্ঠাধারের উপরে একখানি কাঠের বারকোষ রেখে, পাঠের জন্য পুস্তকাধার ক'রে নেওয়া গেল। প্রচুর ফুল ছিল, বারকোষের উপরে বই ক'খানি রেখে বইয়ের চারিদিকে ফুলগুলি সাজিয়ে' রাখলুম। পঞ্চপ্রদীপ জেলে পুস্তাকাধারের পাশে রেখে দিলুম। কি কি প'ড়্‌বো তা আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম।

পুঙ্গব সুখবতী, তাঁর কতকগুলি আত্মীয় আর তাঁর কতকগুলি পদণ্ড—এঁরা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের বেদপাঠ শোনব জন্য মঞ্চের উপরে এসে দাঁড়ালেন। আমি ডাক্তার খোরিসকে বুঝিয়ে' দিলুম—ইংরেজীতে—যে কঠোপনিষৎ আ গীতা থেকে কিছু-কিছু প'ড়বো—কঠোপনিষদের প্রথম গোটা দুই বল্লী, আর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আর একাদ অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন); আর শেষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের কতকগুলি ঋক্ প'ড়বো, সেগু অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় পঠিত হ'য়ে থাকে; আর 'মধু বাতা ঋতায়তে' এই সূক্ত দিয়ে আমার পাঠ সাঙ্গ ক'রবো। পঠিত অংশগুলির আশয়ও কিছু-কিছু ব'লে দিলুম। শ্রীযুক্ত খোরিস্ মালাই ভাষায় পুঙ্গব আর পদণ্ডদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। আমি আচমন ক'রে যথাবিধি ব'সে নিয়ম-মতন স্বর করে উপনিষৎ আর গীতা থেকে প'ড়লুম—আর বেদ থেকে সাদাসিধে ভাবে প'ড়লুম—স্বাধ্যায় করা আমার জানা নেই, সে-রকম ক'রে পড়বার চেষ্টা ক'রলুম না। আঙিনায় সমাগত বলিদ্বীপীয় লোকেরা চুপ ক'রে শুনলে—গোলমালের লেশও ছিল না। ব্যাপারটা এদের কাছে অবশ্য খুবই নোতুন ছিল। আমার উচ্চারণ আর পাঠের রীতি এদের কাছে সম্পূর্ণ রকমে অজ্ঞাত, বইগুলি অজ্ঞাত—তান্ত্রিক কতকগুলি মন্ত্র নিয়েই এদের পদণ্ডদের কারবার। আমি মিনিট পনেরো-কুড়ির বেশী সময় নিই নি। এরি মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে কতকগুলি ডচ্ আর আমেরিকান দর্শক সেই আঙিনাটীতে হাজির হ'ল। চশমা-চোখে, মুগার পাঞ্জাবী গায়ে, স্বর ক'রে অজ্ঞাত ভাষায় আমি পাঠ ক'রছি, গৃহকর্তা আর স্থানীয় পুরোহিত দুই-এক জন পাশে দাঁড়িয়ে'—এরা দেখেই অবাক। পরে মাচা থেকে নেমে তাদের বলাবলি ক'রতে শুনলুম—Brahmin Priest who has come from India. পাঠ-শেষে, পুঙ্গব সুখবতী আমার সামনে কতকগুলি কাপড়-চোপড় এনে ধ'রলেন—এদেশের 'বেনারসী জোড়' বলা চলে, স্থানীয় কাজ; তাঁতে-বোনা সুতোর বেগুনী রঙের কাপড় একখানা, তাতে চওড়া রূপালী জরীর পাড়, আর লাল হ'লদে আর সবুজ রেশমের আর রূপালী জরীর বড়ো-বড়ো ফুল তোলা; এখানা উত্তরীয়-স্থানীয়, বুকে বাঁধতে হয় এখানা; একখানা হ'লদে সুতোর কাপড়, তার পাড়টা জরীর, আর তাতে সবুজ রেশমের ঘরে লাল আর বেগুনে রেশমের আর জরীর ফুল তোলা,—এটা পরনের জন্য; আর একখানা ঐ ধরণের রঙীন আর জরীর ফুল তোলা হ'লদে কাপড়, মাথায় পাগড়ীর মতন বাঁধবার জন্য; আর লাল আর হ'লদে জরীর চওড়া ফিতার কোমরবন্ধ দুটো। এছাড়া পদণ্ডদের

উবুদের পুঙ্গব কর্তৃক উপহৃত বলিদ্বীপীয় পরিচ্ছদে
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

সবার আসন একটী,—একটী সোনালী ছাপ করা রঙীন-কাপড়ের-পাড়-বসানো একখানি গদী, আর একখণ্ড সোনালী ছাপা কাপড়; সবগুলি একটী রঙ-করা ফুল-আঁকা কাঠের থালার উপরে ছিল। আমি সেগুলি ডানহাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে স্বীকার ক'রলুম। পরের দিন আমাদের মোটরে সেগুলি পুঙ্গব সুখবতী তুলে দেন। প্রতিদানে আমিও আমার সঙ্গে ক'রে আনা পূজার তৈজস-পত্রগুলি পুঙ্গবকে উপহার দিই। এই কাপড়-চোপড়গুলি বলিদ্বীপে একবার প'রেছিলুম। পুঙ্গব সুখবতী ডচ্ ভাষায় অনেকগুলি ছবিওয়ালা একখানি ছোটো বই প্রকাশিত ক'রেছেন—Hoe die Balier zich kleedt 'বলিদ্বীপীয়েরা কি-ভাবে কাপড় পরে'। এই বইয়ে তিনি ব'ল্ছেন যে বালির জীবন-যাত্রা শীঘ্র-শীঘ্র বদলাচ্ছে, লোকেদের পোষাক-পরিচ্ছদও তাই ব'দ্লে অন্য ধরণের হ'য়ে যাবে—এই জন্য ভবিষ্যৎ কালের লোকেদের উদ্দেশ্যে বলিদ্বীপীয়দের প্রাচীন পোষাক-পরিচ্ছদের একটী সচিত্র বর্ণনা তিনি লিখে রেখে যাচ্ছেন। সুরেন-বাবু এদের কাপড় পরার রীতি দেখে শিখে নিয়েছিলেন। তাঁরই সাহায্যে পুঙ্গব সুখবতীর দত্ত এই সব কাপড় প'রেছিলুম, আর সুরেন-বাবু সেই কাপড় পরিয়ে' আমার এক ছবিও নিয়েছিলেন। মাথার রুমালের পাগড়ী, আর বলিদ্বীপীয় কায়দায় পাগড়ীর নীচে পরা জবাফুলটা বাদ দিয়ে, পুঙ্গবের প্রদত্ত বস্ত্র আর উত্তরীয় প'রে বাংলা দেশে পূজাবাড়ীর দালানে, বা ভারতের কোনও দেবমন্দিরে হাজির হ'লে—বিদেশীয় বা অভারতীয় পোষাক প'রে এসেছি একথা কেউ ব'ল্তে পার্বে না। কাপড়ের কাজটা আমাদের দেশের পক্ষে একটু অসাধারণ হ'লেও, আমাদের ভারতীয় চেলী বা বনারসী বা অন্য ধরণের জরী-তোলা রঙীন পট্টবস্ত্রের সঙ্গে এ জিনিস বেশ চ'লে যায়—মোটেই বে-খাপ বা বে-মানান হয় না।

সাতটা সাড়ে-সাতটায় আমার পাঠ শেষ হ'ল। আগে থেকেই ঠিক ছিল, কোপ্যারব্যাগের পরামর্শ মতন, সন্ধ্যের পরে যে যাত্রা নাচ গান অভিনয় সাধারণের জন্য রাজপ্রাসাদে ঢালাও ভাবে হবে, আমরাও সে-সব দেখবো। দেখে শুনে ফিরতে রাত হবে, তাই আমরা সঙ্গে ক'রে কিছু খাবার এনেছিলুম—পনীরের স্যাণ্ডুইচ্, ডিম সিদ্ধ, কলা। পাঠের পরে, রাজবাড়ীর আর এক আঙিনায় দেখি, মুখস-পরা 'তোপেঙ' যাত্রার আসর ব'সেছে। ডচ্ আর আমেরিকান দর্শক কতকগুলি র'য়েছেন, এই ক'দিনে অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। এদের জন্য কতকগুলি চেয়ারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। একটা তক্তাপোষের মতন কাঠের বসবার জায়গায় অভিজাত শ্রেণীর বলিদ্বীপীয় অভ্যাগতেরা ব'সেছেন; সাধারণ লোকেরা ভূঁয়ে ব'সেছে। 'তোপেঙ' যাত্রা গিয়াঞারে আগেই দেখেছি, এখানেও সেই রকমের। অভিনেতাদের চেয়ে দর্শক আর শ্রোতৃবর্গ আমাদের কৌতূহল বেশী আকৃষ্ট ক'রছিল। ডচ্ চিত্রকর Sayers তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ ক'রিয়ে দিলেন। এই ব্যক্তিটী আমেরিকান, নাম A. Rooseveldt, গত আড়াই বছর ধ'রে বলিদ্বীপে আছেন—একটী 'Tourists' Agents'-এর আপিস আছে এঁর; বিদেশী যাত্রীদের বলিদ্বীপ দেখবার ব্যবস্থা সেখান থেকে করা হয়। এ ছাড়া লোকটী নিজেও একজন চিত্রকর আর ভালো ফোটোগ্রাফর। বলিদ্বীপের লোকেদের প্রতি এর খুবই টান। ব'ল্লে, আমি তো Balinese 'বালিনীজ' হ'য়ে গিয়েছি। বলিদ্বীপের লোকেদের অনেক রীতি-নীতির খুবই প্রশংসা ক'রলে। তবে বলিদ্বীপ আর যে সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্য থাকছে না, কালধর্মে সবই বদলাচ্ছে, সে কথাও ব'ল্লে। ব'ল্লে—মশায়, এই আসরে এখন দেখছেন প্রায় দু'আনা লোকে—কি মেয়ে কি পুরুষ—গায়ে একটা ক'রে জামা চড়িয়েছে, দেড় বছর দু বছর পূর্বে এদেশে যখন প্রথম আসি, তখন এত বড়ো আসরটায় দুজন লোকের গায়েও জামা থাকত না, সব নিজেদের দেশের চমৎকার 'বাতিক্' কাজের ছোবানো কাপড়ের একখানা ক'রে উত্তরীয়-মাত্র কাঁধে ফেলে বা কোমরে জড়িয়ে' আসত। লোকেদের মতিগতি যে এখন আধুনিক জগতের উপযোগী হ'য়ে উঠ্ছে, তা তাদের এই পোষাকের ফ্যাশন বদলানো থেকে বুঝতে পারা যায়।

'তোপেঙ' যাত্রায় বেশীক্ষণ লাগ্‌ল না, শীগ্‌গির-শীগগির শেষ ক'রে দিলে। এর পরে Hardja 'হাড়' ব'লে একরকম গীতিনাট্য হবে, সেটা ব'সতে অল্প কিছু দেরী হবে। আমরা তখন আমাদের মোটরে গিয়ে আহার সেরে এলুম। বাকে-দম্পতী অতি পূর্বেই কবির সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলেন। আহার চুকিয়ে' যে দর-দালানে শবাধার রাখা হ'য়েছে, তারি আঙিনায় গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। পূজার মাচায় ব'সে 'এক পদণ্ড-শিব' আর এক 'পদণ্ড বুদ্ধ'—শিবের আর বুদ্ধের পুরোহিত—খুব ঘটা ক'রে পূজো আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। মাচার পাশে একটা আটচালার মতন, তার উঁচু দাওয়ায় শপ বিছানো, সেখানে কি পাঠ হ'চ্ছে—সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। Lontar 'লোন্তার' বা তাল-পাতার পুঁথির পাতা তুলে ধ'রে সুর ক'রে-ক'রে একজন কি প'ড়ছে, আর কালো-কোট-গায়ে একজন বৃদ্ধ, তার মাথায় ঝুঁটী তাতে ক'রে বুঝলুম তিনি হ'চ্ছেন একজন শৈব-পদণ্ড, এক-একটী শ্লোক বা পদ পড়বার পরে তার ব্যাখ্যা ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ছোটো আটচালাটীতে কতকগুলি ভদ্রলোক চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে শুনছেন। গিয়াঞারের রাজাও সেখানে এসেছেন দেখলুম—তিনি আমায় ডেকে সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে স্থান ক'রে বসালেন। যা পাঠ হ'চ্ছিল, অনুমানে আঁচ ক'রছিলুম যে রামায়ণ-পাঠই হ'চ্ছিল। ব্যাখ্যাতা বৃদ্ধ খানিক পরে নিরস্ত হ'লেন, পিতলের সরু চোঙের মতন হামান-দিস্তায় পান-সুপারী পুরে, একটী সরু পিতলের ডাঁটি দিয়ে ঐ পান-সুপারী ছেঁচে থেঁতো ক'রতে লেগে গেলেন। তখন একটী অল্পবয়সী লোক তারপরে ব্যাখ্যাতা হ'ল। কি পাঠ হ'চ্ছে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম। শুনলুম, রামায়ণ পাঠ হ'চ্ছে, প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাষায়, পালা হ'চ্ছে অশোক-বনে সীতার সঙ্গে হনূমানের সাক্ষাৎ, লঙ্কায় হনূমানের ক্রিয়া-কলাপ।

এই রামায়ণ-পাঠের আসরে একটী প্রবীণ-বয়সী পদণ্ডের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বেঁটে-খাটো চেহারার লোকটী, পরনে একখানা 'বাতিক'-এর রঙীন কাপড়, কোমরে একখানা বেগুনে' রঙের জরীর বুটীদার উত্তরীয়। ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে দুই-এক কথার পরে আমাকে নিয়ে গেলেন পূজা-মঞ্চে—যেখানে পদণ্ড দুজন পাশাপাশি ব'সে পূজো ক'রছেন। এই পদণ্ডদের পূজা খানিকক্ষণ ধ'রে দেখলুম। পদণ্ড-শিব কোনও মূর্তি নিয়ে বসেন নি, খালি তাঁর সামনে কাঠের একপায়া গোল চৌকির উপরে একটী অষ্টদল সাদা ফুলের মধ্য দিয়ে তাল-পাতার ছোটো একটী শিবলিঙ্গের মতন দেবপ্রতীক সজ্জিত র'য়েছে। পদণ্ড-বুদ্ধ কিন্তু পিতলের ছোটো-ছোটো দু-তিনটী মূর্তি সামনে রেখে দিয়েছেন—দাঁড়ানো মূর্তি, কোন্-কোন্ দেবতার তা বুঝতে পারলুম না, সুবিধা ক'রে কাউকে জিজ্ঞাসাও ক'রতে পারলুম না। প্রচুর জল ছিটিয়ে' আর ফুল ছড়িয়ে' আর বিড়-বিড় ক'রে মন্ত্র আউড়ে' আর দু হাতের আঙুল দিয়ে নানারকমের মুদ্রা ক'রে, পদণ্ড দুজন একমনে পূজা ক'রে যাচ্ছেন। যে বৃদ্ধ পদণ্ডটী আমায় এবার উপরে নিয়ে এলেন, তাঁকে অষ্টদল ফুলটীর উপরে তালপাতার দেবতা-প্রতীকটী কি তা জিজ্ঞাসা ক'রতে, তিনি ঊর্ধ্ব আর অধঃ নিয়ে দশ দিকের সঙ্গে শিবের দশটী রূপের নাম ব'লতে লাগলেন—'ঈংসন' বা ঈশান, 'হারা' বা হর, 'সারুউঅ' বা শর্ব, ইত্যাদি; তার পরে আর কি কি মালাই-মিশ্র বলিদ্বীপীয় ভাষায় ব'ললেন, তা ধ'রতে পারলুম না,—তার মধ্যে-মধ্যে 'অংকসা' বা 'আকাশ', 'বুমি' বা 'ভূমি' এই রকম বিকৃত উচ্চারণে দু একটা সংস্কৃত শব্দ কানে এল'। তান্ত্রিক পূজার কোনও মণ্ডল ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে' দেবার চেষ্টা ক'রছেন ব'লে মনে হ'ল। অষ্টদল ফুলটীর আটটী পাপড়ী ভিন্ন-ভিন্ন নামে আট দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে কল্পিত অষ্টমূর্তি শিবের প্রতীক, এইটেই যেন তার বলবার উদ্দেশ্য। তারপরে পদণ্ডটী মুদ্রা সম্বন্ধে আমায় প্রশ্ন ক'রলেন, আমি কি কি মুদ্রা জানি। এই ব'লেই সাধা হাতে অবলীলা-ক্রমে নানা মুদ্রা ক'রে আমায় দেখাতে লাগ্‌লেন। আমি এই বিষয়ে অতি সহজেই পরাজয় স্বীকার করলুম—ব'ললুম যে আমি সামান্য ব্রাহ্মণ-মাত্র, পূজা-আচারে দক্ষ পুরোহিত বা পদণ্ড শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নই, সুতরাং মুদ্রা ক'রতে শিখিনি। এই পদণ্ডটী আমায় পাঠ ক'রতে দেখেছিলেন,—বিদেশী লোক, হঠাৎ একদিনের জন্য পুঙ্গবের কাছে এতটা খাতির পেয়েছি তাও দেখেছিলেন—আর বোধ হয় সেটা এঁর

ভালো লাগেনি। মুদ্রা-বিষয়ে আমার অজ্ঞতা ধরা প'ড়ে যাওয়ায়, এখন বোধ হয় ভদ্রলোক মনে-মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রলেন। তারপরে প্রশ্ন ক'রলেন, 'মহাগুরু' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পূজার অনুষ্ঠানের সব মুদ্রা ক'রতে পারেন, আর নিশ্চয়ই তিনি এমন অনেক মুদ্রা জানেন যা বলিদ্বীপের পদণ্ডদের অজ্ঞাত। আস্তে-আস্তে মালাই ভাষায় এই প্রশ্নটী আমায় বার দুই করা হ'ল, আমি বুঝলুম, তার জিজ্ঞাস্যটা কি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে পূজার মুদ্রা-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ নেবারও ইচ্ছা প্রকট ক'রলেন। আমি ভাবলুম—এইবারে মারলে! আর একে সব কথা বোঝাই বা কি ক'রে? এমন সময়ে আমেরিকান্ ক্রসভেন্টকে সেই আঙিনায় দেখে ইশারা ক'রে ডাকলুম। পূজার মাচার তলায় আস্‌তে তাকে ব'ললুম—'একটু দোভাষীর কাজ করুন।' সে ব'ললে—'আমার মালাইয়ের দৌড় অতদূর নেই—তবে একজন দোভাষী খুঁজে আনছি।' এই ব'লে পাশের মহল থেকে তার পরিচিত একজন ডচ্ ছোকরাকে ডেকে নিয়ে এল'। ছোকরা ইংরেজী বেশ জানে, ডচ্ সরকারে কি একটা কাজ করে, মালাইও ভালো জানে। মুদ্রা-বিষয়ে আমাদের এই গভীর আলোচনা, পূজা বা পদণ্ডদের বিরক্ত না ক'রে যাতে নির্বিবাদে হ'তে পারে সে জন্য এই পদণ্ডটীকে নিয়ে, পূজার মাচা থেকে নেমে, ডচ্ ছোকরাটীর সঙ্গে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে আমরা ব'সলুম—একটা আট-চালার রোয়াকে। একে তখন ব'ললুম—রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে পূজার্চনা করেন, তাতে তিনি মুদ্রার বা আগমোক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ করেন না। তবুও এ ছাড়বে না, একবার গিয়ে মুদ্রা-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রবেই। আমি ব'ললুম, আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। তারপরে ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে কথা উঠল। এই পদণ্ডটী ব'ললেন, আমাদের বলিদ্বীপের আচার-অনুষ্ঠান সব দেবতা আর ঋষিদের কাছ থেকে পাওয়া—অর্থাৎ সনাতন। মনে-মনে পদণ্ডটীর staunch patriotism অর্থাৎ তার এই কিছুতেই-হ'ঠবে-না এমন স্বদেশের মর্যাদা-বোধটীকে প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলুম না। ভারতবর্ষের দাবী সে কেন অত সহজে মানবে? কোথাকার কোন দূর দেশ থেকে আমরা এসেছি, ডচ্ অফিসার থেকে পুঙ্গবেরা আর পদণ্ডেরা সকলেই আমাদের স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, একটু যাচাই হওয়া দরকার, আমরা ঠিক কি, আর আমাদের যোগ্যতা আর দাবীই বা কতটুকু। এই ব্যাপারটা নিয়ে আরও একটু তর্ক করবার ইচ্ছেয়, পদণ্ডটী আমাকে আর সঙ্গের ডচ্ ছোকরাটীকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল আর একটী মহলে। সেখানে দেখি, একটী ঘরের দাওয়ায় অন্য কতকগুলি পদণ্ড ব'সে আছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের এই পদণ্ডটী দেশভাষায় কি কথাবার্তা ক'রলে। আমি তখন ইংরেজীতে ডচ্ দোভাষী বন্ধুটীকে এদের এই কথাগুলি ব'লতে অনুরোধ ক'রলুম।—আমি খানিকটা খানিকটা ক'রে বলি, আর সে মালাইয়ে অনুবাদ ক'রে যায়।—আমি ব'ললুম—'আমি আসছি ভারতবর্ষ থেকে, অনেক দিনের পথ সে দেশ, আমাদের দেশে যে ধর্ম প্রচলিত, যে-রকম অনুষ্ঠানাদি আছে, বলিদ্বীপের সঙ্গে সে-সব বিষয়ে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। রামায়ণ মহাভারত আর পৌরাণিক কাহিনী, বেদ আর আগম আমাদের দেশে আছে, পুরাণে আর ইতিহাসে বর্ণিত সব দেশ নগর নদী পর্বত আমাদের দেশে এখনও বিদ্যমান; মন্ত্রের ভাষা সংস্কৃত আমরা এখনও চর্চা করি, আর আমাদের ভাষাও এই সংস্কৃত থেকে হ'য়েছে। নানা দিক থেকে বুঝতে দেরী হয় না যে বলিদ্বীপের সভ্যতা ধর্ম রীতি নীতির মূল সূত্রগুলি ভারতবর্ষ থেকেই এসেছে। এক সময়ে যবদ্বীপেও এই সভ্যতা আর ধর্মের জয়জয়কার ছিল; এখন আর নেই, ওদেশের লোকেরা মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যখন ধর্ম সভ্যতা আর সংস্কৃত ভাষা এ অঞ্চলে আসে, সে হ'চ্ছে দেড় হাজার দু হাজার বছর পূর্বেকার কথা। তার পরে প্রায় আট ন' শ' কি হাজার বছর ধ'রে, ভারতবর্ষ আর বলিদ্বীপে কোনও যোগ ছিল না। এর মধ্যে আমাদের দেশে নানা ঝড় ব'য়ে গিয়েছে; দু হাজার দেড় হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে রকমের ধর্ম পালন ক'রতেন, যে-সব অনুষ্ঠান ক'রতেন,—সেগুলি যে অবিকৃত ভাবে কোনও পরিবর্তন না

ক'রে যথাযথ-রূপে আমরা পালন ক'রে আস্‌ছি, সে কথা ব'লতে পারি না; তবে সংস্কৃত ভাষার আর শাস্ত্রগ্রন্থগুলির চর্চা আমাদের মধ্যে কখনও লোপ না পাওয়ায়, তার অনেকখানিই যে আমরা বজায় রেখেছি, একথা বলা যায়। তবুও নিশ্চয়ই কিছু-কিছু জিনিস ব'দলে ফেলেছি—পুরাতন জিনিস কিছু-কিছু হারিয়ে' ফেলেছি বা বর্জন ক'রেছি, আর তার বদলে, বা অধিকন্তু, নোতুন ভাব-ধারা আচার-অনুষ্ঠানও কিছু-কিছু এসেছে। বলিদ্বীপের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। ভারতীয় গুরুদের আর ভারত থেকে আগত ব্রাহ্মণাদির বংশধরদের কাছ থেকে দু হাজার দেড় হাজার বছর আগে বলীতে যে ধর্মের প্রচার হয়, তারও সবটুকু বলীতে অবিকৃত নেই—সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যোগ হারিয়ে' ফেলায়, এই রূপ সন্দেহ করা যায়। আবার হয় তো কতকগুলি বিষয়ে বলিদ্বীপের হিন্দুধর্ম রক্ষণশীল—যেখানে ভারতে পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে, এমন-সব বিষয়ে, আমাদের উভয় দেশের আদিযুগের প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপটী বের করবার উপায় কি? দুই দেশের ভাব-ধারা আচার-অনুষ্ঠান মিলিয়ে' দেখা,—আর দু দেশের ব্রাহ্মণদের মিলে সহযোগিতা ক'রে, এক জোটে আলাপ আলোচনা অধ্যয়ন গবেষণা করা; তবেই জ্ঞান আর যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার ক'রে সত্যের নির্ণয় হ'তে পারে। আমরা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা মহাগুরুর সঙ্গে এসেছি—আমাদের উদ্দেশ্য, এই ভাবে আমাদের দেশের আর এদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের যোগ-সূত্রের পত্তন করা। মহাগুরু জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁকে মানে। তাঁর উপদেশের মূল-তত্ত্ব তিনি আমাদের বেদ উপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারত থেকেই, প্রাচীন ব্রাহ্মণ আর ঋষিদের শাস্ত্র আর আগম থেকেই পেয়েছেন। বলিদ্বীপের লোকেদের আমরা ভাইয়ের মতন দেখি, সমানে-সমানে যেমন তেমনি এদের সঙ্গে চ'লতে চাই—আমাদের উভয় পক্ষের পূর্ব-পুরুষ আর মন্ত্রদাতা ঋষিদের উত্তরাধিকার আমরা মিলে মিশে, ভালো ক'রে বুঝতে চাই।'—এই ভাবের কথা ব'ললুম—আস্তে-আস্তে। আমার কথা পদণ্ড কয়জন বেশ মন দিয়া শুনে, সকলেই একবাক্যে ব'ললেন, আপনি ঠিক কথাই ব'লেছেন—আপনাদের দেশের পণ্ডিতে আর আমাদের দেশের পণ্ডিতে মিলে কাজ ক'রলেই সত্যের নির্ধারণ সম্ভব হবে। যাতে বলিদ্বীপে সংস্কৃত পড়া আরম্ভ হয় সে বিষয়ের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার ক'রলেন।—আমাদের পূর্বোক্ত পদণ্ডটীও স্বীকার ক'রলেন যে আমি ভালো কথাই ব'লেছি। তারপরে তিনি নিজের নাম আমায় জানালেন—নামটী হ'চ্ছে Pedanda Gede Resi, ঠিকানা Poetoe Majoen, Sedaang, Den Pasar (পদণ্ড গডে রেসি বা ঋষি, পুতু মায়ুন, সেদাআঙ, দেন্‌-পাসার)। ভদ্রলোকটী যাকে বলে একটী character, পরে রবীন্দ্রনাথকে এই পদণ্ডটীর কথা বলি, আর ইনি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে নোতুন কর-মুদ্রা শিখতে আসবেন, মুদ্রাকরণে তাঁর দক্ষতার যাচাই-ও যে ক'রে যাবেন, তাও বলি। কবি হাসতে-হাসতে ব'ললেন—'এই দেখ, তুমি কোথায় কার সঙ্গে আলাপ ক'রে যত বিভ্রাট ঘটিয়ে' আসবে—এখন জগতে আমার যেটুকু পসার হ'য়েছে এই বলীতে এসে পদণ্ডদের দণ্ডাঘাতে সেটুকু সব বুঝি মাটি হ'য়ে যায়। কোনও রকমে তাকে ঠেকাও—সে যদি আমার মুদ্রার পরীক্ষা ক'রতে আসে, তাহ'লে বিশ্বভারতীর জন্যে খালি ভিক্ষের-ঝুলি নিয়ে দ্বারে-দ্বারে ঘুরছি আমার আবার মুদ্রা কোথা—আমি গরীব বেচারা দাঁড়িয়ে' 'ফেল' হ'য়ে মারা যাবো!'

এর পরে 'হার্জা' নাচ দেখলুম। এটী হ'চ্ছে নাচ-গান-মিশ্র হাস্যরসময়-ভূমিকা-যুক্ত একটী ballet 'ব্যালে' ধরণের গীতিনাট্য। নাচটাই উপভোগ্য—গানে বলিদ্বীপের কৃতিত্বের অত্যন্ত অভাব। এটী বোধ হয় অনেক রাত্রি পর্যন্ত চ'লেছিল। আমরা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত দেখে, পুঙ্গব সুখবতীর কাছ থেকে, আর অন্য ইউরোপীয় আর আমেরিকান বন্ধু যারা নাছোড়-বান্দা হয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাদুঙ-এ ফিরলুম—ত্রেউএস্, কোপ্যারব্যার্গ, ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু আর আমি॥

১৬। বলিদ্বীপ—বাদুঙ্‌ ও উবুদ

৬ঠা সেপ্টেম্বর, রবিবার

সকালে চিত্রকর Sayers, আমেরিকান Rooseveldt আর একজন জরমান ইঞ্জিনিয়ার কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। বলিদ্বীপের লোকেদের কথা হ'ল। রুস্‌ভেল্ট তো উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা ক'রলেন। ব'ললেন, দেশটী একেবারে paradise, স্বর্গ। কবি বললেন, 'স্বর্গ তো বটে, কিন্তু বাইরের হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে নানা অভাব আর অসন্তোষও তো আস্‌ছে—এইবারে এই স্বর্গের উদ্যানের দিকে নানা দুঃখ আর অশান্তির বিষ নিয়ে শয়তান-রূপ সর্প আস্তে-আস্তে ঢুক্‌বে।' রুসভেল্ট ব'ললেন—'আস্তে আস্তে কি ব'ল্‌লেন—the

বলিদ্বীপের পুরোহিতের দেবার্চনা

Serpent is gallopping fast into this Eden—ঘোড়া ছুটিয়ে' শয়তান এই স্বর্গোদ্যানে এল' ব'লে; বড়ো-বড়ো সব দোকান খুল্‌ছে, তাতে নানা শস্তা-মাগ্‌গি ইউরোপীয় চটকদার জিনিস, ইউরোপীয় কাপড়-চোপড়, জুতো, মোটর-গাড়ী, ঝুটো গহনা-টহনা সব এসে এদের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়ে' দিচ্ছে; এদের জীবনের সাবেক সারল্য আর থাকছে না। এই-সব জিনিসের আবশ্যকতা-বোধের সঙ্গে সঙ্গে পয়সারও অভাব ঘ'টবে—তখন বলিদ্বীপ আর বলিদ্বীপ থাক্‌বে না।' আমি ব'ললুম যে, বিদেশী tourist বা দর্শনার্থী যাত্রী যে দলে-দলে আস্‌তে আরম্ভ ক'রছে,

তাদের লা-পরওয়া হ'য়ে দু হাতে খরচ করা—টাকার প্রভাব-ও এ দেশের লোকেদের পক্ষে কতকটা খারাপ হ'চ্ছে। রুসভেল্ট নিজে টুরিস্টদের পাণ্ডা, এ কথায় তার ঘোরতর আপত্তি হ'ল।
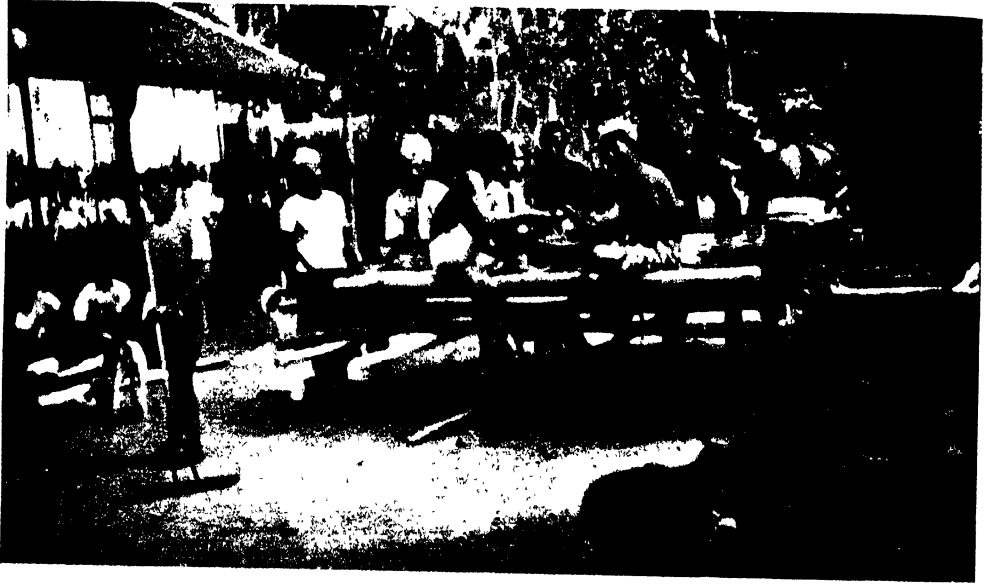
বলিদ্বীপের ভোজের ব্যবস্থা—তরকারী-কোটা
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

আমাদের বাসার পাশে বলিদ্বীপীয়দের পল্লীতে কার বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষ্যে একটা উৎসব আছে—তার ভোজ আজ হবে। তার জন্য ঠিক আমাদের বাড়ীর হাতার পাশেই একজনের বাড়ীর আঙিনায় রান্না-বান্না হ'চ্ছে। আমরা দেখতে গেলুম। তরকারী রান্নাই হ'চ্ছে—চার পাঁচ দল লোক নানা কাজে ব'সে গিয়েছে। কাঁচা বাঁশের মাচার মতন একটা বসবার জায়গায় ব'সে কতকগুলি লোক তরকারী কুটছে, না'রকল কুরছে। দেখলুম, না'রকল-কোরাটা এরা তরকারীতে বড্ড বেশী ব্যবহার করে। দু-তিনটে আটচালা আছে, সেখানে হয় রান্না চ'লেছে, না হয় সব জিনিস-পত্র আগুনে চড়াবার জন্য ব্যবস্থা হ'চ্ছে। বড়ো-বড়ো কাঠের বারকোষে, বাঁশের আর বেতের চাঙারীতে আর মাটির গামলায় সব তরী-তরকারী না'রকল-কোরা স্তূপাকার ক'রে রেখে দিয়েছে। কলা-পাতা, মোচার খোলা,

তরকারী-রান্না
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

কলার বাসনা, না'রকলের বালদো পাত্র-রূপে খুব ব্যবহৃত হ'চ্ছে। বলিদ্বীপের লোকেরা মাটিতে বসার চেয়ে তক্তাপোষের মতো উঁচু জায়গায়—মাচায় বা 'রোয়াকে—ব'সেই কাজ-কর্ম বা গল্প-গুজব ক'রতে ভালোবাসে। এক

জায়গায় মাটি খুঁড়ে ছোটো কতকগুলি নালার মতন করেছে, নালাগুলি কাঠ-কয়লার আগুনে ভরা, আর বাঁশের পাতলা চাঁচাড়ীতে মশলা-যুক্ত মাংসের কীমা লাগিয়ে' সারি-সারি বিশ-পঁচিশটা কীমা-চষাল। চাঁচাড়ী জুটো বাখারীর ভিতর লট্‌কে' নালার আগুনের উপরে রেখে সীক-কাবাবের মতন ক'রে বাঁধছে—একটা দিক্ রান্না হ'লে বাখারী-শুদ্ধ চাঁচাড়ীগুলি একত্রে উল্‌টে' নিয়ে আর একটা দিক্ আগুনে রাখ্‌ছে। এ রকম ক'রে মাংসের শূল-পক্ক বা সীক-কাবাব রান্না অদ্ভুত লাগ্‌ল। মাংস হ'চ্ছে সামুদ্রিক কচ্ছপের—আমাদের বাঙলাদেশের কর্ম-বাড়ীতে মাছ কোটার মতন কচ্ছপের মাংস টুকরো-টুকরো ক'রে কাটছে, কীমা ক'রছে—কচ্ছপের খোলাও বিস্তর প'ড়ে র'য়েছে। আমরা ঘুরে-ঘুরে এই যজ্ঞি-বাড়ী দেখলুম। এরা কিছু গ্রাহ্যই ক'রলে না, নিজের-নিজের কাজেই নিযুক্ত রইল। বাকে আর স্থরেন-বাবু কতকগুলি ছবি তুললেন। জিনিসটা বেশ কৌতুককর লাগ্‌ল। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম—রাঁধছে, কুটনো কুটছে, জল প্রভৃতির যোগান দিচ্ছে, পুরুষেরা—এখানে একজনও মেয়ে নেই। রান্নাবাড়ীর এদিকে ওদিকে কতকগুলি কুকুর ঘোরাঘুরি ক'রছে।

যজ্ঞবাড়ীর রসুইকর
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

উবুদে অন্ত্যেষ্টি-ব্যাপারের আজ শেষ দিন—আজ বিকালে, সন্ধ্যার দিকে দাহ হবে। পুঙ্গব সুখবতী আজ বিস্তর ইউরোপীয় আর অন্য অভ্যাগতদের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য। আমরা এগারোটার সময়ে যাত্রা ক'রলুম। পুঙ্গব সুখবতীর নিমন্ত্রিতেরা সব জড়ো হ'য়েছেন, তার প্রাসাদের একটী আঙিনায় একটী বড়ো আটচালায় চৌকী দিয়ে বসবার জায়গা করা হ'য়েছে। বলিদ্বীপ আর লম্বকের রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কারোন ছিলেন (এঁর সঙ্গে বলিদ্বীপে পৌঁছবার প্রথম দিনেই বাঙ্‌লির পুঙ্গবের বাড়ীর শ্রাদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ'য়েছিল)। আমাদের জাহাজে যে ডচ্ ব্যারনটী ছিলেন তিনিও সপরিবারে এসেছিলেন, অন্যান্য পরিচিত ডচ্ কর্মচারী অনেকে ছিলেন—এদের সব সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট পরা, ধব্‌ধবে' সাদা পোষাক। বলিদ্বীপীয় অন্যান্য পুঙ্গব, রাজা আর বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। তিন-চার দল নানা রকমের গামেলান-বাজিয়ে' ছিল। শ্রীযুক্ত কারোনের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। খানিকখন গল্প-গুজব করার পরে, আহারের জন্য ডাক প'ড়্‌ল। আর একটী বাড়ীতে টেবিলে ইউরোপীয় কায়দায় খাবার জায়গা হ'য়েছে। পুঙ্গব সুখবতীর স্ত্রী সেখানে আমাদের স্বাগত ক'রলেন। ইউরোপীয়ানদের সহিত পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রলেন, আমরা ভারতীয় প্রথায় নমস্কার

মাটিতে আগুন করিয়া মাংস-রান্নার প্রক্রিয়া
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

ক'রলুম, তিনিও প্রতি-নমস্কার ক'রলেন। ইনি অতি কৃশা মহিলা, পরণে গাছ-পালার নকশা-… যবদ্বীপীয় বাতিক কাপড়ের সারঙ, গায়ে সাদা ডুরে কাপড়ের মালাই কোর্তা, মাথার চুলে এ… খোঁপা, তাতে গোটা দুই গন্ধরাজ ফুল; … জিনিস বড়ো বিসদৃশ ঠেক্‌ল—দাঁতগুলি পান খে… একেবারে কালো রঙ পেয়ে গিয়েছে, আর বাঁ হা… নখগুলি মস্ত বড়ো ক'রে রাখা। ধনীর ঘরের মে… পুরুষদের খেটে খেতে হয় না, তাই চীন-দেশে তাদের মধ্যে অনেকে এই রকম বড়ো-বড়ো নখ রাখ্‌ত; হয় তো চীনের প্রভাবে এ প্রথা বলিদ্বীপেও এসে থাক্‌বে।

উবুদ—প্রাসাদের ভিতরে একটী তোরণ
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

আহারের পদগুলি মিশ্র ইউরোপীয় আর বলী-দ্বীপীয়। আহার চুক্‌ল বেলা আড়াইটের দিকে। কবি তারপরে আর থাক্‌তে পারলেন না, পাছে তাঁর আবার শরীর অসুস্থ হয়, সেই ভয়ে বিশ্রাম করবার জন্য তাঁকে বাসায় নিয়ে গেল। কোপ্যারব্যার্গ সঙ্গে গেলেন—তিনি আজকেই যবদ্বীপে ফিরবেন—যবদ্বীপের জাহাজ ধ'রবেন। সেখানে তাঁর Java Institute-এর বাৎসরিক সভা আছে, Institute-এর সম্পাদক-হিসাবে তাঁকে সভায় উপস্থিত থাক্‌তেই হবে। এ ছাড়া, কবির যবদ্বীপ-ভ্রমণের অনেক ব্যবস্থা তাঁকেই ক'রতে হবে। কবি এত দূর এসেও বলিদ্বীপের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার শেষ অনুষ্ঠানগুলি দেখতে পেলেন না, তাই আমরা আপসে দুঃখ ক'রছিলুম। শ্রীযুক্ত কারোন ব'ললেন যে, তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

তার পরে শবদেহ Wadah 'ওয়াদাঃ' বা বিরাট শববাহী তাজিয়াতে তুলে, মিছিল ক'রে, গ্রামের বাইরে দাহ-স্থানে গিয়ে দাহ করা হ'বে। এসব অনুষ্ঠান চুক্‌তে অনেক ক্ষণ লাগবে। সকলে তৈরী হ'লে, আমরা এই শেষ অঙ্ক দেখতে এলুম।

বাইরে রাস্তায় বিরাট্ এক মিছিল তৈরী হ'য়ে র'য়েছে; মাথায় নানা উপচার নি'য়ে মেয়েদের দল; বর্শা বল্লম ধ'রে সেকেলে বলিদ্বীপীয় পোষাক প'রে পাইক বা সেপাইয়ের দল; নানা ইতর ভদ্র ব্যক্তি। নানা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে, অনেক পর্দা সাদা কাপড়ে জড়ানো শবদেহ যে মণ্ডপে এ কয়দিন ছিল, সেখান থেকে বা'র করা হ'ল। সুর ক'রে গানের ঢঙে বলিদ্বীপীয় ভাষায় আর ভাঙা সংস্কৃতে মন্ত্র প'ড়তে প'ড়তে, দুই-তিনটী তোরণ পার হ'য়ে, ভিন্ন-ভিন্ন মহল পেরিয়ে' শবদেহকে পাচীলের উপরের বাঁশের সিঁড়ি-পথ ধ'রে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে', শেষে ওয়াদা-র উপরে তোলা হ'ল। তারপরে সেই বিরাট্ ওয়াদাঃ নিয়ে তার দেড় শ' আন্দাজ বেহারা চ'ল্‌ল, শোভা-যাত্রা শুরু হ'ল। রঙীন কাগজে কাপড়ে আর সোনা রূপার

...কের সাজে এই ওয়াদাটী দেখতে চমৎকার হ'য়ে ছিল। এর প্রধান অলঙ্কার ছিল, বিরাট পক্ষপুট ...সার ক'রে এক গরুড়-মূর্তি; আর তা ছাড়া, মুখসের ধাঁচে তৈরী বিস্তর কাঠের রাক্ষস আর দেবতার মুখও ছিল। শ্মশান-ভূমিতে পৌঁছুলে, পূর্ব কালে নিয়ম ছিল এই ওয়াদাঃ লুট হ'ত, দর্শকরা ইচ্ছে হ'লে যে যা পারত ভেঙে চুরে পছন্দ-মত ওয়াদার অলঙ্কার নিয়ে যেত', কারণ ওয়াদাটীও শেষে আগুনে পুড়িয়ে' ফেলবার নিয়ম। পুঙ্গব সুখবতী কিন্তু স্থির ক'রেছিলেন, এইরকম ক'রে অত যত্নের সঙ্গে খোদা কাঠের মূর্তিগুলি নষ্ট না ক'রে, বা যাকে তাকে না দিয়ে, ওগুলি আগুন লাগাবার পূর্বে আস্তে-আস্তে খুলে নিয়ে বাতাবিয়ার যাদুঘরে পাঠানো হবে, সেখানে চিরকালের জন্য বলির শিল্পকলার নিদর্শন-হিসাবে রক্ষিত হবে।

উবুদ—সাদা কাপড়ে জড়ানো নীয়মান শবদেহ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

শবরাহী ওয়াদাঃ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

মাথার দিকটায় টলমল ক'রতে-ক'রতে ওয়াদাঃ তো শোভা-যাত্রার সঙ্গে বেরুল'। আমরা এগিয়ে' এসে শোভা-যাত্রা দেখতে লাগ্‌লুম। এই শোভাযাত্রায় সেই মনোহর-গতি লীলাময়ী জনপদ-কন্যা ও বধূদের সারি।—কালকের রাক্ষসমূর্তি পুতুলের সঙ্ ছিল। হাল-ফ্যাশনের পোষাক পরা—অর্থাৎ মাথায় রঙীন রুমালের পাগড়ী, গায়ে গলা-আঁটা বা টাই-কলার-যুক্ত গলা-খোলা সাদা জীনের কোট, পরনে রঙীন সারঙ, পায়ে চাপলি—বা সাবেক-ধরণের পোষাক-পরা, অর্থাৎ খালি গা, খালি মাথা বা মাথায় একটী রঙীন রুমাল বাঁধা, কানের পাশে ফুল গোঁজা, কোমরে রঙীন উত্তরীয় জড়ানো, পরনে রঙীন ধুতি, খালি পা—এই দুই রকম বেশে, বলিদ্বীপীয় অভিজাত আর ভদ্র জনগণ। বিস্তর গেঁয়ো লোকও এসেছে। ঘুরতে-ঘুরতে দেখি, এক জায়গায় রাজবাড়ীর মেয়েরা দাঁড়িয়ে' আছেন, সঙ্গে ছাতি ধ'রে কতকগুলি দাসী চাকর; পুঙ্গব সুখবতীর পত্নীকেও দেখলুম। এদের সঙ্গে অতি ফুটফুটে' সুন্দরী একটি ছোটো মেয়ে র'য়েছে,

মাথায় তার একটি ঝলমলে' সোনার ফুলের মুকুট-পরা; শুন্‌লুম, এটী পুঙ্গব সুখবতীর মেয়ে। এঁরা মিছিলে জন্য দাঁড়িয়ে' আছেন, মিছিল একটু দেখে তারপরে দাহ-স্থানে যাবেন। বাকে, সুরেন-বাবু, আর ইউরোপী দর্শকেরা খুব ফোটোগ্রাফ নিচ্ছেন। আমাদে পরিচিত বাদুঙ-এর সেই চীনা ফোটোগ্রাফবকে দেখি, খুব ছবি নিতে ব্যস্ত।

উবুদে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

আমরা দাহ-স্থানে গিয়ে পৌছুলুম। সদব রাস্তার ধারে একটা বড়ো মাঠে দাহের ব্যবস্থা হ'য়েছে। ঘাসে-ঢাকা খোলা মাঠ, দু'দিকে গাছ-পালা। মাঠের মাঝখানে খড়ে-ছাওয়া একটী মন্দিরের মতন বাড়ী করা হ'য়েছে—যেন বাঙলা দেশের দু-প্রস্থ ছাদবিশিষ্ট খ'ড়ো ঘর। এটী হ'চ্ছে চিতা-গৃহ। এর ভিতরে ইটের বেদির উপরে বিরাট একটী কাষ্ঠময় কৃষ্ণবর্ণ বৃষ-মূর্তি। ঘরের সাম্‌নেই বাঁশের উঁচু একটী সিঁড়ি পথ। ওয়াদাটীকে এনে এই সিঁড়ি-পথের সামনে রাখা হয়। তারপর শবদেহ উঁচু ওয়াদাঃ থেকে এই বাঁশের সিঁড়ি-পথ বেয়ে, সরাসরি চিতা-গৃহের কাষ্ঠময় বৃষ-মূর্তির খোদাই-করা ফাঁপা পিঠের ভিতরে নামিয়ে রাখা হয়। চিতা-গৃহের পিছনে, খানিক দূরে, বাঁশের আর একটী ঘর বানিয়েছে, এটীতে রাজবাড়ীর মেয়েরা এসে সমবেত হ'লেন। আর তার অপর পাশে, বিদেশী আর স্বদেশী অভ্যাগতদের বসবার জন্য একটা চালাঘর তৈরী করা হ'য়েছে। ইতস্ততঃ লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই দাহ-স্থানে চার দিক্ থেকে লোকেরা এসে উপস্থিত হ'য়েছে। বাদুঙ থেকে বোম্বাইয়ে' খোজার দল, চীনে' দোকানীর দল, আরব ফেরিওয়ালারা—সব এসেছে। দাহ-স্থানে মাঠের মধ্যে ছোটো-খাটো আরও কতকগুলি চিতা-গৃহ তৈরী হ'য়েছে; আর যারা খরচ ক'রে খড়ের ঘর তুলতে পারে নি, তারা অমনি একটা মাচা বেঁধে, তার উপরে বৃষ বা সিংহ বা মৎস্য মূর্তির শবাধার সাজিয়ে' রেখেছে। জনকতক ভারিক্কে চেহারার ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খালি গায়ে, রঙীন উত্তরীয় আর কাপড় পরা, বোধ হয় এঁরা এই অঞ্চলের পদণ্ড বা মাতব্বর ব্যক্তি হবেন।

চিতা-গৃহ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

সন্ধ্যের দিকে, মাইল দেড়েক দূর রাজপ্রাসাদ থেকে মিছিলের মধ্যে শবাধার দাহ-স্থানে এসে পৌছুল'। ওয়াদার উপরে ব'সে আর দাঁড়িয়ে' সাদা কাপড়-পরা জনকতক পদণ্ড, আর পুঙ্গব সুখবতীর ভাইটী—যার

তথা আগে উল্লেখ ক'রেছি। ওয়াদাটীকে চিতা-গৃহের সংশ্লিষ্ট সিঁড়ি-পথের সঙ্গে মিলিয়ে' দাঁড় করালে।

উবুদ—দাহ স্থানে জনকতক মাতব্বর ব্যক্তি
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

শ্বেত বস্ত্রে জড়িত শবদেহ কাঁধে ক'রে নিয়ে, আস্তে-আস্তে সিঁড়ি-পথ দিয়ে নীচে নামালে। দেহের সঙ্গে দুই রাজ-ছত্র চ'ল্‌ল। দেহ নীচে নামিয়ে' কাষ্ঠময় বৃষের অভ্যন্তরে রাখা হ'ল। সেখানে অন্য পদণ্ড ছিলেন। ভারে-ভারে তীর্থ-জল নিয়ে মেয়েরা ছিল। মন্ত্র প'ড়ে-প'ড়ে এই তীর্থ-জল দিয়ে বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃত-দেহের স্নান চ'ল্‌ল—অনেকক্ষণ ধ'রে। ইতি মধ্যে ওয়াদাটীকে সরিয়ে' নিয়ে একটু দূরে-রেখে দিলে, আর তার অলঙ্কার-স্বরূপ কাঠের মূর্তি-টূর্তি আস্তে-আস্তে খুলে নিলে। তারপরে, তার অন্য অলঙ্কার রঙীন কাগজ আর জগজগা আর ডাকের সাজ নিয়ে সমাগত বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে খানিক কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। আমাদের মধ্য থেকে বাকে গিয়ে খানিকটা ডাকের সাজের ঝালরের মতন সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন।
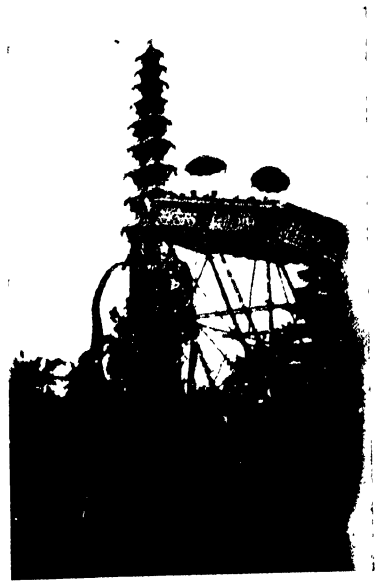
ওয়াদাঃ হইতে শবদেহের অবতরণ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

বড়ো ওয়াদার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়দের যার যেমন সামর্থ্য তদনুসারে ছোটো আকারের আরও কতকগুলি ওয়াদাঃ এল'। যারা নেহাৎ গরীব, তারা কেবল মাথায় ক'রে মৃতের

আত্মার 'পুষ্প' বা প্রতীক নিয়ে এল'—তাদের আত্মীয়দের মৃতদেহ মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্তিকাসাৎ ক'রে দেও হয়েছে—এই সকল ওয়াদাঃ বা 'পুষ্প', যার-যার চিতা-গৃহের কাছে বা চিতা-বৃষ, চিতা-সিংহ বা চিতা-মৎস্যে কাছে, নিয়ে গেল। সেখানেও এই রকম তীর্থ-জলে স্নানের আর মন্ত্র-পাঠের ধূম চ'ল্‌ল।

মন্ত্র-পাঠ আর অভিষেক যখন শেষ হ'ল, তখন শ্রাদ্ধাধিকারী-হিসাবে পুঙ্গব সুখবতী চিতায় আগুন দেবার জন্য এলেন। ইনি সাধারণ দৈনন্দিন পোষাকেই ছিলেন, পায়ে জুতাও ছিল, গায়ে সাদা কোট, পরনে রঙীন সারঙ, মাথায় রুমাল বাঁধা—আমাদের দেশের মতন অশৌচ-পালনের কিছু-ই দেখলুম না। কতকগুলি লম্বা কাঠির তাড়ায় আগুন জেলে, কাষ্ঠময় বৃষের পেটের তলায় দিলেন, আর চাকর-বাকর আর অন্য লোকেরা

চিতা-বৃষের উপর শবদেহ স্থাপন
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

খড় কাঠ নিয়ে বৃষ-মূর্তির চারিদিকে স্তূপাকার ক'রে রাখলে। নিমেষের মধ্যে দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল। ওদিকে বিরাট্‌ ওয়াদাটীতেও আগুন ধরিয়ে' দিলে। আর ঐ সঙ্গে অন্যান্য চিতা আর ওয়াদা-ও জ্ব'লে উঠ্‌ল।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হ'য়ে এল'। ক্রমে অন্ধকার রাত্রি এসে প'ড়্‌ল। আমরা ব'সে-ব'সে বা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলুম। চারিদিকে অগ্নিকাণ্ড। এতগুলি চিতা, ছোটো আর বড়ো, ক্ষুদ্র আর বিরাট্‌, এত অগ্নি-স্তূপ এক জায়গায় কখনও দেখিনি। আগুনের লাল আভার গায়ে, চলা-ফেরা ক'রছে এমন বলিদ্বীপীয় লোকেদের দূর থেকে কালো ছায়ার মতন দেখাতে লাগ্‌ল।

দু-তালার সমান উঁচু ওয়াদাটী সর্বাঙ্গে কাগজে আর কাপড়ে মোড়া থাকায় একসঙ্গেই সবটা জ্ব'লতে লাগ্‌ল। সে এক মনোহর দৃশ্য—যেন গগনস্পর্শী অগ্নিময় মন্দির। তারপরে খুব খানিকটা পুড়ে এই

বৃহৎ আগুনের পাহাড়—তার বাঁশের সমস্ত কাঠামো সমেত এক পাশে ঝুঁকে প'ড়্‌ল, আর তার পরে হয় তো ভূমিসাৎ হ'য়ে যেত, কিন্তু তা না হ'য়ে পাশের একটা খুব উঁচু গাছের গায়ে হেলান দিয়ে প'ড়্‌ল। বিরাট্ বিশাল ওয়াদার এই অগ্নিময় আলিঙ্গনে গাছের সহমরণ ঘ'ট্‌ল: চড়-চড় শব্দে গাছের কাঁচা ডালপালা ঝ'ল্‌সে গিয়ে পুড়তে আরম্ভ ক'রলে। জলন্ত ওয়াদার আগুন আর গাছের আগুন দুইয়ে মিলে, এক বিকটোজ্জল ভীষণ-সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি ক'রলে। ছোটো ওয়াদাঃ দুই-একটীর পাশে যে ছোটো-খাটো গাছ ছিল, তাদেরও এই দশা হ'ল।

বলিদ্বীপ—ভদ্রাসন-গৃহের দেবমন্দির
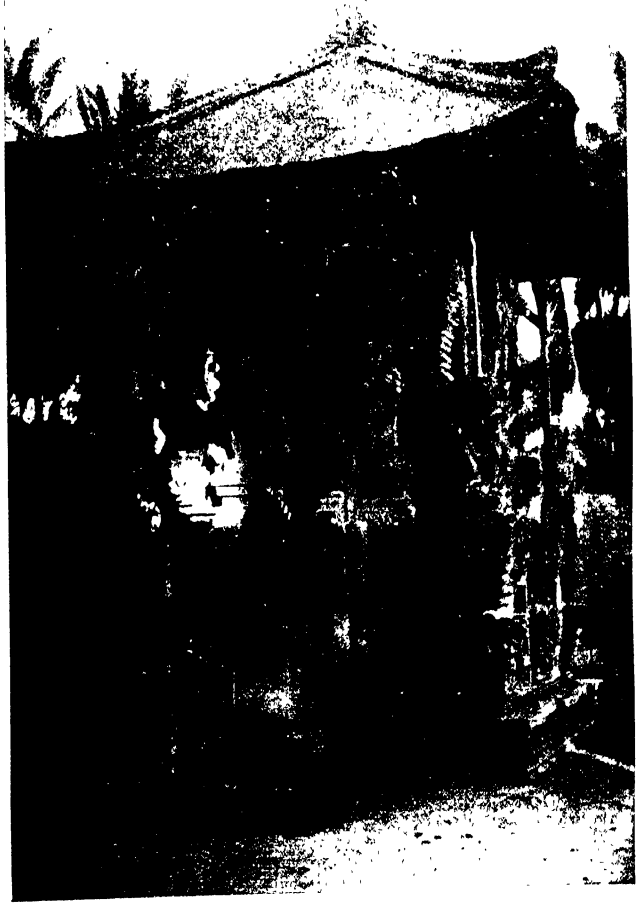
চিতাগৃহে বৃদ্ধের মূর্তি খুব জ্ব'লতে-জ্ব'লতে, ঘরের চালে আগুন লাগ্‌ল। এইরূপে এক বিরাট্ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে, নিজ অনুগামী স্বগ্রাম- আর স্বদেশ-বাসীদের সঙ্গে, পুঙ্গব সুখবতীর পিতৃব্য ইন্দ্রলোকে প্রয়াণ ক'রলেন।

আমরা তারপরে প্রত্যাবর্তন ক'রলুম। রাত-ও খানিক হ'য়েছে, নিভন্ত আগুনের ছাইয়ের স্তূপ দেখবার আবশ্যকতা ছিল না। শুন্‌লুম, মৃতের আত্মীয়েরা সারা রাত দাহ-স্থানে থাক্‌বেন। তারপরে চিতাভস্ম কিছু নিয়ে, নিকটে কোনও বড়ো নদী থাকলে সেই নদীতে, নয় সমুদ্র কাছে হ'লে সমুদ্রে ফেলে দেবেন, তার পরে স্নান ক'রে বাড়ী ফিরবেন।

বলিদ্বীপের অভিজাত-বংশে এইরূপ ঘটা ক'রে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া আর বেশী দিন ধ'রে চ'লবে না বোধ হয়। সমস্ত ব্যাপারে পুঙ্গব সুখবতীর প্রায় চল্লিশ হাজার গিলডার—আমাদের হাজার পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ টাকা—খরচ হ'য়েছিল ছোটো দ্বীপের এক জন জমীদারের পক্ষে টাকাটা কম নয়। তা ছাড়া, মৃত্যুর এতদিন পরে দেহের সংকার—এ বীভৎস প্রথাটাও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে ক'মে আসবে। ইউরোপীয় শিক্ষা, মুসলমানদের দৃষ্টান্ত, আর মূল হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে প্রবর্ধমান পরিচয়—এ সবে মিলে, এই অদ্ভুত অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠান বিষয়ে বলিদ্বীপীয়দের মনের ধারণা

ক্রমে অন্য রকম ক'রে দেবে-ই। যাই হোক, আমরা কিন্তু যে জগৎ চ'লে যাচ্ছে তার একটা অতি বিচিত্র অন্তঃ দেখে গেলুম।

৫ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

আজ বাঙুঙে আমাদের শেষ দিন। আজ আমরা উত্তর-পশ্চিম বলীর পাহাড়ে' অঞ্চলে Moendoek মুণ্ডুক ব'লে একটী স্থানে যাবো—এটীকে এই দ্বীপের সিমলা বা দার্জিলিঙ বলা যায়। এখানে তিন দিন কবির সঙ্গে থাক্‌বো, তারপরে বুলেলেঙ হ'য়ে যবদ্বীপে ফিরবো—বলিদ্বীপের ভ্রমণ আমাদের সাঙ্গ হবে।

বাঙুঙ শহরে একটী সুন্দর সেকেলে প্রাসাদ সরকার থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। এই প্রাসাদটীর নাম

বাঙুঙ, পুরা সাত্রিয়ার ছতরী
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)
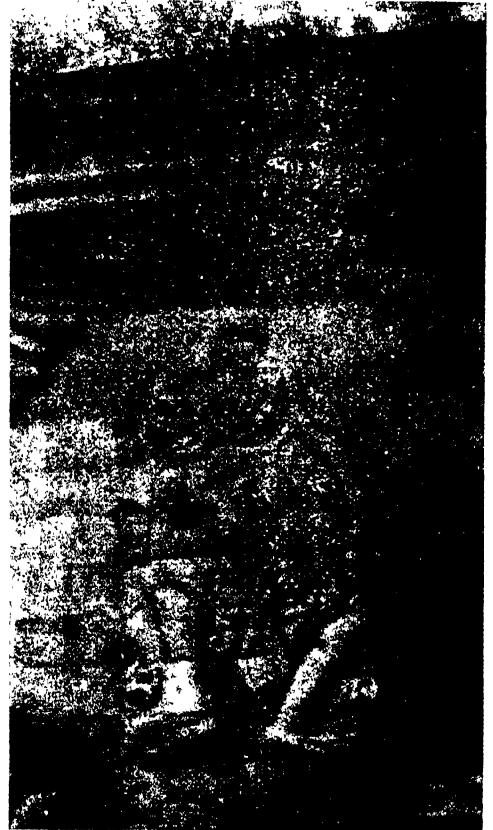
পুরা-সাত্রিয়ার দেওয়ালে খোদিত হনুমান্ মূর্তি
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

Poera Satrija 'পুরা সাত্রিয়া' অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয়-পুর' বা প্রাসাদ, একে ডচেরা 'পুরা-সাত্রিয়ার মিউজিয়ম' বলে। খালি সুন্দর বাড়ীটী প'ড়ে আছে, শূন্য পুরী খাঁ খাঁ ক'রছে; মিউজিয়ম ব'ললে যে নানা জিনিসের সংগ্রহ বোঝায়, তার কিছুই নেই। তবে বন-জঙ্গল হয় নি, সরকার থেকে সাফ-সুথরা রাখে, কতকগুলি ঘরে চাবি দেওয়া থাকে। বাড়ীটী এমন বড়ো নয়। দু-মহলা বলা চলে। বলিদ্বীপীয় রীতিতে বাড়ীর বাইরে একটা

...নের জায়গা আছে, কিন্তু সেখানে জলের ব্যবস্থা আর নেই। একটী চমৎকার আর বেশ উঁচু ছত্‌রী আছে, বা'র-বাড়ীর এক কোণে। বাড়ীর বাইরে একটী ঘড়ী বাজাবার টুঙ্গি-ঘর আছে। বেশ পরিষ্কার খোলা জায়গায়, বড়ো-বড়ো দুই আঙিনা,—একটী বড়ো ঘর, পাশে ছোটো ঘর, আর একটী ছোটো দেব-মন্দির, দেবতা অবশ্য নেই। অনেক প্রাসাদের সংশ্লিষ্ট এই রকম ছোটো দেব-মন্দির থাকে, আর পাথরের কাজে সেগুলি দেখতে অতি সুন্দর হয়। পুরা-সাত্রিয়াতে আর একটী দ্রষ্টব্য জিনিস আছে, এর সভা-ঘরের

পুরা সাত্রিয়ার দেওয়ালে খোদিত সীতা-মূর্তি
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

পুরা সাত্রিয়ার দেওয়ালে খোদিত রামচন্দ্র-মূর্তি
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

সামনেকার, বাইরের দিক্‌কার দেওয়ালের গায়ে নরম পাথরের ইটের উপরে খোদা কতকগুলি মূর্তি—bas-relief—এক-একটী ক'রে মূর্তি বলিদ্বীপীয় শিল্প-রীতি অনুসারে খোঁদা, খুব চমৎকার দেখতে, বেশ প্রাণবন্ত মূর্তি কয়টী। আলাদা আলাদা রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সীতা হনুমান অঙ্গদ বিভীষণ প্রভৃতি রামায়ণের পাত্র-পাত্রীদের মূর্তি। আবার তা ছাড়া মহাভারতের পাঁচ পাণ্ডব আর দ্রৌপদীর মূর্তি, সব-শুদ্ধ গুটি চোদ্দ-পনেরো মূর্তি, মেটে রঙের পাথরে কেটে তৈরী, হাত দুই লম্বা প্রত্যেকটী। এই মূর্তিগুলি বলিদ্বীপীয় ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সুরেন-বাবু পুরা-সাত্রিয়ার ছবি নিচ্ছেন, এমন সময়ে কতকগুলি বলিদ্বীপীয় ছোকরা এসে উপস্থিত হ'ল। ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে এদের সঙ্গে কথা কইলুম। এদের জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'তোমরা কি? তোমাদের ধর্ম কি?' একটা ছেলে ব'ললে, 'আমরা "বালি কাপির", "স্লাম" নই; অর্থাৎ, বলিদ্বীপীয় "কাফের" বা হিন্দু, "ইস্লাম" বা মুসলমান নই।' বুঝলুম, আরবেরা, আর যবদ্বীপীয় আর অন্য মালাই-ভাষী মুসলমানেরা, হিন্দু বলিদ্বীপীদের 'কাফের' ব'লে থাকে, আর 'কাফের' শব্দের অর্থ না বুঝে, এরা-ও সরল মনে বিধর্মীদের দেওয়া এই অবজ্ঞা-সূচক নাম নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে। আমি ছোকরাদের বললুম—'কাপির' ব'লো না, 'কাপির' একটা গালির কথা; ব'লো যে আমরা 'হিন্দু', বা বলীর 'আগম' বা ধর্মের লোক ('ওরাঙ হিন্দু', 'ওরাঙ অগামা বালি')। 'হিন্দু' শব্দ এরা শুনেছে, তার মানেও জানে। ছেলে কয়টীর ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে আরও কথা কয়, কিন্তু ভাষা-জ্ঞানের অভাবে আমাদের আলাপ বেশী দূর এগোল' না।

প্রাতরাশ সেরে, মাল-পত্র গুছিয়ে' নিয়ে, বেলা দশটার সময় আমরা বাঙ্‌ড থেকে রওনা হ'লুম॥

১৭। বলিদ্বীপ—মুণ্ডুক্

সোমবার, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭।—

বাঙ্‌ড্ থেকে উত্তর-মুখো হ'য়ে, তারপরে একটু পূবে, পাহাড়ের মধ্যে এই মুণ্ডুক শহর। শহর নয়, একটী বড়ো গ্রাম ব'ললেই হয়। কতকগুলি বড়ো বড়ো গ্রাম ছুঁয়ে আমাদের মুণ্ডুক যাবার পথ—শেষের দিকে আধেকের উপর পথ হ'চ্ছে পাহাড়ে' দেশ দিয়ে। একখানা গাড়ীতে আমরা চ'লেছি—কবি, সুরেন-বাবু আর আমি,—আর একখানায় আমাদের মাল-পত্র। পূর্বেকার মতন সেই মনোরম দৃশ্য—নয়নাভিরাম সবুজের খেলা, আর সুন্দর বলিদ্বীপীয় মেয়ে পুরুষদের গমনাগমন। বাকে-রা, দ্রেউএস্, ধীরেন-বাবু—এঁরা সোজা উত্তরে Batoeriti বাতুরিতি বলে একটী জায়গায় গেলেন, মুণ্ডুকের থেকে আরও পূবে, পাহাড়ের মধ্যে; সেখান থেকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চমৎকার হাঁটা পথ হ'য়ে, এঁরা একদিন পরে মুণ্ডুকে এসে আমাদের সঙ্গে মিলবেন। মুণ্ডুকের পশ্চিমে বলিদ্বীপের যে অংশ যবদ্বীপের দিকে এগিয়ে' গিয়েছে, সে অংশটা জঙ্গলে' আর পাহাড়ে'; লোকের বসতি সেখানে কম। কিন্তু মুণ্ডুক পর্যান্ত যে পথটা দিয়ে আমরা যাই, সে পথটায় লোকের বাস খুবই। খড়ের চালে ছাওয়া শান্তিপূর্ণ গ্রাম, আর মাঝে-মাঝে মন্দির, এ-সব প্রচুর চোখে প'ড়ল।

পথে কি একটা গাঁয়ের বাজারের ধারে আমাদের মোটর থাম্‌ল। সবে সমতল ক্ষেত্র ছেড়ে পাহাড়ে উঠ্‌ছি। দেখি, সেই বাজারে খুব ম্যাঙ্গোস্টীন ফল বিক্রী হ'চ্ছে। ঈষৎ টক্‌রস-যুক্ত এই মিষ্টি মুখরোচক ফল, লোভ হ'ল—প্রায় দু ঝুড়ি আমরা কিনে ফেললুম। দাম মনে হ'ল খুবই শস্তা। সারা পথ আমরা—অন্ততঃ আমি—খুব এই ফল খেতে-খেতে গেলুম।

মাঝেকার খানিকটা পথ খুব উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে; সেখানটায় একটু শীত-শীত ক'রতে লাগ্‌ল। রাস্তা খুব চমৎকার, চারিদিকে ঘন সবুজের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে খুব বাঁশ-ঝাড়। এক জায়গায় একটা ঝরনা উঁচ পাহাড়ের গা ব'য়ে একেবারে রাস্তার ধারেই প'ড়ে একটা ছোটো পাহাড়ে' নদীর সৃষ্টি ক'রেছে, সেখানে আমাদের

টের দাঁড় করালে। আমরা নেমে ঝরনার সুশীতল জলে হাত মুখ ধুয়ে একটু স্নিগ্ধ হ'লুম। মোট নিয়ে যাচ্ছে একগুলি বলিদ্বীপীয় লোক, তারা ঝরনার ধারে মোট নামিয়ে জিরুচ্ছে। কতকগুলি মাল-বাহী টাটু নিয়ে যাচ্ছে, টাট্টুর পিঠের বোঝা-সমেত জীন খুলে দিয়ে ঝরনার এক পাশে টাটুগুলিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আর সেখানে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শ্রান্ত টাটুগুলি দুপুর বেলার হিম শীতল ঝরনার জলে দিব্যি আরামে স্নান ক'রছে। দেখে আমাদেরও স্নান ক'রতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল।

এই পাহাড়ে অঞ্চলে বিস্তর কফি-বাগান আছে দেখলুম। মুণ্ডুকে পৌঁছে বাকে আর দেউপস-এর কাছে শুনলুম, এই সব কফি-বাগানের মালিক হ'চ্ছে স্থানীয় বলিদ্বীপীয় লোকেরাই—বিদেশী ডচেরা নয়। দেশ দখল ক'রেছে বটে, কিন্তু ডচেরা দেশের উপসত্ব সবটুকু নিচ্ছে না, তাদের সব গ্রাস করবার দরকার হয় নি, দেশের লোকেরাই এই ছোট্ট দ্বীপটীতে তার exploitation ক'রছে। কফি-বাগান ক'রে আধুনিক কালের উপযোগী একটা কৃষি-ব্যবসায়ে যে বলিদ্বীপীয়েরা হাত দিয়েছে, আর তাতে বিদেশীরা এসে তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে ব'সতে পারে নি, এটাকে বলিদ্বীপীয়দের কার্য-কুশলতার একটা খুব বড়ো প্রমাণ ব'লতে হবে।

পাহাড়ের গায়ে ধানের খেতের স্তর
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

জঙ্গল, থরে থরে পাহাড়ের গা কেটে ধানের খেত, কফি-বাগান, এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের খানিকটা উৎরাই পথে নামতে হ'ল, তারপরে ডান দিকে অর্থাৎ পূব দিকে একটা বাঁক নিয়ে, আধ-ঘণ্টাটাক পথ আবার চড়াইয়ে গিয়ে, আমরা আমরা মুণ্ডুক্-এ পৌঁছুলুম। দশটায় বাতুর ছেড়েছিলুম, দেড়টায় মুণ্ডুকে পৌঁছুলুম। একটা চওড়া চড়াই পথের দুধারে মুণ্ডুক শহর বা গ্রাম। ইটের আর কাঠের ইমারত অনেকগুলি। ঢালা লোহার রেলিঙ, আর ঢেউ-খেলানো টিনের ছাতের ছড়াছড়ি। অনেক বাড়ীর সামনে বা বাড়ীর হাতার মধ্যে মোটর দেখলুম। মোট কথা, শহরের বাহ্য দৃশ্য দেখে মনে হ'ল, স্থানীয় লোকেরা বেশ লক্ষ্মীমন্ত। তবে কাঁচা পয়সা হাতে এলে অনেক

সময়ে যেমন একটা রুচির চেয়ে খরচ বিষয়ে দরাজ হাতের প্রমাণ পাওয়া যায়, এখানেও তেমনি হ'য়েছে ব' মনে হ'ল।

শহরের বড়ো সড়কের প্রায় শেষে—তার পরে আর মোটর চল্‌বার পথ নেই—মুণ্ডুকের পাসাংগ্রাহান; আমরা সেখানে গিয়ে অধিষ্ঠিত হ'লুম। পূর্ব থেকেই মান্দুরকে খবর দেওয়া হ'য়েছিল।

মুণ্ডুকের পাসাংগ্রাহান বা ডাক বাঙলাটী চমৎকার জায়গায় অবস্থিত। বাড়ীটীর এক দিকে ফুল-বাগানে প্রচুর গোলাপ ফুটে র'য়েছে, আর গাঁদা, আর জবা। একটী ঝরনার কাক-চক্ষু জল মস্ত বড়ো এক চৌবাচ্চাকে সর্বদা পূর্ণ রেখে, চৌবাচ্চার নল দিয়ে বেরিয়ে' যাচ্ছে; এই চৌবাচ্চায় ইচ্ছে ক'রলে সাঁতার কেটেও স্নান করা যায়। বাড়ীর চারিদিকে পাহাড়ের মালা, বাড়ীর সামনে দূরে পর্বত-গাত্রের উদার সবল রেখাপাত। বাড়ীর পিছন দিকে নীচে-ই একটী গভীর উপত্যকা, নানা রকম গাছের চূড়ো দেখা যায়, মাঝে-মাঝে দুই-একটী ঘর-বাড়ী, গাছ-পালার ভিতর থেকে বসত-বাড়ীর রান্না-বান্নার ধোঁয়ায় মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায়। একদিন দুপুরে নীচের উপত্যকা থেকে টুং-টাং ক'রে গামেলানের ধ্বনি আস্‌ছিল। সরু মোটা নানা আতোদ্য ধ্বনি মিলে, বাঁশীর মত একটা বেশ স্নিগ্ধ-গম্ভীর একটানা ধ্বনির রেশ, এই টুং-টাং তালের পিছনে শোনা যাচ্ছিল,—এমনি উদাস-করা ব্যাপার যে কি আর ব'লবো, ঠিক যেন মস্ত বড়ো দীঘীর ও-পার থেকে কোনও মন্দিরের সন্ধ্যারাত্রিকের ঘড়ি-ঘণ্টা-কাঁশর আর গম্ভীর-নিনাদী শাঁখের ধ্বনির সমাবেশের মতন, আমার মনকে মোহগ্রস্ত ক'রে তুল্‌ছিল।

মুণ্ডুক্ শহর—বাঁয়ে পাসাংগ্রাহান্
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

পাসাংগ্রাহানের সামনে অবধি এসে যে মোটর-চলা পথটা শেষ হ'য়েছে, পায়ে-চলা পথে পরিণত হ'য়েছে, সেই পায়ে-চলা পথ ধ'রে আরও উঁচুতে পাহাড়ের গা দিয়ে সুরেন-বাবু আর আমি বিকালে একটু বেড়াতে গেলুম। রাস্তার বাঁ ধার দিয়ে একটী পাহাড়ে' নদী উদ্দাম ফেনিল নৃত্য-ভঙ্গীতে নীচে চ'লে গিয়েছে। মাঝে

মাঝে কৃষাণদের ঘর, আর দুই-একটী বড়ো-বড়ো বাড়ীও চোখে প'ড়্‌ল। প্রায় সব বাড়ীতে মস্ত বাঁশের খাঁচার মতন চুবড়ীতে ঢাকা লড়াইয়ে' মোরগ; তাদের সু-উচ্চ কোঁকর-কোঁ আওয়াজে পার্বত্য গ্রামটী মুখরিত। কুকুরের দল আমাদের দেখে কোথাও কোথাও ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠ্‌ল, আর গ্রামকন্যাদের চকিত দৃষ্টি থেকেও আমরা বঞ্চিত হ'লুম না। খানিকটা ঘুরে আমরা বাসায় ফিরলুম। সন্ধ্যা হয় হয়, পাহাড়ে' জায়গা, আমাদের বেশ একটু শীত-শীত ক'রছে। কিন্তু এখানে বলিদ্বীপীয়দের দেখলুম, এদের পরিধেয় সেই দক্ষিণ বলীর সমতল ভূমিরই মতন, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সেই রকম খালি-গা। পাহাড়ে' নদীটীতে যথারীতি গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আসছে, বৈকালিক স্নান বা গা-ধোয়া সার্‌তে আস্‌ছে।

সন্ধ্যায় পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় ব'সে কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা-বার্তা হ'ল। মিস মেয়োর বই 'মাদার ইণ্ডিয়া' তখন সপ্তাহ কয়েক হ'ল বিলেতে বেরিয়েছে, আর তা নিয়ে হৈ-চৈ-এর সূত্রপাত হ'য়েছে। 'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান্' কাগজে সমালোচনা বেরিয়েছে, মিস্ মেয়োকেই সমর্থন ক'রে, আর সঙ্গে-সঙ্গে মিস মেয়োর মিথ্যা কথা উদ্ধার ক'রে, রবীন্দ্রনাথ নাকি শিশু-বিবাহের পক্ষপাতী, এ-রকম ইঙ্গিতও করা হ'য়েছে, আর তাঁর মত ব'লে এমন সব কথা বলা হ'য়েছে যা যে-কোনও সাধারণ উচ্চ-শিক্ষিত লোকের পক্ষেও বলা লজ্জাকর। আমরা ব'ললুম, তাঁর পক্ষ থেকে এ-সব কথার একটা প্রতিবাদ বেরুনো উচিত। কবি অনিচ্ছুক হ'লেও, এই সমালোচনার একটী উত্তর লিখতে রাজী হ'লেন। 'মাদার ইণ্ডিয়া' তিনি বা আমরা কেউ তখনও দেখিনি। বলিদ্বীপে মণ্ডুকে ব'সে তাঁর লেখা এই সমালোচনার উত্তর যথাকালে ইংলাণ্ডের 'ম্যাঞ্চেস্টার-গার্জেন' পত্রে আর দেশে নানা পত্রে বা'র হ'য়েছিল।

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৬ই।—

বিকাল তিনটার দিকে ধীরেন-বাবু, দ্রেউএস্ আর বাকে-রা বাতুরিতি থেকে এসে পৌছলেন। এঁরা অতি সুন্দর পাহাড়ে' পথ ধ'রে সারা সকাল আর দুপুর হেঁটেছেন, জিনিস-পত্র যা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সব একটী টাট্টুর পিঠে ক'রে এনেছেন। বাতুরিতি থেকে মুণ্ডুক্ আস্‌তে হ'লে তিনটী হ্রদের ধার দিয়ে আসতে হয়—Beratan ব্রাতান, Boejan বুইয়ান, আর Tamblingan তামব্লিঙান। দ্রেউএস ব'ললেন, পথে একটী হ্রদের ধারে একঘর তথা-কথিত মুসলমান বলিদ্বীপীয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল; এদের একটী ছেলে খানিক পথ ওঁদের সঙ্গে আসে; ছেলেটী মালাই ভাষায় দ্রেউএসের সঙ্গে কথা কয়। এরা পূর্ব-বলিদ্বীপ থেকে এসে এখানে জমী নিয়ে বসবাস ক'রছে। দ্রেউএস্ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে মুসলমানদের কলমার আরবী মন্ত্রটী জানে কিনা, সে ব'ল্‌লে যে সে জানে বটে, কিন্তু সে-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রবে না, কারণ ঐ পার্বত্য অঞ্চলটী বিশেষ ক'রে দেবতার স্থান; দেবতারা ঐ বিদেশীয় মন্ত্র শুনে রুষ্ট হ'তে পারেন।

আজ সন্ধ্যার দিকে আমরা কালকের মতন পাহাড়ে' পথ ধ'রে অনেকটা বেড়িয়ে' এলুম। গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে' বিরাট্ বিশাল বনস্পতির আর অন্য গাছের বনের মধ্য দিয়ে, পাহাড়ের ধার বেয়ে পথ চ'লেছে। এখানকার বনানী একেবারে আদি যুগের। এক জায়গায় একটা ঝরনা এসে প'ড়ছে, গভীর জায়গায় খানিকটা জল জ'মে একটা ছোটো পুখুরের সৃষ্টি হ'য়েছে, গহন বনে তার আশ-পাশ ঢাকা,—কচু-জাতীয় গাছে, নানা রকমের বড়ো-বড়ো fern-এ, বাঁশে, কলা-গাছে; খালি এক দিকে উঁচু পাহাড়ের গা ব'য়ে ঝম-ঝম শব্দে ঝরনার জল নীচে প'ড়ছে, পুখুরটীর অন্য ধার দিয়ে এই জল বেরিয়ে' গিয়ে, মুণ্ডুকের রাস্তার পাশের নদী হ'য়ে, নীচে চ'লে গিয়েছে। এখানে দেখি, ঝরনার জলের নীচে দাঁড়িয়ে' চোখ বুজে দুটী টাট্টু ঘোড়া স্নান ক'রছে। ঘোড়াকে পাহাড়ের ঝরনায় নাওয়ানো দেখ্‌ছি এ দেশের একটী রীতি।

কাছেই এক জায়গায় পাহাড়ের ঢালু গা নীচে এক গভীর তরু-বহুল উপত্যকা ভূমিতে নেমে গিয়েছে;

পাহাড়ের গায়ে বড়ো-বড়ো গাছ—মহাদ্রুম ব'ললেই হয়—সেই-সব গাছ কাটা হ'চ্ছে ; এমন বড়ো-বড়ো গাছের কুঠারের হাতে অপমৃত্যু দেখে বাস্তবিকই মনে কষ্ট হয় ; দেখে মনে হয়, দু-তিন শ' বছর লেগেছিল এই এক-একটা গাছের এই-রকম বিশাল মূর্তি ধ'রে উঠতে, কিন্তু দুদিনে মানুষ তাকে শেষ ক'রে দিচ্ছে। একটা বিরাট্ 'বৃক্ষ-হত্যা' কাণ্ড চ'লেছে—আমার মনে হ'ল, একটা বড়ো প্রাণীকে মারার মতন এই রকম ক'রে গাছ কেটে মেরে ফেলাও যেন একটা পাতক। কিন্তু মানুষের চাস-আবাদের জন্য খালী জমীর আবশ্যক, তাই গাছকে স'রতে হবে। এই সব জমীতে শুন্‌লুম কফির আবাদ হবে।

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৭ই।—

সকালে মুণ্ডুকের ডাক-বাঙলায় বেশ চুপ-চাপ ভাবে কাটানো গেল। 'নিউ-স্টেট্‌সম্যান্'-এর সমালোচনার উত্তর কবি লিখে ফেলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টার-গার্জেন্'-এ ছাপাবার জন্য পাঠানো হবে। দুপুরের ভোজনের সময়ে দেখি, প্রায় জনাদশেক ওলন্দাজ মেয়ে আর পুরুষ মোটরে আর ঘোড়ায় ক'রে এসে উপস্থিত। এরা ঐ দিনই চ'লে গেল।

বেলা তিনটের দিকে সুরেন-বাবু আর আমি মুণ্ডুকের বড়ো রাস্তা ধ'রে বেড়াতে-বেড়াতে, প্রায় মাইল দেড় দুই উৎরাই পথে নেমে Banjoeatis বাঞ্জুআতিস্ নামে একটী বড়ো গ্রামে এসে পৌছলুম। বৃষ্টির পরে আমরা চ'লেছি ; আমার হাতে একটী বাঁশের লাঠি, আর সুরেন-বাবুর কাছে ক্যামেরা। পথের ধারে একটী বেশ বড়ো বাড়ীর সদর দরজায় একটী ছোকরা আর একটী আধা-বয়সী বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে'। ছোকরাটীর পরণে হাফ-প্যাণ্ট, কোমরে রঙীন সারঙটী জড়ানো, গায়ে একটা সাদা শার্ট, স্ত্রীলোকটীর গায়ে মালাই কোর্ট। ছেলেটী সিগারেট খাচ্ছিল। এদের ইচ্ছেটা যে আমাদের সঙ্গে কথা কয়। আমরা দাঁড়িয়ে' গেলুম, ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে এদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলুম। এরা আমাদের দেখে অবাক্—কোন দেশের লোক, কেন এসেছি, সব শুন্‌তে চাইলে। এদের সঙ্গে সমান-ধর্মা শুনে ভারী খুশী হ'ল। এরা ব'ললে যে বাঞ্জুআতিস গ্রামে দাহ হ'চ্ছে, তবে খুব ঘটার ব্যাপার নয়। সুরেন-বাবু এদের ছবি নিলেন। খুব হাসি মুখে এরা আমাদের বিদায় দিলে।

মুণ্ডুকের পথে (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

বড়ো রাস্তার দু-ধারে বাঞ্জুআতিস্ গ্রামের সারি-সারি বাড়ী। এ গ্রামটী-ও বেশ সম্পন্ন ব'লে বোধ হ'ল প্রায় সব বাড়ীতেই উঁচু কাঠের মাচার উপরে ধানের মরাই ; কাঠের মরাইগুলি, তাতে সুন্দর-সুন্দর নানা রঙীন চিত্র আঁকা। কতকগুলিতে স্ত্রী-দেবতার মূর্তি আঁকা, বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে, শুন্‌লুম সেগুলি শ্রীদেবীর। দুই-একটা মোটরের 'গাবাজ'-ও আছে। রাস্তায় যে-সব লোক ছিল, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ কৌতূহলী

হ'য়ে আমাদের সঙ্গ নিলে ; আমি দু'-চার জনের সঙ্গে যথা-সম্ভব আলাপ-ও ক'রতে লাগলুম। আমরা হিন্দু ব'লে সকলেরই প্রীতি-মিশ্র বিস্ময়ের কারণ হ'য়ে উঠ্‌লুম। এরা আমাদের সঙ্গে ক'রে দাহ-স্থানে নিয়ে গেল। কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ ব'সে আছে। কতকগুলি চিতা, তার মধ্যে একটী-ই যা একটু বড়ো। সবগুলিই জ্ব'লছে। ছোটো খাটো দুই-একটা 'ওয়াদাঃ' র'য়েছে, তবে ব্যাপারটা উবুদ-এর মতন মোটেই বিরাট্ নয়। একটী সুশ্রী ছোকরা আর

বাক্র্ আতিস্-এর দাহ-স্থানে সমাগত ব্যক্তিগণ (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত)

একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক মাটীর উপর ব'সে আছে, ইঙ্গিতে তাদের অনুমতি পেয়ে সুরেন বাবু তাদের ছবি নিলেন। আমাদের সঙ্গে ক'রে এনেছিল যারা, তারা এখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা ক'য়ে আমাদের পরিচয় দিলে। জনতার সামনে ভারতের নদ-নদীর আর দেবতাদের আর রামায়ণ-মহাভারতের পাত্র-পাত্রীর নাম উচ্চারণ ক'রে আমাদের সমানধর্মিত্ব জাহির ক'রতে হ'ল। আমরা কিছুক্ষণ প'রে ফিরলুম। সঙ্গের লোকেরা প্রস্তাব ক'রলে, গ্রামে এক বিদ্বান্ পদণ্ড আছেন, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমরা যদি দেখা করি। আমরা সানন্দে রাজী হ'লুম।

পদণ্ড-মহাশয়ের বাড়ীতে নিয়ে গেল। বড়ো রাস্তার ধারেই এঁর বাড়ী। রথ্যাদ্বার বা 'নাচ-দুয়ার' অর্থাৎ সদর দরজা পার হ'য়ে একটু বাগান-মতন, তার পরেই বাড়ীর আঙিনা। খুব খোলা জায়গায় খান কতক ঘর, একটী ঘরের সামনে একটু খোলা দর-দালান, এই দালানে একটা তক্তাপোষ পাতা। ঘরের মেঝে সিমেন্টের। সমস্তটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ব্রাহ্মণের বাড়ী যেমন হওয়া উচিত। দালানের দেয়ালে খানকতক সেকেলে হাতে-আঁকা চীনে' ছবি। দালানের তক্তাপোষের উপরে একখানা মাদুর বিছানো। আমরা তক্তাপোষের উপরে ব'সলুম, সঙ্গের লোকেরা আঙিনার মাটীতে বা দালানের সিমেন্টের মেঝেতেই ব'সে গেল। গৃহস্বামী পদণ্ড-মহাশয় তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন, যে দর-দালানের তক্তাপোষের উপরে আমরা ব'সলুম তারই লাগোয়া ঘরের ভিতরে। তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে' তাঁকে নিয়ে এল'। লম্বা পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, সুদর্শন গৌরবর্ণ পুরুষ, প্রৌঢ় যুবাবস্থায়, মুখে সামান্য একটু গোঁফ দাড়ি, মাথার লম্বা চুল ঝুঁটী ক'রে বাঁধা, পরনে বেগুনে' রঙের একখানা 'কাইন' বা কটি-বস্ত্র। ঘুমের জড়তা

কাটেনি, বাইরে এসে আমাদের দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। সঙ্গের লোকেরা পরিচয় দিলে যে আমরা ভারত থেকে আগত পদণ্ড। এই পদণ্ডটী দেখলুম কেবল দেশভাষাই জানেন, মালাই জানেন না। তখন মালাই-জানা আর একজন পদণ্ডকে ডেকে আনতে গেল। ইতিমধ্যে বাড়ীর আর প্রতিবেশী গৃহের মেয়েরা আমাদের দেখবার জন্য জড় হ'ল। ইট-বা'র-করা অনুচ্চ ব্যবধান-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে, পাশের একটী বাড়ীর ক্রিয়া-কলাপ, লোকজনের চলাফেরা সব দেখা যাচ্ছিল। এরা সকলেই অতি সুশ্রী, তন্বী, গৌরী; আর বলিদ্বীপের প্রাচীন পদ্ধতি মতন আবরণ-বিরল এদের বেশ-ভূষা; অসঙ্কোচে এসে, ব'সে বা দাঁড়িয়ে' আমাদের দেখতে লাগ্‌ল, আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল। দুই-একজনের কোলে দু একটী অতি সুন্দর শিশু—গলায় মোহরের মালা, মাথা কামানো।

বলিদ্বীপের ভদ্রাসন-বাটীর 'নাছ-দুয়ার'
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

আর একজন পদণ্ড এলেন। ইনি বয়সে বৃদ্ধ; পরনে লাল আর সবুজ রেশমি ফুল কাটা ধুতি, চাদরখানা বুকে বাঁধা, মালাই বলেন, বেশ বুদ্ধিমান্ লোক ব'লে মনে হ'ল। এঁর নামটী হ'চ্ছে Pedanda Ngoerah 'পদণ্ড ঙূরাঃ'। আমার স্বল্প পুঁজির মালাই নিয়ে কথা কইবার চেষ্টা ক'রলুম। ভারতবর্ষ কত দূরের দেশ, আমাদের দেশে পুরাণ-বর্ণিত নগর নদী পর্বত প্রভৃতি কোথায়-কোথায় আছে, আমাদের ভাষা কি, অক্ষর কি রকম, লঙ্কাদ্বীপ কোথায়, আমাদের দেশে যেতে কতদিন লাগে; ইত্যাদি কথা, ম্যাপ আর ছবি এঁকে আর অক্ষর প্রভৃতি লিখে দেখিয়ে' বোঝাবার চেষ্টা ক'রলুম। এদেশে শিষ্ট ভাষায় মধ্যম-পুরুষে 'আপনি' ব'লে উল্লেখ না ক'রে, 'মহাশয়,' 'শ্রীচরণ' ইত্যাদির মতন শব্দ ব্যবহার করে; "আপনার কাছে দাসের নিবেদন এই যে" না ব'লে, ব'লবে,—"পাদুকায় সহায়ের নিবেদন এই যে"; আর এই-রকম ব্যবহারের ফলে, আমাদের সংস্কৃত padoeka 'পাদুকা' শব্দ এদেশে 'আপনি'-পদ-বাচ্য হ'য়ে প'ড়েছে। আমার প্রতিও এইরূপ 'পাদুকা'-প্রয়োগও হ'চ্ছিল; আর আমার হাতে দণ্ড ছিল, আর জাতিতেও ব্রাহ্মণ, সুতরাং 'পদণ্ড' বা দণ্ড-ধারী আখ্যাও জুটে গিয়েছিল। এঁদের সঙ্গে আধ-ঘণ্টাটাক কাল এই ভাবে কাটিয়ে' বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে' প'ড়লুম।

পথে একখানা চ'ল্‌তি লরী পাওয়ায়, বাঞ্‌আতিস্ থেকে মুণ্ডুক চট্‌পট্ ফেরা গেল।

রাত সাড়ে আটটায় স্থানীয় একজন পুঙ্গব তিনজন অনুচর সহ কবির দর্শনের জন্য হাজির হ'লেন। সুশ্রী যুবক; কবি আসছেন এ সংবাদ কাগজে প'ড়েছেন, এত শীঘ্র তাঁর দেশের কাছে এসে প'ড়বেন সে ধারণা ক'রতে পারেন নি; তাঁর মুণ্ডুকে অবস্থানের কথা, পাসাংগ্রাহানে টেলিফোন আছে পাসাংগ্রাহানের মান্দুরের কাছে ফোন ক'রে জেনেই, নিজের মোটরে চ'লে এসেছেন দেখা ক'রতে। 'পাদুকা' ব'লে কবিকে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ ক'রতে লাগলেন। ইনি ডচ্ জানেন, মালাই-ও জানেন। দ্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগ্‌লেন। এই পুঙ্গবটী নিজের পরিচয় দিলেন—আমার খাতায় নিজের নামটী লিখে দিলেন—Ida Gede Soanda, Poenggawa district Bandjar 'ইড গডে সোআন্দা, বাঞ্জার জেলার পুঙ্গব'। ব'ললেন যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল। কতকগুলি খবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন। কাল-ই আমরা মুণ্ডুক থেকে বুলেলেঙ

য়ে বলিদ্বীপ ত্যাগ ক'রছি শুনে আফ্‌সোস ক'রতে লাগলেন। এঁর-ও মহাভারতের পূর্বো আঠারো পর্ব ই। আদি-পর্বে 'গোধর্ম' ব'লে প্রাচীন বিবাহ-রীতির কথা আছে—কথাটী আমরা ভালো বুঝতে পারলুম —সে বিষয়ে প্রশ্ন ক'রলেন। (১৩৩৭-এর ফাল্গুন মাসের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব এই 'গোধর্ম' সম্বন্ধে আদিপর্বে বিষয়টীর অবস্থান-নির্দেশ আমাদের জানিয়ে' দেন।) অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ হওয়া উচিত কি না, যজ্ঞোপবীত-ধারণের রীতি কি—এই সব বিষয়েও প্রশ্ন হ'ল। হলাণ্ড-প্রবাসী যবদ্বীপীয় কবি আর পণ্ডিত Noto Soeroto 'নাথ-স্বরথ' কর্তৃক লিখিত শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয় বিষয়ে ডচ্ পুস্তক, আর শ্রীযুক্তা আনী বেসান্তের রচিত যোগ ও পুনর্জন্ম বিষয়ে ছোটো দুখানি ইংরেজী বইয়ের ডচ্ অনুবাদ—

নৌকায় করিয়া জাহাজে চড়া—সামনে টুপী মাথায় সুরেন বাবু
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

সুরাবায়ার সিন্ধী বণিক্ শ্রীযুক্ত লোকুমলের দেওয়া বইয়ের মধ্য থেকে—আমি এঁকে দিলুম। আমার ঠিকানা ইনি নিলেন। সংস্কৃত পড়াবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষক আস্‌তে পারেন শুনে ভারী খুশী। এই রকমে খানিক আলাপ আর শিষ্টাচারের পরে, রাত সওয়া-নটায় পুঙ্গব সোআন্দা বিদায় নিলেন॥

১৮। বুলেলেঙ—বলিদ্বীপ থেকে বিদায়

বৃহস্পতিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর।—

সকালে মুণ্ডুক-থেকে বুলেলেঙ-যাত্রা। বুলেলেঙ-এ দুপুরে জাহাজ ধ'রে যবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন ক'রতে হবে। সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, দ্রেউএস্, আমি—আমরা আগে একখানা গাড়ী ক'রে বেরিয়ে' প'ড়লুম; কবি পরে বাকেদের সঙ্গে আসবেন। এবার শেষ বারের জন্য বলিদ্বীপের অসীম সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে চ'ললুম। মুণ্ডুক-থেকে পশ্চিমে খানিক, তারপর উত্তরে গিয়ে আমরা সমুদ্রের ধারে প'ড়লুম—সমুদ্রের ধার দিয়ে-দিয়ে, বুলেলেঙ পর্যন্ত পূব-মুখো পথ। পাহাড় ছাড়িয়ে' সমতল সমুদ্রের ধারে পথ। ক্রমাগত কাঁচা আর পাকা ধানের খেত্, না'রকল গাছ, আর বাঁ দিকে নীল, ঘন নীল সমুদ্র। প্রভাতের চোখ-ঝলসানো আলোয় সমস্ত উদ্ভাসিত। সমুদ্রের হাওয়ায় রোদ্দুর ততটা কড়া ব'লে বোধ হ'চ্ছিল না।

বেলা দশটায় বুলেলেঙ-এ পৌঁছুলুম। জাহাজের আপিসে গিয়ে আমাদের টিকিট আর ক্যাবিন ঠিক ক'রে নেওয়া হ'ল। হাতে এখন ঘণ্টা দুই সময়। দ্রেউএস্ বুলেলেঙ থেকে রাজধানী সিংহরাজায় গেলেন, আমরা বাজারে একটু ঘোরাঘুরি ক'রলুম, স্থানীয় মণিহারী জিনিস পাই কিনা দেখবার জন্য। পাতিমার কথা আগে ব'লেছি, তার বাড়ীতে গিয়ে আমরা কিছু জিনিস নিলুম। দেড়-শ' গিলডার দামের, হাতলে সোনার রাক্ষসমূর্তি-যুক্ত সেকেলে' একটী ক্রীস্ বা তলওয়ার দেখালে, বড় লোভ হ'চ্ছিল সেটীর জন্য, এমনিই চমৎকার কাজ তার। সুরেন-বাবু এদেশের জরীর কাপড় নিলেন। মোষের চামড়ায় নিপুণ হাতে কাটা, রঙ্‌চঙে' wajang 'ওয়াইআঙ্' বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত

একটী চতুর্ভুজ শিবের মূর্তি আমি কিনলুম। টুরিস্ট্-এজেণ্ট রুসভেল্ট-এর আপিসে গিয়ে কিছু ফোটোগ্রাফ নিলুম। তারপরে জাহাজ-ঘাটায়। বেলা সাড়ে-এগারোটা, তখনও কবি বুলেলেঙ্-এ এসে পৌছন নি—এদিকে বারোটায় জাহাজ ছাড়বে। এমন সময়ে বলি-লম্বকের রেসিডেণ্ট শ্রীযুত কারোন্-সাহেবের সঙ্গে কবি এসে পৌছুলেন—রেসিডেণ্ট স্বয়ং তাঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছেন।

জাহাজে গোরু তোলা
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

বুলেলেঙ-এ জাহাজ থেকে বলিদ্বীপের দৃশ্য
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত)

আমরা নৌকো ক'রে জাহাজে চ'ড়লুম। ছোটো জাহাজ, নাম Van Neck 'ফান-নেক্'। K. P. M কোম্পানির জাহাজ, কবিকে নিয়ে যাচ্ছে সম্মানিত অতিথি-রূপে, আর আমাদের সকলকে আধা-ভাড়ায়। জাহাজ বারোটায় না ছেড়ে, ছাড়লে সেই বিকেল পাঁচটায়। এই কয় ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' মাল তুল্‌তে লাগ্‌ল। প্রায় চার শ' গোরু যাচ্ছে এই জাহাজে, যবদ্বীপে, লাল-লাল গোরুগুলি, বেশীর ভাগ নাক ফোঁড়া, চাষের কাজে লাগ্‌বে বোধ হয়। কপি কলে গোরুগুলিকে নৌকা থেকে জাহাজে তুলতে লাগ্‌ল। জাহাজের যাত্রীদের কাছে বিক্রী করবার জন্য পাতিমাও তার শিল্পদ্রব্যের পসার এনে ডেকের উপর সাজিয়ে' ব'সে গেল।

বিকালে জাহাজ ছাড়্‌ল। বলিদ্বীপের সবুজ পাহাড় আর তার না'রকেল-কুঞ্জ ক্রমে দূর হ'তে দূরতর হ'তে লাগ্‌ল। পশ্চিম থেকে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিগুলি পাহাড়ের উপরের গাছপালার শীর্ষদেশকে স্বর্ণাভ হরিৎবর্ণের ক'রে তুলেছে। আমাদের পক্ষ-কালের বলি-ভ্রমণ একটা মনোহর স্বপ্নবৎ মনে হ'তে লাগল ; যেন এ পৃথিবী ছেড়ে কিছু দিনের জন্য প্রাচীন ভারতের কল্পলোকের মধ্য দিয়ে আমরা বিচরণ ক'রে এসেছি। কাল সকালে যবদ্বীপে পৌছুবো, আমাদের দ্বীপময়-ভারত পর্যটনের তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে ; কিন্তু এত সুন্দর দেশ, সুন্দর নরনারী, মনোহর প্রতিবেশ—বোধ হয় আর চোখে প'ড়বে না।

প্রবর্ধমান সন্ধ্যার অন্ধকারে আর দূরত্বে ক্রমে বলিদ্বীপের পাহাড়ের রেখা অস্পষ্ট হ'য়ে এল', অদৃশ্য হ'য়ে গেল'। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিপূত ঐ দেশ দেখে আস্‌বার সৌভাগ্য কি আবার হবে ?

১৯। বলিদ্বীপ-ভ্রমণের পরিশিষ্ট—বলিদ্বীপে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান *

বলিদ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে যতটুকু সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে পাঠক-সমাজের নিকটে নিবেদন করিয়াছি। সর্বত্রই বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে—তাহাদের ধর্ম সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে—একটা সচেতন ভাব দেখিয়াছি। কারাঙ আসেমের রাজার বলিদ্বীপীয় শিল্পীদের দ্বারা ছবি আঁকানো, এবং সিমেণ্টে বলিদ্বীপীয় ঢঙে মূর্তি ঢালাই করিয়া নিজ গৃহে ব্যবহার, সর্বত্রই মহাভারতের সমস্ত পর্ব সম্পূর্ণ পাইবার আকাঙ্ক্ষা, 'পদণ্ড' ও 'পুঙ্গব'দের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চার পুনরুদ্ধারের জন্য ইচ্ছা; পৌরাণিক নাটকের লোকপ্রিয়তা, শবদাহ ও শ্রাদ্ধে প্রাচীন-কালের মতই ধারা করা, দেশে নানা ধর্মোৎসব,—এ সমস্তই, ইহাদের নিজ সংস্কৃতির প্রতি একটা প্রাণের টানের পরিচায়ক। কিন্তু জগতে কেবল অন্ধ আবেগের দ্বারা কোন কাজ হয় না; প্রাণের টানকে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সুদৃঢ় ও সার্থক করা যায়। বলিদ্বীপের লোকেরা এ বিষয়ে বিচারশীল, তাই তাহাদের মধ্যে নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস ও হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াইবার জন্য চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

সুখের বিষয়, সংস্কৃতি লইয়া এই আলোচনার কার্যে ডচ্ রাজা ও বলিদ্বীপীয় প্রজা উভয়ের মধ্যে পরা সহযোগ দেখা যাইতেছে। ডচ্ জাতি ভাষায় এবং কতকটা রক্তে ইংরেজদের জ্ঞাতি, বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তারে ইহারা ইংরেজদের মতনই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, এবং জ্ঞানের চর্চায় ইহারা ইংরেজদের চেয়ে কোনও অংশে কম নহে—বরঞ্চ ইংরেজ অপেক্ষা ইহারা জরমানদের মত বেশী করিয়া জ্ঞানের সেবক। দ্বীপময় ভারতের নৈসর্গিক ও মানব-সংস্কৃতি-মূলক উভয়বিধ সংস্থা ডচ্ সরকারের উৎসাহে ডচ্ পণ্ডিতেরা অতি সুন্দর-ভাবে চর্চা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপীয় বা আধুনিক সভ্যতার যেটী প্রধান অনুপ্রাণনা—জানিবার জন্য কৌতূহল—তদ্দ্বারা ডচেরা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত, এবং এই কৌতূহলের ফলেই, ইহাদের দ্বারা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতির প্রাচীন কথা লইয়া অনুসন্ধান ও গবেষণা।—এবং এই গবেষণার ফলে আমরাও উপকৃত হইয়াছি, আমাদের আত্মপরিচয় ঘটাইতে ডচ্ জাতির অনুসন্ধিৎসা কম সাহায্য করে নাই। আমাদের ভারতকে সম্পূর্ণ-ভাবে জানিতে হইলে যে ভারতের বাহিরেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে—ভারতের সীমা যে কেবল জম্বুদ্বীপ বা আজকালকার India-তেই নিবদ্ধ নহে—এই জ্ঞান, আংশিক-ভাবে ডচ্ পণ্ডিতদের আলোচিত দ্বীপময় ভারতের কথা হইতে আমরা লাভ করিয়াছি।

বলিদ্বীপে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে, সেখানকার কতকগুলি স্থানের অভিজাত- ও পণ্ডিত-সমাজে একটু সাড়া পড়িয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার আগমনে বহু শত বৎসর পরে আবার যেন নূতন করিয়া ভারত ও বলীর মধ্যে যোগ-সূত্র স্থাপিত হইল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ভ্রমণের পরে এ যোগ-সূত্রকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে তাদৃশ কোন চেষ্টা হইতে পারিল না। আমরা নিজের দেশেই নানা দিকে বিপন্ন হইয়া রহিয়াছি, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত, উদ্বেগপূর্ণ, এইরূপ ক্ষেত্রে, এই প্রকারের যোগ-স্থাপনের জন্য আমাদের ব্যাকুলতা না হইলে তাহা অবস্থাগতিকে মার্জনীয়। কিন্তু তথাপি এবিষয়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ও সংস্কৃতির অংশ হিসাবে কিছু দৃষ্টি আমাদের দেওয়া উচিত।

---

* ১৩৩৭ সালের মাঘ মাসের সংখ্যার 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের পরে, ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ ও চীনভাষাবিৎ পণ্ডিত আচার্য শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি বলিদ্বীপে যা.। ইনি সেখানকার পদণ্ডগণের নিকট হইতে বহু সংস্কৃত মন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। বলী হইতে ফ্রা. ফিরিবার পথে, ইনি কলিকাতায় আসেন, শান্তিনিকেতনেও যান। ইঁহার নিকটে এই-সব মন্ত্র দেখি। বড় আনন্দের কথা, এগুলিকে শুদ্ধ পাঠ সহ তিনি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; শুনিতেছি, বড়োদা হইতে 'গায়কবা. প্রাচ্য পুস্তকমালা'-য় শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

বলিদ্বীপে ও যবদ্বীপে অবস্থান কালে কতকগুলি ডচ্ পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। ইঁহার এক প্রকার অনন্যকর্মা হইয়া বলিদ্বীপের সংস্কৃতি লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে Dr. R. Goris গোরিস এর কথা আমার বলি-ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। আর একজন পণ্ডিত হইতেছেন Dr. W. A. Stutterheim ষ্টুটারহাইম্—যবদ্বীপে ইঁহার সহিত আলাপ হয়। এবং তৃতীয় পণ্ডিত একজন হইতেছেন Dr. Pigeaud পিঝো। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন আছেন। দেখিয়া আনন্দ হইয়াছিল, যেমন একদিকে ডচ্ সরকার ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন, অন্য দিকে তেমনি বলীর পুঙ্গব বা রাজারাও সাহায্য করিতেছেন। বলী ও লম্বক দ্বীপদ্বয়ের প্রধান ডচ্ রাজপুরুষ—ঐ দুই দ্বীপ লইয়া যেন একটী জেলা, জেলার রেসিডেন্ট বা প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত L. J. J. Caron কারোন এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বলি-ভ্রমণের পরে এক বৎসরের ভিতরে ডচ্ সরকারের ও বলিদ্বীপীয়গণের মিলিত চেষ্টায়, উক্ত দ্বীপের সাহিত্য ইতিসাস ধর্ম ও সাধারণ সংস্কৃতি লইয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য, এবং যথা-সম্ভব বলিদ্বীপের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় ও উন্নতিশীল করিবার জন্য, একটী পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে, সে বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু বলিব।

বলিদ্বীপীয়দের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কারোনের সহানুভূতি ও প্রীতির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিগত ১৯২৮ সালের জুন মাসে ইঁহারই চেষ্টায় বলিদ্বীপে একটী সভা আহূত হয়, এই সভায় স্থির হয় যে F. A. Liefrinck লীফ্‌রীঙ্ক্ ও Dr. H. Neubronner van der Tuuk ফান্-ডের্-ট্যূক্, এই দুই জন ডচ্ পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটী স্থায়ী সংস্থান প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। এই দুই পণ্ডিত বলিদ্বীপীয় ইতিহাস, সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য লইয়া প্রথম আলোচনা আরম্ভ করেন, এই বিষয়ে তাঁহারা অগ্রণী ছিলেন। যে সংস্থান স্থাপিত হইবে, স্থির হয় যে তাহাতে মুখ্যতঃ বলিদ্বীপীয় প্রাচীন তাল-পাতার পুঁথি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইবে। কিন্তু এইরূপ সংস্থান কেবল পুঁথি-সংগ্রহ কার্যেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না—স্থানীয় সংস্কৃতির সকল দিক্-ই ইহাতে আলোচিত ইহতে বাধ্য। এই সভা বা পরিষৎ স্থাপন করা স্থির হইলে, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে দ্বীপময় ভারতের কথা লইয়া গবেষণা করিতেছেন যে সকল ডচ্ পণ্ডিত, তাঁহারা তো প্রথম হইতেই যোগদান করিলেন, তাঁহারা এখন এই সভা লইয়া সম্পুর্ণ শক্তির সহিত কাজ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন ; এতদ্ভিন্ন, বলিদ্বীপের অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ডচ্ সরকার হইতে যথাযোগ্য আর্থিক সহায়তাও পাওয়া গিয়াছে। এই সভা যেন বলিদ্বীপের পক্ষে আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বা এশিয়াটিক্-সোসাইটী-অভ্-বেঙ্গল-এর মত একটী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে প্রাচীন পুঁথির ও ভাস্কর্য এবং অন্য শিল্পের নিদর্শন সংগৃহীত হইতেছে, এবং পণ্ডিতদের দ্বারা নিয়মিত ভাবে পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে। এই সভা এখন আবাস-গৃহ পাইয়াছে, ইহার নাম-করণও হইয়াছে। বলিদ্বীপের রাজধানী সিংহরাজায় একটী ছোট কিন্তু বেশ কার্যোপযোগী বাড়ী সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে ; আগুন লাগিলেও পুড়াইতে পারিবে না এমন একটী ঘর এই বাড়ীতে আছে, সেখানে সংগৃহীত পুঁথিগুলি রাখা হয়। ১৯২৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে নেদার্‌লাণ্ড্‌স্-ইণ্ডিয়ার লাট-সাহেব শ্রীযুক্ত De Graeff ডে-গ্রেফ এই পরিষৎ-গৃহ সাধারণের জন্য উন্মোচন করেন। উহার স্থাপনের বৎসর—খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৮-এ ১৮৫০ শকাব্দ হয় (বলী ও যবদ্বীপে আমাদের শকাব্দ ব্যবহৃত হয়)—'চন্দ্রসংকাল' রীতিতে

...এর দ্বারায় গৃহের দ্বারদেশে অঙ্কিত হইয়াছে—আমাদের 'একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ'র মত,—মানুষ (১), হাতী (৮—অষ্টদিগ্‌গজ), বাণ (৫—পঞ্চবাণ) ও মৃত দেহ (০—শূন্য)—এই কয়টী চিত্রে ১৮১০ শক জ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রবেশ-তোরণের দুই দিকে সীতা ও রামের মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই প্রতিষ্ঠানের নাম করণ হয় ডচ্ ভাষায়—Stichting Liefrinck-Van der Tuuk—ডচ্ শব্দ Stichting 'স্টিখ্‌টিং'-এর অর্থ 'প্রতিষ্ঠান'। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের নামে বলিদ্বীপীয় ভাব দিবার জন্য একজন বলিদ্বীপীয় রাজার প্রস্তাবে (এই রাজাটী হইতেছেন I Goesti Poetoe Djilantik, ই গুস্তি পুতু জিলান্তিক, বুলেলেঙের জমীদার), ডচ্ শব্দের পরিবর্তে বলিদ্বীপীয় ভাষায় ব্যবহৃত Kirtya 'কীর্ত্য' শব্দটী গৃহীত হইয়াছে ; এই শব্দটী আমাদের সংস্কৃত 'কীর্তি' শব্দেরই বিকার—বলিদ্বীপীয় ভাষায় শুদ্ধ রূপে সংস্কৃত 'কীর্তি' শব্দের ব্যবহার নাই, ইহাদের ভাষায় শব্দটী দাড়াইয়াছে 'কীর্ত' বা 'কীর্ত্যে'। এখন প্রতিষ্ঠানটীর নাম এইরূপ হইয়াছে Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk—অর্থাৎ 'লীফ্‌রিঙ্ক্‌-ফান্ ডের টূ্যক্ কীর্তি'।

'লীফ্‌রিঙ্ক্‌-ফান্ ডের-টূ্যক্ কীর্তি'র প্রবেশ দ্বার

স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই 'কীর্তি'-তে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পুঁথি-সংগ্রহ চলিতেছে, এবং গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলির প্রণয়নে ডচ্ ও বলিদ্বীপীয় পণ্ডিতেরা মিলিয়া কাজ করিয়াছেন ; 'কীর্তি'-তে যে ভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অনুসন্ধান ও অনুশীলন চলিতেছে, সে সম্বন্ধে এগুলি হইতে একটা ধারণা করা যাইবে। এতাবৎ 'কীর্তি'-র Mededeelingen বা অনিয়মিত সাময়িক পত্রিকা দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে ; Kidung Pamancangah 'কিদুঙ্ পমঞ্চগাঃ' নামে একখানি বলিদ্বীপীয় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ—রোমান অক্ষরে ডচ্ টীকা-টিপ্পনী সমেত C. C. Berg কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দুই খণ্ডে Dr. Stutterheim প্রকাশ করিয়াছেন বলিদ্বীপের Pedjeng পেজেঙ্ রাজ্যের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীন বস্তুর বিবরণী ও চিত্রাবলী (Oudheden van Bali – Het oude Rijk van Pedjeng)—প্রথম খণ্ডে প্রাপ্ত বস্তুর বর্ণনা, প্রাচীন লেখের সম্পাদন, ও বলিদ্বীপের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় আছে, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, প্রায় ১৩০ খানি চিত্র ও নকশা। (এই প্রবন্ধে ডক্টর ষ্টুটারহাইমের বই হইতে গৃহীত প্রাচীন বলিদ্বীপের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিল্পের কতকগুলি নিদর্শন প্রকাশিত হইল ; এগুলি হইতে বলিদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু কীর্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।)

ডক্টর খোরিস্ 'কীর্তি'-র পুঁথি-সংগ্রহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন, এবং তিনিই ইহার প্রাণ-স্বরূপ। সমগ্র বলী ও লম্বকে পুঁথির জন্য রীতি-মত অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রাচীন পুঁথি পাইলে 'কীর্তি'-তে সংগৃহীত তো হইতেছে, এতদ্ভিন্ন নিয়মিত-ভাবে প্রাচীন পুঁথির নকলও করিয়া রাখা হইতেছে। সমস্ত পুঁথি তাল-পাতার, লোহার লেখন দিয়া খুদিয়া লেখা ; উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-ভারতের পুঁথির মতন। আবার সচিত্র পুঁথিও পাওয়া যায়—উড়িষ্যার মত, তাল-পাতার উপরে ঐ লোহার লেখন দিয়া আঁচড় কাটিয়া অতি সুন্দর ছোটো চিত্রে ভরা পুঁথি বলিদ্বীপে খুব আছে। এই-সব সচিত্র পুঁথিরও নকল হইতেছে, এবং এজন্য 'কীর্তি'-কর্তৃক চিত্রকর নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত খোরিস্ আমায় চিঠি লিখিয়াছেন ; পুঁথি-সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—"কি ভাবে আমি পুঁথি-সংগ্রহ করিতেছি জানেন ? বলিদ্বীপে প্রায় চল্লিশজন 'পুঙ্গব' বা রাজা আছেন ; প্রথমতঃ 'কীর্তি'-র পক্ষ হইতে তাঁহাদের অনুরোধ করিয়া জানাই যে, তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে কাহার কাছে কি পুঁথি আছে তাহার যেন একটী তালিকা করিয়া পাঠান। এই-সকল

তালিকা হইতে কতকগুলি পুঁথির নাম বাছিয়া লওয়া হয়, পরে নির্বাচিত পুঁথির তালিকা পুঙ্গবদের কাছে প্রত্য
হয়। তাহার পরে কোনও সময়ে কোনও স্থান
বিশেষে গিয়া নির্বাচিত পুঁথিগুলি আনাইয়া দেখা
করিয়া লই, এবং সেগুলি নকলের উপযুক্ত কিনা
পরীক্ষা করিবার জন্য 'কীর্তি'-তে লইয়া আসি।
সম্পূর্ণ থাকিলে এবং ভালো করিয়া লেখা হইলে
বলিদ্বীপের নানাস্থানে ভালো পুঁথি-লেখক যাঁহারা
আছেন তাঁহাদের কাছে অনুলিখনের জন্য পাঠাইয়া
দেই, 'কীর্তি'-র তহবিল হইতে তাঁহাদের পারিশ্রমিক
দেওয়া হয়। নকলের পরে, মূল পুঁথিগুলি মালিক
দের নিকটে ফেরত পাঠানো হয়, এবং নকলগুলি
'কীর্তি'-র পুঁথি-শালায় রক্ষিত হয়।......আমার

'কীর্তি'-র বা পুঁথি-শালা

প্রথমটায় চাই—যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ একটী পুঁথির সংগ্রহ গড়িয়া তোলা। তাহার পরে আবশ্যক—প্রথম, বলিদ্বীপীয় ও প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের একটী নূতন ও উপযোগী তালিকা রচনা করা; দ্বিতীয়তঃ—যে বইগুলি আবশ্যক বা মূল্যবান্, ডচ্ অনুবাদ ও টিপ্পনীর সহিত রোমান অক্ষরে শীঘ্র-শীঘ্র সেগুলিকে ছাপাইয়া ফেলা। যতগুলি পারা যায় মূল্যবান্ পুস্তক (বিশেষতঃ ধর্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক) ধরিয়া ছাপাইবার পক্ষে এই-ই হইতেছে প্রশস্ত সময়।"

প্রথম সংখ্যা Mededeelingen বা সাময়িক পত্রিকায় 'কীর্তি'-র সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ (ইনি বলি-দ্বীপীয়, ইহার নাম Njoman Kadjeng ঞোমান্ কাজেঙ্) ডচ্ ভাষায়, বলিদ্বীপীয় পুঁথির শ্রেণী-বিভাগ ব্যপদেশে বলি-ভাষার সাহিত্যের একটী প্রাথমিক দিগ্‌দর্শন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণী-বিভাগে বলিদ্বীপীয় গ্রন্থনিচয়কে তিনি ছয়টী মুখ্য শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন; (১) বেদ—বেদ অর্থে, মন্ত্র ও পূজার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পুঁথি; (২) আগম—আমাদের ধর্ম-শাস্ত্র ও নীতি-গ্রন্থ লইয়া; (৩) Wariga বারিগ—জ্যোতিষ, দেবতাদের উপাখ্যান, ব্যাকরণ, ছন্দ, 'স্মর-তন্ত্র' এবং 'উসদ' (অর্থাৎ কাম-শাস্ত্র এবং 'ঔষধ' বা চিকিৎসা-বিদ্যা), ও অন্যান্য বিদ্যা; (৪) ইতিহাস—ইহার অন্তর্গত, রামায়ণ ও মহাভারতের

বোধিসত্ত্ব-মূর্তি (ভারত-বলী যুগের)

অনুবাদ,—গদ্যে (Parwa ‘পর্ব’) ও পদ্যে (Kakawin ‘ককবিন্’); এবং প্রাচীন যবদ্বীপের রাজকাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য; (৫) Babad ‘ববদ্’ বা গদ্য ইতিহাস, ও (৬) ‘তন্ত্রি’, বলিদ্বীপীয় ভাষায় কামন্দক প্রভৃতি নীতি-শাস্ত্রের অনুবাদ, এবং নীতি-বিষয়ে বলিদ্বীপীয়দের মৌলিক রচনা।) এই ছয়টী মুখ্য শ্রেণী ও তাহাদের উপশ্রেণীতে ৯০০ এর উপর বিভিন্ন পুঁথির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্তই বলিদ্বীপীয় ভাষার পুঁথি। এতদ্ভিন্ন, বলিদ্বীপে সংস্কৃত পুঁথি (বলী বা যবদ্বীপীয় অক্ষরে লেখা) কিছু-কিছু আছে। কারেঙ-আসেম-এ অবস্থান-কালে সেখানকার রাজার কাছে তান্ত্রিক দর্শন ও সাধন সম্বন্ধে একখানি পুঁথি লইয়া রবীন্দ্রনাথকে আলোচনা করিতে হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। এইরূপে আশা করা যায় যে, খুব অসাধারণ কোনও সংস্কৃত বই বলিদ্বীপে পাওয়া না গেলেও, মূল্যবান্ বা অজ্ঞাত বা লুপ্ত কোন ছোটো-খাটো বই মিলিতে-ও পারে।

সাময়িক পত্রিকাটীর দ্বিতীয় খণ্ডে ‘কীর্তি’-র পুঁথি-সংগ্রহের একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মূল ও অনুলিপন দুইয়ে মিলিয়া ২৫০-এর উপর পুঁথি ইহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। কতক পুঁথি লম্বকদ্বীপ হইতে আসিয়াছে। লম্বকদ্বীপ বলির পূর্বেই। এখানকার লোকেদের Sasak ‘সাসাক্’ বলে। ইহারা বলিদ্বীপীয়দের জ্ঞাতি স্থানীয়, কিন্তু এখন ইহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। বলিদ্বীপীয়েরা লম্বক জয় করিয়া সাসাক্‌দের উপর রাজত্ব করিত। ‘সাসাক’ ভাষার পুঁথিও সংগৃহীত হইতেছে।

শিব (ভারত-বলী যুগ)

পুঁথি-সংগ্রহের ভার যেমন ডাক্তার খোরিস গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্নদ্রব্য-সংগ্রহ ও প্রাচীন লেখ উদ্ধার এবং প্রাচীন স্থান খুঁড়িয়া আবিষ্কারের ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ষ্টুটার্‌হাইমের উপরে। যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি একজন সর্বত্র-সমাদৃত বিশেষজ্ঞ। ইহার নানা পুস্তক ও প্রবন্ধাদি আছে। যবদ্বীপে সুরকর্ত নগরের ইনি একটী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। এখানে যবদ্বীপীয় ছেলেমেয়েদের বিশেষ-ভাবে যবদ্বীপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়; ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়টী যবদ্বীপের Arts University-তে রূপান্তরিত হইবে আশা করা যায়। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার ‘দ্বীপময় ভারত’ যবদ্বীপ-প্রসঙ্গে বলিব। শ্রীযুক্ত ষ্টুটার্‌হাইমের ‘চিত্রে যবদ্বীপের ইতিহাস’ বইখানিতে, বহু প্রাচীন ভাস্কর্য ও অন্য শিল্প বস্তুর সাহায্যে, যবদ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের বেশ চমৎকার একটী ধারণা করাইয়া দেয়। এই বইখানি বাতাবিয়া হইতে ডচ্, মালাই, যবদ্বীপীয় ও ইংরেজী—এই কয়টী বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। ‘কীর্তি’-র মারফৎ ইনি বলিদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত করিতেছেন। পেজেঙ-নামক স্থানে অনেকগুলি সংস্কৃত ও বলিদ্বীপীয় ভাষায় প্রাচীন লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই লেখগুলি বেশীর ভাগই বৌদ্ধ, শৈব এবং শাক্ত মন্ত্র ও পূজা-পদ্ধতি লইয়া। বৌদ্ধ ‘যে ধর্মা হেতুপ্রভবা’ মন্ত্র আছে; আবার বিকৃত সংস্কৃতে অন্য মন্ত্র বা নমস্কার আছে;—যথা, ‘নমঃ ত্রয়সর্বতথাগত তদপগস্তং জল জল ধমধা আল সংহর সংহর আয়ুঃ সংসাধ সংসাধ সর্বসত্ত্বানাং

পাপং সর্বতথাগত সমন্তা ষ্ৰীথ বিমল শুদ্ধ স্বাহা।' কতকগুলি লেখ বেশ বড়; অধিকাংশই ভগ্ন ও অস- অবস্থায়। অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয়বিধ ধর্মের। বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ, শিব, মহিষমর্দিনী, গণেশ ইত্যাদির মূর্তি আছে। এতদ্ভিন্ন, বলিদ্বীপীয় রাজা রাণী প্রভৃতিরও মূর্তি আছে, মণ্ডন-শি- অঙ্গীভূত নারীমূর্তিও আছে। যবদ্বীপে যে রীতির মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, এগুলি সেই রীতির; তবে বলিদ্বী- বৈশিষ্ট্যও আছে। শ্রীযুক্ত ষ্টুটারহাইমের বইয়ে তাঁহার অনুসন্ধানের প্রথম ফল স্বরূপ এই মূর্তিগুলির চি- প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসী এবং হিন্দুর পক্ষে এই বইয়ের চিত্রাবলী আনন্দের সহিত স্বীকর্তব্য। শ্রী- ষ্টুটারহাইম বলিদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসের কাঠামো দিয়াছেন। বলিদ্বীপের শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে তি- তিনটী মুখ্য যুগে বিভাগ করিয়াছেন; [১] ভারত-বলী যুগ, খ্রীষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতক পর্যন্ত; এই যুগে- পূর্বেকার কোনও লিপি বা লেখ এ-তাবৎ বলিদ্বীপে পাওয়া যায় নাই; এই সময়ের শিল্পে ভারতীয় প্রভাব বিশে- স্পষ্ট, এ সময়ের শিল্প সমকালীন যবদ্বীপীয় ভাস্কর্যেরই মতন; [২] প্রাচীন-বলী যুগ, খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১৩শ শতক পর্যন্ত, এই সময়ে বলিদ্বীপীয়দের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতেছে দেখা যায়, [৩] মধ্য-বলী যুগ, খ্রীষ্টীয় ১৩শ—১৪শ শতক, ও তৎপরে [৪] নবীন- বা অর্বাচীন-বলী যুগ। প্রদর্শিত চিত্রগুলি হইতে বলিদ্বীপের প্রাচীন শিল্পের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নারী-মূর্তিময় পয়ঃ-প্রণালী (প্রাচীন-বলী যুগ)

মহিষ-মর্দিনী দুর্গা (প্রাচীন-বলী যুগ)

'কীর্তি' পরিষৎ বলিদ্বীপের প্রাচীন কীর্তির আলোচনার জন্য যাহা করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। বলিদ্বীপের প্রাচীন কীর্তি আংশিক ভাবে ভারতের বলিয়া, আমরাও তাহার দাবী করিতে পারি। বলিদ্বীপের লোকেরা, সংস্কৃত-ভাষা যাহার বাহন সেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মকে এখনও মানিয়া থাকে।

পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আমাদের রিক্থ কাল-ধর্মে কোথাও আর অবিকৃত নাই—না বলিদ্বীপে, না ভারতে; তবে ভারতে প্রাচীনের সঙ্গে সংযোগের সূত্র অবশ্য কখনও ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু বলিদ্বীপের কতকগুলি বিষয় এখনও সুরক্ষিত আছে, ইহা নিশ্চিত। প্রাচীন ভারতের স্বরূপ জানিতে হইলে এই জিনিসগুলিরও চর্চা অপরিহার্য হইবে। 'কীর্তি' এই কার্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, ইহার কর্তব্য-ভারে আমাদেরও অংশ গ্রহণ করা উচিত। বহির্ভারতের বা বৃহত্তর ভারতের কথা হইতে আমাদের প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে অনেক খবর জানিতে পারিব। ভারতবাসীর পক্ষে এই জন্য 'কীর্তি'-র সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা ও ইহার সহায়তা করা উচিত। অবশ্য 'কীর্তি' হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভাষা (ডচ্, মালাই, বলিদ্বীপীয়) আমরা বুঝিব না; কিন্তু দ্বীপময় ভারতের সহিত ভারতের যোগ আলোচনা করিতে গেলে, এই সকল ভাষা (অন্ততঃ ডচ্) অপরিহার্য হইবে।

রাণী বা রাজপুত্রীর মূর্তি (মধ্য বলী যুগ)

'কীর্তি' যে কেবল বলিদ্বীপের প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষণ ও প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, তাহা নহে। মৃত অতীতকে লইয়া যে অনুসন্ধান, তাহাকে জীবিত বা আধুনিক কালের জন্যও সার্থক এবং কার্যকর করাও ইহার উদ্দেশ্য। বলিদ্বীপীয় ভাষায় সাহিত্য ও জ্ঞান প্রচার করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। মুখ্যতঃ, বলি-ভাষায় একখানি নিয়মিত সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করা হইবে। এইরূপে 'কীর্তি' বলিদ্বীপের সংস্কৃতির পুনর্জাগৃতি বিষয়ে সহায়ক হইবে। যদি এই কার্য সংঘটিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ডচেরা আসিয়া বাস্তবিকই বলিদ্বীপের উন্নতি করিলেন, এবং বলিদ্বীপীয়দের জন্য এই 'কীর্তি' পরিষৎ, ডচ্ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইল। 'ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি'—ধর্মদান অন্য সব দানকে জয় করে; নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন যদি বলিদ্বীপীয়েরা করিতে পারে, তাহাতেই তো তাহাদের জাতির ধর্ম রক্ষা হইল। এই সম্পর্কে ডাক্তার গোরিস্ আমায় লিখিয়াছেন (১৯৩০ সালের জুলাই মাসে):—

"আর একটী কথা শুনিয়া আপনি খুশী হইবেন, আমরা শীঘ্রই বলি-ভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিব। ইহাতে বলিদ্বীপের সংস্কৃতি, ধর্ম, শিল্পকলা ও সাহিত্যের আলোচনা থাকিবে। পত্রিকার জন্য গ্রাহক-সংগ্রহ করা হইতেছে, এবং বহু সহযোগী (ইহারা সকলেই বলিদ্বীপীয়) ইতিমধ্যেই তাঁহাদের সাহায্য দানে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, অনেকে তাঁহাদের প্রবন্ধও পাঠাইয়া দিয়াছেন। বেশীর ভাগ গ্রাহকেরা চাহেন যে, মাসিকখানি বলিদ্বীপের অক্ষরেই মুদ্রিত হয়। সেইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে, আংশিক-ভাবে এই অক্ষরেই মুদ্রণ করা হইবে। অক্ষরের জন্য ইতিমধ্যে হলাণ্ডে অর্ডার পাঠানো হইয়াছে। বোধ হয় মাস দুইয়ের মধ্যে এই নূতন মাসিক প্রকাশিত হইবে—

বলি-ভাষায় ও মালাইয়ে—বলি-ভাষার অংশ খানিকটা বলিদ্বীপীয় অক্ষরে ছাপানো হইবে (বাকীটুকুন রোমানে)।" শ্রীযুক্ত খোরিস আরও লিখিয়াছেন, "আজকালকার বলিদ্বীপীয়েরা সত্যকার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সচেত ঔৎসুক্য পোষণ করে—ওদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) প্রাচীন ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প যাহা বিদ্যমান আছে সে সম্বন্ধে জানিতে চাহে। সুতরাং, হিন্দু সংস্কৃতি বিষয়ে আধুনিক অভিমত—বলিদ্বীপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ভাবের আদান-প্রাদন—বিষয়ে, সত্যসত্যই এদেশের লোকেদের খুব উৎসুক দেখা যায়।"

'কীর্তি'-তে ইতিমধ্যেই শ্রীযুক্ত খোরিস সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। চারিজন বলিদ্বীপীয় ছাত্র খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গীতার ডচ্ অনুবাদ আছে, বলিভাষাতেও মূল সংস্কৃত সহ তাহার অনুবাদ প্রকাশ, আশা করা যায় এই 'কীর্তি' হইতেই হইবে। ইহাদ্বারা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থের সহিত বলিদ্বীপীয়দের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবে। অন্যান্য সংস্কৃত বইয়েরও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। ডচ্দের সাহায্যে বলিদ্বীপীয়েরা নিজেরাই লাগিয়া গিয়াছে; আর, আমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত শিক্ষক পাঠাইবার কথা চাপা পড়িয়া গেল, সম্ভবপর হইল না। যিনি এ বিষয়ে বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে কার্য করিবেন, তাঁহাকে তন্ত্র জানিতে হইবে, এবং তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া যাইতে হইবে। ওখানে রামায়ণ মহাভারত বুঝে, পূজা

গণেশ (মধ্য-বলী যুগ)

চতুর্মুখ মূর্তি (চতুঃকায়)—শিবের ত্রিনেত্র, বিষ্ণুর শঙ্খ ও ব্রহ্মার পুস্তক সহ (মধ্য-বলী যুগ)

হোম বুঝে,—কিন্তু আর্যসমাজী বা অন্য কোনও আধুনিক মতবাদ উহারা বুঝিবে না। এখনই কোনও আধুনিক ভারতীয় মত-বাদ বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে প্রচার করিতে গেলে, সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। উহাদের দেশে যে ভাবে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছে, তাহাকেই পূর্ণ-ভাবে মানিয়া লইয়া, তাহার মধ্য দিয়া, আমাদের উভয় জাতির সংস্কৃতির ও ধর্মের চিরন্তন আদর্শ ও সত্যগুলিকে শিক্ষা দিতে পারা যায়। খ্রীষ্টান মিশনরিদের মতন আলোক-দানের স্পর্ধা লইয়া, Superiority Complex-এর বশবর্তী হইয়া বলিদ্বীপে সংস্কৃত-শিক্ষক যেন না যান। যাওয়ার অন্তরায়ও অনেক। ডচ্ সরকারের অনুমোদন না হইলে কিছুই হইবে না, এবং মালাই ও বলিভাষায় তথা ডচে কিঞ্চিৎ জ্ঞান-ও দরকার। মোট কথা—Historical Sense বা ইতিহাস-বোধ যাহার নাই, এমন ব্যক্তি কোন উপকার করিতে পারিবেন না।

বলিদ্বীপে ইংরেজী-জানা দুই-চারিজন শিক্ষিত লোক আছেন। ডাক্তার গোরিস লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বই পাইলে, ইহাদের সাহায্যে উপযোগী পুস্তক বা প্রবন্ধ বলিভাষায় বা মালাইয়ে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করা যায়—ইহাদ্বারা বলিদ্বীপীয়গণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ যে যে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন বা জ্ঞান-সাধনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে খবর পাইবে। এই সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে বা সম্পূর্ণ অনুবাদে বলিভাষার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে, এবং যে পুস্তক বা প্রবন্ধ হইতে এই সকল অনুবাদ বা সার সংকলন গৃহীত হইবে, তাহার পূর্ণ উল্লেখ থাকিবে।"

পাটনায় বিগত নিখিল-ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের (ষষ্ঠ) সম্মিলনীতে 'কীর্তি'-র কার্যাবলীর প্রতি আমাদের দেশের প্রাচ্যবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সম্মিলনীতে 'কীর্তি'-র প্রতি স্বাগত ও অভিনন্দন বাণী জ্ঞাপন করিয়া এবং 'কীর্তি'-র সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য ভারতের তাবৎ প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনা-কারী মণ্ডলীর নিকট অনুরোধ জানাইয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'কীর্তি'-র সহিত পুস্তকাদি বিনিময়ের ব্যবস্থা তাবৎ মণ্ডলী করিতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এইরূপ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। 'কীর্তি'-র বাৎসরিক চাঁদাও খুব বেশী নহে—টাকা আট-নয়ের অধিক হইবে না। ইহার ঠিকানা—Kirtya Liefrinck-Van der Tuuk, Singaradja, Bali, Netherlands India. আশা করি ভারতবর্ষ হইতে যথাযোগ্য সাহায্য লাভে এই নবীন পরিষৎ বঞ্চিত হইবে না॥

২০। যবদ্বীপ—সুরাবায়া

শুক্রবার, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭।

জাহাজে একজন জরমান ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি দ্বীপময় ভারতে অনেক দিন ধ'রে আছেন, এদেশের ধর্ম, রীতি-নীতি পুরাণ গল্প-কথা এই-সব খুব চর্চা ক'রেছেন, এবিষয়ে বই-ও লিখেছেন। বলিদ্বীপের নানা ধর্ম-বিশ্বাসের কথা সামাজিক রীতির কথা ব'ললেন। জারমান ডাক্তার Krause-র প্রকাশিত বলিদ্বীপ সম্বন্ধে যে বই আছে—তাতে বলিদ্বীপের লোকজনের নানা ছবি আছে,—সেই বইয়ের দ্বারা বলিদ্বীপের অনিষ্ট হ'চ্ছে ব'লে তিনি মনে করেন—টুরিস্টের দল এই বই দেখে, বলিদ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে আস্‌ছে, আর তাতে ক'রে বলিদ্বীপীয়দের একটা অবনতি ঘ'টতে সাহায্য ক'র্‌ছে।

সকাল আটটায় আমাদের জাহাজ Soerabaja সুরাবায়ার বন্দরে লাগ্‌ল। সস্ত্রীক সকন্যক যে ডচ্ ব্যার… আমাদের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আর অন্য সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। জেটিতে কবি… স্বাগত করবার জন্য খুব ভীড় হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত মদনলাল ঝাম্ব, শ্রীযুক্ত লোকুমল, আর অন্যান্য ভারতবাসী ছিলেন— এঁদের কথা আগে ব'লেছি। সুরাবায়ায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল একজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে। পূর্ব-যবদ্বীপে শূরকর্ত নগরে Mangkoenogoro মঙ্কুনগরো উপাধি-যুক্ত এক রাজা আছেন। এখনকার মঙ্কুনগরো হ'চ্ছেন সপ্তম মঙ্কুনগরো। এঁর পূর্বে যিনি মঙ্কুনগরো ছিলেন, তিনি এই রাজপদ ত্যাগ করেন। উপস্থিত তিনি সুরাবায়াতে বাস করেন, আর তাঁর-ই অতিথি হ'য়ে আমরা সুরাবায়াতে ছিলুম। কেন ইনি পদত্যাগ করেন তা সঠিক জান্‌তে পারি নি, তবে শুনেছিলুম, ডচ সরকারের সঙ্গে নানা বিষয়ে এঁর মতের অমিল হ'য়েছিল। তবে এখন ডচেদের ব্যবহারে, আর সুরাবায়ার এঁর প্রতিষ্ঠা থেকে, এই মতান্তরের কথা টের পাবার জো নেই। এই ষষ্ঠ মঙ্কুনগরোর পুত্র শ্রীযুক্ত Raden M. Harjo Soejono (আর্য-সুযান)—ইনি জাহাজ-ঘাটায় আমাদের আন্‌তে গিয়েছিলেন। আগেকার বারে এঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হ'য়েছিল। Palmenlaan বা 'তালবীথি' নামে বড়ো রাস্তার উপর ১৯-২১ সংখ্যক বৃহৎ বাড়ীতে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরো বাস করেন, এখানে কবিকে আর আমাদের নিয়ে গেল। শ্রীযুক্ত ঝাম্বের লোকেদের সাহায্যে আমাদের মাল-পত্র জাহাজ থেকে উদ্ধার ক'রে আনা গেল। শ্রীযুক্ত সুযানের এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হ'ল, এঁর নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত Soetomo সুতম।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে' নানা মহলে এঁদের বাড়ী। ঘরগুলি সাধারণতঃ এক-তালার, কতকগুলি ঘর দো-তালার, হাল্‌কা-ভাবে তৈরী। একটী মহল আমাদের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। দ্রেউএস্ এক হোটেলে উঠ্‌লেন, বাকী সবাই এখানে রইলুম। সারি সারি কতকগুলি এক-তালার ঘরে আমরা থাকতুম—আর কবির জন্যে আলাদা মহলে দু-তালার ঘর ঠিক করা ছিল। অতিথিদের জন্য ঘরগুলি সমস্ত আবশ্যক জিনিসে সুসজ্জিত, স্নানাদির ব্যবস্থা-ও বাড়ীটীতে সুন্দর ছিল। আমাদের লাগোয়া শ্রীযুক্ত সুযানের বাসের মহল। মস্ত এক আঙিনা। তার ধারেই একটী ছোটো বাড়ী, তাতে গুটী কতক ঘর,—তারি একটী বড়ো ঘরে শ্রীযুক্ত সুযানের বৈঠকখানা; আর এই ঘরগুলির সামনেকার আঙিনা-মুখী প্রশস্ত দালান বা রোয়াকে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হ'ত; আর গাছের কেয়ারীর মধ্যে সিমেন্টের-পথ-করা গাছ-পালায় ঢাকা পাখীর ডাকে মুখরিত আঙিনার সামনে এই দালানটীর একটী পাশে ব'সে দুপুরবেলা শ্রীযুক্ত সুযানের স্ত্রী সেলাই-টেলাই ক'রতেন, বই প'ড়তেন, দাসদাসীদের কাজের তদারক ক'রতেন। এঁদের ছেলেপুলে অনেকগুলি—গুটী আষ্টেক হবে। এঁদের বড় ছেলের বয়স ষোলো বছর—শ্রীযুক্ত সুযানের নিজের বয়স চৌত্রিশ—সুতরাং বাল্যবিবাহ এদেশে বেশ প্রচলিত আছে। এই ছেলেটী একটী ডচ্ ছেলেদের ইস্কুলে পড়ে—তাই নিজ মাতৃভাষা যবদ্বীপীয় ভালো ক'রে চর্চা ক'রতে পায় না; মালাই বলে, চল্‌তি যবদ্বীপীয় জানে, যাকে Ngoko 'ঙক' বা 'তুই-তো-কারী ভাষা' বলা হয়, সাধু যবদ্বীপীয় যা রাজা-রাজড়ার ঘরে সম্মানিত লোকেদের সঙ্গে কথা কইতে ব্যবহার করা হয়—যে ভাষাকে Basa Kromo অর্থাৎ 'ক্রম' ভাষা বলে—সেটী ভালো ব'ল্‌তে পারে না। ক'লকাতায় দুই-চারিটী ইংরেজ-বনা বাঙালীর ঘরে যেমন ছেলেরা ইংরেজীরই বেশী চর্চা করে, ভাঙা হিন্দী বলে, বাঙলা বলে না, বা ভালো বাঙলা ব'ল্‌তে শেখে না—এ সেই রকম। Nationalism-এর সঙ্গেও এ জিনিস বেশ চলে—যবদ্বীপে-ও তাই দেখলুম। ছোটো ছেলেপুলেগুলি বাড়ীতেই পড়াশুনা করে। খুব ছোটোগুলি কখনও-কখনও আমাদের ঘরের বারান্দায় আস্‌ত, এদের দু-চার জনের সঙ্গে আমরা ভাব-ও ক'রে নিয়েছিলুম। প্রত্যেক ছেলের পিছনে একজন ক'রে ঝী, এরা ছেলেদের নিয়ে একটু বেশী রকম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে থাক্‌ত।

কর্তা বৃদ্ধ মঙ্কুনগরোর বাসগৃহ আর একটী মহলে।

যবদ্বীপের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রথম দিনেই হ'ল। রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য

যবদ্বীপীয়েরা চেষ্টা ক'রছে—আমাদেরই মতন। এদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটী হয় নি বটে, কিন্তু ভালো ভালো ইস্কুল অনেক আছে, সেখানে মোটামুটি একটা কার্যকর শিক্ষা মালাই আর ডচ্ ভাষার সাহায্যে ভদ্র ঘরের ছেলেরা পায়; আর বিস্তর ছেলে হলাণ্ডে প'ড়তে যায়—আইন, ডাক্তারী, ইন্‌জিনিয়ারিং। ডচ ছাড়া ইংরেজী কি ফরাসী কি জরমান জানে, এমন শিক্ষিত যবদ্বীপীয় যথেষ্ট আছে। সম্প্রতি এখানেই কতকগুলি ইউনিভার্সিটী করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা যে-দিন প্রথম বাতাবিয়ায় পৌছই, তার দুই-এক দিন আগে সেখানে একটা বড়ো ডাক্তারী ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল—এটাকে অবলম্বন ক'রে এখানকার মেডিকাল ইউনিভার্সিটী গ'ড়ে উঠবে। তেমনি আর কতকগুলি বড়ো বড়ো ইস্কুলকে অবলম্বন ক'রে এখানকার ভাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স, আর্ট্‌স, ইনজিনিয়ারিং প্রভৃতি দিক্‌গুলি গ'ড়ে তোলা হবে। যা হোক্, যবদ্বীপীয়েরা মোটামুটি ইউরোপীয় শিক্ষা পাচ্ছে, দ্বীপময় ভারতের অন্য অংশেও এই রকম। ডচ্ সরকার কিছু কিছু অধিকার এদের দিয়েছে। বাতাবিয়ায় লেজিস্লেটিভ-আসেম্ব্লি বা আইন-সভা ক'রেছে—সেখানে সমগ্র দ্বীপময় ভারত থেকে প্রতিনিধি আসে। এই আসেম্‌ব্লির ক্ষমতা কতটুকুন তা জানি না। যবদ্বীপীয়েরা স্বায়ত্ত-শাসন বা পূরো স্বরাজ চায়। এই স্বরাজ-চেষ্টা সমস্ত দ্বীপগুলির শিক্ষিত লোকেরা মিলিত ভাবে ক'র্‌ছে। সমগ্র দ্বীপময়-ভারতের সরকারী ডচ্ নাম হ'চ্ছে Nederlandsch Indie "নেডেরলাণ্ড্‌স্ ইণ্ডী" অর্থাৎ কিনা "ডচেদের ভারত", এখানকার স্বরাজী দল এ নাম ব্যবহার ক'রতে চান না, তাঁরা বলেন, Indonesia অর্থাৎ "দ্বীপময়-ভারত", এই নামে Nederland শব্দ না থাকায়, এদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে না। আমাদের দেশকে কেবল India না ব'লে, ক্রমাগত যদি British India বলা হ'ত, তা হ'লে আমাদেরও জাতীয় আন্দোলনে এই রকমের একটা নাম-সঙ্কট এসে যেত। দ্বীপময় ভারতের অনেক ডচ্ অধিবাসী, বিশেষ ক'রে ডচ্ আমলা-তন্ত্র, এই Indonesia নাম শুনলে বা লেখায় দেখলে চ'টে আগুন হয়—যদিও এর বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই। স্বরাজী দ্বীপময়-ভারতীয়েরা নিজেদের আর যবদ্বীপীয়, সেলেবেস্-দ্বীপীয়, সুমাত্রা-দ্বীপীয় বলে না, তারা নিজেদের বলে Indonesian. ওখানে এই স্বরাজ-কামনার বিরোধী ডচেদের দলও আছে—আমলা-তন্ত্র, ব্যবসায়ী, আখের খেতের চিনির কারখানার মালিক, চা-কর, কাফি-কর প্রভৃতি,—আমাদের দেশের অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানেরা যেমন ভাবে 'স্বরাজ', 'বন্দে-মাতরম্‌' প্রভৃতি শব্দ শুনে চ'টে হ'ত, এরাও Indonesia, Indonesian প্রভৃতি শব্দের উপর তেমনি ভাব পোষণ করে। অথচ Indonesia নামটী ইউরোপীয়দের-ই দেওয়া; Dutch East Indies, East Indian Archipelago, Malaysia প্রভৃতি জবড়-জঙ্গ নাম সমগ্র দ্বীপময়-ভারতের পক্ষে সুবিধা-জনক বিবেচিত না হওয়ায়,—আর এই দ্বীপগুলি যে সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতবর্ষেরই অংশ সে-কথা সম্বন্ধে সকলেই সচেত থাকায়, এক-শব্দময় অথচ সুশ্রাব্য একটা নামের অভাব ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই অনুভব করেন। ডচ্ পণ্ডিত ও লেখক Douwes Dekker (যিনি 'Multatuli' এই ছদ্মনামে নিজ লেখা প্রকাশ ক'রতেন) গত শতকের ষাটের কোঠায় 'দ্বীপময়-ভারত' অর্থে Insulindia নামটী প্রথম ব্যবহার করেন। তারপর জারমান পণ্ডিত A. Bastian গত শতকের আশীর কোঠায় দ্বীপ-অর্থে লাতীন insula শব্দের পরিবর্তে গ্রীক nesos শব্দ দিয়ে, Indonesia শব্দ সৃষ্টি ক'রে ব্যবহার ক'রতে থাকেন। এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত নামটী বৈজ্ঞানিক আর অন্যান্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ ক'রলেন। মালাই ভাষা যে বৃহৎ ভাষা-গোষ্ঠীর শাখা, সেই গোষ্ঠীর জন্য Indonesian শব্দ ব্যবহৃত হ'তে লাগ্‌ল, আর এখন এই গোষ্ঠীর ভাষা যারা বলে, তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত লোক তারা সকলেই Indonesian শব্দ আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। সভ্যতায় আর ধর্মে প্রাচীন কালে যে-সব দেশ ভারতবর্ষেরই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যাদের নিয়ে 'বৃহত্তর ভারত', সেই-সব দেশের এই রকম সব নূতন-পুরাতন নাম-করণ বেশ হ'য়েছে; আমাদের দেশ হ'ল 'ভারত' বা India; আফগানিস্থান হ'চ্ছে India Meion বা India Minor, অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র ভারত' বা 'প্র-ভারত' (যেমন Asia Minor)—এ দুটী নাম যথাক্রমে গ্রীক

আর রোমানদের দেওয়া; প্রাচীন-কালের মধ্য-এশিয়ার নামকরণ এখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ক'রেছেন Serindia, অর্থাৎ Seres বা চীন আর India বা ভারতের মিলন-স্থান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির নাম দেওয়া হ'য়েছে Indo-China, এখানেও ভারত আর চীনের সভ্যতার সম্মিলন—তবে মধ্য-এশিয়ার চেয়ে এখানে ভারতের প্রভাব বেশী (খালি আনামীদের বাদ দিতে হয়, এদের চীনা ব'ল্‌লেই হয়); – Indo-China-র অধীনে পড়ে কম্বোজ, চম্পা বা কোচিন-চীন, লাওস্, আনাম—আর শ্যাম আর বর্মাকেও Indo-China-র মধ্যে ধরা যায়; আর মালাই-দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে হ'ল Insulindia বা Indonesia—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ-ও এর মধ্যেই পড়ে। যা হোক্, Indonesia-র স্বরাজী দল নানা দিক্ দিয়ে কাজ ক'রছেন। দ্বীপময় ভারতের সব বড়ো শহরে এঁদের নানা প্রতিষ্ঠান আছে, ডাক্তারখানা আছে, ছাত্রাবাস আছে, দেশের মুসলমান ধর্মকে অবলম্বন ক'রে-ও এঁরা কাজ করেন। সাহিত্য-প্রচার, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, এ সবের মধ্য দিয়েও কাজ করেন; ডচ্ আর রোমান-মালাই, এই দুই ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাতে ক'রে সমগ্র দ্বীপময় ভারতে এঁদের প্রভাব দেখা যায়। আর মাঝে-মাঝে আমাদের কংগ্রেসের জেলা আর প্রাদেশিক সম্মেলনের মতন রাজনৈতিক সম্মেলনও আহ্বান করেন। এঁরা উপস্থিত কি কি জিনিস চান, তা আলোচনা করবার সুযোগ হয়নি, তবে দেশী লোকে বেশী ক'রে সরকারী চাকরী পায়, এটা একটা প্রধান কথা। শ্রীযুক্ত সুযান অন্যান্য শিক্ষিত যবদ্বীপীয়দের মতন এই স্বরাজদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; আর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুতম হ'চ্ছেন সুরাবায়ায় এই জাতীয় আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা। সৌজন্যের অবতার, অতি সজ্জন এঁরা। ডাক্তার সুতম শুনলুম সরকারী চাকরী ক'রতেন, রাজনৈতিক মতভেদের কারণে চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। এইরূপ অসহযোগী ব্যারিষ্টার আর অন্য পেশার ভদ্রলোক এঁদের মধ্যে আছেন। সুরাবায়াতে এই স্বরাজীদের একটা চমৎকার প্রতিষ্ঠান আছে—একটী লাইব্রেরী আর ক্লাব-ঘর; এখানে এঁদের সভা-টভা হয়। একটী বেশ বড়ো বাড়ীতে এঁদের এই ক্লাব, ক্লাবটীর নাম—Indonesische Studieclub—অর্থাৎ "দ্বীপময়-ভারতীয় অনুশীলন সমিতি"। শ্রীযুক্ত সিঙ্গিঃ (R. P. Mr. Singgih) নামে একটী ভদ্রলোক, এঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হ'য়েছিল, ইনি হ'চ্ছেন এঁর সেক্রেটারী। আজ সকালে স্থির হ'ল, পরশু রবিবার দিন বেলা দশটায় এই Studieclub-এ আমি ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি আর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবো। ইংরেজী থেকে মালাইয়ে কিংবা ডচে আমার বক্তৃতার অনুবাদ সঙ্গে-সঙ্গে হবে।

দুপুর বেলা শ্রীযুক্ত ঝাম্ব তাঁর পাচক ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন—যে ক'দিন আমরা থাকবো, সে ক'দিন এ এখানে থেকে আমাদের দেশের রান্না—দাল ভাত শাক রুটী মিঠাই প্রভৃতি খাওয়াবে।

বিকেল তিনটেয় শহর দেখতে বেরুলুম—স্থানীয় শিল্পদ্রব্য আর 'কিউরিও'-র সন্ধানে; ভীষণ রোদ্দুর, দোকান-পাট সব বন্ধ—সেই চারটের পর খুলবে। ট্রামে ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে শহরটায় খানিকটা ঘুরে এলুম।

বিকেল পাঁচটায় ছিল কবির সংবর্ধনার জন্য স্থানীয় ভারতীয়দের আহূত এক সভা। এখানে চা-পানের ব্যবস্থা ছিল। সুরাবায়ার রেসিডেণ্ট, স্থানীয় ব্রিটিশ ভাইস্-কন্‌সাল্, চীনের কন্‌সাল্, এঁরা সকলে উপস্থিত ছিলেন। কবিকে অভিনন্দন করা হল, শ্রীযুক্ত ঝাম্ব অভিনন্দন-প্রশস্তি প'ড়লেন, বিশ্ব-ভারতীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপে হাজার-এক টাকার তোড়া তাঁকে দেওয়া হ'ল। উপস্থিত ভদ্রলোকেদের মধ্যে কেউ-কেউ ব'ললেন; ইংরেজ ভাইস্-কন্‌সালের বক্তৃতাটী খুবই হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছিল। কবি ও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। নানা জাতির লোক এ সভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। Hagopian নামে এক আরমানী ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হ'ল, এঁরা দু পুরুষ ধ'রে এ অঞ্চলে চিনির আর অন্য জিনিসের কারবার ক'রছেন, দুই ভাইয়ে আপিসের বা গদীর মালিক, নানা দেশ ঘুরেছেন। আরমানী জা'তের সম্বন্ধেও কিছু খোঁজ-খবর রাখবার চেষ্টা ক'রে থাকি দেখে ভদ্রলোক ভারী খুশী। আমাদের বাড়ী যে রাস্তায়, সে রাস্তা Sukias 'সুকিয়াস্' নামে একটী প্রাচীন আরমানী পরিবারের

...য়ের সঙ্গে জড়িত; ১৬৯০ সালে Job Charnock যোব চার্ণক্-এর সঙ্গে ইংরেজদের ক'লকাতায় এসে আড্ডা গাড়বার অনেক আগে থাকতেই, আরমানীরা বাণিজ্য-সূত্রে এখানে এসে বাস ক'রত,—১৬৩০ সালের এক আরমানী সমাধির স্মৃতি-ফলকের লেখা থেকে জানা যায়—সমাধির উপরে স্থাপিত এই স্মৃতি-ফলকে এই কথা আছে যে ১৬৩০ সালে দানশীল বণিক সুকিয়াস্-এর পত্নী রেজাবীবে-র সমাধি—এটী হ'চ্চে ক'লকাতার ইতিহাস-সম্পর্কে সব চেয়ে প্রাচীন সমসাময়িক 'পাথুরে' প্রমাণ'। ব্যবসায়-বিষয়ে এই আরমানীদের প্রভাব থেকে, উত্তর ক'লকাতার একটী গঙ্গার-ঘাটের নাম 'আরমানী ঘাট'। এ সব কথা শুনে ভদ্রলোক খুবই আনন্দিত হ'লেন। বাস্তবিক, এই ইতিহাসে অজ্ঞাত আরমানী আর অন্য জাতির বণিকেরা সেকালে আন্তর্জাতিক শান্তি আর সংযোগিতার জন্য দূতের কাজ ক'রত; নানা জাতির মানুষকে এক ক'রে তুলতে এদের কাজের গৌরব আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই।

সভাভঙ্গের পরে শ্রীযুক্ত লোকুমল নিয়ে গেলেন তাঁর দোকানে। Komboeng Djepoen 'কম্বুঙ্-জেপুন' রাস্তাটির নাম, এর দু ধারে সিন্ধীদের রেশমের কাপড় আর মণিহারী জিনিসের কতকগুলি দোকান। বলিদ্বীপে যাবার সময়ে শ্রীযুক্ত লোকুমল বিতরণ করবার জন্য ডচ্ ভাষায় গীতা আর অন্য কতকগুলি বই দিয়েছিলেন, সে-কথা আগে ব'লেছি। বলিদ্বীপের হিন্দুদের কথা ইনি শুনতে চাইলেন। আমি সংক্ষেপে দু চার কথায় কিছু কিছু ব'ললুম। তারা যে ঠিক আমাদের মতন হিন্দু নয়, তাদের ইতিহাস আর মনোভাব যে অনেকটা স্বতন্ত্র—তবুও তাদের মধ্যে হিন্দু-ধর্মের মূল সূত্রগুলি কাজ ক'রছে, এ-সব কথা বোঝাবার চেষ্টা ক'রলুম। লোকমল জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তারা মাংস খায় কি না। পূজায় শূওরের মাংস দেওয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজনে 'রোস্ট্-ডাক্'—এ-সব শুনে তাঁর ভালো লাগল না, আর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা গোমাংস খায়, একথা শুনে তিনি ব'ললেন,—"কৈসে পতিত ভ্রষ্টাচারী হো গয়ে হৈ! বাবুজী, ইনহেঁ ঐসী শিক্ষা দেনী চাহিয়ে, কি জিসসে অপনে জীবন পর ইন্‌কো ঘৃণা হো জায়।"—আমি ব'ললুম—"খবরদার না, এমন শিক্ষা যদি আমরা দিতে যাই, যাতে ক'রে এদের নিজেদের জীবনে ঘৃণা হ'য়ে যায়, তা হ'লে আমরা এদের হারাবো, হিন্দু ধর্মের মূল কথা নিয়েই এদের সঙ্গে বা এদের মধ্যে কাজ ক'রতে হবে।" তারপরে প্রাচীন ভারতে গোমাংস-ভক্ষণ নিয়েও কথা হ'ল। মোটের উপর, ভদ্রলোক স্বীকার ক'রলেন যে এদের সামাজিক সংস্কার দিকে, এদের চিরাচরিত রীতি-নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা উচিত; সিন্ধু দেশে মুসলমানদের ছোঁয়া খেলে, বা এক-ই চুলায় পাশাপাশি মুসলমানের সঙ্গে ভাত রুটী পাকালে, হিন্দুর জা'ত যায় না, কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশে যায়, বা যেত',—এ-সব কথার মধ্যে কোন নীতি আছে তাও ভেবে দেখার আবশ্যকতা ইনি স্বীকার ক'রলেন।

লোকুমল তার পরে কবির কাছে এসে তাঁর দোকানে পায়ের ধুলো দিয়ে আসবার জন্য কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন। কাল বিকালে ওখানে কবি চা খাবেন স্থির হ'ল। রাত্রে আহারের সময়ে শ্রীযুক্ত সুযানের এক বন্ধু এলেন। হলাণ্ডের Utrecht উট্রেখ্ট্ নগরে আর অন্যত্র পাঁচ বছর ছিলেন। ইনি বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত। খেতে-খেতে এঁর সঙ্গে ফরাসীতে কথা-বার্তা হ'ল। আহারের যবদ্বীপীয় আর ইউরোপীয় পদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুযানের বাঁধুনীর তৈরী দেশী খাদ্য রুটী তরকারী মোহন-ভোগ এত দিন পরে অতি উপাদেয় লাগল।

শনিবার, ১০ই সেপ্টেম্বর।

আজ সকালে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরো, শ্রীযুক্ত সুযান আর তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত সিঙ্গির সঙ্গে কবিকে আর আমাদের নিয়ে এক গ্রুপ ছবি তোলা হ'ল। তার পরে আমরা শহরে বেড়াতে আর শিল্প-দ্রব্য কিনতে গেলুম। Inlandsch Kunst বা দেশীয়-শিল্প-ভাণ্ডারের একটী বড়ো দোকানে নানা জিনিসের সংগ্রহ দেখলুম। একটী ডচ্ মহিলা এই

দোকানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কলাভবনের জন্য আমাদের সংগ্র হ'চ্ছে শুনে, Dr. Klaverweiden নামে একটী ডচ্ চিকিৎসকের কথা ব'ললেন—তাঁর সাহায্যে প্রাচীন জিনি

সুরাবায়ায় রবীন্দ্রনাথ
উপবিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ, যষ্ঠ মঙ্কুনগরো
দণ্ডায়মান (বাম হইতে)—সুরেন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, বাকে, সুথান, সিন্‌হিং, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ

বিশেষতঃ মোষের চামড়ায় কাটা Wajang ওআইয়াঙ্ বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত পুতুল আমরা সংগ্রহ ক'রতে পারবো। পরে আমরা এই দোকান থেকে কতকগুলি পিতলের ঘণ্টা বা ঘড়ি আর অন্য তৈজস কিনি। এই মহিলাটী ব্রঞ্জে তৈরী একটী পুরাতন যবদ্বীপীয় শিবের মূর্তি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদের দিলেন। এ মূর্তিটী এখন বিশ্বভারতী কলাভবনে আছে।

বিলাতের New Statesman পত্রিকায় মিস্-মেয়োর সমালোচনায় মিথ্যা ক'রে কবির সম্বন্ধে যে-সব উক্তি করা হ'য়েছিল, তার প্রতিবাদ কবি বলিদ্বীপের মুণ্ডুক থেকে লিখে Manchester Guardian এ পাঠিয়ে' দেন। সুরাবায়ায় এসে শোনা গেল, মিস্-মেয়োর বই আর ঐ সমালোচনা হলাণ্ডে বিশেষ ভাবে প্রচারের চেষ্টা হ'য়েছে। আর হলাণ্ড থেকে ঐ সব মিথ্যা কথা যবদ্বীপে ডচেদের মধ্যেও প্রচারিত হ'চ্ছে। দু-চার জন ডচ্ বন্ধু ব'ললেন, Manchester Guardian-এর জন্য লিখিত চিঠিখানি ইংরেজীতে আর ডচ্ অনুবাদে যবদ্বীপেও সর্বত্র প্রকাশিত

হ'ওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ঝাম্ব মূল ইংরেজী চিঠিখানি ছাপিয়ে' দেবার ভার নিলেন, আর শ্রীযুক্ত দ্রেউএস এটীর ডচ্ অনুবাদ ক'র্‌বেন। কতকগুলি পত্রিকার সম্পাদক এই চিঠি প্রকাশ ক'রবেন, স্থির হ'ল।

সুরাবায়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মাইল কতক দূরে প্রাচীন নগরী Modjopahit মজপহিৎ-এর ধ্বংসাবশেষ আছে। শ্রীযুক্ত Maclaine Pont মাক্‌লেন-পন্ট্ নামে যবদ্বীপীয় প্রত্ন-বিভাগের কর্মচারী জনৈক ডচ্ পণ্ডিত এখন এইখানে অনুসন্ধান-কার্যে নিযুক্ত আছেন। প্রাচীন ভিটা রীতিমত খুঁড়ে অনেক প্রাসাদ, মন্দির আর ভাস্কর্যের আর অন্য শিল্পের নিদর্শন বা'র ক'রেছেন—এ-সব থেকে যবদ্বীপের হিন্দু-যুগের শেষ দুই-তিন শতকের নানা বস্তু লোক-চক্ষের সামনে প্রকাশিত হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকে যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতা কতটা উচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রেছিল, তা এই-সব জিনিস থেকে বোঝা যায়। মজপহিতের কাছেই Trawoelan ত্রাবুলান্ গ্রামে শ্রীযুক্ত মাক্‌লেন-পন্ট থাকেন, তাঁর আপিস সেখানে। ত্রাবুলান আর মজপহিৎ থেকে পড়ে Modjokerto 'মজকর্ত' নামে একটী ছোটো শহর, এখানে একটী ছোটো মিউজিয়মে আগেকার কালে প্রাপ্ত অনেকগুলি মূর্তি আর অন্য ভাস্কর্য রক্ষিত আছে। স্থির হ'য়েছিল, সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, বাকে, দ্রেউএস আর আমি, সকলে মিলে মোটরে গিয়ে মজকর্ত-মিউজিয়ম্ দেখবো, তার পরে মজকর্ত থেকে ত্রাবলানে টেলিফোন ক'রে জানবো শ্রীযুক্ত মাক্‌লেন-পন্ট্ ওখানে এখন আছেন কিনা, আর মজপহিতের ধ্বংসাবশেষ তিনি দেখাবার ব্যবস্থা ক'রতে পারবেন কি না। কবিকে অবশ্য এতটা পথ এই রোদ্দুরে নিয়ে যাওয়া হবে না।

শ্রীযুক্ত ঝাম্বের আনা মোটর ক'রে আমরা সাড়ে-দশটায় যাত্রা ক'রলুম। এই অঞ্চলটা বিশেষ ভাবে উর্বর, তাই লোকের বাস-ও এখানে খুব। সমস্ত পথ ধ'রে লোকের ভীড় কখন-ও কমে না। রঙীন সারং আর সাদা কোর্তা প'রে যবদ্বীপীয় মেয়ে আর পুরুষের দল; কিন্তু বলির আর বাতাবিয়ার লোকেদের সঙ্গে তুলনা ক'রে এখানকার লোকেদের একটু ময়লা রঙের, একটু কুশ্রী ব'লেই বোধ হ'ল। গোরুর গাড়ীর সারি, তাতে বস্তা বস্তা হ'য়ে ধান চা'ল চ'লেছে, তরী-তরকারী চ'লেছে। শহর ছাড়িয়ে' ক্রমাগত খেতের সারি, আর মাঝে মাঝে ঘন বসতি পল্লী; রাস্তার ধারে খাবারের দোকান—পসারিনীর দল ঝুড়ি ক'রে ভাত তরকারী নিয়ে নানা রকম ফল নিয়ে ব'সেছে। 'কালি মাস' অর্থাৎ স্বর্ণনদী ব'লে একটী নদী রাস্তার ডান ধার দিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে খাল। ধূলো উড়িয়ে' আমাদের গাড়ী চ'লেছে, আর চারিদিকে কড়া রোদ্দুর; হাওয়া না থাক্‌লে প্রাণ অস্থির হ'ত। সওয়া ঘণ্টা এই রকম ভাবে চ'লে আমরা মজকর্ত-য় পৌছুলুম। দেশটী সবুজে ভরা। মজকর্ত শহরটী খুব সুন্দর। বাড়ীগুলি এক-তালা। কাঠের বা চেঁচা-বাঁশের তৈরী, অত্যন্ত হালকা ভাবে তৈরী; কিন্তু প্রায় প্রত্যেক বাড়ির চারিদিকে একটু ক'রে বাগান থাকায়, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মিউজিয়ম-বাড়ীর সামনে মোটর থাম্‌ল। ছোটো এক-তালা বাড়ী, ঘাসে ঢাকা একটুখানি হাতার ভিতরে। রাস্তার উপরে সদর দরজায় বা ফটকে দুই-একটী যবদ্বীপীয় মেয়ে ফুলের পসরা নিয়ে ব'সে আছে। আমাদের দেখে মালাই ভাষায় ফুল কিন্‌তে ব'ললে। মিউজিয়মের দরজায় ফুল! দ্রেউএস্ বুঝিয়ে' দিলেন—মিউজিয়মে ঢুকতেই একটী মূর্তি আছে, সেটীকে এখন-ও স্থানীয় লোকেরা পূজা করে। দ্রেউএস্ জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ব্যাপারটী আমাদের ব'লছেন, এমন সময়ে একটী চীনা স্ত্রীলোক, আর ছোটো শিশু সহিত একটী যবদ্বীপীয় স্ত্রীলোক এল'। এরা গোটাদুই ক'রে পয়সা দিতে, ফুলওয়ালী কিছু ফুল নিয়ে কলাপাতা জড়িয়ে' এদের প্রত্যেককে দিলে, আর এক টুকরো ক'রে কাঠ দিলে। এদের সঙ্গে আমরাও মিউজিয়মের হাতার ভিতরে ঢুকলুম। মিউজিয়ম বাড়ীর দরজার গোড়ায় দেখি, একটী বৃহৎ পাথরের গরুড়-মূর্তি, ভগ্ন অবস্থায়, দেওয়ালের ধারে রাখা; মূর্তিটীর সামনে একটী ধুনুচীতে সুগন্ধ ধূপকাঠ জ্ব'লছে, আর তার গায়ে আর আশে-পাশে ফুল ছড়ানো। মিউজিয়মের তত্ত্বাবধানে আছে এক বুড়ো যবদ্বীপীয়—নামে মাত্র মুসলমান। সে আমাদের সেলাম ক'রে দাঁড়াল', আর স্ত্রীলোক দুটীকে দেখে তাদের হাত থেকে ফুল নিলে, কাঠের

টুক্‌রো দুটী নিলে। যবদ্বীপীয় স্ত্রীলোকটী বুড়োকে কতকগুলি কি কথা ব'ললে—যেন কোন্ বিষয়ে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রতে হবে সে কথা ব'ললে। বুড়ো এই স্ত্রীলোকের দেওয়া ফুলগুলি পাতার দোনা থেকে বা'র ক'রে নিয়ে, মূর্তিটীর গায়ে কোলে ছড়িয়ে' দিলে, কাঠের টুকরোটী নিয়ে সামনের ধূপদান বা ধুনুচীতে ফেলে দিলে; বুঝলুম, কাঠটী চন্দন বা অন্য কোনও সুগন্ধি কাঠ। বিড়-বিড় ক'রে কি মন্ত্র প'ড়তে লাগল। তার পরে কিছু ফুল ঠাকুরের গা থেকে তুলে নিয়ে স্ত্রীলোকটীকে দিলে, স্ত্রীলোকটী ভক্তির সঙ্গে সেগুলি দুহাতে ক'রে নিলে। তার পরে মূর্তির পায়ের কাছে দুটী পয়সা রেখে (এ পয়সা বুড়ো সঙ্গে-সঙ্গেই তুলে নিলে) আর বুড়োকে দুটী পয়সা দিয়ে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে' মূর্তিকে প্রণাম ক'রে, সঙ্গের ছেলেটীকে দিয়ে প্রণাম করিয়ে' আস্তে-আস্তে বেরিয়ে' চ'লে গেল। চীনা স্ত্রীলোকটীও এইভাবে বুড়োর সাহায্যে পূজা সমাপন ক'রে চ'লে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' ব্যাপারটা দেখলুম। দ্রেউএস্ ব'ললেন, এরা এখনও মনে-প্রাণে হিন্দুই আছে, তবে সাবেক পূজা-পদ্ধতি ভুলে গিয়েছে,—নমাজও পড়ে, হজেও যায়, আবার দেশে এইভাবে পূজাও করে—কি পূজো, কাকে পূজো, সে-সব কিছু জানে না। বুড়ো এদিকে আমাদের মিউজিয়ম্ দেখাবার জন্য তৈরী হ'ল। আমাদের দিকে প্রশ্ন-সূচক ভাবে তাকালে—জানবার উদ্দেশ্য, আমরাও প্রচলিত রীতিতে পূজো দেবো কি না। বোধ হয়, ডচ্ আর স্থানীয় ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে-ও এই রকম পূজো মিউজিয়মের ঠাকুরটী পেয়ে থাকেন। আমি আমার ভাঙা মালাইয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—ঠাকুরটী কে, এঁর নাম কি। সে ব'ললে, এঁর নাম 'জিঙ্গ' (Djinggo)। কথাটীর মানে কেউ ব'লতে পারলে না। নানাস্থানে এইরূপ ভাঙা ঠাকুরে এখনও মুসলমান যবদ্বীপীয়দের পূজা খেয়ে থাকেন। খাস সুবারায়া শহরে এইরূপ একটী ঠাকুর আছেন, তাঁর কথা পরে ব'লবো। আমি তারপরে জিজ্ঞাসা ক'রলুম, ফুল চড়ালে কি হয়। সে ব'ললে, 'বরকৎ' আর 'সালামৎ' অর্থাৎ সৌভাগ্য আর শান্তি-সুখ বাড়ে, অসুখ-বিসুখ হয় না। অর্থাৎ পীরের দরগায় পূজো দিয়ে আমাদের দেশেও তথা-কথিত মুসলমানেরা আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যে-সব জিনিসের কামনা ক'রে থাকে, এখানকার নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞ লোকেরা, পীরের গোরের মাটির ঢিবির বা ইটের স্তূপের বদলে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা পূজা-কার্যে ব্যবহৃত একটী মূর্তি জুটিয়ে' নিয়ে তারই পূজো চালিয়ে' আসছে। অথচ লোকে ভাবে—ধর্ম-ভাবের প্রেরণাটী ঠিক রইল, খালি অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠানের সাধন একটুখানি বদলানোতেই ধর্ম-পরিবর্তন ঘ'টল, আর এতেই মানুষের সমগ্র অতীতের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিন্ন হ'ল।

কুম্ভধারী নর

(মজকত-নগরে প্রাপ্ত, বাতাবিয়ায় রক্ষিত)

মিউজিয়মে পূর্ব-যবদ্বীপের কীর্তিই বেশী। কতকগুলি বিখ্যাত মূর্তি এখানে আছে। মজকর্ত-য় প্রাপ্ত কতকগুলি সুন্দর মূর্তি এখন বাতাবিয়া মিউজিয়মে আছে, তার মধ্যে কুম্ভধারী নর ও নারীর দুটী মূর্তি সুন্দর লেগেছিল; এদের কাঁধের কলসী থেকে ফোয়ারার জল প'ড়ত। বিরাট্ আকারে গরুড়ের উপরে আসীন বিষ্ণুমূর্তি—এই মূর্তি রাজা এর্লঙ্গের; মৃত্যুর পরে তাঁর ইষ্টদেবতা বিষ্ণুতে তাঁর আত্মা বিলীন হয়, তাই রাজাকেই বিষ্ণু-রূপে দেখানো হ'য়েছে। অন্য নানা মূর্তির মধ্যে একটী খোদিত চিত্র দেওয়ালে—সীতা আর লব-কুশের, যবদ্বীপের শেষ হিন্দুযুগের কীর্তি এটী।—আমরা ছোটো মিউজিয়মটী ঘুরে-ঘুরে দেখলুম।

তারপরে শ্রীযুক্ত মাক্লেন-পন্ট্ ত্রাবুলান্-এ আছেন কি না জানবার জন্য আমরা মজকর্ত-র টেলিফোন্ আপিসে গেলুম। ডচেরা টেলিফোনের প্রসার খুব ক'রেছে। টেলিফোন-এক্সচেঞ্জে যে মেয়েরা কাজ ক'রছে, তারা প্রায় সকলেই দেখলুম মেটে-ফিরিঙ্গি, মিশ্র ডচ্-যবদ্বীপীয়। ত্রাবুলানের সঙ্গে লাইনের যোগ ক'রে দ্রেউএস্ খবর পেলেন যে মাক্লেন-পন্ট্ ত্রাবুলানে নেই, কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না। তিনি না থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে সব দেখা হ'য়ে উঠ্‌বে না—অগত্যা এ যাত্রা মজ-পহিতের ধ্বংসাবশেষ দেখার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রতে হ'ল।

কুম্ভধারিণী নারী
(মজকর্ত-নগরে প্রাপ্ত, বাতাবিয়ায় রক্ষিত)

টেলিফোন-আপি'সে ডচ্ আর মালাই ভাষায় নানা সরকারী ইস্তাহার ঝুলছে। জনসাধারণের বসবার জায়গা আর এক্‌সচেঞ্জের ভিতরটা—এই দুইয়ের মাঝে একটী পিতলের রেলিং আছে। সেই রেলিং-এ টাঙানো একটী ইস্তাহারের প্রতি নজর প'ড়্‌ল—দেখি, তার তলায় পেন্সিলে কাঁচা হাতের বাঁকা অক্ষরে বাঙলায় লেখা—"আবদুল ছোবানকে টেলিফম করিতেছে নুর মহম্মাদ।" এই সুদূর পূর্ব-যবদ্বীপের একটী ছোটো শহরে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঙলা লেখা চোখে প'ড়্‌ল, এখানে-ও বাঙালী ব্যাপারীরা তা হ'লে যাওয়া আসা করে। দেশে আমরা ক'জনই বা সে খবর রাখি? মনটা একটু বেশ খুশী হ'ল—আত্মীয় বা বন্ধু আব্‌দুস্-সোব্‌হান্-কে কোনও খবর পাঠাতে এসে বঙ্গ-সন্তান নূর মোহম্মদ সময় কাটাবার জন্য টেলিফোন-আপিসে এই যে কয়টী কথা বাঙলা হরফে লিখে রেখেছিল, তা দেখে। সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে আমাদের মত লোক এসে তার এই লেখা দেখ্‌বে। সঙ্গীদের লেখাটী দেখালুম, আর আপিসের পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—'কিলিঙ বা বাঙ্গালী—অর্থাৎ মাদ্রাজী বা উত্তর-ভারতীয় লোক—এ অঞ্চলে আছে কি না, আর কোথায় তারা থাকে, তারা সংখ্যায় কত।' উত্তর পেলুম—অনেক কিলিঙ আর বাঙ্গালী আছে, মজ-পহিতে বাজারে থাকে, তারা সুরাবায়া

থেকে আসে, 'কাইন' বা বিলিতি কাপড় ফেরী ক'রে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে ঘোরে। যে কাজটা বলিদ্বীপে আরব ব্যবসায়ীরা ক'রছে, এ-অঞ্চলে তা হ'লে বাঙালী মুসলমান ব্যাপারীরা তার কিছুটা হাতে নিয়েছে। এ রকম দুই-একটী দেশবাসীর সঙ্গে দেখা হ'লে আরও খুশী হ'তুম।

যা হোক, সুরাবায়ায় ফিরলুম—প্রায় বেলা পৌনে-দুটোর সময়ে।

চারটেয় শ্রীযুক্ত লোকুমল এসে কবিকে আর আমাদের তাঁর দোকানে নিয়ে গেলেন। দোকান-ঘরটী সেদিন তিনি খুব সাজিয়েছেন, ভালো-ভালো গালচে, রেশমের কাপড়, ছাপা কাপড়, শাল,—সব দিয়ে চার দিক্ মুড়ে দিয়েছেন। কতকগুলি সিন্ধী হিন্দু আর গুজরাটী মুসলমান বেনিয়া নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। ফ্ল্যাশ-লাইট্ ফোটো নেওয়া হ'ল; আর চা আর ভারতীর মিষ্টান্ন দেওয়া হ'ল। কবির আগমনে লোকুমল শেঠ একেবারে কৃতার্থ। তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন-হিসাবে আর বিশ্ব-ভারতীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি জানিয়ে' তিনি একটী থ'লে ক'রে সওয়া-শ' গিলডার আর খানকতক অতি সুন্দর, যবদ্বীপের বিশিষ্ট শিল্প, 'বাতিক' কাপড়, কবির সাম্‌নে ধ'রে দিলেন। এখানকার অনুষ্ঠান চুকে যেতে, আর একজন সিন্ধী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ওয়াসিয়ামল কবিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'রলেন, ফিরতী পথে তাঁর দোকানেও কবিকে একবার পায়ের ধূলো দিয়ে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছুতে, তিনি বিশ্বভারতীর জন্য একান্ন গিলডার দিলেন, আর কবির সামনে ভারতীয় কাজ একটী হাতির দাঁতের বাক্স আর কিছু 'বাতিক' কাপড়ও ভেট ক'রলেন।

সীতা ও লব-কুশ
(মজকর্ত-সংগ্রহশালা)

সন্ধ্যেয় শ্রীযুক্ত সুযানের বৈঠকখানায় কতকগুলি উচ্চ-শিক্ষিত যবদ্বীপীয় যুবকের সমাগম হ'ল। বৈঠকখানা ঘরটী চেয়ারে টেবিলে যবদ্বীপীয় টুকিটাকি শিল্প-দ্রব্যে, ফোটোগ্রাফে ছবিতে, ইউরোপীয় কেতায় সাজানো। এঁরা কবির সঙ্গে একটু কথা-বার্তা ক'রবেন, কবির কথা শুন্‌বেন। সংখ্যায় এঁরা প্রায় ১৪।১৫ জন হবেন। ডাক্তার, আইন-ব্যবসায়ী, বণিক্, কাগজের সম্পাদক, সরকারী কর্মচারী—অসহযোগ ক'রে সরকারী কাজ ছেড়ে দেওয়া—সব শ্রেণীর লোক ছিলেন। যদিও ইংরেজী-জানা লোক এঁদের মধ্যে ছিলেন, তবুও শ্রীযুক্ত বাকে দোভাষীর কাজ ক'রলেন; কবি ইংরেজীতে যা ব'ললেন, বাকে ডচ্ ভাষায় তা অনুবাদ ক'রে দিতে লাগ্‌লেন। এঁদের প্রশ্ন—প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মিল সম্ভব কিনা, আর কি উপায়ে তা সম্ভব হ'তে পারে। কবির উত্তরে যা ব'ললেন, অতি সংক্ষেপে সে কথা হ'চ্ছে এই :—পার্থিব শক্তি আর ঐশ্বর্য নিয়ে এখন মারামারি কাড়াকাড়ি চ'লেছে, সে-দিক্ দিয়ে মিল এখন সম্ভব নয়; যারা এই material দিক্‌টা নিয়ে মত্ত, তাদের মধ্যে দিয়ে এই মিল হবে না; কিন্তু মানুষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক জীবনই যাদের কাছে সত্যকার জীবন ব'লে মনে হয়, তাঁরা যদি এই intellectual আর spiritual দিক্ নিয়ে মিল করাবার চেষ্টা করেন, তবেই এই মিল সম্ভব হবে, সার্থক হবে; আর এই মিলের আধারের উপরেই পরে আর সব বিষয়েরও সমাধান হ'তে পারবে। তার পরে, এঁদের মধ্যে এই

তর্ক উঠল, যতদিন পাশ্চাত্ত্য এসে সমস্ত material বিষয়ে প্রাচ্যকে exploit ক'রবে, ততদিন এই মিলের অন্তরায় যথেষ্ট; তবে হয় তো ভবিষ্যতের একটা বোঝা-পড়ার জন্য এই exploitation হ'চ্ছে একটা অবশ্যম্ভাবী stage বা সোপান। নানা কথায় প্রায় দু ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হ'ল—সাড়ে-সাতটা থেকে প্রায় সাড়ে-নটা পর্যন্ত। এঁদের বুদ্ধির প্রাখর্য আর সব বিষয়ে সচেতনতা আর তার সঙ্গে-সঙ্গে অভিজাত-বংশ-সুলভ সহজ সৌজন্য দেখে আমাদের খুবই সাধুবাদ দিতে হ'ল।

স্থানীয় ডচ্ সংবাদ-পত্র Indische Courant অর্থাৎ 'ভারতীয় বার্তাবহ' পত্রের এক প্রতিনিধি এসে আমার কাছ থেকে আমাদের বলি-ভ্রমণ সম্বন্ধে, বিশ্ব-ভারতী আর কবির আদর্শ, মিস-মেয়োর বই ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অভিমত লিখে নিয়ে গেল।

রবিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর।

ভোরে একটী প্রৌঢ় সিন্ধী ব্যবসায়ী এলেন, তাঁর স্ত্রী আর ছোটো একটী শিশুকে নিয়ে। এঁর নাম বালামল। লোকটীকে বেশ লাগ্‌ল। কবির কাছে নিজের কাহিনী ব'ললেন। বহু দিন ধ'রে এ দেশে ব্যবসা ক'রছেন। পয়সা-কড়ি কিছু ক'রেছিলেন, কিন্তু লোকসান ক'রে সর্বস্বান্ত হন, নানা পারিবারিক বিপদ আপদও মাথার উপর দিয়ে যায়। এমন কি মাঝে এঁকে কাপড়ের বস্তা ঘাড়ে ক'রে দ্বারে-দ্বারে ফেরি ক'রে বেড়াতে হ'য়েছিল। ঈশ্বরের কৃপায় এখন আবার একটু গুছিয়ে' নিয়েছেন। একটী পুত্র-সন্তানও হ'য়েছে, তাইতে তাঁর ভারী আনন্দ, শিশুটীকে এনেছেন—কবি তাকে আশীর্বাদ করুন। আমাদের বলিদ্বীপের ভ্রমণের কথা শুনেছেন, সেখানে হিন্দু আছে জানেন। এদের মধ্যে শাস্ত্র-প্রচার হয়, তাও চান। সুরাবায়ার দক্ষিণ-পূর্বে Tosari তোসারি অঞ্চলের লোকেরা এখনও শ্রাদ্ধাদি নানা হিন্দু অনুষ্ঠান ক'রে থাকে, তাদের মধ্যে তিনি ঘুরে এসেছেন, সেখানেও আমাদের যাওয়া উচিত। বৃদ্ধ মঙ্কুনগরোর খুব সুখ্যাতি ক'রলেন। যবদ্বীপের লোকদের মধ্যে প্রাচীন আচার অনেক আছে, সে-বিষয়ে নানা কথা ব'ললেন। আমাদের বাসার কাছে একটী সাধারণের জন্য বাগান আছে, সেখানে একটী বুদ্ধমূর্তি আছে, মূর্তিটীর নাম Djogdolok 'জগ্‌দলক্', এখনও যবদ্বীপীয়েরা এসে ফুল আর ধূপ দিয়ে এই মূর্তির পূজো ক'রে যায়; স্থানটী মনোরম, বেশ ছায়া-শীতল,—অনেক সময়ে ফেরি ক'রে শ্রান্ত হ'লে ঐ খানে গিয়ে তিনি বিশ্রাম ক'রতেন। গিয়ে জায়গাটী দেখে আস্‌তে আমাদের ব'ললেন। তার পরে তিনি বিদায় নিলেন।

আমরা এই দিন বিকালেই একটু ফুরসৎ ক'রে এই 'জগ্‌দলক্' দেখে আসি। সাধারণ বাগান একটী, তার এক ধারে কতকগুলি গাছপালার মধ্যে একটু জায়গা বেশ পরিষ্কার ক'রে রাখা। জাফ্রি ঘেরা। একটী উঁচু পীঠের উপরে আসীন মূর্তিটী। প্রমাণ আকারের বুদ্ধ-মূর্তি। সামনে আসন-পীঠের উপরে প্রাচীন যবদ্বীপীয় অক্ষরে তিন চার লাইন একটী লেখা আছে। মূর্তিটীর গলায় কতকগুলি ফুলের মালা, আর কোলে আর পায়ের কাছে ফুল আর মালা প'ড়ে র'য়েছে। মূর্তির সাম্‌নে একটী ধূপদানে অগুরু কাঠ আর ধুনো জ্ব'ল্‌ছে। আশে-পাশে ছোটো বড়ো নানা মূর্তি, তার মধ্যে রাক্ষস মূর্তি আছে, এগুলির পূজো হয় না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে' অপেক্ষা ক'রতে ক'রতেই, পূজো দিতে দুটী মেয়ে এল। একটী যবদ্বীপীয় পোষাকে, অন্যটী ইউরোপীয় পোষাকে। দেশী পোষাকে মেয়েটী জুতো খুলে মূর্তির কাছে গেল। একজন আধা-বয়সী যবদ্বীপীয় ব'সে ছিল, সে মেয়েটীর হাত থেকে ফুল নিয়ে ঠাকুরের কোলে রাখলে, কিছু ফুল প্রসাদ-স্বরূপ তুলে নিয়ে তার হাতে দিলে; মন্ত্র-টন্ত্র পড়া হ'ল কিনা বুঝতে পারলুম না। সেবাইতের হাতে গুটীকতক পয়সা দিলে। পাশে একটা জলের কুণ্ড—জালার মত পাত্র, তা থেকে জল নিয়ে পা ধুয়ে এসে জুতো প'রে চ'লে গেল। সঙ্গে ইউরোপীয় পোষাকে যে মেয়েটী

ছিল, সে জুতো-ও খুললে না, ভিতরে ঠাকুরের কাছে-ও গেল না, বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। এই ভাবে পূজা সমাপ্ত হ'ল।—এই বুদ্ধ মূর্তিটী হ'চ্ছে অক্ষোভ্য বুদ্ধের, একটী খ্রীষ্টীয় তেরর শতকের। পূর্ব-পুরুষদের শৈব আর বৌদ্ধ ধর্ম যবদ্বীপীয়েরা আর বাইরে-বাইরে মানে না, কিন্তু তাদের পুরাতন ধর্মের সমস্ত অনুষ্ঠান গুলিকে এখনও তারা একেবারে বর্জন ক'রতে পারে নি।

'জগদলক'
সুরাবায়া নগরে পুজিত—অক্ষোভ্য বুদ্ধ মূর্তি

বেলা দশটার সময়ে যবদ্বীপের Indonesische Studieclub-এ গিয়ে আমায় বক্তৃতা দিতে হ'ল। ডাক্তার সুতম আর শ্রীযুক্ত সুযান আমায় নিয়ে গিলেন। দ্রেউএস্ ছিলেন। এই ক্লাবের বাড়ীটী বেশ, দেখে মনে হয় এর অবস্থা ভালো, কাজও ভালো চ'লছে। বক্তৃতার জন্য একটী বড়ো ঘর আছে। ঘরের দেয়ালে যবদ্বীপীয় নেতাদের ছবি, ছবির তলায় সরু তাল-জাতীয় গাছের পাতা দিয়ে সাজানো। জন আশী লোক—অধিকাংশই যুবক আর ছোকরা, এদের মধ্যে যবদ্বীপীয়, সুন্দা, মাদুরা, মালাই—চার শ্রেণীরই লোক আছে। ডচ্ খবরের কাগজের তরফ থেকে রিপোর্ট নেবার জন্য কতকগুলি প্রতিনিধিও এসেছেন; এঁরা ডচ্। স্থানীয় কাগজে পরে আমার এই বক্তৃতার বেশ খুঁটিয়ে বিবরণ বেরিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ, আমাদের দেশের প্রাচীন আর আধুনিক শিক্ষার রীতি, বিশ্ব-ভারতী,—এই-সব কথা নিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব'ললুম। খানিকটা ক'রে বলি, আর দ্রেউএস্ ডচে অনুবাদ ক'রে যান। তার পরে শ্রোতাদের কাছ থেকে ছ-সাতটী প্রশ্ন হ'ল—ডচে আর মালাইয়ে। সবগুলিই আজকালকার ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সম্পর্কে। I. M. S. আর I. E. S.-এ সুযোগ্য ভারতীয়ের স্থান কতটুকু, সে-সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠ্‌ল। অবস্থা দুই দেশেই প্রায় এক দেখে, শ্রোতাদের মধ্যে দু-চার জনের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। ডাক্তার সুতম অতি চমৎকার ভাবে সভার কাজ চালালেন। প্রায় সাড়ে-বারোটাতে সভা ভাঙ্‌ল। তারপরে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে কুলফী-বরফ খেতে খেতে এঁদের সঙ্গে খানিক গল্প করা গেল। শ্রীযুক্ত সুতম-র সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে ভারী আনন্দ হ'ল।

ডচ্ ডাক্তার Klaverweiden ক্লাফরভাইডন্-এর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল—ইনি বিশ্ব-ভারতী কলা-ভবনের জন্য একটী মূল্যবান্ উপহার দিলেন—চমৎকার কাজকরা একটী সেকেলে কাঠের সিন্দুকে ক'রে অনেকগুলি Wajang 'ওআইয়াঙ' বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত চামড়ায় কাটা আর খুব রঙচঙে' আর সোনালী কাজকরা মূর্তি।

দুপুরে লোকুমলের ওখানে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। বাকে আর আমরা গেলুম, কবি বাসায় রইলেন। বাকে ধুতি আর পাঞ্জাবী প'রে যাওয়ায় সিন্ধীরা ভারী খুশী হ'ল। বাড়ীর নীচের তলায় দোকান,

পিছনে গুদাম, উপরে মস্ত একটা হল-ঘরে দোকানের মালিক বা ম্যানেজার আর কর্মচারীদের থাকার জায়গা। উপরেই পুরু গালিচা বিছিয়ে' আমাদের খাবার-জায়গা হ'য়েছিল। এই থাকার জায়গার একটুখানি স্থান ঘিরে নিয়ে একটী ঠাকুর-ঘর ক'রেছে। প্রত্যেক বড়ো সিন্ধী দোকানে এই ঠাকুর-ঘর একটী ক'রে থাকে। ধর্মকে এরা একেবারে বাদ দেয় নি। বাতাবিয়ায় দ্বিতীয় বার যখন যাই, তখন এই সিন্ধীদেরই আতিথ্য গ্রহণ করি, এদের সঙ্গে একত্র থাকি। এদের রীতি-নীতি দেখবার আর এদের সুবিধা আর সমস্যা আলোচনা করবার একটু সুযোগ তখন হয়। সে সম্বন্ধে পরে ব'ল্‌বো। লোকুমল খুব যত্ন ক'রে আমাদের খাওয়ালেন। লোকুমলের ওখানে একটী গুজরাটী মুসলমান যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এঁর বাড়ী প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থ পালিটানায়। এখানে এর একটী স্টীল-ট্রাঙ্কের কারখানা আছে, তাতে কতকগুলি বাঙালী মুসলমান কারিগর কাজ করে। বাঙালী মুসলমান দরজী শ্যামদেশে বাঙ্কক-শহরে অনেক আছে জানতুম; অন্য ব্যবসায়ের বাঙালী কারিগর এতদূর পর্যন্ত-ও এসে প'ড়েছে, এটা একটা নোতুন খবর।

রাত্রে নটায় ছিল Kunstkring বা ডচ্‌দের সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা সভায় কবির বক্তৃতা। কবির সুরাবায়ায় অবস্থানের সম্পর্কে এইটী একটী বড়ো ব্যাপার। স্থানীয় Kunstkring-এর বাড়ীটী অতি সুন্দর, অতি-আধুনিক ইউরোপীয় বাস্তুরীতি অনুসারে তৈরী। ডচ্ সমাজের প্রায় সমস্ত প্রধান ব্যক্তি এসেছিলেন। সভার সম্পাদক কবিকে স্বাগত ক'রে এক অভিভাষণ দিলেন, আর কবির সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প'ড়লেন। কবির ব্যাখ্যান তার পরে হ'ল; বিষয় ছিল, What is Art? তাঁর বক্তৃতা অতি সুন্দর হ'য়েছিল। বক্তৃতার পরে, আমরা Kunstkring-এর বাগানে খানিক ব'সে, প্রায় সাড়ে-দশটায় বাড়ী ফিরলুম। ক্লাবের সংলগ্ন বাগানে ব'সে কাফি শরবৎ বা বিয়ার পান করা আর খানিক রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করা এখানকার ডচেদের মধ্যে একটা সামাজিক রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানকার পাট চুকল, কাল সকালে আমাদের শূরকর্ত যাত্রা ক'রতে হবে॥

২১। যবদ্বীপ—শূরকর্ত

১২ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

শূরকর্ত আর তার দক্ষিণে যোগ্যকর্ত, এই দুই নগর মধ্য-যবদ্বীপে অবস্থিত, এক হিসাবে এই অঞ্চলটী এখন যবদ্বীপের সভ্যতার কেন্দ্র, যবদ্বীপের হৃদয়-স্থল, সত্যকার 'মধ্যদেশ'। মধ্য-যবদ্বীপেই যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনতম বিকাশ হয়; পরে পূর্ব-যবদ্বীপে কেদিরি আর মজ-পহিৎ নগরকে আশ্রয় ক'রে এই সভ্যতা অর্বাচীন যুগে একটু নোতুন রূপ পায়; এখন শূরকর্ত আর যোগ্যকর্ত এই দুটী রাজ্যকে অবলম্বন ক'রে সভ্যতার উৎস এ অঞ্চলে আবার ঘুরে এসেছে।

Goebeng গুবেঙ-স্টেশনে আমরা রেলে চ'ড়লুম। সুরাবায়ার সিন্ধী আর অন্য ভারতীয়েরা কবিকে তুলে দিতে এলেন, ডচ্ সজ্জনও কতকগুলি এলেন। শ্রীযুক্ত সুযান আমাদের সঙ্গে চ'ললেন। Krian, Modjokerto, Kertosono, Madioen—এই কয়টী শহরের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ী গেল। পূর্ব-যবদ্বীপ আর মধ্য-যবদ্বীপের এই অংশটা খুব উর্বর। সমস্ত পথ ধ'রে আখের খেত্ আর চিনির কল।

রেলের লাইন মিটার-গেজের—ছোটো লাইন। গাড়ীগুলি সব 'করিডর'-গাড়ী—ভিতর দিয়ে দিয়ে এক গাড়ী থেকে আর এক গাড়ীতে যাওয়া যায়। ইঞ্জিনের পিছনেই আহারের গাড়ী। খাবার জিনিস-পত্র একটু বেশ দামের ব'লে মনে হ'ল। গরমে আর ধুলোয় রেলের যাত্রাটা মোটের উপরে বিশেষ আরাম-দায়ক হয় নি। গরমের সময়ে এদেশে তুপুরবেলা বরফ-দেওয়া কফি খাবার রেওয়াজ আছে দেখলুম।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম, কবি ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। একই গাড়ীর মধ্যে এই তুই শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক ছিলেন, প্রৌঢ় বয়সের ভদ্রলোক, আমাদের সঙ্গে খুব কথা কইতে চান দেখলুম, কিন্তু ভাষার অভাবে আলাপ জ'মল না। আমরা ডচ্ বা মালাই তুইয়ের একটাও জানি না, আর এই তুই ভাষা ছাড়া অন্য কোনও আন্তর্জাতিক ভাষা এঁর জানা নেই। মনে হ'ল, ডচ্ বন্ধুদের সাহায্যে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে যেন ইনি ততটা ইচ্ছুক নন। আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে একটু-আধটু কথা হ'ল। ভদ্রলোক ব'ললেন, তিনি থিওসফিস্ট। ইউরোপে সব চেয়ে হলাণ্ডেই থিওসফিস্টদের প্রভাব বেশী, আর দ্বীপময় ভারতেও যে এই মতবাদের প্রসার এখানকার ডচেদের দেখাদেখি স্থানীয় মুসলমান শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ঘ'টছে, তার-ও বহু প্রমাণ পেয়েছি। থিওসফি-শাস্ত্রোক্ত দর্শন বা পরলোকবাদ হিন্দু দর্শন থেকেই নেওয়া—সে-সব আভ্যন্তর মতবাদের সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করবার যোগ্যতা আমার নেই, তবে একটা বিষয়ে থিওসফির দল যে কাজ ক'রছেন, তার জন্যে তাঁদের সাধুবাদ দিতেই হয়—এঁরা মানুষের মধ্যে ধর্ম-বিষয়ে একটা উদারতা এনে দিচ্ছেন, সব জাতির ধর্ম আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ আর একটা শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টি এনে দিচ্ছেন, আর এই দিক্ দিয়ে আধুনিক যুগে জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে একটা সংস্কৃতি-গত মৌলিক ঐক্যের সম্বন্ধে ধারণা সাধারণ্যে এসে যাচ্ছে। যবদ্বীপে থিওসফিস্টদের অনেক ইস্কুল আর অন্য প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের হাতে বহু যবদ্বীপীয় তরুণের মন গঠিত হ'চ্ছে। ট্রেনের যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকটীর গীতার প্রতি আস্থা খুব, তিনি ডচ্ অনুবাদে বইখানি প'ড়েছেন। 'বাহাসা সান্স্ক্রেতা' শেখবার জন্যে তাঁর ইচ্ছে হয় খুব। তিনি আমাদের সঙ্গে আরও অনেক কথা কইতেন, কিন্তু ভাষার অভাবে তা হ'য়ে উঠ্ল না। মাঝের কি একটা স্টেশনে তিনি নেমে গেলেন।

বিকাল তিনটের কিছু পরে আমরা শূরকর্তাতে পৌছুলুম। শহরটীর নাম হ'চ্ছে সংস্কৃতে 'শূর-কৃত', অর্থাৎ শূর বা বীরের কৃত বা নির্মিত। এটীর আর একটী সংক্ষিপ্ত নাম আছে, সে নামটী হ'চ্ছে Solo সোলো। স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিলেন কোপ্যার্ব্যার্গ—তিনি বলিদ্বীপে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যবদ্বীপে ফিরে এসে, তাঁর Java Instituut-এর বার্ষিক সভা সম্পন্ন ক'রে, আমাদের দলের সঙ্গে এখানে যোগ দিলেন; Radjiman রাজিমান ব'লে একটী যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক, আধুনিক উচ্চ-শিক্ষিত, উদার-চরিত্র, যবদ্বীপীয়দের প্রতিভূ-স্বরূপ; আর যাঁর অতিথি হ'য়ে সোলোতে আমরা অবস্থান ক'র্বো, সেই রাজা সপ্তম মঙ্কুনগরোর তরফ থেকে তুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন।

শূরকর্তা-তে তুজন রাজা আছেন—একজনের উপাধি হ'চ্ছে Soesoehoenan 'সুসুহুনান্' বা সংক্ষেপে Soenan 'সুনান্', আর এক জনের 'মঙ্কু-নগরো'। পদ-মর্যাদায় সুনান যবদ্বীপের তাবৎ দেশীয় রাজাদের মধ্যে প্রধান। এঁকেই যবদ্বীপীয়েরা জাতির মাথা ব'লে স্বীকার ক'রে থাকে, ইনিই নাকি প্রাচীন রাজবংশের বংশধর। যোগ্যকর্ত নগরেও এই রকম তুজন রাজা আছেন—একজনের পদবী 'সুল্তান্', অন্য জনের পদবী 'পাকু-আলাম'। সুলতান অনেকটা সুসুহুনানের সমকক্ষ; আর মঙ্কুনগরো আর পাকু-আলাম—এঁরা মর্যাদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর।

মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে আমাদের নিয়ে গেল। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই প্রাসাদ—মহলের পরে মহল; তবে প্রায় সর্বত্রই এক-তালা। মঙ্কুনগরোর নিজের বাসগৃহের মহলের লাগাও অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর আছে,—উচ্চশ্রেণীর অতিথিদের জন্য একটা মহল ব'ল্লেই হয়। এইখানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। সমস্ত

বন্দোবস্ত খুব হালের ধরণের, তবে এদেশের গুমট ভারতবর্ষের মতন হ'লেও, এখনও এরা বিজলীর পাখার ব্যবহার আরম্ভ করে নি। ডচেরা নাকি হুহু ক'রে হাওয়া বওয়াটা পছন্দ করে না, তাই তারা দ্বীপময় ভারতে পাখার প্রচলন করে নি। যবদ্বীপের বড়লোকদের প্রাসাদের একটা রীতি এই যে, প্রত্যেক প্রাসাদে এক বা একাধিক, খুব প্রশস্ত, তিন দিক্ বা চার দিক্ খোলা, দোচালা বা চণ্ডীমণ্ডপ বা হল-ঘর থাকে,—এই হল-ঘরকে এরা pendopo 'পেণ্ডপো' বলে; শব্দটী আমাদের 'মণ্ডপ' শব্দের বিকার জাত ব'লে মনে হয়। আর থাকে একটা ঘরে একটী খুব জমকালো গদী বা বিছানা,—বাড়ীতে বিয়ে হ'লে বর-ক'নে এই গদীতে বা বিছানায় বসে; আর কারও কখনও সেই গদীতে বসবার অধিকার নেই, গদীটীকে এরা বলে 'দেবী শ্রীর গদী', প্রাচীন যবদ্বীপের হিন্দুযুগের স্মৃতি বহন ক'রে এই রীতি মুসলমান যবদ্বীপে এখন-ও বিশেষ-ভাবে প্রচলিত আছে। যাক, ফটক দিয়ে ঢুকে-ই খোলা, চওড়া উঠান বা আঙিনা—তাতে দু-চারটে গাছ, আঙিনার খানিকটা নিয়ে এই পেণ্ডপো, পেণ্ডপোর পিছনেই, বা তার-ই সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বাসগৃহ। পেণ্ডপোর ছাত কাঠের বা টালির বা খড়ের বা করোগেটের হ'য়ে থাকে, ছাতটী থাকে অনেকগুলি কাঠের বা লোহার থামের উপরে। মেঝে সাধারণতঃ মারবেল পাথরের হয়। আঙিনার জমি থেকে পেণ্ডপোর মেঝে আধ-হাত-টাক্ উঁচু হবে। চার দিক্ খোলা থাকায় বেশ হাওয়া চলে, দুপুর বেলা পেণ্ডপোর এক কোণে ব'সে থাক্‌লে রোদ্দুর থেকে অনেক দূরে থাকা যায়, বেশ ঠাণ্ডার সঙ্গে ভিতরটায় একটু আঁধার-আঁধার ভাব থাকায়, বাইরেকার রোদ্দুরের তুলনায় ভারী আরাম-দায়ক লাগে। আমাদের থাকবার ঘরের সংশ্লিষ্ট পেণ্ডপো ছাড়া, এটীর চেয়ে বড়ো আর একটী পেণ্ডপো মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে আছে, ছোটো পেণ্ডপোটী আমরা আমাদের বৈঠকখানার মতন ব্যবহার ক'রতুম, ছোটো-খাটো অনুষ্ঠান এখানেই হ'ত; এটীর মধ্যে এক পাশে গামেলান বাজনার দলের যন্ত্র-পাতি সাজানো আছে। প্রায়ই সন্ধ্যায় এই বাজনা, আর রাজার নর্তকীদের নাচ হয়, সঙ্গে-সঙ্গে গানও হয়। কাঠের থামগুলি সবুজ আর সোনালী রঙে রঙানো,—এই দুটী রং হ'চ্ছে মঙ্কুনগরোর ঝাণ্ডার রং। অন্য বড়ো পেণ্ডপোটীতে আরও বড়ো-বড়ো ব্যাপার—দরবার-টরবার—হয়। ছোটো মণ্ডপের ধারে দেয়ালে একদিকে বলিদ্বীপের কাপড়ে আঁকা পট কতকগুলি লাগানো, রামায়ণ-মহাভারতের ছবি; শুনলুম এগুলি বলিদ্বীপের কারেঙ-আসেমের রাজার উপহার,—তাঁর সঙ্গে মঙ্কুনগরোর বেশ হৃদ্যতা আছে। কবি সমস্ত মণ্ডপটীর সাজ-সজ্জা দেখে খুব প্রীত হ'লেন। আমরা সব গুছিয়ে' নিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে' একটু বিশ্রাম ক'রছি, ইতিমধ্যে মঙ্কুনগরো এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলেন। বেশ সুপুরুষ দেখ্‌তে এঁকে, খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত ক'রলেন। ইনি যবদ্বীপের একজন প্রধান সংস্কৃতি-নেতা, খুব বুদ্ধিমান, নিজের জাতির মধ্যে যা কিছু ভালো আছে সেগুলিকে রক্ষা করবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত। আমরা কয়দিন শূরকর্ত-তে থেকে এঁর নানা সদ্গুণের নানা বিষয়ে ঔদার্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম। মঙ্কুনগরো ইংরেজী ভালো ব'লতে পারেন না, তবে প'ড়তে পারেন। আমাদের আলাপে ডাক্তার রাজিমান আর বাকে দোভাষীর কাজ ক'রলেন।

মণ্ডপে ব'সে আমরা চা খেলুম - সঙ্গে চালের গুঁড়ো, না'রকল আর গুড়ের তৈরী নানারকম যবদ্বীপীয় পিঠে, আর বিস্কুট। ভরা বিকাল, সন্ধ্যে হয়-হয়। রাজবাড়ীর মণ্ডপের দেয়ালে রামায়ণ-মহাভারতের ছবি; সন্ধ্যে-বেলা রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান অবলম্বন ক'রে নাচ বা অভিনয় বা ছায়া-নাট্য প্রায়ই এই মণ্ডপে হ'য়ে থাকে, আবার সন্ধ্যের সময়ে রাজবাড়ীর মাইনে-করা দুই মোল্লা ঘরে ঘরে আরবী মন্ত্র প'ড়ে যাচ্ছে—শুনলুম, ভূত-প্রেত সব এতে ক'রে পালাবে।

কবির সঙ্গে সাড়ে-ছটায় ডচ্ রেসিডেণ্ট-সাহেবের ওখানে আমরা গেলুম। ডচ্ সরকারের প্রতিনিধি—সেই হিসাবে ইনি সুনানের কাছ থেকে দাদার সম্মান পান—সব বিষয়েই রাজা এঁর ছোটো ভাইয়ের মতন অনুগত। রেসিডেণ্ট খুব খাতির ক'রে কবিকে স্বাগত ক'রলেন। বেশ লোক ইনি; এখানে আমাদের কফি-পানের সঙ্গে

নানা বিষয়ে খানিক ক্ষণ আলাপ হ'ল। রেসিডেণ্ট-সাহেবের হিন্দু জাতি আর ধর্ম সম্বন্ধ প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে। বলিদ্বীপের হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। তারপর এঁদের শিষ্টাচারে বিশেষ প্রীত হ'য়ে আমরা Mangkoenogoroan অর্থাৎ মঙ্কুনগরোর প্রসাদে ফিরলুম।

সান্ধ্য আহারের পূর্বে আমরা মণ্ডপে ব'সলুম। অতি মধুর তালে, সমস্ত দেহ আর মনকে যেন স্নিগ্ধ ক'রে দিয়ে গামেলানের ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হ'ল। যবদ্বীপের গামেলান বলিদ্বীপের চেয়ে আরও উন্নত, আরও সুকুমার, আরও কলাকৌশলময়, আরও শ্রুতিসুখকর। দুটী মেয়ে তারপরে অতি সুন্দর পোষাক প'রে নাচ্‌লে—প্রায় ঘণ্টা-খানেক এই নাচ চ'ল্‌ল। এদের পোষাক ঠিক প্রচীন যবদ্বীপীয় পোষাক নয়, তবে সেই পোষাকেরই আধারে, একটু-আধটু অদল-বদল ক'রে নেওয়া। গায়ে কাঁধ-ঢাকা নীল সাটিনের জামা—কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত খালি, প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাকে গায়ে জামা পরার রেওয়াজ ছিল-ই না, খালি বুকের উপরে একখানা ওড়না-জাতীয় কাপড় জড়িয়ে' রাখ্‌ত, এতে দুই কাঁধ অনাবৃত থাকে; মেয়েরা সাধারণ চলা-ফেরায় বা গৃহ-কর্মে নিযুক্ত থাক্‌লে এখন-ও এই ভাবে-ই কাপড় পরে। কোমরে ফুল-কাটা রঙীন রেশমের-কাপড়ের একটা কটীবস্ত্র, কোমর-বন্ধের মতন ক'রে বাঁধা, তার লম্বা দুই খুঁট নাচের সময়ে ওড়নার মতন হাতে ক'রে নিয়ে থাকে; এই রেশমের কাপড় ভারতবর্ষ থেকেই যায়,—এ কাপড় হ'চ্ছে সুরাতের বিখ্যাত 'পাটোলা' কাপড়। পা খালি। গায়ে গয়না বেশী নেই,—মাথার মুকুট, দু হাতে কনুইয়ের উপরে দুটী অলঙ্কার, গলায় একটী হার, তার ধুকধুকীটা অর্ধচন্দ্র আকৃতির। যে নাচ নাচলে, তার নাম Golek নাচ। উদ্দাম ভাবের কিছুই নেই। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে গামেলান বাজ্‌ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে, বাজনার দলের সঙ্গে মাটিতে ব'সে, কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ সুকণ্ঠে গান ক'রছে।

নাচ শেষ হ'ল না, খানিকক্ষণের জন্যে বন্ধ রইল; আমাদের গিয়ে সান্ধ্য-ভোজন সারতে হ'ল, নাচের মণ্ডপের পাশে একটী দর-দালানে। সেখানে গামেলানের আর গানের ধ্বনি আমাদের কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। যবদ্বীপের সঙ্গীত আর বাদ্য নিয়ে কবি, মঙ্কুনগরো, ডাক্তার রাজিমান, কোপ্যারব্যার্গ আর বাকে আলোচনা ক'রতে লাগলেন। শুনলুম যে যবদ্বীপে দু রকম রীতির স্বর-গ্রাম প্রচলিত—একটীতে মাত্র পাঁচটী স্বর, এটা চীনেদের কাছ থেকে নেওয়া; আর একটীতে আমাদের মতন সাতটী স্বরই আছে—এটা ভারতবর্ষ থেকে গৃহীত। গামেলান মুখ্যতঃ ঘন, আতোদ্য আর আনদ্ধ যন্ত্রের সমাবেশে সৃষ্ট ঐক্যতান; এর মূল বা আধার হ'চ্ছে—তাল; যুগপৎ নানা সুরের যন্ত্রে খালি তাল দিয়ে গেলে তাদের ভিন্ন রেশের সমাবেশে ঐক্যতানে যে তাল-সমষ্টি ধ্বনিত হয়, তা থেকেই একটী মনোহর মিলিত যন্ত্র-সঙ্গীতের উদ্ভব হয়; এ বাজনা আমাদের বীণা বা ইউরোপীয় পিয়ানোর মত সুরলয়-যুক্ত ব্যাপার নয়, খালি তালের গতি মাত্র। আমাদের অশিক্ষিত কানে এই বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা কঠিন, তবে এর ভাষা যে আমাদের শ্রুত ভারতীয় আর ইউরোপীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের ভাষা থেকে অন্য ধরণের, সেটা আবছা-আবছা অনুমান করা যায়। ভাষা অশ্রুত-পূর্ব বটে, কিন্তু তার কাকলি মর্মস্পর্শী, একটী স্নিগ্ধতার আবেশে মনকে একেবারে ভরপুর ক'রে দেয়। এদের গান-সম্বন্ধে কবির সঙ্গে সঙ্গীত-রসজ্ঞ বাকে আর অন্য ব্যক্তিদের যে আলোচনা হ'ল, তার সমস্তটা আমার বোধগম্য হ'ল না, করণ আমি সঙ্গীতের ভিতরের কথা কিছুই জানি না; তবে কবির মন্তব্য সকলকেই মেনে নিতে হ'ল। দুটো কথা ব'লে এদের কণ্ঠ-সঙ্গীতের গুণ কবি নির্দেশ ক'রেছিলেন—নানা লোকের গানে এক-ই melody-র দ্রুত আর ঠায় গতিতেই এদের কণ্ঠ-সঙ্গীতে একটা harmony বা সংবাদি-ভাব আসে; আর এদের গানে আরোহণ আছে, অবরোহণ নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার নাচ দেখা—এবার আর দুটী মেয়ে এল, একটু অন্য ধরণের পোষাকে; এই পোষাক কাঁধ-খোলা প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাক। মেয়ে দুটী অতি সুশ্রী আর সুঠাম দেখ্‌তে, বয়স খুব অল্প—

.ঙ্গনগরো ব'ললেন এক জনের বয়স ষোলো, আর এক জনের চোদ্দ,—আট বছর বয়স থেকে এরা .ই সব নাচের সাধনা ক'রছে। এখন এরা যে নাচ দেখালে তার নাম হ'চ্ছে Kambiong, .রা রাজবাড়ীরই মেয়ে, তবে এদের সঙ্গে মঙ্কুনগরোর সম্পর্কে কি, তা জানতে পারলুম্ না। একটা অতি .মৎকার সারল্য মাথা এদের মুখ, এক রকম সাদাটে' রঙ মুখে প্রচুর পরিমাণে মাথার দরুন মুখে কোনও বিশেষ হাব-ভাব দেখবার অবকাশ ছিল না;—তাতে ক'রে একটুখানি যেন লোকাতিগ-ভাবের দ্যোতনাও এসে প'ড়ছিল। আর নাচের প্রত্যেক ভঙ্গীটী কি মহনীয় ছিল!—প্রত্যেকটী ছন্দোময় গতি-হিল্লোল যেন কল্প-লোকের আভাস আন্‌ছিল। সেকেলে পোষাকে যবদ্বীপের সম্ভ্রান্ত ঘরের তন্বী মেয়েদের অতি সুন্দর দেখায়—যদিও মুখের ছাঁচ অনেক স্থলে কতকটা নাক-চেপ্‌টা চীনা ধাঁজের, আমাদের চোখে হয় তো ততটা সুশ্রী বোধ হয় না। কিন্তু এরা বংশ-পরম্পরা-গত একটী মনোহর গতিচ্ছন্দ পেয়েছে; এ জিনিস ভারতেও এক সময় সুলভ ছিল, দারিদ্রের নিপীডনে এখন-ও দুর্লভ হয় নি,—আর এই গতিচ্ছন্দটী নাচের সাধনার দ্বারা যেখানে আরও মার্জিত হ'য়েছে, সেখানে এই জিনিস যে একটী দেবভোগ্য শিল্পকলা হ'য়ে দাঁড়াবে, তার আর আশ্চর্য কি? এই মেয়েদের নাচ গান পরে আরও কয়েকবার আমরা দেখি—কিন্তু প্রথম দিনে আমাদের যে ভাবে চমৎকৃত ক'রেছিল, তার স্মৃতি এখনও মনে উজ্জ্বল ভাবে আছে;—যতদূর স্মরণ হ'চ্ছে, কবি যেন ব'লেছিলেন—যবদ্বীপের এই মেয়েরা যে ভাবে নাচলে, স্বর্গের অপ্সরাদের নাচ তার চেয়ে কতটা ভালো হ'তে পারে তা তার কল্পনার অতীত। আমাদের এই অপূর্ব নাচ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যাওয়ায় বন্ধুবর সামুএল কোপ্যারব্যার্গের বড়োই আনন্দ—তার প্রিয় যবদ্বীপের সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ বস্তুটী যে কবির মতন রসজ্ঞের আন্তরিক সাধুবাদ অর্জন ক'রেছে,—এইতে-ই তার স্ফূর্তি। কবি যবদ্বীপকে উদ্দেশ ক'রে যে বাঙলা কবিতা লিখেছিলেন, তার ইংরেজীও তিনি নিজে করেন, আর এই ইংরেজী থেকে ডচ অনুবাদ করেন বাকে; ডচ্ থেকে আবার যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ করান মঙ্কুনগরো, আর এই যবদ্বীপীয় অনুবাদ এখন তাঁর গাইয়েরা গান ক'রে কবিকে শোনালে। মেয়ে দুটীও গানে যোগ দিলে—এদের গলাও চমৎকার।—রাত প্রায় সাড়ে-বারোটা পর্যন্ত এই নৃত্য-দর্শন চ'ল্‌ল।

১৩ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

আজ সকালে কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে আমরা মঙ্কুনগরোর প্রাসাদ দেখলুম, সঙ্গে রাজবাড়ীর লোক ছিল, আমাদের নিয়ে বা'র-বাড়ী ভিতর-বাড়ী সব দেখালে। কবি বড়ো মণ্ডপটী দেখে মঙ্কুনগরোর কাছে গেলেন, তার সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগলেন—সঙ্গে দোভাষীর কাজ করবার জন্য লোক রইল। অন্দর-বাড়ীর ভিতরে একটী গাছ-পালায় ছায়াময় আঙিনার ধারে দর-দালানে মঙ্কুনগরোর খাস্-কামরা, তাঁর রাণী—এঁর উপাধি হ'চ্ছে Ratoe Timor 'রাতু-তিমর' বা 'প্রাচী রাজ্ঞী'—তাঁর খাস-কামরা, বাগান, চিড়িয়াখানা; পর পর বড়ো-বড়ো ছবিতে আর নানা জিনিসে সাজানো বিস্তর ঘর;—সব ঘুরে ঘুরে দেখলুম। প্রায় সবটাই এক-তালা; দো-তালা ঘরও খানকতক আছে। রাজবাড়ীর মেয়েরা—অতি সুশ্রী সুঠাম চেহারার মেয়েরা সব—চলা-ফেরা ক'রছে, নানা শিল্প-কাজে ব্যাপৃত র'য়েছে। 'বাতিক্' কাপড় ছাপার কাজ একাধিক জায়গায় হ'চ্ছে। এই কাপড় ছাপার রীতিটীর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। যে নক্শাটী কাপড়ে ছাপ্‌তে হবে, তাতে হয় তো চারটে রঙ আসবে। পাতলা ক'রে গরম মোম দিয়ে সমস্ত কাপড়খানার অন্য রঙের অংশগুলি ঢেকে দিয়ে এক এক রঙে ছোপাবার ব্যবস্থা ক'রতে হয়। সমস্তটাই হাতের কাজ, আর অনেক সময়-সাপেক্ষ। বাতিকের কাপড়ে এই রকম-ভাবে হাতে ক'রে নক্শাগুলি মোমে ঢেকে ছোবানো হয় ব'লে, এর নক্শার রঙে যে একটা কোমলতা এসে যায়, তা যন্ত্রের সাহায্যে—বিশেষতঃ বড়ো কলের সাহায্যে—

ছাপা কাপড়ে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু বাতিক কাপড় বড়ো দামী, তাই এর চল ক'মে আস্‌ছে। তবুও, হাতে তৈরী শিল্পের নিদর্শন হিসাবে ইউরোপের কলা-রসজ্ঞদের কাছে এর কদর হ'য়েছে ব'লে, আর যবদ্বীপের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এই জিনিসকে এখনও ছাড়েনি ব'লে, যবদ্বীপে এখনও বাতিকের যথেষ্ট সমাদর আছে। রাজ-রাজড়ার ঘরে ধনী লোকেদের ঘরে মেয়েরা এই শিল্পকে এখনও জাগিয়ে' রেখেছেন। এক এক রাজার বা উচ্চবংশের এক একটী ক'রে বিশিষ্ট নক্‌শার প্রচলন থাকে, আর সেই নক্‌শার কাপড় বিশেষ বিশেষ বংশের লোক না হ'লে সাধারণ লোক আগে প'রতে পারত না, এখন আইনের বাধা না থাকলেও কেউ পরে না। মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে মেয়েরা এই শিল্পকে বেশ জীবিত রেখেছেন দেখা গেল। আমরা এই ভাবে ঘুরে ফিরে, কবি, আর মঙ্কুনগরো আর তাঁর রাণী যেখানে ছিলেন সেখানে এলুম। রাণীকে দেখ্‌লুম—দেখা-মাত্রই মনে একটা সম্ভ্রম জাগে। শুনলুম, ইনি যোগ্যকর্তার এক রাজ-বংশের মেয়ে। যে কোনও দেশের লোকে এঁকে সুন্দরী ব'ল্‌বে। দেখ্‌তে তন্বঙ্গী, বর্ণে গৌরী, আর খুব ডাগর চোখ—আমাদের ভারতবর্ষে যে রকম চোখকে সৌন্দর্যের বিশেষ লক্ষণ ব'লে মনে করে সেই রকম চোখ। তাঁর রাণীরই মতন সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার, তাঁর নিজের সহজ গৌরবে অবস্থান—আর সমস্তকে উদ্ভাসিত ক'রে ফেলে তাঁর অতি সুন্দর মিষ্টি হাসি। ইনি ইংরেজী জানেন না। মঙ্কুনগরো আমাদের পেয়ে তাঁর গ্রন্থাগার আর সংগ্রহশালা দেখালেন। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁর অনেক বই আছে, আনন্দ কুমারস্বামীর Rajput Painting আছে দেখলুম, শুনলুম এখানি তাঁর একটী প্রিয় বই। যবদ্বীপের প্রাচীন কালের হিন্দু আমলের সোনার গয়না, পিতলের মূর্তি, তৈজস-পত্র, এ-সব দেখালেন। প্রাচীন ছায়া-নাটকে ব্যবহৃত চামড়ায় কাটা পুঁতুল বিস্তর জড়ো করা র'য়েছে—এইগুলির চর্চা তাঁর বড়ো ভালো লাগে। কথা-প্রসঙ্গে খানিকক্ষণ বেশ কাট্‌ল—এমন সময়ে চাকরে মঙ্কুনগরোকে আর আমাদের একবাটী ক'রে গরম সুপ আর বিস্কুট দিয়ে গেল। যবদ্বীপের রাজবাড়ীর একটা কায়দা লক্ষ্য ক'রলুম—রাজাকে কিছু দিতে হ'লে হাঁটু গেড়ে মাথায় ঠেকিয়ে' তবে চাকরেরা দেয়, আর কেউ কিছু বল্‌তে গেলে আগে দু হাত জোড় ক'রে তাঁকে প্রণাম করে, তারপরে কথা বলে, আর তাঁর মুখের কথা শুনেও দু হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে' যেন তাঁর কথা গ্রহণ করে। এর পরে মঙ্কুনগরো আমাদের কয়েক খণ্ড দুর্লভ বাতিক্ কাপড় উপহার দিলেন—এ কাপড় তাঁর বাড়ীতেই তৈরী, আর সেগুলির নক্‌শায়ও বৈশিষ্ট্য আছে। আমাকে যেখানি দিলেন সেটীর জমী ঘন খয়েরের রঙের, তার উপরে হল্‌দে সাদা আর কালো রঙে নক্‌শা—নক্‌শাটী হ'চ্ছে পক্ষ বিস্তার ক'রে গরুড়ের; রাজবংশীয় ছাড়া আর কারও এই নক্‌শার কাপড় পরার অধিকার আগে ছিল না।

এর পরে কোপ্যাবৃব্যার্গের সঙ্গে তাঁর Java Instituut-এর বাড়ীতে গেলুম। কোপ্যাবৃব্যার্গ এইখানেই থাকেন। এখানে Dr. Pigeaud পিঝো ব'লে একটী ডচ্ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি যবদ্বীপের মধ্য-যুগের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একখানি যবদ্বীপীয় ভাষার বই সম্পাদন আর তার অনুবাদ ক'রে হলাণ্ডের কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি পেয়ে, কিছুকাল হ'ল যবদ্বীপে এসেছেন, যবদ্বীপীয় ভাষার একখানি বড়ো অভিধান সঙ্কলনের কাজে হাত দিয়েছেন। এঁর সঙ্গে বেশ শীঘ্রই আমার আলাপ আর হৃদ্যতা জ'মে উঠ্‌ল; পরে এঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার আলাপ-আলোচনা হয়—যবদ্বীপীয়দের হিন্দু সংস্কৃতিতে ইন্দোনেসীয় উপাদান কতটা, সে বিষয়ে কথা হয়,—দুই-একটী নোতুন কথাও শুনি এঁর কাছ থেকে। কোপ্যাবৃব্যার্গ Java Instituut-এর তরফ থেকে কবির জন্য কতকগুলি সেকেলে যবদ্বীপীয় শিল্প-দ্রব্য উপহার দিলেন—নাটকে ব্যবহৃত গয়না, ওষুধ রাখবার জন্য সাবেক কালের কাঠের ছোটো বাক্‌স, চামড়ার ওআইয়াঙ পুঁতুল, এই-সব।

দুপুরে শ্রীযুক্ত সুযান বিদায় নিয়ে সুরাবায়ায় ফিরলেন—তিনি এখান পর্যন্ত এসে কবিকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে গেলেন।

বিকালে শহরে আমাদের—অর্থাৎ সুরেন-বাবুর ধীরেন-বাবুর আর আমার—প্রাচীন মণিহারী জিনিসের সন্ধানে

অভিযান হ'ল। Kraton 'ক্রাতন' বা রাজপ্রাসাদের (সুনানের প্রাসাদের) একটি ফটকের বাইরে হরেক রকম জিনিসের হাট ও বাজার বসে, সেখানটায়-ও ঘুরে এলুম। ক্রাতনের ভিতরে অনেকগুলি মহল, এর বাইরেকার দুই-একটী মহল-ও উপর উপর একটু দেখে এলুম।

আজ রাত্রে সুসুহুনানের প্রাসাদে Bedojo 'বেডয়ো' নাচ দেখতে যাবো—ডিনারের পরে। কালো রেশমী আচকান আর টুপী প'রে আমরা তৈরী হ'লুম। তার পূর্বে মঙ্কুনগরো কালকের মত আজও তার প্রাসাদের ছোটো মণ্ডপে নাচ দেখালেন। কালকের মেয়ে দুটী আজও নাচ্‌ল—তবে আজ পুরুষের বেশ প'রে, আর মুখে সঙের মুখস প'রে। আজ কেবল নাচ হ'ল না—অভিনয় হ'ল, এই সঙ-সাজা মেয়ে দুটীর সঙ্গে অভিনয় ক'রলে একটী পুরুষ অভিনেতা—এরও মুখে সঙের মুখস। ব্যাপারটা যে খুবই হাস্যরসাশ্রিত হ'চ্ছিল, তা শ্রোতাদের ঘন ঘন হাসির রোল থেকে বোঝা যাচ্ছিল। মঙ্কুনগরোর রাণী আজ এই নৃত্য বা অভিনয় সভায় তার সহচরীদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে এসেছিলেন, আর তা ছাড়া রাজবাড়ীর বিস্তর ছেলে বুড়ো আর মেয়ে ছিল—সবাই মণ্ডপের উপরে ভুঁয়ে ব'সেছিল, আসর ক'রে। এই নৃত্যাভিনয়ের নাম শুনলুম Tembem 'তেম্বেম' আর Batjak-dojok 'বাচাক্-দোয়োক্'।

মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে প্রায় পৌনে-নটা পর্যন্ত এই নৃত্যাভিনয় দেখবার পরে আমরা সুসুহুনানের প্রাসাদে গেলুম। সেখানকার 'বেডয়ো' নৃত্যের কথা আর যবদ্বীপের রাজ-দরবারের কথা পরে ব'ল্‌বো।

১৪ই সেপ্টেম্বর, বুধবার।

প্রাতরাশের পরে কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে আম বারাজ-প্রাসাদের ফটকের লাগোয়া বাজারে পুরাতন জিনিসের দোকানে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রলুম, কতকগুলি ভালো জিনিস-ও সংগ্রহ হ'ল। বাতিক কাপড়ের অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর নকশার পিতলের ছাপ যোগাড় করা গেল। তারপরে শূরকর্তের মিউজিয়মে নিয়ে গেলেন কোপ্যারব্যার্গ। প্রাচীন যবদ্বীপীয় পাথরের মূর্তি আর ব্রঞ্জের মূর্তি কতকগুলি আছে, যবদ্বীপীয় কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এগুলি। যবদ্বীপের আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক নানা বস্তু-ও এখানে আছে—'ওয়াইয়াঙ্'-এর চামড়ায়-কাটা পুতুল, নাটকে ব্যবহৃত মুখস, নানা রকমের বাড়ীর আদর্শ, মাটির পুতুলে দেশের নানা শ্রেণীর লোকের চেহারার আর কাপড়-চোপড়ের আদর্শ, ইত্যাদি। মিউজিয়মের কর্মচারীরা বিশেষ সৌজন্যের পরিচয় দিলেন, আর আমাদের যবদ্বীপীয় ভাষায় মুদ্রিত মিউজিয়মের সচিত্র ক্যাটালগ-ও উপহার দিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে শ্রীযুক্ত Moens মুন্‌স্ নামে একটী ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার মঙ্কুনগরোর অতিথি-রূপে আমাদের সঙ্গেই খেলেন—মঙ্কুনগরো আমাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে' দিলেন। ইনি থাকেন যোগ্যকর্তাতে, সরকারী কাজ করেন—বেশ সহৃদয় ব্যক্তি, যবদ্বীপের সভ্যতায় যা কিছু ভালো আছে তার অনুরাগী, হিন্দু ভারতেরও অনেক কথা জানেন,—যবদ্বীপে শিব-গুরুর পূজা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। এঁর স্ত্রী-ও যবদ্বীপের সভ্যতা রীতি-নীতির কথা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ইনি আজই চ'লে গেলেন—যোগ্যকর্তাতে আমরা যখন যাবো, তখন এঁর সঙ্গে আবার আমাদের আলাপ-পরিচয় হবে।

আজকে শ্যামদেশ বাঙ্কক্ থেকে আরিয়মের তার এল,—সেখান থেকে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে স্থানীয় লোকেরা আহ্বান ক'রছে।

রাত্রে কবির সম্মাননার জন্য মঙ্কুনগরো একটী বড়ো ভোজ দিলেন, আর তিনি এই উপলক্ষে যবদ্বীপীয় নৃত্যের বিশেষ-রূপে আয়োজন ক'রেছিলেন। তাঁর প্রাসাদের বিরাট্ বড়ো মণ্ডপটীতে এই নাচের আর ভোজনের অনুষ্ঠানটী

হ'য়েছিল। বত্রিশ জন সম্মানিত অতিথি এসেছিলেন—এঁদের মধ্যে সুসুহুনানের দুই ছেলে—রাজকুমার Djatikoesoemo জাতিকুসুম আর রাজকুমার Koesoemajoedo কুসুমায়ুধ ছিলেন, আর সুনানের এক ভা' ছিলেন; আর ডক্টর রাজিমান ছিলেন, আর ছিলেন Karsten কার্স্টেন ব'লে এক ডচ্ বাস্তুশিল্পী, ইনি সেমারা' শহরে একটু পরিবর্তিত যবদ্বীপীয় ঢঙে অনেকগুলি সুন্দর বাড়ী ক'রেছেন; এ ছাড়া সুরাবায়ার শ্রীযুক্ত সিঙ্গিঃ, আর কতকগুলি ডচ্ ভদ্রলোক ছিলেন; আর মঙ্কুনগরোর রাণীও ছিলেন।

টাইপে ছাপা নাচের প্রোগ্রাম বিতরণ হ'ল—এইগুলিই মুখ্য নাচ, সব যবদ্বীপের হিন্দু যুগের স্মৃতি-মণ্ডিত classical বা প্রাচীন, প্রতিষ্ঠাপন্ন নাচ। এই নাচগুলি সমস্তই পুরুষের; বেশীর ভাগই ছিল নৃত্যকলায় যুদ্ধের একটা সুকুমার প্রকটন; আর যাঁরা নাচ্‌লেন তাঁরা সকলেই রাজার ঘরের আর অন্য অভিজাত বংশের যুবক। নাচের মধ্য দিয়ে অভিনয়। সকলেরই বেশ পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, আর পোষাকগুলি রঙে আর সোনার কাজের সমাবেশে অপূর্ব সুন্দর ছিল—এই বেশকে প্রাচীন ভারতের রাজবেশের যবদ্বীপীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। আধুনিক যবদ্বীপের রুচির অনুমোদিত দুই-চারিটী জিনিসও এই পোষাকে এসে গিয়েছে—যথা, বাতিকের কাপড়ের ধুতির নীচে হাঁটু পর্যন্ত আঁট পায়জামা পরা, আর গায়ে একটা জামা পরা; কিন্তু মাথার সোনার মুকুটের, আর গুজরাটের পাটোলা কাপড়ের চমৎকার বর্ণ শোভায়, আর গলায় আধা-চাঁদের হারে, বড়ো সুন্দর দেখায় এই পোষাক। ডাক্তার রাজিমান এই নৃত্যাভিনয়ের সময়ে আমাকে ব'ল্‌ছিলেন—নাচের প্রত্যেক গতিটী আর হাতের প্রত্যেক ভঙ্গীটী এই নৃত্যের শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, হাতের ভঙ্গীগুলি প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত এক-একটী কর-মুদ্রা। এই নৃত্যাভিনয়ের জন্য কোনও দৃশ্যপট থাকে না—মণ্ডপের উজ্জ্বল মণিশিলাময় কুট্টিম বা মার্বেল-পাথরের মেঝের উপরেই নাচ হয়। দুই-তিন জনের বেশী নট কোনও নাচে থাকে না। নাচের তালিকা এই—

1. Wireng Pandji henem (orde dans)—প্রাচীন যবদ্বীপীয় ইতিহাসের আখ্যায়িকা বর্ণিত কোনও ঘটনার নৃত্যাভিনয়।

2. Wireng Raden Hindradjit kalijan Wanara Hanoman—রামায়ণের ঘটনা—রাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ আর বানর হনুমানের যুদ্ধাভিনয়।

3. Bekaan Golek—এইটী স্ত্রীলোকের নৃত্য।

4. Wireng panah hoedoro—তীর-ধনুক নিয়ে নৃত্যাভিনয়—Abimanjoe অভিমন্যুর সঙ্গে Sambo শাম্বর পুত্র Wersokoesoemo বর্ষকুসুম বা বৃষকুসুমের যুদ্ধ।

5. Wireng Raden Werkoedoro kalijan Praboe Partipejo—রাজপুত্র বৃকোদরের সঙ্গে প্রভু বা রাজা প্রতীপেয়ের যুদ্ধ।

6. Petilan Langendrijo—Menak Djinggo den Damar Woelan—'দামার বুলান' নামক বিখ্যাত প্রাচীন যবদ্বীপীয় কথার ঘটনা-বিশেষ নিয়ে নৃত্যাভিনয়; দুই প্রতিপক্ষ মেনাক্-জিঙ্গো ও দামার-বুলানের যুদ্ধ।

আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যেই ভোজন চুকোতে হ'ল। মণ্ডপের এক পাশে লম্বা টেবিলে অতিথিরা ব'স্‌লেন—নাচ তাঁদের সামনেই চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। সমস্ত ক্ষণ গামেলানের বাজনা অবিশ্রান্ত চ'লছিল। তিনের আর চারের নাচ আমরা খেতে-খেতে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। যে মেয়েটী Golek গোলেক্ নাচ নাচ্‌লে, তাকে আগেকার দু দিন-ও দেখেছি, আজকে তার একার নাচ—সে নাচ ভাষায় বর্ণনার অতীত একটী সুন্দর বস্তু হ'য়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত রাজিমান আর শ্রীযুক্ত সিঙ্গির মতন ইংরেজী-বলিয়ে' দুই উচ্চ-শিক্ষিত যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক আমার পাশে ছিলেন, এঁদের সঙ্গে কথা ক'য়ে অনেক বিষয়ে খবর পাচ্ছিলুম। এঁরা সত্যি-সত্যি নিজেদের জাতির নাচ আর সংস্কৃতির অন্য সব অঙ্গ প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসেন, তাই যথাসম্ভব এগুলির রক্ষায় যত্নশীল।

খাওয়ার ভোজন-তালিকা ইংরেজীতে ছাপানো হ'য়েছিল—তার উপরে লেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনার জন্য মঙ্কুনগরোর গৃহে নৈশ আহারের পদ-তালিকা। কবির যবদ্বীপের প্রতি কবিতাটীর ইংরেজী আর ডচ্ অনুবাদ বেশ চমৎকার ভাবে পুস্তকাকারে ছাপানো হ'য়েছিল, সেই বই সমাগত অতিথিদের মধ্যে বিতরিত হ'ল—কবির আর মঙ্কুনগরোর হস্তাক্ষর সমেত। খাওয়ার পর সকলের ফ্লাশ-লাইট ফোটো নেওয়া হ'ল। সমস্ত সন্ধ্যাটীতে বিশেষ-ভাবে নানা বিষয়ে মঙ্কুনগরোর হৃদ্যতার, কবির প্রতি আর ভারতের প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার, আর তার রস-তন্ময় চিত্তের পরিচয় পেলুম। নাচ, খাওয়া-দাওয়া সব চুকতে প্রায় সাড়ে এগারোটা হ'য়ে গেল।—খালি সম্মানিত অতিথিরাই থাকবে, আর কারো এই জিনিস দেখবার অধিকার নেই, এ রকম বিসদৃশ জাতি-ভেদের মতন ব্যাপার এদেশে এখন-ও আরম্ভ হয়নি। তাই বিস্তর ছেলে মেয়ে আর বুড়ো বিরাট মণ্ডপের ধারে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা যে দিক্‌টায় ছিলেন সে দিকটা বাদ দিয়ে, ব'সে ব'সে সারাক্ষণ ধ'রে এই মনোহর বর্ণোজ্জ্বল 'দেহের-সঙ্গীত' দেখছিল।

এই সব নাচে এক-একটী পাত্র এ রকম একটা dignity, একটী মহিমা আর গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাদের পাট ক'রছিল, যে তাতে মহাভারত আর রামায়ণের পাত্রদের বিরাট্ কল্পনা একটুখানিও ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছিল না। ভীম যিনি সেজেছিলেন, তিনি মোটেই ভীমকায় নন, তবে তাঁর মুখখানি শ্মশ্রুমণ্ডিত ক'রে দেওয়ায় একটু গাম্ভীর্য এনে দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু ধীর-মন্থর গতিতে চলা-ফেরার আর একটু ধীরে-ধীরে মাথাটী তুলে সিংহাবলোকন করার ভঙ্গীতে, কেমন একটী সহজ-সুন্দর ভাবে তাঁর চরিত্রের বিশালত্ব আর বীরত্ব ফুটে উঠছিল। বাস্তবিক, এই নৃত্যাভিনয় অপূর্ব সুন্দর বস্তু : আর এর মূল অনুপ্রাণনা আমাদের প্রাচীন ভারত থেকেই এসেছে,— এ কথা ভেবে, এই জিনিসটী দেখে যেন আমাদেরই জাতির প্রাচীনের সঙ্গে আমাদের আবার নব পরিচয় ঘ'টল, এই ভাবে জিনিসটী আমাদের নিতান্ত আপন ব'লে মনে হ'চ্ছিল।

এই নৃত্যাভিনয়ের দুদিন পরে, মঙ্কুনগরোর এক ছোটো ভাই তাঁর নাচ দেখালেন। যবদ্বীপীয় নৃত্যকলায় একজন প্রধান কলাবন্ত বলে এঁর খুব খ্যাতি আছে। ঐ দিন দুপুরের বেশ প'রে মঙ্কুনগরোর বাড়ীর দুটী মেয়ে Wireng নাচ দেখালে; তার পরে তাঁর ভাই শ্রীযুক্ত Soerjawigiato 'সূর্যবিগ্যান্ত' নৃত্যাভিনয় ক'রলেন—ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচের বেশে। কি জানি কেন, যবদ্বীপে অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর মতন ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ-ও বেশ জন-প্রিয় পাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। যবদ্বীপের ঘটোৎকচ প্রেমে পড়েন, বিবাহ-ও করেন, খালি কুরুক্ষেত্রে প্রাণ দেন না। শ্রীযুক্ত সূর্যবিগ্যান্ত নৃত্যচ্ছন্দের দ্বারা প্রেমিক ঘটোৎকচের প্রেমাভিনয় দেখালেন। এই নাচের Symbolism অর্থাৎ রূপক বা প্রতীক-ভাব কি, তা সব বুঝলুম না। আশা আর নৈরাশ্য, প্রেমপাত্রীর জন্য অব্যক্ত আকুলতা আর সর্বস্ব-সমর্পণ, প্রেমিকাকে লাভের দুদমনীয় ইচ্ছার ফলে অপরিসীম বীরকর্ম দেখানোর চেষ্টা—এই সব জিনিস মূক অভিনয়ে, কেবল গমন-ছন্দে আর হাতের ভঙ্গীতে দেখানো হ'ল। জিনিসটী চমৎকার—এমন সুন্দর ভাবে যে এই সব জিনিসের প্রকাশ হ'তে পারে আমরা তা কল্পনা-ও করি নি।—এই নাচ হ'য়ে গেল, তার পরে শ্রীযুক্ত সূর্যবিগ্যান্ত নাচের ভঙ্গীতে তোলা তাঁর ছবি স্বাক্ষর ক'রে আমাদের দিলেন॥

২২। যবদ্বীপের রাজবাটীতে নৃত্যদর্শন

শূরকর্তর রাজা দশম পাকু-ভুবন (Pakoeboewono X) রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন, প্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের নাচ দেখ্বার জন্য। এই নাচ যবদ্বীপের সংস্কৃতির একটী অপূর্ব বিকাশ। এর বর্ণনা অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে ক'রে গিয়েছেন; এই নাচের অনেক ছবিও নিয়েছে, অনেক শ্রেষ্ঠ রূপকারএর এর ছবিও এঁকেছেন, আর ঐতিহাসিক আর নৃত্যকলা-রসিক এই নাচের কথা অনেক বইয়ে লিখে গিয়েছেন।

মঙ্কুনগরোর বাড়ী থেকে রওনা হ'য়ে রাত্রি আটটা-পঞ্চাশে আমরা Kraton অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে পৌছুলুম। প্রথা-মতন ভিতরের বিরাট মণ্ডপ যেখানে নাচ হবে, সেখানে গিয়ে উঠবার আগে, বাইরের আর ভিতরের মহলের মাঝেকার একটী ফটকের সাম্নে আমাদের মোটর থাম্‌ল, কবি নাম্‌লেন, আমরাও নাম্‌লুম। ফটক মানে একটী বিরাট্ দেউড়ী, তার সামনেটা ছাতে ঢাকা, দরজার আশে-পাশে ঘর। এই দেউড়ীতে রাজার কতকগুলি নিকট আত্মীয়—ছেলে, ভাই, ভাইপো—অতিথিদের স্বাগতের জন্য ছিলেন। ইউরোপীয় ফৌজী পোষাক পরা দুই-চারিটী প্রৌঢ় আর ছেলেদের দেখলুম। অন্য অতিথিদের মধ্যে, কতকগুলি ডচ্ মহিলা, একটী প্রাচীন ইংরেজ দম্পতী, আর একজন ডচ্ পুরুষও ছিলেন। ডচ্ রেসিডেণ্ট তখনও আসেনি—তাঁর আগমনের অপেক্ষায় আমাদের মিনিট দু-চার দাঁড়িয়ে' থাক্‌তে হ'ল। তাঁর মোটর এল', তিনি নেমেই একজন আর্দালীর হাতে নিজের টুপী দিয়ে, সাম্নে একটী ইউরোপীয় মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে করমর্দন ক'রে, আর কোনও দিকে না চেয়ে সাঁ ক'রে এগিয়ে' চ'লে গেলেন, দরজা পার হ'য়ে গেলেন। ডচ্ জাতির, ডচ্ মহারাণীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি উপস্থিত, দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে' কারো সঙ্গে আলাপ করাটা বোধ হয় কায়দা-বিরুদ্ধ। যবদ্বীপীয় রাজপুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে, কবির অনুগমন ক'রে, যে পথ দিয়ে রেসিডেণ্ট সাহেব গেলেন সেই পথ দিয়ে আমরাও চ'ললুম। অষ্টাদশ শতকের সেকেলে যবদ্বীপীয় পোষাক প'রে, মস্ত চওড়া খোলা তলওয়ার হাতে দু-চার জন সেপাই আশে-পাশে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আমাদের সঙ্গে-ও চ'লেছে। একটা দু-দিকের দেওয়ালের মাঝেকার পথ দিয়ে আবার একটী দেউড়ীতে এলুম। এই দেউড়ী পেরিয়েই দেখি, সাম্নে এক অতি প্রশস্ত আঙিনায় বিজলীর আলোয় উদ্ভাসিত বহু-স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটী বিরাট্ 'পেণ্ডপো' বা মণ্ডপ। যবদ্বীপীয় রাজবাটীর এক ঐশ্বর্যময় দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তখন এসে দাঁড়াল'। প্রথমেই নজরে প'ড়্‌ল, মণ্ডপের ধারে কতকগুলি রাজানুচর নিশ্চল ধাতু-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে'—বোধ হয় হিন্দু-আমলের পোষাক প'রে; এদের গা খালি, সুদৃঢ় পেশী আর চওড়া বুকের পাটা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ বিজলীর আলোতে চক্‌চক্ ক'রছে; এদের মাথায় গোল আর উঁচু শাদা রঙের টুপী—খুব উঁচু তুর্কী ফেজ-টুপীর ভাব, তবে তার মাথায় কালো রেশমের গোছা নেই। সোনালী রঙের একটা ক'রে ফিতের অলঙ্কার গলা থেকে বুকের উপর ঝুলছে; পরণে রঙীন সারঙ—আর হাতে খোলা তলওয়ার, উঁচু ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। এদের বেশ বীরত্ব-ব্যঞ্জক চেহারা—আর এক্কেবারে সেকেলে ধরণের; যেন যবদ্বীপের হিন্দু আমলের লড়াইয়ের কাব্য বা ইতিহাসের পাতা থেকে এরা নেমে এসেছে। আশে-পাশে আধুনিক যবদ্বীপীয় দরবারী পোষাক প'রে নানা লোক মণ্ডপের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে' আছে, দেখলুম। বাঁ দিকে পড়ে গামেলানের দল; নানা রকমের যন্ত্র-পাতি নিয়ে সব ব'সে র'য়েছে। মস্ত বড়ো মণ্ডপটা মানুষে যেন গিশ্-গিশ্ ক'রছে। একদিকে লাল কালো আর সোনালি রঙের সাজ পরানো একটা কালো ঘোড়ার মূর্তি—প্রথম হঠাৎ দেখে মনে

হ'য়েছিল,—বুঝি বা জীবন্ত ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে' রেখেছে। মণ্ডপটি দুটী চাতালে, উপরে রাজার, রেসিডেণ্টের, আর অভ্যাগতদের বসবার জন্য, আর তা থেকে এক ধাপ নীচে তার চার দিকে বারান্দার মতন আর একটী চাতাল। আমরা মণ্ডপের আঙিনায় পৌঁছে দেখলুম, সুসুহুনান স্বয়ং রেসিডেণ্ট-সাহেবের অপেক্ষায় মণ্ডপে ওঠবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে'। রেসিডেণ্ট আমাদের আগে-আগে যাচ্ছিলেন, দু-জনে সামনা-সামনি হ'তে-ই ঝুঁকে পরস্পরকে অভিবাদন ক'রলেন, তারপরে দুজনে পাশাপাশি চ'ললেন, মণ্ডপের উপরে এঁদের দুজনের জন্য দুখানি উঁচু চেয়ার ছিল তাতে গিয়ে ব'সলেন। রেসিডেণ্ট সুসুহুনানের বাঁ দিকে ছিলেন, দুজনে হাত গলাগলি ক'রে চ'লছিলেন। রেসিডেণ্টের আসন সুসুহুনানের আসনের চেয়ে একটু উঁচু, আর এটী ছিল সুসুহুনানের সিংহাসনের ডান দিকে। এই বিরাট্ মণ্ডপটীর নাম হ'চ্ছে Bengsal Kentjana 'বেঙ্সাল কন্চানা' বা 'কাঞ্চন-মণ্ডপ'। বেশ উঁচু থামগুলি, ছাতের নীচে চমৎকার কাঠের কাজ। মেঝে সাদা মার্বেল পাথরের। রাজার নিশানের রঙ হ'চ্ছে লাল আর সোনালি হ'লদে, এই দুই রং চারিদিকে লাগানো। চার-কোণা মণ্ডপ, তার উঁচু চাতালের একদিকে সুসুহুনান আর রেসিডেণ্ট ব'সলেন, আর খুব উঁচু পদবীর কতকগুলি যবদ্বীপীয় আর ডচ্ ব্যক্তি। কবিকে সুসুহুনানের ঠিক বাঁ পাশে বসালে। মণ্ডপের আর তিন দিকে সারি সারি —এক সারি বা দু'সারি ক'রে—চেয়ার। দু-তিনটে চেয়ারের সামনে একটী ক'রে ছোটো টেবিল বা তেপায়া। মণ্ডপের মাঝখানটা খালি, এই খানটাতে নাচ হবে। সুসুহুনান মুসলমান হ'লেও, অন্য যবদ্বীপীয়দের মতন এঁদের মধ্যে পর্দা নেই, রাজার আত্মীয়ারাও এই নাচের সভায় প্রকাশ্যে ইউরোপীয় মহিলাদের মতনই ব'সেছিলেন। প্রত্যেক চেয়ারে নাম-লেখা কার্ড দড়ি দিয়ে বাঁধা—আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বসবার জায়গা দেখিয়ে' দিলে। বসবার আগে কিন্তু অভ্যাগত আর ডচ্ অফিসারদের লাইন বেঁধে সুসুহুনান আর রেসিডেণ্ট-সাহেবের সামনে গিয়ে একে একে এঁদের সঙ্গে কর-মর্দন ক'রে আসতে হল। তারপরে আমরা ব'সলুম। সুরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, আমি—আমরা কালো রেশমের আচকান আর পাজামা আর মাথায় কালো টুপী প'রে গিয়েছিলুম। আমার বাঁ পাশে ছিলেন একজন ডচ্ অফিসার, আর ডান পাশে একটী প্রৌঢ়া যবদ্বীপীয় মহিলা, পরে শুনলুম তিনি সুসুহুনানের এক বোন। জড়োয়া গয়না—হীরের কানের দুল টুল—অল্প দু চার খানা প'রেছিলেন। একটু দূরে কবি, সুসুহুনান এরা ব'সে। আমরা ব'সতেই, প্রথম বার ইউরোপীয় ব্যাণ্ড এক পাশে কোথায় ছিল তাই বেজে উঠ্ল। ইতিমধ্যে একদল চাকর এসে অভ্যাগতদের সামনেকার টেবিলে গেলাসে ক'রে পানীয় দিয়ে যেতে লাগ্ল—ঠাণ্ডা লেমনেড। সাদা জামা আর রঙীন সারঙ্ পরা রাজবাড়ীর চাকরের দল। যখন এরা সুসুহুনান কিংবা রেসিডেণ্টের সামনে যায়, বা এঁদের কিছু জিনিস দেয়, তখন হাঁটু গেড়ে ব'সে দু হাত জুড়ে প্রণাম করে, তারপরে পানীয় প্রভৃতি দেয়। কবি আর সুসুহুনানের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবার জন্য ছিলেন সুসুহুনানের এক যুবা পুত্র। (রাজার নাকি গুটী তিরিশেক সন্তান।) এই রাজকুমারটী খুব গৌরবর্ণ, বেশ সুপুরুষ দেখতে,—তবে একটু খর্বকায়। তিনি ইউরোপে ছিলেন বছর দুই-তিন, কতকগুলি ইউরোপীয় ভাষা জানেন, ইংরেজী তার মধ্যে একটা। হলাণ্ডে একটী অশ্বারোহী সৈন্যদলের সেনানী ছিলেন—বেশ জনপ্রিয় ব্যক্তি, ডচেরাও এঁর খুব পক্ষপাতী। রাজা নিজের ভাষায় কবিকে যা জিজ্ঞাসা করেন, রাজপুত্র ইংরেজীতে সেটীর অনুবাদ ক'রে কবিকে বলেন, আর কবির কথা রাজাকে দেশভাষায় জ্ঞাপন করেন। রাজার সঙ্গে কথা কওয়ার মধ্যে একটী জিনিস দেখলুম—দুই হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে' প্রণামের ঘটা। রাজা যাই কিছু রাজকুমারকে বলেন, শুনেই রাজকুমার দুই হাত জোড় করে মাথায় ঠেকান, যেন মহারাজের কথা মাথায় ক'রে নিলুম। তারপর রাজাকে কিছু বলবার আগে ফের ঐ রকম করেন। এই হ'চ্ছে যবদ্বীপের প্রাচীন রীতি; মুসলমান অর্থাৎ আরব বা পারস্যের আদব-কায়দা এই রীতিকে তাড়াতে পারে নি। কবির সঙ্গে সুসুহুনানের এমন কোনও গভীর বিষয়ে আলাপ হয় নি; বেশীর ভাগই ভদ্রতার বাজে কথা, তার

মধ্যে কবির বয়স কত, আর তাঁর সন্তানাদি কি, এ-সম্বন্ধে রাজা খুব কৌতূহল দেখিয়েছিলেন। আমার কিন্তু রাজকুমারটীর দোভাষীগিরি দূর থেকে দেখ্‌তে বেশ লাগ্‌ছিল ; কবির-ও এঁকে বেশ ভালো লেগেছিল।

এই রাজকুমারটীর নাম Koesoemajoedo 'কুসুমায়ুধ'। যবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ সামন্ত নৃপতি, ধর্মে মুসলমান হ'লেও, নিজের ছেলের এ রকম নাম রাখতে লজ্জিত হন না। আমাদের দেশের নিজাম বা অন্য কোন বড়ো মুসলমান রাজার বাড়ীতে এটা কি এখন সম্ভব ? এরা মুসলমান ধর্ম নিয়েছে, কিন্তু জা'ত দেয় নি। মঙ্কুনগরোর দুই ছোটো ছেলে—তাদের নাম হচ্ছে Sarosa 'সরোষ' আর Santosa 'সন্তোষ' (যবদ্বীপে 'রোষ' অর্থে বীরত্ব—'স-রোষ' কিনা বীরত্ব-যুক্ত), আর তাঁর ছোটো একটী মেয়ের নাম Koesoemawardani 'কুসুমবর্ধনী'। সুন্দা, মাদুরী, যবদ্বীপীয়,—এই তিনটী জাতির মধ্যে এখনও যে-সব বড়ো-বড়ো সংস্কৃত্ নাম প্রচলিত আছে তা শুনলে আশ্চর্য হ'তে হয়। বাতাবিয়ার Balai Poestaka 'বালাই পুস্তক' অর্থাৎ 'পুস্তকালয়' বা সরকারী লোক-সাহিত্য-প্রচার বিভাগের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা থেকে কতকগুলি লেখকের নাম তুলে' দিচ্ছি ; তা থেকে এদেশে মুসলমানদের ভদ্র সমাজের মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত নামের কিছু কিছু ধারণা করা যাবে।—

যথা,—Harja Hadiwidjaja আর্য আদি-বিজয়—যবদ্বীপীয় লিপিতে অনেক সময়ে আদ্য স্বরবর্ণের আগে একটী অনুচ্চারিত বা হ-কার বসিয়ে' দেয়, Wirapoestaka বীরপুস্তক, Soeradipoera সুরাধিপুর ; Soerjapranata সূর্য-প্রণত ; Mangkoeatmadja মঙ্ক-আত্মজ ('মঙ্ক' যবদ্বীপীয় শব্দ—অর্থ 'ক্রোড়-দেশ'), Sastrowirja শাস্ত্রবীর্য ; Sastratama শাস্ত্রতম (বা 'শাস্ত্রাত্ম') ; Poedjaardja পূজা-আর্য ; Wirawangsa বীরবংশ ; Poerwasoewignja পূর্ব-সুবিজ্ঞ ; Wirjasoesastra বীর্য-সুশাস্ত্র ; Sasraprawira সহস্র-প্রবীর, Sasrasoetiksna সহস্র-সুতীক্ষ্ণ ; Dirdjasoebrata ধৈর্য-সুব্রত ; Ardjasoewita আর্য-সুবীত ; Ranggawarsita রঙ্গ-বর্ষিত ; Wirjadiardja বীর্যাধি-আর্য, Jasawidagda যশোবিদগ্ধ ; Sasrakoesoema সহস্র-কুসুম, Sindoepranata সিন্ধু-প্রণত, Daramaprawira ধর্ম-প্রবীর ; Poerwaadiwinita পূর্ব-অধিবিনীত, Martaardjana মর্ত অর্জন ; Djajamargasa জয়-মার্গস ('স' যবদ্বীপীয় প্রত্যয়) ; Reksakoesoema রক্ষা-কুসুম ; Boedidarma বুদ্ধি-ধর্ম ; Adisoesastra আদি-সুশাস্ত্র ; Dwidjaatmadja দ্বিজ-আত্মজ ; Prawirasoedirdja প্রবীর-সুধৈর্য ; Soerjadikoesoema সূর্যাধিকুসুম ; Reksasoesila রক্ষা-সুশীল ; Sasraharsana সহস্র-হর্ষণ, Karta-asmara কৃত-স্মর ; Sasrasoeganda সহস্র-সুগন্ধ ; Djajapoespita জয়-পুষ্পিত ; Tjitrasentana চিত্র-সন্তান ; Arijasoetirta আর্য-সুতীর্থ ; Kartawibawa কৃত-বিভব ;—ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুরকর্তাতে একটী কাপড়ের দোকানে সুরেন-বাবু কিছু বাতিক্ কাপড় কিন্‌লেন, দোকানের অধিকারীর নামে Hardjosoepradjnjo, অর্থাৎ 'আর্য-সুপ্রাজ্ঞ'। বহুস্থানে আবার যবদ্বীপীয় শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ জুড়ে এদের নাম করণ হয়। পশ্চিম যবদ্বীপের সুন্দাজাতির মধ্যেও এই রকম সংস্কৃত নামের ঘটা দেখা যায়—যেমন,—'সৌম্যাত্মজ, প্রবীর-কুসুম, অর্দি (?)-বিনত, গুণবান্, গন্ধ-আদিনগর, ধীরাধিনত, কান্ত-প্রবীর, সুর-বিনত, সূর্যাধিরাজ, ধর্ম-বিজয়, শাস্ত্রাধিরাজ, সত্য-বিজয়, চক্রাধিরাজ', ইত্যাদি।

এতগুলি সংস্কৃত নাম শোনাবার উদ্দেশ্য—এদেশের ভদ্র-সমাজের সংস্কৃতির একটা পট-ভূমিকা দেওয়া। প্রাচীন কালে হিন্দু যুগে অবশ্য আরও বেশী ক'রে সংস্কৃতের ব্যবহার হ'ত। কিন্তু বহু শব্দ এরা এমন হজম ক'রে নিয়েছে যে সেগুলি যবদ্বীপীয় ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এদের ভাষায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দ এখনও আছে—ক্বচিৎ সে-সব শব্দের অর্থ ব'দলে গিয়েছে, কিন্তু শব্দগুলি র'য়েছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্যে আর কাব্যে সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি ;—প্রাচীন যবদ্বীপের বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ 'অর্জুন-বিবাহ' থেকে দুটী শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ তুলে' দিচ্ছি—

বসন্ততিলক ছন্দ (একবিংশ সর্গ)--

যন্ ব্বাং নিবাতকবচাগুলাগুল্ প্রগল্‌ভ
ক্রোধে রিকাঙ মডিকু নীতি মমেং উপায়।
তন্ সাম ভেদ ধন কেবল দণ্ডকর্ম,
গোাঙ্ নিঙ্ পরাক্রম জগেনদ্র ক-প্রবীরন ॥ ১ ॥
মন্মিন্‌ন্ত পাদ্-উভয় শুদ্ধকুল প্রশান্তা
ক্রোধাক্ষ ডক্ষত বিরক্ত করালবক্ত্র।
বেংবেং হিরণ্যকশিপুঃ কুল কালকেয়
মঙ্গেঃ কৃতার্থ গিন্তলঙ্ হলুবিং রণাঙ্গ ॥ ২ ॥

এদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের এই বাহুল্যের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যবদ্বীপের প্রতি' কবিতায় উল্লেখ ক'রেছেন--

এই যে পথে হ'য়েছিল মোদের যাওয়া-আসা,
আজো সেথায় ছড়িয়ে' আছে আমার ছিন্ন ভাষা।

যবদ্বীপের রাজবাড়ীর কায়দার মধ্যে, আমাদের দেশের সভ্যতার আর রীতি-নীতির সঙ্গে খাপ খায় না এমন কিছু দেখলুম না। যাক,—আমরা বসবার পরে ইউরোপীয় ব্যাণ্ড তো অল্প খানিকক্ষণ বাজ্‌ল। তারপরে নানা তালে গামেলান বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। খালি গায়ে গামেলানের দল ভুঁয়ে ব'সে, তাদের মধ্যে গাইয়ে' ব'সেছে জন-কতক মেয়ে আর পুরুষ। এদের গলার আওয়াজ চমৎকার। পুরুষ গাইয়েরাই বেশী গাইলে—ধীর গম্ভীর একটী সুরে একজন গায়ক গান ধ'রলে—সমস্ত গামেলানের সুমধুর টুং টাং ধ্বনির ঊর্ধ্বে আমাদের ধ্রুপদ গানের ধরণে এর স্নিগ্ধ-গভীর কণ্ঠস্বর শোনাতে লাগ্‌ল। আমাদের স্থির হ'য়ে ব'সতে এইরূপে খানিকক্ষণ কেটে গেল। মণ্ডপটীর চার ধারে চেয়ারে যবদ্বীপীয় আর ডচ্ নর-নারীরা উপবিষ্ট—গামেলানের আর গানের আওয়াজে মণ্ডপটা গম্-গম্ ক'রছে। আমার ডান পাশে যে রাজ-বংশীয়া মহিলাটী ব'সেছিলেন, তিনি দুই-একটী কথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন—মালাই ভাষায়। যথাশক্তি আমি তাঁর সঙ্গে মালাই বল্‌বার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম। কবির সম্বন্ধে প্রশ্ন, ভারতবর্ষের রাজাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন, আর মেয়েদের সম্বন্ধে প্রশ্ন। আমরা মুসলমান নই শুনে কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই। বাঁ পাশের ডচ্ ভদ্রলোকটীর হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে জানবার বড়ো ইচ্ছা। দেখলুম—ইনি বোধ হয় কোনও আসিস্টাণ্ট্-রেসিডেণ্ট হবেন। কবিকে আর সকলের মতন—তবে একটু বেশী কাজ করা—একখানা চেয়ার দিয়েছিল, পরে তাঁর জন্য একখানা আরাম-কেদারা এনে দিলে। নাচ কখন কি-ভাবে আরম্ভ হ'বে জানি না, আমরা ব'সে-ব'সে গল্প-গুজব ক'রছি, গামেলান শুন্‌ছি, আর মাঝে-মাঝে বরফ-লেমনেড খাচ্ছি।

আমার পাশের ডচ্ ভদ্রলোকটী আমার গায়ে হাত দিয়ে, মণ্ডপের বাইরে আর একটী মহলে যাবার একটী ঢাকা পথের দিকে দেখালেন। সকলের দৃষ্টিও সেই দিকে প'ড়্‌ল। অতি মনোহর, ধীর পদবিক্ষেপে কতকগুলি তরুণী আসছে। লোকজনের গুঞ্জন যেন সহসা থেমে গেল, গামেলানের বাজনা তখন যেন আরও উৎসাহের সঙ্গে বেজে উঠ্‌ল, গায়কের কণ্ঠস্বর যেন বিজয়োৎসবের উল্লাসে পূর্ণতর উচ্চতর হ'য়ে উঠ্‌ল। 'বেডয়ো' নাচের পাত্রীরা সভা-মণ্ডপে প্রবেশ দিচ্ছেন। এরা সংখ্যায় ন জন। সৌষ্ঠব আর সুষমায় পূর্ণ দেহশ্রী। পরিধানে একখানি ক'রে খেজুরছড়ির মতন ঢেউ-খেলানো সাদার উপর খয়রা রঙের নকশাদার সারঙ্, তার খানিকটা মাটিতে লুটিয়ে' আস্‌ছে। গায়ে বুক-আঁটা উজ্জ্বল নীল বা লাল বা হলদে রঙের মখমল বা কিঙ্‌খাপের আঙিয়া পরা, দুই কাঁধ অনাবৃত। কোমরে নানা রঙের নকশায় বোনা রেশমের পাটোলা কাপড়ের উত্তরীয় জড়িয়ে' কোমর-বন্ধ, তার দুটো লম্বা

খুঁট দু-দিকে ঝুলছে। মাথায় খোঁপায় জুঁইফুলের মালা—আর সোনার প্রজাপতি বা অন্য কোনও ভাবে অলঙ্কার, প্রতি নড়া-চড়ায় মাথার সব গয়না কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ছে। গায়ে অলঙ্কার খুব কম, জড়োয়া কানফুল, দুল, হাতে সরু চুড়ী বা বালা একগাছা ক'রে, কনুইয়ের উপরে একটী ক'রে খুব কাজ করা তাড়ের মতন গহনা মাথায় ছোটো একটী ক'রে সোনার মুকুট, আর গলায় একগাছি ক'রে ছোটো হার। গায়ে অনাবৃত গ্রীবাদেশে কাঁধে, দুই বাহুতে, মুখে, একটা হ'লদে রঙের গুঁড়ো মাখা, তাতে দূর থেকে এদের ঠিক যেন দেবী-প্রতিমার মতন বোধ হ'চ্ছিল। এদের দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ, একটা তন্ময় ভাবের সঙ্গে আস্‌ছে, অন্য কোনও দিকে এরা তাকাচ্ছে না; মাথা যেন ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে নত হ'য়ে গিয়েছে। পা ফেলছে, এক পায়ের ঠিক সামনে আর এক পা, যেন পা দিয়ে জমি মেপে মেপে চ'লছে, দুই পা পাশাপাশি রেখে সাধারণ ভাবে আমরা যেমন চ'লে থাকি সে রকমটা মোটেই নয়। এরা রাজ অন্তঃপুরিকা, তাই এদের সম্মাননার জন্য সাম্‌নে আর পিছনে কতকগুলি ক'রে দাসী আস্‌ছিল, রাজার সাম্‌নে যেমন কেউ দাঁড়ায় না—হাঁটু গেড়ে বা উবু হ'য়ে বসে, তেমনি এই দাসীরা উবু হ'য়ে বসা অবস্থায় পা ঘ'ষ্‌টে-ঘ'ষ্‌টে চ'লে আস্‌ছিল। মণ্ডপের মধ্যখান অবধি এই দাসীরা ওই রকম ভাবে নর্তকী কন্যাদের সঙ্গে এল'—এক জন আগে আগে, আর কয় জন পিছনে; তার পরে তারা চ'লে গেল। নয়জন কন্যা তখন এসে রাজার সাম্‌নে দাঁড়াল',—তাদের দৃষ্টি তখনও সেই ভাবে নিজ নিজ পদতলে নিবদ্ধ।

প্রাচীন ভারতে নৃত্য-কলার খুবই উৎকর্ষ হ'য়েছিল, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গান আর বাজনার মতন নাচ-ও দেবার্চনায় ব্যবহার হ'ত। নাচকে বাঙ্‌লাদেশের বাউলেরা 'দেহের-গান' ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। নাচের উন্নতি এদেশে কতখানি হ'য়েছিল, ভাবের প্রকাশ বিষয়ে নাচকে কতটা সহায়ক ব'লে লোকে মনে ক'রত, তা দক্ষিণে তামিল-দেশে চিদম্বরম্-এর মন্দিরের গোপুরম্ বা তোরণ-দেহলীর গাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্য-ভঙ্গীর শত-শত প্রস্তর-চিত্র থেকে বোঝা যায়। আগে ভারতবর্ষে ভদ্রঘরেও নাচ প্রচলিত ছিল, যেমন গুজরাটে এখনও আছে—গুজরাটের অতি মনোহর গর্‌বা-নাচ। রাজার মেয়েরাও নগরের দেবালয়-প্রাঙ্গণে নৃত্যভঙ্গে কন্দুক-ক্রীড়া ক'রতেন, দশকুমার-চরিতের মতন বই থেকে এ-সব কথা জান্‌তে পারা যায়। এখন সে-সব কথা অতীতের স্বপ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—সে দিন আর ফিরবে না। রাজার ঘরের মেয়েদের নাচের প্রথা ভারতবর্ষ থেকে যবদ্বীপেও যায়। ওখানে মন্দির-প্রাঙ্গণে দেববিগ্রহের সাম্‌নে সাধারণ নর্তকীর বা রাজঅন্তঃপুরিকার বা অভিজাত বংশের মেয়েদের নাচের ব্যবস্থা হ'ত—এই নাচ দেবপূজার একটী মনোহর অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এই রীতি চ'লে আসে—যবদ্বীপে ভারতীয় নৃত্যকলা একটী বিশিষ্ট রূপ পেয়ে দাঁড়ায়, যেন একেবারে পূর্ণতায় এসে পৌঁছায়। ইন্দোনেসীয় বা মালাই জাতির মধ্যে নৃত্য-ই ভাবের এক চরম অভিব্যক্তি হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নৃত্যের মূলসূত্রগুলি ভারতেরই; কারণ, হাতের অনেক ভঙ্গীকে এখনও এদেশে 'মুদ্রা' বলে। প্রাচীন ভাস্কর্যে—যেমন বর-বুদুরের গায়ে—উৎকীর্ণ খোদিত-চিত্রে নাচের অতি সুন্দর কতকগুলি ছবি পাওয়া যায়। যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির উদ্যানে এই নাচ একটী অনিন্দ্য-সুন্দর পুষ্প—দেবতার অর্চনাতেই মুখ্যতঃ এটী নিবেদিত হ'ত। পরে কালধর্মে যবদ্বীপে সব ব'দলে গেল—মুসলমান ধর্ম এল', কাব্য-সঙ্গীত সৌন্দর্য-কলা প্রভৃতির সাহায্যে যে ভাবে আগে দেব-সেবা হ'ত তা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। মন্দিরগুলি আর পূজাস্থান রইল না, পরিত্যক্ত হ'ল, দেববিগ্রহ দূরীভূত হ'ল। কিন্তু যবদ্বীপের রাজারা ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেও নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির এই জিনিসটী আর ছাড়্‌তে পারলেন না। তাঁরা নিজেদের রাজসভার শোভার নিমিত্ত আর নিজেদের আনন্দের নিমিত্ত এই নাচ বজায় রাখলেন—এর tradition বা ঠাট বা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত রীতিকে বর্জন ক'রলেন না। আগেকার মতই রাজাবরোধের রমণীগণ বা রাজকন্যাগণ নাচের চর্চা ক'রতে থাক্‌লেন, আর রাজার সাম্‌নে, বা কখনও-কখনও রাজাদেশে রাজার অভ্যাগতদের সামনে, নিজেদের এই অপূর্ব শিল্প-কলা দেখাতে লাগ্‌লেন।

ফিরতি পথে শুনলুম, এই কারাঙ-পান্দান-এর পার্বত্য-অঞ্চল বহু স্থলে দুর্গম—আর সেখানে এখনও হিন্দু যবদ্বীপীয় লোকেরা বাস করে,—মুসলমান ধর্ম আর ডচ্ শাসন এখনও সেখানে পৌঁছায়নি। যবদ্বীপীদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম প্রচার লাভ ক'রতে থাকলে, অনেক হিন্দু এইখানকার পাহাড়ে অঞ্চলে আর পূর্ব যবদ্বীপে তোসারি অঞ্চলে আর বলিদ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কারাঙ-পান্দান-এ এরা বাইরের কাউকে বড়ো যেতে দেয় না, নিজেরাও বড়ো একটা বাইরে আসে না, তাই এদের সম্বন্ধে ঠিক খবরটা কেউ দিতে পারে না। তবে এরা এখনও বলিদ্বীপের আর তোসারির হিন্দুদের মতন শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করে, আর এদের একটী প্রধান পর্ব বা পূজানুষ্ঠান আছে, এদের ভাষায় তার নাম হ'চ্ছে Asaminda বা Asaminta 'আসামিন্দা' বা 'আসামিন্তা'। মঙ্কুনগরো ব'ললেন, কেউ-কেউ মনে করেন যে এটী সংস্কৃত 'অশ্বমেধ' শব্দের অপভ্রংশ, তবে এই অনুষ্ঠানের স্বরূপ কি, তা বাইরের কেউ ভালো করে ব'লতে পারে না।

বিকালে সন্ধ্যার দিকে আমার একটী বক্তৃতা ছিল, স্থানীয় ডচ্ প্রটেস্টান্ট মাষ্টারদের শেখবার ইস্কুলে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় আর শিক্ষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, আদর্শ আর প্রয়োগ—এই ছিল বক্তৃতার বিষয়। দেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'রলেন। জন আশী লোক নিয়ে শ্রোতৃদল, এর মধ্যে বেশীর ভাগই ডচ্ মেয়ে আর পুরুষ,—এই ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী; আর পিছনের বেঞ্চিগুলিতে ছিল জন-কতক যবদ্বীপী ছোকরা।

আজ রাত্রি নটা থেকে পৌনে-এগারোটা পর্যন্ত কবিকে নিয়ে স্থানীয় Kunstkring-এ সভা হ'ল। কবি বক্তৃতা দিলেন, বাকে তার তর্জমা ক'রলেন। বিষয় ছিল—জাতিতে জাতিতে সংঘাত-রূপ সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষ কি ভাবে ক'রেছিল। আজ সকালের ঘোরাঘুরির দরুন কবির শরীর মোটেই ভালো ছিল না, কিন্তু তিনি নিজের স্বাভাবিক অন্তর্মুখিতার সঙ্গে বিষয়টীর আলোচনা করেন। ইন্দোনেসীয় জাতির স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টার বিরোধী কতকগুলি ডচ্ ব্যক্তি আছে—কবির আলোচ্য বিষয় আর তার আলোচনা-রীতি বোধ হয় তাদের ভালো লাগে নি।

১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার।

সকালে প্রাতরাশের সময়ে মঙ্কুনগরের বাড়ীতে আবার নাচের আসর বসল। যে দুটী মেয়েকে এই দু-তিন দিন নাচতে দেখেছি, তারা আজ পুরুষের পোষাক প'রে Wireng বিরেঙ্ নাচ দেখালে। মেয়েদের দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহ-সংক্রান্ত নাচ, এটা একটু অদ্ভুত ধরণের লাগ্‌ল। তার পর মঙ্কুনগরোর ভাই ঘটোৎকচের ভূমিকায় তাঁর নৃত্যাভিনয় দেখালেন।

ডাক্তার Stutterheim ষ্টুটারহাইম ব'লে একটী ডচ্ পণ্ডিতের সঙ্গে আজ আলাপ হ'ল। যবদ্বীপীয়দের জন্য এখানকার একটী সরকারী ইস্কুলের অধ্যক্ষ ইনি। এই ইস্কুলে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, কলা ইত্যাদি বিশেষ ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়। যবদ্বীপে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় হয় নি; উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, শিক্ষায় প্রতিষ্ঠা, এই সব পেতে হ'লে যবদ্বীপীয় আর অন্য ইন্দোনেসীয় ছাত্রদের এখনও হলাণ্ডে অথবা ইউরোপের অন্য দেশে যেতে হয়। তবে ডচ্ সরকার শীঘ্রই একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ক'রবেন। বাতাবিয়ায় আইন পড়াবার জন্য এক সরকারী বিদ্যালয় আছে, সেটীকে নিয়ে এই নব-প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগ গঠিত হবে। বাতাবিয়ায় একটী মেডিকাল ইস্কুল হ'ল, তার থেকে চিকিৎসা-বিদ্যার বিভাগ হবে। বান্দুঙ্-এ একটী সায়েন্স-কলেজ বা ইস্কুল আছে, সেইটীকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ হবে। আর শূরকর্তাতে ডাক্তার ষ্টুটারহাইমের এই ইস্কুলটীকে অবলম্বন ক'রে সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার জন্য একটী আর্টস্-কলেজ হবে। ষ্টুটারহাইম যুবক, নিজে সংস্কৃত জানেন, দ্বীপময় ভারতের ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর লেখা, প্রধান প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হয়।

তাঁর ইচ্ছা, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আর্ট্‌স বিভাগে Kawi 'কবি' বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা পা৻ ব সঙ্গে-সঙ্গে যাতে সংস্কৃত-ও শেখানো হয়। পরে আমি এঁর ইস্কুল দেখে আসি, আর দেখে ভারী চমৎকা৻ লাগে। ডাক্তার ষ্টুটারহাইম এখন বলিদ্বীপীয় প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে কাজ ক'রছেন। বলিদ্বীপে কতকগুলি পুরা৻ন সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির সম্পাদন-কার্যে তিনি এখন নিযুক্ত। ভালো সংস্কৃত জানেন এম৻ ভারতীয় পণ্ডিতের সাহায্য পেলে এই কার্য সহজ আর সুন্দর ভাবে হয়, এই কথা তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সমধর্মিত্ব-হেতু আমাদের আলাপ বেশ জ'ম্‌ল।

আগামী কাল স্থানীয় বিশিষ্ট যবদ্বীপীয়দেব আহূত একটী সভায় কবির কতকগুলি কবিতা পড়া হবে—বাকে-র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমি 'কথা ও কাহিনী'-র এই কবিতাগুলির ইংরেজী অনুবাদ ক'রে দিলুম—'অভিসার, মূল্য-প্রাপ্তি, স্পর্শমণি, বিচার'। বাকে এগুলির ডচ্‌ অনুবাদ ক'বলেন, তার পরে যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে সভায় পড়া হবে।

সদ্বংশীয় যবদ্বীপীয় মেয়েদের জন্য এই শহরে Van Deventer School নামে একটী বিদ্যালয় ক'রেছে, মঙ্কুনগরো এই বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক। কোপ্যারব্যার্গ বিকালে কবিকে সেখানে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে আমরাও গেলুম। ছোটো ইস্কুলটী; সম্ভ্রান্ত ঘরের ২৫।৩০টী মাত্র মেয়ে পড়ে, বছর বারো থেকে ষোলো পর্যন্ত বয়সের; বোর্ডিং-স্কুল, একটীমাত্র ক্লাস, মাসে ২৫ গিল্ডার ক'রে বেতন। প্রধান শিক্ষয়িত্রী একজন বর্ষীয়সী ডচ্‌ মহিলা—ভারী অমায়িক মিষ্টি ব্যবহার এঁর। আর একজন ডচ্‌ শিক্ষয়িত্রী আছেন, আর যবদ্বীপীয়

সুরকর্ত—ফান্‌-ডেফেন্টার কন্যাবিদ্যালয়

শিক্ষয়িত্রী একজন আছেন। যবদ্বীপীয় ভাষা, ডচ্‌ ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ছবি-আঁকা, বাতিক-কাপড় তৈরী করা, সেলাই, রান্না—এই সব শেখানো হয়। যবদ্বীপীয় ভাষা পড়াবার জন্য একজন পণ্ডিত আছেন। মালাই ভাষা এদের আলাদা ক'রে শেখানো হয় না। মেয়ে-কয়টীকে দেখে আমাদের দেশের মেয়েদের মতন লাজুক, শান্ত, নম্র আর

ভব্য ব'লে মনে হ'ল। বড়ো ঘরের মেয়ে অনেকেই, তবুও দাস-দাসীর পাট এখানে বেশী নেই, গৃহকর্ম কাপড়-কাচা ইত্যাদি নিজেরাই করে। ইস্কুল-বাড়ীটী খুব বড়ো নয়, তবে গাছপালা চারিদিকে বেশ আছে। মাঝেকার একটা বড়ো ঘর নিয়ে এদের 'ডর্মিটরী' বা শোবার ঘর। শিক্ষয়িত্রী আমাদের সব দেখালেন—বিলাসিতা কিছুই নেই, তক্তপোষের উপরে সাদা মাদুর-ই হ'চ্ছে এদের বিছানা, কিন্তু সব পরিষ্কার ঝক্-ঝক্ তক্ তক্ ক'রছে। এমন একটা বেশ শুচিতার আব-হাওয়ার মধ্যে ইস্কুলটী। কবির চমৎকার লাগ্ল—মঙ্কুনগরো আর তার বন্ধুদের এই রকম ভাবে দেশের প্রাচীন সাহিত্য আর শিল্পের সঙ্গে জড়িত, বিলাসিতা-বর্জিত উচ্চশিক্ষা দেবার চেষ্টাকে খুবই সাধুবাদ দিলেন।

আজ বিকালে জুঁইফুলের গন্ধযুক্ত চা পান করা গেল—এই চা নাকি খালি যবদ্বীপেই হয়। চায়ের সঙ্গে অন্যতম উপকরণ বা অনুপান ছিল—শকরকন্দ আলু সিদ্ধ, না'রকল কুর আর সাগুদানার সঙ্গে এদেশের এক রকম গুড় দিয়ে তৈরী পায়স—এটী এদেশের একটী সুখাদ্য।

প্রথম রাত্রে মঙ্কুনগরোর প্রাসাদের ছোটো মণ্ডপে ছায়াচিত্র-সহযোগে আমার বক্তৃতা হ'ল, ভারতের চিত্র-শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে। কবি ছিলেন, মঙ্কুনগরো নিজেও ছিলেন। ডাক্তার ষ্টুটারহাইম লন্তন আনেন আর ছবিগুলি দেখান, আর আমার ইংরেজী বক্তৃতার ডচ্ অনুবাদ করেন দ্রেউএস। মঙ্কুনগরো নিজের জন পঞ্চাশেক আত্মীয় আর বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন।

আহারাদির পর রাজকুমার Koesoemajoedo কুসুমায়ুদ-র বাড়ীতে যবদ্বীপের বৈশিষ্ট্য, ছায়াচিত্রাভিনয় দেখ্তে গেলুম। এই জিনিস হচ্ছে বিখ্যাত Wajang Poerwa 'ওআইয়াঙ্ পূর্ব'—প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে ছায়াভিনয়। এই জিনিসটীর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

২৩। শূরকর্তে ছায়া-নাটক দর্শন

যবদ্বীপের সংস্কৃতির উদ্যানে একটী সুন্দর পুষ্প হ'চ্ছে Wajang Koelit 'ওআইয়াঙ্ কুলিৎ' বা পুতুলের ছায়া নাটক। সংক্ষেপে জিনিসটী এই; নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চামড়ায়-কাটা মূর্তি বা ছবি নিয়ে প্রদর্শক একটী সাদা পরদার সামনে বসেন; প্রদর্শকের সামনে, মাথার উপরে, একটা আলো থাকে, এই আলোর রশ্মি পরদার সামনে ধরা পুতুলের উপরে প'ড়ে সাদা পরদার উপরে ছায়ার সৃষ্টি করে, পরদার ও-ধারেও ছায়া দেখা যায়। পুতুলগুলির হাত নাড়াতে পারা যায়। আর প্রদর্শক মুখে-মুখে ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠ করেন, বা পাত্র-পাত্রীদের কথা অভিনয়ের ধরণে নিজেই ব'লে যান। এই রকম পুতুল নিয়ে ছায়াবাজীর নাটক অত্যন্ত সরল আর ছেলে-মানষী ব্যাপার ব'লে মনে হবে, কিন্তু একে অবলম্বন ক'রে যবদ্বীপে একটী বেশ বড়ো আর বৈশিষ্ট্যময় শিল্প-কলা গ'ড়ে উঠেছে।

যবদ্বীপে এই রকম ছায়া-নাটকের উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল? এরা যে চামড়ায়-কাটা পুতুল বা ছবিগুলি ব্যবহার ক'রে সেগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত; ওআইয়াঙ-এর পুতুলের চেহারায় যবদ্বীপে মানবদেহ-চিত্রণে অত্যন্ত grotesque বা বিসদৃশ ঢঙ এসে গিয়েছে, ছবিগুলির হাত-পা সব লিক্‌লিকে সরু ক'রে তৈরী করা হয়, মাথাটীর সমাবেশও অদ্ভুত; আর পোষাক-পরিচ্ছদ পরণের ধরণও অদ্ভুত। প্রথম দর্শনে, এ জিনিসের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোকের চোখে সবটা জড়িয়ে দেবতা বা মানবের মূর্তিগুলিকে ভূতের বা ব্যঙ্গচিত্রের মূর্তি ব'লেই মনে হবে। কেমন ক'রে এই বিসদৃশ ঢঙের মূর্তির উদ্ভব হ'ল তার ক্রম-বিকাশ বোঝা কিছু কঠিন নয়; Kats-রচিত এই ছায়-নাটক বিষয়ক

বৃহৎ সচিত্র পুস্তকে ছবি দিয়ে বেশ দেখানো হ'য়েছে, কেমন ক'রে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রাম্বানান্-এর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের মন্দিরের বাস্তবানুসারী শিল্পের দেবমূর্তি আস্তে-আস্তে ত্রয়োদশ শতকের পানাতারান্-এর শিল্পে বিশিষ্ট ভঙ্গী পেয়ে অনেকটা অন্য ধরণের হ'য়ে দাঁড়াল', আর তারপরে ধীরে-ধীরে এই শিল্প আজকালকার ওআইয়াঙ-এর সজ্জাত-কুৎ কিম্ভূত মূর্তি পেয়ে ব'সল। মূর্তিগুলি অদ্ভুত হ'লেও, তাদের মধ্যে একটা কলা-রীতি আছে, তাদের উদ্দেশ্য আছে, আর দস্তর-মতন তাদের iconography বা মূর্তি-নির্ণয়-বিদ্যাও আছে। চামড়া থেকে কেটে লাল নীল আর সোনালী ইত্যাদি নানা উজ্জ্বল রঙ লাগিয়ে' এগুলিকে দেখ্‌তে খুবই জমকালো করা হয়, দুদিকেই রঙ লাগানো হয়—, প্রত্যেক রঙের, দেহের প্রত্যেক ভঙ্গীটীর একটী বিশেষ অর্থ থাকে। মোষের সিঙের বা বাঁশের কাঠির তৈরী সরু হাতলে মূর্তিগুলি আটকানো থাকে, আর পৃথক্ আর দুটী সরু কাঠি দুটী হাতের সঙ্গে লটকানো থাকে, তার দ্বারা হাত নাড়াতে পারা যায়—কাঁধ আর কনুইয়ে কাটা হাত কব্জা দিয়ে জোড়া থাকে।

কি রকম ভাবে এই আদিম অবস্থার নাটক যবদ্বীপে এতটা প্রচার লাভ করে তা বলা যায় না। পুতুল-নাচ—দড়ি টেনে পুতুলের হাত পা নাড়িয়ে' নাটকের খেলা দেখানো যবদ্বীপে এখনও প্রচলিত আছে, আর মানুষের দ্বারায় স্বাভাবিক মুখে অথবা মুখস-পরা মুখে অভিনীত নাটক-ও খুব হয়, কিন্তু এই ওআইয়াঙ-কুলিৎ-এর লোকপ্রিয়তা কিছু কমে নি।

এ জিনিস ভারত থেকেই যবদ্বীপে গিয়েছিল ব'লে অনুমান হয়। সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে, ভারতের আদি নাটক হ'ত পুতুল-নাচ আর ছায়া-নাট্যকে অবলম্বন ক'রে। পুতুল-নাচের সঙ্গে মানুষের দ্বারা অভিনীত নাটকের একটা যোগ যে ছিল, তা সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দই যেন ইঙ্গিত ক'রছে—'সূত্রধার' অর্থে, যে পুতুল নাচাবার সুতো বা দড়ি ধ'রে থাকে, তার পরে অর্থ দাঁড়াল'—যে নিজেই অভিনয় করে। তবে 'ছায়া-নাটক' এই শব্দটী সংস্কৃতে আছে, আর সম্ভবতঃ এর দ্বারা পুতুল বা ছবির ছায়ার সাহায্যে অভিনয় সূচিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতে যে দুই চারিখানি 'ছায়া-নাটক' আছে, সেগুলি ঢের পরের—খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর আর তারও পরেকার। যে-সকল পণ্ডিত মনে করেন যে, সংস্কৃত নাটকের মূল এই ছায়া-নাটক, তাঁরা পতঞ্জলির মহাভাষ্যের একটী উক্তি নিয়ে নিজেদের মত স্থাপন করবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁরা এই উক্তিটীকে যে-ভাবে গ্রহণ করেন, অন্য পণ্ডিতে তার আপত্তি ক'রেছেন। আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নাটকের উদ্ভব পুতুল-নাচের সঙ্গে কিছু পরিমাণে জড়িত থাকা সম্ভব, কিন্তু যবদ্বীপীয় ওআইয়াঙ-এর মত পুতুলের ছায়া দ্বারা অভিনয়—প্রাচীন ব্যাপার নয়, অর্বাচীন যুগেরই ব্যাপার; খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত থেকে ইন্দোচীনে (শ্যামে আর কম্বোজে) যায়, যবদ্বীপে যায়, ওদিকে আরবদের দেশ ইরাক আর মিসরেও যায়, আর তুর্কীরাও এই জিনিস পরে নেয়, যবদ্বীপীয়দের ওআইয়াঙ-এর মত শ্যামদেশেও ছায়াভিনয়ের জন্য চামড়ায়-কাটা ছবি ব্যবহারের রেওয়াজ আছে, আর ইরাক মিসর আর তুর্কদেশেও খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকের চামড়ায় কাটা মূর্তি আর অন্য চিত্র পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষে বোধ হয় এ জিনিসটী ততটা লোকপ্রিয় হ'তে পারে নি।

বেশীর ভাগ রামায়ণ মহাভারত আর Pandji 'পাঞ্জি' অর্থাৎ প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজকাহিনী অবলম্বন করে এই ওআইয়াঙ নাটক; মহাভারত রামায়ণ অবলম্বন ক'রে যে ছায়া-নাটক হয় তার নাম Wajang Poerwa 'ওআইয়াঙ পূর্ব'। যবদ্বীপে রামায়ণ মহাভারতের এতটা লোকপ্রিয়তা অনেকটা এই ওআইয়াঙ পূর্বের লোকপ্রিয়তার সঙ্গে জড়িত।

ওআইয়াঙ-কুলিৎ-এর উপর ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'-তে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ একটী তথ্যপূর্ণ সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতে ওআইয়াঙ-এর মূর্তির একটী তে-রঙা ছবি আর অন্য ছবিও আছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি সওয়া-নটায় কবির সঙ্গে আমরা রাজকুমার কুসুমায়ুধ'র বাড়ীতে গেলুম। বাড়ীটী খুব বড়ো ব'লে মনে হ'ল না। ছোটো-খাটো একটী 'পেণ্ডপো' বা মণ্ডপ, সেখানে ওআইয়াঙ-এর সরঞ্জাম সাজানো

র'য়েছে। মাননীয় অভ্যাগতদের জন্য চেয়ার পাতা, আর সাধারণ লোকেরা মাটীতে গালচের উপরে ব'সেছে। আমাদের স্বাগত ক'রে বসালে। গৃহকর্তা রাজকুমার কুসুমায়ুধ সহাস্য বদনে উপস্থিত। এর এক ভাইয়ের সঙ্গে

পরিচয় হ'ল, ভদ্রলোক পনেরো বছর হলাণ্ডের লাইডেন নগরে ছিলেন, ডচ্ আর ফরাসী বলেন। Djatikoesoemo 'জাতিকুসুম' নামে আর একজন রাজকুমার ছিলেন। রাজকুমার কুসুমায়ুধ'র আর একটী নাম শুন্লুম Ardjoeno

'অর্জুন'। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজিমান—এঁর কথা আগে ব'লেছি, ইনি দেখতে এসেছিলেন; আর মঙ্কুনগরোও এসেছিলেন।

পেণ্ডপোটী জুড়ে ওআইয়াঙ-এর আসর। বাড়ীর অন্দরের একটা হল-ঘর আর পেণ্ডপোর মাঝামাঝি, সুন্দরভাবে খোদাই-করা কাঠের ফ্রেমে বড়ো সাদা চাদর একখানা আঁটা র'য়েছে। ভিতরের দিকে ভিতর-বাড়ীর হল-ঘরে ব'সে মেয়েরা, আর বাইরের দিকে পেণ্ডপো-তে ব'সে পুরুষেরা—দু'দিকে ব'সে লোকে চাদরের উপর ছায়াচিত্রের অভিনয় দেখতে পায়। বাইরের দিকে পরদার সামনে মাঝামাঝি জায়গায় Dalang 'দালাঙ' বা কথকের আসন; দালাঙ-এর মাথার উপরে ঈষৎ সামনে, উপর থেকে শিকলে ঝোলানো খুব কাজ করা পিতলের একটা বড় প্রদীপ। দালাঙ-এর ডাইনে বাঁয়ে দুই পাশে পরদার সঙ্গে লম্বালম্বি ক'রে রাখা দুটো কলা-গাছের গুঁড়ি; তাতে প্রায় শ' দেড়েক ওআইয়াঙ-এর মূর্তি রাখা—মূর্তিগুলির শিঙের বা বাঁশের কাঠির হাতল কলাগাছের গায়ে বিঁধিয়ে, সেগুলিকে খাড়া ক'রে রাখা হ'য়েছে। দালাঙ-এর পিছনে তাঁর দোহার গাইয়েদের আর বাদকদের দল, গামেলান্ বাজনা, আর ঢোল, সারেঙ্গী এই সব বাজনা।

স্বাগত শিষ্টাচারের পরে আমরা ব'সলুম। শ্রীযুক্ত রাজিমান আর মঙ্কুনগরো, এঁরা ওআইয়াঙ-এর পুতুলের সব ব্যাপার আমাদের বুঝিয়ে' দিতে লাগলেন। মূর্তিগুলি দুই ভাবের ক'রে কাটা হয়, দেব-প্রকৃতিক পাত্রের আর অসুর-প্রকৃতিক পাত্রের। দেব-প্রকৃতির পাত্রের নাক সরল ভাবে আঁকা হয়, অসুর-প্রকৃতির পাত্রের নাক উচু দিকে যায়। মূর্তিতে ঘাড় কতটা বাঁকা, তার উপর পাত্রের মনোভাব নির্ভর করে; সাধারণতঃ যে ভাবে ঘাড় বাঁকানো হয় তাতে নির্বিকার-ভাব দেখানো হয়, একটু বেশী ঝুঁকানো থাকার অর্থ বৈরাগ্য-ভাব, একটু উঁচু থাকার অর্থ বীরত্ব-ভাব। যখন পাত্র ক্রোধাবিষ্ট হন তখন কালো রঙে রঙানো পুতুল বার করা হয়, অন্য ভাব-

তিনটী-'ওআইয়াং' মূর্তি

বিশিষ্ট হ'লে লাল রঙে বা সাধারণ গায়ের সোনালী রঙে। এইরূপে একই পাত্র বা পাত্রীর জন্য নানা রকম মূর্তি থাকে; ঠিক ভাবোপযোগী মূর্তি বা'র ক'রে ছায়াভিনয় করে। এক অর্জুনের চিত্র-বিচিত্র রঙের পাঁচ রকম মূর্তি আছে। অবশ্য ছায়া-নাট্যে এত রঙের সমাবেশের কোনও সার্থকতা থাকে না, কিন্তু তবুও এই সব খুঁটি-নাটী ওআইয়াঙ-মূর্তির অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে' গিয়েছে, দালাঙ-এর দিকে যে দর্শকরা থাকে সেগুলি তাদের দর্শন ও আলোচনার বিষয়ে হ'য়ে ওঠে। ডাক্তার রাজিমান্ আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ভারতবর্ষে নাটকে বা ছবিতে ভীমের

পরিধানের কাপড় কি রঙের করা হয়? আমি অবশ্য একথা জানতুম না ভীমের কাপড়ের কোনও বিশেষ রঙের ব্যবস্থা আছে কি না; এখন, অন্ততো আমাদের বেশ-কারীরা, কি যাত্রায় কি থিয়েটারে, এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ। ডাক্তার রাজিমান ভীমের ওআইয়াঙ-মূর্তিটী দালাঙ-এর কাছ থেকে নিয়ে আমায় দেখালেন—ভীমের পরিধেয়ের রঙ দেখলুম, লাল আর সবুজ চৌকা ছক-কাটা। এই লাল আর সবুজের check বা ছক হ'চ্ছে যবদ্বীপে বায়ুর রঙ, ভীম আর হনুমান হ'চ্ছেন পবন-তনয়, বায়ুর পুত্র, তাই এঁদের কাপড়ে ঐ রঙের ছকের ব্যবস্থা করা হয়। অন্য অন্য দেবতা আর পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধেও এই রকম বিশেষ বর্ণ আর চিহ্নের নির্দেশ ওআইয়াঙ-মূর্তিগুলিতে করা হয়। দেবতারা আর ঋষির মাটীতে পা দেন না, তাঁরা শূন্যে বিচরণ ক'রতে পারেন, তাঁদের এই বিভূতি দেখাবার জন্য ওআইয়াঙ-মূর্তিগুলিতে দেবতা আর ঋষির চিত্র হ'লে পায়ে জুতো এঁকে দেওয়ার রীতি আছে। বটার' উইস্নু, বটার' গুরু, বটার' ব্রম', অর্থাৎ ভট্টারক বিষ্ণু, গুরু বা শিব, আর ব্রহ্মা, এঁরা দেবতা ব'লে জুতো প'রে আসেন। শিবের মূর্তি দেখলুম—উপবিষ্ট বৃষের উপরে মহাদেব আসীন, চতুর্ভুজ, কিন্তু পায়ে কাল রঙের নাগরা জুতা। মূর্তি অনেকগুলি ক'রে থাকে, রামায়ণ মহাভারত এই দুইটী পালায় জড়িয়ে' প্রায় আড়াই-শ' মূর্তি থাকে। খালি পাত্র-পাত্রীর মূর্তি ছাড়া আখ্যায়িকায় বর্ণিত পশু-পক্ষীর-ও ছবি থাকে, যেমন রামায়ণের স্বর্ণমৃগের—কিন্তু এগুলি সংখ্যায় কম। বড়ো গল্পের এক-একটী পালা বা অধ্যায় শেষ হ'লে, পাখার মতন করে কাটা একটী ছবির ছায়া ফেলা হয়, তাতে মরুপর্বত, বৃক্ষশ্রেণী, নদী ইত্যাদি আঁকা থাকে, এটীকে Goenoeng 'গুনুঙ' বা 'পর্বত' বলে।

'গুনুং'-এর প্রতিকৃতি

কবিকে গৃহস্বামী কতকগুলি বাতিক কাপড় উপহার দিলেন। ছায়া-নাটক আরম্ভ হ'ল। অন্য সব আলো নিবিয়ে' দেওয়া হ'ল, খালি পর্দার সাম্‌নেকার প্রদীপটী জ্ব'লতে লাগল। দালাঙ ব'সে-ব'সে গুরুগম্ভীর স্বরে তাঁর কথা ব'লে যেতে লাগলেন, আর পুতুল তুলে নিয়ে, নিয়ে তাদের ছায়া পরদায় ফেলে, অভিনয়ের মতন তাদে্যে পরিচালনা ক'রতে লাগলেন। আজকের পালা ছিল 'কীচক-বধ'। দালাঙ-এর বলবার ভঙ্গীটুকু বেশ সুন্দর লাগছিল। মনে হ'চ্ছিল, তাঁর ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। একাধারে কথা, কথোপকথন আর গান ছিল। সব সময়টা দালাঙ-এর কথার পিছনে-মৃদু ভাবে গামেলানের টুং-টাং ধ্বনি একটা পটভূমিকার সৃষ্টি ক'রে চ'লছিল। মাঝে-মাঝে দালাঙ-এর গানে যোগ দিয়ে যখন তাঁর দোহাররা গেয়ে উঠ্‌ছিল, তখন বাজনার মাত্রাও উচ্চ হ'য়ে উঠ্‌ছিল।
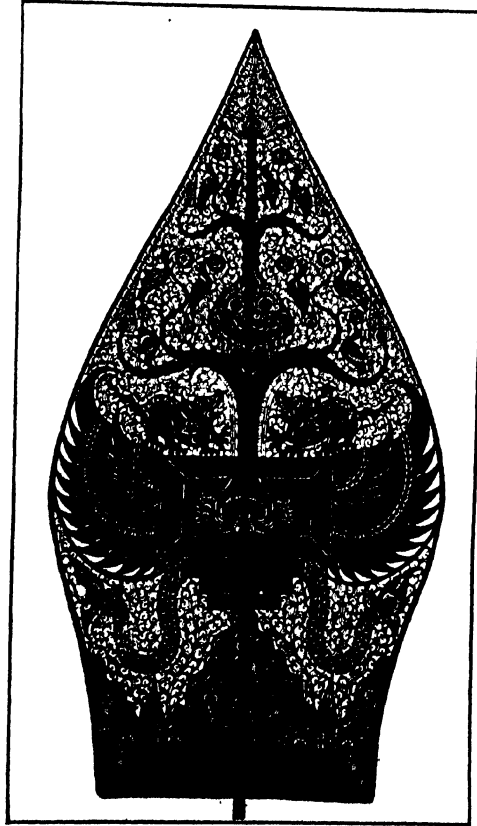
আমরা দালাঙ-এর দিকে ব'সে দেখ্‌ছিলুম। তাতে ক'রে আমরা গায়ক-বাদকের দল, রঙীন ওআইয়াঙ মূর্তি, পরদায় মূর্তির ছায়া,—পরদার সামনেকার প্রদীপের আলোয় সব কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম। খানিকক্ষণ পরে আমাদের পরদার ওদিকে নিয়ে গেল। সেদিক্‌টা অন্ধকার,—প্রদীপের আলোটাও নেই, কিন্তু এই ছায়া-নাট্যের সার্থকতা বোঝা গেল। বাস্তবিক, এদিকে খালি ছায়ায় হওয়ায়, মূর্তিগুলির বিসদৃশ ভাবটা যেন বেশ মানিয়ে' যাচ্ছিল। আমাদের যবদ্বীপীয় বন্ধুরা ব'ললেন যে পর্দার ও-দিকে, দালাঙ যে-দিকে ব'সে পাঠ ক'রে-ক'রে মূর্তির ছায়া ফেলে যায় তার উল্‌টো, দিকেই, প্রাচীনকালে দর্শকরা ব'স্‌ত, তার পরে ক্রমে দালাঙ-এর দক্ষতা আর তার মূর্তিগুলির

ছায়ানাট্যে যবনিকার সম্মুখে 'দালাঙ' বা কথক-সূত্রকারের স্থান

সৌন্দর্য ভালো করে দেখবার জন্য পুরুষেরা দালাঙ-এর দিকেই ব'সতে আরম্ভ ক'রলেন, মেয়েরা কিন্তু ঠিক দিকেই র'য়ে গেলেন। এখনও যারা ওআইয়াঙ-এর প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ ক'রতে চান, তাঁরা ওদিকে ব'সেই দেখেন।

রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এই ছায়া-নাট্যের ব্যাখ্যা আর তাৎপর্য শুনতে-শুনতে আর গামেলানের তালে গান আর পাঠের মধ্যে ছায়াচিত্রগুলি দেখতে-দেখতে বেশ কেটে গেল। এদের দেশে প্রচলিত মহাভারত-কাহিনী আর রামায়ণ-কাহিনীও মূল সংস্কৃত কাহিনী থেকে বহু স্থলে ব'দলে গিয়েছে, তবে খুব বেশী রকমের ওলট-পালট কিছু হয় নি। সে-সব বিষয়েও দু চারটে খবর পাওয়া গেল—আর সে-সব বিষয়ে ডচ্‌ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইতিপূর্বে অনেক কথা লিখেও গিয়েছেন।

এই ওআইয়াঙ-কুলিৎ নাট্যের মজলিসে Dr Baudisch ডাক্তার বাউদিশ্‌ ব'লে একজন অস্ট্রিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি এখানকার কারাগারের অধ্যক্ষ। ভদ্রলোকটী হিন্দু ধর্ম আর দর্শন সম্বন্ধে বেশ শ্রদ্ধা আর আগ্রহ পোষণ করেন দেখলুম। ইনি নিজে কিন্তু রোমান-কাথলিক। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে খবর রাখেন। বৌদ্ধ বিহারের ব্যবস্থাও এঁর ভালো লাগে। Faith আর Emotion, ভক্তি আর ভাবুকতা—এই বিষয় নিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল।

শনিবার, সেপ্টেম্বর ১৭ই।—

আজ সকালে Dr. van Stein Callenfels ডাক্তার ফান্ ষ্টাইন কালেন্‌ফেল্‌স্ ব'লে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ইনি সরকারী প্রত্ন-বিভাগের একজন কর্মচারী—একাধারে ইঞ্জিনিয়ার, প্রাচীন শিল্পবিৎ, নৃতত্ত্ববিৎ। এঁর কথা ভুল্‌বার নয়। এত বড়ো বিরাট্ বপুর মানুষ আমি আর দেখিনি—যেমন ঢাঙা তেমনি মোটাসোটা—দেহের দৈর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথের মত সুদীর্ঘদেহ ব্যক্তিকেও অতিক্রম ক'রে, বিশালত্বে তো বটেই। এঁর সঙ্গে প্রাম্বানান্ আর বর-বুদুরের মন্দিরে আর যোগ্যকর্তে পরে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশা হ'য়েছিল; যেমন বিপুল-কলেবর, তেমনি উদার খোলা প্রকৃতির লোক ইনি। আমাকে ডাক্তার ষ্টুটারহাইমের ইস্কুল দেখাতে নিয়ে গেলেন—যে ইস্কুলের কথা আগে ব'লেছি। ইস্কুলটীর ব্যবস্থা চমৎকার। ডাক্তার ষ্টুটারহাইম্ আমাকে নিয়ে সব ক্লাসগুলি দেখালেন—তখন সকাল সাড়ে-আটটা ন'টা হবে, সব ক্লাস-ই হ'চ্ছিল। একটী ক্লাসে যবদ্বীপীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে, শিক্ষকের নির্দেশ মতন ক্লাসের অন্য ছেলে-মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে একটী যবদ্বীপীয় ছেলে দেশী নৃত্যের ব্যাখ্যা ক'রছে। এর হাতের ভঙ্গীগুলি দেখে একে বেশ সুশিক্ষিত নাচিয়ে ব'লে মনে হ'ল। ডচ্ ভাষা পড়ানো হ'চ্ছে আর একটী ক্লাসে। ছবি-আঁকাও শেখানো হয় দেখলুম। ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে। আমাদের হাই-ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের মত বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা। ইস্কুলের বাড়ীটী বেশ বড়ো, একজন চীনার তৈরী চীনা ধরণের বাড়ী, বাড়ীর ভিতরে চমৎকার একটী বাগান আছে, বাগানে আম-গাছে আম হ'য়েছে, আমগুলি পাকবার জন্য বেতের ছোট্ট-ছোট্ট ঝুড়ী ক'রে বেঁধে দেওয়া হ'য়েছে, সেই অবস্থায় গাছে ঝুল্‌ছে। শ্রীযুক্ত ষ্টুটারহাইম্ ছেলে-মেয়েদের এক জায়গায় জড়ো ক'রলেন, ডচ্ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর আমাদের আগমন সম্বন্ধে তাদের কিছু ব'ললেন, তারপরে ছেলেদের কিছু ব'লতে আমায় অনুরোধ ক'রলেন। আমি ইংরেজীতে ব'ললে তারা আমার কথা বুঝবে একথা তিনি আমায় জানালেন, ব'ললেন যে ছাত্রেরা অনেকেই ইংরেজী পড়ে। এরা মাটিতে ব'সে বা দাঁড়িয়ে রইল—কিশোর বয়সের কৌতূহল আর চঞ্চলতা পূর্ণ বুদ্ধিশ্রী-মণ্ডিত সব মুখ। আমি আস্তে-আস্তে সহজ ইংরেজীতে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট ধ'রে এদের ব'ল্‌লুম—ভারতবর্ষের ছেলেদের আর ইস্কুলের সম্বন্ধে, শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধে। শান্তিনিকেতনের ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত দুই একটা হাসির গল্পও ব'ল্‌লুম, দেখলুম তা ওদের অনেকে বুঝতে-ও পারলে, তাতে জানা গেল যে এরা আমার কথা সব ধ'রতে পারছে। শান্তিনিকেতনে উই-পোকার বড্ড উৎপাত, গাছতলায় মাটিতে আসন পেতে ব'সে এক উপাসনা-সভায় কোনও আচার্য বড্ড বেশীক্ষণ ধ'রে উপাসনা ক'রছিলেন, তাঁর শ্রোতারা অধৈর্য হ'য়ে প'ড়ছিল, শেষে তিনি যখন দেড়-ঘণ্টা-ব্যাপী সুদীর্ঘ উপাসনা সাঙ্গ ক'রে উঠলেন তখন দেখা গেল যে তাঁর কামিজের পিছন দিক্‌টা যেটা বসবার আসনের বাইরে মাটিতে লুটিয়েছিল সেটা উই-পোকায় এই সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলেছে—এই রকম দুই-একটা গল্পে এদের মধ্যে হাসাহাসি প'ড়ে গেল। মোটের উপর এই ইস্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে সাধুবাদ দিতে হয়—১৫।১৬ বছরের ছেলেরা নিজেদের ভাষা আর সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে দু-দুটো ইউরোপীয় ভাষা বেশ ক'রে আয়ত্ত করে, এ বিশেষ বাহাদুরীর কথা।

Java Institute-এ গিয়ে সেখানে খানিকক্ষণ আমাদের কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে কথা-বার্তা করা গেল। আমাদের এই কোপ্যারব্যার্গটী অতি চমৎকার লোক। এঁর নামের মানে হ'চ্ছে 'তামার পাহাড়।' 'তাম্রকূট' বা 'তাম্রচূড়'—এই দুটী সংস্কৃত শব্দে এঁর নামের একটা চলন-সই তর্জমা করা যায়। আমি ব'ল্‌লুম—"আপনার নামের একটা সংস্কৃত সংস্করণ ক'রে, সেই নামে আপনাকে ডাকবো; এখন 'তাম্রকূট', কি 'তাম্রচূড়', এ দুটোর কোন্‌টা ব্যবহার ক'রবো তা ঠিক ক'রতে পারছি না—আপনি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করুন; এখন আপনি

'তাম্রকূট' বা তামাক ভালোবাসেন, না 'তাম্বাচূড়া' অর্থাৎ রামপাখীর মাংস ভালোবাসেন? তদনুসারে আপনার Koperberg নামের সংস্কৃত অনুবাদ হবে।" ভদ্রলোকের রুচি-অনুসারে আমরা তাঁর নামকরণ ক'রলুম 'তাম্রচূড়'—ডচ্ বানানে Tamratjoeda; এঁর নানা সদগুণে আকৃষ্ট হ'য়ে—কবি ব'লতেন, দেখ হে, লোকটী 'তাম্রচূড়' নয়, একেবারে 'স্বর্ণচূড়'। যাই হোক্, 'তাম্রচূড়' নামেই ইনি খুব খুশী। ইনি জাতে ডচ্, ধর্মে আর সমাজে ইহুদী। দেশী লোকেদের প্রতি অত্যন্ত দরদ, সেই হেতু সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে এদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সৃষ্ট Java Institute নিয়েই আছেন। সব কাজে পিছনে থেকে পরিশ্রম ক'রে যাবার দিকে এঁর আগ্রহ বেশী, নিজেকে জাহির ক'রতে চান না। কবি এঁর খুব প্রশংসা ক'রতেন। একটা জিনিস দেখতুম, যবদ্বীপীয়েরা এঁর সঙ্গে ঘরের লোকের মতন ব্যবহার ক'রতেন। শিশুদের সঙ্গে ইনি খুব সহজেই জমিয়ে' নিতেন। মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে দেখি, রাজবাড়ীর যত ছোটো-ছোটো ছেলেদের নিয়ে মাতামাতি ক'রছেন, ভাঙা-ভাঙা মালাইয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রছেন, কি কথা হ'ত জানি না, তবে হাত পা নেড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তাদের সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিতেন। একদিনের কথা মনে আছে,—মঙ্কুনগরোর বাড়ীর একটী আঙিনায় একটী ছোটো অর্ধ-উলঙ্গ যবদ্বীপীয় ছেলে কি দুষ্টুমি ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে, তার পিছনে বাঁশের তৈরী লড়াইয়ে'-মোরগ ঢেকে
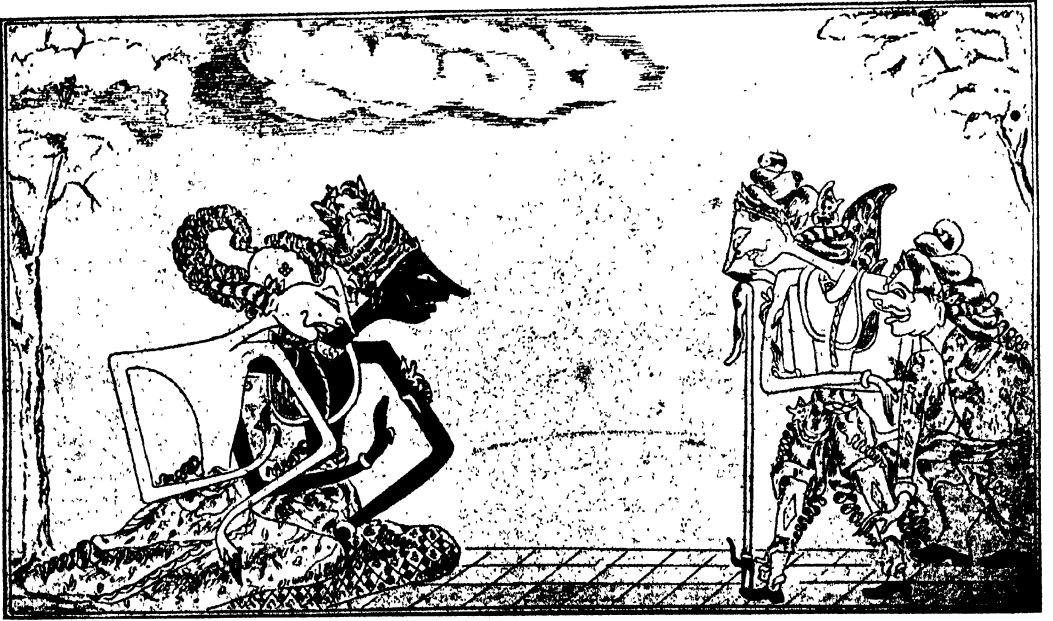
ওআয়াং-কুলিৎ-এর মূর্তির রীতিতে আঁকা ছবি - জনক, শ্রীকৃষ্ণ ও জুতা-পায়ে চতুর্ভুজ শিব ও নারদ

রাখবার বিরাট্ এক খাঁচা নিয়ে তাকে তাড়া ক'রছেন আমাদের তাম্রচূড়, খাঁচা দিয়ে তাকে চাপা দেবার মতলবে; আর মহা উৎসাহে কোলাহল ক'রতে-ক'রতে একপাল ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটেচে—সাহেব ছেলেটাকে লক্ষ্য ক'রে খাঁচাটী ফেলেছেন, আধ ইঞ্চি হ'লেই শিকার কবলস্থ হয় আর কি—কিন্তু তড়াক্ ক'রে এক লাফ দিয়ে ক্ষিপ্রগতি যবদ্বীপীয় শিশু এক ঘরের চৌকাট ডিঙিয়ে' ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দর মহলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এঁর সাহচর্যে আর চেষ্টায় আমাদের বলি আর যবদ্বীপ দর্শন পূর্ণাঙ্গ হ'য়েছিল।

দুপুরে জিনিস-পত্র গুছিয়ে' নিলুম—কাল আমরা যোগ্যকর্তে যাত্রা ক'রবো। শূরকর্তে যবদ্বীপের আধুনিক

হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র; অন্য দুই-একটী জিনিসের সঙ্গে এখান থেকে আমার একটী সীল-মোহর করিয়ে' নিলুম— পিতলের সীল-মোহর, হাতলে প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজপুত্রের আবক্ষ মূর্তি, মোহরে যবদ্বীপীয় অক্ষরে লেখা 'কাশ্যপ সুনীতিকুমার'। বেলা দুটোয় কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এল' কতকগুলি স্থানীয় ভারতীয়,—এদের মধ্যে বেশীর ভাগ পাঞ্জাবী মুসলমান, এরা পূর্ব-পাঞ্জাবের জালন্ধর আর হোশিয়ারপুর জেলার লোক, এখানে বাজারে এদের মণিহারী জিনিসের দোকান আছে;—আর এদের সঙ্গে ছিলেন বিরাট্ দাড়ীওয়ালা পাঞ্জাবী মুসলমান হকীম একজন, ইনি তিব্বী বা ইউনানী দাওয়াই যবদ্বীপীয়দের মধ্যে ফিরি ক'রে বিক্রী ক'রে বেড়ান; আর ছিল জন কতক স্থানীয় সিন্ধী ব্যাপারী।

ওআইয়াঙ-এর মূর্তি কাটা এখানকার একটী সাধারণ লোক-শিল্প। ওআইয়াঙ-এর ধাঁজে ছবি-ও রঙ-চঙ দিয়ে কাগজে আঁকা হয়, আর এমন কি এই ঢঙের ছবি দিয়ে রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন যবদ্বীপের কাহিনীর বই-ও চিত্রিত করা হয়। রাস্তার ধারে বাড়ীর দেয়ালে ছোটো ছেলেকে এই ওআইয়াঙ-এর অনুকৃতি ক'রে বেশ পাকা হাতে কয়লা দিয়ে ছবি আঁকতে দেখেছি। রাজকুমার কুসুমায়ুদ'র বাড়ীতে ওআইয়াঙ কাটবার কারিগর আছে, চামড়ায় কি ক'রে এই সব ছবি কাটা হয় তা ধীরেন-বাবু আর সুরেন-বাবু আজ বিকালে গিয়ে দেখে এলেন।

সন্ধ্যের দিকে সুরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবুর সঙ্গে বাজারে খুব ঘোরা গেল—বাতিক কাপড, পুরাতন গুজরাটী পাটোলা কাপড়, আর অন্য শিল্প-দ্রব্যের সন্ধানে। Pasar Besar বা বড়ো-বাজারে পাঞ্জাবী মুসলমানদের খান-দুই দোকান দেখলুম। এরা বড়ই সামান্য-ভাবে ছোটো-খাটো ব্যবসা চালাচ্ছে। এদের পাশেই এক চীনে দোকান—সেখানে কিছু পুরাতন জিনিস সংগ্রহ হ'ল—বাঘ হাতী আর হাঁসের নক্‌শা-কাটা পাটোলা কাপড়ের তৈরী কোমরবন্দ, আর বাতিক কাপড়, আর অন্য জিনিস। আর একটী রাস্তায় পাশাপাশি সিন্ধীদের দুটো রেশমের কাপড়ের দোকান—এদের খ'দ্দের বেশীর ভাগ যবদ্বীপীয় ভদ্র-গৃহস্থ লোকেরা। এদের মধ্যে জোগুমল ও তৎপুত্রগণের দোকানে ব'সে নানা আলাপ হ'ল। গোপাল ব'লে একটী সিন্ধী যুবক আমাদের সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগ্‌ল। পাটোলা বা পাটোরি কাপড়ের কাজ শূরকর্ত'র রাজ-ঘরানাদের কল্যাণে এখনও টিঁকে আছে, ওরা সাবেক চালের জিনিস ব'লে এখনও ব্যবহার করে, এদের জন্যই সিন্ধী ব্যাপারী কয় ঘর, সুরাত থেকে তৈরী ক'রে আনিয়ে' এই কাপড় যবদ্বীপে আমদানী ক'রে থাকে, এই কাপড় কেটে পাজামা আর কোমরবন্দ তৈরী হয়, এই কাপড় নাচ্‌নী মেয়েরা উত্তরীয়ের মতন ব্যবহার করে, ইত্যাদি। গোপাল আমাদের সঙ্গে গল্প ক'রতে-ক'রতে আমাদের মঙ্কুনগরোর বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। সে যবদ্বীপে কয়েক বছর আছে, তার বিস্তর যবদ্বীপীয় বন্ধু হ'য়েছে, মালাই তো জানেই, ডচ্ কিছু কিছু জানে, যবদ্বীপীয়ও বেশ জানে, যবদ্বীপীয় বন্ধুরা বাড়ীতে উৎসবাদিতে একে নিমন্ত্রণ করে;—যবদ্বীপীয়েরা তো হিন্দুই, মুসলমান ব'ললে আমরা যা বুঝি এরা মোটেই তা নয়, বাবু-সাব, এরা রামায়ণ মহাভারত আমাদের চেয়েও ভালো জানে,—আর রামায়ণের বেশ কবিত্ব-পূর্ণ অনুবাদ এদের ভাষায় আছে—এই শুনুন না, যেখানে ভিখারী-বেশী রাবণের সঙ্গে সীতা ঘৃণা-ভরে কথা কইছেন সেই জায়গাটা—এই ব'লে সে খানিকটা ক'রে যবদ্বীপীয় রামায়ণের শ্লোক আউড়ে' যায় আর হিন্দী আর ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে আমাদের শোনায়। এত দূর দেশে এসে-ও সে যবদ্বীপে নিজেকে ততটা প্রবাসী ব'লে মনে করে না, কারণ এদেশের সঙ্গে তার মাতৃভূমির একটা সংস্কৃতি-মূলক যোগ সে ধ'রতে পেরেছে,—এ কথাটা বোঝা গেল।

আজকে সওয়া-সাতটা থেকে সাড়ে-আটটা পর্যন্ত আলোক-চিত্রের সাহায্যে কালকের দেওয়া বক্তৃতাটীর পুনরাবৃত্তি আমায় ক'রতে হ'ল। আমার ইংরেজী থেকে বাকে ডচে অনুবাদ ক'রলেন, তারপর তা থেকে একজন যবদ্বীপীয় যুবক নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ ক'রে যেতে লাগলেন। মঙ্কুনগরো আজও উপস্থিত ছিলেন। আর রাজবাড়ীর মেয়েরাও ছিলেন অনেকগুলি। কালকের মতন ডাক্তার ষ্টুটারহাইম লণ্ঠন নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ছাত্রও

অনেকগুলি এসেছিল। মঙ্কুনগরো ভারতীয় চিত্রকলার অনুরাগী, রাজপুত চিত্রের উপর কুমারস্বামীর বড়ো বই আব বসটন্ মিউজিয়মের রাজপুত চিত্রাবলীর সচিত্র বিবরণী তাঁর খাস পাঠাগারেই র'য়েছে—আব তা ছাড়া আমাদেব ক'লকাতার Indian Society of Oriental Art-এব প্রকাশিত আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের ছবিও তিনি আনিয়েছেন।

রাত সওয়া-নয়টায় স্থানীয় যবদ্বীপীয়দের দ্বারা কবির সংবর্ধনা হ'ল এখানকার Contact Club-এব হলে, এখানকার যবদ্বীপীয় সমাজের তাবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, ডচ্ ভদ্রলোকও অনেকগুলি ছিলেন। গান, কবিতা, আর বক্তৃতার সভা। কবিকে সম্মানের আসনে বসালে। রাজকুমার কুসুমায়ুধ ইংবেজীতে কবিকে স্বাগত ক'রে ছোটো একটী বক্তৃতা দিলেন। ডাক্তার রাজিমান-ও বক্তৃতা ক'রলেন। 'কথা ও কাহিনী'র যে পাঁচটী কবিতা আগেই বাঙলা থেকে আমি ইংরেজী ক'বে দিই, আর বাকে তা থেকে ডচ্ ক'বে দেন, তার যবদ্বীপীয অনুবাদ ডাক্তার রাজিমান প'ড়লেন—মূল বাঙ্লা কবি পাঠ ক'রে শুনিযে' দেবার পবে'; সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত গাথাকয়টীর গভীরতা ডাক্তার রাজিমানের মর্ম স্পর্শ ক'রেছিল, তিনি যবদ্বীপীয অনুবাদ প'ড়তে-প'ড়তে যেন একটু অভিভূত হ'য়ে যাচ্ছিলেন; যবদ্বীপীয়দের মধ্যে যে এতটা ভাব-প্রবণতা আছে, এ আমাব অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাব্য 'অর্জুন-বিবাহ' থেকে পাঠ হ'ল, আধুনিক যবদ্বীপীয প্রেমেব গান গাওযা হ'ল। কবি 'যবদ্বীপের প্রতি' বলে যে কবিতা লিখেছিলেন, যেটীর ইংরেজী আর ডচ্ অনুবাদ মঙ্কনগরোর বাড়ীতে বিতরিত হ'য়েছিল, তার প্রত্যুত্তরে রচিত যবদ্বীপের তরফ থেকে ভারতবর্ষের প্রতি আর বিশেষ ক'রে কবির প্রতি একটী যবদ্বীপীয় কবিতা গান ক'রে শোনানো হ'ল। (এই কবিতার মূল যবদ্বীপীয় কথাগুলি, আর তার ডচ্ অনুবাদ, Java Institute-এর মুখপত্র Djawa ব'লে পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল, আর পরে Visvabharati Quarterly-তে তার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হ'য়েছিল।) কবিকেও কিছু ব'ল্তে হ'ল। এখানে যবদ্বীপীয়েদের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে চমৎকার হৃদ্যতার পরিচয় পেলুম। সভার কাজ চুকল রাত্রি প্রায় পৌনে-বারোটায়।

কবি বাসায় ফিরলেন। মঙ্কুনগরো আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত এক নাট্যশালায়। বহুদূরে শহরের একপ্রান্তে মঙ্কুনগরোর একটী বাগিচা আছে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য সেটী তিনি দান ক'রেছেন। আর সাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য, আর নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণে যাতে যোগ রাখতে পারে সেই উদ্দেশ্যে, নিজের পয়সায় একটী নাট্য-সম্প্রদায় তিনি চালাচ্ছেন। এখানে নটেরা মুখ্যতঃ রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজকাহিনী আর উপন্যাস অবলম্বন ক'রে নাটক ক'রে থাকে।—সম্প্রদায়ে নটী নেই। সামান্য দুই-এক আনা মাত্র দর্শনী দিয়ে সাধারণ লোকে দেখতে আসে। সপ্তাহে দু দিন বা তিন দিন ক'রে প্রায় বিনামূল্যের এই নাট্যাভিনয় হয়। মঙ্কুনগরো প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে-সঙ্গে অভিনয় আর নৃত্য-গীতাদির উৎকর্ষ বজায় রাখ্তে বিশেষ যত্নশীল। আমরা গিয়ে দেখলুম, অভিনয় চ'লছে,—প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য—এক পাশে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' দেখবারও ব্যবস্থা আছে। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, সব শ্রেণীর সব বয়সের লোক। মহাভারতের একটা কোনও পর্ব নিয়ে অভিনয় হ'চ্ছিল। মাঝারী আকারের রঙ্গমঞ্চ, নটেদের পোষাক-পরিচ্ছদ অভিনয়-ভঙ্গী সব সাবেক চালের—বুঝলুম, এখানে সংরক্ষণ-রীতিই প্রধানতঃ অবলম্বিত হ'চ্ছে। বোধ হয়, তে-টানায় প'ড়ে যবদ্বীপের সংস্কৃতিকে vulgarised বা নীচ হ'য়ে পড়া থেকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে' রাখতে হ'লে এই সংরক্ষণ-নীতির-ই বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নটেদের অভিনয় যা দেখলুম, বেশ প্রশংসনীয় মনে হ'ল। অর্জুন তাঁর তিন অনুচর 'সেমার'-দের নিয়ে এলেন, বনে এক সিংহের সঙ্গে সেমারদের দেখা, বিদূষক-প্রকৃতির এই তিন সেমার আর সিংহকে নিয়ে খানিক হাস্য-রসের অবতারণা – এ-সব ধ'রে প্রাচীন রীতির অনুকূল অথচ বেশ সহজ ভাবে অভিনয় হ'ল। নাটকে রাক্ষস-রাজার সভা, ঋষির আশ্রম, রাক্ষস-রাজের নৃত্য, একজন রাজকুমারের

নৃত্য, এই-সব বিষয় ছিল। নাচ এদের শিল্প-চেষ্টার প্রধান বিকাশ—সব জিনিসের সঙ্গে নাচকে ঢুকিয়ে' এরা কেমন সুন্দর ক'রে তোলে, যে, সে ব্যাপারের তুলনা হয় না, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মঙ্কুনগরো এইরূপে নানা দিক দিয়ে তাঁর স্বদেশীয়দের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির অমৃতবারি সিঞ্চিত ক'রে জাতির রস-বোধ আর শিল্প-প্রাণকে কোনও রকমে এই দুর্দিনে জীইয়ে' রাখ্‌তে চাচ্ছেন—ভবিষ্যতে যাতে এই জাতীয় সভ্যতা দুর্দিনে কোনও উপায়ে বেঁচে থাকার ফলে, আবও নূতন রসসৃষ্টি যবদ্বীপীয় জা'তের দ্বারা হ'তে পারে, এই আশায়। তাঁর এই সাধু উদ্যম সব জা'তের লোকেদেরই কাছ থেকে সাধুবাদ পাবার যোগ্য, আর অবস্থা অনুকূল হ'লে অনুকরণ করবার যোগ্য।

রাত একটায় বাসায় ফিরলুম—নাটক তখনও শেষ হয় নি। ডাক্তার ষ্টুটারহাইম সঙ্গে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আজকের দিনটায় যবদ্বীপের মধ্যযুগের সংস্কৃতির বিশেষ কতকগুলি বস্তু দেখা গেল। কাল সকালে যোগ্যাকর্ত যাত্রা ক'রতে হবে—প্রাম্বানান্-এর বিশ্ববিশ্রুত হিন্দু মন্দির পথে প'ড়বে—যবদ্বীপের গৌরবময় হিন্দু সভ্যতার একটী উৎসমুখে সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, আমাদের ভারতের সঙ্গে যবদ্বীপের নাড়ীর যোগ এই-সব মন্দিরের মধ্য দিয়ে। জিনিস-পত্র গুছিয়ে' বোঁচ্‌কা-নাম্‌চা লিখে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করলুম, তখন রাত দুটো।

২৪। প্রাম্বানান্

রবিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর।—

আটটায় 'তাম্রচূড়' বা কোপ্যারব্যার্গ, ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু আর আমি এক মোটরে রওনা হ'লুম যোগ্যকর্তর উদ্দেশে। একটী ওলন্দাজ মেয়ে-ডাক্তার যোগ্যকর্তয় যাচ্ছেন, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। কবি পরে যাত্রা ক'রবেন—শূরকর্তয় একটী নোতুন রাস্তা হ'য়েছে, এই রাস্তা কবি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক'রবেন, রাস্তাটীর নাম-করণ হবে কবির নামে—Tagorestraat; মঙ্কুনগরো এই অনুষ্ঠানটী কবিকে দিয়ে করিয়ে' নেবেন। পথে প্রাম্বানান্-এর মন্দিরে কবির জন্য আমরা অপেক্ষা ক'রবো, সেখানে তাঁর সঙ্গে আমরা মিলিত হবো।

এক ঘণ্টা ধ'রে মোটরে ক'রে গিয়ে বেলা ন'টা আন্দাজ আমরা Prambanan প্রাম্বানান্-এ পৌঁছুলুম। প্রাম্বানান্ বর-বুদুরের মতনই যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার এক চরম সৃষ্টি—তাবৎ ভারতবাসীর, বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে, তীর্থস্থান ব'লে গণ্য হবার উপযুক্ত স্থান।

প্রাম্বানান্-এ আছে বিরাট্ কতকগুলি হিন্দীতে যাকে বলে 'খঁড়হর' বা খণ্ডগৃহ—অর্থাৎ বিধ্বস্ত প্রাচীন মন্দিরাদির সমাবেশ। মন্দিরগুলি পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মন্দির। উঁচু জমীতে প্রাকার-বেষ্টিত মস্ত এক চাতাল। তার মধ্যে তিনটী বড়ো-বড়ো মন্দির—খুঁব উঁচু অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে তবে মন্দিরের গর্ভগৃহে পৌঁছতে হয়; এই তিনটীর মাঝেরটী আবার সবচেয়ে উঁচু, বিরাট্ আকারের বলা চলে। এই তিনটী মন্দির পর পর সোজা উত্তর-দক্ষিণ ক'রে স্থাপিত; উত্তরেরটী বিষ্ণুর, মাঝের বড়ো মন্দিরটী শিবের, আর দক্ষিণেরটী ব্রহ্মার। এই তিনটী মন্দিরের সামনে এই তিন দেবতার তিন বাহনের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান—বিষ্ণুর সামনে গরুড়ের, শিবের সামনে শিবের বৃষ নন্দীর, আর ব্রহ্মার সামনে হংসের; আর এ ছাড়া, প্রাকারের ভিতরে চাতালের উত্তরে

আর দক্ষিণে, দুটী ছোটো ছোটো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, এ দুটী কোন্ দেবতার তা এখন আর বলা যায় না। এই তো হ'ল প্রাকারের ভিতরকার কথা—ভিতরে এই আটটী মন্দির ছিল।—শিবের বিরাট মন্দিরটীই হ'চ্ছে কেন্দ্র-স্থানীয়। প্রাকারের বাইরে তিন সার আর চার সার ক'রে চারিদিকে ছোটো ছোটো মন্দির ছিল, এগুলি এখন প্রায় সবই ভেঙে-চুরে গিয়েছে; প্রাকারের বাইরের মন্দিরের সংখ্যা ছিল দেড় শ'র উপর। সমস্ত ধামটীর পশ্চিম দিকে Kali Opak 'কালি ওপাক্' ব'লে একটী ছোটো পাহাড়ে' নদী এঁকে বেঁকে গিয়েছে।

যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই অতি অপূর্ব, শিল্প-সম্পদে অতুলনীয় পীঠস্থান দেখে বিস্মিত হ'য়ে যেতে হয়। আমাদের মোটর মন্দিরের সামনে রাস্তায় এসে দাঁড়াল', আমরা ছোটো একটী দেয়াল পেরিয়ে' বাইরের প্রাকার দিযে ঢুকে, তিন সার ছোটো মন্দিরগুলির ভগ্ন প্রস্তর-স্তূপের মধ্য দিয়ে ভিতরের প্রাকার পেরিয়ে', বড়ো তিনটী মন্দিরের চাতালে এসে উপস্থিত হ'লুম। মাঝখানে শিবের বিরাট্ মন্দির দেখে একেবারে যেন অভিভূত হ'য়ে গেলুম। প্রাচীরের মধ্যেকার মন্দিরগুলির মাথার চূড়ো ভেঙে গিয়েছে, চাতালের মধ্যে এদিকে ওদিকে সব বড়ো-বড়ো পাথরের চাবড়া প'ড়ে আছে। ডচ্ সরকারের প্রত্ন-বিভাগ এই মন্দিরগুলির যতদূর সম্ভব জীর্ণোদ্ধারের চেষ্টা ক'রছেন। বড়ো-বড়ো কপি-কল র'য়েছে; তাতে ক'রে মাটি থেকে পাথর তুলে নিয়ে যথা-সম্ভব যথা-স্থানে বসিয়ে' দেওয়া হ'চ্ছে; এই সকল পাথরের গা কেটে কেটে চিত্র উৎকীর্ণ থাকায়, এই রকম সাজানো কাজটী কতকটা সহজ হ'য়েছে। পাঁশুটে' রঙের পাথরের ভগ্ন স্তূপময় এই স্থানটী দেখে কিন্তু মনটা বড়ই উদাস হ'য়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথকে প্রাম্বানান্ ভালো ক'রে দেখাবার জন্য ডচ্ সরকার সব চেয়ে সেরা বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন—দ্বীপময় ভারতেব প্রত্ন-বিভাগের কর্তা Dr. F. D. K Bosch ডাক্তার বস্ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর সঙ্গে প্রাম্বানান্-এর পুনঃসংস্কারের কাজে নিযুক্ত ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের পূর্ব-পরিচিত প্রত্ন-বিভাগের ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্, আর আর কতকগুলি ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শূরকর্তর অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন ক'রে আসছেন, তাঁর পৌছতে একটু দেরী হবে—আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম। ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্-ফেল্‌স্-এর সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলুম।

ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স উভয়েই বেশ পণ্ডিত লোক। ডাক্তার বস্ সংস্কৃত বেশ জানেন, যবদ্বীপের সংস্কৃত অনুশাসন অনেকগুলি সম্পাদন ক'রেছেন, ঐ দেশের প্রাচীন ইতিহাস আর সভ্যতা বিষয়ে তাঁর লেখা প্রমাণ-রূপে গণ্য হয়। ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ সংস্কৃত চলন-সই জানেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ বিদ্যা হ'চ্ছে নৃ-তত্ত্ব। ডাক্তার বস্ পাতলা লম্বা একহারা চেহারার ব্যক্তি, বেশ মিশুক লোক, তবে একটু গম্ভীর ধরণের; হো হো ক'রে নিজে হাসছেন আর পাঁচজনকে নিয়ে আমোদ ক'রছেন এমন সুবিশালকায় কালেন্‌ফেল্‌স্-এর পাশে এঁকে একেবারে বিপরীত চরিত্রের ব্যক্তি ব'লে মনে হয়।

প্রাম্বানান-এর মন্দির কয়টী এঁরা আমাদের দেখালেন। সব মন্দির কয়টী পাথরের তৈরী। মন্দিরগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতকের তৈরী। যবদ্বীপ নবম শতকে সুমাত্রার শ্রীবিষয় বা শ্রীবিজয়-রাজ্যের শৈলেন্দ্র-বংশীয় বৌদ্ধরাজাদের অধীনে ছিল; এই শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজাদের কারো আমলে, নবম শতকে, বর-বুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ তৈরী হয়। তারপর শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজাদের প্রতাপ খর্ব হয়, খাস যবদ্বীপের রাজারা মাথা তুলে' ওঠেন। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী, শৈব। এঁদের মধ্যে এক প্রধান রাজা ছিলেন রাজা দক্ষ; কেউ-কেউ অনুমান করেন যে, প্রাম্বানান-এর মন্দির-রাজি এই রাজা দক্ষেরই কীর্তি। এগুলি যেন কতকটা বর-বুদুরকে টেক্কা দেবার জন্যই তৈরী করা হ'য়েছিল। খাড়াইয়ে শিবের মন্দিরটী বোধ হয় বর-বুদুরকেও অতিক্রম ক'র্‌ত।

মূল মন্দির তিনটী ভগ্ন দশায়; কিন্তু সব যায় নি। বিষ্ণু-মন্দিরের গর্ভগৃহের হানি বেশী হ'য়েছে। তিনটী মন্দিরে মানুষের চেয়ে অতিকায়, পাথরে তৈরী তিনটী দেব-বিগ্রহ ছিল, তার মধ্যে বিষ্ণু-মূর্তিটী আর নেই, শিব আর

ব্রহ্মার মূর্তি এখনও স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান। বাহন তিনটীর মধ্যে কেবল শিবের বাহন নন্দী যথাস্থানে আছে—ঠিক শিবের সামনেই; আর দুটী বাহন আর নেই। থাকে-থাকে এক তালাব পরে আর এক তালাব মতন ক'রে মন্দিরগুলি উঠেছে। শিবের মন্দিরের চার ধারে সিঁড়ি, কিন্তু বিষ্ণু আর ব্রহ্মার মন্দিরে কেবলমাত্র একধারে, পূব দিক্ থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, গর্ভগৃহের চারিদিকে একটী ক'রে বারান্দার মতন—এই বারান্দাটী হ'চ্ছে এক-প্রকোষ্ঠময় গর্ভাগার প্রদক্ষিণ করার জন্য চংক্রম-পথ। তিনটী মন্দিরেই এই চংক্রম-পথ বা বারান্দার দেয়ালে ভিতরদিকে আর বারান্দার লাগাও মন্দিরের গর্ভগৃহের দেয়ালের বাইরের দিকটায় পাথরের উপরে অপরূপ সুন্দর খোদিত চিত্রাবলী বিরাজমান। বর-বুদুরের গায়ে উৎকীর্ণ এই রকম চিত্র, আর প্রাম্বানান-এর এই চিত্রাবলী, যবদ্বীপীয় ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন; হিন্দু তথা বিশ্ব শিল্প, এই খোদিত চিত্রাবলীর মহিমায় উদ্ভাসিত। বিষ্ণু-মন্দিরের আর শিব-মন্দিরের গায়ে খোদা চিত্রাবলী প্রায় সবটাই অটুট অবস্থায় আছে, কিন্তু ব্রহ্মার মন্দিরের চিত্রাবলী বড়ই ভগ্ন অবস্থায়। শিব-মন্দিরের আর ব্রহ্মার মন্দিরের চিত্রাবলী রামায়ণের, এর মধ্যে বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের জন্য দেবতাদের অনুরোধ এই দৃশ্য, তারপর দশরথের ঘরে রামের জন্ম থেকে বানর-সৈন্য কর্তৃক সেতুবন্ধ আর সাগর পার হওয়া—এই পর্যন্ত দৃশ্যগুলি সুন্দর ভাবে রক্ষিত আছে। ডচ্ প্রত্ন-বিভাগ এই চিত্রগুলিকে চমৎকার ভাবে ছাপিয়ে' সস্তায় প্রকাশিত ক'রেছেন। বিষ্ণু-মন্দিরে আছে কৃষ্ণায়ণ বা কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক চিত্রাবলী—এগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নি। রামায়ণের ছবিগুলি সুপরিচিত ['প্রবাসী' পত্রিকায় ইতিপূর্বে এগুলি প্রকাশিত হ'য়ে গিয়েছে—১৩৩৪ সালের আশ্বিন আর কার্তিক মাসের আর ১৩৩৫ সালের বৈশাখ আর কার্তিক মাসের 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য]। ভারতবর্ষের কোনও মন্দিরে এত সুন্দর পৌরাণিক চিত্র একটানা ভাবে খোদিত হয় নি। এই রামায়ণ-চিত্রাবলীর একটু বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। যবদ্বীপের প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প যা বর-বুদুরে আর অন্যান্য মন্দিরে মেলে, তার ভাব, আর এর ভাব,—দুই আলাদা জিনিস। বর-বুদুরের ভাস্কর্যের মূল কথা শান্তি আর সমাধিতে শক্তির সংহরণ, আর একটী ধীর-ললিত গতি; প্রাম্বানান-এর ভাস্কর্যে পাই—জীবন-লীলা, কার্যে শক্তির স্ফুরণ, জীবনের দ্রুত-মনোহর গতি। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির যে চিত্র খোদিত হ'য়েছে তা সর্বতোভাবে বাল্মীকির মহাকাব্যের উপযুক্ত।

বিষ্ণু-মন্দিরের গায়ের চিত্রগুলি নিয়ে ডচ্ পণ্ডিতেরা আলোচনা ক'রছেন—শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে মিলিয়ে' মিলিয়ে' দেখে যাচ্ছেন। সব লীলা ভাগবতের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না; কতকগুলি চিত্র আবার ভাগবত-বহির্ভূত ঘটনা অবলম্বন ক'রে। ডাক্তার বস্ আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে দেখাতে লাগলেন—কতকগুলি অজ্ঞাত-বিষয় চিত্রের অর্থ আমিও ক'রতে পারলুম না। বাল্য-লীলার ছবি আছে। সব চিত্রগুলি ঠিক অবস্থায় নেই—অল্প বিস্তর ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছে। বলরাম আছেন, কিন্তু বৃন্দাবন লীলায় গোপিনীরা নেই। অজ্ঞাত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে আবার অনেকগুলি চিত্র।

উপরের বারান্দা ছাড়া, তিনটী মন্দিরের গায়েও বিস্তর খোদিত ফলক-চিত্র আছে। দুই কল্প-বৃক্ষের মাঝখানে একটী সিংহ—এই চিত্রটী খুবই সাধারণ। সাধারণতঃ দুই বা দুইয়ের অধিক অপ্সরা নিয়ে ফলক অনেক আছে। শিব-মন্দিরের উত্তরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে ডান হাতের দিকে এই রকম তিনটী অপ্সরা নিয়ে একটী অপরূপ প্রতিমা-চিত্র পাওয়া যায়; এই তিনটী মূর্তির প্রশংসা শিল্প-রসিক মাত্রেই ক'রে থাকেন—ইউরোপীয় কলাবিদেরা এদের নাম-করণ ক'রেছেন the Three Graces. পূবের সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামনে গর্ভগৃহে বিরাট্ মহাদেবের মূর্তি। মন্দিরের উপরের ছাদ প'ড়ে গিয়েছে। প্রশান্ত ধ্যান-মগ্ন বদনে চতুর্ভুজ দেবাদিদেব গৌরীপট্টাকার উচ্চ পীঠে দণ্ডায়মান। ভক্তের প্রাণে এইরূপ মূর্তি অপূর্ব আকুলতা আনে। শিবের গর্ভগৃহের তিন দিকে তিনটী আবরণ-দেবতা, এঁদের পৃথক মূর্তি এখনও বিদ্যমান। আবরণ-দেবতারা হ'চ্ছেন গণেশ, ভট্টারক গুরু বা অগস্ত্য-রূপী শিব, আর মহিষমর্দিনী দুর্গা; পাথরের উপরে কেটে তোলা মূর্তি এই তিনটী।

এদের মধ্যে মহিষমর্দিনী মূর্তিটী যবদ্বীপের এই অঞ্চলে Loro Djonggrang 'লোরো জোঙ্‌গ্রাঙ' নামে বিখ্যাত, আর ইনি এখনও দেশবাসীদের কাছে পূজা পাচ্ছেন। মহিষাসুরের উপরে দণ্ডায়মানা অষ্টভূজা দেবী, বামে নরাকার অসুর দণ্ডায়মানা। স্থানীয় লোকেরা মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে মহিষমর্দিনীর কথা ভুলে গিয়েছে—এই মূর্তিকে অবলম্বন ক'রে সৃষ্ট নোতুন এক কাহিনী এখন প্রাচীন পুরাণের স্থান নিয়েছে; Loro অর্থে 'রাজকুমারী', আর Djonggrang অর্থে 'সুশ্রোণী'; লোক-প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, এই নামে এক অসুর-রাজ-কন্যা ছিলেন, তাঁকে এক রাজা বিবাহ ক'রতে চান; এই বিবাহার্থী রাজার হাতেই রাজকুমারীর পিতার মৃত্যু হয় ব'লে এ বিবাহে রাজকুমারী রাজী ছিলেন না। শেষে পীড়াপীড়িতে একটী শর্তে তিনি বিবাহ ক'রতে সম্মত হন—বিবাহার্থী রাজাকে রাতারাতি কতকগুলি কুপ খনন ক'রে দিতে হবে, আর হাজার-মূর্তি-বিশিষ্ট কতকগুলি মন্দির ক'রে দিতে হবে। রাজার দৈব-বল ছিল, তাঁর সহায় ছিল নানা উপদেবতা, এরা সব এসে মাটী কেটে পাথর কেটে কূয়ো খুঁড়তে আর মন্দির গ'ড়তে লেগে গেল। রাজকুমারী এতে প্রমাদ গ'ণে তার সখীদের নিয়ে ভোর হবার পূর্বে ধান ভান্‌তে শুরু ক'রে দিলেন, আর যেখানে উপদেবতারা কাজ ক'রছিল সেখানে রাজ-কুমারীর সখীরা সুগন্ধি জলের ছড়া দিতে আর ফুল ছড়িয়ে' দিতে আরম্ভ ক'রলে। ধান-ভানার শব্দে ভোর হ'চ্ছে মনে ক'রে আর ফুলের বাস আর সুগন্ধির সৌরভ সহ্য ক'রতে না পেরে, উপদেবতারা কাজ অসামপ্ত রেখেই পালাল'। হাজার মূর্তির একটী বাকী। তখন এই ভাবে ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে রাজা রাজকুমারীকে শাপ দিলেন, রাজকুমারী পাথর হ'য়ে গিয়ে হাজার পূরো ক'রলেন; আর এই রাজকুমারী লোরো-জোঙ্‌গ্রাঙ্‌এর মূর্তি ব'লে এখনও যবদ্বীপীয়েরা এই মূর্তির পূজা করে। অর্থাৎ দেবী দুর্গা এখন এই নোতুন নামে এদের পূজা নিচ্ছেন। শিব-মন্দিরের মহিষ-মর্দিনীর সামনে আমরা দেখলুম, ধুনুচীতে ধুনো জ্ব'লছে, মূর্তিটীর পায়ের কাছে ফুল র'য়েছে। এই তল্লাটের মেয়েরা এসে দেবীর পূজা ক'রে যায়। তাদের বিশ্বাস, লোরো-জোঙ্‌গ্রাঙ্‌ তাদের কামনা সিদ্ধি করেন। কুমারীরা পতিলাভের জন্যই বেশী ক'রে আসে, আর এই বিষয়েই দেবীর বেশী কৃতিত্ব শোনা যায়; তবে বন্ধ্যা পুত্রের জন্য, আর বিবাহে অসুখী স্ত্রী বা স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে' অন্য স্বামী বা স্ত্রী লাভের প্রার্থনা জানাবার জন্য আসে, অসুখ সারাতেও লোকে এসে মানত ক'রে যায়। প্রাম্বানান্‌ যেন মুসলমান দেশের ব্যাপার নয়—ভক্ত স্ত্রী-পুরুষদের সমাগম এত বেশী। পুরুষেরাও খুব আসে। এখানকার দেবী বিশেষ জাগ্রত ব'লে প্রকাশ; যবদ্বীপীয় মেয়েরা ব্যতীত চীনা, ফিরিঙ্গী, ইউরোপীয় মেয়েরাও আসে, পাগড়ী-মাথায় হাজীরাও পর্যন্ত আসে। দেবীর জয়-জয়কার—কোনও রোমান-কাথলিক গির্জার মাতা-মেরীর, বা মুসলমান পীরের আস্তানার শাহ্‌-সাহেবের চেয়ে এঁর ভক্ত কম নয়।

মন্দিরের ভিতরকার শিবের মূর্তিটী এখনও যবদ্বীপীয়দের কাছ থেকে সম্মান পায়। শিবের উঁচু মন্দিরের সামনেই তাঁর বাহন বৃষ আছে, সামনা-সামনি দেবতা আর বাহন। এখানে আর একটী লোক-প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, শিবের বৃষভের পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের মন্দিরের ভিতরে শিবের মুখের দিকে চেয়ে যে কামনা করা যায়, তা সফল হ'য়ে থাকে। সঙ্গের ইউরোপীয়েরা হাস্‌তে-হাস্‌তে নিজের নিজের কামনা নিবেদন ক'রলেন। আমিও এই কামনা ক'রলুম, "ঠাকুর, আবার যেন এই তীর্থে এসে তোমায় দেখ্‌তে পারি।" ভবিষ্যতে এ কামনা আবার পূর্ণ হবে কি জানি না; কিন্তু তার পরের দিনই আর একবার অপ্রত্যাশিত ভাবে এই মন্দিরে এসে এখানে খানিকক্ষণ কাটাবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। সমস্ত স্থানটার সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য জড়িত। ঈশ্বরের প্রতি কতটা ভক্তি এই শিবের প্রতীককে অবলম্বন ক'রে তখন এ দেশের রাজা থেকে জন-সাধারণ সকলকেই অনুপ্রাণিত ক'রেছিল! বিরাট্‌ বাস্তু-শিল্পে ভাস্কর্যে কলায় তার প্রমাণ তো র'য়েইছে; যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যেও আছে, অনুশাসনেও আছে।

প্রধান মন্দিরের শিবের মূর্তির কথা ব'লেছি ; ভাস্কর্য-হিসাবে এটী একটী মহনীয় সৃষ্টি। এ ছাড়া, ছোটো-খাটো শিব-মূর্তিও আছে। এই যুগের একটী মূর্তির ভাঙা মাথাটী মাত্র এখন এখান থেকে নিয়ে হলাণ্ডে লাইডেন-এর সংগ্রহশালায় রক্ষিত হ'য়েছে। এটী সুপরিচিত মূর্তি, শিবের বিরাট্ পরিকল্পনা এই রকম মূর্তিতেই যেন আরও উজ্জ্বল আরও মহিমাপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়ায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের দক্ষিণ ভারতের গুডিমল্লম্-গ্রামের মন্দিরের শিবের মূর্তি থেকে, একদিকে আমাদের বাঙলাদেশের প্রচলিত পেট-মোটা দাড়ীওয়ালা উৎকট বসের পরিচায়ক শিবের মূর্তি, আর ওদিকে কম্বোজ আর চম্পার নিজস্ব শক্তিশালী রীতিতে খোদিত শিবমূর্তি, আর যবদ্বীপের ওআইয়াঙ-রীতিতে আঁকা কিম্ভূত-কিমাকার শিবের মূর্তি—কত না পৃথক্ পৃথক্ রূপে আমাদের মহাদেবকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি দেখেছে! কিন্তু প্রাচীন ভারতে মহাবলিপুরে আর ধারাপুরী বা এলিফাণ্টা আর এলোরার গুহায় শিবের যে বিরাট প্রকাশ আমরা দেখি, তামিল জাতির মধ্যে রচিত মধ্যযুগের ধাতুময় আর প্রস্তরময় মূর্তিতে, আর বাঙ্‌লা দেশের পাল-যুগের প্রস্তর মূর্তিতেও যে কল্পনাকে রূপ গ্রহণ ক'রতে দেখি, নবীন ভাবে আবার শিবের যে মহীয়সী কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর নন্দলালের তুলিকার রেখাপাতে ধরা দিয়েছে, যবদ্বীপের শিবের মূর্তি সে বিরাট্ প্রকাশের সে মহীয়সী কল্পনার কোনও রকম খর্বতা করে নি, সম্পূর্ণ রূপে তার উপযুক্তই হ'য়েছে। যবদ্বীপের কতকগুলি শিব-মূর্তি, হিন্দু চিন্তা আর হিন্দু শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ আর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

আশে পাশে টুকরো-টাকরা পাথরে চিত্রের ভগ্নাংশ বা পূর্ণ চিত্র বিস্তর র'য়েছে। ডচ্ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সেগুলি মিলিয়ে' মিলিয়ে' জোড়া-তাড়া দিয়ে মন্দিরটীর জীর্ণোদ্ধার ক'রছেন। বিরাট কীর্তিমুখ কতকগুলি র'য়েছে, এগুলি ক্রমে মন্দিরের উপরে পুনঃ-সন্নিবেশিত হবে। নানা দেবদেবীর আর পার্থিব ঘটনাবলীর চিত্র। কতকগুলি পাথর জুড়ে ব্রাহ্মণ-ভোজনের দৃশ্য ; মাথায় ঝুটী-বাঁধা দাড়ীওয়ালা রুদ্রাক্ষ-পরা ব্রাহ্মণের দল ব'সে 'সেবা' ক'রছেন, সামনে কলাপাতায় আর পাত্রে খাদ্য দ্রব্য অঙ্কিত ; একটী জিনিস আমাকে একটু বিস্মিত ক'রলে—সকলেরই পাতায় মুড়া-শুদ্ধ আস্ত-আস্ত মাছ—মৎস্য-ভোজন তখনকার দিনে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ বা ঋষিদের মধ্যে যে নিষিদ্ধ ছিল না, এটা বেশ বোঝা গেল।

এই রকম তো ঘুরে' ঘুরে' দেখতে লাগ্‌লুম—প্রাম্বানান্-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবের চিন্তায় আর তাঁর প্রসাদে মনটা যেন ভরপুর হ'য়ে গেল। দেশে ফিরে এসে একটী শ্লোক পেয়েছি—শ্লোকটী কোথা থেকে নেওয়া জানি না ; মনে তখন যে ভাব হ'চ্ছিল, সেই ভাব যেন এই শ্লোকটীতে ধ'রে দেওয়া আছে—

মাতা মে পার্বতী গৌরী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্বে, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥*

তখন মনে মনে কেবল 'ওঁ নমঃ শিবায়' আর 'ওঁ নম উমায়ৈ' মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের কথায় প্রণাম-মন্ত্র আওড়াচ্ছিলুম—'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ'। আর সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের নাটকের আর বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসের নান্দীতে উদার ছন্দে পরমেশ্বর মহাদেবের বন্দনা গীতি, আর আবছা-আবছা ভাবে মনে পড়া নানা স্তোত্র আর বন্দনার ছত্র, তানসেনের শিব-ভজন-মূলক ধ্রুপদ-গানের আর রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' প্রমুখ কবিতার ছত্র, আর ইংরেজী অনুবাদে পড়া তামিল ভক্তদের শিবভক্তির পদের স্মৃতি, সব মিলে মনে এসে একটী অপূর্ব ভাবাবেশে সমগ্র চিত্তকে যেন সম্মোহিত ক'রে দিচ্ছিল। এই তীর্থ-স্থানের অদৃশ্য দেবতার অবস্থান

* ১৩৩৮ সালের কার্তিক মাসের 'প্রবাসী'-তে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবননাথ শর্মা মহাশয় জানাইয়াছেন যে, এই শ্লোকটী শঙ্করাচার্যের অন্নপূর্ণা-স্তোত্রের দ্বাদশ শ্লোকের পরিবর্তিত রূপ।—মূল শ্লোকটী এই :—"মাতা মে পার্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥"

যেন আমাকে ঘিরে' র'য়েছে—এই রকম একটা ভাব, আমার হিন্দু-জাতির অপরিসীম ঈশ্বর-নিষ্ঠার আর বিশ্বাত্ম-বোধের, তার চিন্তার আর চেষ্টার, তার সুষমা-বোধের আর শিল্প-বিজ্ঞানের এই অবিনশ্বর নিদর্শন দেখতে-দেখতে আমায় অভিভূত ক'রে ফেল্‌ছিল—ভয় হ'চ্ছিল, মনের মধ্যেকার ভাবাবেগ বাইরে পাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। সুদূর যবদ্বীপে এই পুঞ্জীভূত পাথরের ভাঙাচোরা স্তূপের মধ্যে আমি যেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ভক্তি আর কর্মের ত্রিবেণীর ধারায় মানসিক অবগাহন ক'রে স্নিগ্ধ হ'লুম, পবিত্র হলুম।

ইতিমধ্যে কবি এসে গিয়েছেন। তাঁকে যোগ্যকর্তায় আমন্ত্রণ করবার জন্য কতকগুলি স্থানীয় সিন্ধী বণিক্‌ও এসেছেন। কবির সঙ্গে আমাদের মালবাহী মোটরখানিও এল; আমি তখন মন্দিরের আশে-পাশে ঘুর্‌ছিলুম। পরে শুন্‌লুম, এক মহা বিভ্রাট ঘ'টেছে। একখানি মোটরের পিছনে আমার একটী চামড়ার স্যুট-কেস বাঁধা ছিল, মোটরের ঝাঁকানীতে সেটী হাতল থেকে ছিঁড়ে রাস্তায় কোথায় প'ড়ে গিয়েছে, তার হাতলটা কিন্তু গাড়ীর সঙ্গে বাঁধবার দড়ীতে আট্‌কে আছে। এখন ঐ স্যুট্‌-কেসটীতে আমার এ-যাবৎ সংগ্রহ করা অনেকগুলি ভালো-ভালো জিনিস ছিল—বলিদ্বীপের পট, পিতলের মূর্তি, বহু ফোটোগ্রাফ,—এ সব ছিল, আর ছিল শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে নেওয়া লণ্ঠনের স্লাইড্‌-গুলি। স্যুট-কেসটী যে ছিঁড়ে প'ড়ে গিয়েছে এ খবর টের পাওয়া যায় প্রাম্বানান্‌-এ পৌঁছে'; তখনই এক পুলিস অফিসার মোটরে ক'রে বেরিয়ে' গিয়েছেন, রাস্তা ধ'রে খুঁজে দেখতে—যদি পাওয়া যায়। মনে ভারী দুঃখ হ'ল, এতগুলি সুন্দর জিনিস হয় তো আর পাওয়া যাবে না; 'oriental' fatalism ছাড়া গত্যন্তর নেই দেখে দুঃখটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম—তবে অন্যের ন্যস্ত স্লাইডগুলি যে খোয়া গেল, তার কি হবে—এই ভাবনাটা এল।

যা হোক্‌, কবি তো একটু ঘুরে ফিরে দেখলেন; দেয়াল ধ'রে, সকলে মন্দিরের পশ্চিম দিক্‌টায় নদীর ধারে একটু ঘুরে' এলুম। শিবের মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কবির কষ্টও খুব হ'ল। সেইখানে ব'সে তিনি একটু দেখলেন। প্রাম্বানান্‌-এর সমস্ত মন্দির প্রভৃতির সমাবেশ দেখে তিনি খুব প্রীত হ'লেন। তবে দুঃখের বিষয়, বেশীক্ষণ আমাদের থাকা হ'ল না—কবি যদি একলা-একলা ঐ জায়গায় একটু লম্বা সময় কাটাতে পারতেন, অত লোকের ভীড় যদি না থাকৃত, তাহ'লে আমাদের সাহিত্য বর-বুদুর-এর উপর যেমন একটী চমৎকার কবিতার দ্বারা সমৃদ্ধ হ'য়েছে, তেমনি প্রাম্বানান্‌-এর উপরও একটী বড়ো কবিতা লাভ ক'রত।

মন্দিরের পাশেই কবিকে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রেছিল। চায়ের টেবিলের চার ধারে ব'সে খানিকটা বেশ আলাপ চ'ল্‌ল। বাকে আর সুরেন-বাবু ধীরেন-বাবু ফোটো নিতে আর স্কেচ্‌ ক'রতে লেগে গিয়েছেন। চায়ের টেবিলে বিশাল-কলেবর কালেন্‌ফেল্‌স্‌ সাহেবের রসালাপ খুব জ'ম্‌ল আমাদের ক্ষীণ-তনু তাম্রচূড় আর কৃশ-কায় অথচ দীর্ঘ-দেহ ডাক্তার বস্‌ সাহেবকে উপলক্ষ্য ক'রে। এই কালেন্‌ফেল্‌স্‌কে যবদ্বীপীয়েরা নাম দিয়েছে 'তুআন রক্‌সস' অর্থাৎ 'শ্রীযুত রাক্ষস'; আবার নাকি তাঁকে 'বৃকোদর' ব'লেও অভিহিত করে। আকারে রাক্ষসের মতনই লম্বা-চওড়া, কিন্তু প্রকৃতিতে শিশুর মতন সরল, আর হাস্য-কৌতুক ক'রে সকলকেই মাতিয়ে' রাখেন—এমন তাজা প্রকৃতির লোক বিরল।

ইতিমধ্যে এগারোটা বাজে—এমন সময়ে আমার প'ড়ে-যাওয়া স্যুট্‌-কেসের সন্ধানে যে মোটর বেরিয়েছিল সেটী ফিরে এল'; সুখের বিষয়, স্যুট্‌-কেস্‌টী পাওয়া গিয়েছে, পথের ধারে এক গাঁয়ের লোকেরা পেয়ে কাছে থানায় জমা ক'রে দিয়েছিল। আমি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম। আমরা তখন যোগ্যকর্তা অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম।

আমরা চ'লে যাবার সময়েই দেখলুম—দূর কোনো গ্রাম থেকে এক দল ছেলে-মেয়ে মাষ্টারদের সঙ্গে এসেছে—প্রাম্বানান্‌ দেখবার জন্য। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে খাবার এনেছে। কোনও ইস্কুলের ছাত্র ছাত্রী হবে এরা। ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দেশের প্রাচীন কীর্তি দেখানোর রীতি এদেশে প্রবর্তিত হ'চ্ছে দেখে খুশী হ'লুম।

সমস্ত পথটায় দেখলুম—এ অঞ্চলটা খুব উর্বর, আর তেমনি এখানে লোকের ঘন বসতি। সাড়ে-এগারোটায় আমরা যোগ্যকর্তয় পৌছুলুম। সবাসরি এখানকার এক রাজা, Pakoe-Alam 'পাকু-আলাম' যার উপাধি, তাঁর বাড়ীতে উঠলুম। শূরকর্তর সুস্হুনান আর মঙ্কুনগরোর মতন যোগ্যকর্তয় দুটী রাজা আছেন, একজনের পদবী 'পাকু-আলাম', ইনি মঙ্কুনগরোর মতন পদের,—আর একজনের পদবী 'সুলতান', এঁর পদ সুসুহুনানের মতন উচ্চ। পাকু-আলামের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ সপারিষদ অতিথি হবেন স্থির ছিল। এঁর বাড়ীর সমস্ত ব্যবস্থা মঙ্কুনগরোর বাড়ীর মতন। তবে মঙ্কুনগরোর প্রাসাদটী মনে হ'ল যেন বেশী জায়গা জুড়ে'। ফটক দিয়ে বাড়ীর প্রকাণ্ড হাতায় ঢুকে সামনে পড়ে বিরাট এক 'পেণ্ডপো', আর একটী গাছে-ভরা আঙিনা। পাকু-আলাম আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন, কবির সঙ্গে দোভাষীর মারফৎ কথা হ'ল। বরফ-লেমনেড খাইয়ে' উপস্থিত সিঙ্গী আর অন্যান্য কবি-দর্শনার্থী ভদ্র ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করা হ'ল। তাঁরা বিদায় নিলেন। পথশ্রমে কবি ক্লান্ত। আঙিনার দুই ধারে প্রশস্ত কতকগুলি কামরা আছে, আমাদের সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করা হ'ল, এখানে আমাদের দিন সাতেক থাকতে হবে। জিনিস-পত্র গুছিয়ে' স্নান-টান সেরে প্রায় বেলা দুটোয় আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে ব'সলুম—পাকু-আলাম আর তাঁর পত্নী তখনও মধ্যাহ্ন-ভোজন সারেন নি। পাকু-আলাম বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি, ডচ্ জানেন, তবে ইংরিজি জানেন না। কবির যোগ্য সমাদর তিনি ক'রলেন। আমাদের রাকে ছিলেন দোভাষী। আহারের পরে এঁর প্রাসাদের একটু-আধটু অংশ ঘুরে' দেখলুম—একটী বড়ো প্রকোষ্ঠে বর-ক'নে বসবার জন্য যথারীতি দেবী শ্রীর বিছানা বা গদী আছে, ঘরটীতে দামী দামী সোনা রুপোর তৈজস, আর কাঠের তৈরী একটী মিথুন বা দম্পতী, অর্থাৎ দুটী সুন্দর নর-নারী মূর্তি,—বিবাহ-বেশে খাটিন-মালা হ'য়ে ব'সে আছে।

পাকু-আলামের একটী ছোট্টো মেয়ে এলো, তার মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল', মেয়েটীর নাম দিয়েছে Costarina—ইউরোপীয় নাম। মঙ্কুনগরোর মেয়ের নাম মনে প'ড়ল—'কুসুমবর্দ্ধনী'। প্রাচীন যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার প্রতি মঙ্কুনগরোর একটু বেশী অনুরাগ।

সুবিধা-ক্রমে আজ সুলতানের জন্মদিন—রাত্রে 'ক্রাতন্' বা বড়ো রাজবাড়ীতে Serimpi 'সেরিম্পি' বা 'স্রিম্পি' নাচ হবে, সে নাচ দেখবার জন্য ডচ্ রেসিডেণ্ট সাহেবের মারফৎ কবির নিমন্ত্রণ হ'য়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটায় পাকু-আলাম আর তৎপত্নী কবিকে নিয়ে গেলেন রেসিডেণ্ট সাহেবের বাড়ীতে। আমরাও গেলুম। তারপরে খানিক আলাপের পরে, রেসিডেণ্ট সাহেবের আর কবির সঙ্গে আমরা ক্রাতনে গেলুম। এখানকার কায়দা-কানুন সব শূরকর্তরই মতন। আজ রাজবাড়ীতে বিশেষ সমারোহ। বিরাট মণ্ডপটী আলোক-মালায় সজ্জিত। যথা-রীতি রেসিডেণ্ট আর সুলতান একত্র পাশাপশি চেয়ারে ব'সলেন। কবির সঙ্গে সুলতানের পরিচয় হ'ল। সুলতানটীর বয়স ৩০।৩১ হবে, বড়ো লাজুক ধরণের। আমাদের মণ্ডপের ধারে চেয়ারে ব'সতে দিলে। ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার মুন্স্-এর সঙ্গে শূরকর্তয় মঙ্কুনগরোর বাড়ীতে আলাপ হ'য়েছিল, ইনি, আর ডাক্তার বস্—এঁদের পাশে ব'সলুম—বেশ সুবিধা হ'ল, এঁদের কাছ থেকে নানা খবর পাওয়া গেল, আলাপের বেশ সুযোগ মিল্ল। রাজবাটীর চাকরেরা অষ্টাদশ শতকের পোষাক প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কালো রঙের পোষাক। প্রথম বিলেতি বাদ্য বেজে উঠ্ল, তার পরে দেশী গামেলান্। একজন 'দালাঙ' বা কথক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ ক'রতে লাগলেন—অর্জুন আর তৎপত্নী শ্রীকান্তি (শিখণ্ডী যবদ্বীপে রাজকন্যা 'শ্রীকান্তি' রূপে অর্জুনের অন্যতমা পত্নী হ'য়ে গিয়েছেন)—এঁদের উপাখ্যান নিয়ে কিয়ৎকাল ধ'রে গান চ'লল। তার পরে 'সেরিম্পি' নাচের জন্য চার চার আট জন রাজকন্যার প্রবেশ—শূরকর্তয় 'বেডয়ো' নাচের সময়ে যে ভাবে প্রবেশ দেওয়া হ'য়েছিল' সেইভাবে। এই নাচের কিছু আভাস পূর্বে দেবার চেষ্টা ক'রেছি, এখানে আবার পুনরুক্তি করবার চেষ্টা ক'রবো না। তবে এই 'সেরিম্পি' নাচকে যেন 'বেডয়ো' নাচের চেয়ে আরও stately, আরও আভিজাত্যপূর্ণ ব'লে মনে হ'ল।

স্বপ্নের মত নাচ হ'য়ে গেল, ধীর পদক্ষেপে পদসংনদ্ধ দৃষ্টিতে তরুণী রাজকুমারীরা চ'লে গেল। রেসিডেণ্ট আর স্থলতানের কাছ থেকে কবি বিদায় নিলেন। ব্যাপারটা চুকল রাত্রি প্রায় সাড়ে-দশটায়।

ফিরে এসে রাত এগারোটায় পাকু-আলামের সঙ্গে একত্র ভোজন। পাকু-আলামের সঙ্গে কথা হ'ল—বেশ ভাবুক ব্যক্তি ইনি। যবদ্বীপের সংস্কৃতি কতটা বা ভারতীয় উপাদান আছে, আর কতটাই বা দেশীয় ইন্দোনেসীয় উপাদান, সে বিষয়ে আলোচনা হ'ল। এঁর মতে, যবদ্বীপীয় প্রকৃতিতে যে অন্তর্মুখী ভাব—mysticism আছে, সেটা হ'চ্ছে ইন্দোনেসীয় মনোভাব-প্রসূত। খ্রীষ্টান মধ্য-যুগে পশ্চিম-ইউরোপে বা জর্মানীতে Parsifal পার্সিফাল যেমন এক ধর্মবীর, এক মরমিয়া যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ান, যবদ্বীপে মহাভারতের অর্জুনের চরিত্রও তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক হ'য়ে, একটা mystic character হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এটা ইন্দোনেসীয় প্রকৃতির প্রভাব-জাত ব'লে তাঁর বোধ হয়। এর কাছে আরও শুনলুম যে যবদ্বীপের কতকগুলি যুবক মুসলমান ধর্ম আর শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রতে ভারতবর্ষে যেতে আরম্ভ করেছে;—কোথায় তারা বেশী ক'রে যায়—আলীগড়ে, কি দেওবন্দে, কি লাহোরে, তা তিনি বল্‌তে পারলেন না, তবে যবদ্বীপের যত ছেলে মক্কায় প'ড়তে যায় তত ভারতবর্ষে যায় না। এদেশে communalism হবার জো নেই, কারণ দেশের তাবৎ লোক—বাহ্যতঃ অন্ততঃ মুসলমান॥

২৫। যোগ্যকর্ত

সোমবার ১৯শে সেপ্টেম্বর।—

যোগ্যকর্তর কাছে প্রাচীন কতকগুলি বৌদ্ধমন্দির দেখবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন ডাক্তার বস্। আজ সকালে ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্, ধীরেন-বাবু আর আমি সেগুলি দেখবার জন্য বা'র হ'লুম। এই মন্দিরগুলি হ'চ্ছে Tjandi Loembeng, Tjandi Sewoe, Tjandi Plaosan আর Tjandi Kalasan. এই মন্দির-গুলিই বর-বুদুর আর প্রাম্বানান্-এর যুগের;—তুইটা আবার বর-বুদুরের পূর্বেকার সময়ের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। বাস্তু-বিদ্যার দিক্ থেকে প্রত্যেক মন্দিরটীর বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে, চণ্ডী-সেবুর মন্দিরটী প্রাম্বানান্-এর মত—মাঝের একটী বিরাট্ মন্দিরকে ঘিরে চারিদিকে চার সারে প্রায় ২৪০টী ছোটো মন্দির র'য়েছে। চণ্ডী-সেবুর ভগ্ন-স্তূপের পাশে এক অতিকায় প্রত্যালীঢ় ভাবে উপবিষ্ট রাক্ষস বা-যক্ষ দ্বারপালের মূর্তি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য—বিকট বর্তুলাকার নেত্রে অসি-চর্মধারী এই মূর্তিটীকে visualised Terror in stone অর্থাৎ বিভীষিকার পাথরে-তৈরী চাক্ষুষ মূর্তি ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। চণ্ডী-প্লাওসান-এ কতকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ দেবমূর্তি আছে; তার মধ্যে একটী মৈত্রেয়-মূর্তি অতি সুন্দর; এগুলি খোলা আকাশের তলায় মন্দিরের ভিতরে প'ড়ে আছে, মন্দিরের ছাত এখন আর নেই। এই রকম একটী মৈত্রেয়-মূর্তির মাথাটী কি ক'রে ইউরোপে গিয়ে ডেনমার্কের কোপ্‌নহাগনের সংগ্রহ শালায় এখন রক্ষিত হ'য়ে আছে—এই মাথাটী থেকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত যবদ্বীপীয় শিল্পীরা ধ্যানের দেবতাকে কি রকম সুন্দর ভাবে মূর্ত ক'রতে পারতেন তার বিশেষ একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাম্বানান্ পথে পড়ে, সুতরাং প্রাম্বানান্‌টা আর একবার ঘুরে' আসবার লোভ আর সামলাতে পারলুম না। ডাক্তার বস্ সানন্দে আমাদের এখানে নিয়ে গেলেন। প্রাম্বানানের ভগ্ন মন্দিরের তদারক করেন একজন ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার। এঁর নাম Van Haan ফান-হান—প্রিয়ভাষী যুবক, ইনি আর এঁর স্ত্রী, আমাদের খুব আপ্যায়িত

ক'রলেন, চা-টা খাওয়ালেন। এই সকাল বেলাটা প্রত্ন আর শিল্প পরিদর্শন আর আলোচনায় চমৎকার ভাবে কাটল; আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্‌-এর উদার অনাবিল হাস্য-কৌতুক ছিল ব'লে আরও ভালো লাগ্‌ল।

যোগ্যকর্ত যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির একটী প্রধান কেন্দ্র। শূরকর্তয় যেমন, এখানে তেমন নিজ জাতীয় সংস্কৃতিতে আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন এরূপ যবদ্বীপীয় অভিজাতবর্গ তো আছেন-ই, অধিকন্তু কতকগুলি উচ্চ-শিক্ষিত সহৃদয় শিল্পানুরাগী ইউরোপীয়-ও আছেন। উভয় শ্রেণীর লোকের সহযোগিতায় এখানে যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণের আর প্রসারণের প্রয়াস খুব দেখা যায়, তার ফল-ও বেশ হ'চ্ছে। ডচ্‌ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার Moens মুন্‌স্‌-এর কথা ব'লেছি; ইনি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ইতিহাস আর প্রত্ন-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন; এঁর সহধর্মিণী হলাণ্ডে উপনিবিষ্ট আরমানী ঘরের মেয়ে, ইনি-ও যবদ্বীপীয় সাহিত্য নাট্যকলা প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লেখেন। আর একটী ডচ্‌ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, এঁর নাম Th. G. J. Resink, ইনি আর এঁর স্ত্রী দুজনে মিলে যবদ্বীপীয় আর দ্বীপময় ভারতের অন্যত্র জাত প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প-দ্রব্যের চমৎকার একটী সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছেন। আমরা ডাক্তার মুন্‌স্‌ আর শ্রীযুক্ত রেসিঙ্ক্‌ এঁদের দুজনেরই সংগ্রহ দেখে আসি। যোগ্যকর্ততে যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির সুকুমার দিক্‌টীর আলোচনার জন্য একটী পরিষৎ আছে; রেসিঙ্ক্‌-দম্পতী তার জন্য যথেষ্ট ক'রেছেন। কতকগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে এই পরিষৎটীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। পরিষদের নাম Darmo Sedjati 'ধর্ম-স্বজাতি'—অর্থটা বোধ হয়, জাতীয় ধর্ম বা সংস্কৃতির সংরক্ষক পরিষৎ। এই পরিষদের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান এই কয়টী—[১] Krido Bekso Wiromo 'ক্রীড়া বেক্ষ (পেক্ষ? প্রেক্ষা?) বিরাম'—বা যবদ্বীপীয় নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষায়তন; Goesti Pangeran Ario Tedjokoesoemo 'গুস্তি পাঙ্গেরান্‌ আর্য তেজঃকুসুম' নামে একজন উচ্চ-স্থানাধিষ্ঠিত রাজবংশীয় এই শিক্ষায়তনের পরিচালক; এখানে প্রাচীন-রীতি-অনুমোদিত নাচ শেখানো হয়—সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েদেরও নেওয়া হয়; [২] Wanito Oetomo 'বনিতা-উত্তম' বা 'সন্নারী-সভা'; Raden Ajoe Dr. Abdoelkadir 'রাদেন আয়ু ডাক্তার আব্দুল্‌কাদির' এই সভার প্রধান কর্মী—দেশীয় গৃহ-শিল্প ইত্যাদি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার আর মেয়েদের সর্ববিধ উন্নতির জন্য এই সভা; [৩] Taman Siswo 'তামান শিশ্ব' বা 'শিশু-উদ্যান'—Raden Mas Suwardi Surjaningrat 'রাদেন মাস্‌ সুবর্দি সূর্যনিঙ্‌রাট্‌' হ'চ্ছেন এর প্রধান—এটী একটী জাতীয়তা-সংরক্ষণ-প্রয়াসী ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল; আর [৪] Habirando 'আবিরান্দ'—Raden Mas

প্রাওসানের মন্দিরে প্রাপ্ত মৈত্রেয় মূর্তি

Ario Gondhoatmodjo 'রাদেন মাস্ আর্য গন্ধ-আত্মজ' এর সভাপতি, এটী 'দালাঙ' বা কথকদের শেখাবার ইস্কুল। এর প্রত্যেক আয়তনটীর কাজ সুচারু-রূপে চ'লছে; এই চারিটীর প্রায় সবগুলি আমরা গিয়ে দেখে আসি।

দুপুরে শহরে খুব ঘোরা গেল। এক চীনে' পুরাতন জিনিসের দোকান থেকে চামড়াব 'ওআইয়াঙ্' পুতুল সুরেন-বাবু কতকগুলি নিলেন, আমিও গোটাকতক কিন্‌লুম। সিন্ধী মণিহারী চেলারামের দোকানে ব'সে সিন্ধীদের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম; সেখানে ক'লকাতার মেটেবুরুজে বাড়ী বাঙালী মুসলমান দরজী একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল— এদেশে সে অনেক দিন আছে—বোধ হ'ল এখানে বিবাহ ক'রে 'থিতু' হ'য়ে বাস ক'রছে, আমার কাছে কিন্তু সে-কথা ভাঙলে না। তবে বাঙলায় কথা কইতে পেয়ে খুব খুশী হ'ল, একথা ব'ললে।

রাত্রে আহারের পরে পাকু-আলামের সঙ্গে পেণ্ডপোতে ব'সে-ব'সে খানিক গল্প হ'ল। এখানকাব সুলতানেব প্রধান মন্ত্রীর নাম Patih বা 'পতি'। তাঁর বাড়ীর আর অন্য রাজবাড়ীর ছেলেদেব নিয়ে তিনি নৃত্যে রামায়ণ অভিনয় করিয়ে' দেখাবেন। তাই কবিকে আর তাঁর সঙ্গে আমাদের, মন্ত্রীর বাড়ী Ka-patih-an 'কাপাতিহান' বা 'পতি-নিবাস' প্রাসাদে নিয়ে গেল। পতি বা মন্ত্রী বেশ দীর্ঘকায় ব্যক্তি, মস্ত টিকোলো নাক, খুব distinguished বা মহাজনোচিত গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা;—রঙীন সারং, সাদা কোট, মাথায় বাতিকের রুমালের ছোট পাগড়ী প'রে কবিকে স্বাগত ক'রলেন। বাড়ীর বড়ো পেণ্ডপোতে আমাদের চেয়ারে বসালে, পানের জন্য বরফ-লেমনেড দিলে। পেণ্ডপোর একদিকে চেয়ারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, অন্য দিকে ভূঁয়ে ব'সে পাড়াব প্রতিবেশী আর সাধাবণ রবাহূত লোক। গামেলান বাজ্‌ছে—অভিনয় হ'ল রামায়ণের গোড়া থেকে জটায়ু-বধ পর্যন্ত সমস্তটা। টাইপ-করা প্রোগ্রাম, তাতে গল্পের সারাংশ লেখা আছে, অতিথিদের জন্য বিতরিত হ'ল—মালাইয়ে, ডচে, আর আমাদের জন্য ইংরেজীতে। ছোটো-ছোটো ছেলেরা অনেকগুলি ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছে। সাধারণ অভিনয় নয়, নৃত্যাভিনয়। কথাবার্তা হ'চ্ছে গানের সুরে, তাও আবার গামেলানের বাজনায় চাপা প'ড়্ছে, আবার গামেলানের দলে দোহার গাইয়ে' আছে, তাদের গানও হয় মাঝে-মাঝে—আমাদের জুড়ীর মতন। কিন্তু প্রত্যেক কাজ হ'চ্ছে নাচে, বা নাচের ভঙ্গীতে। নাচ এদের ভাবের অভিব্যক্তির প্রধান সাধন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দৃশ্যপট নেই—খোলা দালানে আসর, বাঙলাদেশের যাত্রার মতন। দূরে সাজ-ঘর। সাজ-সজ্জা এদেশের অন্য নৃত্যে যেমন হয়, তেমনি—সাবেক চালের যবদ্বীপীয় পোষাক প'রে পাত্র-পাত্রীরা আসছে। নাটকে রাক্ষসেরা এল' মুখস প'রে, কিন্তু আর কারো মুখে মুখস নেই। আমরা অবশ্য ঘটনা সবটাই বুঝতে পারছিলুম। 'পতি'র একটী ছোটো ছেলে সীতা সেজেছিল; কিন্তু তার নাকি খুব ইচ্ছে ছিল যে সে লক্ষ্মণ সাজে। যেমন প্রাচীন চালের শিক্ষা পেয়েছে সেই-মতই সকলেই চমৎকার অভিনয় ক'রছিল। সবটা জড়িয়ে' জিনিসটী এমন সুন্দর আর রোচক হ'য়েছিল, যে কি আর ব'লবো। কবি-ও খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রছিলেন। দুই-একটী ঘটনা এদের রামায়ণে নোতুন লাগ্‌ল। হাস্য-রসের অবতারণা করবার চেষ্টা-ও মাঝে-মাঝে হ'য়েছে। রাম-লক্ষ্মণের প্রেমে অধীরা রাক্ষসী শূর্পণখার নাক কাটা গেল। এদিকে শূর্পণখার অদর্শনে অধৈর্য হ'য়ে ব'সে আছে তার আট স্বামী—রাম-লক্ষ্মণের প্রেমে অধীরা রাক্ষসী শূর্পণখার এই বহুপতিকতা কল্পনা ক'রে, যবদ্বীপে একটু হাস্য-রসের আমদানী করবার চেষ্টা হ'য়েছে। আট রাক্ষস স্বামী এল'—সকলের এক ধাঁজের পোষাক, আর মুখে শূওর আর ম'ষের মুখের ভাব মিলিয়ে' তৈরী লম্বা-লম্বা কালো রঙের মুখস পরা—সব কয়টার মাথায় শিং,—মুখসগুলি একই ধাঁজের—বর্বরতা নিষ্ঠুরতা আর নির্বুদ্ধিতা যেন এই মুখসগুলিতে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। এরা নেচে গেয়ে শূর্পণখার বিরহে নিজেদের অধৈর্য প্রকট ক'রলে। তারপর আকাশ-গমন নাটন ক'রতে-ক'রতে শূর্পণখার আগমন; দূর থেকে তাকে দেখে-ই, এই শূকর-মুখ মহিষ-শৃঙ্গ আট রাক্ষস স্বামী, সোল্লাসে একত্র উঠে একভাবে একটু নেচে নিলে—সেটা যে কি হাস্যকর ভাবে অভিনীত হ'ল যে কি আর ব'লবো। মায়ামৃগ সেজে একটী ছোটো ছেলে এল', তাব হরিণের অনুকারী পোষাক অদ্ভুত, আর সে-ও অদ্ভুত সুন্দর ভাবে নৃত্যে ঘটনার দ্যোতনা দেখালে। তারপর

নাচের সঙ্গে-সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রাবণের পলায়ন। বিরাট্-পক্ষপট-যুক্ত পাখীর ঠোঁটের অনুকারী মুখস আর পাখীর গায়ের অনুকারী পোষাক-পরা জটায়ু-কর্তৃক রাবণের পথ-রোধ। তারপরে নৃত্য-ছন্দে রাক্ষসে জটায়ুতে যুদ্ধ, আর শেষটায় একে একে জটায়ুর দুই পক্ষ-চ্ছেদ, মারাত্মক আহত হ'য়ে জটায়ুর পতন, আর সীতাকে নিয়ে নৃত্য-সহযোগে রাবণ-কর্তৃক পবন-বেগে প্রস্থান। অতি সুন্দর হ'ল সব জিনিসটা—আমরা কখনও কল্পনা ক'রতে পারিনি যে এদের সংস্কৃতিতে এই সুন্দর জিনিসকে এরা এখনও বাঁচিয়ে' রাখতে পেরেছে। কবির শরীর তত টা ভালো না থাকায় তিনি ঘণ্টাখানেক থেকে চ'লে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা মন্ত্র-মুগ্ধের মত ব'সে-ব'সে ন'টা থেকে বারো দেড়টা অবধি দেখলুম। আমাদের সঙ্গে ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্‌ফেলস্ আর পাকু-আলাম সমস্ত ক্ষণ ছিলেন—এমন সজ্জন-সঙ্গে ব'সে এই রূপ নৃত্যাভিনয়-দর্শন এক অপূর্ব ব্যাপার হ'ল।

২০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।—

কাল সকালে পাকু-আলাম তাঁর পণ্ডিত-মোল্লা ডাকিয়ে তাঁর বংশ-পত্রিকা বা'র করিয়েছিলেন আমাদের দেখাবার জন্য। আজ তিনি আবার বা'র করালেন। ঠিকুজীর ধরণে গোল ক'রে রাখা মস্ত পটের আকারের কাগজ, তাতে গাছের ডাল-পালা-পাতা-ফল-ফুল নক্‌শায় এই রাজবংশ-জাত স্ত্রী-পুরুষদের নাম লেখা। সবটা খুব রঙ-চঙ করা। য়িহুদী আর আরব পুরাণোক্ত মানবের আদি-পুরুষ আদম থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের পাকু-আলামের পূর্ব-পুরুষদের নাম দেওয়া হ'য়েছে। হিন্দু পুরাণ-কথার আর মুসলমান পুরাণ-কথার অপূর্ব খিচুড়ী এতে দেখা গেল। বাবা আদম থেকে শিবের উৎপত্তি। আবার পঞ্চ-পাণ্ডবের উৎপত্তি, পাণ্ডবদের কয় পুরুষ পরে পাকু-আলাম-রাজবংশের আদি পুরুষের উৎপত্তি। এইরূপে যবদ্বীপে নবাগত মুসলমান ধর্মের পুরাণের সঙ্গে হিন্দু ইতিহাসের বা পুরাণ-কাহিনীর একটা আপস করবার চেষ্টা হ'য়েছে, আর জোড়া-তাড়া দিয়ে বেশ কার্যকর আপস একটা দাঁড়িয়ে-ও গিয়েছে।

পাকু-আলামের কাছে বাতিক-কাপড়ের নকশার বিস্তর ছবি আছে, তার সব খাতা আনিয়ে' দেখালেন। সাজ-ঘরে নিয়ে গিয়ে নাটকের সব সাজ-সজ্জা গহনা-পত্র দেখালেন।

শ্রীযুক্ত রেসিঙ্ক-দম্পতী আজ সকালে তাঁদের বাড়ীতে কবিকে আমন্ত্রণ করেন, প্রাচীন ইন্দোনেসীয় শিল্প-দ্রব্য দেখাতে। চমৎকার ভাবে এঁদের সংগ্রহগুলি সাজানো হ'য়েছিল। নানা রকমের কিংখাব আর জরীর কাপড়। আমাদের কাশীর আর সুরাতের জরীর সাড়ীকেও টেক্কা দেয় এমন কাপড় সুমাত্রা-দ্বীপে তৈরী হয়, তা জানা ছিল না—লাল সিঁদুরে' রেশমের কাপড়, একটু অদ্ভুত ধরণের সোণার জরীর আঁচলা, ফুল আর পাড়। পুরাতন গুজরাটের পাটোলা বিস্তর এঁরা সংগ্রহ ক'রেছেন, এই যবদ্বীপে ব'সে-ব'সে। প্রাচীন তৈজস-পত্রের—পিতল তামার জিনিসের বেশ সংগ্রহ। কেমন ক'রে ক্রমে-ক্রমে তৈজস-পত্রের ব্যবহার বিষয়ে যবদ্বীপে সুরুচির লোপ হ'চ্ছে, তা এঁরা পর পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তৈজস সাজিয়ে' রেখে দেখিয়েছেন—অতি মনোহর যার রেখা-সুষমা এমন তামার ভৃঙ্গারের বদলে এখন এসে গিয়েছে নল-ওয়ালা টিনের মগ! এঁরা কিছু মিষ্টি-মুখ করালেন,—যবদ্বীপীয় ইসবগুলের শরবৎ খাওয়া গেল। ধন্যবাদ দিয়ে এই শিক্ষিত কলাবিৎ দম্পতীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল।

ডচেদের দুটো কারখানা আর দোকান আছে, তাতে যবদ্বীপীয় ঢঙের তৈজস-পত্র, বাতিক-কাপড়, কাঠের-কাজ, ওআইয়াং, ব্রঞ্জের মূর্তি প্রভৃতি শিল্প-দ্রব্য তৈরী ক'রে বিক্রী হয়। দুটোর-ই বেশ ভালো অবস্থা। আমরা এই দুইয়ের মধ্যে Ter Horst সাহেবের কারখানা আর দোকান দেখলুম। কারখানায় পিতলের নানারকম জিনিস ঢালাই হ'চ্ছে, কাঠের খোদাই-ও হ'চ্ছে। যবদ্বীপীয় শিল্পের কেন্দ্র হ'চ্ছে এই যোগ্যকর্ত। সুলতানের প্রাসাদের

আশে-পাশেও বিস্তর কারিকর থাকে, সিন্ধী দোকানী চেলারামের সঙ্গে গাড়ী ক'রে গিয়ে সে জায়গাটায়-ও ঘুরলুম। অন্য ডচ দোকানটীতেও গেলুম। আজ সারাদিন যবদ্বীপীয় শিল্প-দ্রব্য দর্শনেই কেটে গেল। একজন আধুনিক যবদ্বীপীয় মূর্তি-গড় কারিকরের তৈরী বর-বুদুর আর প্রাম্বানান্-এর ভাস্কর্যের ধাঁজে গড়া ছোটো একটী ব্রঞ্জ মূর্তি কিনলুম—দেব-দেবীর মিলনমূর্তি, ডচ্ দোকানদার ব'ললে শিল্পীর মতে উমা-সহিত শিবের মূর্তি; শিবের ক্রোড়-দেশে গৌরী উপবিষ্টা; এটী অতি সুন্দর কাজ, চমৎকার ভাবে পূর্ণ—আজ-কালকার মুসলমান শিল্পীর হাতে এমন জিনিস যে বেরোয়, তাথেকে যবদ্বীপের জীবনে তার প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের অনুভূতি এখনও কতখানি প্রবল তা অনুমান করা যায়।

রাত্রে কবি স্থানীয় Kunstkring সভায় তাঁর কবিতার পাঠ শোনালেন—ইংরেজীতে আর বাঙলায়, প্রায় সওয়া-ঘণ্টা ধ'রে।

পাকু-আলাম-এর এক aunt (অর্থাৎ খুড়ী বা মাসী বা পিসী) এসেছেন আজ; ইনি বেশ ইংরেজী ব'লতে পারেন। ইনি ধীর প্রকৃতির মাতৃভাব-মণ্ডিত মহিলা; ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। ইনি আসায়, পাকু-আলাম-এর সঙ্গে কথাবার্তার পক্ষে আরও সুবিধা হ'ল।

২১শে সেপ্টেম্বর, বুধবার।—

সকালে কতকগুলি সওদা ক'রলুম—Ter Horst-এর দোকানে কিছু যবদ্বীপীয় তৈজস, আর অন্যত্র গোটা ছয়েক কাঠের মুখস কিনলুম—নাটকে এগুলি ব্যবহৃত হ'ত। প্রাচীন যবদ্বীপীয় শিল্পের সুন্দর নিদর্শন; আর পূর্বোক্ত হর-গৌরী মূর্তির কারিকরের তৈরী গুটি দুই ব্রঞ্জ মূর্তি—একটী বর-বুদুরের ধরণে উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্তি, আর একটী চণ্ডী-সেবুর অনুকরণে যক্ষ দ্বারপাল মূর্তি।

কবির সঙ্গে Taman Siswo 'তামান শিশ্ব' বিদ্যালয় দেখতে গেলুম বেলা দশটায়। শ্রীযুক্ত সূর্যনিঙ্রাট্ ব'লে একটী যবদ্বীপীয় ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের অনুপ্রাণনায় বছর কতক হ'ল ইস্কুলটী ক'রেছেন। ছাত্রের সংখ্যা বেশী নয়—জন পঞ্চাশেক ছাত্র, জন ষাটেক ছাত্রী, এদের নিয়ে ইস্কুল। শিক্ষক চব্বিশ জন, শিক্ষয়িত্রী সাত জন। ছাত্রেরা প্রায় সব-ই, আর ছাত্রীদের জন তেরো, ইস্কুলের বোর্ডিং-এ থাকে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপীয় শিল্প কলা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। কবির সঙ্গে তামচুড়, শ্রীযুক্তা রেসিঙ্ক-পত্নী, ডাক্তার মুন্স্, আর আমি ছিলুম। কবিকে স্বাগত ক'রলে, তাঁর নামে যবদ্বীপীয় ভাষায় গান বেঁধেছিল তা ছাত্রীরা গাইলে, ইংরেজীতে অভিনন্দন-পাঠ ক'রলে। কবিকে কিছু ব'লতে হ'ল। এরা কবির আগমনে সত্য-সত্যই খুবই খুশী হ'ল। ইস্কুলের ব্যবস্থা আর এর atmosphere, এখানকার ধরণ-ধারণ, আমাদেরও চমৎকার লাগ্‌ল। ঘণ্টা দেড়েক এখানে কাটানো গেল।

কবিকে এরা যবদ্বীপীয় গানটীতে 'ভুজঙ্গ' ব'লে উল্লেখ ক'রেছে। মধ্য-যুগে যে অর্থে যবদ্বীপে এই শব্দ প্রয়োগ করা হ'ত, আর এখনও হ'য়ে থাকে, সে অর্থ ভারতে এখন অজ্ঞাত; আগে হয় তো সে অর্থ ভারতে-ও প্রচলিত ছিল। যবদ্বীপের মজ-পহিৎ সাম্রাজ্য যখন সমগ্র দ্বীপময় ভারতে বিস্তীর্ণ হয়, তখন যবদ্বীপ থেকে এই দ্বীপময় ভারতের নানা স্থানে পুরোহিত আর গুরু বা উপদেশক পাঠানো হ'ত।—এঁরা শাস্ত্রে পণ্ডিত, লোক-শিক্ষক হ'তেন, এঁদের সম্মানিত নাম ছিল Boedjangga বা 'ভুজঙ্গ'। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবর-তীরে অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙলার রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী, রাঢ়ের সিদ্ধল-গ্রামের (আধুনিক সিধ্‌লার) বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টভবদেবের যে সংস্কৃত প্রশস্তি ঐ মন্দিরের গায়ে এখনও বিদ্যমান আছে, তাতে—খ্রীষ্টীয় আনুমানিক ১১০০ সালের

এই শিলালেখে—ভট্ট ভবদেবকে 'বালবলভী-ভুজঙ্গ' আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। এখানে এই 'ভুজঙ্গ' শব্দের অর্থ যে কি, তা এখনও স্থির হয় নি, তবে 'বালবলভী' কোনও স্থানের নাম ব'লে স্বীকৃত হয়। 'ভুজঙ্গ' অর্থে শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মোপদেশক —যে অর্থ যবদ্বীপে এখনও প্রচলিত—সে অর্থ ধ'রলে, প্রাচীনকালে বাঙলাদেশেও শব্দটীর যে এই অর্থে প্রয়োগ ছিল তা বোঝা যায়, আর 'বালবলভী-ভুজঙ্গ' পদটীরও একটী সঙ্গত অর্থ হয়।

আজ সন্ধ্যায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে ভারতীয় চিত্রকলা-বিষয়ে লণ্ঠন-যোগে আমার বক্তৃতাটী দিলুম, এখানকার Masonic Lodge-এ, Java Institute-এর ব্যবস্থা অনুসারে। জন পঞ্চাশ মাত্র ডচ্ আর যবদ্বীপীয় শ্রোতা ছিলেন; শ্রীযুক্ত বাকে আমার বক্তৃতা ডচে অনুবাদ ক'রলেন।

রাত্রি ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত পাকু-আলাম-এর পেণ্ডপোতে ছায়ানাটকের প্রদর্শন হ'ল। যথারীতি 'দালাঙ্' ব'সে কথকতা ক'রে ওআইয়াং পুতুলের ছায়া ফেলে-ফেলে অভিনয় ক'রে যেতে লাগলেন। বিষয় ছিল— সীতা-হরণ আর হনুমৎ-সন্দেশ। অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে পাকু-আলাম আমাকে একটী অনুষ্ঠান দেখালেন— অভিনয়ের পূর্বে শিবের পূজা। ছায়া-অভিনয়ের পর্দার পাশে দুটী থালার উপরে কলাপাতা পেতে তার উপরে কিছু চা'ল সুপারি, না'রকল রাখা হয়, আর কিছু নানা রঙের সুতো,—বোধ হয় বস্ত্রের পরিবর্তে; আর রাখা হয় দুটী ডিম। এটী হ'চ্ছে 'বটার' গুরু' অর্থাৎ ভট্টারক শিব-গুরুর নৈবেদ্য; এটী দালাঙ্-এর প্রাপ্য। হিন্দু-যুগে শিব-পূজা ক'রে তবে অভিনয় বা গান হ'ত—এ তারই স্মৃতি; দেশের লোকে মুসলমান হ'য়ে গেলেও, এই অনুষ্ঠান এখনও চ'লে আসছে। রামায়ণ বা অন্য কিছু গানের সঙ্গে-সঙ্গে তার পট দেখানোর রীতি এখনও যবদ্বীপে প্রচলিত আছে, তাতে-ও এই রকম নৈবেদ্য দিতে হয়। আজকের ছায়াভিনয়ে রেসিঙ্ক্-দম্পতী, ডাক্তার মুনস্, ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ আমাদের সঙ্গে থাকায়, সব বোঝবার পক্ষে বেশ সুবিধা হ'চ্ছিল।

'তামান শিশ্ব' বিদ্যালয়ের একটি শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আলাপ হ'ল—তিনি নিজেকে বৌদ্ধ ব'লে পরিচয় দিলেন। এঁর নাম Soekarsa Mangoenkawatja 'সুকর্ষ মাঙুন্-কবচ'; বয়স অল্প; খুব উৎসাহী, ডচ্ জানেন, জরমান জানেন, ইংরেজীও জানেন, কিন্তু প'ড়তে পারেন—ব'লতে পারেন না। আমার যথা-জ্ঞান জরমানে এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। পরে ইনি আমাকে জরমানে চিঠি লেখেন, দেশ থেকে আমি এঁকে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বই পাঠিয়ে' দিই। ইনি ব'ল্লেন, যবদ্বীপে এখনও এরূপ কতকগুলি বংশ আছে যারা কখন-ও মুসলমান হয়নি, এঁদের বংশ সেই রকমের। এ কথা শুনে খুব আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে গেলুম। আমার মনে হয়, মুসলমান সমাজে থাকলেও মুসলমান ধর্মে আস্থা মোটেই নেই এই রকম যবদ্বীপীয় বংশ বিরল নয়; আগেকার দিনে বোধ হয় খুব-ই সাধারণ ছিল; ইনি এইরকম একটী পরিবারের ছেলে। হিন্দু-দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়া, এঁর মতে, যবদ্বীপের লোকেদের পক্ষে একটী অনপনেয় মানসিক আর নৈতিক হানি; কর্মদোষে তাঁর স্বজাতি প্রাচীন ভারতের হিমালয়-বাসী ঋষিদের প্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা থেকে দূরে চ'লে গিয়েছে। পরে ইনি আমায় যে চিঠি লেখেন, তাতেও এই ভাবে তাঁর স্বজাতির জন্য আক্ষেপ-প্রকাশ করেন॥
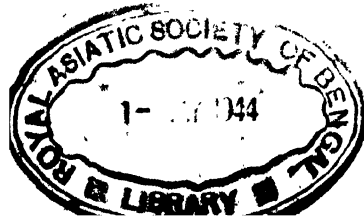
২৬। বর-বুদুর স্তূপ

২২শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।—

আজ সকালে আমরা বর-বুদুর দেখ্‌তে যাত্রা ক'রলুম, সাড়ে-নটার দিকে। একটী ডচ্‌ ভদ্রলোক তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে' দিয়েছিলেন, তাতে, আর পাকু-আলাম-এর গাড়ীতে আমরা রওনা হ'লুম।

বর-বুদুর যোগ্যকর্ত-র বায়ু কোণে প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যোগ্যকর্ত থেকে মোটরে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে যাওয়া যায়। মোটর ছাড়া যোগ্যকর্ত থেকে Moentilan মুস্তিলান গ্রাম পর্যন্ত ট্রাম আছে, মুস্তিলান থেকে বর-বুদুর ন' মাইল পথ, এটুকু ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া যায়।

চণ্ডী মেন্দুৎ—জীর্ণোদ্ধারের পূর্বে

বর-বুদুর আর তার কাছাকছি আর দুটী ছোট মন্দির—Tjandi Mendoet 'চণ্ডী মেন্দুৎ' আর Tjandi Pawon 'চণ্ডী পাওন'—এই তিনটী নিয়ে একটী মন্দির-চক্র। সংশ্লিষ্ট আরও দু-চারিটী মন্দির ছিল। এই মন্দির-গুলি মোটামুটী ৭৫০—৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজাদের সময়ে নির্মিত হয়। এগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল—বিশেষতঃ ছোটো মন্দিরগুলি জঙ্গলের চাপে প'ড়ে আর ভেঙে-চুরে গিয়ে ধ্বস্ত-প্রায় হ'য়ে গিয়েছিল। ডচ্‌ প্রত্নবিভাগ নানা প্রতিকূলতার আর প্রথমটায় নানা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষটায় এদের জীর্ণ-সংস্কার ক'রেছেন। এই সুন্দর মন্দিরগুলিকে এঁরা যেন নোতুন ক'রে আবার বিশ্ব-মানবকে দান ক'রলেন। বিশেষ ক'রে ভারতবাসীর মনে এর জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ হওয়া উচিত।

চণ্ডী মেন্দুৎ—জীর্ণোদ্ধারের পরে

আমরা প্রথমে চণ্ডী-মেন্দুৎ-এ পৌঁছুলুম। সেখানে ডাক্তার বস্‌ আর ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্‌ কবির জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। উঁচু পোস্তার উপর মনোহর রেখা-সমাবেশযুক্ত মন্দিরটী নিজ ...নায় প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য আছে, কিন্তু অল্প-স্বল্প। মন্দিরটীর শুদ্ধ শালীনতা দেখে চিত্ত-প্রসন্নতা জন্মে। আমরা মন্দিরটী প্রদক্ষিণ ক'রলুম। উপরের পোস্তায়

বা পীঠে উঠতে একটীমাত্র সিঁড়ি। এই সিঁড়ির ধারে কতকগুলি খোদিত চিত্র আছে, ডাক্তার বস্ আমাদের দেখালেন—সেগুলি পঞ্চতন্ত্রের নানা গল্পের ছবি। আর আছে, বৌদ্ধদের দেবতা শিশু-পরিবৃত পঞ্চিক বা কুবের আর দেবী হারিতীর দুইটী চিত্র। মন্দিরের গায়ে যে সব বোধিসত্ত্ব আর অন্য বৌদ্ধ দেবমূর্তি খোদিত আছে, উপরের পীঠে উঠে আমরা সেগুলি দেখ্‌লুম।

তারপরে মন্দিরের ভিতরে ঢোকা গেল। প্রথমটায় একটু অন্ধকার মতন লাগ্‌ল, তার পরে বুঝতে পারা গেল—ভিতরে তিনটী অতি সুন্দর অতিকায় মূর্তি র'য়েছে। মাঝে বুদ্ধ শাক্যমুনির একটী মূর্তি—পদ্মময় পাদপীঠের উপরে দুই পা রেখে কেদারায় বসার ভাবে সিংহাসনে ব'সে আছেন, হাত দুটীতে ধর্মচক্র-প্রবর্তন করার বা কাশীতে প্রথম উপদেশ দেওয়ায় মুদ্রা ক'রে আছেন। অপূর্ব ভাবদ্যোতক মূর্তিটীর মুখমণ্ডল; মন্দিরের দ্বারের সামনেই এই মূর্তিটী র'য়েছে, বাইরের আলোক-রশ্মি এসে এর মুখ উদ্ভাসিত করে দেয়। দুই পাশে আর দুটী মূর্তি আছে—অবলোকিতেশ্বর আর মঞ্জুশ্রীর—অতিকায় বটে, কিন্তু মাঝের মূর্তিটীর মতন বড়ো নয়। এঁরাও সিংহাসনে উপবিষ্ট, তবে একটী ক'রে পা মুড়ে আসনের উপরে রেখেছেন, আর একটী পা পাদপীঠের উপরে বিকসিত পদ্মফুলের উপর। এই দুটী মূর্তিও অতি সুন্দর, অতি মহনীয়; এদের মুখমণ্ডলে যে একটী গাম্ভীর্য-মণ্ডিত ধ্যান-স্তিমিত স্নিগ্ধ ভাব আছে, তা অতুলনীয়। মুখগুলি দেখে আমার খালি বোম্বাইয়ের কাছে এলিফান্টা দ্বীপে যে বিরাট ত্রিমুখ শিবের মূর্তি আছে—ডাইনে উগ্র বা ভৈরব, মাঝে প্রসন্ন-বদন শিব, বাঁয়ে শক্তি বা উমা, এ তিন মুখের সমাবেশে শিবের আবক্ষ ত্রিমূর্তি,—তার মুখগুলির অপার্থিব মহত্ত্ব মনে আসছিল। চণ্ডী মেন্দুতে বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব-মূর্তি ক'টী এখনও ভক্তের কাছে পূজা পেয়ে থাকেন,—বুদ্ধ-মূর্তির পাদ-পীঠে তাম্র-নির্মিত পাত্রে ধুনো জ্ব'লছে, আর তিনটী মূর্তিরই পায়ের কাছে ফুল র'য়েছে। ডাক্তার বস্ ব'ল্‌লেন, যবদ্বীপের থিওসফিস্ট-এরা আর স্থানীয় বৌদ্ধ অল্প-স্বল্প যারা আছে তারা মিলে, বছরে এক দিন ক'রে এই চণ্ডী-মেন্দুৎ মন্দিরে উৎসব করে,—দীপ পুষ্পাদি নিবেদন ক'রে এ দেশে ভগবান্ বুদ্ধের পুণ্য স্মৃতি একটু বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চায়।

চণ্ডী মেন্দুৎ—অবলোকিতেশ্বর মূর্তি

চণ্ডী-মেন্দুৎ দেখে আমরা প্রায় সাড়ে-দশটা আন্দাজ বর-বুদুরে পৌঁছুলুম। বর-বুদুর একটা টিলার মতন উঁচু জায়গার উপরে অবস্থিত। চৌকো আকারে উঁচু চাতাল, তাথেকে থাকে-থাকে আটটী ভূমি বা তালা উঠেছে, এক-এক দিকে এক প্রস্থ ক'রে চারিদিকে চার প্রস্থ সিঁড়ি আছে, তা দিয়ে উঠতে হয়;

হয়। প্রথম পাঁচটী ভূমি চৌকো আকারের—তবে এক-একটী বাহু সমান ভাবে না গিয়ে, সরল রেখায় দুই-তিন ভঙ্গে ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে। উপরের তিনটী ভূমি গোলাকার। সর্বোপরি ধাতুগর্ভ চৈত্য। পাঁচটী চৌকো ভূমিতেই একটী ক'রে gallery অর্থাৎ অলিন্দ বা বারান্দা, অথবা প্রদক্ষিণ পথ বা চংক্রম-পথ আছে। এই পথের দুই ধারের দেয়ালের গা, পাথরের খোদাই-করা ছবিতে ভরা। এই চিত্রগুলি সংখ্যায় তের' শ', পাশাপাশি রেখে গেলে তিন মাইলের উপর লম্বা হয়। এগুলি বিশ্ব-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব'লে স্বীকৃত। ডচ্ পণ্ডিতেরা এগুলির আলোচনা ক'রেছেন। কিছুকাল হ'ল, ডচ্ সরকার কয় খণ্ডে বিরাট্ এক পুস্তক প্রকাশ ক'রেছেন,
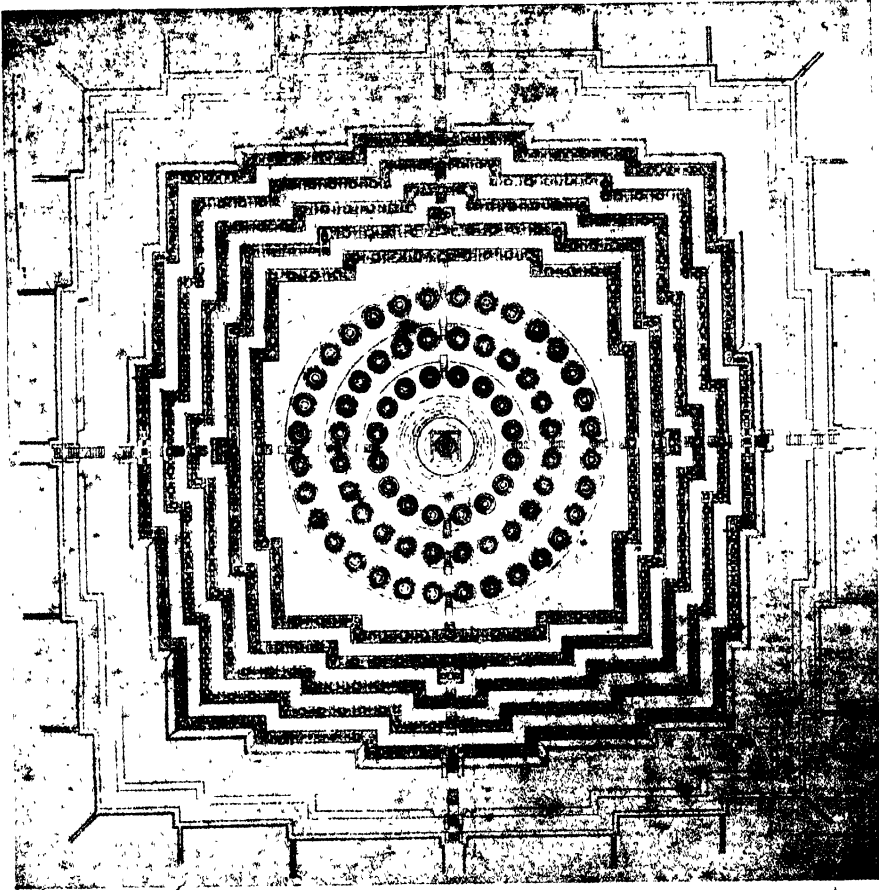
বর-বুদুর চৈত্যের ভূমির নক্শা

তাতে এই স্তূপের সমস্ত খোদিত চিত্রের প্রতিলিপি সুন্দর-ভাবে ছাপিয়ে' ডচ্ ভাষায় ভূমিকা আর বর্ণনা সমেত প্রকাশিত হ'য়েছে। গৌতম বুদ্ধের আর বৌদ্ধ-জাতকে বর্ণিত বোধিসত্ত্বের জীবন-চরিত্রের সব দৃশ্য এই আশ্চর্য চিত্রাগারে খোদিত হ'য়ে র'য়েছে। এই খোদিত চিত্র ছাড়া, চংক্রম-পথের মাঝে-মাঝে কুলুঙ্গীতে বহু উপবিষ্ট বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব-মূর্তি আছে। মাঝের মূল চৈত্যকে ঘিরে যে তিনটী গোলাকার ভূমি আছে, সেগুলির প্রত্যেকটীতে ঘণ্টার মত কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো চৈত্য আছে, এগুলি ঝাঁপা, এর প্রত্যেকটীর

ভিতরে একটী ক'রে অতিকায় উপবিষ্ট বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব মূর্তি ; এই ছোটো চৈত্যগুলির আবরণ-পাথরের মধ্যে রুইতনের আকারের বিস্তর ফাঁক রাখা হ'য়েছে, তার মধ্য দিয়ে ভিতরের উপবিষ্ট মূর্তিটীকে দেখা যায়। উপরের গোলাকার তিনটী ভূমির চৈত্যে আর নীচেকার পাঁচটী ভূমির মধ্যে কুলুঙ্গীতে অবস্থিত যতগুলি এই রকম উপবিষ্ট বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব মূর্তি আছে, সবগুলি সংখ্যায় পাঁচ শ'র উপর হবে। তবে সবগুলি এখন নেই—ভেঙে চুরে গিয়েছে কতকগুলি, আর কতকগুলি লোকে নিয়ে গিয়েছে।

বর-বুদুরের প্রদক্ষিণ-পথ

বর-বুদুর পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য কীর্তি। দূর থেকে এর ভিতরকার কল-সৌন্দর্যের শুচিতা আর প্রাচুর্য সম্বন্ধে কোনও ধারণাই হ'তে পারে না; সমস্ত জিনিসটী একসঙ্গে যেখান থেকে বেশ দেখতে পাওয়া যায়, এমন কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দেখে মনে হয়—এটা তো বাড়ী বা মানুষের হাতের তৈরী প্রাসাদ নয়, এ যেন পাঁশুটে' রঙের একটী ছোটো পাহাড় ; উপরের চৈত্যগুলিকে যেন পাহাড়ের গায়ের উপরকার বনস্পতি ব'লে ভ্রম হয় ; একটু ভালো ক'রে দেখলে অবশ্য ভ্রম তখন কেটে যায়, দূর থেকেও চৈত্যের সামঞ্জস্য-পূর্ণ গঠন-রীতি আর তার কুলুঙ্গী আর খোদাই-কাজের আভাস চোখে ঠেকে।

বর-বুদুরের পাদ-দেশেই ডচ্ সরকার একটী 'পাসাঙ্গ্রাহান' বা ডাক-বাংলা ক'রে দিয়েছে, এটী এখন হোটেল-রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানেই আমরা উঠলুম। এই হোটেলের বারান্দায় ব'সে অনতিদূরে বর-বুদুরের অরণ্যানী-আবৃত-গিরিবৎ সৌন্দর্য বেশ উপভোগ করা যায়। আমরা এই তীর্থস্থানে পৌঁছে তখনি 'ধূলো-পায়ে' একবার চৈত্য-দর্শন ক'রে এলুম। একে-একে আমরা সব কটী ভূমি দিয়ে ঘুরে, চৈত্যের শিখরদেশে উঠলুম। ব্যাপারটা বড়ো
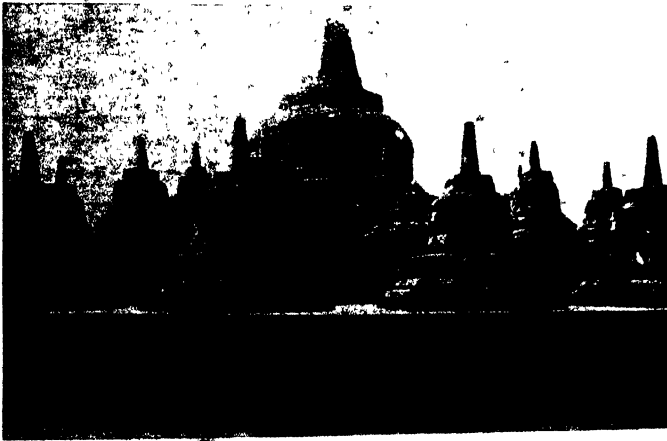
বর-বুদুর—উপরের তলায় ঘণ্টাকৃতি চৈত্য (অভ্যন্তরে বুদ্ধ-মূর্তি)

সোজা নয়। প্রথম ভূমির বেড়টা ঘুরে চংক্রম-পথের দু-দিককার দেয়ালের খোদিত চিত্র দেখতে-দেখতে কোমর

ব্যথা ক'রে যায়। আমরা একটু মোটামুটী ভাবে দেখে নিলুম। সব কয়টী ভূমির গ্যালারী ঘুরে সমস্ত চিত্রগুলি ভালো ক'রে দেখা মাসাধিক কালের কাজ, দুই-একদিনে কিছুই হয় না। আমরা যখন উপরে উঠলুম, চৈত্যের এই সু-উচ্চ সপ্তভূমিক শীর্ষে আরোহণ ক'রলুম, তখন চারিদিকে তাকিয়ে' এক অতি উদার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি-গোচর হ'ল। দিনটা মেঘলা ছিল, তার জন্য বেশ আরামেই দেখা যাচ্ছিল; সূর্যদেব এদেশে আমাদের দেশের মতই খর কিরণ বর্ষণ করেন। বর-বুদুরের পূব দিকে Merapi 'মেরাপি' নামে আগ্নেয় গিরি, আর তার সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্বত-মালা; পাহাড়ের শ্রেণীর কোলে না'রকল বন; পশ্চিম দিকে আবার বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত না'রকল বন। মেঘের কোলে পর্বতশ্রেণী চমৎকার স্নিগ্ধ বর্ণ গ্রহণ ক'রেছে; আর মেঘের কোলে না'রকল গাছের পাতাকে আরও সবুজ দেখাচ্ছে। অবর্ণনীয় সুন্দর এই প্রাকৃতিক দৃশ্য—আর মন্দিরের ভাস্কর্যের সৌন্দর্যের তো সীমা নেই।

বর-বুদুর, প্রাম্বানান্ প্রভৃতি প্রাচীন যুগের যবদ্বীপীয় মন্দিরগুলির ভাস্কর্য, যাকে বলে classic style-এর —সরল উদার অনাড়ম্বর ভাবের; এগুলি ভাস্কর্য-শিল্পের ধ্রুপদ-চৌতাল। পরবর্তী যুগেয় যবদ্বীপীয় আর বলিদ্বীপীয় এই classic dignity, প্রাচীনের এই বিরাট্ গাম্ভীর্য আর রইল না—ভাস্কর্য খুব কারিগরী-করা টপ্‌পা-ঠুমরীতে রূপান্তরিত হ'লে। বর-বুদুরের একখানি খোদিত চিত্রের পাশে, অর্বাচীন যুগের যবদ্বীপীয় বা বলিদ্বীপীয় চিত্র একখানি রাখলেই এই পার্থক্য ধরা যায়।

নামতে ইচ্ছে ক'রছিল না। সঙ্গে ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্‌ফেল্‌স্ আর বন্ধুরা ছিলেন। কতকগুলি বিশেষ চিত্রের দিকে এঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। এক জায়গায় একটী জাহাজ-ডোবার দৃশ্য—এক বিরাট্ কচ্ছপের পিঠে চ'ড়ে ডোবা জাহাজের যাত্রীরা রক্ষা পায়, এই হ'চ্ছে কথা। এই চিত্র-শিলাটী এখন যবদ্বীপীয়দের নিকটে বিশেষ ভাবে পূজা পায়—কেন, তার কারণ কেউ জানে না; এর সামনে ধূনো জ্বালায়, এর গায়ে ফুল দেওয়া লেগেই আছে। চৈত্যের চারিদিকে যে চার প্রস্থ সিঁড়ি আছে—পর পর আটটী ভূমিতে যে সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে হয়, সেই সিঁড়ির মাঝে-মাঝে বিরাট্ 'কাল-মকর' বা 'কীর্তি-মুখ' যুক্ত তোরণ আছে। মন্দিরটী এখন একটী সুবিশাল পাথরের চাতালের উপরে যেন প্রতিষ্ঠিত; এই চাতালটী মন্দিরটীকে দৃঢ় করবার জন্য পরে তৈরী হয়,—চাতালটীর দ্বারায় মূল চৈত্যের সব তালার নীচেকার একটী তালা বা ভূমিকে তার খোদিত চিত্র আর অন্য অলঙ্কার সমেত ঢেকে দেওয়া হয়।

বেলা হ'য়ে যায়, হোটেলে ফিরে এসে স্নান সেরে নিয়ে আহারে বসা গেল। আমাদের দলটী জ'মেছিল মন্দ না। কিন্তু হাসি ঠাট্টা মস্করায় সকলকে মাতিয়ে' রেখেছিলেন বিরাট্-বপু কালেন্‌ফেল্‌স্। তাঁর পাশে ব'সেছিলেন বেচারী 'তাম্রচূড়',—কালেন্‌ফেল্‌স্-এর রসিকতা কতকটা তাঁর উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'চ্ছিল বটে, কিন্তু ডাক্তার বস্ বা আর কেউ-ও বাদ যাচ্ছিলেন না। আহারান্তে ডচ্ রীতি-অনুসারে সকলে একটু দিবা-নিদ্রার জন্য যে যার ঘরে গেলেন। কবি আর ডাক্তার বস্ বারান্দায় ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে খুব আলাপ ক'রলেন। ডাক্তার বস্‌কে কবির খুবই ভালো লেগেছিল।

সাড়ে-পাঁচটার সময়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান-টান সেরে পোষাক প'রে চা-পানের জন্য হোটেলের সামনে খোলা ময়দানে সমবেত হ'লেন। কালেন্‌ফেল্‌স্ এলেন তাঁর শোবার কাপড়-চোপড় প'রে,—'তুআন রক্‌সস' বা 'শ্রীযুক্ত রাক্ষস' ছাড়া তাঁর অন্য কতকগুলি নাম আছে, তার মধ্যে একটী হ'চ্ছে 'কুম্ভকর্ণ', সেটী সার্থক নাম—সকলের শেষে তিনি তাঁর ঘর থেকে বা'র হ'লেন, স্নান করার বা পোষাক বদ্‌লাবার তাঁর সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না। আমরা সকালে স্নানের পরে ধুতি পাঞ্জাবী চাদর প'রেছিলুম—তাই প'রেই রইলুম। চা-পানের মজলিসও কালেন্‌ফেল্‌স্ মাতিয়ে' রাখলেন—লোকটীর heartiness—বেশ দিল-খোলা ভাবটী কবির-ও খুব ভালো লাগ্‌ছিল।

ইতিমধ্যে কবিকে নিয়ে আমরা দলবদ্ধ হ'য়ে আর একবার চৈত্যের উপরে উঠ্‌লুম। কবি তিনটী ভূমির

উপরে উঠতে-উঠতেই শ্রান্তি অনুভব ক'রলেন, আমরা তাঁকে আর না উঠ্‌তে অনুরোধ ক'রলুম। দ্বিতীয় ভূমির কতকগুলি চিত্র তিনি দে'খলেন। তাঁর মতন সূক্ষ্ম অনুভূতি-শক্তি কয়জনের আছে? এই মন্দির আর এর ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত ভাবটী তিনি চৈত্যের বিরাট্ শুদ্ধতার মধ্যে ব'সে উপলব্ধি ক'রলেন। পরে তিনি চৈত্যে আর একবার আসেন, আর দূর থেকে পাসাঙ্গ্রাহান্-এর বারান্দায় ব'সে ব'সে এর প্রত্যক্ষ অনুধ্যাননাও করেন। কবি আমাদের ব'ললেন—এই চৈত্যের শিল্প-সম্ভার আর এর মহনীয় গাম্ভীর্য আমাদের বৈচিত্র্যময় আর জটিলতাময় জীবনের মধ্যে অন্তর্নিহিত 'বুদ্ধ-আইডিয়া' বা বুদ্ধ-ভাবকেই যেন প্রকাশ ক'রছে।

বর-বুদুরের মতন বিরাট্ শিল্প-নিকেতনের সৌন্দর্য-সম্ভারের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের জীবন্ত প্রাণের স্পন্দনে সৃষ্ট এই অবিনশ্বর কীর্তির আবেষ্টনের মধ্যে দণ্ডায়মান, ভারতের শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীরবীন্দ্রনাথ;— যে ভারতের ঋষিদের, যে ভারতের বুদ্ধের সাধনার অনুপ্রাণনার ফলে এই বর-বুদুর, এই প্রাম্বানান্, সেই ঋষিদের সেই বুদ্ধের বাণী নবীন-ভাবে যিনি জগতে প্রচার ক'রছেন, প্রাচীন ঋষিদের সেই অদ্ভূত-কর্মা বংশধর শ্রীরবীন্দ্রনাথ, তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। ভারতের প্রাচীন প্রতিভার লীলাক্ষেত্রে এসেছেন ভারতের আধুনিক যুগের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, প্রাণরসের উৎসের সন্ধানে;—এ দৃশ্য অপূর্ব; রবীন্দ্রনাথের এই তীর্থে আগমনে, যেন তার দ্বারাই ভারতের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে, তাঁদের এক বিশেষ কৃতিত্ব বা কীর্তি স্মরণ ক'রে, শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হ'ল। বর-বুদুর—রবীন্দ্রনাথ;—ভারতের শাশ্বত চিন্তা আর কল্পনাশক্তির দুইটী বিরাট্ প্রকাশ—এক দিকে ভাস্কর্য-মণ্ডিত সৌধে, অন্য দিকে অলৌকিক কবি-প্রতিভায়।

রবীন্দ্রনাথ আর আমরা যে ভাবের ভাবুক হ'য়ে বর-বুদুর দেখ্‌ছিলুম, সে ভাব টূরিস্ট্-জাতীয় দর্শকদের ভাব নয়। যে অজ্ঞাত-নামা শৈলেন্দ্র-রাজবংশাবতংস নরেন্দ্র এই বিশাল চৈত্য রচনা ক'রে ভগবানের উদ্দেশে তাঁর ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন ক'রেছিলেন, যে-সকল সহস্র-সহস্র যবদ্বীপীয় আর অন্য দেশীয় ভক্ত এই প্রস্তরময় মহাকাব্য পাঠ ক'রে চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ ক'রত, আর এই ভাবে রাজার প্রণামের সঙ্গে মিলিত ক'রে তাদের প্রণামকেও সার্থক ক'রত—তাদের কথা মনে হ'চ্ছিল। এই রকম এক-একটী সৌধ—বর-বুদুর আর প্রাম্বানান, আর কম্বোজের আঙ্কর-থোম-এর মতন বিরাট্ মন্দির;—এদের অবলম্বন ক'রেই যেন যবদ্বীপের আর বহির্ভারতের অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি মূর্ত হ'য়ে আছে; আর ভারত-ও এদের অন্তরালে তার মহান মৌনভাব নিয়ে বিদ্যমান। এখানে তো আমার মনে উচ্চ অঙ্গের ধ্রুপদ শুনলে যেমন হয় তেমনি একটা অব্যক্ত আকুলতা, একটা উপাসনা বা আত্মনিবেদনের প্রবল ইচ্ছা এনে দিচ্ছিল। এই প্রাচীন কীর্তিগুলির গৌরব সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গেকার ডচ্ বন্ধুরা সকলেই খুব সচেতন ছিলেন। স্থানগুলির সংরক্ষণের জন্য ডচ্ প্রত্নবিভাগকে মুক্তকণ্ঠে আমাদের সাধুবাদ দিতে হ'ল। আমরা বর-বুদুর দেখে যে আন্তরিক প্রীত হবো, এঁরা তা জান্‌তেন। সাধারণ ইউরোপীয়, আর বিশেষ ক'রে আমেরিকান যাত্রীরা যে ভাব নিয়ে আসে, তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর-বুদুরের উপরে যে চমৎকার কবিতাটী লিখেছেন তাতে ব'লেছেন—

> অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি'
> ভ্রমণ-বিলাসী।—
> বোধ-শূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি'।

ডাক্তার বস্ এদের হাড়ে-হাড়ে চেনেন—দু'-চার বার এদের নিয়ে তাঁকে বিব্রত-ও হ'তে হ'য়েছে। এই রকম আমেরিকান একদল এসেছিল, খোদিত চিত্রগুলি যেখানে উঁচু ক'রে খোদা আছে সে-রকম একখানি শিলাপট্টের একটী মূর্তির মাথা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রছিল। এই সব বর্বরতার জন্য এদের চোখে-চোখে রাখতে হয়। এক আমেরিকান দর্শক সম্বন্ধে ডাক্তার বস্ একটী মজার গল্প ব'ললেন। ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের

এক গবর্ণর—আমেরিকান—একবার যবদ্বীপ বেড়াতে আসেন। যথা-রীতি তিনি বর-বুদুরে পদার্পন করেন। ডাক্তার বস্‌কে পাঠানো হয়, তাঁকে সব বুঝিয়ে' দেখাবার জন্য। বস্-সাহেব তো উপস্থিত—বর-বুদুরে চৈত্যের প্রথম ভূমি থেকে দেখাবেন মতলব ক'রে আছেন, কিন্তু গবর্ণর-সাহেব বিভিন্ন গ্যালারী বা বারান্দার দিকে, তাদের মধ্যেকার উৎকীর্ণ চিত্রের দিকে ফিরেও দেখলেন না, সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি চৈত্যের সব উপরের ভূমির উপরে উঠে গেলেন, সেখানে পৌঁছে, চারিদিকে একবার সিংহাবলোকন ক'রলেন। তার পরে আগ্নেয়-গিরি মেরাপি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ডাক্তার বস্‌কে ব'ললেন, "দেখুন মশায়, আপনাদের এই ডচ্ জাতিটীর বুদ্ধির প্রশংসা ক'রতে পারি না: কি কতকগুলো ভাঙা পাথর নিয়ে আপনারা এত মাথা ঘামাচ্ছেন, সেগুলোর জন্য আবার খরচ-পত্র ক'রছেন। দেখুন দেখি সামনে, অত বড়ো একটা আগ্নেয়-গিরি; যদি ওইটাকে কোনও রকমে বাগে আন্‌তে পারেন, তাহলে আপনাদের এই সমগ্র দ্বীপময় ভারতের জন্য যত ইচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ ক'রতে পারেন; কিন্তু সেদিকে তো কিছুই ক'রছেন না, যত বাজে কাজ নিয়ে আছেন আপনারা।"

সারা বিকালটা কালেন্‌ফেল্‌সের অবিশ্রান্ত ঠাট্টা মস্করা আর গল্প চ'ল্‌ল। ডচেরা এক বিষয়ে আমাদের মতন বেশ ঢিলে-ঢালা,—সর্বদা ধনুকে ছিলে জুড়ে' নেই, আর টঙ্কার-ও দেয় না। ইংরেজ অফিসার যদি কোথাও একা-ও থাকে, তা আফ্রিকার জঙ্গলেই হোক আর চিত্রালের পাহাড়েই হোক, সে তার সামাজিকতার সব খুঁটি-নাটী অনুষ্ঠান এই বিরলে ব'সেও অত্যন্ত ধর্মভীরু লোকের মতন নিখুঁত-ভাবে পালন ক'রবে—সেই রোজ-রোজ দাড়ি কামানো, সেই ড্রেস-স্যুট প'রে নৈশ ভোজন করা। দল হ'লে তো কথাই নেই। এগুলো তার জাতীয়তার, তার সম্প্রদায়ের বর্ণ-চিহ্ন; কে এক ইংরেজ লেখক-ই ব'লেছিল, ভারতের হিন্দু যেমন তার সম্প্রদায়ের চিহ্ন চন্দন কেসর বিভূতি খড়িমাটী সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে কপালে আর গায়ে মেখে ব'সে থাকে, মুসলমান যেমন গোঁফ-ছেঁটে লম্বা দাড়ী রাখে,—এগুলো সেই রকমই ব্যাপার, তার ইংরেজ জাতীয়তার বা সাম্প্রদায়িকতার এসব ছাপ তাকে সর্বাঙ্গে লাগিয়ে' ব'সে থাক্‌তেই হবে, নইলে জা'ত যাবে। ডচেদের মধ্যে কিন্তু ও ভাবটা নেই। তাই ওদের সঙ্গে বনিয়ে' নিতে দেরী হয় না। কালেন্‌ফেল্‌স্ কতকগুলি মজার মজার গল্প ব'ললেন। পূর্ব-যবদ্বীপের পানাতারান্-এর মন্দিরের গায়ে নানা পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে, তার মধ্যে দুই তপোনিরত ব্রাহ্মণের কাহিনী চিত্রিত আছে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন স্থূলকায়, ভোজন-প্রিয়; অন্যজন ছিলেন ক্ষীণকায়, ভোজনে বীতস্পৃহ; এদের নামও ছিল, দেহ আর প্রকৃতি অনুসারে, যথাক্রমে Boeboeksa 'বুভুক্ষা' আর Gagang Aking 'গাগাঙ-আকিঙ্' বা 'শর-কাঠি'; বুভুক্ষাটী ছিলেন আকার-সদৃশ প্রাজ্ঞ, কিন্তু ভালোমানুষ, আর 'শর-কাঠি' ঠাকুরটী ছিলেন একটু পেঁচোয়া বুদ্ধির; এঁদের নানা হাস্যকর কাহিনী আছে, আর শেষটায় এঁদের স্বর্গে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রকেও একটু বিব্রত হ'তে হ'য়েছিল; সব কাহিনী ব'লে ইনি নিজের পরিচয় দিলেন—আমিই সেই 'বুভুক্ষা', আর ঐ হ'চ্ছেন আমার নমস্য ভ্রাতা 'গাগাঙ্-আকিঙ্'—এই ব'লে তুলনায় বিশেষ ক্ষীণকায় ডাক্তার বস্‌কে দেখিয়ে' দিলেন। Engelbert van Bevervoorde এঙ্গেল্‌বার্ট-ফান্-বেফর্‌ফর্ডে' বলে এক ডচ্ রেসিডেন্ট বা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাঁর মেজাজটা একটু রুদ্র ছিল; তাঁর সম্বন্ধে দুই-একটা গল্প ব'লে কালেন্‌ফেল্‌স্ ব'ললেন, তাঁর মেজাজ-অনুসারে যবদ্বীপীয়েরা তাঁর নামটী বদলে' দেয়—Angel Bang[illegible] imo Koerdo 'আঙেল্ বাঙেৎ বীমো কুর্দো' অর্থাৎ 'ভীষণ ঝঞ্ঝাটে' ক্রুদ্ধ ভীম'। এই নাম ডচ্ মহলেও চ'লেছিল। শূরকর্ত-র সুসুহুনান-এর এক আত্মীয় কালেন্‌ফেল্‌স্-এর সঙ্গে বলিদ্বীপ-ভ্রমণে যান; স্বদেশে ইনি একজন পরম ধর্মধ্বজী আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন, কিন্তু দেশের বাইরে বলিদ্বীপে শূকর-[illegible] মোহে প'ড়ে যান—জিনিসটী তাঁর এত প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল ওটী না হ'লে তাঁর আহার-ই হ'ত না—একটী ক'রে শূকর-শিশু শূল-পক্ক ক'রে রোজ তাঁর জলপান হ'ত, তাই তাঁর নাম দাঁড়িয়ে যায় Babi Goeling 'বাবি-গুলিঙ' অর্থাৎ 'বরাহ-নন্দন'। দেশে ফিরে এসে এসব কথা তিনি যেন ভুলে যান, খুব মালা-জপ আর কোরান-

আওড়ানো নিয়েই সকলের সম্মান কুড়োতে থাকেন। কিন্তু একদিন তাঁর এই নবীন নামটী আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বলিদ্বীপের কীর্তি সুসুহুনান জান্‌তে পেরে রাজসভায় প্রচার ক'রে দেন, আর সেই থেকে লোকটীর ধার্মিক বলে যে পসারটুকু জ'মে উঠ্‌ছিল সেটুকু একেবারে মাটী হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যের পরে ডাক্তার বস্ আর প্রাম্বানান্-এর ইঞ্জিনিয়ার ফান-হান বিদায় নিলেন। ডাক্তার বস্ Koninklijke Bataviaasche Genootschap van Kunst en Wetenschap অর্থাৎ বাতাবিয়ার রাজকীয় কলা-বিজ্ঞান পরিষদের তরফ থেকে তাঁদের পরিষদে একটী প্রবন্ধ পড়বার জন্য আমায় আমন্ত্রণ ক'রে আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছিলেন—এখানে এই প্রবন্ধটী লেখবার মতলব আঁটা গেল। বর-বুদুর মন্দিরের সংরক্ষক হ'চ্ছেন একজন অবসর-প্রাপ্ত ডচ্ ফৌজী অফিসার; ইনি বাড়ীতে রেডিও এনেছেন—সুদূর হলাণ্ডের থিয়েটারে বা মজলিসে গীত গান যবদ্বীপে ব'সে শুনতে পান—শ্রীযুক্ত বাকে আর ডাক্তার বস্ তাঁর বাসায় গেলেন ঐ গান শুন্‌তে।

'বর-বুদুর', বা 'বোরো-বুদুর' শব্দটীর অর্থ নিয়ে মত-ভেদ আছে। একটা মত হচ্ছে এই—'বুদুর' গ্রামের বিহার; যবদ্বীপে লোকমুখে সংস্কৃত 'বিহার' শব্দের বিকৃতি ঘটে—Vihara—Bioro—Boro, বিহার, বিওর', ব্যর', বর'—এইরূপ নাম-পরিবর্তনের ধারা।

রাত্রে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা প'ড়েছিল।

২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।—

আজ সকালেও মেঘলা-ভাবটা চ'ল্‌ল। বর-বুদুরের উপর থেকে সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়, কাল সন্ধ্যেয় আর আজ ভোরেও মেঘ আর বৃষ্টি হওয়ায় আমাদের ভাগ্যে তা আর দেখা হ'ল না। সকালে অনেকক্ষণ বর-বুদুরেরই কাটানো গেল,—আর দুপুরে-ও। কবি সকালে পাসাঙ্গ্রাহানে ব'সে-ব'সে বর-বুদুরের শোভা দূর থেকে দেখতে লাগলেন, আর এই সময়েই বর-বুদুর সম্বন্ধে তাঁর সুন্দর কবিতাটী লিখলেন। দুপুরে তিনি বর-বুদুরে গেলেন, সেখানে তাঁর কতকগুলি ছবি নিলে। 'বর-বুদুরে রবীন্দ্রনাথ'—এই ছবিখানি ওদেশের কতকগুলি পত্রিকায় আগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ ক'রেছিল।

আজই দুপুরের পরে আমরা বর-বুদুর থেকে যোগ্যকর্তায় প্রত্যাবর্তন ক'রলুম। কালেন্‌ফেল্‌স্ আমাকে তাঁর গাড়ীতে করে নিয়ে এলেন, পথে Tjandi Pawon 'চণ্ডী পাওন' আর Tjandi Ngawen 'চণ্ডী ঙাওএন্' নামে দুটী ছোটো মন্দির দেখিয়ে' আন্‌লেন। চণ্ডী-পাওনটী চমৎকার ছোট্ট একটী মন্দির, ভগ্ন দশা থেকে জীর্ণোদ্ধার ক'রে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হ'য়ে আছে। চণ্ডী-ঙাওএন্‌টীর সাম্‌নে একটী তোরণদ্বার আছে, এর পোস্তার বা চাতালের চার কোণে চারটী সিংহ মূর্তি, এ মন্দিরটীর বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। দুটীই খুব প্রাচীন, বর-বুদুরের যুগের। চণ্ডী-পাওনের দেয়ালে কতকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি খোদিত আছে। চণ্ডী-ঙাওএন্-এ পৌঁছুবার পথটা অত্যন্ত বিশ্রী ছিল, মাঠের মধ্যে দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো একটা যেমন-তেমন রাস্তা ব'ল্‌লেই হয়। কালেন্‌ফেল্‌স্-এর পুরাতন ঝরঝরে' একখানি মোটরগাড়ী; আমার আশঙ্কা হ'চ্ছিল, এই অতি খারাপ রাস্তায় গাড়ী কোথাও ভেঙে না পড়ে। কালেন্‌ফেল্‌স্ আমায় আশ্বাস দিলেন, দরকার হ'লে তাঁর গাড়ী নিয়ে তিনি তালগাছেও চ'ড়তে পারেন, তাঁর গাড়ীর নাম তিনি দিয়েছেন Wilmono; সংস্কৃত 'বিমান' শব্দ যবদ্বীপে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে Wilmono; 'বিমান' বা 'পুষ্পক-রথ' আকাশে ওড়ে, আকাশচারী যান, অতএব তাতে ইন্দ্রজাল-বিদ্যার প্রভাব আছে; যবদ্বীপীয় ভাষায় Wil 'বিল্' মানে 'যাদুবিদ্যা'; অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ Wimana বা Wimono শব্দের সঙ্গে পরিচিত Wil শব্দ মিলিয়ে', যবদ্বীপীয় ভাষায় নূতন শব্দসৃষ্টি হ'য়েছে—Wilmono।

দুটোর সময়ে যোগ্য-তে পৌছুলুম। বিকালটা কালেনফেলস্-এর সঙ্গে শহরটার পুরাতন জিনিসের দোকানে খানিক ঘুরলুম। বিকাল পাঁচটায় আমার একটী বক্তৃতা ছিল, Taman Siswo 'তামান্-শিশ্ব' বিদ্যালয়ে—ভারতের শিক্ষাপ্রণালী আর শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্রেরা আর নিমন্ত্রিত জন কতক ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাকে ডচ্ ভাষায় দোভাষীর কাজ ক'রলেন। বক্তৃতার পরে ছেলেরা দু-চারটে প্রশ্ন ক'রলে। বেশ জ'মেছিল, পৌনে-সাতটা অবধি এই সভা চ'লেছিল।

শ্রীযুক্ত রাদেন্ তেজঃকুসুম' একজন স্থানীয় রাজবংশীয় ব্যক্তি, ইনি Krido Bekso Wiromo বা যবদ্বীপীয় সঙ্গীত ও নৃত্য বিদ্যালয়ের পরিচালক। পাতলা লম্বা ছিপ-ছিপে চেহারার প্রৌঢ় বয়সের লোকটী, নিজে নাকি একজন অসাধারণ ভালো নাচিয়ে', যবদ্বীপের প্রাচীন রীতির নৃত্যবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষ; রাজ-ঘরানা হ'য়েও তিনি তাঁর এই বিদ্যালয়ে সব শ্রেণীর ছাত্রদের শেখান—এটা এ দেশের সামাজিক দিক থেকে খুবই অভাবনীয় ব্যাপার। এঁর বাড়ীতে ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে যবদ্বীপীয় নাচ আমাদের দেখানো হ'ল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আর শ্রীযুক্ত তেজঃকুসুম' নিজে নাচ দেখালেন। সঙ্গে ডচ্ বন্ধুরা ছিলেন, তাই আমরা কিছু-কিছু বুঝতে পারলুম। এখানে লাল মুখস্ প'রে একটা প্রেমাভিনয়ের নাচ দেখালে। এই নাচের সভায় দেখি, শূরকর্ত থেকে শ্রীযুক্ত মঙ্কনগরো আর তৎপত্নী 'রাতু তিমোর' এসেছেন। সাতটা থেকে আটটা এই এক ঘণ্টা বেশ কাট্‌ল।

আজ রাত্রে পাকু-আলাম কবির সম্মাননার জন্য একটী বড়ো ডিনার-পার্টি বা ভোজ দিলেন। যোগ্যকর্ত-র ডচ্ আর যবদ্বীপীয় তাবৎ গণ্য-মান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, অনেকগুলি লোক এসেছিলেন। খুব ঘটার ডিনার, রাত সাড়ে-নটা থেকে সাড়ে-বারোটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা ধ'রে খাওয়া, আর তার পরে বক্তৃতাদি চ'ল্‌ল। কবি রাত পৌনে-একটায় ছাড়া পেলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে জনকতক আরও রাত পর্যন্ত পানে আর গল্প-গুজবে কাটালেন, গৃহস্বামী-ও অবশ্য বরাবর উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বাকে-কে গান গাইতে অনুরোধ করা হ'ল,—ডচ্ গান, তার পরে বাঙলা গান; বাকে শান্তিনিকেতনে থাকবার সময়ে বাঙলা গান শিখেছিলেন, আর ইউরোপীয় সঙ্গীতের তিনি তো একজন ওস্তাদ। আমি সেখানে ছিলুম ব'লে বাকের লজ্জা হ'চ্ছিল, আমি উৎসাহ দিতে তিনি গোটা দুই তিন বাঙলা গান শুনিয়ে' দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার মুন্‌স্, কালেনফেলস প্রমুখ সকলের সঙ্গে খুব খানিকটা হাসি-মস্করা গল্প-গুজবে কাটানো গেল—রাত পৌনে-দুটোয় নিমন্ত্রিতদের এই আড্ডা ভাঙ্‌ল।

২৪শে সেপ্টেম্বর, শনিবার।—

যবদ্বীপীয়দের মধ্যে মুসলমান ধর্মকে সুদৃঢ় করবার জন্যে আর সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয়তাকেও অটুট রাখবার জন্যে একটা চেষ্টা চ'ল্‌ছে, যোগ্যকর্ত-য় আজ তার সঙ্গে একটু পরিচয় হ'ল। এই চেষ্টার সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে আগত আহ্‌মদীয় সম্প্রদায়ের প্রচারক দুই-একজন জড়িত আছেন। মীর্জা আলী বেগ ব'লে বোম্বাই-প্রদেশের মারহাট্টী-ভাষী একটী ভদ্রলোক এখানে আছেন, তিনি ভারতের মুসলমান আর যবদ্বীপের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা- আর ধর্ম-গত ব্যাপারে যোগসূত্রের [illegible] ক'রছেন। ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে পাকু-আলাম-এর বাড়ীতে এসেছিলেন, কবির সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়, আমার সঙ্গেও হয়। এঁকে বেশ উদার-হৃদয় ব'লে মনে হ'ল। নিজে একটু সংস্কৃত প'ড়েছেন ব'ল্‌লেন। যবদ্বীপীয় জীবনে যা কিছু সুন্দর আর শোভন আছে তার সংরক্ষণের অনুমোদন করেন ইনি। আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত উদার হন, এটী আমার অভিজ্ঞতা। এঁর অনুরোধে আমি এঁদের 'মোহাম্মদীয়া' নামে প্রতিষ্ঠানটী আজ সকালে দেখতে যাই। এঁদের কাজ বেশ চ'ল্‌ছে। সমগ্র যবদ্বীপে এঁদের ৩২টী ডচ-যবদ্বীপীয় ইস্কুল আর ৬০টী প্রাথমিক পাঠশালা আছে। যোগ্যকর্ত-য় এঁদের একটী বড়ো

ইস্কুলে আমায় নিয়ে গেলেন, তাতে প্রায় দু' শ' ছেলে পড়ে। এই ইস্কুলের পুস্তকাগারে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভারতবর্ষে গিয়ে আরবী ফারসী প'ড়েছে, এই রকম দুটী যবদ্বীপীয় যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তবে তারা ভালো উর্দূ ব'লতে পারলে না। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে এঁরা আমায় স্বাগত ক'রলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ডচ্ ভাষায় প্রায় সকলেই প'ড়েছেন। এই ইস্কুল দেখার পরে, শ্রীমতী Dachlan দাখ্‌লান নামে জনৈক যবদ্বীপীয় মহিলার প্রতিষ্ঠিত একটী মেয়েদের ইস্কুল দেখ্‌তে এঁরা আমায় নিয়ে গেলেন। এদেশে পর্দা নেই, মেয়ে ইস্কুলে একজন বিদেশীকে নিয়ে গিয়ে সব তন্ন-তন্ন ক'রে দেখাতে এঁদের আট্‌কাল' না। কতকগুলি ক্লাসে গেলুম। এখানে কিছু-কিছু শিল্প-কাযও শেখানো হয়। একটী ক্লাসে মুসলমানেরা নমাজে যে আরবী মন্ত্র পড়ে সেই মন্ত্রগুলি শেখানো হচ্ছে; জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম, মন্ত্রের অর্থ শেখানো হয় না। মেয়েরা মাথায় ঘোম্‌টার মতন ক'রে গায়ের চাদরগুলি জড়িয়ে' এই ক্লাসে ব'সেছে। কিছু-কিছু কোরান মুখস্থ করানো হয়।—'মোহম্মদীয়া' প্রতিষ্ঠানটীকে যবদ্বীপে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র আর মুসলমান মনোভাবের একটী প্রধান উৎস বলা যায়। কিন্তু এখানেও যবদ্বীপীয় জাতীয়তা বেশ জোরের সঙ্গে বিদ্যমান। লাল তুর্কী টুপীর চলন এদেশে একেবারে-ই নেই—এখানেও না, তবে 'মোহম্মদীয়া' সভার জনকতক কর্তা ব্যক্তি, আর মোল্লা হবে ব'লে আরবী প'ড়ছে এমন জনকতক যুবক, আরবদের ধরণে মাথায় রুমাল জড়িয়ে' থাকে। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে-আটটা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা এঁদের এই দুইটী ইস্কুল পরিদর্শন ক'রে আসা গেল।

শহরে দুই-চারিটী জিনিস কিনে, বাসায় ন'টার সময় ফিরে এসে প্রাতরাশ সারা গেল। আমাদের রাকে-গৃহিণী সঙ্গে সাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সাড়ী শ্রীযুক্ত পাকু-আলামের পত্নীকে প'রিয়েছেন—সাদা রেশমের সাড়ীতে এই যবদ্বীপীয় মহিলাকে খুব যে মানাচ্ছিল তা ব'লতে পারি না; ওঁদের মুখশ্রী আর গায়ের রঙের সঙ্গে রঙীন সারঙ যেন বেশী মানায়। তার পরে পাকু-আলাম-এর সঙ্গে কবির আর আমাদের ছবি তোলা হ'ল।

আজ আমরা যোগ্যকর্ত ছেড়ে যাবো। জিনিস-পত্র সব গোছানো হ'য়ে আছে। সাড়ে এগারোটায় ট্রেন। আমরা শ্রীযুক্ত মুনস্-এর সঙ্গে কাছেই এক সরকারী Paandhuis বা Pawn-house অর্থাৎ জিনিস বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার আপিসে নিলাম হ'চ্ছিল তাই দেখতে গেলুম। দুটী চমৎকার গুজরাটী পাটোলা কাপড় ছিল; মঙ্কুনগরোর এই রকম কাপড় কেনার দিকে ঝোঁক আছে, মুনস্ কাপড় দুখানা তাঁর জন্যে নিলেন।

আমরা যাত্রা ক'রে ১১টায় স্টেশনে পৌছুলুম। ট্রেনে ক'রে পূর্ব-দিকে বাতাবিয়ার পথে Bandoeng বান্দুঙ্ শহরে যাবো। স্টেশনে কবিকে তুলে দিতে বিস্তর লোক এসেছিলেন। মঙ্কুনগরো সস্ত্রীক এসে বিদায় নিলেন; পাকু-আলাম, পতিঃ বা যোগ্যকর্ত-র সুলতানের মন্ত্রী, ডচ্ বন্ধুরা, 'ধর্ম-স্বজাতি' পরিষদের পরিচালকেরা, আর স্থানীয় সিন্ধী বণিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

এগারোটা-পঁয়ত্রিশে গাড়ী ছাড়্‌ল। সারাদিন ধ'রে আমাদের রেল-গাড়ী ক'রেই যেতে হ'ল। আমাদের সঙ্গে Pigeaud পিঝো আর 'তাম্রচূড়' ছিলেন। রাত আটটায় আমরা বান্দুঙ্-এ পৌছুলুম। স্টেশনে দেখি, খুব ভীড়—ডচ্ লোক ছাড়া, স্থানীয় সুন্দা জাতীয় ভদ্রব্যক্তি কিছু এসেছেন, আর পাঞ্জাবী ব[illegible]ক-ও অনেকে এসেছেন। যাঁর বাড়ীতে আমরা থাক্‌বো স্থির হ'য়েছিল, শ্রীযুক্ত Demont দেমন্ট, তিনি [illegible] আমাদের নিতে এসেছিলেন। এঁরা এঁদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন—শহরের বাইরে নির্জন স্থানে পাহাড়ের উপরে অতি সুন্দর এঁদের বাড়ীটী॥

২৭। বান্দুঙ্

২৫শে সেপ্টেম্বর, রবিবার।—

বান্দুঙ্ শহরটী পাহাড়ে' অঞ্চলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। বান্দুঙ-এর কাছেই Garoet 'গারুৎ' নামে একটী পাহাড়ে' জায়গা। আশে-পাশে অনেকগুলি আগ্নেয়-গিরি আছে। এই অঞ্চলটীতে অনেক ডচ্ লোক পরিবার নিয়ে বাস করে। বান্দুঙ্ প্রাচীন স্থান নয়। এখানকার লোকেরা সুন্দা-জাতীয়; মধ্য আর পূর্ব যবদ্বীপীয় থেকে এরা ভাষায় পৃথক্, তবে এদের প্রাচীন সংস্কৃতি মূলে এক-ই। এই সুন্দা-জাতি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর—এদের মেয়েদের তো বিশেষ সুন্দরী বলা যায়। পোষাক-পরিচ্ছদে চাল-চলনে এদের মধ্যে এমন একটী মনোহর সৌকুমার্য আছে যে তার দ্বারা দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট না হ'য়ে যায় না। সুন্দা-জাতীয় মেয়েদের দেখে কোনও ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এদের আখ্যা দিয়েছেন, Parisiennes of the East।

বান্দুঙে আমরা দু' দিন মাত্র থাকবো ঠিক হ'য়েছিল। শ্রীমতী Demont দেমণ্ট-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'য়ে ছিল বলিদ্বীপে। ইনি নিজে অস্ট্রিয়ান, এঁর স্বামী ডচ্। ইনি কবিকে বান্দুঙ-এ তাঁর বাড়ীতে এসে থাকতে নিমন্ত্রণ করেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই বৃদ্ধ, দুজনে সৌজন্যের অবতার। শ্রীযুক্ত দেমণ্ট খুব জমী নিয়ে অনেকগুলি বাড়ীঘর তৈরী ক'রে country gentleman-এর মতন বাস ক'রছেন। একটী বড়ো বাড়ী, চমৎকার ভাবে পাহাড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত,—এটীতে একটী হোটেল ক'রেছিলেন। নিজেরা বাঁশের দেয়ালে ঘেরা একটী ছোটো সুন্দর বাঙলায় থাকেন। আলাদা আলাদা কতকগুলি বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে কতকগুলি ইউরোপীয় লোক ভাড়া দিয়ে বাস ক'রছেন; এঁদের মধ্যে Weighart ভাইগ্‌হার্ট ব'লে একজন চিত্রকর আছেন, তিনি সুন্দা মেয়েদের চমৎকার কতকগুলি তৈলচিত্র এঁকেছেন, আরও অন্য ছবি আঁকছেন; আর একটী মেয়ে ভাস্কর আছেন। শ্রীযুক্ত দেমণ্ট-এর জমীতে একটী ছোটো রেস্তোরাঁ-ও আছে, বান্দুঙ্ থেকে ডচ্ আর অন্য লোকেরা এই পাহাড়ে বেড়াতে এসে এঁর রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করে। এঁর অনেকগুলি গাই-গোরু আছে, শিকারী কুকুর আছে; সব নিয়ে বেশ জমিয়ে' ব'সেছেন।

আজ সারা দিনটা আমাদের প্রচুর বিশ্রাম। শ্রীযুক্ত দেমণ্টের বাড়ী-ঘর জমী-জেরাৎ সকালে দেখে এসে, বাতাবিয়ার জন্য আমার প্রবন্ধ লিখতে ব'সলুম। সকালে আর দুপুরে স্থানীয় সিন্ধীদের আগমন—সঙ্গে প্রচুর দেশী মিঠাই—বালুশাহী গজা, বেসনের বরফী। তেজুমল ব'লে একটী সিন্ধী যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি রাত্রে ধীরেন-বাবু, সুরেন-বাবু আর আমাকে তাঁর ওখানে খেতে নিমন্ত্রণ ক'রলেন।

রাত্রে কবি স্থানীয় Kunstkring-এর আহ্বানে বক্তৃতা দিলেন, Concordia সভার সুন্দর হল-ঘরে। বিষয় ছিল, What is Art? রাত সওয়া-দশটায় বক্তৃতা চুকল। ভীড় হ'য়েছিল খুব।

২৬শে সেপ্টেম্বর, সোমবার।—

বান্দুঙ্ থেকে প্রায় আধ-ঘণ্টা মোটরের পথে Lembang 'লেম্বাঙ' ব'লে একটী গ্রামে থিওসফিস্ট্‌দের একটী শিক্ষকদের[illegible] বিদ্যালয় আছে. বিদ্যালয়টীর নাম Goenoeng Sari 'গুনুঙ-সারি', অর্থাৎ 'তেজোগিরি'। ইউরোপের আর সব দেশের চাইতে হলাণ্ডে থিওসফীর প্রভাব সব চেয়ে বেশী; আর কতকটা সেই জন্য হলাণ্ডের অধীনস্থ দ্বীপময় ভারতে-ও জন-সাধারণ বহুশঃ মুসলমান হ'লে-ও, থিওসফীর ভক্ত অনেক আছে। এই বিদ্যালয়টী থিওসফী মতবাদের একটী প্রধান প্রতিষ্ঠান। এতে বিস্তর ছাত্র দ্বীপময় ভারতের নানা স্থান থেকে এসে থেকে

পড়াশুনো করে। কবিকে এরা আহ্বান ক'রে নিয়ে গেল আজকের সকালে—আমরাও সঙ্গে গেলুম। চমৎকার পাহাড়ে' রাস্তা দিয়ে পথ, পরে সুন্দর সমতল স্থানে অনেকটা জায়গা জুড়ে' বিদ্যালয়টী। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক আর ছাত্রেরা আমাদের স্বাগত ক'রলেন। ছাত্রদের মধ্যে যবদ্বীপীয়, সুন্দানী, মাদুরী, সুমাত্রার লোক, বোর্ণিও সেলেবেস্ এরা লোক—সব জায়গার ছাত্র-ছাত্রী আছে। এরা মালাই আর ডচ্ ভাষা ব্যবহার করে। আমরা পৌঁছতেই আমাদের নিয়ে গেল এক খোলা মাঠে—সেখানে সমবেত-ভাবে ছাত্রেরা উপাসনা করে, নিজের নিজের ধর্মের মন্ত্র প'ড়ে। মোহম্মদ-প্রোক্ত মুসলমান-ধর্ম, প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে সব চেয়ে নবীন ব'লে, আগে মুসলমান ধর্মের মন্ত্র কোরানের প্রথম অধ্যায় সুরা ফাতেহাটী পড়া হয়, তারপর খ্রীষ্টান ধর্মের 'প্রভুর প্রার্থনা', তার পরে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিশরণ মন্ত্র, য়িহুদী ধর্মের একটী উপাসনা, শেষে হিন্দু ধর্মের—উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্র আর গায়ত্রী পড়া হয়। এই উপাসনা-সভায় কবিকে গিয়ে ব'সতে হ'ল, আর হিন্দু আমরা উপস্থিত আছি ব'লে আমাকে অনুরোধ করা হ'ল হিন্দু শাস্ত্রের কতকগুলি মহাবাক্য সংস্কৃতে আমি পড়ি। এই রূপে উপাসনান্তে কবিকে কিছু উপদেশ দিতে হ'ল। তারপরে বিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে আমরা বিদায় নিলুম। কথা-প্রসঙ্গে স্থির হ'ল যে, আজ সন্ধ্যায় আমি এসে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লণ্ঠনে ছবি দেখিয়ে' বক্তৃতা ক'র্‌বো। ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ-কেউ ইংরেজী জানে। বছর তিনেক পূর্বে যখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এখানে আসেন, তখন এদের অনেকে তাঁকে দেখেছিল, তাঁর বক্তৃতা শুনেছিল; এরা আমায় ঘিরে কথা কইতে লাগ্‌ল, কালিদাস-বাবুর কথা ছাত্র আর ছাত্রীরা আমায় ব'ল্‌লে। বিদ্যালয়টী দেখে আমরা খুব প্রীত হ'লুম। বাস্তবিক, থিওসফিস্টরা এদেশে যথার্থ শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুব ক'রছেন। রাত্রে আমায় এঁরা নিয়ে আসেন, সাতটা থেকে পৌনে-ন'টা পর্যন্ত আমি এঁদের মধ্যে বক্তৃতা দিই, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডচে অনুবাদ ক'রে দেন, বক্তৃতা জ'মেছিল বেশ। (পরে এই বিদ্যালয় থেকে দু'টী সুমাত্রা-দ্বীপের ছেলে শান্তিনিকেতনে আসে, এসে এরা অনেক দিন ধ'রে সেখানে থাকে।) এই রকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের দেশের পূর্ণ যোগ থাকা উচিত।

দুপুরে তেজুমল আমাদের নিয়ে শহর দেখালে, আর তার ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজন হ'ল। কবি আমাদের বাসাতেই রইলেন, তিনি দুপুরে আর বেরুলেন না।

বিকালে সাড়ে-পাঁচটায় স্থানীয় ভারতীয়দের এক সভা হ'ল আমাদের বাসায়, চা-পান হ'ল, ছবি তোলা হ'ল কবির সঙ্গে। কবিকে মান-পত্র দেওয়া হ'ল। ভারতীয় ব'ল্‌তে, সিন্ধী আর পাঞ্জাবী মুসলমান বণিক্ জনকতক মাত্র; তবে এঁদের সকলের অবস্থা ভালো। ডচ্ ভদ্রলোক কতকগুলি নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। একজন কবিকে Personality অর্থাৎ 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলেন। সকলের হৃদ্যতায় এই সান্ধ্য-সম্মেলনটী জ'মেছিল বেশ।

'গুনুঙ্-সারি' বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে বাসায় ফিরে, আহারাদির পরে, শ্রীযুক্ত দেমণ্ট্-এর বাড়ীতে লণ্ঠনের স্লাইডগুলি হাতে-হাতে দেখিয়ে', দেমণ্ট-এর বাড়ীতে থাকেন যে চিত্রকর আর ভাস্কর, আর অন্য জনকতক ব্যক্তি, তাঁদের কাছে ভারতীয় ভাস্কর্য আর চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টা দু[illegible]ধ'রে ব[illegible]তা দিয়ে বা [illegible]লোচনা ক'রে, রাত বারোটায় ছুটী পাওয়া গেল।

২৭শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।—

কাল আর আজ দুদিন ধ'রে খুব লিখে বাতাবিয়ার জন্য প্রবন্ধটী শে[illegible] ক'রে ফে[illegible] সকালে Weighart ভাইগুহার্ট আর মেয়ে ভাস্করটী কবির ছবি আর প্রতিমূর্তি তৈরী করবার [illegible] তাঁকে বসি[illegible] ক'র্‌লেন। দেমণ্ট-গৃহিণী আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিলেন—যবদ্বীপের পিতলের [illegible]

দেমন্ট-দম্পতী এই দুই দিন আমাদের অতি যত্নে রেখেছিলেন; দেমন্ট-পত্নী তো যেন মায়ের মতন আমাদের প্রত্যেকের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে দেখতেন। এঁদের সৌজন্য ভুল্‌বো না।

বেলা সাড়ে-দশটায় তিনটী সুন্দানী যুবক কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। একজনের নাম Soekarno 'সুকর্ণ'। ইনি ইংরেজী বেশ জানেন, হলাণ্ড-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। এঁরা যবদ্বীপের স্বরাজ-কামী দলের নেতা। কথাবার্তায় বোঝা গেল, এঁরা আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি হ'চ্ছে তার খুব খবর রাখেন—গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, মোতীলাল নেহরু, এঁদের লেখা আর কার্য-কলাপের সঙ্গে বেশ পরিচিত, আর সরোজিনী নায়ুডুর-ও নাম ক'রলেন। এঁরা শুধু কবিকে দেখতে এসেছিলেন। যবদ্বীপে আমরা বিশেষ ক'রে প্রাচীন কীর্তিই দেখ্‌তে যাই, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন আর স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রাম ক'রছেন তাঁদের সঙ্গে বেশী মেশবার সুযোগ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। ডচ্ সরকারী লোক বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকাটা এর একটা কারণ হবে। তাই এদিক্‌টায় আমাদের ভ্রমণ অপূর্ণ র'য়ে গিয়েছে। শ্রীযুক্ত সুকর্ণ বেশ বুদ্ধিমান্, প্রিয়দর্শন যুবক; কবির আর আমাদের সকলেরই এঁদের বেশ লাগ্‌ল।

দুপুরে শহরে এসে, স্টেশনে টিকিট কিনে মাল-টাল পৌঁছে দিয়ে, কবির সঙ্গে আমরা তেজ্‌মলের বাড়ীতে এসে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা ক'রলুম। আরও কতকগুলি সিন্ধী ভদ্রলোক এসেছিলেন। পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণের রান্না—আমিষ আর নিরামিষ ভোজ্যগুলি অতি উপাদেয়-ই লেগেছিল।

বেলা দেড়টার ট্রেনে আমরা বাতাবিয়া যাত্রা ক'রলুম, বিকাল সাড়ে-পাচটায় আমরা বাতাবিয়ার পৌঁছুলুম॥

২৮। বাতাবিয়া—যবদ্বীপ হইতে বিদায়

বাতাবিয়ার কবি, সুরেন-বাবু আর বাকে, এঁরা Hotel des Indes, যেখানে আমরা প্রথমবার উঠেছিলুম, সেখানে গিয়ে উঠ্‌লেন। বাকের এক ভাই বান্দুঙ-এ সপরিবারে বাস করেন, বাকে-পত্নী তাঁদের কাছেই র'য়ে গেলেন। ধীরেন-বাবু আর আমি আগেকার বন্দোবস্ত মতন সিন্ধী বণিক্ Messrs. Wassiamall Assoomall বাসিয়ামল্ল্ আসোমল্ল্-এর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ নবলরায় মহাশয়ের অতিথি হ'য়ে, তাঁদের দোকানে গিয়ে উঠলুম। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় অনেক দিন ছিলেন, মেলবর্নে এঁদের দোকান ছিল—এখন ভারতীয়-বিদ্বেষের ফলে সেখানকার দোকান-পাট উঠিয়ে' দিয়ে চ'লে আসতে হ'য়েছে। ইনি বেশ ভদ্র, প্রিয়ভাষী ব্যক্তি, বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স হবে। এঁদের মধ্যে থেকে এঁদের বিধি-ব্যবস্থা অনেক জান্‌তে পারি।

২৮শে সেপ্টেম্বর, বুধবার।—

সকালে হোটেলে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে, আমরা ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানো, জাহাজের টিকিট প্রভৃতির [illegible]রবার [illegible] [illegible]ন-বাতাবিয়া[illegible] গেলুম। পুরাতন-বাতাবিয়ায় থানিক ঘুরে বেড়ানো গেল। বাতাবিয়ার [illegible]রণ দৃশ্য—[illegible]লের ধারে মেয়েদের কাপড়-কাচার ধূম। দুপুরে প্রত্ন-বিভাগের আপিসে আর মিউজিয়মে [illegible]দের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটানো গেল। মিউজিয়মের সংশ্লিষ্ট রাজকীয় কলা-বিজ্ঞান-পরিষৎ—এখানে পরগু [illegible]ক'রে।

রাত্রে আমায় বক্তৃতা ক'র্‌তে হবে। এই পরিষদের পক্ষ থেকে এঁদের প্রকাশিত কতকগুলি বই এঁরা আমাকে উপহার দিলেন, তার মধ্যে Darmo Lelangen নামে তালপাতায় লোহার লেখনের আঁচড় কেটে আঁকা প্রাচীন বলিদ্বীপীয় চিত্র-পুস্তকের প্রতিলিপিময় বই একখানি বিশেষ মূল্যবান্। মিউজিয়ম বা পরিষদের পুস্তকালয়ে একজন বলিদ্বীপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—এঁর নাম হ'চ্ছে Poerbatjaraka 'পূর্বচরক'—ইনি সম্প্রতি হলাণ্ড থেকে ফিরেছেন, লাইডেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি নিয়ে। সেখানে সংস্কৃত প'ড়েছেন, প্রাচীন যবদ্বীপীয় ধর্ম আর সাহিত্য নিয়ে এখন বাতাবিয়ার পরিষদেই কাজ ক'রছেন। দ্বীপময় ভারতে শিব-গুরুর অবতার অগস্ত্য-মুনির প্রতিষ্ঠা ও পূজা—এই বিষয়ে গবেষণাত্মক একখানি বই লিখেছেন; এই বই একখানি আমায় উপহার দিলেন। বইখানি ডচ্ ভাষায় লেখা, কিন্তু তাতে গোড়ায় উৎসর্গ-পত্রে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় এঁর স্বরচিত কতকগুলি শ্লোক রোমান অক্ষরে ছাপিয়ে দিয়েছেন—শ্লোকগুলি শিবের স্তোত্রময়;—সেগুলি হ'চ্ছে এই—

মঙ্গলম্।

ওম্ অবিঘ্নম্ অস্তু, নমঃ শিবায।

যঃ সর্বং সৃজতি প্রপালয়তি চাশেষং হরিষ্যত্যপি,
দেবানাং জগতোঽপি যঃ সুশরণো গৌরীপতির্যো হরঃ।
তং দেবম্ প্রণমামি শূলিনম্ অচিন্ত্যং নীলকণ্ঠং শিবম্
ভো দেবেশ মম প্রশাম্যতু মলং পাপঞ্চ সর্বং সদা॥
এবং নমামি ভগবন্তম্ অগস্ত্যধেয়ং
দ্বীপান্তরে নিবসতাং সুমুনির্মহান্ যঃ।
তেষাম্ মহাগুরুরপি প্রবরোঽধিনেতা
কালে পুরা স পরিপূজিত একবিপ্রঃ॥

দুপুরটা আমার সঙ্গে যে-সব বই আর জিনিস-পত্র জ'মে গিয়েছে সেগুলিকে বাক্সে প্যাক ক'রে বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রলুম—শ্রীযুক্ত রূপচন্দ অনুগ্রহ ক'রে এ বিষয়ের ভার নিলেন। বিকালে সিন্ধী বন্ধুদের সঙ্গে মোটরে ক'রে শহরে আর শহরতলীতে খুব খানিকটা ঘুরে আসা গেল।

রাত্রে Kunstkring আর Java Institute উভয়ের মিলিত ব্যবস্থায় আমার বক্তৃতা হ'ল লণ্ঠন-চিত্র যোগে, ভারতীয় চিত্র-কলা সম্বন্ধে। জন কুড়ি-পঁচিশ মাত্র শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতার পরে এঁরা আমাকে ডচ্ শিল্পীর তিনখানি etching-চিত্র উপহার দিলেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।—

কবি সকালে মিউজিয়ম দেখে এলেন। শ্রীযুক্ত বস্ সঙ্গে ছিলেন।

দশটায় আমি 'বালাই-পুস্তাকা'র আপিসে গিয়ে, বলিদ্বীপীয়, মা[illegible]রী, সুন্দা, [illegible]লাই,—এই [illegible]য় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য এই-সব ভাষা যাঁরা মাতৃভাষা-রূপে ব্যবহার কর[illegible] [illegible]াদের [illegible]ঠ শুনে'-শুনে' উচ্চারণ লিখে নিলুম। শ্রীযুক্ত Drewes ড্রেউএস্ এই কাজে আমার বিশেষ সহায়তা ক'রেন। 'বালাই-পুস্তাকা'-তে কিছু বই কিনলুম, কিছু উপহার-স্বরূপ-ও পাওয়া গেল।

দুপুরে কবি আমাদের পাড়ায় এলেন, সিন্ধী বণিক্ শ্রীযুক্ত মেথারাম [illegible]ক আর [illegible]

রাত্রে Kunstkring-এ কবির ইংরেজী আর বাঙলা কবিতা পাঠ [illegible] বিশেষতঃ কবির মুখে শুনে' এঁরা ভারী আনন্দিত। একটি ডচ্ মহিলা গামেলান বাজনার বড়ো ভক্ত,

ক'রে ব'লে উঠলেন—'এ ভাষায় পাঠ—ঠিক গামেলানের মতন শ্রুতি-মধুর।' পূর্ব-যবদ্বীপের মজ-পহিতের খনন-কার্যে নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত Maclaine--Pont মাক্‌লেন-পন্ট্-এর সঙ্গে এই কবিতাপাঠ-সভায় আলাপ হ'ল—ইনি বেশ দিল-খোলা পণ্ডিত লোক,—অল্প পরিচয়েই হৃদ্যতা জ'মে উঠ্‌ল; সভা শেষের পরে এঁর সঙ্গে একটী হোটেলে গিয়ে লেমনেড খেতে-খেতে গল্প করা গেল, তার পরে ইনি আমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

বান্দুঙ এর সিন্ধী তেজুমল এখানে এসে উপস্থিত, আমাদের বাসায় রূপচন্দের অতিথি হ'য়ে রইলেন। রাত্রে সিন্ধীদের এই দোকানে গান-বাজনার মজলিস হ'ল। ধীরেন-বাবু তাঁর সেতার বাজিয়ে' আর বাঙলা গান গেয়ে এঁদের খুশী ক'রে দিলেন। অনেক রাত্রে আহার ক'রে শুতে যাওয়া গেল।

এই সিন্ধীদের সঙ্গে একত্র থেকে আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশা ক'রতে পেয়ে, এদের আমার বেশ লেগেছে। রেশমের আর curio-র বা মণিহারী আর কৌতুককর শিল্প দ্রব্যের একচেটে' ব্যবসা এদের হাতে। বোধ হয় পৃথিবীর সব দেশেরই বড়ো শহরে এদের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবসা। এরা জাতে বেনে, সাধারণতঃ এদের 'সিন্ধ-ওঅর্কী' ব'লে থাকে—'সিন্ধ-ওঅর্কী' অর্থে যারা সিন্ধের সব চেয়ে বড়ো কাজের—work-এর "workee" অর্থাৎ কাজী। এরা মাংস খায়, মুসলমানের ছোঁয়া বা রান্না খায়, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠান-পালনে আর মনোভাবে আস্থাশীল হিন্দু। এদের দোকানের নিয়ম বেশ। একটু বড়ো দোকান হ'লেই তার নিজের বাড়ী থাকে। বাড়ীর নীচের তালায় দোকান, ভিতরে গুদাম, উপরে দোতালায় বা তেতালায় দামী জিনিস কিছু থাকে, আর দোকানের কর্মচারীরা থাকে। ম্যানেজার কিংবা মালিক, আর চার-পাঁচ জন থেকে দশ-পনেরো জন পর্যন্ত কর্মচারী। প্রতি দোকানের উপরে একটী ক'রে কুঠরী থাকে, সেটী ঠাকুর-ঘর। ঠাকুর-ঘরে হিন্দু দেব-দেবীর ছবি থাকে, আর সিন্ধী ছাড়া দেবনাগরী আর গুরুমুখীতে ছাপা ধর্মগ্রন্থ থাকে; আর থাকে একখানা ক'রে বড়ো গ্রন্থ-সাহেব। এরা শিখ না হ'লেও, সনাতনী হিন্দু হ'লেও, নবীন যুগের এই বেদগ্রন্থকে খুব সমাদর করে। প্রত্যেক দিন দোকানের একজন কেউ ভোরে স্নান সেরে এই গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ ক'রে, প্রদীপ জ্বেলে ঘণ্টা বাজিয়ে' ঠাকুরদের ছবির আরতি ক'রে। ঠাকুরের সামনে এক কড়া মোহনভোগ বা অন্য খাদ্য নিবেদন ক'রে দেওয়া হয়, ঠাকুরের এই প্রসাদেই সকলের জল খাওয়া হয়। তার পরে দোকান খোলে, ঝাঁট দেয়, খদ্দেরের জন্য তৈরী হ'য়ে থাকে। দশটা থেকে ন'টা রাত্রি পর্যন্ত দোকানে বিকিকিনি হয়। এর-ই মাঝে একে একে এসে স্নান সেরে খেয়ে যায়। একজন ক'রে রাঁধুনি সিন্ধ-দেশ থেকে এরা আনে।

এদের জীবন বড়ো একঘেয়ে'; আর কর্মচারীরা দেড় বছর দু'বছর, কখনও কখনও-তিন বছর পর্যন্ত এই সব দূর দেশে একা স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে কাটায়। দেশে দু-পাঁচ মাসের জন্য আসে, তার পরে আবার প্রবাসে চ'লে যায়। মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ব্যয়-সাপেক্ষ ব'লে, কর্মস্থানে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু এরূপ জীবন এদের পক্ষে আর এদের মেয়েদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যকর নয়। এর উপায় কিন্তু এরা কিছু ক'রতে পারছে না। ভারতের বহু মুসলমান প্রবাসী ও-সব দেশে গিয়ে আর একটা বা একাধিক চিরস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী বিয়ে ক'রে বসে—বহু-বিবাহ মুসলমান ধর্মের আর সমাজের অনুমোদিত ব্যাপার ব'লে, এই-সব মুসলমান-দের বিবেক বা বিচার-বুদ্ধিতে এতে [illegible] খটকা লাগে না; কিন্তু সিন্ধী বন্ধুরা এ-সব কথায় জিভ কেটে ব'ললেন—'ডক্টর-সাব, হম ঐসা কাম কৈসে কর [illegible], হম হিন্দু হৈঁ, হম ঘর-ওালী স্ত্রীকো ভুল নহীঁ সকতে।' হিন্দু ব'লে, [illegible]র ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে এরা এমনি স্বাভাবিক জিনিস ব'লে মনে করে—তাই দীর্ঘ প্রবাসেও এইভাবে কর্তব্য [illegible] ক'রে। [illegible]দের নিয়ম-কানুন-ও অনেকটা এইদিকে দৃষ্টি রেখে। যখন এরা বেড়াতে বেরোয়, [illegible]রবার [illegible] যে, এ[illegible] ক'রে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে থাকবে। সকলেই এক 'বিরাদরী' [illegible]ণ দৃশ্য—[illegible] একই সমাজ বা আত্মীয়-গোষ্ঠীর লোক, সুতরাং অনেকটা আত্মরক্ষা ক'রে চলাটা এদের [illegible]দের সঙ্গে অ[illegible]

[illegible]ক্ষে স্বভাব-সিদ্ধ হ'যে পড়ে। তবুও স্খলন যে না হয় তা নয়। স্ত্রীলোকের মোহে প'ড়ে এই প্রবাসী সিন্ধীদের দুই-একজন দেশের স্ত্রী-পুত্রকে ভুলে গিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেছে, এ কথাও শুনলুম। মোট কথা, স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে [illegible]াস ক'রতে না পারাটা এদের জীবনের পক্ষে সব চেয়ে অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। তবে এরা যে রকম ভাবে জীবনে হিন্দু আদর্শগুলি বাঁচিয়ে' রাখবার চেষ্টা করে, তা দেখে এদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।—

আজ কবি সকাল বেলায় বিপুল জনসমাগমের মধ্যে যবদ্বীপ থেকে বিদায় নিয়ে Mijer 'মাইয়র' জাহাজে ক'রে যাত্রা ক'রলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ডচ্ আর ভারতীয় বহু ব্যক্তি ছিলেন, যবদ্বীপীয়-ও ছিলেন। আজ রাত্রে বাতাবিয়ার কলা-বিজ্ঞান-পরিষদে আমার বক্তৃতা ব'লে আমি র'যে গেলুম, কাল অন্য জাহাজে যাত্রা ক'রে ধীরেন-বাবু আর আমি, কবি আর সুরেন-বাবুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে মিলিত হবো, তার পরে সিঙ্গাপুর থেকে আমাদের শ্যাম-দেশে গমন হবে—শ্যাম থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে।

দ্রেউএস্-ও কবিকে তুলে দিতে এসেছিলেন; কবির জাহাজ ছেড়ে গেলে, দ্রেউএস্-এর সঙ্গে 'বালাই-পুস্তাকা' আপিসে এসে স্থানীয় ভাষা নিয়ে কাজ করা গেল, 'বালাই-পুস্তাকা'-র লেখকদের সঙ্গে।

রাত্রে মিউজিয়মে বাতাবিয়ার কলাবিজ্ঞান পরিষদের সমক্ষে আমার বক্তৃতা পাঠ ক'রলুম। জন পঞ্চাশেক শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতার বিষয়টী ছিল the Foundations of Civilisation in India—ভারতের সভ্যতার গঠনে আর্য আর অনার্য উপাদান। বক্তৃতান্তে এক-শ' গিলডার দক্ষিণা পাওয়া গেল। এই পরিষদের ডচ্-ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় আমার এই ইংরেজী বক্তৃতাটী পরে প্রকাশিত হ'য়েছে।

তাম্রচূড় তাঁর এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন Hotel Koningsplein-এ—সেখানে নানা বিষয়ে বেশ খানিক গল্প করা গেল।

১লা অক্টোবর, শনিবার।—

সকালটা মিউজিয়মে আর ডাক্তার বসের আপিসে কাটিয়ে', দুপুরে বিশ্বভারতীর জন্য প্রাপ্ত জিনিসগুলির প্যাকিং-কেস দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে, আমরা তৈরী হ'লুম যাত্রার জন্য। সিন্ধী বন্ধুরা জাহাজে তুলে' দেবার জন্য সঙ্গে গেলেন, আর জাহাজ-ঘাটে ভারতীয় বন্ধু অন্য জনকতক এলেন, বন্ধু 'তাম্রচূড়' এলেন, ডাক্তার হুসেন জয়দিনিংরাট সৌজন্য ক'রে যাত্রাকালে বিদায় দিতে এলেন। বিকালে চারটার সময়ে সিঙ্গাপুর-যাত্রী একদল ইংরেজ যুবক, আপিসের চাকুরে', তাদের বন্ধুদের হল্লার মধ্যে আমাদের সঙ্গে এই Melchior Treub 'মেলখিওর-ত্রয়ব্' জাহাজে রওনা হ'ল।

Tandjong Priok তান্জঙ্-প্রিওক্-এর বন্দর ক্রমে অদৃশ্য হ'ল। যবদ্বীপের পর্বত-চূড় দৃশ্য দূরে দেখা যেতে লাগ্‌ল, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ক্রমে সব বিলীন হ'য়ে গেল। একটা ব[illegible]জ্জ্বল স্বপ্নের ম[illegible]তন আমাদের দ্বীপময়-ভারত দর্শন সমাপ্ত হ'ল। কিন্তু এই স্বপ্নের প্রভাব আমার মানসিক [illegible] আধ[illegible]ত্মিক জী[illegible]নে চিরকালের জন্য থাক্‌বে, কারণ এই দ্বীপময়-ভারত দর্শনের ফ[illegible] আমার ভারতীয় জাতির গৌরব[illegible] পরিমাণে উপলব্ধি ক'রতে পের[illegible]ছি, প্রাচীন ভারতের স্বরূপের স[illegible] পরিচিত হ'য়েছি,—আর সৌন্দর্য[illegible]াধের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক[illegible]নুভূতির যৎসামান্য দ্যোতনা লাভ ক'[illegible]কেও আগের চেয়ে ভা[illegible] ক[illegible]র[illegible]

॥ সমাপ্ত ॥